দ্রব্যগুণ-শিক্ষা।

চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, ভাবপ্রকাশ, রাজ-নিঘণ্টু, অত্রিসংহিতা,
রাজবল্লভ ও বৈদ্যকনিঘণ্টু প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ, এবং
মেটিরিয়া মেডিকা প্রভৃতি ডাক্তারি-শাস্ত্রের
বহুবিধ পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

দ্বাদশ সংস্করণ।
(সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

:o:

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল্ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, পাশ্চাত্য ও আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্রের
রহস্যবিদ্ ভিষক্, সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল্ ইণ্ডাষ্ট্রী (লণ্ডন),
সার্জ্জিক্যাল্ এড্ সোসাইটী (লণ্ডন), কেমিক্যাল্ সোসাইটী
(প্যারিস্), কেমিক্যাল্ সোসাইটী (আমেরিকা), প্রভৃতি
বিজ্ঞান-সভার মেম্বর, দিল্লী—"বনোয়ারিলাল আয়ুর্ব্বেদ-
বিদ্যালয়ের" ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষক, এবং সচিত্র "কবি-
রাজি-শিক্ষা", সচিত্র "ডাক্তারি-শিক্ষা", সচিত্র
"সুশ্রুত-সংহিতা", সচিত্র "পরিচর্য্যা-
শিক্ষা", এবং "পাচন ও মুষ্টিযোগ"
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা—

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত।

নগেন্দ্র ষ্টিম্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্—কলিকাতা।

১৯৩৪।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

দ্বাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

'দ্রব্যগুণ-শিক্ষা'র দ্বাদশ সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই পুস্তকের ১১টী সংস্করণ হইয়া প্রায় ৪০ হাজার পুস্তক বিক্রীত হইলেও আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার পুস্তক সম্বন্ধে ইহা অধিক বলা যায় না। সর্ব্বসাধারণের অনায়াসে দ্রব্যগুণ জানিবার উপযুক্ত এইরূপ উপাদেয় পুস্তক আর দ্বিতীয় নাই। সুতরাং এই পুস্তক ঘরে ঘরে সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে, অনিয়ম-জনিত রোগের আক্রমণ হইতে সকলেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। ইতি—

কলিকাতা,
২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। } কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

প্রতি সংস্করণের পুস্তক-সংখ্যা।

প্রথম সংস্করণ	১৩০৭ সাল	২০০০ হাজার।
দ্বিতীয় "	১৩০৮ "	৪০০০ "
তৃতীয় "	১৩০৯ "	৪০০০ "
চতুর্থ "	১৩১০ "	৪০০০ "
পঞ্চম "	১৩১২ "	৪০০০ "
ষষ্ঠ "	১৩১৪ "	৪০০০ "
সপ্তম "	১৩১৭ "	৪০০০ "
অষ্টম "	১৩২০ "	৪০০০ "
নবম "	১৩২৫ "	২০০০ "
দশম "	১৩২৮ "	৪০০০ "
একাদশ "	১৩৩৫ "	৩০০০ "
দ্বাদশ "	১৩৪১ "	৩০০০ "

মোট—৪২,০০০ (বিয়াল্লিশ) হাজার।

কলিকাতা,
২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। } কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

উদ্দেশ্য।

দ্রব্যগুণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানিবার বিষয়। চিকিৎসক দ্রব্যগুণ না জানিলে চিকিৎসা করিতে পারেন না; কারণ, ঔষধের কোন্ দ্রব্য দ্বারা রোগের কোন্ দোষ নিবারিত হইবে, রোগীর কিরূপ অবস্থায় কোন্ দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে, এ সকল বিষয় না বুঝিয়া নির্দ্দিষ্ট ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলে তাহাতে উপকার অপেক্ষা অপকারের আশঙ্কাই অধিক। সাধারণ ব্যক্তিগণও যদি তাঁহাদের আহার্য্য ব্যবহার্য্য সকল পদার্থেরই গুণাদি জানিয়া আহারাদি করেন, তাহা হইলে অনিষ্টকর পদার্থের আহারাদি দোষে কাহাকেও অযথা রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

দ্রব্যগুণের উপদেশ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যথেষ্ট আছে। তৃণ হইতে মণি-মাণিক্য পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থ এবং দা'ল-ভাত ও লুচি সন্দেশ প্রভৃতি সকল প্রকার কৃত্রিম পদার্থ, এ সকলেরই গুণাদি বিবৃত করিতে আর্য্য-মনীষিগণ ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু নব নব বিজ্ঞানসাহায্যে এখন যে সকল নূতন পদার্থ আমাদের ব্যবহার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের শেষ সংস্করণ-কাল পর্য্যন্ত সে সমস্ত পদার্থের ব্যবহার না থাকায়, তাহার গুণাদি আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং সকল দ্রব্যের গুণাদি জানিবার আকাঙ্ক্ষা এক আয়ুর্ব্বেদ হইতে পরিতৃপ্ত হওয়া সুকঠিন। অথচ সংস্কৃত শিখিয়া বিপুল আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের, এবং ইংরাজী শিখিয়া বহুবিধ ডাক্তারি পুস্তকের আলোচনা করিবার জন্য সময় ও অর্থব্যয় করিতে পারেন, এরূপ সুবিধাও অতি অল্প লোকের আছে। এইজন্য সকল দ্রব্যের গুণাদি যাহাতে অনায়াসে জানিতে পারা যায়, এমন একখানি পুস্তক অনেকেরই বিশেষ আকাঙ্ক্ষণীয়। তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য এই দ্রব্যগুণ-শিক্ষা প্রচারিত হইল।

দ্রব্যজ্ঞানসম্বন্ধে যেসকল বিষয় জানিবার জন্য সাধারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন, এই পুস্তকে তাহার সকলগুলিই সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। দ্রব্যের গুণ জানিবার আগে, দ্রব্যটী কিরূপ, তাহা জানা

আবশ্যক ; এইজন্য প্রত্যেক দ্রব্যেরই স্বরূপ, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, এবং সংস্কৃত পর্য্যায়, প্রভৃতি দ্বারা প্রথমতঃ দ্রব্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। অনেক খাদ্য-পদার্থের নির্ম্মাণকৌশল, শোধনোপযোগী পদার্থের শোধন-বিধি, ধাতু প্রভৃতির জারণ মারণাদির নিয়ম প্রভৃতি সকল বিষয়ও অনেকের জ্ঞাতব্য বিবেচনায়, বিশেষরূপে সেই সমস্তগুলির আলোচনা করিয়াছি। অনু-সন্ধানের সুবিধার জন্য প্রত্যেক পদার্থের অকারাদিবর্ণক্রমে সংস্কৃত নামের সমাবেশ করিয়া, পরিশেষে চলিত নামানুসারে একটী বিস্তৃত সূচীপত্র সংযোজিত করিয়াছি। গুণ-বর্ণনপ্রসঙ্গে ডাক্তারিশাস্ত্রের অনুমত স্বতন্ত্র গুণগুলিও পরিত্যাগ করি নাই। দৈবাৎ কোন বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে, বিনা চিকিৎসায় প্রাণহানি না হয়, এই অভিপ্রায়ে কতকগুলি বিষাক্ত পদার্থের বিষক্রিয়া এবং তাহার প্রতিকারোপায় জানাইবার জন্য একটী পরিশিষ্ট অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছি। ফলতঃ এই একখানি পুস্তকদ্বারা দ্রব্যগুণ ও দ্রব্যাভিধান, এই উভয় পুস্তকের প্রয়োজন যাহাতে সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা তদুপযোগী করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে এই সকল বিষয় সংগ্রহ করিতে যে পরিমাণে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক বহু আয়ুর্ব্বেদ ও ডাক্তারি-গ্রন্থের আলোচনা করিতে হই-য়াছে, তাহার তুলনায় অতি অল্পমাত্র মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া, পুস্তকখানি সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে সুলভ করিবার জন্যও চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এখন সাধারণের নিকট ইহা উপযোগী বোধ হইলেই আমার যত্ন, শ্রম ও অর্থব্যয় প্রভৃতি সার্থক বিবেচনা করিব।

অতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে, আমার "অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের" সুযোগ্য অধ্যাপক এবং আমার চিকিৎসালয়ের প্রধান সহকারী চিকিৎসক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থের সঙ্কলন ও সংশোধন বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

কলিকাতা,
২৩শে ভাদ্র, ১৩০৭ সাল। } শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ।

দ্রব্যগুণ-শিক্ষা।

অ।

অংশূদক।—যে জলাশয়ের জল, দিবসে সূর্য্যকিরণ ও রাত্রিতে চন্দ্রকিরণ সম্পূর্ণরূপে পাইয়া নির্ম্মল থাকে, সেই জলকে অংশূদক বলে। এই জল শীতল, স্নিগ্ধ, বলকারক, লঘুপাক এবং অনভিষ্যন্দী (কফকারক নহে)। ইহা শরৎকালে পানাদি কার্য্যে প্রশস্ত।

অকর্কর।—(Anacyclus pyrethrum.) বাঙ্গালায় চলিত কথায় অকর্করকে আকরকরা কহে। ইহার পারস্য নাম অকর্করহা, প্রাকৃত নাম অকল্করা এবং সংস্কৃত নামান্তর অকরাকরভ, অকরান্তক, অক্কল্কর ও অকল্ল। ইহা উষ্ণবীর্য্য, আস্বাদে কটু (ঝাল), বলকারক এবং প্রতিশ্যায়, শোথ ও বায়ুনাশক।

অগস্তি।—(Sesbana grandiflora.) বাঙ্গালায় চলিত কথায় অগস্তিকে বকফুলের গাছ কহে। ইহার হিন্দি নাম হতিয়াবকুল ও বৃহৎ বৌলসরী। তৈলঙ্গী নাম লল্লয় বিসেচেট্টু। মহারাষ্ট্রীয় নাম অগস্তা হদগা। ইহার ফুল শ্বেত, নীল, পীত এবং লাল এই চতুর্ব্বিধ হইয়া থাকে। ইহা তিক্ত, কষায়, কটু ও মধুর-আস্বাদ, মদগন্ধি, অত্যন্ত শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, কফ, দাহ, শ্বাস, যোনি-শূল, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, রাত্র্যন্ধতা, পীনস, চাতুর্থক জ্বর, শোথ ও শ্রান্তির নাশক। ইহার পত্র কটু-তিক্ত-মধুর রস, গুরু, কিঞ্চিৎ উষ্ণ, এবং ক্রিমি, কফ, কণ্ডূ, বিষদোষ ও রক্তপিত্ত নিবারক। ইহার পুষ্প শীতল; এবং ত্রিদোষ, শ্রান্তি, কফ, কাস, বিবর্ণতা, ভূতগ্রহদোষ ও বলের নাশক। ইহার ফল তিক্তাস্বাদ, পাকে মধুর, লঘুপাক, অরুচিনাশক, এবং বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির বর্দ্ধক।

অগস্তি-কুসুম।—(Justicia Adhatoda.) বাসকগাছ দ্রষ্টব্য।

অগুরু।—(Aquilaria agallocha —A fragrant wood.) ইহা অগুরুকাষ্ঠ বা অগুরুচন্দন নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দী-ভাষায় ইহাকে অগর্, তৈলঙ্গী ভাষায় হরুগুহু চেট্টু, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শিশবাচে ঝাড় এবং কৃষ্ণাগুরু কহে। অগুরুর সাধারণ গুণ—

তিক্ত ও কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক এবং ব্রণ, কফ, বায়ু, বমন, মুখরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগনাশক। বাহ্যিক প্রয়োগে ইহা রুক্ষক্রিয়ার প্রকাশ এবং ত্বকের উপকার করে।

কৃষ্ণ, দাহ, স্বাদু, মঙ্গল্য ও কাষ্ঠ নামভেদে অগুরু পাঁচপ্রকার। এই সকল অগুরুর মধ্যে কৃষ্ণাগুরুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাবতীয় ঔষধাদিতে ইহাই ব্যবহার করা প্রশস্ত। ইহা কৃষ্ণবর্ণ, কটু-তিক্ত-কষায় রস ও উষ্ণবীর্য্য; কিন্তু বাহ্যিক প্রয়োগে শীতলক্রিয়া প্রদর্শন করে। আভ্যন্তরপ্রয়োগে ত্রিদোষ বিশেষতঃ পিত্ত, মুখরোগ, বমনরোগ, ও বায়ুর নাশ করিয়া থাকে।

দাহনামক অগুরু—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সৌগন্ধজনক, কেশের দোষনাশক, কেশবর্দ্ধক এবং বর্ণের উৎকর্ষসম্পাদক।

স্বাদু-অগুরু—কটুকষায় রস এবং উষ্ণবীর্য্য। ইহার ধূম বায়ুনাশক ও সুগন্ধি।

মঙ্গল্য-অগুরু—কৃষ্ণাগুরুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

কাষ্ঠাগুরু—পীতবর্ণ, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক এবং বাহ্যপ্রয়োগে রুক্ষকার্য্যকারক।

অগ্নিজার।—পশ্চিমসমুদ্রজাত ঔষধবিশেষ। ইহা চারিপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট, তন্মধ্যে লোহিতবর্ণই শ্রেষ্ঠ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পিচ্ছিল, পিত্তবর্দ্ধক; এবং কফ, বায়ু, সন্নিপাতদোষ, শূলরোগ ও অতিশীতনিবারক।

অঙ্কোটক, অঙ্কোঠ।—(Alangium Hexapetalum.) অঙ্কোটককে চলিত কথায় আঁকোড় গাছ বা ধলা আঁকোড় কহে। হিন্দীভাষায় ইহার নাম ঢেরা। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, লঘু, বিরেচক; এবং শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বায়ু, শূল, আমদোষ, শোথ ও বিষদোষের নাশক। ইহার ফল মধুর-রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মজনক, বিরেচক এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, ক্ষয়রোগ ও রক্তদোষে হিতকারক। ইহার মূলের ছাল বমনকারক। উপদংশ ও কুষ্ঠে ইহা সুফলপ্রদ। ইহা চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

অঙ্গার-কর্কটী।—অঙ্গার-কর্কটী পশ্চিমদেশ-প্রসিদ্ধ একপ্রকার খাদ্য। ময়দাকে জলসহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লেচি বা লইয়ের ন্যায় ড্যালা ড্যালা করিবে; পরে তাহা অঙ্গারাগ্নিতে উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া লইলেই অঙ্গার-কর্কটী প্রস্তুত হইবে। ইহা শ্লেষ্মজনক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নির উদ্দীপক; এবং পীনস, শ্বাস ও কাসরোগের

নাশক। শাস্ত্রে ইহা লঘুপাক বলিয়া উল্লিখিত আছে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বসাধারণের যেরূপ অগ্নিবল, তদনুসারে ইহাকে গুরুপাক বলিয়া স্বীকার করাই উচিত।

অজকর্ণ, অজকর্ণক।—(Buchanania Latifolia) অজকর্ণের সাধারণ বাঙ্গালা নাম পিয়াল, আসনা বা পিয়াশাল; হিন্দী নাম আসন্ ও চিরৌঞ্জী। সংস্কৃতভাষাতেও ইহা পিয়াল বলিয়াই অভিহিত। ছাগকর্ণের ন্যায় ইহার পত্রের আকৃতি, এজন্য ইহাকে অজকর্ণ কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য; এবং কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ,, প্রমেহ, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও ব্রণরোগে উপকারক।

অজগন্ধা।— (Ocymum gratissimum.) অজগন্ধার সাধারণ নাম বনযমানী। ইহা কটুরস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, দৃষ্টিশক্তির হানিকারক, শুক্রক্ষয়কারক, বায়ু এবং কফের নাশক।

অজগন্ধিকা।—ইহার সাধারণ নাম বনতুলসী বা বাবুইতুলসী। হিন্দীতে ইহাকে ববরী বা ববই বলে। ইহা লঘু, রুক্ষপাক, রুচিজনক এবং বায়ু ও কফনাশক।

অজমোদা।—(Pimpinella Involucrata, Ligusticumajwain Syn—Apium involucratum.) চলিত কথায় অজমোদাকে রান্ধনী কহে। ইহার হিন্দী নাম অজ্‌মদ্। মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটদেশে ইহা অজমোদা নামেই প্রসিদ্ধ। তেলেগুভাষায় ইহার নাম বামন্। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, তীক্ষ্ণ, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহী, মলরোধক, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক; এবং বায়ু, কফ, ক্রিমি, বমি, হিক্কা, বস্তিশূল ও নেত্ররোগে হিতকর।

অজশৃঙ্গী।—(A plant described as a milky and thoruy plant with a front crooked figure like a ram's horn; Convolvulus argenteus.) অজশৃঙ্গীর সাধারণ নাম মেড়াশিঙে, গাড়লশিঙী ও ছাগলবেঁটে। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে মেধশেঙ্গ, এবং কর্ণাটদেশে উরিয়মর কহে। ইহা কটুতিক্ত-রস, পাকে রুক্ষ, চক্ষুর হিতকর, বায়ুনাশক, এবং কফ, পিত্ত, অর্শঃ, শূল, শোথ, শ্বাস, হৃদ্রোগ, কাস, বিষদোষ, কুষ্ঠ, ব্রণ ও নেত্রশূলে উপকারক। ইহার ফল অম্ল-লবণকটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক,

অগ্নিবর্দ্ধক; এবং কফ ও বায়ু-নাশক।

অজাজী।—(Cuminum Cyminum—Cumin seed) ইহার সাধারণ নাম কৃষ্ণজীরা বা কালজীরা। হিন্দী ভাষায় ইহাকে জীরা বা কালাজীরা বলে। ইহা কটুরস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, পাচক; এবং বায়ু, গুল্ম, আধ্মান, অতিসার, গ্রহণী, ক্রিমি ও কফ রোগনাশক, বলবর্দ্ধক এবং রুচিজনক।

অজান্ত্রী।—(A pot-herb—Convolvulus argenteus.) অজান্ত্রী একপ্রকার নীলগাছ। চলিত কথায় ইহাকে নীলবোনা বা ছাগলবেঁটে কহে। ইহা কটুরস, কাসনিবারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং গর্ভজনক।

অঞ্জীর।—(Ficus carica, Psidium pomiferum.) অঞ্জীর এক প্রকার পেয়ারা। সাধারণে ইহাকে বড় পেয়ারা কহে। ইহার হিন্দী নাম আঁজীর। ইহার ফল মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক এবং রক্তপিত্তরোগ ও বায়ুনাশক।

অটরূষ।—(Justicia Adhatoda.) বাসক দ্রষ্টব্য।

অণ্ড।—অণ্ডের অপর নাম ডিম্ব। বাঙ্গালায় চলিত কথায় ইহাকে ডিম এবং হিন্দী ভাষায় আণ্ডা কহে। প্রাণিভেদে ডিম্বের গুণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ সকল ডিম্বই মধুর-কটুরস, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক; এবং বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক।

অতসী।—(Linum Usitatissimum—Common Flax.) অতসীর বাঙ্গালা নাম মসিনা। হিন্দী ভাষায় ইহাকে তিসি এবং তৈলেঙ্গু-ভাষায় নল্লয়গসিচেট্টু কহে। ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরু, বলকারক, কফ-বর্দ্ধক, মেহনাশক, বায়ুপিত্তনাশক, এবং শুক্র ও দৃষ্টিশক্তির হানিকারক।

ইহার তৈল মধুর-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, পাকে কটু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, মদগন্ধি, মলকারক, কিন্তু অবিরেচক; অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ুপিত্ত-কফ-নাশক এবং কাস ও ত্বক্‌দোষে উপকারক। এই তৈল বায়ুবিনাশের জন্য পান-অভ্যঙ্গ-নস্য-কর্ণপূরণ ও বস্তিকার্য্যে (পিচ্‌কারীতে) প্রযুক্ত হয়।

অতিবলা।—(Sida rhombifolia.) অতিবলা—বেড়েলা-বিশেষের নাম। ইহার অপর সংস্কৃত নাম মহাবলা। হিন্দীভাষায় ইহাকে ককহিয়া, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পিটারিণী কহে। ইহা মধুর-কটু-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বলকারক, কান্তিবর্দ্ধক এবং বায়ু,

লইলে, অন্নমণ্ড প্রস্তুত হয়। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, বস্তিশোধক, বলকারক, রক্তবর্দ্ধক এবং জ্বর, কফ, পিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক।

অপরাজিতা।—(Clitoria Tornatea.) বাঙ্গালায় ইহা অপরাজিতা নামেই প্রসিদ্ধ। হিন্দী-ভাষায় ইহাকে বিষ্ণুক্রান্তি এবং তেলেগু-ভাষায় নল্লনেলগুম্ভিরি, বিষ্ণুক্রান্ত ও নল্লবিষ্ণুক্রান্ত কহে। অপরাজিতা কটু-তিক্ত রস, শীতবীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর; এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, শোথ, কাস ও বিষদোষের শান্তিকারক।

শ্বেত ও নীল বর্ণের পুষ্পভেদে অপরাজিতা দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত-অপরাজিতা, কটু-তিক্তরস, শীত-বীর্য্য, চক্ষুর উপকারক এবং বিষ-দোষ ও পিত্তজনিত উপসর্গের শান্তি-কারক। নীল অপরাজিতা কটু-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য এবং জ্বর, দাহ, রক্তা-তিসার, বমন, উন্মাদ, মদরোগ, ভ্রম, শ্বাস, কাস, আমদোষ ও অম্লপিত্ত রোগে হিতকর।

অপামার্গ।—(Achyranthes aspera Bideutata) চলিত কথায় অপামার্গকে আপাঙ্ এবং দেশভেদে চরচরে কহে। ইহার হিন্দী নাম লট্জীরা ও চিরচিরা, তেলেগু নাম উত্তরেণী এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম আঘাড়া। অপামার্গ কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, মলরোধক, অগ্নি-বর্দ্ধক, পাচক, রুচিকারক এবং কফ, অর্শঃ, কণ্ডু, রক্তস্রাব, মেদোদোষ, আমদোষ, হৃদ্রোগ ও উদরাধ্মান-রোগের শান্তিকারক। অপামার্গের পত্র রক্তপিত্তনাশক। ইহার মূল রক্ত-সূত্রের দ্বারা বামহস্তে বন্ধন করিলে তৃতীয়ক জ্বর নিবারিত হয়। ইহার বীজ মধুররস, শীতবীর্য্য, দুর্জ্জর (কষ্টে পরিপাক পায়), রুক্ষ, মলরোধক, বমনকারক, শিরোবিরেচক, এবং রক্তপিত্তনাশক।

শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে অপা-মার্গ তিনপ্রকার। তিনপ্রকার অপা-মার্গই প্রায় সমগুণবিশিষ্ট। তোয়াপা-মার্গ নামক আর একপ্রকার অপামার্গ আছে; তাহা কটুরস, এবং শোথ, কফ, কাস, বাত ও শোষরোগে হিতকর।

ক্ষার প্রস্তুতের নিয়মানুসারে অপা-মার্গের ক্ষার প্রস্তুত করিয়া ঔষধবিশেষে ব্যবহৃত হয়। অপামার্গের ক্ষার গুল্ম ও শূলনাশক।

অপূপ।—অপূপের সংস্কৃত নামান্তর, পিষ্টক। বাঙ্গালায় চলিত কথায় ইহাকে পিটে এবং মহারাষ্ট্রীয়

ভাষায় ঘারণে কহে। ময়দা, মুগের দাল, চাউলের গুঁড়া, প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা দেশভেদে ইহা নানাবিধ উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পিষ্টক মধুর-রস, গুরুপাক, বলকারক, প্রীতিজনক, রুচিকারক এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তিকারক।

অভিষুক।—(Pistacia vera. The Pistachionut tree.) অভিষুক কাবুলদেশে জন্মিয়া থাকে। ইহা পেস্তা নামে প্রসিদ্ধ। পেস্তা মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টি-কর, বলকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

অভ্র।—(Talc.) অভ্র এক-প্রকার খনিজ ধাতু। বাঙ্গালায় ইহা অভ্র বা অভ্ভর, হিন্দীতে আভ্ এবং সংস্কৃত ভাষায় আকাশের যাব-তীয় নামে অভিহিত হয়। ইহা স্বচ্ছ এবং স্তরে স্তরে জমাট হইয়া থাকে। অভ্রের সাধারণ গুণ—ইহা গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ, রসায়ন, বলকারক এবং কুষ্ঠ, মেহ ও ত্রিদোষের শান্তিকারক। শ্বেত, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে অভ্র চারিপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণাভ্রই ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণাভ্রও আবার দর্দুর, নাগ, পিনাক ও বজ্র, এই চারি নামানু-সারে চারিপ্রকার। দর্দুর অভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভেকের ন্যায় শব্দ নির্গত হয়, নাগ অভ্র অগ্নিস্পর্শে ফুৎকারের ন্যায় শব্দ করে; পিনাক অভ্র হইতে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় শব্দ নির্গত হইয়া থাকে; এবং বজ্র অভ্র অগ্নিস্পর্শে কোন রূপ বিকৃত হয় না। এই চারিপ্রকার কৃষ্ণাভ্রের মধ্যে দর্দুর-অভ্র সেবনে মৃত্যু হয়, পিনাক-অভ্র সেবনে কুষ্ঠ-রোগ, এবং নাগ-অভ্র সেবনে ভগন্দর রোগ জন্মিয়া থাকে; কেবল বজ্র-অভ্রই কোনরূপ অনিষ্ট করে না। সুতরাং বজ্র-অভ্রই ঔষধাদিতে ব্যবহার করা হয়। অভ্র জারিত করিয়া ঔষধা-দিতে ব্যবহার করিতে হয়। জারিত অভ্রই অভ্রভস্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অভ্রজারণের বিধি যথা :—

প্রথমতঃ কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে পোড়া-ইয়া দুগ্ধে ফেলিতে হয়; পরে তাহার স্তরগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, ন'টে শাকের রসে এবং কোনপ্রকার অম্ল-দ্রব্যের রসে ৮ আটবার ভাবনা দিয়া অভ্র শোধন করিয়া লইতে হয়। পরে সেই অভ্র, ও তাহার চারিভাগের একভাগ শালিধান্য একত্র একখানি কম্বলে বাঁধিয়া তিন দিন জলে ভিজা-ইয়া রাখিবে। তৎপরে তাহা হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলে, কম্বল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকার ন্যায় যে অভ্র নির্গত হইবে,

তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই ধান্যাভ্র এক একবার গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিবে, এবং দুইখানি শরায় রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে অভ্রের চন্দ্র অর্থাৎ চক্‌চকে অংশ নষ্ট হইলেই তাহাকে জারিত অভ্র কহে। পরিশেষে জারিত অভ্রের অমৃতীকরণ করিতে হয়। ত্রিফলার কাথ /২ সের, গব্যঘৃত /১ সের ও জারিত অভ্র /১।০ সের, একত্র এই সমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে; পরিশেষে চূর্ণবৎ হইলে, তাহাকেই অভ্রের অমৃতীকরণ বলা হয়।

সাধারণতঃ অভ্র এইরূপে জারিত হয়। কিন্তু ইহা ভিন্ন অভ্র জারিবার আরও নানাপ্রকার নিয়ম আছে। যে কোন বিধানানুসারে অভ্র সহস্রপুট পর্য্যন্ত জারিত করিলে, তাহা বিশেষ গুণকর হইয়া থাকে।

জারিত অভ্র মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, বিংশতিপ্রকার মেহ, স্বর্ণভস্মের সহিত সেবনে ক্ষয়রোগ এবং গব্যদুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তরোগ নষ্ট হয়। রসায়ন ও শরীর-পুষ্টির জন্য মধু ও লবঙ্গচূর্ণের সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ½ অর্দ্ধরতি হইতে ২ দুই রতি পর্য্যন্ত।

অমর-বল্লী।—(Cassayta filiformis.)—অমরবল্লী বাঙ্গালায় আলোকলতা, হিন্দীতে অমরবল্লী, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অমরবেলী নামে প্রসিদ্ধ। আলোকলতা তিক্ত-কষায়রস, পিচ্ছিল, অগ্নিবর্দ্ধক ও মল-রোধক; এবং নেত্ররোগ, পিত্ত, কফ, ও আমদোষের নাশক।

"সালসা" নামক প্রসিদ্ধ বিদেশীলতাও সংস্কৃতভাষায় অমরবল্লী ও বৃদ্ধবল্লী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সালসা বল-কারক, রসায়ন, রতিশক্তিবর্দ্ধক, মূত্র-কারক, ঘর্ম্মজনক, পুষ্টিকর এবং ঔপ-দংশিক রোগ ও রক্তদোষের নিবারক।

অমরুফল।—অমরুফল উত্তর-দেশে জন্মে, এবং এই নামেই প্রসিদ্ধ। অমরুফল শীতল ও বিরেচক; এবং দাহ, রক্তপিত্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাশ্মরী রোগে উপকারক।

অমৃতফল।—(Nak. Pyrus communis)—The Pear Tree অমৃতফলের চলিত নাম নাসপাতি। কাবুল দেশে এই ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পাঞ্জাবে ইহা 'নাক্' নামে অভিহিত। ইহা মধুরাম্ল রস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, রুচিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

অমৃতবল্লী।—চিত্রকূট-পর্ব্বত-জাত একরূপ গুলঞ্চলতার নাম অমৃত-

বল্লী। ইহা অল্পতিক্তরস, বিষনাশক ও জ্বরনিবারক, এবং কুষ্ঠ, কামলা, ব্রণশোথ ও আমদোষে হিতকর।

অমৃতস্রবা।—এই লতা হইতে একপ্রকার রসস্রাব হয় বলিয়া ইহার নাম অমৃতস্রবা। অমৃতস্রবার অপর নাম রুদন্তী লতা। এই লতাও চিত্রকূট পর্ব্বতে জন্মে। অমৃতস্রবা অমৃতবল্লীর ন্যায়ই গুণযুক্ত।

অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠকা।—(Stephania Hernandifolia.) বাঙ্গালা ভাষায় ইহার নাম নিমুকা বা আকনাদি। এতদ্ভিন্ন ইহা আমরুল, আমড়া এবং পুদিনা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা কষায় ও অম্লরসবিশিষ্ট, কফনাশক, কণ্ঠ ও বায়ুরোগনিবারক এবং কফবর্দ্ধক।

(পাঠা শব্দ দ্রষ্টব্য।)

অম্রাতক, আম্রাতক।—(Spnodias Mangifera.) চলিত কথায় ইহাকে আমড়া কহে। আম্রাতক দ্রষ্টব্য।

অম্ল।—অম্ল একপ্রকার রসের নাম। চলিত বাঙ্গালা কথায় ইহাকে অম্বল এবং হিন্দীভাষায় খাট্টা কহে। অম্লরস—লঘু, উষ্ণ, অভিষ্যন্দী, তৃপ্তিজনক, রক্তবর্দ্ধক, বায়ুর অনুলোমক, বলকারক, কণ্ঠের দাহজনক, শরীরের মৃদুতাকারক, পাচক, পিত্ত ও কফের বর্দ্ধক, ক্লেদজনক ও মলবিরেচক; এবং শুক্রবিবন্ধ, আনাহ ও দৃষ্টিশক্তির নাশক। অম্লরস অধিকপরিমাণে সেবন করিলে, ভ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, তিমিররোগ, জ্বর, কণ্ডূ পাণ্ডু, বিসর্প, শোথ, বিস্ফোট ও কুষ্ঠরোগ জন্মিতে পারে।

অম্লকরঞ্জ।—চলিত কথায় অম্লকরঞ্জকে টক করমচা কহে। ইহা গুরুপাক, পিপাসানাশক, রুচিকর ও পিত্তবর্দ্ধক।

অম্লজম্বীর।—(Citrus Acida.) অম্লজম্বীরকে টক্‌জামীর বা গোঁড়ানেবু কহে। গোঁড়ানেবু অম্ল-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কফজনক এবং গুল্ম, আমদোষ ও বায়ুর হিতকর। পাকিলে এইফল অম্ল-মধুররসবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অম্লপর্ণী।—অম্লপর্ণীর অপর নাম সুরপর্ণী। অম্লপর্ণী বায়ু, কফ ও শূলরোগে হিতকর।

অম্লমারীস।—অম্লমারীষকে বাঙ্গালায় অম্ল নটেশাক এবং হিন্দীতে সারা কহে। অম্লমারীষ অম্ল-লবণ-মধুররস এবং ত্রিদোষের প্রকোপ-কারক।

অম্লরুহা।—অম্লরুহা একপ্রকার পান। মালবদেশে এই পান উৎপন্ন হয়। অম্লরুহা রুচিকারক এবং দাহ, গুল্ম ও আধ্মান (পেটফাঁপা) রোগে উপকারক।

অম্ললোণী ।—(Oxalis corniculata.)—অম্ললোণীর বাঙ্গালা নাম আমরুলশাক ; সংস্কৃতভাষায় ইহার অপর নাম চাঙ্গেরী। আমরুলশাক অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য ও পিত্তবর্দ্ধক ; এবং কফ, বায়ু, গ্রহণী, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও অতিসার-রোগে হিতকর।

অম্লবেতস ।—(Rumex vesicarius.—Country sorrel.) বাঙ্গালাভাষাতেও ইহা অম্লবেতস ও থৈকল নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দীতে ইহাকে আমলটাস্ কহে। অম্লবেতস অম্ল-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, পিত্তকারক ও মলভেদক ; এবং কফ, অর্শ, গুল্ম, অরুচি, হৃদ্রোগ, শূল, মলমূত্রদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমন ও বাতশ্লেষ্মজ-রোগে উপকারক। অম্লবেতস-সংযোগে ছাগমাংসও দ্রবীভূত হইয়া যায়।

অম্লশাক ।—অম্লশাকের সাধারণ নাম চুকা-পালঙ্ বা টক্-পালঙ্। ইহা অতিশয় অম্লরস এবং বায়ু, দাহ ও শ্লেষ্মনাশক। চিনিমিশ্রিত চুকা-পালঙ্ — দাহ, পিত্ত ও কফরোগে উপকারক।

অম্লাটন ।—অম্লাটনের অপর সংস্কৃত নাম মহাসহ। ইহা এক-প্রকার ঝাঁটী। বাঙ্গালায় ইহাকে বাণপুষ্প ও আয়না, হিন্দীতে কট্সরয়া, লালগুলমখ্থন্, দক্ষিণ দেশে আয়নাট্ এবং গৌড়ে বাণপুষ্প কহিয়া থাকে। ইহা কষায়-মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও স্নিগ্ধ।

অম্লিকা ।—তিন্তিড়ী, পলাশ-লতা, শ্বেতাম্লিকা, পুদিনা, চাঙ্গেরী। (তিন্তিড়ী দেখ।)

অম্লিকাপানক ।—অম্লিকাপানককে বাঙ্গালায় তেঁতুলের পানা কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম তিন্তিড়ী-পানক। পাকা তেঁতুল জলে গুলিয়া, তাহাতে চিনি, মরিচ, লবঙ্গ ও কর্পূরের গুঁড়া যথাযোগ্য মিশ্রিত করিয়া, এই পানা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা অম্ল-মধুররস, রুচিকর, পিত্তশ্লেষ্ম-বর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

অম্লিকাবটক ।—অম্লিকাবটককে বাঙ্গালায় অম্লবড়া এবং হিন্দীতে ঝোতীবরা কহে। বড়া ভাজিয়া তেঁতুলের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তেঁতুল সিদ্ধ করিয়া জলে গুলিবে, এবং তাহার সহিত এলাইচ, কর্পূর ও মরিচ প্রভৃতির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তেঁতুলের জল প্রস্তুত করিবে। ইহা রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

অম্লিকাফল ।—(Tamarindus Indica.)—অম্লিকাফলের বাঙ্গালা নাম

তেঁতুল এবং হিন্দী নাম আম্‌লী, সংস্কৃত ভাষায় অপর নাম তিন্তিড়ীফল। কাঁচা তেঁতুল অম্ল কষায় রস ও অম্লপাকী; রক্তপিত্ত ও আমদোষের বর্দ্ধক এবং বায়ুরোগ ও শূলরোগে উপকারক। পাকা তেঁতুল শীতবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃষ্ণানিবারক ও মলভেদক, এবং কফ ও বায়ুর হিতকর।

অরগ্বধ।—(Cassia fistula.) ইহা সাধারণতঃ বড়সোন্দালি, ঠড়িয়া সোন্দাল, রাখালনড়ী এবং বানরনড়ী নামে খ্যাত। ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য; এবং শূল, জ্বর, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, মেহ, কফ এবং বিষ্টম্ভরোগে উপকারক।

অরণ্যকদলী।—অরণ্য কদলীকে বাঙ্গালায় বুনোকলা, বীচেকলা বা দয়া-কলা কহে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহার নাম রাণকেল। এই কলা মধুর-কষায় রস, শীতল, গুরুপাক, দুর্জ্জর, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক; এবং দাহ, শোষ ও পিত্তরোগে হিতকর।

অরণ্যকর্কটী।— বাঙ্গালায় অরণ্যকর্কটীকে বুনোকাঁকুড়; এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণতবসে কহে। এই কাঁকুড় তিক্তরস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য ও মলভেদক; এবং কফ, ক্রিমি, পিত্ত, কণ্ডু ও জ্বররোগে উপকারক।

অরণ্যকার্পাসী।—(The wild cotton.)—অরণ্য-কার্পাসার বাঙ্গালা নাম বন-কার্পাসী, মহারাষ্ট্রীয় নাম রাণাকার্পাসী, এবং তেলেগু ভাষায় ইহার নাম পত্তি। বনকার্পাসী রুক্ষ, ব্রণনাশক ও শস্ত্রজনিত-ক্ষতনিবারক।

অরণ্যকুক্কুট।—যে কুক্কুট বনে বাস করে, অর্থাৎ যাহারা মনুষ্যপালিত নহে, তাহাকেই বন্য-কুক্কুট বা বন কুক্‌ড়ো কহে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে রাণ কোবড়ে এবং হিন্দীভাষায় কোম্‌ড়া বা বনমোর্গী কহে। এই কুক্কুটের মাংস লঘু, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিজনক ও পুষ্টিকারক এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার নাশক।

অরণ্যকুসুম্ভ।—অরণ্যকুসুম্ভ এক প্রকার বনজাত কুসুম-ফুল। বাঙ্গালায় ইহাকে বন-কুসুম এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণকুসুম্ভ বা রাণ-কউই কহে। ইহা পাকে কটু, অগ্নিবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মনাশক।

অরণ্যচটক।—অরণ্যচটক একপ্রকার চড়াই বা চটকজাতীয় পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে বন চটা, গুড়গুড়ে, নাগরচড়ুই বা ছাতারে পাখী কহে। ইহার মাংস লঘু, হিতকর এবং চটক-মাংসের অন্যান্য গুণসম্পন্ন।

অরণ্যচম্পক।—অরণ্যচম্পকের বাঙ্গালা নাম বন-চাঁপা। ইহা

শীতল, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও বল-কারক।

অরণ্যার্দ্রক।—(Wild ginger.)—বাঙ্গালায় অরণ্যার্দ্রককে বন-আদা কহে। ইহার মহারাষ্ট্রীয় নাম রাণ আলে। বন-আদা—কটু-অম্লরস, অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচিকারক ও বলকারক।

অরণ্যজীরক।— অরণ্যজীর-কের সংস্কৃত নামান্তর বনজীরক। বাঙ্গালায় ইহাকে বন-জীরা, মহা-রাষ্ট্রীয় ভাষায় কড়ু-জীরে ও তেলেগু ভাষায় জীরকত্র কহে। বনজীরা কটু-কষায় রস ও উষ্ণবীর্য্য; এবং স্তব্ধবাত, কফ ও ব্রণরোগে হিতকর।

অরণ্যতুলসী।—(Ocymum Sanctum—Wild.)——বাঙ্গালায় ইহাকে অরণ্যতুলসী, বনতুলসী; হিন্দীতে কালাবাবরা ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণ। তুলস্ বা বৈজয়ন্তী তুলসী কহে। এই তুলসীর ডাঁটা ও পাতার শিরগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ছোট ও বড় ভেদে ইহা দুই-প্রকার। বড় বন-তুলসী কটুরস, সুগন্ধি ও উষ্ণবীর্য্য; এবং বায়ুরোগে, ত্বগ্‌দোষে, বিসর্পে ও বিষদোষে উপকারক। ছোট বনতুলসী—কটুতিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অম্লপাকী, লঘু, রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও পিত্তবর্দ্ধক; এবং কণ্ডূ, বিষদোষ, বমি, কুষ্ঠ, জ্বর, বায়ু-বিকার, ক্রিমি, শ্লেষ্মদোষ, দদ্রু ও রক্ত-দুষ্টি রোগে উপকারক। বন-তুলসীর বীজ দাহ ও শোষরোগের শান্তিকারক।

অরণ্যপলাণ্ডু।— বাঙ্গালায় ইহাকে বন-পেঁয়াজ কহে। ভূমিবিশেষে আপনা আপনি ইহার উৎপত্তি হয়। বন-পেঁয়াজ মূত্রবিরেচক ও শ্লেষ্ম-নাশক; সুতরাং শোথ, শ্বাস, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতরোগে ইহা উপ-কারক। কিন্তু অধিকপরিমাণে প্রয়োগ করিলে, বমন-বিরেচনাদি উপদ্রব উৎ-পাদন করিয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করিতে পারে।

অরণ্যহরিদ্রা।—অরণ্য হরি-দ্রাকে বাঙ্গালায় বন-হলুদ ও হিন্দীতে বন-হদি কহে। বন-হলুদ মধুর-কটু-তিক্তরস, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক; এবং রক্তদোষ, বিষদোষ, শ্বাস, কাস ও হিক্কারোগে উপকারক।

অরি।—খদির বিশেষ। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস এবং রক্তপিত্ত-নাশক।

অরিমর্দ্দ।—বাঙ্গালায় ইহা কালকাশন্দা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পত্র মধুররস, লঘু, বৃষ্য, এবং বিষ, কাস, রক্ত, বায়ু ও কফজনিতরোগে উপ-কারক। ইহা স্বরশোধক, রুচিজনক ও পাচক।

অরিমেদ।—(Acacia farnesiana. Syn—Mimosa)—অরিমেদের সংস্কৃত নামান্তর বিট্‌খদিবের বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বিট্‌খয়ের বা গুয়ে-বাবলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় গন্ধী হিংবর, কর্ণাটী ভাষায় কর্য্য-বেলু ও হিন্দীতে গন্ধাবুল কহে। অরিমেদ—কষায়-তিক্ত রস, দুর্গন্ধযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য ও ভূতদোষ-নিবারক; এবং শোথ, অতিসার, কাস, বিসর্প, মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, কণ্ডূ, কৃমি, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ ও বিষদোষে উপকারক।

অরিষ্ট।—অরিষ্ট এক প্রকার ঔষধ, যথানির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের ক্কাথে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত পচাইতে হয়; পরে তাহা ছাঁকিয়া লইলেই অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথবা নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসমূহ মদ্যের সহিত ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইলেও অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

দ্রব্যভেদানুসারে অরিষ্টবিশেষের ভিন্ন ভিন্ন গুণ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অরিষ্টমাত্রই গ্রহণী, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, জ্বর ও উদররোগে উপকারক, ত্রিদোষনাশক এবং গর্ভস্রাবকারক।

অরিষ্ট।—(Sapindus trifoliatus.) ইহাকে চলিত বাঙ্গালা ভাষায় ইঠে বা রিটে কহে। রীঠা দ্রষ্টব্য।

অর্ক।—(Calotropis gigantea. Syn.—Asclepias gigantea. The Madar plant.)—অর্কের বাঙ্গালা নাম আকন্দ, হিন্দীতে ইহাকে মান্দার, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রুই, কর্ণাটী ভাষায় অক্কে এবং তেলেগু ভাষায় জিল্লেটু চেট্টু কহে। আকন্দের সাধারণ গুণ—ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, কফ ও বায়ুনাশক; এবং শোথ, ব্রণ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অর্শঃ, মলরোধ, উদররোগ ও বিষদোষের শান্তিকারক। আকন্দের ফুল মধুর-তিক্ত-রস, মলরোধক এবং কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, গুল্ম, শোথ ও বিষদোষে উপকারক। আকন্দের আঠা তিক্ত-লবণ রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং বিরেচক। ইহা ক্রিমি, ব্রণ, অর্শঃ, উদররোগ, গুল্ম ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

শ্বেতপুষ্প ও রক্তপুষ্প ভেদে আকন্দ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত-আকন্দের সংস্কৃত নাম অলর্ক। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, মলশুদ্ধিকারক; এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, শোথ, ব্রণ, বায়ু, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিষদোষ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, উদররোগ, কফ ও ক্রিমির শান্তিকারক। শ্বেত-আকন্দের ফুল লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক,

ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং অরুচি, অর্শঃ, কাস ও শ্বাসরোগে হিতকর। শ্বেত-আকন্দের মূলের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, কোষ-বৃদ্ধির উপশম হয়। রক্ত-আকন্দের গুণও শ্বেত-আকন্দের ন্যায়। উভয় আকন্দই উপবিষশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা দুই তিন রতির অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত নহে। দ্বিবিধ আকন্দের পাকা পাতার রস ৫।৬ ফোঁটা পানমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে, প্লীহা ও প্লীহাসংযুক্ত জ্বরে উপকার দর্শে।

অর্কপুষ্পী।—(Gynandrop-sis pentaphylla. Syn. Cleome pentaphylla.) অর্কপুষ্পীর বাঙ্গালা নাম হুড়্হুড়ে বা অর্কহুলী, হিন্দীতে ইহাকে অন্ধাহুলী, দিধিয়ার বা ক্ষীরবৃম্ এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শিরদোড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সূর্য্যবল্লী, সূর্য্যভক্তা ও অর্কপ্রিয়া। অর্কপুষ্পী কফ, ক্রিমি, মেহ এবং পিত্তবিকারে উপকারক।

অর্গট।—অর্গটের সংস্কৃত নামান্তর আর্ত্তগল। বাঙ্গালায় ইহাকে নীলঝাঁটি, হিন্দীতে আর্ত্তগল, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এরবণী কহে। ইহা কষায়রস, শীতবীর্য্য, ব্রণশোধক এবং ব্রণনিবারক। অর্গটের ফল তিক্ত-মধুররস; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, জ্বর ও বেদনার শান্তিকারক।

অর্জ্জক।—অর্জ্জক একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি তুলসী। বাঙ্গালায় ইহাকে বনতুলসী ও বাবুই-তুলসী, হিন্দীতে বাবরী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আজ্বলা, কর্ণাটী ভাষায় গর্গের এবং তেলেগু-ভাষায় তেল্লগগ্গের চেট্টু কহে। অর্জ্জক কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, অম্লপাকী, পিত্ত-কারক ও সুখপ্রসবকারক; এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, নেত্ররোগ, রক্ত, দদ্রু, ক্রিমি ও বিষদোষে উপকারক। শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণভেদে অর্জ্জক তিনপ্রকার; কিন্তু তাহাদের গুণের কোন পার্থক্য নাই। ইহার বীজকে তোকমারী কহে। তোকমারীর পুলটীশ ফোড়ায় উপকারী।

অর্জ্জুন।—(Tarminalia Arjuna or Pentaptera Arjuna.)—অর্জ্জুনের বাঙ্গালা নামও অর্জ্জুন গাছ। হিন্দীতে ইহাকে কহ্ বা কৌহ্, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অর্জ্জুন-সাড়ড়া, কর্ণাটী ভাষায় সারঢোল এবং তেলেগুভাষায় মট্টিচেট্টু কহে। অর্জ্জুন-গাছ কষায়রস, শীতবীর্য্য, কফ-পিত্ত-নাশক, রক্তরোধক, ব্রণশোধক; এবং হৃদ্রোগ, ক্ষয়, ক্ষত, মেদঃ, মেহ, তৃষ্ণা ও বিষদোষের শান্তিকারক।

অর্জ্জুনসুধা।—ইহা অর্জ্জুন কাঠের চূর্ণ (চূণ) বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা কফের শান্তিকারক।

অলক্তক।—(Lac, the red animal-dye.) অলক্তকের বাঙ্গালা নাম আল্‌তা, হিন্দী লাহী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অলিতা ও কর্ণাটী ভাষায় নাম অল্‌তগে। পাতলারূপে বিস্তৃত তূলা লাক্ষার রস দ্বারা রঞ্জিত করিয়া আল্‌তা প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালী স্ত্রীগণের পদতলাদি রঞ্জিত করিবার জন্য আল্‌তা এদেশে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। আল্‌তা-ভিজা জল অনেক রোগনাশক। ইহার প্রয়োগে কফ, পিত্ত, হিক্কা, কাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ,—বিশেষতঃ রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, রক্তাতিসার ও ব্যঙ্গ (মেচেতা) রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা কষায় তিক্তরস, শীতবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বর্ণজনক।

অলম্বুষ, অলম্বুষা।—A sort of sensitive plant.) সাধারণতঃ ইহা ফুলশোলা নামে অভিহিত। ইহা মধুররস, লঘু, এবং ক্রিমি, কফ ও পিত্ত-নাশক। ইহা কুকৃশিমে এবং থুলকুড়ি নামেও প্রসিদ্ধ। ?

অলম্বমুষ্কক।—বাঙ্গালায় ইহাকে ঘণ্টাপারুল বলে। (মুষ্কক দ্রষ্টব্য)।

অলাবু।—' Cucurbita langenaria)—অলাবুর বাঙ্গালা নাম লাউ। হিন্দীতে ইহাকে কদু, লৌকা, মিঠিতুম্বী, লবলৌয়া ও গৃহলৌয়া, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় দুধ্যাভোপলা কহে। লম্বাকৃতি ও গোলাকার ভেদে লাউ দুইপ্রকার। দুইপ্রকার লাউফলই মধুররস, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, গুরু, বলকারক, শুক্রজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, পিত্ত-নাশক, এবং ধাতু-পুষ্টিকারক। তিত-লাউ নামক তিক্তাস্বাদবিশিষ্ট এক-প্রকার লাউ-ফল আছে। কটুতুম্বী শব্দে তাহার গুণাদি লিখিত হইয়াছে।

অলিঞ্জর।—অলিঞ্জর এক-প্রকার ফুটী। বাঙ্গালায় ইহা ফুটী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় চিরফোটী নামে প্রসিদ্ধ। এই ফুটী—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, ক্ষারপদার্থবিশিষ্ট, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, পাকে কটু, মলভেদক, বায়ুবর্দ্ধক; এবং শ্বাস, কাস ও শ্লেষ্মার শান্তিকারক।

অলীক মৎস্য।—অলীক-মৎস্য একপ্রকার পিষ্টকের নাম। মাষকলাই বাটিয়া একটী পাণ-পাতায় মৎস্যের আকারে লেপন করিতে হয়। তৎপরে তাহা অঙ্গারাগ্নিতে স্বিন্ন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে হয়। তাহার পর সেই খণ্ডগুলি ভাজিয়া লইলেই তাহাকে

অলীক মৎস্য কহে। অলীক মৎস্য গুরু-পাক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং কফ ও মলের বৃদ্ধিকারক।

অলুক।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে আলু বলে। ইহা মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, বৃষ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক, দুর্জ্জর (যাহা সহজে পরিপাক পায় না), স্তন্য-বর্দ্ধক; এবং মল, মূত্র, কফ ও বায়ুর বৃদ্ধিকর।

অলোমশ।—অলোমশ এক-প্রকার মৎস্যের নাম। এই মৎস্য অর্দ্ধ-হস্ত পরিমিত, শুক্রবর্ণ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আইসদ্বারা আচ্ছাদিত। অলোমশ মৎস্য বলকারক, বীর্য্যজনক ও পুষ্টিকারক।

অল্পমারিষ।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহা কাঁটানটিয়া বা চাঁপানটিয়া নামে প্রসিদ্ধ। ইহা লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্ত ও কফনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিজনক, মলভেদক, মূত্রকারক এবং বিষনাশক।

অবিতক্র।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে ভেড়ার দুগ্ধের ঘোল বলে। ইহা কটু অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, পিত্ত ও রক্তদোষবর্দ্ধক, কফ এবং বায়ুবিনাশক।

অশিশিম্বী।—অশিশিম্বী এক-প্রকার শিম। এই শিমের বর্ণ শ্বেত; সেই জন্য চলিত কথায় ইহা শ্বেত-শিম নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহার নাম থোর-শ্বেত-আবই। এই শিম মধুর-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, রুচিকারক এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত ও রক্তদোষে উপকারক।

অশোক।—(Saraca Indica, Jonesia Asoka)—অশোক এক-প্রকার বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহা অশোক নামেই পরিচিত, হিন্দীতে ইহাকে অশোগী কহে। অশোক তিক্ত-কষায়-রস, শীতবীর্য, মলরোধক ও বর্ণ-কারক; এবং গুল্ম, শূল, উদরাধ্মান, ক্রিমি, অপচী, তৃষ্ণা, দাহ, শোথ, বিষদোষ ও প্রদররোগে বিশেষ উপকারক। শ্বেত, রক্ত ও নীলাদি সর্ব্ব-প্রকার প্রদরেই ইহা যথেষ্ট উপকারী। এই উদ্দেশ্যে ইহার মূলের ছাল—কাথ অথবা চূর্ণ করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অশ্মন্তক।—(Colenus Amboinicus. Syn. Colenus aromaticus.)—অশ্মন্তক—দেশ-ভেদে পাথরকুচী, লোহাচুর, হিমসাগর, হোতাজো প্রভৃতি বাঙ্গালা নামে পরি-চিত। হিন্দীতে ইহাকে পাথরচুর কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর পাষাণভেদক। অশ্মন্তক—তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, শীতল, মলভেদক, বস্তিশোধক, মূত্রকারক; এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ, তৃষ্ণা, দাহ ও অর্শোরোগের শান্তিকারক।

আবুটা নামে পরিচিত আর এক-প্রকার অশ্মন্তক আছে। তাহাও পাথরকুচীজাতীয়। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে অশ্মরী কহে। আবুটা মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, এবং মেহ, তৃষ্ণা, দাহ, বিষমজ্বর, বিষদোষ ও ভূতদোষে উপকারক।

অশ্ব।—অশ্বের নামান্তর ঘোটক। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘোড়া কহে। অশ্বের মাংস—মধুর-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বায়ু-নাশক, কফ ও পিত্তজনক, দাহকারক এবং চক্ষুর হিতকর।

অশ্বকর্ণ।—(Shorea robusta) সর্জ্জশাল নামক একপ্রকার শাল-গাছকে অশ্বকর্ণ কহে। এই শালগাছের নির্য্যাস ধূনা। ইহার ছাল কটু-তিক্ত-কষায়-রস, স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত, বিস্ফোট, কণ্ডূ, ব্রণ, ব্রধ্ন (বাঘী), বিদ্রধি (ফোড়া), স্বেদ, কফ ও ক্রিমিরোগে হিতকর।

অশ্বকাতরা।—বাঙ্গালায় অশ্ব-কাতরাকে ঘোড়াকাথরা এবং মহা-রাষ্ট্রীয় ভাষায় ঘোড়েকাথর কহে। অশ্ব-কাথরিক, হয়-কাতরা এবং অশ্বের নামান্তে কাতরা বা কাথরা শব্দ সংযুক্ত করিলে যেসকল নাম হয়, সেই সকল গুলি ইহার সংস্কৃত নাম। অশ্বকাতরা তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

অশ্বগন্ধা।—(Withania somnifera or Physalis flexuosa.) অশ্বগন্ধাকে হিন্দীতে অসগংধ বা বারাহীগেঠী বলে; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহা আসন্ধ, আসান্দু, অঙ্গুর ও অস-ন্ধিকা নামে পরিচিত। অশ্বগন্ধা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, রসায়ন ও বাতশ্লেষ্মনাশক এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, ব্রণ, শ্বিত্র ও শোথ-রোগের শান্তিকারক।

অশ্বতর।—অশ্ব ও গর্দ্দভ এই উভয় জন্তুর সহবাসে যে জন্তু উৎপন্ন হয়, তাহাকে অশ্বতর কহে। ইহার চলিত নাম খচ্চর, হিন্দী—অস্তর। খচ্চরের মাংস বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক এবং কফ ও পিত্তজনক।

অশ্বত্থ।—(Ficus religiosa. Syn.—Urustigma religiosum.) অশ্বত্থগাছ বাঙ্গালায় অশ্বত্থ বা অশোথ নামে পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে পিপর, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পিংপল ও রাবিচেট্টু, এবং তেলেগু ভাষায় কুলু-জুব্বিচেট্টু কহে। অশ্বত্থছাল মধুর-কষায়-রস ও শীতবীর্য্য; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, দাহ ও যোনিদোষের শান্তি-কারক। অশ্বত্থের পাকা ফল, শীত-বীর্য্য এবং রক্ত, পিত্ত, দাহ, বমি, শোথ, অরুচি ও বিষদোষে হিতকর।

অশ্বত্থিকা।—গয়া-অশ্বত্থ নামক ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট অশ্বত্থকে অশ্বত্থিকা কহে। হিন্দীতে ইহাকে পিপলী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অশ্বত্থী এবং কর্ণাটী ভাষায় হেন-রাল কহে। গয়া-অশ্বত্থ মধুর-কষায়রস ও গর্ভের হিতকারক; এবং রক্তপিত্ত, বিষদোষ ও দাহরোগে উপকারক।

অশ্ববলা।—অশ্ববলার সংস্কৃত নামান্তর নারী। বাঙ্গালায় ইহাকে নারীশাক কহে। ইহার পত্র রুক্ষ এবং মল-মূত্র-বায়ু-রোধক। (নারী দ্রষ্টব্য।)

অশ্বমারক।—(Nerium Odorum.) ইহার বাঙ্গালা নাম শ্বেতকরবী। ইহা স্থাবরবিষান্তগত। (করবীর ও মূলবিষ দ্রষ্টব্য।)

অশ্বমূত্র।—ঘোটকের মূত্র তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-ভেদক, বায়ুনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক; এবং কফ, দদ্রু ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

অশ্বযান।—অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধিত হয়, অগ্নি উদ্দীপিত হয়, এবং মেদোদোষ, কফ ও কান্তি বিনষ্ট হয়। শরীরে উপযুক্ত বল থাকিলে, পরিমিত মাত্রায় অশ্বা-রোহণ উপকারী।

অশ্বীতক্র।—ঘোটকীর দুগ্ধ হইতে যে ঘোল উৎপন্ন হয়, তাহাকে অশ্বীতক্র বলে। ইহা কষায়রস, রুক্ষ, কিঞ্চিৎ বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং নেত্র ও মূর্চ্ছারোগে উপকারক।

অশ্বীঘৃত।—ঘোটকীর দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অশ্বীঘৃত। ইহা কটু-কষায়-মধুর-রস, ঈষৎ অগ্নিবর্দ্ধক, গুরুপাক, মূর্চ্ছানাশক ও বায়ুর শান্তিকারক।

অশ্বীদধি।—ঘোটকীর দুগ্ধের দধি—মধুর-কষায়-রস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, ঈষৎ বায়ুজনক; এবং নেত্রদোষে, কফ-রোগে ও মূর্চ্ছায় হিতকর।

অশ্বীদুগ্ধ।—ঘোটকীর দুগ্ধ, মধুর-অম্ল-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও বলকারক; এবং কফ ও বায়ুনাশক।

অশ্বীনবনীত।—ঘোটকীর দুগ্ধজাত মাখন কটু-কষায়-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, ঈষৎ বায়ুজনক, চক্ষুর হিতকর, এবং কফ ও বায়ুনাশক।

অষ্টগুণ মণ্ড।—আট ভাগ চাউল ও চারিভাগ ভাজা মুগের দাল, একত্র ১৪ চৌদ্দ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে হিং, সৈন্ধব, ধনে, শুঁঠ, মরিচ ও পিপুলের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিলে, তাহাকে অষ্টগুণ-মণ্ড কহে। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, বলকারক ও বস্তিশোধক।

অষ্টপদী।—অষ্টপদীকে বাঙ্গা-লায় বেলফুল বা বেলাফুল কহে। Jasminum Sambac.

বেলফুলের গাছ শীতবীর্য্য ও লঘু; এবং কফ, পিত্ত ও বিষদোষে হিতকর।

অষ্টবর্গ।—(A class of eight principal medicaments, such as Rishabhaka, etc.) মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী, এই আটটী পদার্থকে অষ্টবর্গ কহে। অষ্টবর্গ—মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরু, শুক্রজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, গর্ভপ্রদ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, বলকারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক; এবং দাহ, শোষ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, জ্বর, মেহ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

অষ্টবর্গের দ্রব্যগুলি অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য শাস্ত্রে ঐ সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য লইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; যথা—মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদের অভাবে অনন্তমূল, জীবকের অভাবে গুলঞ্চ, ঋষভকের অভাবে বংশলোচন, ঋদ্ধির অভাবে শ্বেত-বেড়েলা, বৃদ্ধির অভাবে পীত-বেড়েলা এবং কাকোলী ও ক্ষীর-কাকোলীর অভাবে শতমূলী প্রযোজ্য। গ্রন্থান্তরে মেদ ও মহামেদের অভাবে শতমূলী, জীবক ও ঋষভকের অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে অশ্বগন্ধা-মূল এবং ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির অভাবে বারাহীকন্দ (শ্বেত-ভূমিকুষ্মাণ্ড, অথবা চুবড়ি আলু) প্রয়োগ করিবার উপদেশ দেখা যায়।

অসন।—(Terminalia tomentosa). Syn.—Pentaptera tomentosa.—অসনকে বাঙ্গালায় আসন, পিয়াশাল বা বিজয়সার কহে। অসনের পত্র দেখিতে ছাগলের কর্ণের মত। হিন্দীতে ইহাকে অসন এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আসনা ও বড়িলুরিয়া কহে। অসন কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, মলভেদক, ত্বকের ও কেশের উপকারী ও রসায়ন; এবং গলদোষ, রক্তমণ্ডল, কুষ্ঠ, বিসর্প, শ্বিত্র, প্রমেহ, ক্রিমি, কফ, ও রক্তপিত্ত-রোগের শান্তিকারক।

অসার দধি।—যে দধির মাখন তুলিয়া লওয়া হয়, তাহাকে অসার দধি কহে। অসার দধি শীতল, লঘু, বায়ু-জনক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচি-কারক, বিষ্টম্ভী ও গ্রহণীরোগনাশক।

অসিপত্র তৃণ।—অসিপত্রের অপর নাম গুণ্ডাতৃণ। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে গুণ্ডাগবত কহে। এই তৃণ মধুররস ও শীতবীর্য্য; এবং কফ, বায়ু, রক্তদোষ, দাহ ও অতিসার রোগের নাশক। ছোট বড় ভেদে

গুণ্ডাতৃণ দুইপ্রকার; তন্মধ্যে ছোট অপেক্ষা বড় গুণ্ডাতৃণের গুণ অধিক।

অস্থিসংহার।—(Vitis quadrangularis. Syn — Cissus quadrangularis.) অস্থিসংহারের অপর সংস্কৃত নাম অস্থিশৃঙ্খলা, বজ্রবল্লী ও গ্রন্থিমান্। অস্থিসংহারকে বাঙ্গালায় হাড়োচ, হাড়যোড়া ও হাড়ভাঙ্গা, এবং হিন্দীতে হরসঙ্করী, হরযোড়ী ও হরলজ্যারি কহে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, মলভেদক, অস্থিসংযোজক, বাতশ্লেষ্মনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্তজনক; এবং ক্রিমি, অর্শঃ ও নেত্ররোগে হিতকর।

অহিংস্রা।—(Capparis, sepiaria) অহিংস্রার অপর সংস্কৃত নাম কণ্টকপালী। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটা গুড়কাঁউলি কহে। অহিংস্রা শোথ ও বিষদোষের শান্তিকারক।

অহিফেন।—(Opium, Poppy, Papaver Somniferum.) পোস্তগাছের অপক্ক ফল (ঢেঁড়ি) অল্প অল্প চিরিয়া দিলে, তাহা হইতে যে নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহাকেই অহিফেন কহে। অহিফেনের বাঙ্গালা নাম আফিম্; হিন্দী অফিম্, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অকুকড়ীর ও অফুন, মালব দেশীয় নাম অফিন এবং তেলেগু ভাষায় নাম নলমণ্ডু। অহিফেন তিক্তাস্বাদ, মাদক, নিদ্রাকারক, বেদনা ও আক্ষেপনিবারক, স্পর্শশক্তির হানিকারক, মস্তিষ্কের উত্তেজনাকারক, স্বেদজনক, মলমূত্রাদির ধারক, বলকারক, বীর্য্যস্তম্ভক এবং বাতপিত্তবর্দ্ধক। অহিফেন অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে অহিফেনের চারিপ্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্বেতবর্ণ অহিফেন অন্নপাচক, কৃষ্ণবর্ণ প্রাণনাশক, পীতবর্ণ মলমূত্রাদির ও বয়সের স্তম্ভনকারক এবং কর্ব্বুরবর্ণ (নানাবিধ মিশ্রবর্ণবিশিষ্ট) অহিফেন মল ও মূত্রাদির নিঃসারক।

অক্ষোট।—(Juglans regia) চলিত কথায় অক্ষোটের নাম আখ্রোট্। হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহাকে আখোট, প্রাকৃত ভাষায় অক্রোড়, কঙ্কণ-ভাষায় আখোড় এবং হিন্দী ভাষায় খবোট নাস্পাতী কহে। আখ্রোট্—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলভেদক, বাত-পিত্তনাশক, কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং রক্তদোষনিবারক।

অক্ষোট তৈল।—আখরোটের তৈল। (মূলক-তৈল দ্রষ্টব্য।)

আ।

আকাশমাংসী।—(A small variety of Jatamansi said to be produced in Kedára mountains.) ক্ষুদ্রজটামাংসী—আকাশমাংসী বা আকাশ-জটামাংসী নামে অভিহিত। কেদারভূমিতে এই জটামাংসী উৎপন্ন হয়। ইহা শীতল ও বর্ণকারক, এবং শোথ, ব্রণ, নাড়ীব্রণ, লূতাবিষ ও গর্দ্দভ-জালাদি রোগের শান্তিকারক।

আকাশবল্লরী।—(Cassyta filiformis.) আকাশ-বল্লরীর বাঙ্গালা নাম আলোকলতা বা আকাশবেল। কঙ্কণদেশে ইহাকে অমরবেলি, আকাশ-বেলি ও মলমুদবেলি কহে। ইহা মধুর-কটু-তিক্ত-রস, পিচ্ছিল, অগ্নি-বর্দ্ধক, পিত্তনাশক, শুক্রজনক, রসায়ন, বলকারক ও মলরোধক; এবং নেত্র-রোগে ও পিত্তশ্লেষ্মজনিত রোগে হিতকর।

আকাশ-সলিল।—বৃষ্টির জল। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে পাবসাচে-পানী বলে। ইহা মধুররস, রুচিবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃষ্ণা, শ্রান্তি এবং মেহ-নাশক। সদ্যোবর্ষিত বৃষ্টির জল দোষশূন্য নহে, কিন্তু দীর্ঘকাল রাখিলে ইহা লঘু, স্বচ্ছ ও সুস্বাদগুণবিশিষ্ট হয়।

আখুকর্ণী।—(Salvinia cucullata) বাঙ্গালায় আখুকর্ণীকে ইঁদুরকাণী বা মুষাকাণী পানা কহে। হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহার নাম ভোপলী। কর্ণাটী ভাষায় ইহাকে বল্লিহরুহ কহে। ইঁদুরকাণী ছোট বড় ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে ঔষধা-দিতে ছোট ইঁদুরকাণীই প্রশস্ত। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক ও কফপিত্ত-নাশক এবং আনাহ, জ্বর ও শূলরোগে উপকারক।

আখুপাষাণ।—(A kind of mineral loadstone.) আখুপাষাণকে বাঙ্গালায় চুম্বকপাথর কহে। যথা-বিধি শোধিত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিলে, বীর্য্যবৃদ্ধি, কান্তিবৃদ্ধি, ত্রিদোষ-নাশ এবং সমুদায় রোগে উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু অপরিশুদ্ধ চুম্বক শরীরের সমস্ত ধাতুর নাশক; এবং দাহ, স্বেদ, লালাস্রাব ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগের ও মৃত্যুর কারণ হয়।

চুম্বক প্রথমতঃ বককুলের পাতার রসে ভাবিত করিয়া, পরে ত্রিফলার কাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিলেই শোধিত হয়। তৎপরে ঐ চুম্বক গোমূত্র বা ত্রিফলার কাথের সহিত

মর্দ্দন করিয়া তিনবার পুটপাক করিতে হয়। তাহাতে চুম্বক ভস্ম হইয়া যায়। এই প্রণালীতে শোধিত ও জারিত চুম্বক বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বীর্য্য-জনক ও রক্তবর্দ্ধক; এবং জ্বর, রক্ত-পিত্ত, ক্ষয়রোগ, প্রমেহ, কাস, শ্বাস, শুক্রদোষ, রজোদোষ, ক্লৈব্য ও হৃৎ-কম্প রোগে উপকারক।

আজবল্ল।—আজবল্ল এক প্রকার বন-তুলসী। হিন্দীতে ইহাকে শ্বেতবর্ব্বরী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণ-তুলসীভেদ এবং পারস্য ভাষায় আজ-বলা কহে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, পিত্তবর্দ্ধক, সুখপ্রসবকারক ও দাহজনক; এবং বায়ু, কফ, ব্রণ, নেত্ররোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরুচি, বিষদোষ, কামলা, কুম্ভকামলা, আনাহ, বাতশূল, অগ্নিমান্দ্য, ত্বগ্‌দোষ, ক্রিমি, রক্তদোষ, শ্বাস, কাস, দদ্রু, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা, জ্বর, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও বমিরোগে হিতকর। যেসকল আজবল্ল সুগন্ধি, তাহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক, তৃপ্তিজনক ও নিদ্রাবর্দ্ধক; এবং বায়ু, বমি, গ্রহ-দোষ, পার্শ্বশূল, কাস, শ্বাস, কফ, শোথ ও গাত্রদৌর্গন্ধ্যের শান্তিকারক।

আজক্ষীর।—ছাগদুগ্ধ। ইহা গব্যদুগ্ধের সমগুণসম্পন্ন। ইহা মধুর-রস, লঘু, মলধারক, অগ্নিবর্দ্ধক, অর্শঃ, ক্ষয় ও পিত্তনাশক এবং কাস, জ্বর ও রক্তাতিসারে হিতকর। ইহা ত্রিদোষ-নাশক।

আটরুষ।—(Justicia Adhatoda) বাঙ্গালায় ইহাকে ছোটবাসক, মধুবাসক বা বাসন্তী বলে। (বাসক দ্রষ্টব্য।)

আটিপক্ষী।—(Turdus-ginginianus.) আটিপক্ষীর সংস্কৃত নামান্তর শরারিপক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে শরাল পাখী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বগলী-পক্ষাণ কহে। এই পক্ষীর মাংস বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও অগ্নি-উদ্দীপক এবং বায়ুরোগে ও কাসরোগে উপ-কারক।

আড়ি মৎস্য।—আড়ি মৎস্যকে বাঙ্গালায় আড়্‌মাছ কহে। আড়্‌-মাছ গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্র-বর্দ্ধক, মেধাজনক, অগ্নি-উদ্দীপক এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপকারক।

আঢ়কী।— Cajanus Indicus. Syn. Cytisus Cajan.—বাঙ্গালায় আঢ়কীকে অড়হর বা আহার কহে। ইহার হিন্দী নাম রহর, টর, তুবরী ও টুমুর। আঢ়কী এক প্রকার শিম্বী ধান্য। অড়হরের দাল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। অড়হরের সাধারণ

গুণ—কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, রুক্ষ, মলরোধক, কফ-পিত্তনাশক, অল্প বায়ুবর্দ্ধক ও রুচিকারক; এবং জ্বর, গুল্ম, মুখব্রণ, কাস, বমি, হৃদ্রোগ ও অর্শো-রোগে উপকারক।

অড়হর শ্বেত, রক্ত ও পীতবর্ণভেদে তিনপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত-অড়হর বাতাদি দোষের বর্দ্ধক; রক্ত অড়-হর বলকারক ও রুচিজনক এবং পিত্ত ও সন্তাপের নিবারক; আর পীত অড়হর অগ্নিবর্দ্ধক এবং পিত্ত ও দাহ-রোগে হিতকর।

অড়হরের যূষ মধুর-রস, বলকারক শোষণকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও পিত্ত-নাশক।

আতপ।—আতপের চলিত নাম রৌদ্র। আতপ-সেবা রুক্ষতা ও বিবর্ণতাকারক, নেত্ররোগ-বর্দ্ধক; এবং স্বেদ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রান্তি ও রক্তদোষের উৎপাদক।

আতৃপ্য।—(Annona reticulata. The custard apple tree)—আতৃপ্যকে বাঙ্গালায় আতা, হিন্দীতে সরীফা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সিতাফলীচেঝাড় কহে। পক্ব আতাফল মধুর-রস, শীতবীর্য্য, রুচিকারক, রক্ত ও মাংসবর্দ্ধক; এবং দাহ, রক্তপিত্ত ও বায়ুরোগে উপকারক।

আত্মগুপ্তা।—(Mucuna pruriens. Carpopogen pruriens) আত্মগুপ্তার সংস্কৃত নামান্তর শূকশিম্বী, কপিকচ্ছু, বানরী, মর্ক্কটী প্রভৃতি। বাঙ্গালায় ইহাকে আলকুশী, দয়া, ধুনার গুড় বা শুয়াশিম্বী কহে। ইহার হিন্দী নাম কেঁচ, মহারাষ্ট্রীয় নাম কুহিব এবং তেলেগু নাম ঢুলগুড়ি। আত্মগুপ্তা মধুর-তিক্ত-রস, গুরুপাক, মাংসবর্দ্ধক ও বলকারক; এবং বায়ু পিত্ত, কফ, রক্ত, শীতপিত্ত ও ব্রণরোগে হিতকর। আলকুশীর বীজ মধুর-রস, অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

আদিত্যপত্র।— আদিত্যপত্র একপ্রকার হুড়্‌হুড়ে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর আদিত্যপর্ণী, আদিত্যপর্ণিকা প্রভৃতি। এই হুড়্‌হুড়ে কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং গুল্ম, অরুচি ও বিবিধ বায়ুরোগে হিতকর।

আদিত্যভক্তা।—(Cleome viscosa. Syn. Polanasia icosandra.) আদিত্যভক্তাকে বাঙ্গালায় বনসল্‌তে শুল্‌টে বা হুড়্‌হুড়ে কহে। ইহার হিন্দী নাম হুল্‌হুল্ এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম সূর্য্যফুলবল্লী। দেশভেদে আদিত্য বা আদিত্যভক্তি নামেও ইহা পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সূর্য্যাবর্ত্তা,

সুবর্চ্চলা, মণ্ডুকপর্ণা ও বিক্রান্তা। শ্বেতপুষ্প ও পীতপুষ্পভেদে হুড়হুড়ে দুই প্রকার; উভয় হুড়হুড়েই কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, বাত-পিত্ত-কফনাশক; এবং ত্বগ্‌দোষ, কণ্ডূ, ব্রণ, কুষ্ঠ, ভূতগ্রহ, শীতজ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি, মেহ, রক্তদোষ, যোনিব্যাপদ, ক্রিমি, পাণ্ডু, কর্ণশূল ও শিরঃশূলরোগে উপকারক। আধকপালে এবং অন্যান্য মাথাব্যথায় হুড়হুড়ে-বীজ, হুড়হুড়ের পাতার রসে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আনূপ মাংস।—আনূপ অর্থাৎ জলাভূমিতে যেসকল জন্তু জন্মে বা বাস করে, তাহাদিগকে আনূপ-প্রাণী বলা যায়। আনূপজীবের মাংস—মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিমান্দ্যকর, কফকারক, মাংসজনক ও বায়ুবর্দ্ধক।

আপগাজল।—নদীর জল। লঘু, রুক্ষ ও অগ্নিবর্দ্ধক। (নদী দ্রষ্টব্য।)

আপীত।—তুঁদগাছ। ইহা কটু-কষায় মধুররস, লঘু, ধারক, শীতল, বৃষ্য এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তরোগে হিতকর।

আমচণক।—কাঁচা ছোলা। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে কাচওদে ও ওলেহারভরে বলে। ইহা ঈষৎ কষায় ও কটুরস, শীতবীর্য্য, রুচিজনক তৃষ্ণা ও দাহনাশক এবং অশ্মরী ও শোষরোগে হিতকর।

আমলক।—একপ্রকার ক্ষুদ্র আমলকীর নাম আমলক। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কাষ্ঠধাত্রীফল ও ক্ষুদ্রামলক। বাঙ্গালায় ইহাকে কাট্‌-আমলা, এবং হিন্দীতে কর্করা কহে। ইহা কটু কষায় রস, শীতল এবং পিত্ত ও রক্ত-দোষের উপশমকারক।

আমলকী।—(Phyllanthus Emblica. Syn.—Emblica officinalis.) আমলকীর সংস্কৃত নামান্তর ধাত্রী। বাঙ্গালায় ইহাকে আমলকী বা আমলা, হিন্দীতে আণোরা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আঁবলে, কর্ণাটী ভাষায় নেল্লি এবং উৎকল ভাষায় অঁড়া কহে। আমলকী—কষায়-অম্ল-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, লঘু, রসায়ন, বায়ু-পিত্ত-কফনাশক; এবং দাহ, পিত্ত, বমি, মেহ, শোষ, (ক্ষয়) ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগের উপশমকারক। আমলকীর শুষ্কফল অম্ল-তিক্ত-কটু-কষায়-মধুর-রস, কেশের হিতকর এবং ভগ্নস্থানের সংযোজক। আমলকী-বৃক্ষের মজ্জা মধুর-কষায়-রস, বমনকারক, বায়ু-পিত্তনাশক এবং ফলের ন্যায় অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

আম্র।—' Mangifera Indica. The Mango tree.) আম্রকে বাঙ্গালায় আম, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আঁবাফল, কর্ণাটদেশে মাবিনফল এবং তেলেগু ভাষায় মাবিড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—রসাল, চূত ও মাকন্দ প্রভৃতি। কচি আম কষায় রস, সুগন্ধি, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, পিত্ত-বর্দ্ধক, বাতরক্তকারক; এবং কণ্ঠরোগ, মেহ, ব্রণ ও কফপিত্তে উপকারক। কাঁচা আম অম্লরস এবং বায়ু-পিত্ত-কফ-বর্দ্ধক। পাকা আম মধুর-রস, গুরু-পাক, মলভেদক, ত্রিদোষনাশক, পুষ্টি-কারক, ধাতুবর্দ্ধক, কান্তিজনক এবং তৃষ্ণা ও শ্রান্তির শান্তিকারক। ঈষৎ পাকা (ডাঁসা) আম অম্ল-মধুর-রস, মল-রোধক, এবং রক্তপিত্ত-প্রকোপক। কৃত্রিম পক্ক আম পিত্তনাশক। পর্য্যষিত অর্থাৎ অধিক পাকা আম মধুর-রস, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, মলনিঃসারক, রুচি-জনক, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং বাত-পিত্তনাশক। আমের গালিত রস গুরুপাক, বলবর্দ্ধক, মলভেদক, পুষ্টি-জনক, তৃপ্তিকর ও কফবর্দ্ধক।

আম্রতৈল।—আমের আঁটির মজ্জা হইতে একপ্রকার তৈল নিষ্কা-শিত করা যায়; তাহাকেই আম্রতৈল কহে। এই তৈল ঈষত্তিক্ত-মধুর-রস, অল্প পিত্তবর্দ্ধক, বায়ু ও কফের শান্তি-কারক, রুক্ষ এবং সুগন্ধবিশিষ্ট।

আম্রপল্লব।—আম্রের নূতন পাতা ও শাখাকে আম্রপল্লব বলে। ইহা কষায়-রস, মলরোধক, রুচিকর, এবং কফপিত্তনাশক।

আম্রপানক।—বাঙ্গালায় আম্র-পানককে কাঁচা আমের পানা বা সরবৎ বলা হয়। কাঁচা আম থেঁতো করিয়া বা পোড়াইয়া জলে গুলিতে হয়; পরে সেই জল ছাঁকিয়া, তাহার সহিত চিনি, মরিচ, ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া লইলেই এই পানা প্রস্তুত হয়। ইহা রুচিকারক, বল বর্দ্ধক এবং ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিজনক।

আম্রপুষ্প।—চলিত কথায় আম্রপুষ্পকে আমের মুকুল বা আমের বৌল কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, সুগন্ধি, শীতবীর্য্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্তদুষ্টিনাশক, বায়ুবর্দ্ধক এবং অতিসার, কফ, পিত্ত ও মেহরোগে হিতকর।

আম্রপেশী।—আম্রপেশীর চলিত বাঙ্গালা নাম আমচুর বা আম্‌শী; মহা-রাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে আঁবোশী কহে; আম্রপেশী অম্ল-মধুর-কষায় রস, মল-ভেদক এবং বায়ু ও কফনাশক।

আম্রমূল।—আমের মূল বা শিকড় সুগন্ধি, কষায়-রস, শীতবীর্য্য, রুচিকর ও মলরোধক।

আম্ররসাকৃতি পানক।—সাধারণতঃ ইহাকে আমের সরবৎ বা পানা বলা যায়। এই পানা দেখিতে ঠিক পাকা আমের রসের মত। মথিত দধিতে চিনি ও কুঙ্কুম (জাফরান্) মিশ্রিত করিলে, এই পানা প্রস্তুত হয়। ইহা অম্ল-মধুর-রস, রুচিজনক, বল-বর্ণ-কারক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

আম্রলেহ।—আম্রলেহকে বাঙ্গালায় আমের চাটনি বলা যায়। নানাবিধ উপায়ে আমের চাট্নি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যেপ্রকার চাট্নিকে হিন্দীতে রায়তে কহে, তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ কাঁচা আম ভাজিয়া লইতে হইবে; পরে তাহার সহিত সৈন্ধবলবণ, চিনি, মরিচ ও ভাজা হিঙ্ মিশ্রিত করিবে। এই চাট্নি অম্ল-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিজনক ও তৃপ্তিকারক।

আম্রবীজ।—আমের আঁটির ভিতরে যে পদার্থ থাকে, তাহাকেই আম্রবীজ বা আমের কুশী বলা যায়। হিন্দীতে ইহাকে কোইলীয়া কহে। ইহা ঈষৎ অম্ল-মধুর-কষায়-রস, বমন ও অতি-সারের নিবারক এবং বক্ষোজ্বালানাশক।

আম্রহরিদ্রা।—বাঙ্গালায় চলিত কথায় আম্রহরিদ্রাকে আমহলুদ কহে। আমহলুদ কষায়-তিক্ত-অম্ল-রস, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলপরিষ্কারক ও রুচিজনক; এবং ব্রণ, কফ, কাস, শ্বাস, হিক্কা, মুখরোগ ও রক্তদোষের শান্তিকারক।

আম্রাতক।—(The Hog-plum or Spondias mangifera) আম্রাতককে বাঙ্গালায় আমড়া, হিন্দীতে আম্বাড়া এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইরসাল আবা বা আঁবাড়ে কহে। আমড়ার কাঁচা ফল কষায়-অম্লরস, শীতবীর্য্য ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক; পক্ব ফল কষায়-অম্ল-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক, অম্ল ও বায়ুনাশক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টি-কারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

আম্রাবর্ত্ত।—(Inspissated mango juice.) আম্রাবর্ত্ত দেশভেদে আমস্বত্ব, আমোট, আমাবট বা আম্‌তা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত নামান্তর আম্রাতক। হিন্দীতে ইহাকে অম্বট, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আঁবের সাটী পোলী কহে। পাকা আমের রস গালিয়া, পাত্রবিশেষে বিস্তৃত করিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা মধুর-রস, রুচিকর, লঘু, মলভেদক; এবং তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকারক।

আম্রাস্থি।—আমের আঁটি। (আম্রবীজ দ্রষ্টব্য।)

আম্ল।—তেঁতুল গাছ। ইহার ফল অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, পিত্ত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

আম্লবল্লী।—মহারাষ্ট্রীয় দেশে আঁবটবেল নামে একপ্রকার লতা পাওয়া যায়; তাহারই সংস্কৃত নাম আম্লবল্লী। এই লতা তীক্ষ্ণ-অম্ল-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, এবং কফ, শূল, গুল্ম, প্লীহা ও বায়ুরোগে উপকারক।

আরগ্বধ।—(Cassia fistula.) আরগ্বধের সংস্কৃত পর্য্যায়—রাজবৃক্ষ, শম্পাক, চতুরঙ্গুল, কৃতমাল, সুবর্ণক, ব্যাধিঘাত, কর্ণিকায় ও আরেবত। ইহার বাঙ্গালা নাম বড় সোন্দাল, সোনালু, বানর-লাঠি, বানরনড়ী বা রাখাল-নড়ী। হিন্দীতে ইহাকে আমলটাস, ধনবেহেড়া বা শোণহালী; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় থোরবাহাবা, এবং তেলেগু ভাষায় বেল্লচেট্টু কহে। ইহার পক্কফলের মজ্জা—মধুর-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিরেচক ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, মেহ, কফ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, সূচীবেধবৎ বেদনা ও উদাবর্ত্ত রোগে হিতকর। পাতা—বিরেচক এবং কফ ও মেদোরোগে উপকারক। পাতার প্রলেপ ব্যবহারে দক্রু, কণ্ডূ, এবং কুষ্ঠ রোগের উপশম হয়। ফুল—তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, শীতবীর্য্য ও মলসংগ্রাহক।

আরামঘোলী।— আরামঘোলী পশ্চিমদেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার শাক। ছোট বড় ভেদে এই শাক দুইপ্রকার। ইহা অম্লরস, রুক্ষ, রুচিকারক ও বায়ুনাশক; এবং শ্লেষ্মা ও পিত্তের বৃদ্ধিকারক। ছোট আরামঘোলী জীর্ণজ্বরনাশক।

আরামশীতলা।— মহারাষ্ট্রদেশে রামশালী নামে খ্যাত যে সুগন্ধি পত্রবিশিষ্ট একপ্রকার শাক পাওয়া যায়, তাহাকেই সংস্কৃত ভাষায় আরামশীতলা কহে। এই শাক সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য ও কফপিত্তনাশক; এবং দাহ, শোষ, রক্তদোষ, ব্রণ ও বিস্ফোটক রোগে উপকারক।

আরী।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে খয়ের কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বায়ু, ব্রণ ও কণ্ঠরোগে হিতকর।

আরুক।—কাবুলদেশীয় আলুবোখারা নামক প্রসিদ্ধ ফলের সংস্কৃত নাম আরুক। আলুবোখারা মধুর-অম্ল-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মলরোধক, পাচক, রুচিকারক, মুখপ্রিয় ও মুখ-পরিষ্কারক, এবং কফ, পিত্ত ও

ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক; এবং মেহ ও অর্শোরোগ-নাশক।

হিমালয়প্রদেশে একপ্রকার ওষধি জন্মে, তাহাও আরুক বা আরূক নামে পরিচিত। এই আরুক মধুররস, শীত-বীর্য্য, জারক, এবং বায়ু, অর্শঃ, প্রমেহ, রক্তদোষ ও গুল্মরোগে উপকারক।

আর্ঘ্য।—ইহা একপ্রকার মধুর নাম। পিঙ্গলবর্ণ ও লম্বামুখবিশিষ্ট অর্ঘ নামক মক্ষিকা, মালবদেশজাত মধু নামক বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকেই আর্ঘ্য মধু কহে। ইহা মধুর-কটু-কষায় রস, পাকে তিক্ত, কফ-পিত্তনাশক, বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং রক্ত-দোষনাশক।

আর্ত্তগল।—(Barleria cærulea.) আর্ত্তগল বাঙ্গালায় নীল-ঝাঁটী, হিন্দীতে কটসেরুয়া এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কালাকোরাটী নামে প্রসিদ্ধ। ইহা কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণ-বীর্য্য; এবং বায়ু, কফ, শোথ, কণ্ডু, শূল, কুষ্ঠ, ব্রণ ও শোথরোগে হিতকর।

আর্দ্রক।—(Zingiber officinale Syn—Common ginger) আর্দ্রকের বাঙ্গালা নাম আদা, হিন্দী নাম আদ্রক, মহারাষ্ট্রীয় নাম আলে, এবং কর্ণাটদেশীয় নাম অল্ল ও আর্দ্রকা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শৃঙ্গবের, কটু-ভদ্র, কটূৎকট, গুল্মমূল, মূলজ, কন্দর, বর, মহীজ, সৈকতেষ্ট, অনূপজ, অপাক-শাক, চন্দ্রাখ্য, রাহুচ্ছত্র, সুশাকক, শার্ঙ্গ, আর্দ্রশাক ও সচ্ছাক। ইহা এক প্রকার কন্দ বা মূল। আদা—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, স্বরবর্দ্ধক, এবং কফ, বায়ু ও মলমূত্রাদির বিবন্ধ, আনাহ ও শূলরোগের শান্তিকারক। ইহা ভোজনের পূর্ব্বে লবণের সহিত সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহা রুচি-জনক এবং জিহ্বা ও কোষ্ঠপরিষ্কারক।

আর্দ্রমরিচ।—কাঁচা গোল-মরিচের সংস্কৃত নাম আর্দ্রমরিচ। কাঁচা গোলমরিচ কটু-তিক্ত-মধুর-রস, পাকে মধুর, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, রুচিকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং কফ, বায়ু, হৃদ্রোগ ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

আর্দ্রবটক।—আর্দ্রবটক এক-প্রকার খণ্ডদ্রব্য। চলিত কথায় ইহাকে আদাবড়া কহে। আদাবড়া প্রস্তুতের নিয়ম—প্রথমতঃ ভাজা মুগের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া, তৈলে ভাজিয়া, তাহার চূর্ণ করিতে হইবে, এবং সেই চূর্ণের সহিত ভাজা হিঙ্, মরিচ, জীরা, আদা, যমানী ও লেবুর রস উপযুক্ত

পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। পরে সেই চূর্ণের পুর দিয়া মুগের পিষ্টক প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা ঘৃতে বা তৈলে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিতে হইবে; তাহা হইলেই আর্দ্রবটক প্রস্তুত হইবে। ইহা গুরুপাক, মুখরোচক, অগ্নিবৰ্দ্ধক।

আর্দ্রিকা।—আর্দ্রিকার সংস্কৃত নামান্তর আর্দ্রবালিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট আদা বলা যায়। ইহা মধুর-তিক্ত-রস ও মূত্রকারক।

কাঁচা ধনেরও সংস্কৃত নাম আর্দ্রিকা। কাঁচা ধনে কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, গুরুপাক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, মলভেদক, অগ্নিবৰ্দ্ধক ও মূত্রজনক; এবং বায়ু ও কফের শান্তিকারক।

আলু।—কোকনদেশজাত এক-প্রকার লতার কন্দ। বাঙ্গালা দেশে ইহা কাসালু বা গোল-আলু নামে পরি-চিত। ইহা গুরুপাক, মুখরোচক, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তনাশক এবং স্তন্য ও শুক্রবৰ্দ্ধক।

আলুক।—(An esculent root Syn —Arum campanulatum.) আলুকের বাঙ্গালা নাম আলু। আলু একপ্রকার কন্দ। এদেশে নানা-প্রকার আলু উৎপন্ন হয়; নামানু-সারে সেই সেই আলুর গুণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইবে। সকলপ্রকার আলুর সাধারণ গুণ,—মধুর-রস, শীত-বীর্য্য (গোল-আলু উষ্ণবীর্য্য), গুরু-পাক, বিষ্টম্ভী (বহু বিলম্বে জীর্ণ হয়), রুক্ষ, মল-মূত্রনিধারক, বলকারক, শুক্রজনক ও স্তন্যবৰ্দ্ধক; এবং রক্ত-পিত্ত, বায়ু ও কফরোগে উপকারক।

আলুকী।—রক্তবর্ণ ও লম্বা আকারের আলুকে আলুকী কহে। চলিত কথায় ইহা রাঙা আলু এবং শকরকন্দ নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দীতে ইহাকে অরুই কহে। রাঙা আলু মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, স্নিগ্ধ, বলকারক এবং হৃদয়স্থ শ্লেষ্মার নাশক। ইহা তৈলে ভাজিলে রুচিকর হয়।

আবৰ্ত্তকী।—আবৰ্ত্তকী এক প্রকার লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে সোণা-মুখী এবং কোকন দেশে আহুলী, তুলাড়বল্লী বা ভগতবল্লী কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, রসায়নকারক ও শুক্রবৰ্দ্ধক; এবং বায়ু-রোগ, বাতরক্ত, শোথ ও প্রমেহরোগে উপকারক।

আবিক-ঘৃত।—ভেড়ীর দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত জন্মে, তাহাকে আবিক ঘৃত বলে। ইহা লঘুপাক, অগ্নিজনক, পিত্তের বৰ্দ্ধক; এবং যোনিদোষ, কফ, বায়ু, কম্প, কুষ্ঠ, মুখক্ষত, গুল্ম ও উদর রোগে হিতকর।

আবিক-দধি।—ভেড়ীর দুগ্ধোৎপন্ন দধি। ইহা স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শ্লেষ্ম ও পিত্তবর্দ্ধক ; এবং গুল্ম, অর্শঃ, বাতরক্ত ও কুষ্টরোগে হিতকর।

আবিক-মাংস।— ভেড়ার মাংসকে সংস্কৃত ভাষায় আবিক মাংস বলে। ইহা মধুর-রস, ঈষৎ গুরুপাক এবং বলবর্দ্ধক।

আবিক-মূত্র।—ভেড়ার মূত্রকে সংস্কৃত ভাষায় আবিক-মূত্র বলে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং কুষ্ঠ, অর্শঃ, শূল, উদর, রক্ত, শোথ ও মেহরোগে হিতকর।

আবিক-ক্ষীর।—ভেড়ীর দুগ্ধ। ইহা মধুর-রস, মুখরোচক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক ; এবং মেদঃ, বায়ু ও মেহরোগে ও মুখক্ষতে হিতকর।

আবিলমৎস্য।—আবিল মৎস্য স্থূলাকার। ইহার বর্ণ শুভ্র এবং পক্ষ ও পুচ্ছ তাম্রবর্ণ। আবিলমৎস্য মধুর-রস, রুচিকারক, বলকর এবং বীর্য্য ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

আশুধান্য।— আশুধান্যকে বাঙ্গালায় আউশ ধান কহে। এই ধান বর্ষাকালে পাকে। শীঘ্র পাকে বলিয়া ইহার নাম 'আশু'। আশুধান্য মধুর-রস, পাকে অম্ল, গুরুপাক, মলমূত্রকারক এবং ত্রিদোষের বিশেষতঃ পিত্তের বৃদ্ধিকারক।

আশুমণ্ড।—আউশ চাউলের ভাতের মণ্ডকে আশুমণ্ড কহে। ইহা মধুর-রস, মলরোধক, তৃপ্তিজনক, কফবর্দ্ধক, ক্ষয়দোষনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

আসব।—যথানির্দ্দিষ্ট দ্রব্য জলের সহিত কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিলে, যে মদ্যবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আসব কহে। যে আসব যেসকল দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত হয়, সেই সকল দ্রব্যের গুণই সেই আসবে বর্ত্তমান থাকে।

আস্ফোতক।—(Clitoria tarnatea.) আস্ফোতক একপ্রকার লতার নাম। চলিত কথায় ইহাকে হাপরমালী কহে। তেলেগু ভাষায় ইহার নাম অড়বিমল্লেতীগে। ইহা কুষ্ঠরোগ ও বিষদোষের উপকারক।

আস্থশাখোট।—আসশ্যাওড়া নামক গুল্মকে সংস্কৃত ভাষায় বদক্র বা আস্থশাখোট বলে। আসশ্যাওড়া কষায়-তিক্ত-রস, বাতবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফের হিতকর এবং ক্রিমি, পাণ্ডু ও জ্বরোগে উপকারক।

আহলীব।—আহলীব গুজরাট দেশে আসাল-বীজ নামে পরিচিত। এই বীজ তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং

ত্বগ্‌দোষ, বায়ুবিকার ও গুল্মরোগে উপকারক।

আহার,—গলাধঃকরণ।—বাঙ্গালায় ইহাকে খাওয়া বা গেলা কহে। ইহা সদ্যঃ তৃপ্তিজনক, বলকারক ও দেহরক্ষক, এবং ওজঃ, তেজঃ, স্বর, উৎসাহ, ধৃতি, স্মৃতি ও মতিপ্রদায়ক।

আহুল্য।—আহুল্য একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষ। হিন্দীতে ইহাকে ভুঞ্জিত-খড়; কাশ্মীরদেশে তরবট্ এবং মহারাষ্ট্রদেশে তরবড়্ ও আবের কহে। ইহা তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য ও চক্ষুর হিতকর; এবং পিত্ত, দাহ, মুখরোগ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্রিমি-শূল ও ব্রণরোগে হিতকর।

আক্ষিকশীধু।—বহেড়া, গুড় ও ধাইফুল হইতে যে তীক্ষ্ণ মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকেই আক্ষিক-শীধু কহে। ইহা কষায়-মধুর রস, লঘুপাক, মল-রোধক বলকারক ও রক্তপরিষ্কারক এবং পিত্ত ও পাণ্ডুরোগের শান্তি-কারক।

আক্ষিকীসুরা।—বহেড়া ও চাউল হইতে যে মদ্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আক্ষিকী সুরা। এই সুরা রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বিরেচক, লঘু-পাক ও কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক; এবং পাণ্ডু, শোথ, অর্শঃ, পিত্ত, কফ ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

ই।

ইঙ্গুদী।—(Putranjiva Roxburghii. Syn.—Nageia Putranjiva Roxb.) ইঙ্গুদীকে বাঙ্গালায় জিয়াপুতা বা ইঙ্গোটা কহে। এই বৃক্ষের গন্ধ মদ্যগন্ধের ন্যায়। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রসা-য়নকারক; এবং বায়ু, কফ, বিষদোষ, ব্রণ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, শূল ও ভূত-গ্রহে হিতকারক। ইঙ্গুদীর ফুল ও ফল তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার উপকারক। ইঙ্গুদীর বীজ হইতে একপ্রকার তৈল পদার্থ পাওয়া যায়। সেই তৈল মধুর-রস, স্নিগ্ধ, শীতল, কান্তিজনক, বল-কারক, পিত্তনাশক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

ইন্দীবর।—বাঙ্গালায় ইহাকে নীলশুঁদী বলে। (নীলোৎপল দ্রষ্টব্য।)

ইন্দুরসা।—ইন্দুরসা এক-প্রকার পিষ্টক (পিটে) জাতীয় খাদ্য। বাঙ্গালায় ইহাকে আঁদলসা বলা যায়। চাউলের গুঁড়া ১ একভাগ ও চিনি ২ দুই ভাগ, একত্র দধির সহিত মর্দ্দন করিয়া

একদিন রাখিয়া দিবে, পরদিন তাহার বড়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলেই ইন্দুরসা প্রস্তুত হয়। ইহা অতি শীতল, রুচিকর এবং বল পুষ্টি-বর্দ্ধক।

ইন্দ্রচির্ভিটা।—বাঙ্গালায় ইহাকে রাখালশশা বলে। ইহা কটুরস, শীতবীর্য্য এবং পিত্তশ্লেষ্মা, কাস, কৃমি ও চক্ষুরোগে হিতকর।

ইন্দ্রযব।—(Seeds of Holarrhena antidysenterica.) কুটজ বা কুর্চি গাছের বীজকে ইন্দ্রযব কহে। হিন্দী এবং উৎকল ভাষায়ও ইহা ইন্দ্রযব নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে ইন্দ্রযব বা কুড্যাচেবী এবং কর্ণাটী ভাষায় কোড়সিগের বীজ কহে। সংস্কৃত ভাষায় ইন্দ্রের যাবতীয় নামে ইন্দ্রযব বুঝায়। তদ্ভিন্ন কলিঙ্গ, বৎসক, ভদ্রযব ও শক্রবীজ প্রভৃতি শব্দ ইন্দ্রযবের পর্য্যায়। ইন্দ্রযব কটু-তিক্ত-রস, শীতল, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং জ্বর, শূল, দাহ, অতিসার, রক্তার্শঃ, বমি, বিসর্প, কুষ্ঠ, ও বাতরক্তরোগে উপকারক।

ইন্দ্রবারুণী।—(Cucumis Colocynthis.) ইন্দ্রবারুণীকে বাঙ্গালায় রাখালশশা বা রাখালনাড়ু কহে। ইহার হিন্দী নাম ইন্দ্রবরুণ, বড় ইন্দ্রফলা এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম ইন্দ্রবারুণী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বিশালা, ইন্দ্রচির্ভিটা, গবাক্ষী, মৃগের্ব্বারু, গজচির্ভিটা, ঐন্দ্রী, চিত্রা ও চিত্রফলা। ইন্দ্রবারুণী কটু-তিক্ত-রস, শীতল ও বিরেচক; এবং গুল্ম, উদর, শ্লেষ্মা, পিত্ত, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বররোগে হিতকর। ছোট বড় ভেদে ইন্দ্রবারুণী দুইপ্রকার। ছোট ইন্দ্রবারুণী উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, পাকে কটুরস; এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, কামলা, প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ, প্রমেহ, গলগণ্ড, বিষদোষ ও মূঢ়গর্ভ প্রভৃতি রোগে উপকারক। বড় ইন্দ্রবারুণীর ঐ সকল গুণই কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।

ইন্দ্র-সুরস।—নিশিন্দা গাছ (নির্গুণ্ডী দ্রষ্টব্য।)

ইল্লিশ মৎস্য।—ইল্লিশ মৎস্যকে বাঙ্গালায় ইলিশ মাছ, এবং হিন্দীতে হিলসা কহে। ইলিশ মাছ মধুররস, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, গুরুপাক, কফ-পিত্তকারক, বায়ুনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক।

ইক্ষু।—(Sugarcane. Syn. Saccharum officinarum.) ইক্ষুর বাঙ্গালা নাম আক্, হিন্দী নাম গাণ্ডা বা উখ্, তেলেগু ভাষায় ইহাকে চেরুকু এবং প্রাকৃত ভাষায় উংস কহে। ইক্ষু দ্বাদশপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—পৌণ্ড্রক, ভীরুক,

বংশক, শতপোরক, কাণ্ডার, তাপসেক্ষু, (কাণ্ডেক্ষু), কাষ্ঠেক্ষু, সূচীপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্রক, নীলক এবং কোষকৃৎ। কোন কোন ইক্ষুর গুণের সামান্য প্রভেদ থাকিলেও অধিকাংশের গুণই প্রায় একরূপ। ইক্ষুমাত্রই রসে ও পাকে মধুর, শীতল স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মূত্রজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক, পুষ্টিকারক, আনন্দপ্রদ, কান্তিজনক, তৃপ্তিকারক, ক্রিমিজনক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষে উপকারক। ইক্ষুর মূলভাগ ও মধ্যভাগ মধুর-রস, এবং অগ্রভাগ ও গাঁট্‌ ঈষৎ লবণযুক্ত মধুর-রস। দন্তপীড়িত ইক্ষুরস ও যন্ত্রপীড়িত ইক্ষুরস, এই উভয়ের অন্যান্য গুণ সমান; কেবল যন্ত্রপীড়িত ইক্ষুরস অধিক গুরুপাক, বিদাহজনক ও বিষ্টম্ভী। ইক্ষুরস পর্য্যুসিত (বাসি) হইলে, তাহা অত্যন্ত গুরুপাক, কফপিত্তজনক, শোষরোগকারক, মলভেদক, মূত্রবর্দ্ধক এবং সন্তাপনাশক হয়। পক্ক ইক্ষুরস অত্যধিক গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং অপরিপাক ও বিদাহকারক।

ইক্ষুদর্ভা।—ইক্ষুদর্ভার বাঙ্গালা নাম নটা। ইহা একপ্রকার তৃণ। ইক্ষুর সহিত ইহার আকৃতিগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, এবং আস্বাদে ইহা কিঞ্চিৎ মধুররস। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে অশ্বালু কহে। ইক্ষুদর্ভা মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, রুচিকারক, ঈষৎ পুষ্টিজনক এবং কফ-পিত্তনাশক।

ইক্ষুরস-শুক্ত।—ইক্ষুরস, তৈল, মূলা প্রভৃতি কন্দ বা কোন ফল; এই সকল দ্রব্যের যে একপ্রকার আচার (চাটনি) প্রস্তুত হয়, ইহাকেই ইক্ষুরস-শুক্ত কহে। ইহা অম্ল-মধুর-রস, গুরুপাক ও পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

ইক্ষ্বাকু।— Wild variety of Lagenaria vulgaris.) ইক্ষ্বাকুর অপর সংস্কৃত নাম কটুতুম্বী। বাঙ্গালায় ইহাকে তিত-লাউ এবং হিন্দীতে কুড়ুটুম্বিয়া, তুম্বা ও তিতলৌকী, মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী ভাষায় কড়ুভোঁপলা, কড়ুদুধী, কোঙ্কিসোরে ও তেলেগুভাষায় চেতি আনব বলে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক, বমনকারক ও হৃদয়শোধক; এবং পাণ্ডু, ক্রিমি, কফ, বায়ু, শ্বাস, কাস, শোথ, ব্রণ, বিষদোষ, শূল ও পিত্তজ্বরে হিতকর। ইহার পাতা পাকে মধুর, মূত্রশোধক ও পিত্তের শান্তিকারক।

ইক্ষুগন্ধা— Tribulus terestris.

ঈ।

ঈশাবস।—অতিশয় শুভ্রবর্ণ কর্পূরকে ঈশাবস কহে। এই কর্পূর মলভেদক ও রতিবর্দ্ধক; এবং মত্ততা, উন্মাদ, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, কাস, ক্রিমি, ক্ষয়রোগ, ঘর্ম্ম ও দাহরোগের শান্তিকারক।

ঈষদ্দীর্ঘ।—বাদামফল। (বাতাম দ্রষ্টব্য।)

ঈষদ্বীজা।— কাবুল-দেশজাত দাড়িম্বজাতীয় ফলবিশেষ; সাধারণতঃ ইহা বেদানা বা বিদানা নামে প্রসিদ্ধ। (দাড়িম্ব দ্রষ্টব্য।)

উ।

উখর্ব্বল।—উখর্ব্বল একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—উখল, ভূরিপত্র, সুতৃণ ও তৃণোত্তম। হিন্দীতে ইহাকে উখল্ ও উখ্ কহে। ইহা রুচিকর, বলকারক এবং পশুদিগের হিতকর।

উগ্রকাণ্ড।—সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে কাণ্ডবল্লী বা কারবল্লী বলে। বাঙ্গালায় ইহা করেলাগাছ বলিয়া পরিচিত। (কারবল্লা দ্রষ্টব্য।)

উড়িকা।—উড়ি ধান নামক তৃণধান্যকে সংস্কৃত ভাষায় উড়ী বা উড়িকা কহে। এই ধান্য বলকারক এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

উৎকটা।—উৎকটার বাঙ্গালা নাম বনপিপুল, হিন্দী নাম শ্বেত-ঘুঘুচী এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম রাণপিপলি বা উট্‌কটারা। সংস্কৃত ভাষায় সিংহলী-পিপ্পলী নামে ইহা পরিচিত। উৎকটা—কটু তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, কোষ্ঠশোধক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং ক্রিমি, কফ, শ্বাস, বায়ুরোগ, মূত্র-কৃচ্ছ্র, প্রমেহ, হৃদ্রোগ, তৃষ্ণা, বিস্ফোট, ও বাতপিত্তের উপশমকারক। ইহার বীজ মধুর-রস, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক ও তৃপ্তিকারক।

উৎক্রোশ।—উৎক্রোশ এক-প্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাছরাঙা কহে। ইহারা অধিকাংশ সময়ে নদী, বিল এবং বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত পুষ্করিণী প্রভৃতির জলের উপর উড়িয়া বেড়ায় এবং জল হইতে মৎস্য

ধরিয়া আহার করে। মাছরাঙার মাংস রসে ও পাকে মধুর, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপিত্তরোগনাশক এবং বায়ুবর্দ্ধক।

উত্তর-বায়ু।—উত্তরদিক্ হইতে (অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বত হইতে) যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা শীতল, স্নিগ্ধ মৃদু, বলবর্দ্ধক ও কষায় তিক্ত-মধুর রসের উৎপাদক; এবং ক্ষত, ক্ষীণতা ও বিষদোষের উপশমকারক।

উত্তরিণী।—ইহার অপর নাম গণিয়ারী। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘু ও মলভেদক; এবং বায়ু, পিত্ত, কাস, শ্বাস, জ্বর, প্রমেহ, প্রলাপ, কুষ্ঠ, ব্রণ, দদ্রু, তন্দ্রা, ক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, শোথ ও যোনিরোগে হিতকর। প্রসবের কষ্টনিবারণ সম্বন্ধেও ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহার পাতা তিক্তরস ও উষ্ণবীর্য্য; এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও অর্শোরোগে উপকারক। ইহার ফল কটু-তিক্ত লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তপ্রকোপক এবং বিষনাশক। (ইহার অন্যান্য গুণাদি এবং সংস্কৃত পর্য্যায় অগ্নিমন্থ শব্দে দ্রষ্টব্য।)

উত্তুষ।—সংস্কৃতে ইহাকে লাজ বলে। বাঙ্গালাভাষায় ইহা খই নামে অভিহিত। (লাজ শব্দ দ্রষ্টব্য।)

উৎপল।—(Nymphœa stellata. Syn. Blue lotus.)—উৎপলকে বাঙ্গালায় শুঁদিফুল বা হেলা-ফুল, হিন্দীভাষায় কোঁঞি, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উৎপল কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস ও শীতবীর্য্য; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, দাহ, শ্রম, বমি, ভ্রম ও ক্রিমিরোগের শান্তিকারক।

উৎপলিনী।—উৎপল অর্থাৎ শুঁদিফুলের গাছ বা ঝাড়কে উৎপলিনী কহে; হিন্দী ভাষায় ইহার নাম কোঁঞি ছোটী। ইহা তিক্তরস ও শীতবীর্য্য; এবং রক্ত, পিত্ত, কফ, কাস, তৃষ্ণা, শ্রম, বমি ও সন্তাপের শান্তিকারক।

উৎপল-বীজ।—উৎপল অর্থাৎ শুঁদিফুলের বীজ মধুর-কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ ও গুরুপাক।

উদশ্বিৎ।—যে ঘোলের অর্দ্ধেক ভাগ জল, তাহাকে উদশ্বিৎ বলে। ইহা তৃষ্ণা, দাহ এবং মুখশোষ-নিবারক।

উডুম্বর।—(Glomerous fig tree Syn Ficus glomerata.)—উডুম্বরকে বাঙ্গালায় যজ্ঞ-ডুমুর, হিন্দীতে গুলার, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উম্বরাচে ঝাড় এবং উৎকল ভাষায় উডুম্বর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্ষীরবৃক্ষ,হেমদুগ্ধ,

দুগ্ধ, সদাফল, কালস্কন্ধ, যজ্ঞযোগ্য, যজ্ঞীয়, সুপ্রতিষ্ঠিত, শীতবল্ক, যজ্ঞসার, জন্তুফল, পুষ্পশূন্য, পবিত্রক, সৌম্য ও শীতফল। যজ্ঞডুমুরের গাছের ছাল—কষায়-রস, শীতবীর্য্য, ব্রণনিবারক, স্তন্যবর্দ্ধক, এবং গর্ভরক্ষাকারক। কচি ফল—কষায়-রস ও মলমূত্রাদির স্তম্ভন কারক, এবং পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও বেদনায় হিতকর। অপক্ব ফল—মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ ও গুরুপাক; এবং কফ, পিত্ত, রক্তস্রাব, মেহ ও ব্রণ-রোগে উপকারক। পক্ব ফল—মধুর-রস, শীতল ও ক্রিমিজনক; এবং রক্ত, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা ও ক্ষয়-রোগের শান্তিকারক। ইহার বীজ—মূত্রাতিসারনাশক এবং রক্তস্রাব-নিবারক।

উদ্দাল।—(Cordia Latifolia.) চালিতা গাছ। (বহুবার দ্রষ্টব্য)।

উদ্বর্ত্তন।—দ্রব্যবিশেষ দ্বারা অঙ্গ-ঘর্ষণের নাম উদ্বর্ত্তন। ইহার সংস্কৃত নামান্তর উৎসাদন। উদ্বর্ত্তন করিলে, ত্বকের প্রসন্নতা, শরীরের দৃঢ়তা এবং কফ, বায়ু ও মেদোদোষ নিবারিত হয়। হরিদ্রার উদ্বর্ত্তনে শরীরের বিবর্ণতা, রুক্ষতা ও কণ্ডূ বিনষ্ট হয়। তিলের উদ্বর্ত্তনে ত্বগ্দোষ, রুক্ষতা ও কণ্ডূ নিবারিত হইয়া থাকে।

উন্দীরমারী।—সংস্কৃত ভাষায় উন্দীরমারীকে মূষিকারি, বাঙ্গালায় ইঁদুরমারী, এবং কোঙ্কনদেশে উন্দির-মারী [illegible] ইহা একপ্রকার গুল্ম। কোঙ্কন দেশে এই গুল্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা কটুরস ও ইঁদুরের বিষনাশক, এবং ব্রণদোষে ও নেত্র-রোগে উপকারক।

উপকুঞ্চিকা।—উপকুঞ্চিকাকে বাঙ্গালায় ছোট জীরা কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, অজীর্ণনাশক, পাকাশয়ের শুদ্ধিকারক ও বলকারক; এবং কফ, পিত্ত, বায়ু, আমদোষ, শূল, রক্তপিত্ত, ক্রিমিরোগ, উদরাধ্মান ও বাতজনিত গুল্মের নিবারক।

উপচক্র।—বাঙ্গালায় ইহাকে চকোর বলে। চকোরের মাংস—কষায়-রস, পাকে কটু, লঘু, রুচিজনক, বলকর এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

উপানহ।—উপানহের সংস্কৃত নামান্তর পাদুকা ও পাদ। বাঙ্গালায় ইহাকে জুতা এবং হিন্দীতে জুত্তি ও জোতা কহে। জুতা পায়ে দিলে, আয়ুর বৃদ্ধি, চক্ষুর উপকার, পাদ-রোগের নাশ ও বিচরণে আরাম হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত ইহা বলকর ও ওজোধাতু-বর্দ্ধক।

উপানহ = Opal.

উপোদিকা।—(A potherb. Basella rubra or lucida.) উপোদিকার বাঙ্গালা নাম পুঁইশাক; এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম রাজগিরা মাঁড়বী, রুদবেলী, মন্নালা বা খণ্ডপালকী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—উপোদকী, পূতিকা, বিশালা, মদশাক, পিচ্ছিলা, পিচ্ছিলচ্ছদা ও বলিপোদকী। ইহা কটু-কষায়-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, পিচ্ছিল, গুরু-পাক, মলভেদক, মেদোনাশক, আলস্য-জনক, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রকারক, নিদ্রাবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক ও শ্লেষ্ম-কারক। পুঁইশাক তিন প্রকার—সাধারণ, বনজ ও ক্ষুদ্রপত্র। তন্মধ্যে সাধারণ ও ক্ষুদ্রপত্র পুঁইশাকের গুণ একরূপ। বনজ পুঁইশাক কটু-তিক্ত-রস, রুচিকর ও উষ্ণবীর্য্য।

উম্পাশালি।— উম্পাশালি একপ্রকার শালিধান্য। দেশভেদে উম্পা নামেই ইহা পরিচিত। এই ধান্য—মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, সুগন্ধবিশিষ্ট ও রুক্ষ; এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার শান্তিকারক।

উম্বর।—যজ্ঞডুমুর গাছ। ইহা উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক এবং কফ ও পিত্তবর্দ্ধক।

উম্বিকা।—অর্দ্ধ-পক্ক যবের বা গোধূম-তৃণের মঞ্জরী অগ্নিতে দগ্ধ করিলে, তাহাকে উম্বিকা বা উম্বী কহে। ইহা লঘুপাক, বলকারক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক; এবং পিত্ত ও বায়ুর শান্তি-কারক।

উরুমাল।—উরুমাল এক-প্রকার ফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর স্নিগ্ধফল। ? পশ্চিম দেশে ইহাকে মাম্নীফল কহে। ইহা মধুর-রস, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও বিষ্টম্ভকারক; এবং কফের ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক।

উলূক।—উলূক একপ্রকার পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে পেচক বা পেঁচা কহে। পেচকের মাংস উষ্ণ-বীর্য্য, বাত-প্রকোপক ও পিত্তবর্দ্ধক; শোষ, উন্মাদ, শুক্রক্ষয় ও ভ্রান্তিকারক।

উশীর।—(The root of a fragrant grass. Andropogon muricatum.) বাঙ্গালায় উশীরকে বেণামূল, হিন্দীতে খসখস বা লামজ্জক, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বালা এবং তেলেগু ভাষায় বট্টিবেল্লু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অভয়, নলদ, সেব্য, অমৃণাল, জলাশয়, লামজ্জক, লঘুময়, অবদাহ, ইষ্টকাপথ, উষীর, মৃণাল, লঘু, লয়, অবদান, ইষ্ট, কাপথ, অবদাহেষ্টকাপথ, ইন্দ্রগুপ্ত, জলবাস, হরিপ্রিয়, বীর, বীরণ, সমগন্ধিক, রণপ্রিয়, বীরতরু,

শিশির, শীতমূলক, বিতানমূলক, জলামোদ, সুগন্ধিক, সুগন্ধিমূলক ও কম্বু। বেণামূল—সুগন্ধবিশিষ্ট, তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, পাচক, স্তম্ভনকারক ও মূত্রকারক; এবং স্বেদ, দুর্গন্ধ, দাহ, ভ্রম, পিত্তজ্বর, বমন, উন্মাদ, তৃষ্ণা, বিষদোষ, বিসর্প, ব্রণ, কফ, পিত্ত ও রক্তদোষের শান্তিকারক।

উশীরী।—উশীরীর বাঙ্গালা নাম ছোট কেশে'। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—লঘুকাশ, মিশি, গুড়া, অশ্বাল, নীরুজ ও শর। ইহা মধুর-রস ও শীতল; এবং পিত্ত, দাহ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

উষ্ট্র।—উষ্ট্র একপ্রকার প্রসিদ্ধ পশু। বাঙ্গালায় ইহাকে উট্ এবং হিন্দীতে ঊঁট্ কহে। উটের মাংস—মধুর-কটু-রস, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বলবীর্য্যবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং শোষ, ক্রিমি, বিষদোষ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগে উপকারক।

উষ্ট্রকাণ্ডিকা।—উষ্ট্রকাণ্ডিকা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে উটাটী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উট্কটারা বা উটাটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—রক্তপুষ্পী, কর্ণপুষ্পী, লোহিতপুষ্পী, রক্তা ও করভকাণ্ডিকা। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, ও হৃদ্রোগনাশক। ইহার বীজ—মধুর-রস, শীতবীর্য্য, তৃপ্তিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

উষ্ট্রদুগ্ধ।—উষ্ট্রদুগ্ধ মধুর-লবণ-রস, পাকে কটু, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং কফ, পিত্ত, বায়ু, অর্শঃ, শোথ, আনাহ, আটোপ, ক্রিমি, গুল্ম, উদররোগ, শ্বাস ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

উষ্ট্র-নবনীত।—উষ্ট্রের দুগ্ধের মাখন—মধুর-রস, পাকে শীতল ও লঘু; এবং কফ, ক্রিমি, কাস, ব্রণ, বায়ু ও বিষদোষের শান্তিকারক।

উষ্ট্র-ঘৃত।—উষ্ট্রের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর-রস, পাকে কটু, শীতবীর্য্য ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং বায়ু, কফ, শোষ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর ও বিষদোষে উপকারক।

উষ্ট্র-দধি।—উষ্ট্র-দুগ্ধ হইতে যে দধি উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর-রস ও পাকে কটু; এবং অর্শঃ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শূল ও উদররোগে হিতকর।

উষ্ট্রমূত্র।—উষ্ট্রের মূত্র—কটু তিক্ত-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও বলকারক এবং উদররোগে হিতকর।

উষ্ণ-জল।—উষ্ণ জল অর্থাৎ গরমজল সকল অবস্থাতেই পথ্য;

কেবল পিত্ত-প্রকোপে অপকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বস্তিশোধক; এবং কাস, জ্বর, কফ, বায়ু, অজীর্ণ ও মল-মূত্রাদির বিবন্ধ অবস্থায় উপকারক। ইহা চারি ভাগের একভাগ মারিলে বায়ুনাশক, দুইভাগ মারিলে পিত্তনাশক, এবং তিনভাগ মারিলে কফনাশক হয়। ঋতু-ভেদেও গরম জল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রস্তুত করিতে হয়। শরৎকালে আটভাগের একভাগ, হেমন্ত ও শীত-কালে চারিভাগের একভাগ এবং বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অর্দ্ধভাগ জল মারিয়া ফেলিতে হয়।

উষ্ণীষ।—উষ্ণীষ ধারণে অর্থাৎ পাগড়ী মাথায় দিলে, আয়ুর বৃদ্ধি, কেশের উপকার, ধূলি ও শীতাতপের নিবারণ এবং চক্ষুর উপকার হইয়া থাকে।

ঊ।

ঊষর-তৃণ।—ঊষর-তৃণ এক-প্রকার ঘাস। এই ঘাস বলকারক, রুচিকারক এবং পশুদিগের হিতকর।

ঊষক্ষার।—বাঙ্গালার ঊষ-ক্ষারকে ক্ষারমৃত্তিকা বা লোণামাটী কহে। এই ক্ষার—লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, ক্লেদজনক ও বলনাশক।

ঊষাপান।—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খালিপেটে জলপান করাকে ঊষাপান কহে। এইরূপ জলপান অভ্যাস করিলে, বাত-পিত্ত-কফজনিত যাবতীয় পীড়া, বিশেষতঃ অর্শঃ, শোথ, গ্রহণী, জীর্ণজ্বর, উদর, কুষ্ঠ, মেদোরোগ, মূত্রাঘাত, কর্ণরোগ, কণ্ঠরোগ, শিরো-রোগ, চক্ষুরোগ, কটিশূল এবং জরা নিবারিত হয়। ঊষাকালে নাসিকা দ্বারা জলপান করিলে, অধিকতর উপ-কার হইয়া থাকে।

ঋ।

ঋদ্ধি।—ঋদ্ধি একপ্রকার শ্বেত মূল। এই মূলের উপরিভাগ একপ্রকার শ্বেতবর্ণ লোমের ন্যায় পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং বহুছিদ্রবিশিষ্ট। ইহার লোমগুলি বামাবর্ত্ত। ঋদ্ধির সংস্কৃত পর্য্যায়—সিদ্ধি, সিদ্ধালক্ষ্মী, প্রাণদা, বৃষ্যা, যোগ্যা, চেতনীয়া, জীবশ্রেষ্ঠা, যশস্যা, মঙ্গল্যা, লোককান্তা ও রথাঙ্গী।

ইহা মধুর-তিক্ত-রস, স্নিগ্ধ, শীতল, রুচিকর, মেধাজনক, গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও রক্তপিত্তরোগে উপকারক। এদেশে এখন ঋদ্ধি পাওয়া যায় না; এই জন্য শাস্ত্রকারগণ ইহার পরিবর্তে বারাহীকন্দ বা বেড়েলা ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন।

ঋশ্য।—মৃগবিশেষ। ইহার মাংস কষায়-মধুর-রস, বায়ু এবং পিত্তনাশক, রুচিবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও বস্তিশোধক।

ঋষভক।—(One of the eight medicaments. Syn—Carpopogon Proriens.) ঋষভক রসুনের ন্যায় একপ্রকার কন্দ। ইহার আকৃতি বৃষের শৃঙ্গের ন্যায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বৃষ, বীর, পৃথিবীপতি, গোপতি, ধীর, বিষাণী, ভুর্দ্ধর, ককুদ্মান্, পুঙ্গব, বোঢ়া, শৃঙ্গী, বৃষভ, ধূর্য্য, ভূপতি, কামী, রুক্ষপ্রিয়, উক্ষা, লাঙ্গুলী, গোঃ, বন্ধুর, গোরক্ষ ও বনবাসী। ঋষভক মধুররস, শীতবীর্য্য, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্মকারক, পিত্ত ও রক্তের স্রাবনিবারক এবং দাহ, ক্ষয় ও জ্বররোগে উপকারক। বর্তমান সময়ে ঋষভক পাওয়া যায় না। ইহার অভাবে ভূমি-কুষ্মাণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঋষ্য।—ঋষ্য একপ্রকার নীলবর্ণ হরিণ; ইহার অন্য নাম রুরু। এই মৃগের মাংস—মধুর-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, রুচিজনক ও বস্তিশোধক এবং বায়ু ও পিত্তের উপকারক।

ঋক্ষ।—ঋক্ষের নামান্তর ভল্লুক। ভল্লুকের মাংস—মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

এ।

একবীর।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মহাবীর, সকৃদ্বীর ও সীবরক। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, মত্ততাজনক, বাতজনিত সূচীবেধবৎ বেদনার নাশক এবং গৃধ্রসী, বাত, কটিশূল ও আঘাতজন্য বেদনার নিবারক।

একবীরা।—ইহার অন্য নাম বন্ধ্যাকর্কোটী। ইহা তিক্তরস, অতিশয় উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক এবং পক্ষাঘাত, কটিশূল ও পৃষ্ঠশূলের শান্তিকারক।

একশফ-দুগ্ধ।— যেসকল পশুর খুঁর যোড়া, তাহাদিগকে একশফ কহে। একশফ পশুর দুগ্ধ ঈষৎ

অম্ল-লবণ-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য লঘুপাক, বলকারক, হস্ত-পদাদির বায়ুনাশক এবং শরীরের জড়তাকারক।

একাঙ্গী।—(Murraya exotica.) একাঙ্গীর অপর নাম মুরামাংসী। ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। একাঙ্গী কটু-তিক্ত কষায়-মধুর-রস, শীতবীর্য্য ও লঘুপাক; এবং বায়ু, জ্বর, কাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, বিষ দোষ ও ভূতগ্রহাদির আবেশে হিতকর।

এড়ক।—বাঙ্গালা ভাষায় এড়ককে দুম্বভেড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পৃথুশৃঙ্গ ও মেদঃপুচ্ছ। এই ভেড়ার পুচ্ছে অতিরিক্ত মাংস জন্মে। দুম্বর মাংস ভেড়ার মাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ইহার পুচ্ছের মাংস রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনাশক, পিত্ত-শ্লেষ্মকারক এবং কিঞ্চিৎ বায়ুনাশক। ইহার দুগ্ধের নবনীতজাত ঘৃত অতিশয় গুরুপাক এবং বল-বুদ্ধির পটুতাকারক।

এণমৃগ।—বাঙ্গালায় এণমৃগকে কৃষ্ণসার হরিণ এবং হিন্দীতে করীসাইল হরিণ কহে। ইহার মাংস—মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, জ্বরে বিশেষ উপকারক; এবং ক্ষত, ক্ষয়, অর্শঃ, পাণ্ডু, অরুচি, কাস, ও শ্বাস রোগে হিতকর।

এড়কা।—এড়কাকে বাঙ্গালায় হোগলা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় মোথিতৃণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গুন্দ্রমূলা, শিম্বী, গুন্দ্রা ও শরী। ইহা শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও বায়ুর প্রকোপক; এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত ও রক্তদোষে হিতকর।

এরঙ্গ মৎস্য।—এরঙ্গ মৎস্যকে বাঙ্গালায় অরঙ্গামাছ, ?এলাং মাছ বা রায়কড়া এবং হিন্দীতে অরঙ্গা কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও বিষ্টম্ভজনক।

এরণ্ড।—(Castor plant. Syn Ricinus Communis) এরণ্ডকে বাঙ্গালায় ভেরেণ্ডা, হিন্দীতে এরণ্ড ও রেড়ি এবং তেলেগু ভাষায় আমিদপুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ত্রিপুটিফল, রুবুক, উরুবুক, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, গন্ধর্ব্বহস্ত, পঞ্চাঙ্গুল, চক্ষু, মণ্ড, বর্দ্ধমান, বাড়ম্বক, অমণ্ড, আমণ্ড, দীর্ঘদণ্ডক, কান্ত, তরুণ, অমঙ্গল, তুচ্ছক, শূলশত্রু, ব্রণহা ও বাতারি। এরণ্ডবৃক্ষের সাধারণ গুণ—ইহা মধুর-রস, গুরুপাক ও উষ্ণবীর্য্য; এবং শূল, কটিশূল, শিরঃশূল, শোথ, উদর, জ্বর, ব্রধ্ন, শ্বাস, কাস, কফ, আনাহ, কুষ্ঠ, আমদোষ, ও বায়ুবিকার শান্তিকারক। এরণ্ডের কোমল পত্র কফ, বায়ু, ক্রিমি, গুল্ম, কোষবৃদ্ধি

ও বস্তিশূলের উপকারক। এরণ্ডের মজ্জা অর্থাৎ গাছের মধ্যদেশস্থ কোমল পদার্থ—মলভেদক এবং বায়ু, কফ ও উদররোগে হিতকর। এরণ্ডের মূল—অগ্নিবৰ্দ্ধক, শুক্রজনক ও পিত্তকোপক; এবং বায়ু, কফ, আমবাত ও শূলরোগের শান্তিকারক। এই সাধারণ এরণ্ড ব্যতীত শ্বেত-এরণ্ড, রক্ত-এরণ্ড নামক আরও দুইপ্রকার এরণ্ডবৃক্ষ আছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ শ্বেত-এরণ্ড ও রক্ত-এরণ্ড শব্দে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এরণ্ড তৈল।—(Castor oil) এরণ্ডবীজ হইতে যে তৈল জন্মে, তাহাকে এরণ্ড-তৈল, ভেরেণ্ডার তৈল বা রেড়ির তৈল কহে। এরণ্ড-তৈল ঈষৎ কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, বিরেচক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, বেদনা-নাশক ও বায়ুনিবারক; এবং কফ, উদর, কোষবৃদ্ধি, গুল্ম, বিষমজ্বর, কটী প্রভৃতি স্থানের শোথ ও বেদনা, আনাহ, ক্রিমিদোষ ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

এরণ্ড-তৈল মূর্চ্ছা করিতে হইলে, তিল-তৈলের ন্যায় ইহাও অগ্নিতাপে নিস্ফেন করিবে, তৎপরে তাহাতে মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, ধনে, ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেড়া), জয়ন্তী-পাতা, বালা, বনখেজুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, নলিকা, কেয়ার নামাল, দধি ও কাঁজি যথাবিধি নিক্ষেপ করিতে হইবে।

এর্ব্বারু বা এর্ব্বারুক।—(Cucumis utilatissimus.) বাঙ্গালায় এর্ব্বারুকে কাঁকুড় বা ফুটী কহে। হিন্দী ভাষায় ইহার নাম ফুট, এবং তেলেগুভাষায় ইহা নক্কদোষ নামে অভিহিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ব্যালপত্রা, লোমশা, স্থূলা, ভোরফলা, হস্তিদন্ত-ফলা ও কর্কটী। ফুটী মধুর-রস, শীতল, রুচিকারক, মূত্রদোষ-নাশক, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা রোগের উপ-শমকারক; এবং অতিরিক্ত সেবন করিলে বায়ুর প্রকোপকারক। কাঁচা কাঁকুড়—রুচিকারক ও পিত্তনাশক। কচি কাঁকুড়—মধুর-তিক্ত-রস, (এক জাতীয় কাঁকুড় কেবল মধুর-রস), লঘু, শীতল, রুক্ষ, অতিশয় মূত্র-কারক; এবং রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তদোষের নিবারক। পরিপুষ্ট কাঁকুড় ঘরে রাখিয়া পাকাইয়া লইলে, তাহা উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকারক হয়।

ছোট বড় ভেদে কাঁকুড় দুইপ্রকার। তন্মধ্যে বড় কাঁকুড় পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট। ছোট কাঁকুড় মধুর-রস, শীতল, রুচিকারক, পাচক, পিত্ত-নাশক,

শ্রান্তিকারক, আধ্মানবায়ুর শান্তিকারক এবং কাস ও পীনসরোগজনক।

এর্ব্বারু-তৈল।—কাঁকুড়ের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়; তাহা বহেড়া বীজের তৈলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট; এবং শীতল, গুরু, কেশের হিতকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বায়ু-পিত্ত-নাশক।

এলঙ্গমৎস্য।—চলিত বাঙ্গালায় এলঙ্গ মৎস্যকে রায়কড়া, রায়খাঁড়া বা এলেঙ্গা কহে। এই মৎস্য মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, মলরোধক, শুক্র-বর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধা-জনক ও কফবায়ুনাশক।

এলবালুক।—(Name of a perfume, a red powder sold under those names, seed of some plant.) এলবালুক বাঙ্গালাতে এলবালুক নামেই প্রসিদ্ধ। হিন্দীতে ইহাকে এল্‌বা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কলং-গড়্‌লে, এবং তেলেগু ভাষায় কুতুর-বুড়ম চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বালু, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরি-বালুক, বালুক, হরিবাসুক, ঐলবালুক, এল্ববালু, আলুক, এলবালুক, কপিত্থ-ত্বক্‌, গন্ধত্বক্‌ ও কুষ্ঠ-গন্ধি। ইহা কষায়-রস, পাকে কটু, শীতল, লঘু অতিশয় উগ্র, রুচিকারক, কফ-পিত্ত-বায়ুনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমি, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, রক্ত-মূত্র, মূর্চ্ছা, জ্বর, দাহ, হৃদ্রোগ ও বিষদোষের হিতকর।

এলা।—(Cardamom, the seed of Elettaria cardamomum.) এলার বাঙ্গালা নাম এলাইচ, হিন্দীতে ইহাকে এলাচী এবং পুরবী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এলাচী এবং তেলেগু ভাষায় যবড়্‌লক্কি ও এলুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নিষ্কুটি, চর্ম্ম-সম্ভবা, দিবোদ্ভবা, বহুলগন্ধা, ঐন্দ্রী, দ্রাবিড়ী, কপোতপর্ণী, বালা, বলবতী, হিমা, চন্দ্রিকা, সাগরগামিনী, গন্ধালী-গর্ভ, এলীকা ও কায়স্থা। এলাইচ দুই-প্রকার,—ছোট এলাইচ ও বড় এলা-ইচ। ছোট এলাইচকে গুজরাটী এলাইচ কহে। ইহার সংস্কৃত নাম উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কৌরঙ্গী, ত্রিপুটা, ত্রুটি, বয়স্থা, তীক্ষ্ণগন্ধা, সূক্ষ্মৈলা ও ত্রিপুটী। এলা-ইচ সাধারণতঃ ঈষৎ তিক্তরস, সুগন্ধি, উষ্ণবীর্য্য, কফ-পিত্তনাশক, হৃদ্রোগে উপকারক ও বমননিবারক। তন্মধ্যে ছোট এলাইচ—মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ, শ্বাস, কাস ও অর্শোরোগে উপকারক। বড় এলাইচ—রসে ও পাকে কটু, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, বমিবেগ,

বমি, শিরোরোগ, বস্তিরোগ, কাস ও বিষদোষের শান্তিকারক।

এলান।—এলানকে বাঙ্গালায় নারাঙ্গা নেবু এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় হিরঙ্গে ফল কহে। কাঁচা নারেঙ্গা নেবু অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও মল-ভেদক। পাকা নারেঙ্গা—মধুর অম্লরস, শীতল, বলকারক ও বাতাপত্তনাশক।

ঐ।

ঐরাবতী।—ইহা একপ্রকার নারেঙ্গাজাতীয় নেবু। এই নেবু রসে ও পাকে অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধি এবং বায়ু ও বাতজনিত কাস, ও শ্বাসরোগে হিতকর।

ঐন্দ্র।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে বন আদা বলে। ইহা কটু ও অম্ল-রস, এবং রুচি, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক।

ঐক্ষবী সুরা।—ইক্ষুরস হইতে যে মদ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐক্ষবী সুরা কহে। এই সুরা শীতল ও মত্ততা-কারক।

ও।

ওকুল।—গোধূমকৃত খাদ্য-বিশেষের নাম ওকুল। ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্র-জনক, পিত্তনাশক, এবং মেদোবর্দ্ধক।

ওড়ীধান্য।—ওড়ী একপ্রকার তৃণধান্য। সংস্কৃত নাম ওড়িকা ও নীবার; বাঙ্গালায় ইহাকে উড়ীধান কহে। উড়ীধান—রুক্ষ, শোষণকারক, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক এবং পিত্তনাশক।

ওড্র।—(The China Rose. Syn.—Hibiscus mutabilis.) বাঙ্গালা ভাষায় ইহা জবাফুলের গাছ (স্থলপদ্ম) বলিয়া পরিচিত; হিন্দীতে ইহাকে গোড়হুল বলে। ইহা কটুরস, উষ্ণ-বীর্য্য, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, কেশ-রোগে এবং ইন্দ্রলুপ্ত রোগে হিতকর।

ওড্রপুষ্প।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহা রক্তজবা ফুল নামে পরিচিত। (জবা দ্রষ্টব্য।)

ওল।—(Amorphophalus campanulatus. Syn.—Arum campanulatum.) ওলের সংস্কৃত নাম শূরণ, ওল্ল, চিত্রদণ্ডক, শূরণীকন্দ ও অর্শোঘ্ন। হিন্দীতে ইহাকে জমিন্‌কন্দ

বা ওল, তেলেগুভাষায় মুঞ্চকুন্দ,বোম্বাই প্রদেশে জংলিশূরণ, তামেলিতে স্বরণ এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে স্বরণ্ বা স্বরণা কহে। ওল একপ্রকার কন্দ। ইহা কটুরস, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, ও অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক; এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, বমি, শূল, গুল্ম, প্লীহা ও গ্রহণীরোগে হিতকর। ইহা প্রায় সকল রোগেই পথ্য; কেবল দক্র, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তরোগে উপকারী নহে। শ্বেত, রক্ত ও বন্য-ভেদে ওল তিন প্রকার। বন্য ওল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট। রক্ত ওলের বিশেষ গুণ—ইহা উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিষ্টম্ভী এবং পিত্তবর্দ্ধক।

ওষ্ঠা।—বাঙ্গালায় ইহাকে তেলাকুচা বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বিম্বী। (বিম্বী দ্রষ্টব্য।)

ঔ।

ঔদ্দালক।—উদ্দালক নামক একপ্রকার পাটিখিলে রঙের উইপোকা আছে, তাহারা বল্মীক (উইঢিপি) প্রস্তুত করে। সেই উইপোকা এক-প্রকার মধুও সঞ্চয় করিয়া থাকে; সেই মধুর নাম ঔদ্দালক মধু। বাঙ্গালায় তাহাকে উই-মধু কহে। উই-মধু স্বর্ণ-বর্ণ, কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, স্বরবিশোধক, পিত্তকারক এবং কুষ্ঠ-রোগে ও বিষদোষে হিতকর।

ঔদ্ভিদ জল।—প্রস্তর-ভূমি হইতে আপনা আপনি যে জল নিঃসৃত হয়, তাহাকে ঔদ্ভিদ-জল কহে। এই জল—মধুররস, অতিশয় শীতল, লঘু, অবিদাহী, পিত্তনাশক, অল্প বায়ুজনক, তৃপ্তিকারক ও বলবর্দ্ধক।

ঔদ্ভিদ-লবণ।—ঔদ্ভিদ লবণের অপর নাম পাংশুলবণ। সাধারণতঃ ইহা সোরা নামে পরিচিত। ইহা খনিতে জন্মে। এই লবণ কটু-তিক্তযুক্ত লবণরস, তীক্ষ্ণ, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, ক্ষারবিশিষ্ট, বায়ুনাশক, রক্তবর্দ্ধক, বমনকারক, বায়ুর অনুলোমক এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, আনাহ ও শূলরোগে উপকারক।

ঔরভ্র।—যে মেষের লোমে কম্বল প্রস্তুত হয়, তাহাকে ঔরভ্র বলে। এই মেষের মাংস—মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, এবং বিষ্টম্ভী ও শুক্রবর্দ্ধক।

ঔষর।—উষরস্থান অর্থাৎ ক্ষার-মৃত্তিকা হইতে যে লবণ জন্মে, তাহাকে ঔষর লবণ কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম খারীনুণ; এবং সংস্কৃত পর্য্যায়—সার্ব্বগুণ,

সর্জ্জরস, সর্ব্বসংসর্গলবণ, ঊষরজ, ঊষরক, সাম্বর, বহু-লবণ, মেলক-লবণ ও মিশ্রক লবণ। ইহা তিক্ত-লবণ-রস, ক্ষারযুক্ত, মলরোধক, মূত্রশুদ্ধিকর, বিদাহকারক, বাত-কফ-নাশক এবং পিত্তবর্দ্ধক।

ক।

ককুন্দর।—ককুন্দর একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণতা-কারক; এবং জ্বর, রক্ত, বেদনা, দাহ ও তৃষ্ণারোগের শান্তি-কারক। ইহার কাঁচা মূল মুখে ধারণ করিলে, মুখদোষ নষ্ট হয়।

কক্কোল।—(Possibly the fruit of Cocculus Indicus.) কক্কোল একপ্রকার ক্ষুদ্র ফল। ইহা সুগন্ধি ও তৈলাক্ত। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁকলা এবং হিন্দীতে শীতল চিনি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কোলক, কোশফল, কোরক, কাকোল, গন্ধব্যাকুল, তৈলসাধন, কৃতফল, কটুকফল, দ্বেষ্য, স্থূলমরিচ, কাল ও মাধবোচিত। কক্কোল—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকারক এবং মুখের জড়তা বা দুর্গন্ধ, কফরোগ, বায়ুরোগ, হৃদ্রোগ ও দৃষ্টিহীনতায় উপকারক।

ককৃথট-পত্রক।—(Corchorus olitorius.) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পট্ট, রাজশণ, শানি ও চিমি। বাঙ্গালায় ককৃথট-পত্রককে পাটগাছ বা কোষ্টা কহে। ইহার পাতা বা শাক মধুর-রস, গুরুপাক, দুর্জ্জর এবং দোষজনক।

কঙ্কত।—ইহা একপ্রকার গুল্ম। সাধারণতঃ শেয়াকুল ও বঁইচী নামে ইহা পরিচিত। ইহা কণ্ডু ও শিরোরোগনাশক এবং কান্তিবর্দ্ধক।

কঙ্কতিকা।—কঙ্কতিকার বাঙ্গালা নাম কাঁকুই বা চিরুণী। ইহা চুল পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়। চিরুণী দ্বারা চুল পরিষ্কার করিলে, চুলের ময়লা, উকুন, খুস্কি ও চুলকানি বিনষ্ট হয়, কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং শিরোরোগের উপকার হইয়া থাকে।

কঙ্কপক্ষী।—বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁকপাখী বা হাড়গেলা কহে। হাড়গেলার মাংস—বীর্য্যজনক, শুক্র-বর্দ্ধক ও কফনাশক।

কঙ্কুষ্ঠমৃত্তিকা।—হিমালয় পর্ব্বতে হরিতালের ন্যায় একপ্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তাহাকেই কঙ্কুষ্ঠমৃত্তিকা

কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাল-কুষ্ঠ, বিরঙ্গ, রঙ্গদায়ক, রেচক, পুলক, শোধক ও কালপালক। কঙ্কুষ্ঠমৃত্তিকা দুইপ্রকার হয়; একপ্রকার শাদাটে রঙ্গের; তাহাকে তারপ্রভ অর্থাৎ রৌপ্যতুল্য, এবং অন্যপ্রকার পীতবর্ণের; তাহাকে স্বর্ণপ্রভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তন্মধ্যে স্বর্ণপ্রভ কঙ্কুষ্ঠই শ্রেষ্ঠ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, স্নিগ্ধ, বিরেচক ও কফ বায়ুনাশক, এবং ব্রণ ও শূলরোগে হিতকর। কঙ্কুষ্ঠ শোধিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। সাত দিন বা তিন দিন জামীরের রসে ভিজাইয়া, গরম জলে ধৌত করিয়া লইলেই ইহা শোধিত হইয়া থাকে।

কঙ্করোল।—(Alangium hexapetalum)—ইহাকে চলিত কথায় কাঁকরোল কহে। ইহা বল-কারক।

কঙ্কোলক।—ইহা একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য। সাধারণতঃ ইহা শীতল-চিনি নামে অভিহিত। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বায়ু, কফ এবং মুখরোগের শান্তিকারক।

কঙ্কোলকী।—কঙ্কোলকী এক প্রকার বৃক্ষের নাম। ইহা পশ্চিম-দেশে কড়বী ও কাকোলী নামে পরিচিত। কঙ্কোলকী তিক্তরস, উষ্ণ-বীর্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-রোধক ও পিত্তকারক; এবং কফ, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও ক্রিমিরোগে হিতকারক।

কঙ্গুধান্য।—(Panicum Italicum.) কঙ্গুধান্যের অপর নাম প্রিয়ঙ্গু ধান্য। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঙ্নি ধান বা কাঙ্নিদানা এবং তেলেগু ভাষায় প্রেক্কণবুচেট্টু কিংবা কোদ্রলু কহে। কঙ্গু একপ্রকার তৃণ ধান্য। ইহা মধুর কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, রুচি-কারক, গুরু, পুষ্টিকারক, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, ভগ্নস্থানের সংযোগ-কারক, ধাতুশোধক ও দাহরোগে উপকারক।

শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণভেদে এই তৃণ ধান্য চারিপ্রকার। তন্মধ্যে পীতবর্ণ ধান্যই অধিক গুণবিশিষ্ট।

কচ্বী।—(Colocasia antiquorum.) কচ্বী একপ্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কচু এবং হিন্দীতে অরুই কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বিতণ্ডা। কচু—মধুর-কটু-রস, পিচ্ছিল, গুরুপাক, মলভেদক এবং বায়ু, পিত্ত ও আমদোষবৃদ্ধিকারক।

কচ্ছপ।—কচ্ছপ একপ্রকার জলজন্তু। বাঙ্গালায় ইহাকে কাছিম, গুন্দি, কাঠা ও বারকোল, এবং

মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাঁসব কহে। কাছিমের মাংস মধুররস ও রুক্ষ, শোথ ও বায়ুনিবারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, মেধা ও স্মৃতিশক্তিজনক এবং চক্ষুরোগে হিতকর। কাছিমের চামড়া পিত্তনাশক, এবং পায়ের মাংস কফনাশক। কাছিমের ডিম—মধুররস ও রতিশক্তিবর্দ্ধক।

কঞ্চট।—কঞ্চটের সংস্কৃত পর্য্যায় জলতণ্ডুলীয়, জলভূ, লাঙ্গুলী, লাঙ্গলী, শারদী, তোয়পিপ্পলী ও শকুলাদনী। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁচড়াদাম, এবং হিন্দীতে চবড়াই ভেদ কহে। ইহা তিক্তরস, শীতল, লঘু, মলরোধক ও কফবর্দ্ধক; এবং পিত্ত, রক্ত ও বায়ুর প্রকোপনাশক।

কঞ্চুকশাক।—কঞ্চুক একপ্রকার শাকজাতীয় তৃণ। ইহা মলরোধক, ক্ষুধাকারক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্তের শান্তিকারক।

কটভী।—কটভীর সংস্কৃত পর্য্যায়—নাভিকা, শৌণ্ডী, পাটলী, মধুরেণু, স্বাদুপুষ্প, ক্ষুদ্রশ্যামা, কৈটর্য্য, শ্যামলা ও কিণিহী। ইহা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে দুইপ্রকার। কৃষ্ণকটভী কটুরস ও উষ্ণবীর্য্য; এবং গুল্মরোগ, শূলরোগ, আধ্মান, অজীর্ণ, বিষদোষ ও কফবায়ুরোগে উপকারক। শ্বেতকটভী ছোট ও বড় আকৃতিভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে বড় শ্বেত-কটভী কটু-তিক্ত-কষায়-রস, এবং নাড়ীব্রণ, রক্তদোষ, বিষদোষ, প্রমেহ, ক্রিমি, শ্বেতকুষ্ঠ, কফ, ব্রণ, শিরোরোগ, অজীর্ণ ও বিষদোষের উপশমকারক। ছোট শ্বেত-কটভী কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, মেদোরোগনাশক এবং বড় কটভীর ন্যায় অন্যান্য রোগনাশক। কটভীর ফল কষায়-রস, ধাতুবর্দ্ধক ও কফজনক। কটভীর নির্য্যাস (আঠা) গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

কটুকন্দ।—আদা ও মূলা এই উভয় কন্দকেই কটুকন্দ বলা যায়। (আর্দ্রক ও মূলক দ্রষ্টব্য।)

কটু-কন্দরী।—কোঙ্কনদেশে গোবিন্দি নামে প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষের সংস্কৃত নাম কটুকন্দরী। প্রাকৃতভাষায় ইহাকে বাধেঙ্কী কহে। কটুকন্দরী তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, বাতকফনাশক এবং বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগে উপকারক।

কটুক রস।—কটুক রসকে বাঙ্গালায় ঝাল এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তিখট কহে। কটুক-রসের আস্বাদন মাত্রেই মুখ, নাসিকা ও চক্ষুতে জ্বালা উৎপন্ন হয়, এবং নাসারন্ধ্র ও চক্ষু হইতে জলস্রাব হইতে থাকে। কটুক রস বিপাকেও কটু। উহা উষ্ণবীর্য্য,

তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, রুক্ষ, রুচিজনক, মুখের শুদ্ধিকারক, বায়ুবর্দ্ধক, পাচক ও কফনাশক এবং পিত্ত, ক্রিমি, কণ্ঠদোষ, শোথরোগ, অগ্নিমান্দ্য ও শ্বিত্ররোগে উপকারক। ইহা অতিরিক্তপরিমাণে সেবন করিলে, ভ্রান্তি, দাহ এবং মুখ ও তালুদেশের শুষ্কতা উপস্থিত হয়।

কটুক-বল্লী।—কটুকবল্লী একপ্রকার লতা; ইহার অপর নাম কট্বী। তেলেগুভাষায় ইহাকে রেমট্টু কহে। কটুকবল্লী—কটুরস, শীতল ও রুচিকারক; এবং বিবিধ জ্বর, কফ, শ্বাস ও রাজযক্ষ্মরোগের শান্তিকারক।

কটুকী।—(Picrorhiza Kurrooa.) কটুকীকে বাঙ্গালায় কটুকী, হিন্দীতে কুট্‌কী, তেলেগুভাষায় নল্লকোলকর ও দাক্ষিণাত্যদেশে কেদারকটুকী কহে। কটুকী—কটু-তিক্ত-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, মলভেদক ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, দাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

কটুতুণ্ডী।—বাঙ্গালায় কটুতুণ্ডীকে কটতরাই, তিৎপলতা বা তেঁতকুন্দুরুকী, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কড়ুতোণ্ডলী, কহীতোড়ে, তিতকুন্দরু বা বনতোণ্ডুরা কড়ুয়া কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস ও রুচিকারক; এবং কফ, বমন, রক্তপিত্ত ও বিষদোষে হিতকর।

কটুতুম্বী।—(Wild variety of Lagenaria vulgaris) বাঙ্গালায় ইহাকে তিতলাউ, হিন্দীতে কড়ুটুম্বিয়া, তুম্বী, তীতলৌকী, মহারাষ্ট্রীয় এবং কোঙ্কন দেশে কড়ুভোঁপলা কড়ুদুধী, কহিসোরে এবং তেলেগুভাষায় চেতিআনর কহে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর রস, রুচিকারক, লঘুপাক; এবং পাণ্ডু, কৃমি, কফ, বায়ু, ব্রণ, বিষ, পিত্ত, শ্বাস, কাস ও মূত্ররোগে হিতকর।

কটুতৈল।—সর্ষপের তৈলকে সংস্কৃত ভাষায় কটুতৈল, হিন্দীতে কড়ুয়া তেল এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শিরশেল কহে। সর্ষপের তৈল—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, দাহকারক ও শুক্রনাশক; এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, কণ্ডু, মেদোরোগ, অর্শঃ ও ব্রণরোগে হিতকর। ইহা বস্তিকার্য্যে (পিচকারিতে) প্রশস্ত নহে।

সর্ষপ-তৈলের মূর্চ্ছাপাক করিতে হইলে, অগ্নিতপ্ত নিষ্ফেন তৈলে প্রথমতঃ পিষ্ট ও সজল মঞ্জিষ্ঠা এবং হরিদ্রা নিক্ষেপ করিয়া পরে আমলকী, হরিদ্রা, মুতা, বেল-ছাল, দাড়িম-ছাল, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা ও

বহেড়া দিতে হয়। চারি সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা, অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, এবং জল ১৬ সের দেওয়া আবশ্যক। এই তৈলের মূর্চ্ছাপাক বিধি "তিলতৈল" শব্দে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

কটুপর্ণী।—কটুপর্ণীর অপর নাম ক্ষীরিণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমাবতী, হেমা ও পীতদুগ্ধা। ইহার মূলের নাম চোক্। কটুপর্ণী তিক্তরস, বিরেচক ও বমনবেগকারক; এবং ক্রিমি, কণ্ডু, আনাহ, বিষদোষ, কফ, রক্ত ও কুষ্ঠরোগে হিতকারক।

কটুর।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে ঘোল বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তক্র। (কটুর ও তক্র দ্রষ্টব্য)।

কটুরী।—বাঙ্গালায় ইহা কাঁচা হরিদ্রা নামে অভিহিত। (হরিদ্রা দ্রষ্টব্য)।

কটুবিপাক।—যেসকল দ্রব্য পরিপাককালে কটুরসে পরিণত হয়, তাহাকেই কটুবিপাক দ্রব্য কহে। কটু, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট প্রায় সকল দ্রব্যই পাকে কটু হইয়া থাকে। কটু-বিপাক দ্রব্য বায়ু-বর্দ্ধক এবং শুক্র ও কফপিত্তনাশক।

কটুবীরা।—(Capcici-Capsicum) কটুবীরার অপর সংস্কৃত নাম কুমরিচ। বাঙ্গালায় ইহাকে লঙ্কামরিচ, গাছ-মরিচ বা লালমরিচ এবং হিন্দীতে লাল-মিরচা কহে। লঙ্কামরিচ—অগ্নি-বর্দ্ধক, দাহজনক, সন্নিপাতদোষে জড়ী-ভূত বা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে উপ-কারক; এবং কফ, অজীর্ণ, ওলাউঠা, ব্রণ, ক্লেদ, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, স্বর-ভঙ্গ ও অরুচিরোগের শান্তিকারক।

কটূদরী।—কোঙ্কনদেশজাত গোবিন্দি নামক একপ্রকার দ্রব্যের সংস্কৃত নাম কটূদরী। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফদোষে, বায়ুরোগে ও বিসূচিকারোগে হিতকর।

কট্‌ফল।—(Myrica sapida) কট্‌ফলকে বাঙ্গালায় কট্-ফল, কট্-ছাল, হিন্দীতে কায়ফল, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটদেশে কায়ফল ও কিরুসিবল্লী এবং তেলেগুভাষায় শাপরবুড়ম্ কহে। কট্‌ফল কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, ও রুচিকারক; এবং বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, কণ্ঠরোগ ও মুখরোগে উপকারক।

কঠিঞ্জর।—(Ocymum sanctum.) ক্ষুদ্র-তুলসীবৃক্ষ। (তুলসী দ্রষ্টব্য)।

কঠিল্লকা।—(Momordica charantia.) বাঙ্গালায় ইহাকে উচ্ছে গাছ কহে। (কারবেল্ল দ্রষ্টব্য)।

কণগুগ্‌গুলু।—কণগুগ্‌গুলু একপ্রকার গুগ্‌গুলু। বাঙ্গালাতেও

ইহা কণগুগ্‌গুলু নামেই প্রসিদ্ধ। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধি ও রসায়ন; এবং বায়ু, কফ, শূল, গুল্ম, উদর ও আধ্মানরোগে হিতকর।

কণ্টকত্রয়।—বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর এই তিনজাতীয় বৃক্ষকে কণ্টকত্রয় বলে। ইহা জ্বর, পিত্ত, হিক্কা, তন্দ্রা, প্রলাপ এবং ভ্রমবিনাশক।

কণ্টকারী।—(Solanum Xanthocarpum. Syn —Solanum Jaquinii) কণ্টকারী এক প্রকার কণ্টকযুক্ত লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে কণ্টিকারী, হিন্দীতে কণ্টেলী-রিঙ্গিণী, ভটকটৈরী ও নেলগুল্লু, তেলেগু ভাষায় ব্রাকুড়িচেট্টু এবং উৎকল ভাষায় কণ্টমারিষ কহে। কণ্টকারী কটু-তিক্ত-রস, কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও ভেদক; এবং কফ, বায়ু, জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, পীনস, পার্শ্ববেদনা, ক্রিমি ও হৃদ্রোগনাশক।

শ্বেতকণ্টকারী নামক আর এক প্রকার কণ্টকারী আছে, তাহার ফুল শ্বেতবর্ণ। শ্বেত কণ্টকারীর বিশেষ গুণ—তাহা নেত্ররোগে হিতকর এবং জরায়ুদোষনাশক অর্থাৎ গর্ভোৎপাদনে উপকারক।

কণ্টকারীর ফল—কটু তিক্ত রস, পাকে কটু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, রক্তস্রাবকারক, পিত্তবর্দ্ধক; এবং কফ, বায়ু, কণ্ডু, কাস, ক্রিমি, জ্বর, শ্বাস ও মেদোরোগে হিতকর।

কণ্টকী।—কণ্টকীকে বাঙ্গালায় কাঁটাবেগুন কহে। কাঁটাবেগুন—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তবর্দ্ধক এবং কণ্ডূ ও কচ্ছুরোগে উপকারক।

কণ্টপুঙ্খা।—কণ্টকযুক্ত শরপুঙ্খাকে কণ্টপুঙ্খা বা কণ্টপুঙ্খিকা কহে। ইহা কটু-রস ও উষ্ণবীর্য্য এবং ক্রিমি ও শূলরোগে হিতকর।

কতক।—(Strychnos potatorum. The clearing nut plant.)—কতকের বাঙ্গালা নাম নির্ম্মলী-ফল। মহারাষ্ট্রীয় এবং কর্ণাটী ভাষায় ইহাকে চীলু ও চিল্লিকারি কহে। নির্ম্মলী-ফলের গাছ কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, ক্রিমিদোষ ও শূলরোগনাশক এবং চক্ষুর হিতকর। নির্ম্মলী-ফলের বীজ—জলপরিষ্কারক, মধুর-কষায়-রস, গুরু, শীতবীর্য্য, বাত-শ্লেষ্মজনক ও চক্ষুর হিতকর।

কত্তৃণ।—(Andropogon schœnanthus.) বাঙ্গালায় কত্তৃণকে গন্ধতৃণ ও রামকর্পূর, হিন্দীতে রোহিষ ও সোধিয়া, তেলেগু ভাষায় কামঞ্চি-গড্ডি ও তূটীকুর এবং মহারাষ্ট্রীয় ও

কর্ণাটী ভাষায় লাহামুরোহিস্থ, কিন্ন-গঞ্জিনি, কটুরোহিস্থ ও হরিয়গঞ্জিনি কহে। গন্ধতৃণ ছোট বড় ভেদে দুই-প্রকার। ছোট গন্ধতৃণ—কটু তিক্ত-কষায়-রস, কটুবিপাক ও উষ্ণবীর্য্য; কফ, বায়ু, রক্ত, পিত্ত, জ্বর, শ্বাস, কাস, শূল, রক্তদোষ, কণ্ঠরোগ ও হৃদ্রোগে উপকারক, এবং শস্ত্রশল্যাদি দোষের সংশোধক। দীর্ঘপত্র গন্ধতৃণ কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীর্য্য; এবং ব্রণ, ক্ষতব্রণ ও ভূতগ্রহাবেশে হিতকর।

কথিকা।—ইহা একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে কঢ়ী কহে। প্রস্তুত-প্রণালী ছোলার বেষম, লবণ ও মরিচচূর্ণ ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিবে; পরে তাহা তপ্ত তৈলে সন্তলন করিয়া, তাহাতে হরিদ্রা-চূর্ণ, হিঙ্ ও আরও কিছু ঘোল দিয়া মুখে ঢাকা দিয়া পাক করিবে; বুদ্বুদ্ উঠিলে তাহার পাক শেষ হইবে। ইহাকেই কথিকা নামক খাদ্য কহে। কথিকা অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, লঘু, কিঞ্চিৎ পিত্তপ্রকোপক এবং কফ ও বায়ুর বিবন্ধনিবারক।

কদম্ব।—(Anthocephalus Cadamba. Syn —Nauclea Cadamba.) কদম্বকে বাঙ্গালায় কদম, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কলম্ব, কর্ণাটী ভাষায় কড়েবু এবং তেলেগু ভাষায় কডিমি-চেট্টু কহে। কদম্ব—মধুর-কষায়-লবণ-রস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক, শুক্র-বর্দ্ধক ও স্তন্যজনক, এবং বায়ু ও কফ-বর্দ্ধক। কদম্ব বহুবিধ; তন্মধ্যে নীল-কদম্ব, মহাকদম্ব ও রাধাকদম্ব নামক তিনপ্রকার কদম্বই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিনপ্রকার কদম্বের গুণের বিশেষ পার্থক্য নাই।

কদলী।—(Musa sapientum) কদলীকে বাঙ্গালায় কলা, হিন্দীতে কেরা, সবেজ ও কেলাপেড় এবং তেলেগুভাষায় অরটিচেট্টু, বুরুগ-চেট্টু ও দোঁড়তোগে কহে। কলাগাছ মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং রক্তবিকার,যোনিদোষ, অশ্মরী ও রক্তপিত্ত রোগে হিতকর। কলার মূল (এঁটে) মধুর-রস, শীতল, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, কেশের উপ-কারী ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং অম্লপিত্ত ও দাহরোগের শান্তিকারক। কলাগাছের ছাল (পেটো) কটু-তিক্তরস, লঘু ও বায়ু-নাশক। কলার থোড় মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুচিকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং প্রদর ও যোনিদোষে উপকারক। কলার ফুল (মোচা) মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক; এবং বায়ু পিত্ত, রক্ত-পিত্ত ও ক্ষয়রোগে হিতকর। কাঁচা কলা

কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, দুর্জ্জর, বিষ্টম্ভকারক ও বলবর্দ্ধক। পাকাকলা—মধুর-কষায়-রস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মলকারক, রুচিজনক, তৃপ্তিকারক ও কফবর্দ্ধক; এবং তৃষ্ণা, ক্রিমি, রক্ত ও পিত্তের শান্তিকারক।

কদলী-জল।—বাঙ্গালায় ইহাকে কলার জল বলে। ইহা শীতল, মলরোধক, মূত্রকৃচ্ছ্রহারক; এবং মেহ, তৃষ্ণা, অতিসার ও কর্ণরোগে হিতকর।

কন্থারী।—কন্থারীকে বাঙ্গালায় ফণীমনসা, মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী ভাষায় কাম্থারী ও কান্তরু, এবং কোঙ্কনদেশে ফনী-নিবডুঙ্গ কহে। এই গাছের আকৃতি উপরে উপরে সজ্জিত কতকগুলি সাপের ফণার ন্যায়, এবং তাহার গাত্র তীক্ষ্ণ-কণ্টকে ব্যাপ্ত। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকারক; এবং জ্বর, রক্তগ্রন্থি, শোথ ও বাত-কফের উপকারক।

কন্দ-গুড়ূচি।—কন্দ-গুড়ূচি একপ্রকার গুলঞ্চ-লতার নাম। এই গুলঞ্চ কটুরস ও উষ্ণবীর্য্য; এবং সন্নিপাতদোষ, বিষদোষ, ভূতাদির আবেশ ও বলি-পলিতের উপশমকারক।

কন্দ-বিষ।—যে সকল গাছের মূল বিষের ন্যায় গুণযুক্ত, তাহাদিগকে কন্দবিষ কহে। কন্দবিষ ১৩ প্রকার; যথা—কালকূট, বৎসনাভ, সর্ষপ, পালক, কর্দ্দম, বৈরাটক, মুস্তক, শৃঙ্গী, পুণ্ডরীক, মূলক, হলাহল, মহাবিষ ও কর্কটক।

কন্দবিষ সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, সূক্ষ্ম, লঘু, অপরিপাকী এবং সহসা সর্ব্বশরীরে প্রসরণশীল। বিশেষতঃ কালকূট নামক কন্দবিষ উদরস্থ হইলে স্পর্শজ্ঞান নষ্ট এবং শরীরের কম্প ও স্তব্ধতা উপস্থিত হয়। বৎসনাভ বিষে গ্রীবাস্তম্ভ এবং মল, মূত্র ও নেত্রে পীত-বর্ণতা প্রকাশ পায়। সর্ষপ-বিষে বায়ুর বিগুণতা, আনাহ ও শরীরে গ্রন্থি জন্মে। পালক বিষে গ্রীবাদেশের দুর্ব্বলতা ও বাক্‌রোধ হয়। কর্দ্দম বিষে নাক ও মুখ দিয়া জলস্রাব, চক্ষুর্দ্বয় পীতবর্ণ ও মলভেদ হয়। বৈরাটক বিষে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়। মুস্তক বিষে শরীরের স্তব্ধতা ও কম্প জন্মে। শৃঙ্গীবিষে অঙ্গের বিবর্ণতা, বমন, হিক্কা, ও উদরে শোথ প্রকাশ পায়। পুণ্ডরীক বিষে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয় এবং পেট ফোলে। মূলক বিষে অঙ্গের বিবর্ণতা, বমন, হিক্কা, শোথ ও মোহ দেখা যায়। হলাহল বিষে বিলম্বে নিশ্বাস পড়ে এবং রোগী শ্যামবর্ণ হইয়া উঠে। মহাবিষে বক্ষঃ-স্থলে বেদনা ও গ্রন্থি জন্মে। কর্কটক বিষে রোগী উন্মত্তবৎ কখন লাফায়, কখন

হাসে, এবং কখন বা দন্তদ্বারা নিজের অধর দংশন করে। এইসমস্ত পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণানুসারে রোগীর শরীরে কোন্ বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিতে হয়। বমন করানই ইহার প্রথম ও প্রধান চিকিৎসা। তৎপরে অহিফেন, ধুতুরা প্রভৃতি বিষের ন্যায় অন্যান্য চিকিৎসার প্রয়োজন। (বিষচিকিৎসা দ্রষ্টব্য।)

কপর্দ্দক।—কপর্দ্দকের সংস্কৃত নামান্তর কপর্দ্দ ও বরাটক। বাঙ্গালায় ইহাকে কড়ি কহে। কপর্দ্দক সমুদ্রজাত একপ্রকার জীবের দেহ। এই জীব শাঁখ, শামুক প্রভৃতি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কপর্দ্দক কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও শুক্রজনক; এবং বায়ু, কফ, গ্রহণী, শূল, গুল্ম, ব্রণ, কর্ণশূল, নেত্ররোগ ও ক্ষয়রোগে হিতকর। কপর্দ্দক ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে, প্রথমতঃ জামীরের রসে ভিজাইয়া ও গরম জলে ধৌত করিয়া শোধন করিতে হয়; পরে আগুনে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া লইতে হয়।

• কপর্দ্দক বহুপ্রকার; তন্মধ্যে কয়েক প্রকারের নাম নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—স্বর্ণবর্ণকড়ির নাম সিংহী, ধূম্রবর্ণের নাম ব্যাঘ্রী, উপরিভাগে পীতবর্ণ ও নিম্নদেশে শ্বেতবর্ণের নাম হংসী, এবং খর্ব্বাকৃতি কড়ির নাম বিদস্তা।

কপিঞ্জল পক্ষী।—(A bird, the francoline Partridge.) কপিঞ্জল পাখীর সংস্কৃত নামান্তর গৌরতিত্তির। বাঙ্গালায় ইহাকে পাছানাড়া কহে। এই পাখীর মাংস মধুর-রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক ও রুচিকারক; এবং রক্তপিত্ত, রক্তবিকৃতি, শ্লেষ্মবিকার, ও যেসকল রোগে বায়ুর আধিক্য না থাকে, তাহাতে হিতকর। কেহ কেহ চাতক পাখীকেও কপিঞ্জল বলিয়া থাকেন।

কপিত্থ।—(Feronia elephantum.) কপিত্থকে বাঙ্গালায় কয়েৎবেল, হিন্দীতে কোইথ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কংবিট্, কর্ণাট ভাষায় বেললু, এবং তেলেগু ভাষায় বেলগচেট্টু কহে। পাকা কয়েৎবেল মধুর-অম্ল-রস, রুক্ষ, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, মলরোধক, কফনাশক, বাতবর্দ্ধক ও শুক্রজনক; এবং ব্রণ, শ্বাস, কাস, হিক্কা, হৃদ্রোগ, বমি, শ্রান্তি, ক্লান্তি ও বিষদোষে উপকারক। কাঁচা কয়েৎবেল কষায়-অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, জিহ্বার জড়তাকারক, বিষদোষনাশক, মলসংগ্রাহক ও ত্রিদোষবর্দ্ধক।

কপিত্থ-তৈল।—কয়েৎবেলের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। ঐ তৈল মধুর-কষায়-রস, এবং ইন্দুরের বিষনাশক।

কপিত্থপর্ণী।—কপিত্থপর্ণীকে বাঙ্গালায় গন্ধবিরজার গাছ কহে। মহারাষ্ট্রদেশে এই গাছ কপিত্থালা ও কম্বটপত্রী নামে পরিচিত। ইহা তিক্ত-রস, পাকে কটুকষায়, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ; এবং ক্রিমি, কফ, মেহ, মেদোরোগ, বিষদোষ ও স্নায়ুরোগে উপকারক।

কপিলদ্রাক্ষা।—(Vitis Vinifera.) কপিলদ্রাক্ষার বাঙ্গালা নাম আঙ্গুর। আঙ্গুর মধুর-রস, শীতল, রুচিকারক, হর্ষজনক ও ঈষৎ মত্ততা-কারক; এবং দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও বমনরোগের শান্তিকারক।

কপিল-শিংশপা।—'Tawney leaved Sissoo. Syn.—Dalbergia Sissoo.) যে শিশুগাছের পাতা কপিলবর্ণ, তাহাকে কপিল-শিংশপা কহে। মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাট-দেশে ইহার নাম পিবলা শিশব ও হোম্বদ বীউ। ইহা কটুতিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য ও গর্ভপাতকারক; এবং পিত্ত জ্বর, শ্রান্তি, বমি, হিক্কা, শোথ, মেদো-রোগ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, ক্রিমি, ব্রণ, দাহ, বস্তিবেদনা, কফ ও রক্তের উপকারক।

কপোত পক্ষী।—কপোতের সংস্কৃত নামান্তর পারাবত ও গৃহ-কপোত। বাঙ্গালায় ইহাকে পায়রা ও কবুতর, হিন্দীতে কইতর, তেলেগু-ভাষায় পারুবাপিট্ট ও মহারাষ্ট্রদেশে পরেবা কহে। পায়রার মাংস মধুর-রস, পাকে মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলরোধক, বলবীর্য্যকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক, এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বায়ু ও রক্তপিত্তরোগে হিতকর। পাণ্ডু-রোগে পায়রার মাংস অনিষ্টকারক।

কমল।—(Nelumbium speciosum or Nymphæa and Nelumbo.) কমলের অপর নাম পদ্ম। বাঙ্গালাতেও ইহা পদ্ম নামে পরিচিত। তেলেগু ভাষায় ইহাকে তামর কহে। পদ্ম শ্বেত-রক্ত-নীল ভেদে তিনপ্রকার। বর্ণভেদানুসারে তাহাদের গুণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে; শ্বেতাদি নামানুসারে সেই সেই শব্দে, সে সমস্ত গুণের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। পদ্মের সাধারণ গুণ—মধুর-কষায়-রস, শীতল বর্ণকারক ও কফপিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, ব্রণ, দাহ, রক্ত, বিস্ফোট, বিসর্প, ও বিষদোষে উপকারক।

পদ্মের গাছ মধুর লবণরস, শীতল, রুক্ষ ও গুরু, এবং পিত্ত, রক্ত, কফ, বায়ু ও বিষ্টম্ভরোগে হিতকর। পাতা মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, তিক্ত, লঘু, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফ-পিত্ত-নাশক।—মূল অর্থাৎ শালুক মধুর-কটু-তিক্ত-রস, শীতল, গুরু, রুক্ষ, দুর্জ্জর,

মলরোধক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং নেত্র-রোগ, রক্তপিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, বাত-পিত্ত, কফ, গুল্ম, কাস, ক্রিমি, মুখরোগ, রক্ত-দোষ ও পিত্তের শান্তিকারক।—নালের গুণ মৃণাল শব্দে লিখিত হইয়াছে। পদ্মের কেশর কটুকষায়-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক,রুচিকারক ও গর্ভের স্থিরতা-কারক। পদ্মের বীজকোষ কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, লঘু ও মুখপরিষ্কারক; এবং তৃষ্ণা ও রক্তদোষের শান্তিকারক। পদ্মের বীজ—কটু-কষায়-তিক্ত-মধুররস, শীতল, পাচক, গুরু, বিষ্টম্ভকারক, রুক্ষ, মলরোধক, বাতবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, কফকারক, পিত্তনাশক ও গর্ভের স্থিতিকারক; এবং রক্তদোষ, বলি ও দাহরোগে উপকারক।

কমলানেবু।—(Citrus Aurantium) কমলানেবু নাগরঙ্গজাতীয়। পাকা কমলা সুগন্ধি, মধুর-অম্ল-রস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, শ্রান্তি-নাশক ও বলবর্দ্ধক; এবং আম, বায়ু, ক্রিমি ও শূলরোগে উপকারক।

• করকা-জল।—শিলাবর্ষণে যে শিলা পতিত হয়, তাহাকেই করকা কহে। সেই শিলা বিগলিত হইলে যে জল হয়, তাহাকে করকা-জল কহে। করকা-জল অতিশয় শীতল, ঘন, রুক্ষ, গুরু, পিত্তনাশক ও কফ-বায়ুকারক।

করঙ্কশালি।—একজাতীয় ইক্ষুকে করঙ্কশালি বা করঙ্ক-ইক্ষু কহে। মহা-রাষ্ট্রীয় ভাষায় তাহার নাম রসদালি, এবং কর্ণাটী ভাষায় ইহার নাম রসাল উৎস। ইহা মধুর-রস, শীতল, মৃদু, রুচি-কারক, শুক্র, তেজ ও বলের বর্দ্ধক; এবং পিত্ত ও দাহরোগে উপকারক।

করঞ্জ।—(Pongamia glabra. Syn—Galedupa Indica.) করঞ্জকে বাঙ্গালায় করমচা, হিন্দীতে করঞ্জুবা, করোদা ও কণ্টকরেজী, এবং তেলেগু ভাষায় কানুগচেট্টু কহে। করঞ্জ ছয়প্রকার; যথা—ডহরকরঞ্জ, নাটা-করঞ্জ, কাঁটা বা গেঁটে করঞ্জ, মাকড়া করঞ্জ, বিষ-করঞ্জ ও অম্ল-করঞ্জ। ডহর-করঞ্জের সংস্কৃত নাম চিরবিল্ব, নক্তমাল, করজ ও করঞ্জ। নাটাকরঞ্জের সংস্কৃত নাম প্রকীর্য্য, পূতিকরঞ্জ, পূতিক ও কলিকারক। কাঁটা বা গেঁটে করঞ্জের নাম করঞ্জিকা ও ষড়গ্রন্থ। মাকড়া-করঞ্জের নাম—অঙ্গারবল্লরী, এবং অম্ল-করঞ্জের সংস্কৃত নাম—করমর্দ্দী, বনে-ক্ষুদ্রা, করাম্ল ও করমর্দ্দক।

নামভেদানুসারে প্রত্যেক করঞ্জেরই গুণভেদ আছে। তন্মধ্যে যে করঞ্জশব্দে ডহর-করঞ্জ বুঝায়, তাহারই গুণ এ স্থানে লিখিত হইতেছে। নামানু-সারে অন্যান্য করঞ্জের গুণাদি সেই

সেই নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইবে। ডহরকরঞ্জ কটুরস, উষ্ণ-বীর্য্য, তীক্ষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক, এবং কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, ব্রণ ও ক্রিমিরোগে হিতকর। ইহার পত্র পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক ও ভেদকারক; এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ, ক্রিমি ও শোথরোগনিবারক। ডহর করঞ্জের ফল উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু-পিত্ত-কফ নাশক। ইহার ফল—কফ ও বায়ু নাশক; এবং মেহ, অর্শঃ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও শোথরোগের উপশমকারক। ডহর-করঞ্জের অঙ্কুর—রসে ও পাকে কটু ও পাচক; এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শোথ ও বিষদোষে উপকারক। করঞ্জের ফল হইতে একপ্রকার তৈল বাহির করা যায়: তাহা তিক্তরস, অল্প উষ্ণ, এবং বায়ুরোগ, নেত্ররোগ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সকলপ্রকার চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়।

করঞ্জিকা।—করঞ্জিকা এক-প্রকার করঞ্জ। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটা করঞ্জ বলে। কাঁটা-করঞ্জ কষায়-তিক্ত-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য ও মলরোধক এবং মেহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, ক্রিমি ও বায়ুর হিতকর। ইহার ফুল তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও বাত-কফনাশক।

করঞ্জী।—করঞ্জী ও ডহরকরঞ্জ জাতীয় একপ্রকার করঞ্জ; ইহাকে মহা করঞ্জ কহে। ইহার হিন্দী নাম অরবি। মহাকরঞ্জ কষায়-তিক্ত-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য ও স্তম্ভনকারক; এবং পিত্ত, অর্শঃ, বমি, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও মেহরোগে হিতকর।

করমর্দ্দ।—করমর্দ্দের অপর নাম অম্লকরঞ্জ। হিন্দীতে ইহাকে করোদা এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী ভাষায় যথা-ক্রমে করবন্দে ও করজিগে কহে। অম্ল-করঞ্জ ছোট ও বড় ভেদে দুইপ্রকার। উভয় করঞ্জেরই কাঁচাফল অম্ল-তিক্ত-রস, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক, মল-রোধক, রুচিজনক ও কফবর্দ্ধক, এবং পিপাসানাশক। পক্ব ফল—অম্ল-মধুর-রস, লঘু, শীতল, রুচিকারক, পিত্ত ও পিপাসানাশক; এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, ত্রিদোষ ও বিষদোষে উপকারক। ইহার শুষ্ক ফলও পক্বফলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

করবীর।—(Nerium odorum Sweet scented Oleander.) কর-বীরকে বাঙ্গালায় করবী, হিন্দীতে কণৈলী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কণৈরু ও কহ্লের, কর্ণাটীভাষায় কাফণলিঙ্গে এবং তেলেগুভাষায় গন্নেরু কহে। শ্বেত-রক্ত-পীত-কৃষ্ণ ও পাটলবর্ণের পুষ্পভেদে কর-বীর পাঁচপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত, পীত

ও কৃষ্ণ-করবীর কটুরস, তীক্ষ্ণ ও অশ্বদিগের বুদ্ধিপ্রদ, এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণ ও বিস্ফোট রোগে উপকারক। রক্ত-করবীর কটুরস, পাকে তিক্ত, মলাদির শোধক, এবং বাহ্যপ্রয়োগে কুষ্ঠাদির নাশক। পাটল-করবীর—শিরোবেদনা, কফ ও বায়ুর শান্তিকারক।

করবীরণী।— করবীরণীকে কোঙ্কন দেশে করবীরুণী ও ককরখিরুণী কহে। ইহাও একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ। গ্রীষ্মকালে এই গাছ জন্মে, এবং তাহাতে রক্তবর্ণের ফুল হয়। ইহা কটু-তিক্তরস ও উষ্ণবীর্য্য; এবং কফ, বায়ু, বিষদোষ, আধ্মান, বমন, উর্দ্ধশ্বাস ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

করীর।—করীরের সাধারণ নাম বাঁশের কোড়। বাঁশের অঙ্কুর অর্থাৎ প্রথম-উদ্গত কোমল বাঁশকে বাঁশের কোঁড় কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-অম্ল-রস, লঘুপাক, শীতল ও রুচিকর, এবং পিত্ত, রক্ত, দাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রের হিতকর।

করীল।—(Capparis aphylla.)—মরুভূমিতে করবীর নামক যে বৃক্ষ জন্মে, তাহার সাধারণ নাম করীল বা কচড়া। মহারাষ্ট্র দেশে তাহাকে নেপতী, কর্ণাট দেশে নিপ্পতিগে, এবং তেলেগুভাষায় এনুগদন্ত মুমোদতু কহে। উষ্ট্রেরা এই গাছ খাইতে ভালবাসে। ইহা কটু-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, মলভেদক, দাহকারক ও শ্লেষ্মজনক; এবং বায়ু, শ্বাস, অরুচি, সর্ব্বপ্রকার শূল, হৃদ্রোগ, খাজ্ ও ব্রণরোগে উপকারক।

করুণ।—(Citrus decumana.) করুণ একপ্রকার নেবুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে করুণা নেবু কহে। ইহা পিত্তপ্রকোপক, এবং কফ, বায়ু, আমদোষ, ও মেদোরোগে উপকারক।

কর্কট।—(The Numidian Crane.) কর্কট একপ্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কর্কট পাখী কহে। ইহার মাংস বায়ুনাশক, শুক্র-বর্দ্ধক ও শ্রান্তিনিবারক।

কাঁকরোল নামক লতারও সংস্কৃত নাম কর্কট। ইহার ফল অর্থাৎ কাঁক্রোল কষায়-রস, লঘু, শীতল, রুক্ষ, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, কফপিত্তবর্দ্ধক ও নেত্ররোগে হিতকর।

কর্কটক।—কর্কটকের বাঙ্গালা নাম কাঁকড়া। কাঁকড়া জলাশয়ে গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া, তন্মধ্যে বাস করে। ছোট ও বড়-ভেদে কাঁকড়া অনেকপ্রকার। ন্যূনাধিক্য ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন গুণভেদ নাই। সাধারণতঃ সকল কাঁক্ড়াই বাত-পিত্তনাশক, মল-মূত্রের নির্গম কারক, রক্তবর্দ্ধক এবং বলকারক।

কর্কটশৃঙ্গী।—(Rhus succedanea. Syn—Acuminata.) কর্কটশৃঙ্গীর বাঙ্গালা নাম কাঁকড়াশৃঙ্গী। হিন্দীতে ইহাকে কাঁকড়াশৃঙ্গী ও ককরংশি, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাকড়াসিঙ্গী, এবং কর্ণাটে ও তেলেগুতে কর্কাটশৃঙ্গী কহে। ইহার আকৃতি কাঁকড়ার দাঁড়ার মত। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, বায়ুনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং হিক্কা, অতিসার, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, বমি, জ্বর, ক্ষয়-কাস, ও ঊর্দ্ধবায়ুর উপশমকারক।

কর্কটী।—(A kind of cucumber.—Cucumis utilatissimus Rox.) কর্কটীর বাঙ্গালা নাম কাঁকুড়। হিন্দীতে ইহাকে কাঁকড়ী, উৎকল দেশে ফুটী কাঁকৃড়ী, এবং তেলেগু ভাষায় নক্কাদোষ কহে। ছোট ও বড় ভেদে কাঁকুড় দুইপ্রকার। ছোট কাঁকুড় মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক ও অজীর্ণতাকারক। পাকা কাঁকুড় (ফুটী) দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও ক্লান্তিকারক। বড় কাঁকুড় মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, বায়ুবর্দ্ধক, মূত্রকারক ও কফজনক; এবং দাহ, বমি, পিত্ত, ভ্রম, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাশ্মরীরোগে উপকারক। কাঁকুড়ের খোলা কটু-তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও মলরোধক; এবং মূত্রদোষ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বমি, দাহ ও শ্রান্তিনিবারক। পাকা কাঁকুড়ের খোলা উষ্ণবীর্য্য, বলকারক ও রক্তদোষজনক। বর্ষা ও শরৎকালজাত কাঁকুড় ভোজনযোগ্য নহে। হেমন্তকালজাত কাঁকুড় রুচিকর ও পিত্তনাশক; সুতরাং ইহাই ভোজনের উপযুক্ত। অর্দ্ধপক্ক কাঁকুড় ভোজন করিলে পীনস রোগ জন্মে।

কর্কন্ধু।—(Zizyphus jujuba.) কর্কন্ধুকে বাঙ্গালায় ছোটকুল কহে। ছোটকুল অম্ল-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক এবং বাত-পিত্তনাশক।

কর্কারু।—(Benincasa cerifera.) একপ্রকার অতি ছোট ছোট কুষ্মাণ্ড বা কুমড়াকে কর্কারু কহে। তাহার হিন্দী নাম কোহরী ও কোহণ্ডী, এবং তেলেগু নাম গুম্মাডিতোগে। এই কুষ্মাণ্ড শীতল, গুরুপাক, মলরোধক ও রক্তপিত্তনাশক। পাকা কর্কারু তিক্ত-রস, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফবায়ুনাশক। ইহার তৈল বহেড়ার তৈলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

কর্কোটকী।—একজাতীয় গোলাকার কুষ্মাণ্ডের নাম কর্কোটকী। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে কোহলে কহে। ইহা মধুরকটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক,

বলকারক ও মলমূত্রের স্তম্ভনকারক, এবং মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ, বায়ু, পিত্ত, কফ ও বিষদোষে হিতকর।

কচূর্র।—কচূর্রের অপর নাম একাঙ্গী। হিন্দীতে ইহাকে কচূরা, তেলেগুভাষায় ঔকানোকচেট্টা, এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী ভাষায় কচোরা কহে। ইহা সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মুখপরিষ্কারক এবং কফ, কাস, গলগণ্ড, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, শ্বাস, গুল্ম ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

কর্ণফল।—(Ophiocephalus kurrawey.) ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় কাণলি মাছ বলে। ইহা অজীর্ণজনক, এবং কফকর।

কর্ণস্ফোটা।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে কাণছিঁড়িয়া বা কাণফোটা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাণফোড়ী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, বিষ-নাশক, গ্রহদোষনিবারক ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, আনাহ, কফশূল, বাতিগুল্ম, উদর, প্লীহা ও কর্ণব্রণরোগে হিতকর।

কর্ণিকার।—(A sort of cassia Syn.—Cassia fistula.) বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট সোন্দাল গাছ কহে। ইহার মহারাষ্ট্রীয় নাম লঘুবাহবা, এবং তেলেগু ভাষায় নাম কিরুগকে। ছোট সোন্দাল কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীর্য্য; এবং কফ, শূল, উদর, ক্রিমি, মেহ, ব্রণ ও গুল্মরোগে হিতকর।

'ওলট-কম্বল' নামক গাছের সংস্কৃত নামও কর্ণিকার। হিন্দীতে ইহাকে কলিয়ার বা কনিয়ার, তেলেগুভাষায় রেল্লচেট্টু, কোঁড়গোগুচেট্টু বা গোগু-চেট্টু কহে। ওলট-কম্বল কষায়-মধুর-তিক্ত-রস, লঘু, রজোদোষনাশক; এবং শোথ, শ্লেষ্মা, রক্ত, ব্রণ ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

কর্দ্দম।—জলসিক্ত মৃত্তিকার নাম কর্দ্দম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাদা কহে। কর্দ্দম শীতল, এবং দাহরোগ, পিত্ত ও শোথের নিবারক।

কার্পাসফল।—কার্পাসের ফল অর্থাৎ কার্পাসের বীজ কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকর ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

কর্পূর।—(Cinnamomum camphora. Syn—Camphor.) কর্পূর একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। হিন্দীতে ইহাকে কাপূর এবং তেলেগু-ভাষায় কপুরমু কহে। কর্পূরের সংস্কৃত নাম—ঘনসার, চন্দন, সিতাভ্র ও হিম-বালুকা। কর্পূর সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও লঘু; এবং শ্লেষ্মা, রক্ত, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহরোগ,

কণ্ঠদোষ, মুখশোষ ও মুখের বিরসতার শান্তিকারক।

কর্পূর হইতে একপ্রকার স্নেহ-পদার্থ বাহির করা যায়, তাহাকে কর্পূরতৈল কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণ-বীর্য্য, বায়ুরোগনাশক, দন্তের দৃঢ়তা-কারক, এবং কফ, আমদোষ ও পিত্ত-নিবারক।

কর্পূরমণি।—কর্পূরমণি এক-প্রকার প্রস্তর। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, এবং ব্রণ, ত্বক্‌দোষ ও বাতাদি দোষে হিতকর।

কর্পূর-হরিদ্রা।—(Cucuma Amada.) কর্পূর-হরিদ্রাকে বাঙ্গালায় আম-আদা ও হিন্দীতে কর্পূর-হল্‌দী কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, এবং সর্ব্ববিধ কণ্ডুর শান্তিকারক।

কর্বুদার।—কর্বুদারের অপর নাম শ্বেতকাঞ্চন। ইহা কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, মলরোধক ও রুচিকারক; এবং শ্বাস, কাস, পিত্তবিকার, রক্ত-বিকৃতি, ক্ষত ও প্রদররোগের শান্তি-কারক।

কর্ম্মরঙ্গ।—(Averrhoa Carambola.) কর্ম্মরঙ্গকে বাঙ্গালায় কাম-রাঙ্গা, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কর্ম্মরাচেঁ ঝাড় কহে। কাঁচা কামরাঙ্গা ফল অম্লরস, শীতবীর্য্য, মলরোধক, বায়ু-নাশক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক। পাকা কাম-রাঙ্গা অম্ল-মধুর-রস, রুচিকারক, বল ও পুষ্টির বর্দ্ধক, এবং বাত-শ্লেষ্মজনক।

কর্ম্মরী।—(Bamboo-manna.) বাঙ্গালায় ইহাকে বংশলোচন কহে। (বংশলোচন দ্রষ্টব্য।)

কলঞ্জ।—(Nicotiana tabacum.) কলঞ্জের অপর সংস্কৃত নাম তাম্রকূট ও ধূমপর্ণী। বাঙ্গালায় ইহাকে তামাক, এবং হিন্দীতে তামাকু কহে। দোক্তা তামাক দ্বারা যে চুরুট প্রস্তুত করা যায়, তাহার ধূম কফনাশক, অপক্ক-জ্বরনিবারক, দন্তশুদ্ধিকারক ও মুখরোগনাশক। দোক্তা তামাক, গুড় ও নানাপ্রকার মশলার সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়ুক তামাক প্রস্তুত করা হয়। বাঙ্গালাদেশে তাহারই ধূমপান অধিক প্রচলিত। এই ধূম-পানের বিশেষ গুণ কিছু লক্ষিত হয় না; বরং ইহাদ্বারা শারীরিক কৃশতা, ফুসফুসের বলহানি প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে।

কলম-ধান্য।—কলম ধান্য এক প্রকার শালিধান্য; বাঙ্গালায় ইহাকে কলমা-ধান এবং কাশ্মীরদেশে মহাতণ্ডুল কহে। এই ধান্যের চাউল মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শ্লেষ্মা ও পিত্তের বৃদ্ধিকারক,

শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, এবং রক্ত-দোষ, ও ত্রিদোষের শান্তিকারক।

কলম্বী।—(Convolvulus repens.) কলম্বী একপ্রকার জলজাত শাক। বাঙ্গালায় ইহাকে কল্‌মীশাক, হিন্দীতে করেঁবু ও তেলেগু ভাষায় তোমেবচ্চলিচ্চেটু কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, গুরুপাক, এবং স্তন-দুগ্ধ, শুক্র ও শ্লেষ্মার বর্দ্ধক।

কলায়।—(Pisum sativum; name of various leguminous seeds) কলায় একপ্রকার শিম্বীধান্য। ইহার বাঙ্গালা নাম মটর। হিন্দীতে ইহাকে কেরাব এবং তেলেগু ভাষায় পেদ্দইর্ব্ব কহে। ইহা কষায়-রস, শীতবীর্য্য, অতিশয় বায়ুবর্দ্ধক, রুচি-কারক, পিত্ত, দাহ ও কফনাশক, পুষ্টি-জনক এবং আমদোষ-কারক।

কলায়ক।—কলায়ক এক-প্রকার কলম-ধান্যজাতীয় শালিধান্য। ইহার আকৃতি মুগের ন্যায়। এই ধান্য কিঞ্চিৎ কষায়-রসযুক্ত মধুররস, বলকারক এবং বাত-পিত্ত-রক্তের উপকারক।

কলায়শাক।—কলায়ের শাক অর্থাৎ মটরের পাতাকে হিন্দীতে কেরাউশাক কহে। ইহা তিক্তকষায়-রস, পাকে মধুর, গুরুপাক, মলভেদক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফপিত্তনাশক, [illegible]

কলায়সূপ।—কলায়ের অর্থাৎ মটরের ডাউলের যূষ লঘুপাক, শীত-বীর্য্য, মলরোধক ও রুচিজনক; এবং রক্তদোষ, পিত্তবিকৃতি ও কফরোগে উপকারক।

কলিঙ্গ।—কলিঙ্গকে চলিত কথায় তরমুজ কহে। ইহা মধুর রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, তৃপ্তি-জনক ও বীর্য্যকারক; এবং পিত্ত ও দাহনাশক।

কলিঙ্গ-শুণ্ঠী।—কলিঙ্গদেশ-জাত আদা হইতে যে শুঁঠ প্রস্তুত হয়, তাহাকে কলিঙ্গ-শুণ্ঠী কহে। ইহা তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, অজীর্ণনাশক, এবং বালকের অতিসার-নিবারক। এই শুঁঠের কাথ যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, গর্ভিণী-দিগের বমন নিবারিত হয়।

কবয়ী মৎস্য।—(Coius coboius) কবয়ী মৎস্যকে বাঙ্গালায় কই মাছ, এবং হিন্দীতে "কবই" কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কবিকা, কবচী ও ক্রকচপৃষ্ঠী। কই মাছ মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, বায়ুনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তকারক।

কষায় রস।—যে রস মুখ পরিষ্কার করে, জিহ্বা স্তব্ধ করে, কণ্ঠ

অ.বদ্ধ করে, এবং হৃদয়ে আকর্ষণের ন্যায় পীড়া উপস্থিত করে, তাহাই কষায়-রস। কষায়-রস শীতল, গুরু, রুক্ষ, মলমূত্রাদির স্তম্ভনকারক, কফ-পিত্তনাশক, শোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পরিপাচক। ইহা অতিরিক্ত সেবন করিলে, শারীরিক শিথিলতা, পাণ্ডু, শূল, আধ্মান, হৃৎপীড়া ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

কসেরু।—(Scirpus kysoor.) কসেরুর বাঙ্গালা নাম কেশুর। মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী ভাষায় ইহাকে কসেরুবা, সেনকগড়ে ও তুঙ্গগড়ু, এবং তৈলেগু ভাষার ইট্টি ও কোতি কহে। ছোট বড়-ভেদে কেশুর দুইপ্রকার। মুতার ন্যায় ছোট ছোট কেশুরের সংস্কৃত নাম চিঞ্চোড়, এবং বড় বড় কেশুরকে রাজ-কসেরুক কহে। এই দুইপ্রকার কেশুরই—কষায়-মধুর-রস, শীতল ও গুরুপাক; এবং রক্তপিত্ত, দাহ, শ্রান্তি ও নেত্ররোগে উপকারক। কেশুরের ফুল গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক, শীতল, এবং কামলা ও পিত্তের শান্তি-কারক।

কস্তুরী।—(Musk.) কস্তুরীর অপর নাম মৃগনাভি। হিন্দীতে ইহাকে কস্তুরী, তেলেগু ভাষায় কস্তুরীপিল্লি কহে। একপ্রকার মৃগের নাভিদেশ হইতে কস্তুরী উৎপন্ন হয়। কামরূপ, নেপাল ও কাশ্মীর, এই তিন দেশ হইতে কস্তুরী পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কামরূপদেশীয় কস্তুরী উৎকৃষ্ট, নেপাল দেশীয় মধ্যম ও কাশ্মীরদেশীয় নিকৃষ্ট। কামরূপের কস্তুরী কৃষ্ণবর্ণ এবং নেপালের কস্তুরী নীলবর্ণ হইয়া থাকে। কস্তুরী কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, শীতনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং বায়ুজনিত শোথ, বমন, দৌর্ব্বল্য, মুখদোষ, কুষ্ঠ, কিলাস, রক্ত, পিত্ত ও কফের প্রতিকারক।

কহ্লার।—(Nymphœa lotus.) কহ্লারের অপর সংস্কৃত নাম উৎপল ও কুমুদ পুষ্প। বাঙ্গালায় ইহাকে হেলাফুল ও সুন্দি ফুল কহে। সুন্দিফুল তিনপ্রকার—লাল, নীল ও শাদা। ইহা কষায়-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, বিষ্টম্ভকারক ও গুরুপাক; এবং রক্ত, পিত্ত ও কফের উপকারক।

কাংস্য।—(White copper or brass,—Queen's metal.) কাংস্যের চলিত নাম কাঁসা। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে কাংস ও কঞ্চু কহে। কাঁসা একপ্রকার উপধাতু বা মিশ্রধাতু। রাঙ এবং তামা, এই উভয় ধাতুর মিশ্রণে কাঁসা উৎপন্ন হয়। কাঁসা,

কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নি-বর্দ্ধক, পাচক, রুক্ষ, কফপিত্তনাশক ও নেত্ররোগে হিতকর। কাঁসা যথা-বিধানে শোধিত ও জারিত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়।

কাঁসার পাত্‌লা পাত্ করিয়া, তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, এবং সেই তপ্ত পাত্ ক্রমশঃ তৈল, ঘোল, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থকলায়ের ক্বাথ, ইহাদের প্রত্যেকটীতে তিনবার করিয়া ডুবাইবে। তাহা হইলেই কাঁসার শোধন হইবে। তৎপরে ঐ কাঁসার সমপরিমিত গন্ধক ও আকন্দের আঠা একত্র মাড়িয়া, তদ্দ্বারা ঐ কাঁসার পাত্ প্রলিপ্ত করিতে হইবে; শুষ্ক হইলে দুইখানি কটোরার মধ্যে করিয়া তাহা গজপুটে পোড়াইবে। এইরূপ দুই তিন পুটেই কাঁসা ভস্ম হয়।

কাকজঙ্ঘা।—(Leea hirla) বাঙ্গালায় কাকজঙ্ঘাকে কেউয়াঠেঙ্গা ও কাঁটা-গুড়-কাঁউলী এবং পাশ্চাত্য-দেশে মসী কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও কফ-পিত্তনাশক; এবং ক্রিমি, ব্রণ, বধিরতা, অজীর্ণ, জীর্ণ ও বিষম জ্বর, পাণ্ডু ও বিষদোষে হিতকারক। ঐকাহিক (তৃতীয়ক) জ্বরে কাকজঙ্ঘার মূল লালসূতার দ্বারা মাথায় বাঁধিলে ঐ জ্বর নিবারিত হয়। ঐরূপ ব্যবহারে নিদ্রাও হইয়া থাকে।

কাকজম্বু।—(Ardisia solanacea.) কাকজম্বুকে বাঙ্গালায় বন-জাম, ভুঁই-জাম বা ছোট জাম কহে। ইহার মহারাষ্ট্রীয় নাম নদীতীরজম্বু এবং কর্ণাটদেশীয় নাম তোরেনেরিলু। কাক-জম্বু—অম্লকষায় রস, পাকে মধুর, গুরু-পাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক ও পুষ্টি-জনক; এবং দাহ, শ্রম ও অতিসার রোগে উপকারক।

কাকতিন্দুক।—(Diospyros tomentosa.) কাকতিন্দুকের বাঙ্গালা নাম মাকড়া গাব। ইহার ফল—অম্ল-কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক ও বায়ু-বিকারনাশক। পক্বফল—বমননিবারক, পিত্তনাশক ও অল্পকফবর্দ্ধক।

কাকতুণ্ডী।—বাঙ্গালায় ইহা কেওয়াঠুঁটী ও শ্বেতকুঁচ নামে পরিচিত। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, রুচিকারক এবং বাত ও পালিত্যদোষ-নাশক।

কাকনাসা।—(Solanum Indicum.) কাকনাসাকে বাঙ্গালায় বড় শ্বেত গুড়কাঁউলী, হিন্দীতে কেউয়াঠুঁটী বা কেউয়া ঢোঁড়ী, মহা-রাষ্ট্রীয় ভাষায় বড়িলি-কন্থড়লি বা হিড়িয়াকাগে-দোঁড়ে এবং তেলেগু ভাষায় বেলুম-সন্দি চেট্টু, পুসগুলি-বিন্দচেট্টু ও কাকিদোঁড় চেট্টু কহে।

কাকনাসা কটু-তিক্ত-মধুররস, শীত-বীর্য্য, পাকে কটু ও বমনকারক; শোথ, অর্শঃ, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগে উপকারক; এবং পিত্তনাশক, রসায়ন, শরীরের দৃঢ়তাকারক ও পালিত্যনাশক।

কাকমাচিকা।—কাকমাচিকাকে বাঙ্গালায় কাকমাচী ও কেউয়াঠুঁটী কহে। ইহার হিন্দী নামে কবৈয়া, কাবই এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটদেশীয় নাম কবয্যা। শ্বেত ও রক্ত পুষ্পভেদে কাকমাচী দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত কাকমাচী, কষায়-কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্বরপরিষ্কারক, পিত্তবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর; এবং অর্শঃ, শোথ, শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, গুল্ম, মেহ, জ্বর, হিক্কা, বমন, হৃদ্রোগ, শ্বিত্র, বলি ও পালিত্যের শান্তিকারক। রক্ত কাকমাচী, বাত-কফবর্দ্ধক, ত্রিদোষ ও পিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও রসায়ন।

কাকমাংস।—কাকপক্ষীর মাংস লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টি ও বলকারক; এবং ক্ষত, ক্ষয় ও নেত্ররোগে উপকারক। কৃষ্ণকাকের (দাঁড়কাকের) মাংসও কাকমাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

কাকলী-দ্রাক্ষা।—কাকলীদ্রাক্ষা একপ্রকার দ্রাক্ষা। সাধারণতঃ বেদানা, কিস্‌মিস্ প্রভৃতিকে কাকলীদ্রাক্ষা বলে। ইহা অম্ল-মধুর-রস, রুচিকারক এবং শ্বাস, বমি ও বমনবেগের উপশমকারক।

কাকাদনী।—(Ardisia solanacea.) কাকাদনীকে বাঙ্গালায় কুঁচ, উৎকলদেশে কাউথোণ্টিয়া এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে সাহ্বীকছড়নি বা কিরিয়কাগে-দোঁড়ে কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, বায়ু ও শোথনাশক, বিষদোষনিবারক, রসায়ন ও পালিত্যনিবারক।

কাকোড়ুম্বর।—(Ficus hispida. Opposite-leaved fig tree. Syn —Ficus oppositifolia.) কাকোড়ুম্বরকে বাঙ্গালায় কাক-ডুমুর ও খোস্‌কা-ডুমুর কহে। ইহার হিন্দী নাম কটমিলা, মহারাষ্ট্রীয় নাম কালাউম্ব এবং তেলেগু-ভাষায় নাম বন্ধমেড়ি-চেট্টু। কাক-ডুমুরের সাধারণ গুণ যজ্ঞ-ডুমুরের সহিত সমান। (উদুম্বর দেখ।) ইহার পাকা ফল অম্ল-কটু-রস, শীতল; এবং ত্বগ্‌দোষ ও রক্তপিত্তনাশক; ইহার বল্কল কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, তৃপ্তিজনক, অতিসার ও ব্রণনাশক, স্তন্যবর্দ্ধক, গর্ভের স্থিতিকারক; এবং কফ, পিত্ত, ব্রণ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শঃ ও কামলারোগে উপকারক।

কাকোলী।—(Berry of Calculus Indicus. It is brought from Nepal & Morung. Syn.—Zizyphus napeca.) কাকোলীকে বাঙ্গালায় কাঁক্‌লা, মহারাষ্ট্রীয়ভাষায় কটি-বতিগে ও কাউলী, তেলেগু-ভাষায় তেলু-মণিচেট্টু এবং উৎকল ভাষায় কাঙ্কোলী কহে। ইহা এক প্রকার মিষ্টগন্ধবিশিষ্ট কন্দ; কাটিলে আঠা বাহির হয়। কাকোলী মধুর-রস, স্নিগ্ধ, কফকারক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং ক্ষয়, পিত্ত, বায়ু, রক্ত, দাহ ও জ্বর রোগে উপকারক।

কাকোলী অষ্টবর্গের অন্তর্গত। বহু-কাল হইতে কাকোলী এদেশে দুর্লভ; এইজন্য ইহার পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধা অথবা শতমূলী ব্যবহার করিবার উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঙ্গুক ধান্য।—কাঙ্গুক এক প্রকার ষেটে ধান। ইহার চলিত নাম কাঙনী ধান। এই ধান রসে ও পাকে মধুর, বাত-পিত্তনাশক এবং শালি-ধান্যের সমগুণবিশিষ্ট।

কাঁচ।—কাচ একপ্রকার কৃত্রিম মৃত্তিকা; ইহা ক্ষার ও বালুকা প্রভৃতি দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়; এজন্য ইহাতে ক্ষার পদার্থের ভাগ অধিক। কাচ উষ্ণবীর্য্য। কাচের অঞ্জন ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কাচ-লবণ।—(Black-salt.) কাচ-লবণের বাঙ্গালা নাম কালালবণ; কিন্তু মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে কাচ-লবণই কহে। কাচ-লবণ ঈষৎ ক্ষার, রুচিজনক, পিত্তবর্দ্ধক, দাহ-কারক ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং কফ, বায়ু, গুল্ম ও শূলরোগে উপকারক।

কাজুত।—কাজুত মহারাষ্ট্র দেশীয় একপ্রকার গুল্ম। ইহার অপর নাম জাম্বীক্ষুপ। কাজুত—কষায়-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু ও ধাতুবর্দ্ধক; এবং বায়ু, কফ, গুল্ম, উদর, জ্বর, কৃমি, ব্রণ, অগ্নিমান্দ্য, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, অর্শঃ, আনাহ ও সংগ্রহ-গ্রহণীরোগে হিতকর।

কাঞ্চন।—(Bauhinia variegata Syn.—Mountain ebony,) কাঞ্চনকে বাঙ্গালায় কাঞ্চন, হিন্দীতে কচনার, মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী ভাষায় কাঞ্চনু বা কোচানে এবং তেলেগু ভাষায় দেবকাঞ্চন কহে। শ্বেত, পীত, ও রক্তবর্ণের পুষ্পভেদে কাঞ্চন তিন প্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতকাঞ্চনের নাম কর্বুদার, পীতকাঞ্চনের নাম কোবিদার, এবং রক্তকাঞ্চনের নাম কাঞ্চনার। সকলপ্রকার কাঞ্চনই মল-রোধক এবং রক্তপিত্তরোগে উপ-কারক। (অন্যান্য বিশেষ গুণ কর্বু-দারাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে দ্রষ্টব্য।)

কাঞ্চনার।—(Bauhinia variegata. Syn.—Mountain ebony.) রক্ত-কাঞ্চনের নাম কাঞ্চনার। ইহা কষায়-রস, শীতল, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ব্রণরোপক, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কৃমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ ও গণ্ডমালা রোগে উপকারক। রক্তকাঞ্চনের ফুল—রুক্ষ, লঘু ও মলরোধক; এবং রক্তপিত্ত, প্রদর, ক্ষয় ও কাসরোগে হিতকর।

কাঞ্জিক।—(Sour gruel, the water of boiled rice in a state of spontaneous fermentation.) কাঞ্জিকের বাঙ্গালা নাম কাঁজি বা আমানি, এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী-ভাষায় নাম কাঞ্জী। আউশ ধান্যের অন্ন ও কচি মূলা কুট্টিত করিয়া কোন আবৃত পাত্রে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পচিয়া অম্লরস হইলে, তাহাকেই কাঁজি কহে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ অনুসারে কাঁজিও নানাবিধ নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সাধারণ কাঁজি মলভেদক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, পিত্ত ও বস্তিশোধক, স্পর্শশীতল, শ্রান্তি ও ক্লান্তি-নিবারক; এবং দাহজ্বর, বমন, শূল, বাস্তশূল, আধ্মান, মলমূত্রাদির বিবন্ধ, বাতজনিত শোথ, যক্ষ্মা, ক্ষতক্ষীণ ও অজীর্ণরোগে উপকারক। পুরাতন কাঁজি অগ্নিবর্দ্ধক এবং হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমিরোগের শান্তিকারক। শোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মদ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তাদি রোগে কাঁজি অপকারক।

কাঞ্জিকবটক।—কাঞ্জিকবটক এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁজিবড়া বলা যায়। একটী নূতন হাঁড়ীতে সরিষার তৈল মাখাইয়া, তাহাতে জল, ভাজাবড়া এবং রাই, জীরা, লবণ, হিঙ্, হরিদ্রা ও শুঁঠের গুঁড়া উপযুক্ত পরিমাণে রাখিয়া, তিন দিন পর্য্যন্ত ঐ হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। তিনদিন পরে ঐসকল বড়া অম্ল হইয়া উঠিলে, তাহাকেই কাঁজিবড়া কহে। ঐ কাঁজিবড়া রুচিকর, বায়ুনাশক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

কাণ্ডবল্লী।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহা করেলা ও উচ্ছে গাছ বলিয়া পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে কাণ্ডবেল এবং মহারাষ্ট্রদেশে কাণ্ডবেলি, মণিগুড় বেল্লি বলে। ইহা পত্রের শিরা অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—ত্রিশিরা ও চতুঃশিরা। ইহার সাধারণ গুণ—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক। ইহা কফ, গুল্ম, বিষ, দুষ্টব্রণ, প্লীহা, উদর, অগ্নিমান্দ্য, শূল, এবং

বাতরোগবিনাশক। ত্রিশিরার গুণ— পূর্ব্বোক্ত গুণ ব্যতীত ইহা মধুর-রস, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, স্তন্য-বর্দ্ধক এবং বাত, কৃমি, অর্শঃ ও কফ-রোগনাশক। চতুঃশিরার গুণ— অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, এবং বাত, বাতরক্ত ও অপস্মার রোগে হিতকর।

কাতল মৎস্য।—(Cyprinus catla.) কাতলের বাঙ্গালা নাম কাৎলা মাছ। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক এবং ত্রিদোষের উপকারক।

কাদম্ব।—কাদম্বের অপর সংস্কৃত নাম কলহংস। বাঙ্গালায় ইহাকে বালহাঁস এবং হিন্দীতে কবুবা কহে। কাদম্ব, প্লব অর্থাৎ জলচরজাতীয় পক্ষী। ইহার মাংস—শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের শান্তিকারক।

কাদম্বরী।—বহুবিধ দ্রব্যসমষ্টি দ্বারা প্রস্তুত মদ্যবিশেষকে কাদম্বরী কহে। এই মদ্য মধুর-রস এবং শ্রান্তি ও পিত্ত-বিনাশক।

কান্তপাষাণ।—(Load stone) কান্তপাষাণের অপর নাম চুম্বক পাথর। চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে চুম্বক পাথরই কহে। ইহা শীতল, দোষাদি-নিবারক; এবং বিষদোষ, মেদঃ, পাণ্ডু, ক্ষয়, কণ্ডূ, মোহ ও মূর্চ্ছায় শান্তিকারক। ঔষধাদিতে ব্যবহারের জন্য কান্ত-পাষাণ শোধন করিতে হয়। প্রথমতঃ ইহা চূর্ণ করিয়া দোলাযন্ত্রে, একবার মহিষদুগ্ধে ও একবার গব্য-ঘৃতে পাক করিতে হয়। পাকের পর লবণ, ক্ষার ও শজিনা-মূলের রসে একবার ভিজাইয়া, পরে অম্লবর্গের (আমরুল, জামীর, ছোলঙ্গ নেবু, চুকাপালং, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ) রসে একদিন করিয়া ভাবনা দিলে, চুম্বক শোধিত হইয়া থাকে।

কান্তলৌহ।—সাধারণ লৌহ অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত লৌহবিশেষকে কান্তলৌহ কহে। শাস্ত্রে কান্তলৌহের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে; যথা,—যে লৌহপাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, সেই তৈল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় না, যে লৌহপাত্র উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে হিঙ্ নিক্ষেপ করিলে হিঙ্গুর গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, যে লৌহপাত্রে নিম্বকল্ক লিপ্ত করিলে, নিম্বের তিক্ততা নষ্ট হয়, যাহাতে দুগ্ধ পাক করিলে দুগ্ধ অত্যন্ত উচ্চ (শিখরাকার) হইয়া উথলাইয়া উঠে, অথচ পড়িয়া যায় না, এবং যে লৌহপাত্রে ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, সেই লৌহকে কান্তলৌহ কহে। কান্তলৌহ—বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক,

পুষ্টিজনক, অগ্নিদীপক এবং গুল্ম, উদর, অর্শঃ, শূল, আমদোষ, আমবাত, ভগন্দর, প্লীহা, অম্লপিত্ত, যকৃৎ, শিরোরোগ, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ প্রভৃতি পীড়ায় বিশেষ উপকারক।

কান্তারেক্ষু।—কান্তারেক্ষুকে বাঙ্গালায় কাজলীআক, হিন্দীতে কাতারে এবং তেলেগু ভাষায় গোপ পয়ডবি কহে। এই ইক্ষু কৃষ্ণবর্ণ। অন্যান্য ইক্ষু অপেক্ষা ইহাতে রস (জলীয় ভাগ) কম থাকে, এবং ইহা অপেক্ষাকৃত শক্ত। কাজলী ইক্ষু মধুর-কষায়-রস, লঘু, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মল-পরিষ্কারক, এবং কফ ও বায়ুর বৃদ্ধিকারক।

কামকান্তা।—বাঙ্গালায় ইহাকে মনুছাল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মনঃশিলা। (মনঃশিলা দ্রষ্টব্য।)

কামজা।—কর্ণাটদেশের একপ্রকার গুল্মজাতীয় বৃক্ষ কামজা নামে প্রসিদ্ধ। এই গুল্ম মধুর-রস, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিজনক এবং কামবর্দ্ধক। ইহার বীজেও ঐসমস্ত গুণ বর্ত্তমান আছে।

কাম্পিল্য।—(Mellotus Philippinensis. A perfume called Gundarochani. Syn.—Rottlera tinctoria.) কাম্পিল্যের অপর নাম গুণ্ডারোচনী। বাঙ্গালায় ইহাকে কমলাগুঁড়ি, হিন্দীতে কম্বীলা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কমিলা ও কপীলা কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বিরেচক; এবং কফ, কাস, ব্রণ, কৃমি, পিত্তদোষ, রক্তদোষ, দাহ, নেত্ররোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ, আনাহ, গুল্ম, উদর ও বিষদোষে উপকারক। কমলাগুঁড়ির তৈল কটু-রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, বিরেচক; এবং বায়ু, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগে হিতকর।

কারঞ্জ সুধা।—বাঙ্গালায় ইহাকে করঞ্জের চূর্ণ কহে। ইহা রুচিজনক।

কারণ্ডব।—ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষী; খড়াহাঁস এবং জলপিপি নামে পরিচিত। ইহার মাংস শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের শান্তিকারক।

কারবল্লী।—(Momordica charantia.) কারবল্লীকে বাঙ্গালায় উচ্ছে বা ছোট করলা, হিন্দীতে ছোটী করেলী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লঘু কারলী কহে। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, অরুচিনাশক, শুক্রক্ষয়কারক এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ, কামলা, পাণ্ডু, মেহ ও কৃমিরোগে উপকারক।

কারবারি।—কারবারির অপর নাম করকা-জল। বাঙ্গালায় ইহাকে শিলের জল কহে। এই জল পিত্ত-নাশক এবং কফ ও বায়ুবৰ্দ্ধক।

কারবেল্ল।—(Momordica charantia.Syn.—M. Muricata.) বাঙ্গালায় কারবেল্লকে বড় করলা, হিন্দীতে করেলী, তেলেগু ভাষায় কাকরচেট্টু এবং উৎকল ভাষায় শসরা কহে। ইহা অত্যন্ত তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, লঘু, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুচিকারক; এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, জ্বর, ক্রিমি, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ ও কুষ্ঠ রোগে হিতকর। এই করলার পাতা বিরেচক, ফুল মলরোধক এবং রক্তপিত্তে উপকারক।

কারস্কর।—কারস্করের সংস্কৃত নামান্তর কুপীলু ও বিষতিন্দুক। বাঙ্গালায় ইহাকে কুঁচিলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাজিরা এবং কর্ণাটী ভাষায় কাঞ্জিবার, মকরতৈঁতুআ ও মাকড়াকেন্দ্ কহে। কুঁচিলা—কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, বেদনা-নাশক, মত্ততাকারক; এবং বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ, পিত্ত, আমদোষ, অর্শঃ ও ব্রণরোগে উপ-কারক। কুঁচিলার কাঁচা ফল—কষায়-রস, শীতবীর্য্য, মল-সংগ্রাহক, লঘু ও বায়ুবৰ্দ্ধক।

কুঁচিলা শোধন না করিয়া প্রয়োগ করা উচিত নহে। তিন দিন কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিলে, অথবা একবার গোবরের জলে ও একবার দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিলে, কুঁচিলা শোধিত হয়। অল্প ঘৃতের সহিত পোড়া পোড়া মত করিয়া ভাজিয়া লইলেও কুঁচিলা ব্যবহারের উপযোগী শোধিত হয়।

কারী।—কারী একপ্রকার গুল্ম, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে করী কারে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—করিকা, কার্য্য, গিরিজা ও কটুপত্রিকা। ইহা কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, মল-রোধক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, পিত্তনাশক, রুচি-কারক ও স্বরের শুদ্ধিকারক। ইহার ফল—অম্লকষায়-লবণ-রস এবং ত্রিদোষে উপকারক।

কারীর।—কারীরকে দেশভেদে টাঁট্ কহে। ইহা একপ্রকার ফল। ইহার গুণ কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, মল-রোধক, রুচিকারক, কফ-পিত্ত-বৰ্দ্ধক ও বায়ুনাশক। ইহার ফুল কটু-কষায়-রস, মলভেদক, রুচিজনক ও কফনাশক।

কার্পাস।—কার্পাসকে বাঙ্গালায় কাপাস গাছ কহে। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক ও বায়ুনাশক। কাপাসের পাতা—রক্তকারক, মূত্র-বৰ্দ্ধক এবং কর্ণপিড়কা, কর্ণনাদ ও কর্ণ

হইতে পূয়স্রাব রোগে উপকারক। কার্পাসের বীজ—গুরুপাক, শুক্রজনক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

কার্পাসী।—(Gossypium hirsutum, herbaceum. Syn.—Cotton plant.) কার্পাসীর নামান্তর রক্তকাপাস। ইহাকে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রক্তকাপুসী, কর্ণাটী ভাষায় হত্তি ও তেলেগুভাষায় পত্তি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বদরা, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা, পটদা, বাদরা, সূত্রপুষ্পা, বদরী, কার্পাসিকা, কার্পাসী, কার্পাসসারিণী, চব্যা, তূলা, গুড়, তুণ্ডকেরিকা, মরুদ্ভবা, পিচু ও বাদরী। রক্তকাপাস—কষায়-মধুর-রস, নাতি-শীতোষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকারক ও স্তন্যবর্দ্ধক; এবং কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রম, শ্রান্তি, বমন ও মূর্চ্ছারোগে হিতকর। ইহার ফল—মূত্রবর্দ্ধক, বাত ও রক্তদোষনাশক, এবং কর্ণপিটিকা, কর্ণনাদ ও কর্ণপূযস্রাবের উপশমকারক।

কালশাক।—(A sort of pot herb.) কালশাকের অপর নাম চুঞ্চুশাক ও নাড়িকা। হিন্দীতে ইহাকে নরিচা ও তেলেগু ভাষায় করিবেপ-চেট্টু কহে। ইহা কটু-তিক্ত-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাচক, মলভেদক, রুচিকারক, বায়ুবর্দ্ধক; এবং কফ, শোথ, অর্শঃ ও বিষদোষে হিতকর।

কালস্কন্ধ।—(Diospyros embryopteris.) বাঙ্গালায় ইহা তেঁদগাছ ও গাব্-গাছ নামে পরিচিত। ইহা মধুর-রস, শীতবীর্য্য, বলকারক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তি, দাহ, কফ, পিত্ত এবং শোথনাশক।

কালাঞ্জনী।—কৃষ্ণবর্ণ কাপাসকে কালাঞ্জনী কহে। বাঙ্গালায় ইহা কাল কাপাস নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—অঞ্জনী, রেচনী, শিলাঞ্জনী, নীলাঞ্জনী, কৃষ্ণাভা, কালী ও কৃষ্ণাঞ্জনী। কালাঞ্জনী—কটু-অম্ল-রস ও উষ্ণবীর্য্য এবং আমদোষ, ক্রিমি, অপান বায়ুর উদাবর্ত্ত, উদররোগ, হৃদ্রোগ ও অর্শোরোগে হিতকর।

কালিঙ্গ।—(Cucumis utilissimus Syn.—Water-melon.) কালিঙ্গের অপর সংস্কৃত নাম কালিন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে তরমুজ, হিন্দীতে তরবুজ ও উৎকল ভাষায় তরপুজ কহে। 'কাঁচা তরমুজ রসে ও পাকে মধুর, গুরুপাক, শীতল, মলরোধক ও বিষ্টম্ভকারক। পাকা ফল উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকারক। তরমুজের পাতা তিক্তরস ও রক্তের স্থিতিকারক।

কাশ।—(A species of grass; Saccharum spontaneum.)

কাশের বাঙ্গালা নাম 'কেশে' ঘাস অথবা কশাড়। হিন্দীতে ইহাকে কাস, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটী ভাষায় কাউংসু ও কাজস্থু, তেলেগু ভাষায় রেলু এবং কোঙ্কণ ভাষায় কসাড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ইক্ষুগন্ধা, পোটগল, কাস, কর্ম্মমূল, ইক্ষু-বালিকা, ইষীকা, অশ্বপাল, চামর-পুষ্প, কাশী, কাশা, বায়সেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, অমরপুষ্পক, বনহাসক, ইক্ষ্বারি, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ইক্ষুকাণ্ড, শারদ, সিতপুষ্প, নাদেয়, দর্ভপত্র, লেখন, কাণ্ডকাণ্ডক ও কচ্ছুলকারক। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, পাকে মধুর, শীতল, মলভেদক, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও বলকারক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষতরোগ, পিত্তবিকৃতি, শোথ, কফ ও শ্রান্তিনিবারক।

কাশীশ।—(Green sulphate of iron) কাশীশ একপ্রকার উপধাতু। বাঙ্গালায় ইহাকে হীরাকস্ এবং হিন্দীতে মাঙ্গফুল ও কৌশীশ কহে। কাশীশ দুইপ্রকার;—ধাতু-কাশীশ ও পুষ্প কাশীশ। ধাতু-কাশীশের বর্ণ ভস্মের ন্যায়; ইহা অম্ল-লবণ-রস। আর পুষ্পকাশীশ কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ ও কষায়-রস। উভয় কাশীশই শীতল, স্নিগ্ধ, কান্তিবর্দ্ধক, চক্ষু ও কেশের হিতকর; এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, নেত্রকণ্ডূ, কুষ্ঠ, ক্রিমিরোগ, খাঁজ, বিষদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শ্বিত্র, পিত্তজনক-রোগ ও পিত্তজ অপস্মার রোগের শান্তিকারক। হীরাকস শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। ভৃঙ্গরাজ-রসের সহিত দোলাযন্ত্রে একবার পাক করিয়া লইলেই হীরাকস শোধিত হইয়া থাকে।

কাশ্মর্য্য।—গাম্ভারী ফলের নাম কাশ্মর্য্য। গাম্ভারীর পাকা ফল—রুচিকারক, কেশের উপকারক, রসায়ন এবং মূত্রের বিবন্ধ, পিত্ত, রক্ত ও বায়ুর শান্তিকারক।

কাষ্ঠকদলী।—(Wild plantain. Syn.—Musa Sapientum.) কাষ্ঠকদলীকে বাঙ্গালায় বুনোকলা ও মহারাষ্ট্রদেশে কাষ্ঠকেলে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সুকাষ্ঠা, বনকদলী, কাষ্ঠিকা, শিলারম্ভা, দারু-কদলী, বনমোচা ও অশ্মকদলী। ইহা অতিশয় মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, দুর্জ্জর, অগ্নিমান্দ্যকারক এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, বিস্ফোট ও অস্থিরোগে উপকারক।

কাষ্ঠকুট্টক।—(A sort of wood-pecker. Syn. Picus Bengalensis.) কাষ্ঠকুট্টক একপ্রকার

পক্ষীর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শতচ্ছদ। বাঙ্গালায় উহাকে কাঠ-ঠোক্‌রা পাখী কহে। কাঠ্‌ঠোক্‌রার মাংস—শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, মাংসের ক্ষীণতা-কারক, বায়ুনাশক ও অশ্মরী রোগে উপকারক।

কাষ্ঠধাত্রীফল।—(The fruit of the plant Emblica officinalis.) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একজাতীয় আমলকীর নাম কাষ্ঠ-ধাত্রীফল। এই আমলকী ফল কষায়-কটু-রস, শীতল ও পিত্তনাশক।

কাষ্ঠাগুরু।—পীতবর্ণ অগুরুকে কাষ্ঠাগুরু কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং বাহ্যপ্রয়োগে রুক্ষ ও কফনাশক।

কাসন্দী।—কাসন্দী একপ্রকার আচার বা চাট্‌নির নাম। বাঙ্গালায়ও ইহাকে কাসন্দী কহে। ইহা রুচিকারক, অগ্নিজনক, বায়ু ও মলের অনুলোমকারক এবং বাতশ্লেষ্মনাশক। তৈল, লবণ ও সর্ষপ-চূর্ণের সহিত কাঁচা আমের খণ্ড মিশ্রিত করিয়া কিছু দিন রৌদ্রতাপে রাখিয়া কাসন্দী প্রস্তুত করিতে হয়।

কাসমর্দ্দ।—(Cassia or senna esculenta, Cassia sophora.) কাসমর্দ্দকে বাঙ্গালায় কাল-কাসন্দা, হিন্দীতে কসোদী ও কাসিন্দা, মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী ভাষায় কাসবিন্দা এবং তেলেগু ভাষায় কসিবিন্দ চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কর্কশ, কালস্কত, বিমর্দ্দ, অরিমর্দ্দ, কাসারি, কাসমর্দ্দক, কাল, কনক, জরণ, দীপন ও কাসমর্দ্দ। কালকাসন্দী—তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাচক, কফ-বায়ুনাশক, বিশেষতঃ পিত্ত-নাশক, কণ্ঠশোধক এবং অজীর্ণ ও কাস রোগের শান্তিকারক। কাল-কাসন্দার পাতা—তিক্তরস, পাকে কটু, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং শ্বাস, কাস ও অরুচিনাশক। কালকাসন্দার ফুল—শ্বাস, কাস ও ঊর্দ্ধবায়ুর নিবারক।

কাসালু।—(An esculent root, a sort of yam.) কাসালুকে চলিত কথায় খাম্ আলু কহে। কোঙ্কন দেশে ইহা খম্বরে এবং মহারাষ্ট্র ভাষায় কাসালু নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাসকন্দ, কন্দালু, বিশালপত্র ও পত্রালু। কাসালু—মধুররস, অগ্নিবর্দ্ধক, স্রোতঃসমূহের উপকারক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, অরুচি, কণ্ডু ও বিষদোষে হিতকর।

কিঙ্কিরাট।—ইহা বাঙ্গালাদেশে বাব্‌লা গাছ নামে পরিচিত। ইহা

শীতবীর্য্য, ভেদক, গ্রাহক এবং কফ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

কিঙ্কিরাত।—(Barleria prionites Linn.—A species of Amaranth.) কিঙ্কিরাতের বাঙ্গালা নাম পীতঝাঁটী, কাঁটাঝাঁটী। গৌড়দেশে ইহাকে বাণপুষ্প, হিন্দীতে কট্‌-সরৈয়া, মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায় পীবলাগোরটা, কর্ণাটী ভাষায় হোবণদগোরটে এবং তৈলঙ্গ দেশে কোঁড়েগোণ্ড কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হেমগৌর, পীতক, পীতভদ্রক, পীতাম্লান, বিপ্রলোভী ও ষট্‌পদানন্দবর্দ্ধন। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফ, বায়ু, শোথ, কণ্ডু, ত্বগ্‌দোষ, রক্তদোষ, বমি ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

কিঞ্জল্ক।—কিঞ্জল্কের চলিত নাম পদ্মকেশর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মকরন্দ, কেশর, পদ্মকেশর, কিঞ্জ, পীতপরাগ, তুঙ্গ ও চাম্পেয়ক। ইহা মধুর-কটু-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, মল-রোধক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক, মুখ-ব্রণনাশক এবং কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তার্শঃ, শোথ ও বিষদোষের শান্তি-কারক।

কিরাততিক্ত।—(The plant Agathotes chirayta.) কিরাত-তিক্তের বাঙ্গালা নাম চিরাতা। হিন্দীতে ইহাকে চিরাইতা ও তেলেগুভাষায় নেলবেমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ভূনিম্ব, অনার্য্যতিক্ত, কিরা-তক, চিরতিক্ত, কিরাততিক্ত, তিক্তক, সুতিক্তক, চিরাটীকা, রামসেনক, কিরাত, কৈরাত, হৈম ও কাণ্ডতিক্ত। চিরাতা—তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, ব্রণরোপক, স্রোতঃসংশোধক এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, সন্নিপাত, শ্বাস, কাস, রক্ত, দাহ, শোথ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগের শান্তিকারক।

কিলাট।—(Inspissated milk) কিলাটের বাঙ্গালা নাম ছানা। দেশভেদে ইহাকে গিজরি কহে। সংস্কৃত ভাষায় জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের ছানাকে কিলাট এবং কাঁচাদুগ্ধের ছানাকে ক্ষীর-শাক কহে। কিলাট—মধুর-রস, গুরু-পাক, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও নিদ্রা-কারক। ক্ষীরশাকও কিলাটের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

কুক্কুট।—কুক্কুটের অপর সংস্কৃত নাম তাম্রচূড় ও অগ্নিচূড়। বাঙ্গালায় ইহাকে কুক্‌ড়ো বা মুর্গী, হিন্দীতে মুর্গা, দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে কোম্‌ড়া এবং তেলেগু-ভাষায় কোড়ি ও কুক্ক কহে। বন্য ও গ্রাম্যভেদে কুক্কুট দুইপ্রকার। তন্মধ্যে গ্রাম্য-কুক্কুটের মাংস কষায়-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক,

বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্র ও কফ-বর্দ্ধক। বন্যকুক্কুটের মাংস—কষায়-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘু ও তৃপ্তি-কারক, এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষয়রোগ, বমি ও বিষমজ্বরে হিতকর।

কুক্কুটপাদী।— কুক্কুটপাদীর নামান্তর দেবসর্ষপ। ইহা একপ্রকার সর্ষপজাতীয় শস্য। এই সর্ষপ উগ্রগন্ধ, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও রুচিকারক; এবং কফ, বায়ু, সন্নিপাত, ক্রিমি-দোষ ও মুখরোগের শান্তিকারক।

কুক্কুরদ্রু।—(Plumea Lacera.) কুক্কুরদ্রুগাছকে বাঙ্গালায় কুকুরশোঁকা বা কুকশিমা কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস এবং জ্বর, কফ ও রক্ত-দোষের উপকারক। ইহার কাঁচা মূল মুখে ধারণ করিলে, মুখশোষের বিশেষ উপকার হয়।

কুঙ্কুম।—(Saffron. Syn.—Crocus sativus.) কুঙ্কুম একপ্রকার ফুলের কেশর। বাঙ্গালায় ইহাকে কুঙ্কুম ও কেশর, হিন্দী ও পারসীতে জাফরাণ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কুঙ্কুম-কেশর এবং তেলেগু-ভাষায় কুঙ্কুমে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কুসুমাত্মক, শোণিতা-হ্বয়, পীতক, ঘস্র, রক্তসংজ্ঞ, সঙ্কোচ-পিশুন, হরিচন্দন, খল, রজ, দীপক, লোহিত, সৌরভ, চন্দন, কাশ্মীরজন্ম, অগ্নিশিখ, বর, বাহ্লীক, পীতন, রক্ত, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, চারু, রুচির, শঠ, ঘুসৃণ, বরেণ্য, অরুণ, জাগুড়, কান্ত, গৌর ও কেশর। কুঙ্কুম তিন প্রকার—কাশ্মীরদেশজাত, বাহ্লীক-দেশজাত এবং পারস্যদেশজাত। তন্মধ্যে কাশ্মীরদেশজাত কুঙ্কুমই শ্রেষ্ঠ। ইহা সূক্ষ্মকেশর, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি। বাহ্লীকদেশজাত কুঙ্কুম মধ্যম; ইহা পাণ্ডুবর্ণ ও কেতকীগন্ধ। পারস্যদেশ-জাত কুঙ্কুম নিকৃষ্ট; ইহা স্থূলকেশর, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও মধুরগন্ধ। কুঙ্কুম—সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বিরেচক, বর্ণকারক, কান্তিজনক, বল-বর্দ্ধক ও রুচিকারক; এবং শিরোরোগ, বিষদোষ, কৃমি, বমি, ব্যঙ্গ, কাস, কফ, বায়ু, কণ্ডূ, কণ্ঠরোগ ও ত্রিদোষের উপশমকারক।

কুঙ্কুমশালি।—কুঙ্কুমশালি এক-প্রকার শালিধান্য। দেশভেদে ইহা কুঙ্কুমশালি নামেই প্রসিদ্ধ। এই ধান্য মধুর-রস, শীতল এবং রক্তপিত্তে ও অতিসারে হিতকর।

কুঙ্কুমাগুরু।— পীত-রক্তবর্ণ চন্দন-বিশেষের নাম কুঙ্কুমাগুরু। ইহা নিতান্ত দুর্লভ। ইহা তিক্ত-রস, শীতল এবং পিত্ত, শ্রান্তি, শোষ ও সন্তাপের নিবারক।

কুটজ।—(Wrightia anti-dysenterica Holarrhena anti dysenterica. Echites anti-dysenterica.) কুটজ একপ্রকার বৃক্ষের নাম; বাঙ্গালায় ইহাকে কুড়্চি, হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কবৈয়া ও কুড়া, কর্ণাটী ভাষায় কোড়সিগেয়মরন্থ, তেলেগুভাষায় অক্কুড়ুচেট্টু, অগিশ-চেট্টু ও তুম্মিকচেট্টু, এবং উৎকল-ভাষায় কুড়িয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শক্র, বৎসক, গিরিমল্লিকা, পাণ্ডর, কটুক, কুটক, শক্রাশন, কৌটজ, তিক্তক, রক্তনাশক, বৃক্ষক, শক্রাহ্বয়, শক্রপর্য্যায়, কুটজ, কাহী, কালিঙ্গ, মল্লিকাপুষ্প, প্রাবৃষ্য, শক্র-পাদপ, বরতিক্ত, যবফল, সংগ্রাহী, পাণ্ডুরদ্রুম, প্রাবৃষেণ্য, মহাগন্ধ ও ইন্দ্রদ্রু। শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে কুটজ দুইপ্রকার। কৃষ্ণকুটজ পিত্ত, ত্বগ্‌দোষ ও অর্শোরোগে উপকারক। শ্বেতকুটজ কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, রুক্ষ ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং অতি-সার, রক্তাতিসার, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, আমদোষ ও কুষ্ঠরোগের শান্তি-কারক। কুটজের ফল—কষায়-তিক্তরস, শীতল, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুজনক; এবং পিত্তাতিসার, কফ, পিত্ত, রক্ত-দোষ, কৃমি ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

কুটিঞ্জর।—কুটিঞ্জরের অপর নাম বনবাস্তুক। ইহা একপ্রকার পত্র-শাকের নাম। এই শাক মধুর-রস, পাকে মধুর, ক্ষারগুণযুক্ত, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, মলস্তম্ভকারক, এবং দোষজনক।

কুটুম্বিনী।—কুটুম্বিনী এক-প্রকার গুল্মজাতীয় বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পয়স্যা, ক্ষীরিণী, জল-কামুকা, বক্রশল্যা, দুরাধর্ষা, ক্রূরকর্ম্মা, সিরিণ্টিকা, শীতা, প্রহরকুটুবী, শীতলা ও জলেরুহা। ইহা মধুর-রস, মল-রোধক, রসায়ন, এবং কফ, পিত্ত, ব্রণ, কণ্ডু ও রক্তদোষে উপকারক।

কুট্টক।—ইহা একপ্রকার জল-চর পক্ষী; সাধারণতঃ ইহা পানকৌড়ী নামে পরিচিত। ইহার মাংস—শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং রক্তপিত্তে হিতকর।

কুট্টকু।—(Wood-pecker.) বাঙ্গালায় ইহাকে কাঠঠোক্‌রা কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কাষ্ঠকুট্টক। হিন্দী ভাষায় ইহাকে খুটবঢ়ৈয়া কহে। ইহার মাংস শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক এবং বায়ুনাশক।

কুঠেরক।—(A kind of Basilicum.) সাধারণতঃ ইহা বাবুই-তুলসী নামে খ্যাত। (তুলসী দ্রষ্টব্য।)

কুড়িশ মৎস্য।—(Cyprinus curchius) কুড়িশমৎস্যকে বাঙ্গালায় কুড়চি বাটা ও বাটামাছ কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, লঘু, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, কোষ্ঠবদ্ধকারক এবং বায়ুবিকারে পথ্য।

কুড়ুহুঞ্চি।—একপ্রকার ক্ষুদ্র করেলার নাম কুড়ুহুঞ্চি বা কড়ুহুঞ্চি। বাঙ্গালায় ইহা ছোট উচ্ছে নামেই পরিচিত। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতরক্ত-জনক। ইহার মূল মলপরিষ্কারক এবং অর্শঃ ও যোনিদোষের শান্তিকারক।

কুণঞ্জ।—(A kind of Chenopodium) কুণঞ্জ একপ্রকার বন্যবাস্তুকের নাম। ইহার অপর নাম কুণঞ্জর ও কুণঞ্জা। বাঙ্গালায় ইহাকে বন বেতুয়া এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কুণঞ্জিরু ও গোরজে কহে। ইহা মধুর-রস, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ও পরিপাচক। ইহার শাক ঈষৎ কষায়-যুক্ত মধুর-রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মলরোধক ও ত্রিদোষ-নাশক।

কুণ্ডজল।—কুণ্ডের সাধারণ নাম চৌবাচ্ছা। চৌবাচ্ছার জল মধুর-রস, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফ-জনক।

কুণ্ডগোলক।—ইহার বাঙ্গালা নাম কাঁজি। (কাঁজি দ্রষ্টব্য।)

কুণ্ডলিনী।—চলিত কথায় কুণ্ডলিনীকে জিলেবী কহে। গমের সুজি দুগ্ধের সহিত একদিন ভিজাইয়া রাখিবে। অল্প অম্লরস হইলে সেই সুজি কোন সচ্ছিদ্র পাত্র দ্বারা গরম ঘৃতে কুণ্ডলাকারে ফেলিবে, এবং ভাজা ভাজা হইলে তুলিয়া, চিনির রসে ডুবাইয়া লইবে; তাহা হইলে জিলেবী প্রস্তুত হইবে। জিলেবী মধুর-রস, তৃপ্তিকর ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং পুষ্টিকর ও বলের উপচয়কারক।

কুধান্য।—কুধান্যের অপর নাম ক্ষুদ্রধান্য বা তৃণধান্য। কোরদূষ, শ্যামা, নীবার, শান্তনু, তুবর, উদ্দালক, প্রিয়ঙ্গু, মধুলিকা, নন্দীমুখ, কুরুবিন্দু, গবেধুক, বরুক, উদপর্ণী, মুকুন্দ ও বেণুযব প্রভৃতি ধান্যগুলি তৃণজাতীয়। সকল তৃণধান্যই মধুর-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, কটুপাক, শ্লেষ্মনাশক, স্রাব-রোধব এবং বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ-কারক।

কুন্দ।—(Jasminum Multiflorum.) কুন্দ একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কুন্দ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কুন্দে, কর্ণাটীভাষায় সুরগি ও তেলেগুভাষায় মোল্ল কহে। ইহার সংস্কৃত

পর্য্যায়—মাঘ্য, শুক্লপুষ্প, দলকোষ, বরট, বোরট, মকরন্দ, মহামোদ, মনোহর, মুক্তাপুষ্প, তারপুষ্প, অট্টপুষ্পক, দমন, বনহাস ও মনোজ্ঞ। কুন্দফুলের গাছ—মধুর-কষায়-রস, শীতল, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাচক ও কফ-পিত্তনাশক। কুন্দফুল—শীতল, লঘু ও শ্লেষ্মজনক; এবং শিরোবেদনা ও পিত্তের শান্তিকারক।

কুন্দর।—কুন্দর একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কুন্দরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কণ্ডুর, দীর্ঘপত্র, খরচ্ছদ, রসাল, ক্ষেত্রসম্ভূত, সুতৃণ ও মৃগবল্লভ। ইহার মূল—শীতল, পিত্তাতিসারনাশক, মলাদির শোধক এবং বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

কুন্দুরু।—(The resin of the plant Boswellia thurifera.) কুন্দুরুর সাধারণ নাম কুন্দুরখোটা। হিন্দীতে ইহাকে বেরোজা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পালঙ্ক্যা, পালঙ্কী, মুকুন্দ, কুন্দ, মুকুন্দু, কুন্দু, কুন্দুর, তীক্ষ্ণগন্ধ, বলী, সৌরাষ্ট্র, শিখরী, কুন্দর, কুন্দক, তীক্ষ্ণ, গোপুরক, বহুগন্ধ, পাণিন্দ ও ভীষণ। ইহা শল্লকীবৃক্ষের নির্য্যাস এবং গন্ধ-দ্রব্যমধ্যে পরিগণিত। কুন্দুরু—মধুর-কটু-তিক্ত-রস, পানে ও বাহ্যপ্রয়োগে শীতল এবং কফ, পিত্ত, দাহ, প্রদর, ব্রধ্ন, জ্বর, মেহ, গ্রহদোষ, মুখরোগ, চর্ম্মরোগ, কফ ও বায়ুর শান্তিকারক।

কুপনশ।—ইহা বাঙ্গালায় কাঁঠাল গাছ নামে পরিচিত (পনস দ্রষ্টব্য।)

কুপিলু।—বাঙ্গালায় ইহা মাকড়াগাব, মধুরগাব এবং কুচিলা নামে পরিচিত। (কারস্কর দ্রষ্টব্য।)

কুবেরাক্ষী।—বাঙ্গালায় ইহা শ্বেতপারুল নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর, কাষ্ঠপাটল ও সিত পাটল। (শ্বেতপাটল দ্রষ্টব্য।)

কুব্জক।—(An aquatic plant. Syn. Trapa bispinosa.) কুব্জক কোকনদেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতগোলাপ, হিন্দীতে কুব্জা ও মহারাষ্ট্র দেশে কাঁটেশেবতী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বারিকণ্টক, ভদ্রতরুণী, বৃত্তপুষ্প, অতিকেশর, মহাসহ, কণ্টকাঢ্য ও খর্ব্ব। কুব্জক—মধুর-কষায়-রস, শীতল, সুরভি, বিরেচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও শীতনাশক এবং রক্তপিত্ত, দাহ ও বাতপিত্তে উপকারক।

কুব্জকণ্টক।—(White mimosa.) বাঙ্গালায় ইহা পাপড়ি-খয়ের নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শ্বেত খদির। (পাপড়ি খয়ের দ্রষ্টব্য।)

কুমারিকা।—(Aloe Indica) কুমারিকাকে বাঙ্গালায় ঘৃতকুমারী ও ঘি-কাঞ্চন কহে। ঘৃতকুমারীর হিন্দী নাম ঘিউকুমারী, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশীয় নাম কুবারি নোয়িসর ও ঘি-কুবার; তেলেগু ভাষায় নাম পিন্ন-গোরিণ্ট-কলবন্দ এবং বিরজাজি-তোগে। ঘৃতকুমারী—তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, মলভেদক, পুষ্টিকারক, রসায়ন ও চক্ষুর হিতকর; এবং গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, কফ, জ্বর, গ্রন্থি, বিস্ফোট, অগ্নিদগ্ধক্ষত, রক্তপিত্ত, চর্ম্মরোগ, বিষদোষ ও বায়ুবিকারে হিতকর।

কুমুদ।—(Nymphœa Esculenta. Syn.—Nymphœa Lotus.) কুমুদের বাঙ্গালা নাম হেলা-ফুল ও নালিফুল ও শ্বেতশুন্দি। হিন্দীতে ইহাকে কোই, মহারাষ্ট্র ভাষায় পাঁঢ়রে উৎপল এবং কর্ণাটী ভাষায় বিলিয়নে-ইদিলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৈরব, কন্দোত, কচ্ছ, কুব, গন্ধসোম, চন্দ্রকান্ত, গর্দ্দভ, কহ্লার, শীতলক, ইন্দুকমল ও চন্দ্রিকাম্বুজ। কুমুদ-ফুল—মধুর-রস, পাকে তিক্ত, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, কফনাশক ও রক্তদোষ-নিবারক; এবং দাহ, শ্রম ও পিত্তরোগে উপকারক। কুমুদফুলের ঝাড়ের গুণ পদ্মফুলের ঝাড়ের ন্যায়। বীজকে বাঙ্গালায় তেলোবিচি এবং হিন্দীতে তেটবেরা কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ ও গুরুপাক।

কুম্ভতুম্বী।—(Lagenaria vulgaris) বড় তুম্বী লাউকে সংস্কৃত ভাষায় কুম্ভতুম্বী কহে। চলিত কথায় ইহা গোললাউ নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কুম্ভালাবু, গোরক্ষ তুম্বী, নাগালাবু ও ঘটালাবু। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, গর্ভপোষক এবং শীতপিত্ত, শ্বাস, কফ, রক্তজ্বর ও কাস রোগে উপকারক।

কুম্ভসর্পিঃ।—একশত এগার বৎসরের পুরাতন ঘৃত। (ঘৃত দ্রষ্টব্য।)

কুম্ভশালি।—কুম্ভশালি এক-প্রকার স্বনামখ্যাত শালিধান্য। ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ এবং বাতপিত্তে হিতকর।

কুম্ভী।—কোঙ্কনদেশ-প্রসিদ্ধ এক-প্রকার পুষ্পবৃক্ষকে কুম্ভী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—রোমালু-বিটপী, রোমশ ও পর্পটদ্রুম। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য ও মলরোধক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, জ্বর, দাহ, রক্তাতিসার, যোনিদোষ ও বিষদোষে উপকারক।

কুম্ভীর।—(Crocodile) কুম্ভীর একপ্রকার জলজন্তু। চলিত কথায় ইহাকে কুমীর কহে। কুমীরের মাংস—মধুরপাক, স্নিগ্ধ, শীতল, বায়ু-নাশক, পিত্তবিকৃতিতে উপকারক, মল-বর্দ্ধক ও শ্লেষ্মকারক।

কুরঙ্গ-মাংস।— The Indian Antelope.) কুরঙ্গ নামক মৃগ-বিশেষের মাংস—মধুররস, মাংসবর্দ্ধক, কফ-পিত্তে হিতকর এবং রক্তপিত্তরোগে বিশেষ উপকারক।

কুরণ্ডিকা।—কুরণ্ডিকা নামক বৃক্ষ—কটু-তিক্ত-রস, পাকে মধুর, শীত-বীর্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক, ক্ষার, বিরেচক, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বাত-পিত্তকারক, কফনাশক, এবং রক্তদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারক।

কুরর।—(An osprey) কুরর একপ্রকার জলচর পক্ষী; ইহার অপর নাম উৎক্রোশ। বাঙ্গালায় ইহাকে কুরল বা ককুটিয়া পাখী কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, পাকে মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তনাশক।

কুরব।—একপ্রকার বৃক্ষ; বাঙ্গা-লায় ইহা রক্তঝাঁটী নামে পরিচিত। কোন কোন স্থানে ইহা কুরুইশাক নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। (কুরুন্টক শব্দে গুণাদি দ্রষ্টব্য।)

কুরী।—যমুনাতীরে কুরীনামক একপ্রকার তৃণ-ধান্য জন্মে। ইহা বল-কারক, পুষ্টিজনক এবং রতিশক্তি-বর্দ্ধক।

কুরুবিন্দ।—(Dolichos biflorus.) বাঙ্গালায় ইহা নাগরমুতা নামে পরিচিত। (নাগরমুতা দ্রষ্টব্য।)

কুলঞ্জন।—(An aromatic plant. Syn.—Alpinia Galanga.) কুলঞ্জনের সাধারণ নাম মহাভরী বচ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কুণজ, গন্ধমূল ও কুলঞ্জ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকারক এবং মুখদোষ, স্বরবিকৃতি, কণ্ঠরোগ, কাস ও কফের উপশমকারক।

কুলত্থ।—(A sort of pulse Dolichos biflorus. Syn.—Dolichos uniflorus.) কুলত্থের বাঙ্গালা নাম কুর্ত্তিকলায়। হিন্দীতে ইহাকে কুলথী এবং তেলেগু-ভাষায় উলবলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাল-বৃন্ত, তাম্রবৃন্ত, তাম্রবীজ ও সিতেতর। শ্বেত-কৃষ্ণ-রক্তবর্ণভেদে কুলত্থ কলায় তিনপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সকলপ্রকার কুলত্থকলায়ই কষায়-রস, পাকে অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রক্ত-পিত্তকারক এবং বায়ু, কফ, পীনস, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, মলবদ্ধতা,

গুল্ম, হিক্কা, অশ্মরী, অর্শঃ, মেদঃ, শুক্র ও বলের হানিকারক।

কুলত্থ-যূষ।—কাঁচা কুলত্থ কলায়ের যূষকে কুলত্থ-যূষ কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুর অনুলোমকারক এবং গুল্ম, তূণী, প্রতিতূণী, মেহ, মেদোদোষ, অর্শঃ, অশ্মরী ও বাত-কফের শান্তিকারক।

কুলত্থ-সূপ।—ভাজা কুলত্থ-কলায়ের যূষকে কুলত্থ-সূপ কহে। ইহা কষায়-রস, পাকে কটু, পিত্তকারক, কফের অবিরোধী এবং শ্বাস, কাস ও শুক্রাশ্মরীর উপশমকারক।

কুলত্থা।—বন্য কুলত্থ কলায়ের নাম কুলত্থা। বাঙ্গালায় ইহাকে বন-কুলত্থ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণকুলিত্থা, এবং কর্ণাটী ভাষায় কাড়হুলীগ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—দৃক্‌প্রসাদা, অরণ্যকুলত্থিকা, কুলালী, কুম্ভকারিকা, কুল্মাষ ও কুরুবিল্বক। ইহা কটু-তিক্ত-রস, চক্ষুর হিতকর, বিষদোষ, বিস্ফোট, কণ্ডু ও ক্ষতনিবারক; এবং অর্শঃ, শূল, মলবদ্ধতা ও আধ্মান রোগে উপকারক।

কুলত্থাঞ্জন।—(A blue stone used as a Collyrium.) বাঙ্গালায় ইহাকে কৃত্রিম অঞ্জন এবং হিন্দীতে ইহাকে কাল-সুর্‌মা কহে। ইহা কষায়-কটুরস, শীতল, এবং বিষদোষ, বিস্ফোট, কণ্ডু, ব্রণ ও চক্ষুরোগে হিতকর।

কুলত্থান্ন।—কুলত্থ কলায়-সিদ্ধ অন্ন অর্থাৎ খিচুড়ীবিশেষকে কুলত্থান্ন কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি ও শ্বাসরোগে হিতকর।

কুলাহুক।—বাঙ্গালায় ইহা লাল কুলেখাড়া নামে পরিচিত। ইহা আম-বাত এবং রক্তরোগের উপশমকারক।

কুলিঙ্গ-পক্ষী।—(Fork-tailed shrike.) ইহার বাঙ্গালা নাম ফিঙ্গা পাখী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কলিঙ্গ, ধূম্যাট, ফিঙ্গক ও ভৃঙ্গ। হিন্দীতে ইহাকে গরগৈয়া কহে। ফিঙ্গা পাখীর মাংস—মধুর-রস, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক।

কুলীরক।—কুলীরকের বাঙ্গালা নাম কাঁকড়া। কাঁকড়ার মাংস—স্বাদু, শীতল, ধাতুবর্দ্ধক বিশেষতঃ শুক্রবর্দ্ধক। স্ত্রীলোকদিগের রক্তস্রাব রোধক, মল-মূত্রকারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, অতিশয় বলকারক এবং পাণ্ডুরোগ, ক্ষয়, শোথ ও গ্রহণীরোগে হিতকর।

কুলীনক।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর বনমুদ্গ; বাঙ্গালায় ইহাকে মুগানী কহে। (মুগানী দ্রষ্টব্য।)

কুল্মাষ।—অর্দ্ধসিদ্ধ যব, গোধূম, ছোলা প্রভৃতি পদার্থকে কুল্মাষ কহে। এদেশের ঘুঙুনিদানা অনেকটা কুল্মাষ জাতীয়। কুল্মাষ—গুরুপাক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক এবং মলভেদক।

কুবল।—(Zizyphus Jujuba) বাঙ্গালায় ইহাকে কুলগাছ বলে।—(বদর দ্রষ্টব্য।)

কুশ।—(Poa cynosuroides.) কুশ একপ্রকার প্রসিদ্ধ তৃণ। বাঙ্গালায় ইহাকে কুশ ও হিন্দীতে দর্ভ কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—দর্ভ, কুথ, পবিত্র, যাজ্ঞিক, হ্রস্বগর্ভ, বর্হি ও কুতুপ। ছোট বড় ভেদে কুশ দুই-প্রকার। যে কুশের পাতা লম্বা, তাহাকে অর্থাৎ বড় কুশকে সিতদর্ভ কহে। উভয় কুশেরই প্রায় সমান গুণ; তন্মধ্যে ছোট কুশ অপেক্ষা বড় কুশের গুণ কিছু অধিক। উভয় কুশই মধুর-কষায়-রস, শীতল, ত্রিদোষ-নাশক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বস্তি-বেদনা ও রক্তপ্রদরের শান্তিকারক। কুশের মূল—মধুর-রস, শীতল, রুচি-কারক, পিত্তনাশক, মূত্রপরিষ্কারক এবং রক্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলা রোগে উপকারক।

কুশাল্মলি।—(Andersonia Rohitoka.) ইহার সংস্কৃত নামান্তর রোহীতক বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে রোঢ়া বৃক্ষ বলে। (রোহীতক দ্রষ্টব্য।)

কুশিম্বী।—কুশিম্বী একপ্রকার শিম। ইহা মধুর-রস, মধুর-বিপাক, বলকারক ও পিত্তনাশক।

কুষ্ঠ।—(Sausurea auriculata. Syn. Aplotaxis auriculata.) কুষ্ঠের বাঙ্গালা নাম কুড়। হিন্দীতে ইহাকে কুড় ও তেলেগুভাষায় চেঙ্গলি কোষ্ঠু ও চঙ্গল কোষ্ঠু কহে। কুড়ের সংস্কৃত পর্য্যায়—কদাখ্য, দুষ্ট ব্যাধি, পারিভাব্য, ব্যাপ্য, বাপ্য, উৎপল, আপ্য, অরণ, গদাখ্য, কৌবের, ভাস্বর, কাকল, নীরুজ, কুঠিক, পারিভদ্রক, বাণীরজ, পাবন, কুৎসিত, পাকল ও পদ্মক। ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। কুড়—মধুর-কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক ও কান্তিজনক; এবং বায়ু, কফ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কাস, বিসর্প, কণ্ডূ, বিচর্চ্চিকা (খাজ্), দদ্রু ও বিষ-দোষের হিতকর।

কুষ্ঠবৈরী।—কুষ্ঠবৈরীর সংস্কৃত নামান্তর শৈলরোহী, বৈবস্বতক্রম ও মহাগদবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে চাউল-মুগ্‌রা কহে। চাউল-মুগ্‌রা—বলকারক ও রসায়ন এবং পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডূ, শিধ্ম, দদ্রু, বিপাদিকা, আমবাত ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক।

কুষ্মাণ্ড।—(A kind of pumpkin gourd. Syn.—Benincasa cerifera.) কুষ্মাণ্ডকে চলিত কথায় কুম্‌ড়া, হিন্দীতে কুংহড়া, তৈলঙ্গ ভাষায় গুম্মড়ি, উৎকল ভাষায় কখাঁড়ু ও পানীকখাড়ু কহে। কুষ্মাণ্ডের সংস্কৃত পর্য্যায়—ঘৃণাবাস, তিমিষ, গ্রাম্যকর্কটী, পুষ্পফল, কর্কারু, শিখিবর্দ্ধক, কুম্ভাণ্ড, কুম্ভাণ্ডী, কুষ্মাণ্ডী, বৃহৎফল, সুফলা, কুক্ষফলা, নাগপুষ্পফলা ও শুনী। কুষ্মাণ্ড—মধুর-রস, শীতল, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরুপাক ও শ্লেষ্মজনক; এবং পিত্ত, রক্ত ও বায়ুর উপকারক। কচি কুম্‌ড়া—শীতল ও পিত্তনাশক। মধ্যম অর্থাৎ পরিপুষ্ট অথচ অপক্ক কুম্‌ড়া গুরুপাক ও কফবর্দ্ধক, বৃদ্ধ অর্থাৎ পাকা কুম্‌ড়া, মধুর-রস, ঈষৎ ক্ষারগুণযুক্ত, নাতিশীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, বস্তিশোধক ও চিত্তবিকারে উপকারক। কুম্‌ড়ার লতা ও শাক ক্ষারগুণযুক্ত, মধুর-রস, রুক্ষ, গুরুপাক, রুচিকারক এবং বায়ু, কফ, অশ্মরী ও শর্করারোগে হিতকর। লতামধ্যস্থ মজ্জা মধুর-রস, মলমূত্রনির্হারক, রুচিকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃষ্ণানিবারক, বলকারক ও পিত্তনাশক; এবং মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ ও অশ্মরী রোগে হিতকর। কুম্‌ড়ার বীজের তৈল শীতল, গুরু, বাতপিত্তনাশক ও কফবর্দ্ধক।

কুষ্মাণ্ডবটক।—কুষ্মাণ্ডবটককে বাঙ্গালায় কুমড়ার বড়ি কহে। মাষকলাই বাঁটিয়া, তাহার সহিত নির্জ্জল কুমড়া এবং অন্যান্য মশলা মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া এই বড়ি প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা রুচিকারক, নাতিগুরুপাক, বায়ুনাশক ও রক্তপিত্তের উপশমকারক।

কুষ্মাণ্ডশালি।—কুষ্মাণ্ডশালি একপ্রকার পীতবর্ণ শালিধান্য। ইহার অন্ন—সুগন্ধি, মোটা, দুর্জ্জর, মধুর-রস ও কোমল।

কুষ্মাণ্ডসুরা।—কুষ্মাণ্ড দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে কুষ্মাণ্ডসুরা কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম কুম্‌ড়ার মদ। এই সুরা গুরুপাক, ধাতুবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিমান্দ্যকারক ও দৃষ্টি-শক্তিবর্দ্ধক।

কুসুম্ভ।—(Saffron flower. Carthamus tinctorius.) কুসুম্ভকে বাঙ্গালায় কুসুমফুল, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কড়ুঈচে ঝাড়, তেলেগু ভাষায় লত্তুক, কুক্ক ও বঙ্গারমু কহে। কুসুম্ভের সংস্কৃত পর্য্যায়—গ্রাম্যকুস্কুম, কমলোত্তম, বহ্নিশিখ, মহারজন, কুক্কুটশিখ, পাবক, পীত, পদ্মোত্তর, রক্ত লোহিত, বস্ত্ররঞ্জন ও অগ্নিশিখ। কুসুম-

ফুলের গাছ কটুরস, রুক্ষ, বিদাহী ও বাতবর্দ্ধক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ ও রক্তপিত্তের নিবারক। কুসুমফল—মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, বিরেচক, পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক ও কেশরঞ্জক। কুসুমফুলের পাতা – মধুর-কটু-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক, বিরেচক, অগ্নি-বর্দ্ধক, নেত্ররোগে উপকারক এবং মল-মূত্র-মেদোনাশক। কুসুমফুলের বীজ—মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, শীতল, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক, এবং বায়ু, কফ ও রক্তপিত্তরোগে হিতকর। হিন্দীতে কুসুম-ফুলের বীজকে বরৈ কহে। কুসুম-বীজের তৈল অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, গুরুপাক, ত্রিদোষকারক, ক্রিমিনাশক; চক্ষুর অহিতকর এবং বল ও পুষ্টির হানিকারক।

কুস্তুম্বুরু।—(A pungent seed used in condiment. The plant coriander.) কাঁচা ধ'নের সংস্কৃত নাম কুস্তুম্বুরু। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে কোথিম্বীর কহে। ইহা স্বাদু, দুর্গন্ধ ও হৃদ্য;—শুষ্ক হইলে কটু-তিক্ত-রস, পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, দোষ-নাশক, স্রোতঃশোধক এবং পিপাসা ও দাহের উপকারক।

কূটশাল্মলী।—(A species of Simul. Silk cotton tree.) কূটশাল্মলীর অপর নাম কৃষ্ণশাল্মলী। বাঙ্গালায় ইহাকে কাশিমাল্লা কহে। কূটশাল্মলীর সংস্কৃত পর্য্যায়—কুৎসিত-শাল্মলী ও রোচন। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও বিরেচক; এবং বায়ু, কফ, যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, বিষদোষ ও গ্রহাবেশ, মলস্তম্ভ, শূল, মেদোরোগ ও রক্তদোষে হিতকর।

কূপজল।—পাতকুয়া বা ইন্দা-রার জল—সক্ষার, লবণ-রস, শীতে উষ্ণ ও গ্রীষ্মে শীতল, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত-কারক এবং বাত-কফনাশক।

কূলচর।—যেসকল পশু জলা-শয়ের কূলে বাস করে, তাহাদিগকে কূলচর কহে। হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, শূকর, চমরী, গবয় প্রভৃতি পশু কূল-চরজাতীয়। কূলচর পশুর মাংস—মধুর-রস, মধুরবিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, বায়ু-পিত্তনাশক, মূত্রকারক, কফবর্দ্ধক এবং শুক্রজনক।

কৃকর পক্ষী।—(Perdix Sylvatica.) কৃকর পক্ষীর বাঙ্গালা নাম কর্কটে পাখী। হিন্দীতে ইহাকে কুবার ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় করঢোক কহে। এই পক্ষীর মাংস—লঘু ও অগ্নিবর্দ্ধক।

কৃমিকোষ।—কৃমিকোষের বাঙ্গালা নাম মাজুফল। মাজুফলের

সংস্কৃত পর্য্যায়—সংগ্রাহী, পূগফল, পত্র-মল, কষায়ী ও অস্ররোধক। ইহা তিক্তরস, মলরোধক ও রক্তরোধক এবং জ্বর, অর্শঃ, অতিসার, প্রদর ও কণ্ঠরোগের শান্তিকারক।

কৃশরা।—কৃশরাকে বাঙ্গালায় খিচুড়ি কহে। চাউল ও দাল একত্র সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে অন্যান্য মশলা দিয়া সাধারণ খিচুড়ি প্রস্তুত হয়। প্রকৃত কৃশরা প্রস্তুত করিতে হইলে, চাউল, মাষকলায় ও তিল একত্র সিদ্ধ করিতে হয়। খিচুড়ি—গুরুপাক, বল-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, মল-মূত্রকারক, পিত্ত-কফজনক এবং বুদ্ধি ও বিষ্টম্ভ-রোগের উৎপাদক।

কৃশশাক।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর পর্পটক। বাঙ্গালায় ইহাকে ক্ষেৎপাপ্ড়া বলে। (পর্পটক দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণকদলী।—(A species of Musa Sapientum.) মহারাষ্ট্র দেশে কৃষ্ণকদলী নামক একপ্রকার কদলী জন্মে। এই কলা কষায়-মধুর-রস, লঘু, রুচিজনক, বাত ও ধাতুবর্দ্ধক এবং মেহ, পিত্ত ও তৃষ্ণার নিবারক।

কৃষ্ণকন্দক।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর রক্তোৎপল। বাঙ্গালা নাম রক্তকমল। (উৎপল দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণ-কুলত্থ।—কাল কুলত্থকলায়—কষায়-রস, পাকে কটু, মলরোধক, রক্ত-পিত্তকারক ও কফনাশক; এবং বায়ু, শুক্র, অশ্মরী, গুল্ম, পীনস, শ্বাস, কাস, আনাহ, অর্শঃ ও মেদোধাতুর হানিকারক।

কৃষ্ণগোকর্ণী।—(Black kind of Murva. Syn —Sanseviera zeylanica.) কৃষ্ণগোকর্ণীকে বাঙ্গালায় কালমুর্গা কহে। ইহার হিন্দী নাম কালা মুরহরা এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম মূপলী। কালমুর্গার ফুল কাল রঙ্গের হইয়া থাকে। ইহা তিক্তরস, শীত-বীর্য্য, স্নিগ্ধ ও ত্রিদোষনাশক এবং বাত-পিত্ত, জ্বর, দাহ, শ্রান্তি, ভূতাবেশ, উন্মাদ, মত্ততা, রক্তাতিসার, শ্বাস, কাস, কফ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

কৃষ্ণচণক।—কৃষ্ণচণককে বাঙ্গালায় কালছোলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় করিয়াচনা ও কর্ণাটী ভাষায় করিয়-কড়লে কহে। কাল ছোলা—মধুর-রস, বাত-পিত্তনাশক, বলকারক ও রসায়ন এবং পিত্তাতিসার ও কাসরোগে উপকারক।

কৃষ্ণজীরক।—(Nigella sativa or Indica.) কৃষ্ণজীরকের বাঙ্গালা নাম কৃষ্ণজীরা বা কালজীরা। হিন্দীতে ইহাকে মঙ্গরইল, মহারাষ্ট্রীয়

ভাষায় কালেজীরে এবং তেলেগুভাষায় নল্লজীর কহে। কৃষ্ণজীরার সংস্কৃত পর্য্যায় —কারবী, সুষবী, পৃথ্বী, পৃথু, কালা, উপকুঞ্চিকা, কুঞ্চিকা, পতিম্বরা, সুসবী, কুঞ্চিকা, পৃথুকা, পৃথিবী, ভেষজ, কৃষ্ণা, জরণা, শালী ও বহুগন্ধা। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, সুগন্ধি, রুচিকারক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও চক্ষুর উপকারক; এবং জীর্ণজ্বর, কফ, শোথ, শিরোরোগ ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

কৃষ্ণতাম্বুলবল্লী।—যে পাণের ডাঁটা কাল রঙ্গের হয়, তাহাকে কৃষ্ণতাম্বুল কহে। এই পাণ কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, মলস্তম্ভ-কারক, দাহজনক এবং মুখের জড়তাকারক।

কৃষ্ণতুলসী।—(Ocymum Sanctum.) কৃষ্ণ তুলসীকে চলিত কথায় কালতুলসী বা রামতুলসী কহে। ইহার পত্র কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণতুলসী বায়ু, ক্রিমি, বমি, কাস ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

কৃষ্ণত্রিবৃৎ।—যে তেউড়ীর মূল কালরঙ্গের, তাহাকে কৃষ্ণত্রিবৃৎ বা কাল তেউড়ী কহে। ইহার হিন্দী নাম শ্যামপনিলর ও কালা নিশিওর। কালতেউড়ী শাদা তেউড়ী অপেক্ষা কিছু গুণহীন। ইহা তীব্রবিরেচক; সুতরাং ইহার অযথা প্রয়োগে মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণধুস্তূরক।—(Datura fastuosa) যে ধুতূরার ফুল ও ডাঁটা কাল রঙ্গের হয়, তাহাকে কৃষ্ণধুস্তূর কহে;—চলিত ভাষায় ইহার নাম—কালধুতুরা ও কনকধুতুরা। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে কালাধত্তূর এবং কর্ণাটদেশে করিয়মদকুণিগে কহে। কৃষ্ণধুতুরার সংস্কৃত পর্য্যায়—সিদ্ধ, কনক, সচিব, শিব, কৃষ্ণপুষ্প, বিষারাতি ও ক্রূরধূর্ত্ত। এই ধুতুরা শাদাধুতুরা অপেক্ষা অধিক গুণশালী। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ভ্রান্তিজনক, কান্তিবর্দ্ধক; এবং ব্রণ, বেদনা, কণ্ডু, ত্বগ্দোষ ও জ্বরের উপশমকারক।

কৃষ্ণমাষ।—কৃষ্ণবর্ণ মাষকলায়কে চলিত কথায় কাল-কলায় কহে। ইহা ত্রিদোষনাশক, বলবর্দ্ধক ও রুচিকারক।

কৃষ্ণমুদ্গ।—(Phaseolus max.) কৃষ্ণমুদ্গকে বাঙ্গালায় কালমুগ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় করিয়া-মুঙ্গ এবং কর্ণাটী-ভাষায় করিয়হেসরু কহে। কৃষ্ণমুগের সংস্কৃত পর্য্যায়—বাসন্ত, মাধব ও সুরাষ্ট্রজ। ইহা মধুর-রস, পথ্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, ত্রিদোষের উপকারক এবং বল, বীর্য্য ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

কৃষ্ণমুষ্ক।—কৃষ্ণমুষ্কের বাঙ্গালা নাম কাল ঘণ্টাপারুল। ইহা অম্ল-কটু-রস, পাচক, রুচিকারক এবং যকৃৎ, গুল্ম ও উদররোগে উপকারক।

কৃষ্ণমৃত্তিকা।—সুগন্ধি কাল মাটীবিশেষের নাম কৃষ্ণমৃত্তিকা। ইহাকে হিন্দীতে করিয়া-মাটী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কালীমাতী কহে। ইহা রক্তদোষ, প্রদর, ক্ষত, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ ও পিত্তের শান্তিকারক।

কৃষ্ণলবণ।—(Muriate of Soda with a proportion of Sulphur and Iron.) বাঙ্গালায় ইহা সচললবণ নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাচলবণ ও সৌবর্চ্চল লবণ। (সৌবর্চ্চল দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণবনালুক।—বনজ কৃষ্ণবর্ণ আলু অর্থাৎ বুনো কাল আলু—রুচিকারক ও মুখের জড়তানাশক।

কৃষ্ণবল্লী।—(Ocymum pilosum.) বাঙ্গালায় ইহাকে কালবাবুই তুলসী কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কৃষ্ণতুলসী। (তুলসী দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণবোল।—কাল গন্ধবোলের নাম কৃষ্ণবোল; ইহা মুসব্বর নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা কটু-রস, শীত-বীর্য্য ও মলভেদক; এবং শূল, আধ্মান, কফ, বায়ু, কৃমি ও গুল্মরোগে হিতকর।

কৃষ্ণশালি।—কৃষ্ণবর্ণ একপ্রকার ধান্য হেমন্তকালে জন্মিয়া থাকে; তাহাকে কৃষ্ণশালি কহে। কৃষ্ণশালির বাঙ্গালা নাম কাল ধান বা কেলে ধান; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শ্যামশালি, কালশালি ও সিতেতর। ইহা মধুর-রস, ত্রিদোষনাশক, বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, কান্তিজনক এবং বর্ণের উৎকর্ষসাধক।

কৃষ্ণশিংশপা।—কাল শিশুগাছ মহারাষ্ট্রে কালশিংশপা এবং কর্ণাটে করিয়ইবীডু নামে পরিচিত। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, অজীর্ণনাশক; এবং কফ, বায়ু, শোথ, অতিসার, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, মেদোরোগ, ক্রিমি, বমি, অতিসার, প্রমেহ, বস্তিরোগ, রক্তরোগ, রক্তদোষ, ব্রণ ও পীনস রোগে হিতকর। ইহা ত্রিদোষনাশক ও গর্ভের হানিকারক।

কৃষ্ণসার-মাংস।—কৃষ্ণবর্ণের হরিণকে কৃষ্ণসার কহে। এই মৃগের মাংস—রুচিকর, মলরোধক, বলকারক, জ্বরঘ্ন ও রক্তপিত্তে উপকারক।

কৃষ্ণসারিবা।—কৃষ্ণ সারিবার অপর নাম শ্যামালতা। হিন্দীতে ইহাকে কারিয়া সাম্বা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাণী উপলসরী এবং উৎকল-ভাষায়

শোঁয়াল কহে। শ্যামালতা দেখিতে প্রায় অনন্তমূলের ন্যায়, তবে অনন্তমূলের পাতায় যেরূপ শাদা শাদা দাগ থাকে, ইহার পাতায় সেরূপ দাগ থাকে না। ইহা মধুর-রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপরিষ্কারক ও কফনাশক। ইহার অন্যান্য গুণ অনন্তমূলের ন্যায়।

কৃষ্ণসূক্ষ্মফলা।—ইহাও একপ্রকার অনন্তমূল। এই অনন্তমূল মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমবিষ, রক্তদোষ, প্রদর, জ্বর ও অতিসাররোগে হিতকর।

কৃষ্ণাগুরু।—কৃষ্ণবর্ণ অগুরু কাষ্ঠের নাম কৃষ্ণাগুরু। হিন্দীতে ইহাকে কালা অগর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অগুরু, কাকতুণ্ড, শৃঙ্গার, বিশ্বরূপক, শীর্ষ, কালাগুরু, কেশ্য, বসুক, কৃষ্ণকাষ্ঠ, ধূপার্হ, বল্লর, মিশ্রবর্ণ ও গন্ধ। কৃষ্ণাগুরু কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, বাহ্যপ্রয়োগে শীতল, পিত্তনাশক, ত্রিদোষের হিতকর এবং মুখরোগ, বমি ও বায়ুর উপকারক।

কৃষ্ণাঢ়কী।—যে অড়হরের মূল কৃষ্ণবর্ণের হয়, তাহাকে কৃষ্ণাঢ়কী কহে। এই অড়হর কষায়-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক এবং পিত্ত ও দাহের উপশমকারক।

কৃষ্ণানদী-জল।—কৃষ্ণানাম্নী নদীর জল—মধুর, স্বচ্ছ, জড়তাকারক এবং রক্তপিত্তবর্দ্ধক।

কৃষ্ণায়স।—বাঙ্গালায় ইহা কান্তলৌহ, ইস্পাত এবং তীখালোহ নামে অভিহিত। (লৌহ দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণালু।—কালরঙ্গের একপ্রকার আলু হয়, তাহাকে কৃষ্ণালু বলে। ইহা মধুর-রস, শীতবীর্য্য, রুচিকর, বলকারক এবং পিত্ত, দাহ, শ্রান্তি ও মুখের জড়তানাশক।

কৃষ্ণেক্ষু।—কৃষ্ণেক্ষুকে চলিত কথায় কাজ্‌লি আখ্‌, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কালাউংস ও কর্ণাটী ভাষায় করিয়কব্বু কহে। কৃষ্ণেক্ষুর সংস্কৃত পর্য্যায়—কান্তারক, শ্যামলেক্ষু, কোকিলেক্ষু ও কোকিলাক্ষ। ইহা মধুর-কটুরস, ঈষৎ ক্ষারগুণযুক্ত, দাহনিবারক, ত্রিদোষনাশক, বলকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। এই ইক্ষুরসের শর্করা বলকারক, শ্রান্তিনাশক, আয়ুর্বর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

কৃষ্ণোদর।—ফণাযুক্ত সর্পকে সাধারণতঃ, কৃষ্ণোদর সর্প বলে। (সর্প দ্রষ্টব্য।)

কৃসরা।—ইহা একপ্রকার যাউ- (মণ্ড) বিশেষ। তিল, চাউল এবং মাষকলাই, ছয়গুণ জলে সিদ্ধ করিলে

রুস।) প্রস্তুত হয়। ইহা দুর্জ্জর, বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক, কফ, পিত্ত ও মলের স্তম্ভনকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বাতনাশক।

কেচুক।— (Colocasia Antiquorum.) বাঙ্গালায় ইহাকে কচুগাছ বলে। (কচু দ্রষ্টব্য।)

কেতকী।— (Pandanus odoratissimus.) কেতকী একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কেয়া, হিন্দীতে কেবড়া, মহারাষ্ট্রীয়ভাষায় কেতকী, তেলেগু-ভাষায় মোগলিচেট্টু ও কর্ণাটী ভাষায় কেদগে কহে। কেতকীর সংস্কৃত পর্য্যায়—সূচীপুষ্প, হলীন, জম্বুল, চামরপুষ্প, কেতক, জম্বুক, ক্রকচচ্ছদ, তীক্ষ্ণপুষ্পা, বিফলা, ধূলিপুষ্পিকা, মেধ্যা, কণ্টদলা, শিবদ্বিষ্টা, নৃপপ্রিয়া, ক্রকচা, দীর্ঘপত্রা, স্থিরগন্ধা, গন্ধপুষ্পা, ইন্দুকলিকা, দলপুষ্পা ও পাংশুলা। শ্বেতবর্ণ ও স্বর্ণবর্ণ পুষ্পভেদে কেতকী দুইপ্রকার। শ্বেত-কেতকীর গাছ কটু-তিক্ত-মধুর-রস, লঘু ও কফনাশক। শ্বেত-কেতকীর ফুল সুগন্ধি, বর্ণের উৎকর্ষসাধক এবং কেশের দুর্গন্ধনাশক। স্বর্ণকেতকীর গাছ কটু-তিক্ত-মধুর-রস, লঘু, কফনাশক, বিষরোগনিবারক ও চক্ষুর হিতকর। স্বর্ণকেতকীপুষ্প কটু-তিক্ত-রস, সুগন্ধি, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, কামোদ্দীপক, পুষ্টিকারক ও চক্ষুর হিতকর। কেতকীর স্তন (বৃন্ত) কটু-রস, অতি শীতল, দেহের দৃঢ়তাকারক, বর্ণের উৎকর্ষসাধক, রসায়ন ও পিত্ত-কফনাশক। কেতকীর ফল ও কেশর মধুর-রস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, এবং মেহ, বায়ু ও কফের শান্তিকারক।

কেতক ফল।— বাঙ্গালায় ইহাকে কুঁচিলা বলে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কুচেলক। ইহা ত্রিদোষনাশক এবং বিষঘ্ন।

কেদার-জল।—চাষ দেওয়া বা কর্ষিত জমীকে কেদার বলে। এই জমীতে যে জল আবদ্ধ থাকে, তাহাকে কেদার-জল কহে। এই জল পাকে মধুর-রস, গুরুপাক ও ত্রিদোষজনক।

কেদারশালি।—উন্নতভূমিজাত শালিধান্যকে কেদারশালি কহে। ইহা আমন-ধান নামেও অভিহিত হয়। এই ধান্য ঈষৎ-কষায়-মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, গুরুপাক, অম্লকারক, এবং কফ ও পিত্তনাশক।

কেনা।—(A kind of potherb.) ইহা একপ্রকার পত্রশাক। এই শাক মধুর-রস, শীতল, রুচিকারক এবং স্তন্যবর্দ্ধক।

কেমুক।—(Cosius speciosus.) কেমুকের অপর নাম কেবুক। চলিত কথায় ইহাকে কেঁউ, এবং হিন্দীতে

কোবী ও কেমুয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পেচুক, পেচুনী, পেচু, পেচিকা, দলসারিণী ও কেচুকী। ইহা মধুর-তিক্ত রস, কটু, শীতবীর্য্য, লঘু, বলকারক, রুক্ষ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, প্রমেহ, কুষ্ঠ, কাস, রক্তদোষ, ভ্রম ও পিপাসার উপশমকারক।

কেবা বা কেবিকা।—কেবা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। কোঙ্কন দেশে ইহাকে কেবার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কেবী, ভৃঙ্গারি, নৃপবল্লভা, ভৃঙ্গমারী, মহাগন্ধা, রাজকন্যা, ও অলিবাহিনী। ইহা মধুর-রস ও শীতল; এবং দাহ, পিত্ত, শ্রান্তি, বাতশ্লেষ্মা ও বমনের শান্তিকারক।

কেশরাজ।—(Eclipta Erecta.) কেশরাজের বাঙ্গালা নাম কেশুরে বা কেশুত্তে, হিন্দী ভেগরিয়া, উৎকলদেশীয় নাম কলাকেশচুরা। কেশুরের সংস্কৃত পর্য্যায়—ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কর, মার্ক, মার্কব, নাগমার, পরুক্ত, ভৃঙ্গসোদর, কেশরঞ্জন, কেশ্য, কুন্তলবর্দ্ধন, অঙ্গারক, একরজ, করঞ্জক, ভৃঙ্গরজঃ, ভৃঙ্গার, অঙ্গাগর, মর্কর, ভৃঙ্গাহব ও পিতৃপ্রিয়। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, কেশরঞ্জক এবং কফ, আমদোষ, শোথ, শ্বিত্র, পাণ্ডু ও নেত্ররোগে হিতকর।

কৈটর্য্য।—কৈটর্য্য একপ্রকার মহানিম্ব। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘোড়ানিম, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কলিত মহানিম্ব্ ও গোরানিম্ব্ এবং কর্ণাট দেশে কয়াহেবেউ কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতল, লঘু, সন্তাপনিবারক; এবং দাহ, অর্শঃ, ক্রিমি, শূল, শোথ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বিষদোষ ও ভূতাবেশে উপকারক।

কৈরাত-চন্দন।—কৈরাতচন্দনকে বাঙ্গালায় শবর-চন্দন কহে। ইহা তিক্ত-রস, শীতল ও কান্তিজনক; এবং বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ, দদ্রু, দাহ, জ্বর, পিত্ত, পিপাসা, রক্তপিত্ত, ক্রিমি, ব্যঙ্গ ও বিষদোষে হিতকর।

কৈবর্ত্ত-মুস্তক, কৈবর্ত্তিকা। (Cyperus rotundus. A kind of fragrant grass.) কৈবর্ত্তমুস্তকের বাঙ্গালা নাম কেওট-মূতা বা কেশুরমুতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বন্য, সিতপুষ্প, কৈবর্ত্তী, কৈবর্ত্তিকা, কুটন্নট, দশপুর, বানেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ, দাশপুর, পরিপেল, কৈবর্ত্তমুস্তক, বনসম্ভব, ধান্য, শীতপুষ্প ও জীর্ণবুধ্নক। ইহা জলে জন্মে। কৈবর্ত্তমুস্তক কটু-কষায়-রস, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক; এবং শ্বাস, কাস, শূল, দাহ, ব্রণ, রক্তদোষ ও অগ্নিমান্দ্যের উপকারক।

কোকড়মাংস।—ধূসরবর্ণ ও লোমশ পুচ্ছবিশিষ্ট বিলেশয়জাতীয় মৃগ-বিশেষের নাম কোকড় বা কোকবাচ। ইহার মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, দাহ-পিত্তকারক; এবং শ্বাসরোগ, কাস ও বায়ুর হিতকর।

কোকনদ।—(Nelumbium speciosum.) রক্তবর্ণ পদ্মের নাম কোকনদ। ইহা কটু-তিক্ত মধুর-রস, শীতল, সন্তর্পণ, বর্ণের উৎকর্ষসাধক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক; এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিসর্প, বিষদোষ, তৃষ্ণা, দাহ ও সন্তাপের শান্তিকারক।

কোকিল।—(Cuculus Indicus.) প্রতুদজাতীয় একপ্রকার পক্ষীর নাম কোকিল। বাঙ্গালায় ইহাকে কোকিল এবং হিন্দীতে কোইলা কহে। কোকিলের মাংস শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক।

কোকিলাক্ষ।—Hygrophila spinosa. Syn—Barleria Longifolia) কোকিলাক্ষকে বাঙ্গালায় কুলে-খাড়া, কুলেকাঁটা ও শূলমর্দ্দন; হিন্দীতে কোলিলাবিথর্ ও কৈলয়া এবং তাহার বীজকে তালমাখনা, মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায় কোলিসা, কর্ণাটী ভাষায় কুলুগোলিকে, তেলেগুভাষায় গোলিমিড়িচেট্টু ও গোব্বিচেট্টু, এবং উৎকল দেশে কুইলিরখা মাখুরেণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ইক্ষুগন্ধা, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুরস, ক্ষুর, শৃগালী, শূরক, শৃগালঘণ্টা, বজ্রাস্থি, শৃঙ্খলা, বজ্রকণ্টক, বজ্র, ইক্ষুরক, শৃঙ্খলিকা, পিকেক্ষণা ও পিচ্ছিলা। ইহা মধুর তিক্ত রস, শীত-বীর্য্য, বলকারক, রুচিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, সন্তর্পণ ও কফঘ্ন; এবং আমবাত, বাতরক্ত, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, পিত্তাতিসার, পাণ্ডু ও কামলারোগে উপকারক। কোকিলাক্ষের বীজ অর্থাৎ তালমাখ্না মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক এবং গর্ভের স্থিতিকারক।

কোটরপুষ্পী।—(Argyria Speciosa) ইহা একপ্রকার লতা-গাছ; বাঙ্গালায় ইহা বীজতাড়ক নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বৃদ্ধদারক। (বৃদ্ধদারক দ্রষ্টব্য)।

কোদ্রব।—(Paspalum scrobiculatum) কোদ্রব একপ্রকার ধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কোদো ধান, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কোদ্রব এবং কর্ণাটী-ভাষায় হারক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কোরদূষ, কোদ্রব, কোরদূরক, কোদ্দাল, কুদ্দাল ও মদনাগ্রহ। ইহা মধুর তিক্ত-রস, শীতল, রুক্ষ,

গুরুপাক, অত্যন্ত মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক, রুচিকারক, কফ-পিত্তনাশক, মত্ততা-জনক ও রক্তপিত্তশোধক; এবং প্রমেহ, মূত্রদোষ, তৃষ্ণা, বমি, আমদোষ, বিষ-দোষ ও দাহরোগে হিতকর। ইহার মণ্ড মূর্চ্ছা ও গ্লানিজনক।

কোমল-কদল।— বাঙ্গালায় ইহাকে কচি-কলা বা ঠোটে কলা বলে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুচিকারক এবং অম্লপিত্ত ও পিত্তনাশক।

কোল।—কোল একপ্রকার অম্লফলের নাম; বাঙ্গালায় ইহাকে কুল, এবং হিন্দীতে বরৈ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কুবল, ফেনিল, সৌবীর, বদর, ঘোণ্টা ও বদরীফল। কাঁচা কুল—অম্ল-রস, শীতল, কফজনক ও বায়ুনাশক। পাকা কুল—অম্ল-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, সারক ও বাতপিত্তনাশক। শুষ্ককুল—কফ-বায়ু-নাশক ও পিত্তের অবিরোধী এবং লঘুপাক, স্নিগ্ধ ও শ্রান্তি-তৃষ্ণা-নিবারক।

কোলকন্দ।—কোলকন্দ এক-প্রকার আলু। বাঙ্গালায় ইহাকে শুয়ার-আলু, কাশ্মীর দেশে পুটালু এবং মহারাষ্ট্র দেশে পুটগেড়ু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্রিমিঘ্ন, পঞ্জল, বস্ত্র-পঞ্জল, পুটালু, সুপুট ও পুটকন্দ। ইহা কটু-রস ও উষ্ণবীর্য্য এবং ক্রিমি, বমি ও বিষদোষে উপকারক।

কোলমজ্জা।—কোলমজ্জা অর্থাৎ কুল-আঁটির শাঁস। ইহা মধুর-কষায়-রস ও বাত-পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমি ও শ্বাসরোগে হিতকর।

কোলবল্লিকা।—(Scindapsus Officinalis. Syn.—Pothos Officinalis.) ইহার সংস্কৃত নামান্তর গজপিপ্পলী; বাঙ্গালায় ইহা গজপিপুল নামে পরিচিত। (গজপিপ্পলী দ্রষ্টব্য।)

কোলশিম্বী।—কোলশিম্বী এক প্রকার শিম। বাঙ্গালায় ইহাকে শুয়রে শিম বা কটারা শিম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় – কৃতফলা, খট্বা, শূকর-পাদিকা, কাকোণ্ডলা, দধিপুষ্পী, কাকাণ্ডা ও পর্য্যঙ্কপাদিকা। উহা উষ্ণ-বীর্য্য, গুরুপাক, বলকারক, রুচিকর, মলরোধক, বায়ুনাশক, কফপিত্তজনক, শুক্রবর্দ্ধক ও অগ্নিমান্দ্যকারক।

কোবিদার।—(Bauhinia variegata.) কোবিদার একপ্রকার রক্তকাঞ্চনের নাম। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে কাঞ্চনু ও কোচালে এবং তেলেগু ভাষায় দেবকাঞ্চন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কাঞ্চনাল, তাম্রপুষ্প, কুদ্দার, রক্তকাঞ্চন, চম্পা, বিদল, কাঞ্চনার, কণকীরক, কান্তপুষ্প, কারক, কান্তার ও যমলচ্ছদ। ইহা কষায়-মধুর-রস, শীতল,

ধারক, রুচিকর, ব্রণরোপক ও ত্রিদোষ-নাশক; এবং রক্তপিত্ত, শোথ, কফ, দাহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ব্রণ; গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে উপকারক। ইহার ফুলের গুণ রক্তকাঞ্চন-ফুলের ন্যায়, এবং ইহার বীজের তৈলের গুণ বহেড়া-বীজের তৈলের ন্যায়।

কোষস্থ-মাংস।—শঙ্খ, শুক্তি, শম্বুকাদি যেসকল জীবের মাংস কোষ-মধ্যে থাকে, অর্থাৎ যাহাদের সর্ব্বাঙ্গ কঠিন আবরণে আবরিত, তাহাদের মাংস মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বল-কারক, বাত-পিত্তনাশক ও মলবর্দ্ধক।

কোষাতকী।—(Luffapentandra or amara, L Acutangula.) কোষাতকীকে বাঙ্গালায় ঝিঙ্গা, হিন্দীতে নোকা, ঝিমনী, তরুই, ঘি-তরুই এবং উৎকল দেশে জনী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৃত-চ্ছিদ্রা, জালিনী, কৃতবেধনা, ক্ষেড়া, সুতিক্তা, ঘণ্টালী, মৃদঙ্গফলিনী ও কর্কশচ্ছদা। ইহা কটু-কষায়-মধুর-রস, শীতল ও ত্রিদোষনাশক এবং মলরোধ ও আধ্মানের শান্তিকারক।

কোষাম্র।—কোষাম্রের বাঙ্গালা নাম জলপাই ও কেওড়া। হিন্দীতে ইহাকে কোষ, মহারাষ্ট্রদেশে ঝাড়ী আবা এবং কর্ণাটদেশে জুরিমাচু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কোষাম্র, কৃমি-বৃক্ষ, সুকোষক, ঘনস্কন্ধ, বনাম্র, জন্তু-পাদপ, ক্ষুদ্রাম্র, রক্তাম্র, লাক্ষাবৃক্ষ ও সুরক্তক। জলপাইয়ের গাছ কুষ্ঠ, শোথ, রক্তপিত্ত, ব্রণ ও কফরোগে উপ-কারক। ইহার কাঁচা-ফল অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, পিত্তকারক, মল-রোধক, বিদাহী, বায়ুনাশক, কফবর্দ্ধক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। কিঞ্চিৎ পক্ব ফল অম্লরস, রুচিকারক ও অগ্নি-বর্দ্ধক।—পক্ব ফল অম্লরস, লঘু, উষ্ণ-বীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফ-বাতনাশক। আঁটির শস্য—মধুর-বিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তিকারক। বীজের তৈল তিক্ত-অম্ল-মধুর-রস, পাচক, রুচি-কারক, বলবর্দ্ধক ও সারক; এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ব্রণ রোগে উপকারক।

কোষকার।—কোষকার এক প্রকার ইক্ষুর নাম। হিন্দীতে ইহাকে কুষারি, কুশিয়া ও কুসিয়ার এবং তেলেগু ভাষায় কোব্বরিচেট্টু কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল ও গুরু-পাক; এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগে হিতকারক।

কোহল।—যবের ছাতুদ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে কোহল

কহে। ইহা মুখপ্রিয়, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

কৌদ্রবিক।—(Sachal salt) বাঙ্গালায় ইহাকে সচল লবণ বলে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সৌবর্চ্চল লবণ। (সৌবর্চ্চল দ্রষ্টব্য)।

কৌবল।—(Zizyphus Jujuba) ইহার সংস্কৃত নামান্তর বদরী ও কোল। বাঙ্গালায় ইহাকে কুল বলে। (বদর দ্রষ্টব্য)।

কৌশিক্যা।—বাঙ্গালাদেশে ইহা শ্যাওড়া গাছ নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শাখোটবৃক্ষ। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক এবং বাতনাশক।

কৌসুম্ভীশালি।—কৌসুম্ভী শালি একপ্রকার হৈমন্তিক ধান্যের নাম; ইহার অপর নাম কৌসুম্ভ-শুণ্ডিক। এই ধান্যের অন্ন মধুর-রস, লঘুপাক এবং বাত-পিত্তনাশক।

ক্রকর পক্ষী।—(Perdix sylvatica.) বাঙ্গালায় ইহাকে কর্কটে পাখী, হিন্দীতে কয়ার এবং মহারাষ্ট্রদেশে করটৌক কহে। ইহার মাংস মধুররস, লঘু, রুচিকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, বলকারক, মেধাবর্দ্ধক, অগ্নির উদ্দীপক, বাত-পিত্তনাশক এবং রক্ত-পিত্তের হিতকর।

ক্রৌঞ্চপক্ষী।—(A kind of heron. Syn. Ardea jaculator.) ক্রৌঞ্চের চলিত নাম কোঁচবক। ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষী। ক্রৌঞ্চের মাংস—মধুর-রস, অতিশয় রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং জ্বর, শ্বাস, কাস, শোথ, অরুচি, মূর্চ্ছা ও অশ্মরী-রোগে উপকারক।

ক্লীতক।—(A kind of plant with poisonous root. Syn—Glycyrrhiza Glabra.) জলজ যষ্টিমধুর নাম ক্লীতক। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, বল-বর্দ্ধক, শুক্রজনক ও চক্ষুর হিতকর, এবং ব্রণ ও রক্তপিত্ত রোগে উপকারী।

ক্বথিত জল।—ক্বথিত জলের অপর নাম উষ্ণজল। চলিত কথায় ইহাকে গরম জল কহে। তিনপ্রকার গরম জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে;—পাদাবশেষ, অর্দ্ধাবশেষ ও ত্রিভাগাব-শেষ। জল জ্বাল দিয়া এক-চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিলে তাহাকে পাদাবশেষ, অর্দ্ধেক অবশিষ্ট রাখিলে অর্দ্ধাবশেষ, এবং তিনভাগ অবশিষ্ট রাখিলে তাহাকে ত্রিভাগাবশেষ কহে। পাদাবশেষ জল লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফনাশক, অর্দ্ধা-বশেষ পিত্তনাশক এবং ত্রিভাগাবশেষ

বায়ুনাশক। এই তিনপ্রকার জলের মধ্যে পাদাবশেষ বসন্তকালে, অর্দ্ধাবশেষ শরৎ ও গ্রীষ্মকালে এবং ত্রিভাগাবশেষ হেমন্ত ও শীতকালে পান করা উচিত। বর্ষাকালের জন্য অষ্টভাগাবশেষ ব্যবস্থেয়।

খ।

খঞ্জনপক্ষী।—(A species of wagtail. Syn.—Montacilla alba.) খঞ্জনপক্ষীর চলিত নাম পোঁদ নাচা পাখী। ইহার মাংস লঘুপাক, রুক্ষ, মলবদ্ধতানাশক, এবং শ্লেষ্মপিত্ত রোগে উপকারক।

খটিকা।—(Chalk.) খটিকার বাঙ্গালা নাম খড়ী। কোমল ও কঠিনভেদে খড়ী দুই প্রকার। তন্মধ্যে কোমল খড়ীকে চা-খড়ী ও ফুল-খড়ী, এবং কঠিন খড়ীকে কাটখড়ী কহে। খড়ীর হিন্দী নাম খরী ও গোরখরী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—খটিনী, ধবলমৃত্তিকা, শ্বেতধাতু, পাণ্ডুমৃত্তিকা, সিতধাতু, পাণ্ডুমৃৎ, কক্খটী, বর্ণলেখা, বর্ণরেখা, পাকশুক্লা, অনিলাধাতু, খড়ী, কঠিনী, কঠিনিকা, ধাতূপল ও বর্ণিকা। উভয় খড়ীই মধুর তিক্ত-রস, অম্লপিত্তনিবারক এবং মৃত্তিকার অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। বাহ্যপ্রয়োগে ইহা শীতল, এবং কফ, পিত্ত, দাহ, ব্রণ, নেত্ররোগ এবং বিষজশোথের শান্তিকারক।

খট্টাশী।—(The civet or zibet cat. Viverra zibetha.) খট্টাশীকে বাঙ্গালায় গন্ধগোকুল ও খট্টাশ কহে। খট্টাশের সংস্কৃত পর্য্যায়—গন্ধোতু, বনবাসন, খট্টাশ, খট্টাস, গন্ধমার্জ্জার, বনশ্বা, শালি, পুষ্যলক, মৃগচেটক, মারজাতক, সুগন্ধি-পূতিক ও মূত্রাপ্লুতন। ইহার অণ্ডের কাথ ঔষধার্থ দিতে প্রযুক্ত হয়। ঐ অণ্ডকে খট্টাশী কহে। খট্টাশী শোধিত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। খট্টাশীতে প্রথমতঃ আপাং ও সাজের ক্ষার লেপন করিয়া বাষ্পস্বেদ দ্বারা লোম উঠাইয়া ফেলিবে। পরে আম, জাম, কয়েৎবেল, বেল ও ছোলঙ্গলেবুর পল্লবের কাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া, তাহার স্নেহভাগ বাহির করিবে। তৎপরে ছাগমূত্র ও সজিনামূলের কাথ দ্বারা বারংবার ভাবনা দিবে। এই প্রণালীতেই খট্টাশী শুদ্ধ হইয়া থাকে। শুদ্ধ খট্টাশী মৃগনাভির ন্যায় গুণবিশিষ্ট; বিশেষতঃ ইহা সুগন্ধি, স্বেদাদির গন্ধনিবারক, চক্ষুর হিতকর,

বীর্য্যবর্দ্ধক ও কফ-বায়ুনাশক এবং কণ্ডু ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

খড়যূষ।—ঘোল ৮ তোলা, জল ২৪ তোলা, এবং কয়েৎবেল, আমরুল-শাক, মরিচ, জীরা ও চিতার মূল, সমুদায়ে ২ দুই তোলা; এই সকলের সহিত মুগের যূষ প্রস্তুত করিলে তাহাকে খড়যূষ কহে। অথবা ধ'নে, জীরা ও ঘোলের সহিত মুগের যূষ প্রস্তুত করিলেও খড়যূষ হইয়া থাকে। খড়যূষ আমদোষ-নিবারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং অতিসারনাশক।

খড়গী।—খড়্গার অপর সংস্কৃত নাম গণ্ডক। বাঙ্গালায় ইহাকে গণ্ডার কহে। গণ্ডারের মাংস—কষায়রস, রুক্ষ, গুরুপাক, পুষ্টিকারক, বলকর, আয়ুর্বর্দ্ধক, কফ-বায়ু-নাশক ও বদ্ধ-মূত্রনিবারক।

খণ্ড।—খণ্ডের বাঙ্গালা নাম খাঁড় গুড়। ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মুখপ্রিয়, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, বমন-নিবারক, বাত-পিত্তনাশক, কফবর্দ্ধক, এবং চক্ষুর উপকারক।

খণ্ডকর্ণ।—(Sweet potatoes.) খণ্ডকর্ণকে বাঙ্গালায় শকরকন্দ আলু ও রাঙ্গা আলু কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বজ্রকন্দ। এই আলু মধুর-রস, ও পাকে কটু, এবং কফ ও পিত্তরোগে হিতকারক।

খণ্ডিক।—খণ্ডিক একপ্রকার কলায়। বাঙ্গালায় ইহাকে খেঁসারি কহে। খণ্ডিকের সংস্কৃত নামান্তর ত্রিপুট। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ এবং পিত্ত-শ্লেষ্মায় হিত-কর। বাহ্য-প্রয়োগেও ইহাদ্বারা পিত্ত-শ্লেষ্মার উপকার হইয়া থাকে।

খদির।—(Acacia catechu. Syn.—Mimosa catechu.) খদি-রের চলিত নাম খয়ের। উৎকল দেশে ইহাকে খৈর এবং তেলেগু-ভাষায় চংড়চেট্টু কহে। খদির একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। ঐ বৃক্ষের সংস্কৃত পর্য্যায়—গায়ত্রী, বালতনয়, দন্তধাবন, পথিদ্রুম, তিক্তসার, প্রসখ, যূপদ্রু, বালপুত্র, রক্তসার, কর্কটী, কুষ্ঠহৃৎ, বালপত্র, খদ্বপত্রী, সুশল্য, যজ্ঞাঙ্গ, কণ্টী, সারদ্রুম ও বহুসার। খদির কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, পাচক, পিত্ত-কফনাশক ও দন্তের উপকারক; এবং কুষ্ঠ, বিসর্প, কাস, রক্তস্রাব, শোথ, কণ্ডু, ব্রণ, অরুচি, মেদোদোষ, ক্রিমি, মেহ, জ্বর, শ্বিত্র, আমদোষ ও পাণ্ডু রোগে হিতকর।

খদিরের সার অর্থাৎ নির্য্যাস কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচি-

কারক ও কফ-বাতনাশক; এবং ব্রণ, মুখরোগ ও কণ্ঠরোগে উপকারক।

খরশ্বা।—খরশ্বার অপর নাম ক্ষেত্রযমানী; বাঙ্গালায় ইহাকে বন-যমানী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, কফ ও বাতনাশক এবং বস্তি-বেদনার নিবারণকারক।

খর্জ্জুর।—খর্জ্জুরের বাঙ্গালা নাম খেজুর। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে সিন্ধী, এবং কর্ণাটী ভাষায় ইচিলু কহে। খেজুর গাছের সংস্কৃত পর্য্যায়—খরস্কন্ধা, দুষ্প্রধর্ষা, দুরারুহা, নিঃশ্রেণী, কষায়ী, যবনেষ্টা ও হরিপ্রিয়া। মধু-খর্জ্জুর, ভূমিখর্জ্জুর, পিণ্ডখর্জ্জুর ও রাজখর্জ্জুর নামভেদে খর্জ্জুর চারিপ্রকার। সকল খেজুরেরই অপক্ব ফল কষায়-রস এবং পক্ব ফল মধুর-রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, গুরুপাক, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভজনক; এবং রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠগত বায়ু, বমন, জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস, মদ, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, দাহ ও বাত-পিত্ত-কফজনিত অন্যান্য বিকারে হিতকর। খেজুর গাছের মাথি (মাথার মধ্যস্থ কোমল পত্র) তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বমন-নিবারক, ক্রিমিনাশক ও মূত্ররোগ-নিবারক। খেজুরগাছের রস মধুর-রস, শীতল, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, মূত্রকারক, মত্ততাজনক ও বাত-শ্লেষ্ম-নাশক।

খর্পর।—খর্পর একপ্রকার উপ-ধাতু। বাঙ্গালায় ইহাকে খাপর, হিন্দীতে খাপরিয়া এবং মহারাষ্ট্রদেশে কলখাপরী কহে। খর্পরের শোধন ও মারণ ক্রিয়া না করিয়া, ব্যবহার করা উচিত নহে। গোমূত্রের সহিত দোলা-যন্ত্রে সাতদিন পাক করিলেই খর্পর শুদ্ধ হয়; পরে তাহা অগ্নিজ্বালে লৌহপাত্রে গলাইয়া, ক্রমে ক্রমে সৈন্ধবচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, পলাশ-দণ্ডদ্বারা নাড়িতে হয়। এইরূপে খর্পরের ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। জারিত খর্পর কটু-কষায়-রস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, লঘু, শীতল, ভেদক, বমনকারক ও চক্ষুর হিতকর এবং রক্ত-পিত্ত, বিষদোষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কণ্ডুরোগে উপকারক।

খর্পরী-তুত্থক।—(A sort of collyrium.) খর্পরী-তুত্থক একপ্রকার কৃত্রিম রসাঞ্জন। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—খর্পরী, খর্পরিকা, রসক, চক্ষুষ, অমৃতোৎপন্ন ও তুত্থ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, রসায়ন, বলকারক, পুষ্টিজনক ও ত্বগ্‌দোষনাশক। অঞ্জন-রূপে ব্যবহার করিলে ইহা চক্ষুর বিশেষ উপকার করে।

খর্বুজ।—খর্বুজকে বাঙ্গালায় খরমুজ কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর ষড়্ভুজ ও দশাঙ্গুল; হিন্দীতে ইহাকে খরমুজা বলে। খরমুজ মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মলমূত্রকারক এবং বাত-পিত্তনাশক। যেসকল খরমুজ অম্লমধুর-রস ও ক্ষার-গুণযুক্ত, তাহা রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগের উৎপাদক।

খলিশ মৎস্য।—(Tricopodus colisa.) চলিত কথায় ইহাকে খল্শে মাছ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঙ্কত্রোট, খলাশয়, খলেশ ও খশেট। ইহা মধুর-কষায়-রস, লঘু, রুচিকারক, রুক্ষ, মলরোধক, বায়ু-প্রকোপক, শূলনাশক, এবং আমদোষের কিঞ্চিৎ উপশমকারক।

খসতিল।—খসতিলের সংস্কৃত নামান্তর খসবীজ, খাখস, সুবীজ, সূক্ষ্ম-বীজ ও সূক্ষ্মতণ্ডুল। ইহার বাঙ্গালা নাম পোস্ত। পোস্তঢেঁড়ী কষায়-তিক্ত-রস, লঘুপাক, শীতল, মলরোধক, রুক্ষ, বাত-বর্দ্ধক, মত্ততাকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচি-কর, কফ ও রক্তের হানিকারক, ধাতু-সমূহের শোষক এবং পুংস্ত্বনাশক। পোস্ত-দানাকে হিন্দীভাষায় খাখসদানা কহে। পোস্তদানা কষায়-তিক্ত-রস, গুরুপাক, বলকারক, কাস ও শ্বাসরোগে হিতকর, কান্তিজনক, কফবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

খার্জ্জুর সুরা।—খেজুর-রস দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম খার্জ্জুর সুরা। এই সুরা সুগন্ধি, কষায়-মধুর-রস, রুচিকারক, লঘু, কফনাশক ও কর্ষণ-কারক; এবং ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিজনক।

খুরাসানী যমানী।—মহারাষ্ট্র-দেশে ইহা খুরমাণ নামে পরিচিত। এই যমানী কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, পাচক, গুরুপাক, মলরোধক, মত্ততাজনক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফনাশক। যমানীর অন্যান্য গুণও ইহাতে পাওয়া যায়।

গ।

গগনাম্বু।—শিশিরের জলকে গগনাম্বু বলা যায়। ইহা বলকারক, রসায়ন, শীতল, মেধাবর্দ্ধক, জ্বর, দাহ, বিষদোষ ও ত্রিদোষনাশক।

গঙ্গাজল।—হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গানদীর উৎপত্তি। গঙ্গানদীর জল পবিত্র, স্বচ্ছ, শীতল, স্বাদু, অতিশয় রুচিকারক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃষ্ণা ও মোহনাশক এবং প্রজ্ঞাকারক ও কফবর্দ্ধক।

গঙ্গাটেয়।—ইহা বাঙ্গালায় চিংড়ী মাছ নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত

নামান্তর চিঙ্গট মৎস্য। (চিঙ্গট দ্রষ্টব্য।)

গঙ্গাপত্রী।—গঙ্গাপত্রী একপ্রকার শাকের নাম। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে গঙ্গাবতী এবং কর্ণাটী ভাষায় বট্টগাংধারী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পত্রী, সুগন্ধা ও গন্ধপত্রিকা। এই পাতা শুষ্ক হইলে, পচাপাতা নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক ও ব্রণরোপক।

গজকর্ণী।—গজকর্ণী একপ্রকার কন্দ। ইহার পাতার আকার হস্তি-কর্ণের ন্যায়। হিন্দীতে ইহাকে হস্তি-কর্ণা এবং মহারাষ্ট্রদেশে বহস্বীকন্দ কহে। ইহা তিক্ত-রস, মধুরবিপাক, উষ্ণবীর্য্য ও বাত-কফ-নাশক; এবং শীতজ্বর, পাণ্ডু, শোথ, ক্রিমি, প্লীহা, গুল্ম, আনাহ, উদর, গ্রহণী ও অর্শো-রোগে হিতকর।

গজপিপ্পলী।—(Scindaspus officinalis Syn. Pothos officinalis.) গজপিপ্পলীকে বাঙ্গালায় গজ-পিপুল এবং তেলেগুভাষায় গজপিপ্পলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—করি-পিপ্পলী, ইভকণা, কপিবল্লী, কপিল্লিকা, শ্রেয়সী, বসির, গজাহ্বা, কোলবল্লী, ইভোষণা, কুঞ্জরপিপ্পলী, গজোষণা, চব্যফল, চব্যজা, ছিদ্রবৈদেহী, দীর্ঘগ্রন্থি, তৈজসী, বর্ত্তুলী ও স্থূলবৈদেহী। ইহা পাকে মধুর, রুক্ষ, শীতল, মল-রোধক, দুষ্পাচ্য, বাতবর্দ্ধক ও রক্ত-পিত্তনাশক। গজপিপ্পলীর লতার নাম চই। চব্য শব্দে তাহার গুণাদি লিখিত হইয়াছে।

গজবল্লভা।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর গিরিকদলী, বাঙ্গালায় ইহা বুনোকলা নামে পরিচিত। (কদলী দ্রষ্টব্য।)

গজাশনা।—(Cannabis Sativa.) বাঙ্গালায় ইহাকে ভাঙ্গ এবং সিদ্ধি বলে। (সিদ্ধি দ্রষ্টব্য।)

গড়লবণ।—গড়লবণের অপর নাম সাম্ভর লবণ। ইহা সম্বর দেশে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে গড়লবণ ও সম্ভারী লবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শুভ্র, পৃথ্বীজ, গড়দেশজ, গড়োত্থ, মহারম্ভ, সাম্বর ও সম্বরোদ্ভব। গড়লবণ ঈষৎ অম্লযুক্ত লবণরস, উষ্ণ-বীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক ও কোষ্ঠ-শোধক;—এবং কফ, বায়ু ও অর্শো-রোগে উপকারক।

গড়ক।—একপ্রকার মৎস্যের নাম। সাধারণতঃ ইহা গড়ই মাছ এবং দেশভেদে ল্যাটা ও ছিঙ্গুড়ী মাছ নামে অভিহিত। এই মাছ মধুর-কষায়-রস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য এবং লঘু।

গড়িশ।—গড়িশ একপ্রকার মৎস্যের নাম। এই মৎস্য মধুর-রস, গুরুপাক, মলরোধক, বলকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

গণিকারিকা।—(Premna serratifolia. Syn.—P. Spinosa.) গণিকারিকার অপর নাম অগ্নিমন্থ। বাঙ্গালায় ইহাকে গণিয়ারী, এবং তেলেগু-ভাষায় চিরিনেল্লিচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শ্রীপর্ণ, অগ্নিমন্থ, জয়া, তেজোমন্থ, হবির্ম্মন্থ, জ্যোতিষ্ক, পাবক, অরণি, বহ্নিমন্থ, মথন, জয়, গিরিকর্ণিকা, পাবকারণি, অগ্নিমথন, তর্করী, বৈজয়ন্তিকা, অরণীকেতু, শ্রীপর্ণী, কণিকা, নাদেয়ী, বিজয়া, অনন্তা ও নদীজা। ইহা কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীর্য্য; এবং বায়ু, কফ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, মলবিষ্টম্ভ ও শ্রান্তির নিবারণকারক।

গণিকারী।—কোঙ্কনদেশে গণিকারী নামক একপ্রকার ফুল আছে; বাঙ্গালায় তাহাকে বাসন্তী ফুল এবং মহারাষ্ট্রদেশে গণেরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাঞ্চনিকা, কাঞ্চনপুষ্পী, গন্ধকুসুমা, অলিমোদা, বসন্তদূতী, বাসন্তী ও মদনমাদিনী। এই ফুল অতি সুরভি, কামোদ্দীপক ও ত্রিদোষনাশক এবং দাহ ও শোষ রোগে উপকারক।

গণ্ডগাত্র।—(Annona Squamosa.) গণ্ডগাত্রের অপর নাম আতাপি ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে আতা, নোনা, হিন্দীতে সরিফা এবং মহারাষ্ট্র দেশে শীতাফল কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, বাত-পিত্তনাশক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও পিপাসানাশক; এবং বমনের ও বমনবেগের নিবারক।

গণ্ডদূর্ব্বা।—গণ্ডদূর্ব্বাকে বাঙ্গালায় গেঁটে দূর্ব্বা, হিন্দীতে গাণ্ডরি ডুবিপাচ, মহারাষ্ট্র দেশে গণ্ডরদূর্ব্বা ও গাঢ়ী হরিয়ালী এবং কর্ণাট দেশে মীনগত্তে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গণ্ডালী, অতিতীব্রা, মৎস্যাক্ষী, গ্রন্থিলা, গ্রন্থিপর্ণী, বারুণী, মীননেত্রা, শ্যামগ্রন্থি, সূচীপত্রা, শ্যামকাণ্ডা, জলস্থা, শকুলাক্ষী, কলায়া ও চিত্রা। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, কটুবিপাক, শীতল, লঘু, মলরোধক ও লৌহদ্রাবক; এবং বাতপিত্তজ-জ্বর, দ্বন্দ্বদোষ, ভ্রম, তৃষ্ণা, শ্রম, দাহ, কফ, রক্তস্রাব ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

গন্ধক।—(Sulphur.) গন্ধক একপ্রকার উপধাতু; বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে গন্ধক কহে; পার্শী নাম গোগির্দ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—

গন্ধাশ্ম, সৌগন্ধিক, গন্ধিক, সুগন্ধিক, গন্ধপাষাণ, পামাঘ্ন, শুল্বারি, গন্ধী, গন্ধমোদন, পূতিগন্ধ, বর, সুগন্ধ, দিব্য-গন্ধ, গন্ধ, রসগন্ধক, কুষ্ঠারি, ক্রূরগন্ধ, কীটঘ্ন ও শরভূমিজ। রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে গন্ধক চারি-প্রকার। তন্মধ্যে ঔষধে পীত, বাহ্য-প্রয়োগে শ্বেত ও কৃষ্ণ এবং স্বর্ণাদির ভস্ম করিতে রক্তগন্ধক শ্রেষ্ঠ। সকল গন্ধকই কটু-কষায়-রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক ও রসায়ন; এবং কণ্ডু, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ুর হিতকর। অশোধিত গন্ধক অত্যন্ত অনিষ্টকারক। তাহা সেবন করিলে, কুষ্ঠ ও সন্তাপ জন্মে, এবং শরীরের রূপ, কান্তি, তেজ, বল, শুক্র ও পুষ্টি বিনষ্ট হয়। সুতরাং গন্ধক শোধন না করিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। (লৌহপাত্রে গন্ধক ও ঘৃত সমভাগে গলাইয়া, জলমিশ্রিত দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে; পরে ধৌত ও শুষ্ক করিয়া লইলেই, গন্ধক শুদ্ধ হইয়া থাকে।) শোধিত গন্ধক, জ্বর, কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগের নিবারণকারক, অগ্নিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও অতিশয় উষ্ণবীর্য্য।

গন্ধকোলিকা।—গন্ধকোলিকা গন্ধমালতীর ন্যায় একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। ইহা সুগন্ধি, তিক্তরস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও কফনাশক।

গন্ধখেড়ক।—গন্ধখেড়কের অপর নাম গন্ধবীরণ। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধবেণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গন্ধবীরণ, ভূতৃণ, রোহিষ, গোময়-প্রিয়, গন্ধতৃণ, সুগন্ধভূতৃণ, সুরস, সুরভি, সুগন্ধি ও মুখবাস। ইহা সুগন্ধি, ঈষৎ তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ ও রসায়ন; এবং কফ, পিত্ত ও শ্রান্তির শান্তিকারক।

গন্ধতুণ্ড।—বাঙ্গালায় ইহা পলাশ, পিপুল, গন্ধভাদুলি এবং গন্ধমুণ্ড-ঘেঁটু নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর পারীষাশ্বথ। হিন্দীতে ইহাকে গন্ধিরা-ভাঁট ও গজহুণ্ড কহে। ইহা স্নিগ্ধ, দুর্জ্জর, ক্রিমি, শুক্র এবং কফবর্দ্ধক।

গন্ধতৃণ।—(Andropogon Schœnanthus) গন্ধতৃণ একপ্রকার সুগন্ধি তৃণ। ধানগাছের মত ইহার গাছ। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধতৃণই কহে। ইহা সুগন্ধি, ঈষৎ তিক্ত-মধুর-রস, শীতবীর্য্য ও রসায়ন, এবং কফ, পিত্ত ও শ্রান্তির উপশমকারক।

* গন্ধনাকুলী।—(Ophioxylon Serpentinum.) গন্ধনাকুলী একপ্রকার কন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে সুগন্ধ-নাকুলী ও গন্ধ-রাস্না, এবং

* সর্পগন্ধা Rauwolfia Serp... for blood-pressure & ...

হিন্দীতে নাই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মহাসুগন্ধা, সুবহা, সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক্, বিষমর্দ্দনিকা, অহিমর্দ্দনী, বিষমর্দ্দনী, মহাহিগন্ধা ও অহিলতা। গন্ধনাকুলী কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক, ক্রিমিকারক, ব্রণনাশক ও জ্বরঘ্ন; এবং সর্প, বৃশ্চিক, ইন্দুর ও মাকড়সা প্রভৃতির বিষনিবারক।

গন্ধপত্র।—সুগন্ধি পত্রবিশেষকে গন্ধপত্র কহে। বাঙ্গালায় ইহার নাম পচাপাতা। ইহা শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। Pogostemon patchouli.

গন্ধপলাশী।—(Curcuma amhaldi zerumbet.) গন্ধপলাশী কাশ্মীরদেশ-প্রসিদ্ধ এক প্রকার গন্ধদ্রব্য। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধ-শটী ও আম-আদা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাপূর কাচরী ও আতুবেহলদ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্থূলাংশা, তিক্তকন্দিকা, বনজা, শটিকা, বধ্যা, তবক্ষীরী, একপত্রিকা, গন্ধপীতা, পলাশান্তা, গন্ধাঢ্যা, গন্ধপত্রিকা, দীর্ঘপত্রা, গন্ধনিশা, বেদমুখ্যা ও সুপাকিনী। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, অনুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, লঘু, মলনাশক, মুখপরিষ্কারক, বাত ও কফনাশক, পিত্তবর্দ্ধক এবং শোথ, কাস, বমি, শ্বাস, ব্রণ, শূল, হিক্কা ও গ্রহাবেশে উপকারক।

গন্ধপ্রিয়ঙ্গু।—গন্ধপ্রিয়ঙ্গু একপ্রকার প্রিয়ঙ্গুর নাম। হিন্দীতে ইহাকে ফুলপ্রিয়ঙ্গু এবং মহারাষ্ট্রদেশে গহুবলী কহে। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, তীক্ষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক ও কেশের উপকারক; এবং বায়ু, বমন, ভ্রম, দাহ, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, স্বেদ, কুষ্ঠ, তৃষ্ণা, গুল্ম, মেহ, মেদোরোগ, মুখের জড়তা ও বিষদোষে হিতকর। ইহার বীজ কষায়-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, ধারক, বলকারক, মলবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

গন্ধমাংসী।—(A kind of Indian spikenard.) গন্ধমাংসী একপ্রকার জটামাংসীর নাম। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে বহুলগন্ধ জটামাংসী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কেশী, ভূতজটা, পিশাচী, পিশাচিকী, পূতনা, ভূতকেশী, লোমশা, জটালা ও লঘুমাংসী। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, বর্ণবর্দ্ধক ও কফনাশক, এবং রক্তপিত্ত, কণ্ঠরোগ, ভূতজ্বর ও বিষদোষে উপকারক।

গন্ধমার্জার-বীর্য্য।—(The Civet Cat.) গন্ধমার্জার বাঙ্গালায় খটাশ নামে পরিচিত। ইহার অণ্ডে একপ্রকার কস্তুরী জন্মে, তাহাকে গন্ধমার্জার বীর্য্য বলে। ইহা সুগন্ধি, বীর্য্যবর্দ্ধক,

এবং কফ, বায়ু, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও নেত্র-রোগে হিতকর।

গন্ধশালি।—গন্ধশালি একপ্রকার সুগন্ধি শালিধান্য; বাঙ্গালায় ইহাকে কলমাশালি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কল্মাষ, গন্ধালু, কলমোত্তম, সুগন্ধি, গন্ধবহুল, সুরভি, গন্ধতণ্ডুল ও সুগন্ধিশালি। ইহা মধুর-রস, ঈষৎ বাত-কফবর্দ্ধক, বলকারক, অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, পুষ্টিকারক ও গর্ভস্থাপক, এবং পিত্ত, দাহ, অরুচি, শ্রম ও রক্তদোষের শান্তিকারক।

গন্ধশেখর।—ইহার বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত নামান্তর—মৃগনাভি ও কস্তুরী। (মৃগনাভি দ্রষ্টব্য)।

গম্ভারিকা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম; বাঙ্গালায় ইহাকে গামার গাছ বলে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, গুরুপাক, এবং শ্রম, শোথ, জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ ও বিষদোষে উপকারক। ইহার ফল মধুর-তিক্ত-রস, গুরুপাক, মলধারক, কেশের উপকারক, ধারক, মেধাবর্দ্ধক, এবং দাহ ও পিত্তনাশক। ইহার বীজের তৈল—মধুর-কষায়-রস এবং কফ ও পিত্তনাশক।

গরঘ্নী মৎস্য।—গরঘ্নী মৎস্যকে বাঙ্গালায় গরইমাছ কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বীর্য্যজনক এবং বাত-পিত্ত-কফনাশক।

গরবিষ।—নির্ব্বিষ পদার্থ অথবা অল্পবীর্য্য বিষ-পদার্থের সংমিশ্রণে যে কৃত্রিম বিষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গরবিষ কহে। গরবিষ সেবিত হইলে, রোগী পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ, অল্পাগ্নি এবং কাস, শ্বাস ও জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রবে আক্রান্ত হয়।

গরুড়শালি।—গরুড়শালি এক-প্রকার শালিধান্য। চলিত কথায় ইহাকে পক্ষিরাজ ধান কহে। ইহা গন্ধশালী, লঘুপাক ও কফ-পিত্ত-নাশক; এবং শ্বাস, শূল, গ্রহণী, গুল্ম ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

গর্গর মৎস্য।—(A kind of fish. Syn.—Pimelodusgagora.) গর্গর মৎস্যকে বাঙ্গালায় গাগর মাছ কহে। এই মাছ পীতবর্ণ, পৃষ্ঠের উপরে বহুরেখাযুক্ত, পিচ্ছিলাঙ্গ ও আঁইসযুক্ত। ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, বাতপিত্ত-নাশক ও কফবর্দ্ধক।

গর্জ্জর।—(A carrot.) গর্জ্জ-রের বাঙ্গালা নাম গাজর; মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে বাটুলা-মূলা ও বট্টমূলাঙ্গি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পিণ্ডমূল, পীতকন্দ, সুমূলক, স্বাদুমূল, সুপীত, নারঙ্গ ও পীতমূলক।

*গন্ধশালি = [illegible]

গাজর একপ্রকার কন্দ। ইহা ঈষৎ কটুযুক্ত মধুর-রস, রুচিকারক ও কফ-পিত্তনাশক ; এবং আধ্মান, ক্রিমি, শূল, দাহ ও তৃষ্ণার উপকারক।

গৰ্দ্দভ।—গৰ্দ্দভ একপ্রকার পশু; বাঙ্গালায় ইহাকে গাধা কহে। গাধার মাংস কিঞ্চিৎ গুরুপাক ও বলকারক। বন্যগৰ্দ্দভের মাংস রুচিকর, শৈত্যজনক, বলকারক ও বীর্য্যবৰ্দ্ধক ; গৰ্দ্দভের মূত্র কটু-তিক্ত-রস, ক্ষারগুণযুক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও অগ্নিবৰ্দ্ধক ; এবং কফ, মহাবাত, ভূতাবেশ, কম্পন, উন্মাদ, ক্রিমি ও গ্রহণীরোগের শান্তিকারক। গৰ্দ্দভের দুগ্ধ মধুরাম্ল-রস, রুক্ষ, অগ্নিবৰ্দ্ধক, বলকারক, এবং বায়ু ও শ্বাসের হিতকর। গৰ্দ্দভ-দুগ্ধের দধি মধুরাম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, পাচক, রুচিকারক ও বায়ুনাশক। গৰ্দ্দভদুগ্ধের নবনীত কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, বলজনক, মূত্রদোষকারক ও বাত-কফনাশক। গৰ্দ্দভ-দুগ্ধের ঘৃত কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, বলকারক, কফনাশক ও মূত্রদোষনিবারক।

গৰ্দ্দভাণ্ড।—(Hibiscus populneus.) বাঙ্গালায় ইহাকে পাকুড় গাছ ও গয়া-অশ্বত্থ কহে। (অশ্বত্থ দ্রষ্টব্য।)

গৰ্ভদাত্রী।—গৰ্ভদাত্রীর অপর নাম পুষ্পদাত্রী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পুত্রদা, প্রজাদা, অপত্যদা, সৃষ্টিপ্রদা, প্রাণিমাতা, তাপসদ্রুমসন্নিভা, এবং প্রাণদাতা। ইহা একপ্রকার গুল্ম-জাতীয় গাছ। গৰ্ভদাত্রী মধুর-রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক ও গৰ্ভজনক। ইহা স্ত্রীলোকদিগের রজোদোষ এবং দাহ ও শ্রান্তির উপশমকারক।

গম্মুঁটিকা।— গম্মুঁটিকাকে বাঙ্গালায় মাড়ুয়া ঘাস বা মাড়ুয়া ধান, হিন্দীতে জরড়ি, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় গোড়ালবণতৃণ কহে। ইহা মধুর-রস, শীতবীর্য্য, বিরেচক, রুচিকারক ও পশুদিগের দুগ্ধবৰ্দ্ধক, এবং দাহ ও রক্ত-দোষনিবারক।

গবয়।—গলকম্বলশূন্য গরুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার কূলেচর পশুকে গবয় কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, মধুর-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বলজনক, শুক্রবৰ্দ্ধক, পুষ্টিকারক, কাসনাশক, কফপিত্তজনক ও রতিশক্তিবৰ্দ্ধক।

গবাচী।—(Macrognathus pancalus.) গবাচীর অপর নাম পঙ্কাল মৎস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে

পাঁকাল মাছ কহে। ইহা গুরুপাক, অজীর্ণকারক এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

গবেধুকা।—(Coix barbara.) গবেধুকাকে বাঙ্গালায় দে-ধান, এবং হিন্দীতে গরহেডুয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গবেড়ু, গবেড়ুকা, গবেধু, কুম্ভ, ক্ষুদ্রা, গোজিহ্বা, গুন্দ্র ও গুন্থ। ইহা মধুর-কটু-রস, কফ-নাশক ও শরীরের কৃশতাকারক।

গাম্ভারী।—(Gmelina arborea.) গাম্ভারীকে বাঙ্গালায় গামার গাছ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে সীবনী এবং তেলেগু-ভাষায় গম্ভারী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সর্ব্বতোভদ্রা, কাশ্মরী, মধুপর্ণিকা, শ্রীপর্ণী, ভদ্রপর্ণী, কম্ভারিকা, ভদ্রা, গোপভদ্রিকা, কুমুদা, সদাভদ্রা, কৃষ্ণফলা, কটুফলা, কৃষ্ণবৃন্তিকা, কৃষ্ণবৃন্তা, হীরা, স্নিগ্ধপর্ণী, সুভদ্রা, কম্ভারী, ক্ষীরিণী, বিদারিণী, মহাভদ্রা, মধুভদ্রা, স্বল্পভদ্রা, কৃষ্ণা, অশ্বেতা, রোহিণী, গৃষ্টি, স্থূলত্বচা, মধুমতী, সুফলা, মোদিনী, মহাকুমুদা ও সুদৃঢ়ত্বচা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও মলভেদক; এবং ভ্রম, শোষ, তৃষ্ণা, আমশূল, জ্বর, অর্শঃ, দাহ ও বিষদোষে উপকারক। গাম্ভারীর পক্ক ফল মধুর-তিক্ত-রস, পাকে স্বাদু, গুরুপাক, মলরোধক, শীতল, স্নিগ্ধ, রসায়ন, মূত্রপরিষ্কারক, কেশের উপকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, ক্ষত, ক্ষয়, ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগে হিতকারক। গাম্ভারীর মূল অতিশয় উষ্ণ এবং চিত্ত বিকারে উপকারক। বীজের তৈল মধুর-কষায়-রস, ও কফ-পিত্তনাশক।

গিরিকদলী।—পর্ব্বতজাত কদলীকে পাহাড়ে কলা বা দয়াকলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গিরিরম্ভা, পর্ব্বতমোচা, অরণ্যকদল, বহুবীজা, বনরম্ভা, গিরিজা ও গজবল্লভা। এই কলা মধুর-রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, দুর্জ্জর, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, রুচিজনক, এবং তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ ও শোষরোগে হিতকারক।

গিরিকর্ণী।—কাল অপরাজিতার নাম গিরিকর্ণী। ইহার অপর নাম কৃষ্ণাপরাজিতা। ইহা তিক্তরস, শীতল, ত্রিদোষনাশক, পিত্তজনিত উপদ্রবনিবারক, চক্ষুর হিতকর এবং বিষদোষনাশক।

গুগ্গুলু।—(Balsamodendron mukul.) গুগ্গুলুকে বাঙ্গালায় গুগ্গুল এবং তেলেগু-ভাষায় গুগ্গিলমুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কুম্ভ, উলূখলক, কৌশিক, পুর, কুম্ভোলু, কুম্ভোলুখলক, গুগ্গুল, জটায়ু,

কালনির্য্যাস, দেবধূপ, সর্ব্বসহ, মহিষাক্ষ, পলঙ্কষা, উষ, উদূখলক, কুম্ভী, উদ্দীপ্র, যবনদ্বিষ্ট, ভবাভীষ্ট, নিশাটক, জটাল, পুট, ভূতহর, শিব, শাম্ভব, দুর্গ, যাতুঘ্ন, মহিষাক্ষক, দেবেষ্ট, মরুদিষ্ট, রক্ষোহা, রুক্ষগন্ধক ও দিব্য। গুগ্‌গুলু এক-প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। সাধারণ গুগ্‌গুলু, কর্ণগুগ্‌গুলু, ভূমিজ গুগ্‌গুলু-ভেদে গুগ্‌গুলু তিনপ্রকার। আবার মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য নামভেদেও গুগ্‌গুলু পাঁচপ্রকার; তন্মধ্যে অঞ্জন বা ভ্রমরের ন্যায় বর্ণের গুগ্‌গুলু—মহিষাক্ষ, অত্যন্ত নীলবর্ণ গুগ্‌গুলু—মহানীল, কুমুদের ন্যায় বর্ণ-যুক্ত গুগ্‌গুলু—কুমুদ, মাণিকের ন্যায় বর্ণযুক্ত গুগ্‌গুলু—পদ্ম, এবং স্বর্ণবর্ণ গুগ্‌গুলু—হিরণ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গুগ্‌গুলু শোধন করিয়া ঔষধা-দিতে ব্যবহার করিতে হয়। দশমূলের কাথের সহিত দোলাযন্ত্রে সিদ্ধ করিয়া ও ছাঁকিয়া, ঘৃতমিশ্রিত এবং শুষ্ক করিয়া লইলেই গুগ্‌গুলু শুদ্ধ হয়। গুগ্‌গুলু কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধি, পিচ্ছিল, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও রসায়ন; এবং কফ, বায়ু, কাস, ক্রিমি, বাতোদর, প্লীহা, শোথ ও অর্শোরোগের শান্তি-কারক। গুগ্‌গুলু নূতনই উৎকৃষ্ট, পুরা-তন হইলে বীর্য্যহীন ও বমনকারক হয়।

গুচ্ছকন্দ।—গুচ্ছকন্দের চলিত নাম তৈলসাক। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে কুলীহালু এবং কর্ণাট দেশে নুকুলিয়া-গড্ডে কহে। গুচ্ছকন্দ একপ্রকার খাদ্য কন্দ। ইহা মধুর-রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও দাহনাশক।

গুচ্ছকরঞ্জ।—গুচ্ছকরঞ্জ এক-প্রকার করঞ্জের ভেদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্নিগ্ধদল, গুচ্ছপুষ্পক, নন্দী, গুচ্ছী, স্নিগ্ধপত্রক, সানন্দ ও দন্তধাবন। ইহা কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীর্য্য; এবং বায়ু, কণ্ডূ, বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ, ত্বগ্‌দোষ ও বিষদোষে উপকারক।

গুঞ্জা।—(Abrus precatorius.) গুঞ্জাকে চলিত কথায় কুঁচ, হিন্দীতে শোণকাঁইচ ও চিরমিতি, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে গুলুগুঞ্জে ও এরড়ু এবং উৎকল ভাষায় রুঞ্জ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গুঞ্জিকা, কাকচিঞ্চী, কৃষ্ণলা, সাঙ্গুষ্ঠা, রক্তিকা, কাকণন্তিকা, কাকাদনী, কাকতিক্তা, কাকজঙ্ঘা, শিখণ্ডিনী, কাকতুণ্ডিকা, রুক্ষা, কনীচি, কাকা, কাকিনী, কাকজিঞ্জা, কৃষ্ণলক, কাকিণী, কাঞ্চী, চূড়ামণি, সৌম্যা, শিখণ্ডী, অরুণা, তাম্রিকা, শীতপাকী, উচ্চটা, কৃষ্ণচূড়িকা, রক্তা, কম্বোজী, ভিল্লভূষণা, বন্যা, শ্যামলচূড়া ও কাক-চিঞ্চিকা। শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে গুঞ্জা

দুইপ্রকার। উভয় গুঞ্জাফলই তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, কেশের উপকারক ও হাঁচিজনক; এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা, মদ, কণ্ডু, ব্রণ, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক), রক্ত ও শ্বেতকুষ্ঠ, নেত্ররোগ, ও শিরোরোগে হিতকর। গুঞ্জামূল উপবিষজাতীয় বিষাক্ত পদার্থ; ইহা সেবনে বমন হইয়া থাকে। গুঞ্জালতার পত্র শূল ও বিষদোষ নিবারক।

গুড়।—ইক্ষুরস বা খেজুররস অগ্নি-জ্বালে ঘনীভূত হইলে তাহাকে গুড় কহে। সংস্কৃত নাম—ইক্ষুসার, মধুর, রসপাকজ, খণ্ডজ, দ্রবজ, সিক্ত, মোদক, অমৃতসারজ, শিশুপ্রিয়, সিতাদি, অরুণ, রসজ, ইক্ষুরসকাথ, গণ্ডোল, মধুবীজক, গুল, স্বাদুখণ্ড ও স্বাদু। গুড় মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, ক্রিমি-জনক, কফবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও মূত্র-শোধক। অপরিষ্কৃত গুড় সেবন করিলে, মেদঃ, মাংস, ক্রিমি ও শ্লেষ্মার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। নূতন গুড় অপেক্ষা পুরাতন গুড় অধিক গুণবিশিষ্ট। পুরাতন গুড় লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বলজনক, রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক; এবং অরোচক, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, পাণ্ডু ও বায়ু-রোগে হিতকর। ইহা শ্লেষ্মবর্দ্ধক নহে।

গুড়খণ্ড।—সাধারণতঃ গুড়খণ্ডকে খাঁড়গুড় এবং পাটালি কহে। ইহা মধুর-রস, ঈষৎ শীতল, বৃষ্য, বলকারক, রুচিজনক এবং বাত-পিত্তনাশক।

গুড়ত্বক্।—(Cinnamon zeylanicum.) গুড়ত্বকের বাঙ্গালা নাম দারুচিনি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সূৎকট, ভৃঙ্গ, ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গক, ত্বচ, চোল, ত্বচাপত্র, হৃদ্য, সুরভিবল্কল, উৎকট, চোচ, গুড়ত্বচ্, ত্বক্ ও পত্র। ইহা একপ্রকার গাছের ছাল। দারু-চিনি মধুর-কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু-পাক, রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক ও শুক্রনাশক; এবং অরুচি, কণ্ডু, বস্তিদোষ, অর্শঃ, ক্রিমি, পীনস, আমবাত, কফ ও বায়ুরোগের উপশমকারক।

গুড়ূচী।—(Tinospora cordifolia.) Cocculus Cordifolius গুড়ূচী একপ্রকার লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে গুলঞ্চ, হিন্দীতে গুড়চ ও ঘড়ঞ্চ, মহারাষ্ট্রদেশে গুলবেলি, কর্ণাটদেশে অমরদবেলি, তেলেগু-ভাষায় তিপ্পতোগে, কান্যকুব্জে গুলঞ্চী এবং গুর্জ্জরদেশে গলো কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বৎসাদনী, ছিন্নরুহা, তন্ত্রিকা, অমৃতা, জীবন্তিকা, সোমবল্লী, বিশল্যা, মধুপর্ণী, গুড়ূচী, বাতরক্তারি, পামরোদ্ধরা, পিত্তঘ্নী, উদ্ধারা, তন্ত্রী, নির্জ্জরা, কুণ্ডলী,

চক্রলক্ষণা, অমৃতবল্লী, বরা, জ্বরারি, শ্যামা, সুরকৃতা, মধুপর্ণিকা, ছিন্নোদ্ভবা, অমৃতলতা, রসায়নী, ছিন্না, সোমলতিকা, ভিষক্‌প্রিয়া, কুণ্ডলিনী, বয়ঃস্থা, নাগকুমারিকা, ছদ্মিকা, চন্দ্রহাসা ও অমৃতসম্ভবা। (গুলঞ্চ কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মধুরপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রসায়ন, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, ও বলকারক; এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, আমদোষ, পিপাসা, দাহ, পাণ্ডু, কাস, কামলা, কুষ্ঠ, মেদোদোষ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, শ্বাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও হৃদ্রোগের উপশমকারক। গুলঞ্চের পাতা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মধুর-বিপাক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, জ্বরনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও মলরোধক; এবং দাহ, তৃষ্ণা, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু ও কুষ্ঠের শান্তিকারক।)

গুণ্ড।—(Scirpus kysoor.) গুণ্ডের নামান্তর কসেরু তৃণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাণ্ডগুণ্ড, দীর্ঘকাণ্ড, ত্রিকোণক, ছত্রগুচ্ছ, অসিপত্র, নীলপত্র, ও ত্রিধারক। এই তৃণের কন্দ বা মূলের নাম কসেরু; বাঙ্গালায় ইহা কেশুর, মহারাষ্ট্রদেশে বলহাতীনি, কর্ণাটদেশে মূরুগেরু এবং দেশান্তরে চলিত কথায় কেউটি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ছোট বড় ও গোলাকারভেদে কেশুর তিনপ্রকার। সকল প্রকার কেশুরই মধুর-রস, শীতল এবং কফ, পিত্ত, অতিসার, দাহ ও রক্তদোষে হিতকর। যে কেশুরের মধ্যদেশ মোটা, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণশালী।

গুণ্ডালা।—গুণ্ডালা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মজাতীয় গাছ। ইহাকে গুঁড়ালা ও গোঁড়াল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জলোদ্ভবা, গুচ্ছবধ্রা বা জলাশয়া। গুণ্ডালা—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, শোথনাশক এবং ব্রণনিবারক।

গুণ্ডাসিনী।—গুণ্ডাসিনীও একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গুণ্ডালা, গুড়ালা, গুচ্ছমূলিকা, চিপিটা, তৃণপত্রী, যবাসা, পৃথুলা ও বিষ্টরা। এই তৃণ কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য ও পশুদিগের প্রাণনাশক, এবং দাহ, পিত্ত, শ্রান্তি, শোথ ও ব্রণরোগের নিবারণকারক।

গুন্দ্র।—গুন্দ্রের অপর নাম শর। দেশভেদে ইহাকে গোঁদপটের কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পটরক, অচ্ছ, ও শৃঙ্গবেরাহ্বমূলক। গুন্দ্র একপ্রকার শরগাছ। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্তন্যবর্দ্ধক, মূত্র-শোধক ও রজোদোষনাশক; এবং রক্ত-পিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকারক।

গুলঞ্চকন্দ।—বাঙ্গালায় ইহাকে কুলী বলে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর গুচ্ছকন্দ। ইহা মধুর-রস, শীতল, সন্তর্পণ, বৃষ্য এবং দাহনাশক।

গুবাক।—(Areca catechu.) গুবাককে বাঙ্গালা ভাষায় সুপারী, হিন্দী ভাষায় সুপারী ও গুয়া, মহারাষ্ট্রদেশে পোকল, এবং উৎকল-ভাষায় গুয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঘোণ্টা, পূগ, ক্রমুকী, খপুর, গুবাক, কপীতন, ক্রমু, ক্রমুকী, পূগ-বৃক্ষ, দীর্ঘপাদপ, দৃঢ়বল্কল, বল্কতরু, চিক্কণ, পূগী, অকোট, তন্তুসার, সুরঞ্জন, গোপদল, রাজতাল, ছটাফল, কহুমট্ট, চিক্কণী, চিক্কা, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ক, উদ্বেগ ও পূগীফল। সুপারী-ফল কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মত্ততাজনক, মুখের বিরসতানাশক, ক্রিমিনিবারক, সঙ্কোচক ও কফ-পিত্তনাশক। ভিজা সুপারী গুরুপাক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, অগ্নিনাশক ও দৃষ্টিশক্তির হানিকারক। সিদ্ধ সুপারী ত্রিদোষ নাশক। কাঁচা সুপারী কষায়রস, বিরেচক, মুখ-কণ্ঠের শোধক ও উদরের আধ্মানজনক; এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, ও আমদোষের উপশমকারক। শুষ্ক সুপারী বিরেচক, পাচক, রুচিকারক, ও কণ্ঠশোধক। সুপারীর ফুল মধুর-কষায়-রস ও গুরুপাক। সুপারীর মাথি (মাথার মধ্যস্থিত কোমল পল্লব) মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, বলকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, মূত্ররোগনাশক, মলভেদক ও মত্ততাকারক। সুপারির নির্য্যাস—অম্লরস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, গুরু-পাক, উষ্ণবীর্য্য, মত্ততাজনক, বায়ু-নাশক, ও পিত্তবর্দ্ধক।

গুহাশয়।—সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি যেসকল জীব গুহায় বাস করে, তাহাদিগকে গুহাশয় কহে। গুহাশয় জীবের মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকারক ও বায়ু-নাশক; এবং অর্শঃ, ক্ষয় ও নেত্ররোগে হিতকর।

গৃঞ্জন, গৃঞ্জনক।—ইহা রক্ত-মূলক নামেও অভিহিত হয়। ইহার বাঙ্গালা নাম শালগম; হিন্দী নাম গাজর, মহারাষ্ট্রীয় নাম সেঠিমূল এবং কর্ণাটদেশীয় নাম চণ্ডি কয়মূলঙ্গি। ইহা দুর্গন্ধ, কটুরস, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদ্য এবং কফ, বাত ও গুল্মনাশক।

গৃহচটক।—বাঙ্গালায় ইহা গ্রাম্য চড়াই নামে পরিচিত। ইহার মাংস বৃষ্য এবং বল ও অগ্নিবর্দ্ধক।

গৈরিক।—গৈরিকের বাঙ্গালা নাম গিরিমাটী। হিন্দীতে ইহাকে গেরু ও সুবর্ণগেরু কহে। গৈরিক ও

স্বর্ণগৈরিক ভেদে গিরিমাটী দুইপ্রকার। গৈরিকের সংস্কৃত পর্য্যায়—রক্তধাতু, গিরিধাতু, গবেধুক, ধাতু, সুরঙ্গধাতু, গিরিমৃদ্ভব, বনালক্ত, গবেরুক, প্রত্যশ্ম, গিরিমৃৎ, লোহিতমৃত্তিকা ও গিরিজ। স্বর্ণ-গৈরিকের সংস্কৃত পর্য্যায়—সুবর্ণ-গৈরিক, স্বর্ণধাতু, সুরক্তক, সন্ধ্যাভ্র ও বভ্রু-ধাতু। উভয়ের মধ্যে স্বর্ণ-গৈরিক কিঞ্চিৎ পীতাভবর্ণ; তাহা অপেক্ষা গৈরিক অধিক রক্তবর্ণ। দুইপ্রকার গিরিমাটীই মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ ও দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক, এবং দাহ, পিত্ত, কফ, হিক্কা, রক্তস্রাব ও বিষদোষ-নিবারক। গিরিমাটী শোধন করিয়া, ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমতঃ জামীরের রসে ৭ দিন ভিজাইয়া, পরে গরম জলে ধুইয়া লইলেই, গিরিমাটী শুদ্ধ হইয়া থাকে।

গোকর্ণ।—গোকর্ণ একপ্রকার কূলেচর মৃগ। চলিত কথায় ইহাকে গো-হরিণ কহে। ইহার মাংস কোমল, মধুর-রস, মধুর-বিপাক, স্নিগ্ধ, কফ-নাশক ও রক্ত-পিত্ত-নিবারক।

গোকর্ণিকা।—গোকর্ণিকা এক প্রকার কাল অপরাজিতার নাম। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, বিরেচক, বুদ্ধিজনক ও চক্ষুর হিতকর; এবং ত্রিদোষ, শিরঃশূল, শূল, দাহ, কুষ্ঠ, শোথ, পিত্ত, ক্রিমি, কফ, ব্রণ ও বিষ-দোষের উপশমকারক।

গোজিহ্বা।—(Elephantopus scaber.) গোজিহ্বা একপ্রকার শাকের নাম। ইহার অপর নাম দারিয়াশাক। হিন্দীতে ইহাকে পাথরী, গোভী, দাড়ীশাক ও গোজিয়ালতা, এবং তেলেগুভাষায় যেট্টুনাকলচেট্টু ও ভরিলিকচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—দার্ব্বিকা, কুরসা, দার্ব্বিপত্রিকা, দার্ব্বী, গোজিহ্বিকা, খরপত্রী, বাতোনা, অধোমুখা, অধঃ-পুষ্পী ও অনডুজিহ্বা। গোজিহ্বা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, শীতল, লঘু, মলরোধক, বাতবর্দ্ধক ও কফ-পিত্ত-নিবারক, এবং প্রমেহ, কাস, রক্ত, ব্রণ, জ্বর ও দন্তবিষের শান্তি-কারক। গোজিহ্বার কোমলপত্র মধুর-কষায়-তিক্ত-রস এবং মধুরবিপাক।

গোদাবরী-জল।—গোদাবরী বিন্ধ্যপর্ব্বতজাত একটী নদী। এই নদীর জল পথ্য, বাতজনিত ও পিত্ত-জনিত রোগের নিবারক, রক্তদোষ-নাশক, অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক এবং কুষ্ঠাদি দুষ্ট রোগের উপশমকারক।

গোদুগ্ধ।—গাভীর দুগ্ধের নাম গোদুগ্ধ। ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, রুচি-কারক, পথ্য, কান্তিজনক, বল, পুষ্টি

ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক, রসায়ন ও মেধাবৃদ্ধিকারক, এবং বাতপিত্ত, রক্ত-দোষ, ত্রিদোষ, হৃদ্রোগ ও বিষদোষের নিবারক। যে সকল গাভীর বাছুর গাভীর বর্ণের সহিত সমান-বর্ণ, অথবা যে সকল গাভীর বর্ণ শাদা বা কাল, এবং যাহাদের শিং উন্নত, তাহাদের দুগ্ধ উৎকৃষ্ট। যে গাভীর বৎস মরিয়া যায়, অথবা যাহাদের বাছুর অতি শিশু, তাহাদের দুগ্ধ নিকৃষ্ট। অতি প্রত্যূষে দুগ্ধ দোহন করিলে সে দুগ্ধ অতিশয় গুরুপাক, দুর্জ্জর ও বিষ্টম্ভী হয়; এই জন্য সূর্য্যোদয়ের পর অথবা একপ্রহর বেলার পর দোহন করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করা উচিত।

গোদুগ্ধজাত দধি,—অম্ল-মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, বলকারক, গুরুপাক, অরুচিনাশক, ও বায়ুরোগ-নিবারক; এবং মেদঃ, শুক্র, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, অগ্নি ও শোথের বৃদ্ধিকারক। গোদুগ্ধের নবনীত সর্ব্বদোষনাশক, বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। গব্যঘৃত মধুরবিপাক, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, পিত্তনাশক, শ্রান্তিনিবারক, দেহের স্থিরতাকারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং বল, মেধা, বুদ্ধি, কান্তি ও স্মৃতির বৃদ্ধিকারক। গোদুগ্ধজাত তক্র (ঘোল),—মধুর-অম্ল-রস, বিষদোষনাশক, উত্তম পথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, ও রুচিকারক এবং গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, ও উদররোগে বিশেষ উপকারক।

গোধা।—গোধা একপ্রকার সরী-সৃপজাতীয় জীব। বাঙ্গালায় ইহাকে গোসাপ এবং হিন্দীতে গোহী কহে। গোসাপ জলজ ও স্থলজ ভেদে দুই-প্রকার। উভয় গোসাপের মাংস কটু-কষায়-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, বলকারক, ও রক্তজনক, এবং বাত, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও অর্শোরোগে হিতকারক।

গোধাপদী।—(Vitis pedeta. Syn.—Cissus Pedatus.) গোধাপদীর অপর নাম হংসপদী। বাঙ্গালায় ইহাকে গোয়ালে-লতা এবং তেলেগু-ভাষায় হংসপাদিচেট্টু কহে। গোধাপদীর সংস্কৃত পর্য্যায়—সুবহা, হংসপদী, গোধাঙ্ঘ্রি, ত্রিফলা, ত্রিপদী, মধুস্রবা, হংসপাদী, গোধাপাদিকা, হংসবতী, চিত্রপদা, কীটমাতা, হংসপদিকা, হংসাঙ্ঘ্রি, রক্তপাদী, ত্রিপদা, ঘৃতমণ্ডলিকা, বিশ্ব-গ্রন্থি, ত্রিপাদিকা, ত্রিপাদী, কীটমারী, কর্ণাটী, তাম্রপাদী, বিক্রান্তা, ব্রহ্মাদনী, পদাঙ্গী, শীতাঙ্গী, সুতপাদিকা, সঞ্চারিণী, পাদিকা, প্রহ্লাদী, কীটপাদিকা ও ধার্ত্তরাষ্ট্রপদী। ইহা কটুরস, শীতল, গুরুপাক ও রসায়ন,

এবং বিষদোষ, ভূতাবেশ, ভ্রান্তি, অপস্মার, বিসর্প, দাহ, অতিসার ও অগ্নিরোহিণীরোগে উপকারক। ইহার পাতা ক্ষতের উপর বাঁধিয়া রাখিলে, সকলপ্রকার ক্ষত নিবারিত হয়।

গোধূম।—(Triticum vulgare. Common wheat.) গোধূম একপ্রকার শস্য, ইহা শূকধান্যজাতীয়। বাঙ্গালায় ইহাকে গম, হিন্দীতে গেঁহু, এবং তেলেগু ভাষায় গাধুমতু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সুমন, গোধূম, বহুদুগ্ধ, অপূপ, ম্লেচ্ছভোজন, নিস্তুষক্ষীর, রসাল ও সুমনা। গোধূম তিনপ্রকার - যথা— মহাগোধূম, মধূলী ও নন্দীমুখ বা নিঃশূক-গোধূম। সকল গোধূমই ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বিরেচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, দেহের স্থিরতাকারক, আয়ুর্বর্দ্ধক, রুচিকর, বাত-পিত্তনাশক এবং ভগ্নস্থানের সংযোজক। নূতন গোধূম আম ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক। গোধূমের কাঁজি রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, শূলনিবারক, কফঘ্ন ও বায়ুনাশক এবং আমদোষ, দাহ ও শ্রান্তিনিবারক।

গোধূমক্ষীরিকা।—গোধূমের পায়স, অর্থাৎ সুজির পায়সকে গোধূমক্ষীরিকা কহে। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তনাশক এবং বাত-কফবর্দ্ধক।

গোপাল-কর্কটী।—গোপাল-কর্কটীকে বাঙ্গালায় কুন্দরুকী, কেন্দুড়া, এবং হিন্দীতে গোরুভবা ও গোয়াল-কাঁকড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বন্ধ্যা, গোপকর্কটিকা, ক্ষুদ্রেবর্বারু, ক্ষুদ্রফলা, গোপালী ও ক্ষুদ্রচির্ভিটা। ইহা মধুর-রস, শীতল ও পিত্তনাশক; এবং মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, মেহ, দাহ ও শোষরোগে উপকারক।

গোমাংস।—গোমাংস অত্যন্ত গুরুপাক; কেবল তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির ভোজনের যোগ্য। ইহা শ্রান্তিনাশক ও বায়ু-নিবারক, এবং বিষমজ্বর, পীনস, শুষ্ক কাস, মাংসক্ষয়, শ্বাস ও প্রতিশ্যায় রোগে হিতকর।

গোমূত্র।—চলিত কথায় গোমূত্রকে গোচোনা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গোজল, গোহস্ত, গোনিষ্যন্দ ও গোদ্রব। গোমূত্র ব্যবহার করিতে হইলে, গাভীর মূত্র গ্রহণ করিতে হয়। গোমূত্র—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণযুক্ত, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাত-পিত্ত-কফনাশক; এবং শূল, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ, কণ্ডু, নেত্ররোগ, মুখরোগ, শ্বিত্র, কিলাস, কুষ্ঠ, শ্বাস, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অতি-

সার, মূত্ররোধ, ক্রিমি, প্লীহা, মলরোধ ও ত্বগ্‌দোষনিবারক। গোমূত্র কর্ণমধ্যে পূরণ করিলে, কর্ণশূলের শান্তি হইয়া থাকে।

গোমূত্রিকা।— গোমূত্রিকা একপ্রকার তৃণের নাম। পশ্চিমদেশে ইহা তাঁবড় ও গোঢ়বি নামে প্রসিদ্ধ। ইহা রক্তবর্ণ, মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক এবং গাভীদিগের বলবর্দ্ধক।

গোমেদ।—গোমেদ একপ্রকার রক্তবর্ণ মণি। ইহা উপরত্ন-জাতীয়। বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি অনেক ভাষায় ইহা গোমেদ নামেই অভিহিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পীতরত্ন, বাহুরত্ন, তমোমণি, স্বর্ভানব ও পিণ্ডস্ফটিক। গোমেদ অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বাত-প্রকোপনাশক এবং ধারণে পাপনাশক। শোধন ও মারণ ক্রিয়া না করিয়া, ইহা ঔষধাদিতে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। গোরোচনার সহিত, অথবা জয়ন্তী-পাতার রসের সহিত, দোলাযন্ত্রে পাক করিলে, ইহা শুদ্ধ হয়, এবং তৎপরে গজপুটে পোড়াইয়া লইলেই, ইহা মারিত হইয়া থাকে। Zircon,

গোরক্ষতণ্ডুলা। — Hedysarum logopodioides.)—ইহা গোরক্ষচাকুলে নামে পরিচিত। (অতিবলা দ্রষ্টব্য।)

গোরক্ষতুম্বী।—গোরক্ষতুম্বীর বাঙ্গালা নাম গোল লাউ। দেশভেদে ইহাকে কুম্ভতুম্বী, অথবা গোরবতুম্বী, গোরখদ্দিকে কহে। এই লাউ মধুররস, পিত্তনাশক, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক ও সন্তর্পণ, এবং বীর্য্য, পুষ্টি ও বলের বৃদ্ধিকারক।

গোরক্ষদুগ্ধা।—ইহা ক্ষুদ্রগুল্ম জাতীয় একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গোরক্ষী, তাম্রদুগ্ধা, রসায়নী, বহুপত্রা, অমৃতা, জীবা ও অমৃতসঞ্জীবনী। ইহা মধুর-রস, শীতল ও শুক্রবর্দ্ধক।

গোরক্ষী।—গোরক্ষী মালবদেশে জাত একপ্রকার বড় গুল্মজাতীয় গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সর্পদণ্ডী, দীর্ঘদণ্ডী, সুদণ্ডিকা, চিত্রলা, গন্ধবহুলা, গোপালী ও পঞ্চপর্ণিকা। ইহা মধুর-তিক্ত রস, শীতল ও পিত্তনাশক; এবং দাহ, বিস্ফোটক, বমন, জ্বর ও অতিসার রোগে হিতকর।

গোরোচনা।—কোন কোন গরুর মস্তকের মধ্যে একপ্রকার শুষ্ক পিত্ত জমিয়া থাকে; তাহাকেই গোরোচনা কহে। কেহ কেহ বলেন—গোরোচনা গোমূত্র হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বন্দনীয়া, বন্দ্যা, রোচনা, রুচি, শোভা, রুচিরা,

শোভনা, গুগুা, গৌরী, রোচনী, পিঙ্গা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, শিবা, পীতা, গৌতমী, গব্যা, চন্দনীয়া, কাঞ্চনী, মেধ্যা, মনোরমা, শ্যামা ও রমা। গোরোচনা তিক্তরস, শীতল, পাচক ও রুচি-কারক; এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ, ভূতগ্রহ, গ্রহোন্মাদ, গর্ভস্রাব, ক্ষত ও রক্তস্রাবের নিবারক।

গোলোমিকা।—(Corydalis Govaniana.) গোলোমিকাকে বাঙ্গালায় গন্ধল এবং হিন্দীতে পাথরী ও হট্গিরে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গোধূমী, গোজা, ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা, গোলোমিকা, গোসম্ভবা, প্রস্তরিণী, ও গোলোমী। গোলোমী একপ্রকার গুল্ম-জাতীয় ক্ষুদ্র গাছ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, ত্রিদোষনাশক এবং আমদোষ-নিবারক।

গোক্ষুর।—(Tribulus terres-tris Syn.—T. Lanuginosus.) গোক্ষুর—বাঙ্গালায় গোক্ষুর ও গোখরী, হিন্দীতে গোক্ষুর-শূল এবং উৎকল-ভাষায় গোখুরা, বেড়েলী, সরাটী ও গোখরু নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ত্রিকণ্ট, স্থলশৃঙ্গাট, গোকণ্ট, ত্রিকণ্টক, ত্রিপুট, কণ্টকফল, ক্ষুর, গোক্ষুরক, পলঙ্কষা, ইক্ষুগন্ধা, শ্বদংষ্ট্রা, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, বকশৃঙ্গাট, গোখুরি, বিকণ্টক, গোখুর, ত্রিকট, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ষড়ঙ্গ, ও কণ্টী। গোক্ষুর একপ্রকার ক্ষুদ্র লতা; ইহার ফল গোরুর খুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং তিনটী কাঁটাযুক্ত। ইহা ছোট বড় ভেদে দুইপ্রকার; গোক্ষুর মধুর-রস, শীতল, বলকারক, পুষ্টিজনক, রসায়ন, অগ্নি-বর্দ্ধক, বস্তিশোধক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, বিদাহ ও বায়ুরোগের শান্তি-কারক। গোক্ষুরের বীজ শীতল, মূত্র-কারক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং শুক্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শোথরোগের নিবারক। গোক্ষুরের পাতা তিক্তরস, শুক্রবর্দ্ধক ও স্রোতঃশোধক। গোক্ষুরের ক্ষার মধুর-রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও স্রোতোরোধনিবারক।

গৌড়সীধু।—গুড় হইতে প্রস্তুত তীক্ষ্ণ মদ্যবিশেষকে গৌড়সীধু কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, পাচক ও অগ্নি-বর্দ্ধক।

গৌড়াসব।—গুড় হইতে প্রস্তুত আসবকে গৌড়াসব কহে। গুড় ও ধাইফুল একত্র পচাইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। গৌড়াসব অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক, এবং মূত্র-বিরেচক।

গৌড়ী।—গুড়ের মদ্যকে গৌড়ী কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম বারুণী।

ইহা মধুর-অম্ল-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ু-নাশক, পিত্তবর্দ্ধক, কান্তিজনক, তৃপ্তি-কারক ও মলভেদক ; এবং শূল, অজীর্ণ, পাণ্ডু, অর্শঃ ও শ্বাসরোগে উপকারক।

গৌরচণক।—গৌরচণককে বাঙ্গালায় শাদা ছোলা বা কাবলি-বুট, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্বেত-চণা, ও কর্ণাট দেশে বিলিয়কড়লে কহে। শাদা ছোলা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, বায়ুকর ও পিত্তনাশক।

গৌরজীরক।—গৌরজীরকের অপর নাম শ্বেতজীরক। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা জীরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অজাজী, শ্বেতজীরক, কণাহ্বা, কণা, সিতদীপ্য, দীর্ঘকণা, সিতাজাজী ও গৌরাজাজী। ইহা মধুর-কটু-রস, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও চক্ষুর হিতকর, এবং ক্রিমি, আধ্মান ও বিষদোষে উপকারক।

গৌরষষ্টিক।—শ্বেতবর্ণ ষেটে-ধানকে গৌরষষ্টিক কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক ও দোষনাশক এবং বল, পুষ্টি ও বীর্য্যের বৃদ্ধিকারক।

গৌরসর্ষপ।—(Brassica juncea. Syn.—Sinapis romasa.) গৌরসর্ষপ অর্থাৎ শ্বেতসর্ষপকে বাঙ্গালায় শ্বেতসরিষা ও রাই, হিন্দীতে রাই এবং তেলেগুভাষায় তেল্লাবালু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গৌর, অনর্থ, সিদ্ধার্থ, ভূতনাশক, কটুস্নেহ, গ্রহঘ্ন, কণ্ডুঘ্ন, রাজিকাফল, গুরুঘ্ন, তীক্ষ্ণ, খুরাধর্ষ্য, রক্ষোঘ্ন, কুষ্ঠনাশন, সিদ্ধ-প্রয়োজন, সিদ্ধসাধন ও সিতসর্ষপ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও রক্তপিত্তকারক, এবং কফ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি, বাতরক্ত, গ্রহদোষ, ত্বগ্দোষ, বিষদোষ ও ব্রণরোগে উপকারক। রাইসরিষার বাহ্য-প্রয়োগে ফোস্কা হয়, এবং তাহা দ্বারা যকৃৎ, প্লীহা ও বাত-বেদনাদির শান্তি হইয়া থাকে।

গৌর সুবর্ণশাক।—ইহা এক-প্রকার ন'টে শাক। চিত্রকূটদেশে এই শাক জন্মে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্বর্ণ, সুগন্ধিক, ভূমিজ, বারিজ, হ্রস্ব, গন্ধশাক, কটুশৃঙ্গাল ও চূর্ণশাকাঙ্ক। ইহা শীতল এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, দাহ, অরুচি, ভ্রান্তি, রক্তদোষ ও শ্রান্তির উপশমকারক।

গৌল্য।—বাঙ্গালায় ইহা চিকি-সুপারী নামে পরিচিত। (অকোট দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থিপর্ণ।—গ্রন্থিপর্ণকে বাঙ্গালায় গেঁটেলা এবং হিন্দীতে গঠিবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শুক, বর্হিপুষ্প,

স্থৌনেয়, কুক্কুর, বর্হ, শুকবর্হ, স্থৌনেয়ক, কুশপুষ্প, শুল্মক, বর্হিকুসুম, বিশীর্ণাখ্য, স্বারামগুচ্ছক, বর্হি, শুকপুচ্ছ ও শুকচ্ছদ। গেঁটেলা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক ও তীক্ষ্ণ; এবং কফ, কণ্ডু, শ্বাস, বায়ু ও বিষদোষে উপকারক। যে গেঁটেলা আকারে ছোট এবং পাণ্ডুবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই উৎকৃষ্ট; বড় গেঁটেলা নিকৃষ্ট। গেঁটেলা গোমূত্রে ভিজাইয়া শুদ্ধ করিতে হয়, এবং শুদ্ধ করিয়া, ঔষধাদিতে ব্যবহার করা উচিত।

গ্রাম্যকুক্কুট।—যেসকল কুক্কুট লোকালয়ে বাস করে, তাহাদিগকে গ্রাম্যকুক্কুট কহে। ইহাদের মাংস মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক ও বলবীর্য্যাদিকারক।

গ্রাম্যমৃগ।—গো, ছাগ, মেষ, মহিষাদি যে সকল পশু লোকালয়ে থাকে, তাহাদিগকে গ্রাম্যমৃগ কহে। গ্রাম্য পশুর মাংস মধুর-রস, মধুর-বিপাক, কফ-পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও বায়ুরোধক।

গ্রাম্যবরাহ।—গৃহপালিত বরাহকে গ্রাম্যবরাহ কহে। ইহার মাংস—বন্য-বরাহের মাংস অপেক্ষা অধিক গুরুপাক, এবং বল, বীর্য্য ও মেদো-ধাতুর বৃদ্ধিকারক।

গ্রাহীফল।—সাধারণতঃ কয়েৎ-বেলকে গ্রাহীফল বলে। (কপিত্থ দ্রষ্টব্য।)

গ্রীষ্মকাল।—যে সময়ে সূর্য্য মেষ ও বৃষরাশিতে গমন করেন, তাহাকে গ্রীষ্ম-ঋতু বলে। আয়ুর্ব্বেদে গ্রীষ্ম-ঋতু আদান কাল নামে অভিহিত। গ্রীষ্মকাল কটু-রসের উৎপাদক, রুক্ষ, পিত্তকারক ও কফনাশক। গ্রীষ্মে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আহার-বিহারাদির ব্যবস্থা করা উচিত। আহারের জন্য ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছাতু, শালিধান্যের অন্ন, জাঙ্গল পশু-পক্ষীর মাংসরস প্রভৃতি স্নিগ্ধদ্রব্যসমূহ এবং মধুর-রসযুক্ত নানাপ্রকার শীতল দ্রব্য উপযোগী। দিবসে শীতল গৃহে, এবং রাত্রিতে প্রবাতস্থানে শয়ন, দিবসে ও রাত্রে চন্দনাদি শীতল অনুলেপন, এই কালে হিতকর। লবণ, অম্ল, ও কটু-রসযুক্ত এবং উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের ভোজনাদি, মদ্যপান, স্ত্রীসহবাস ও ব্যায়াম গ্রীষ্মকালে নিতান্ত অনিষ্ট-কারক।

ঘ।

ঘণ্ট।—শাক, মোচা, লাউ প্রভৃতি দ্রব্যের ঘণ্ট নামক একপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়; ইহা রুচিকর, বলকারক ও বায়ুনাশক।

ঘণ্টক।—ঘণ্টক বাঙ্গালায় ঘেঁটু, ঘেঁটুল ও ঘেঁটুকোল নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঘণ্টকর্ণ ও ঘণ্টকণ্টক। ঘেঁটুর মূল কটুবিপাক, কফনাশক ও পিত্তকারক।

ঘর্ঘর।—ঘর্ঘর একটী নদের নাম। এই নদের জল শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, পথ্য, বলবর্দ্ধক এবং ক্ষীণাঙ্গের পুষ্টিকারক।

ঘৃত।—ঘৃতের বাঙ্গালা নাম ঘি, মহারাষ্ট্রে তুপ এবং হিন্দীতে ইহাকে ঘিউ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—আজ্য, হবিঃ, সর্পিঃ, পুরোডাশ, তোয়দ, বহ্নিভোগ্য, পীথ, পবিত্র, নবনীতক, অমৃত, অভিঘার, হোম্য, আয়ুঃ, ও তৈজস। দুগ্ধের সারভাগ নবনীত, তাহাই অগ্নিজ্বালে জলশূন্য করিয়া লইলে, ঘৃতনামক পদার্থের উৎপত্তি হয়। সকল দুগ্ধ হইতেই ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে। জীবভেদানুসারে সেই সেই ঘৃতের গুণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল ঘৃতই আয়ুর বৃদ্ধিকারক, দেহের দৃঢ়তাবর্দ্ধক, শীতনাশক, অত্যন্ত বলকারক ও পথ্য; এবং কান্তি, সৌকুমার্য্য, বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক। নূতন ঘৃত বলক্ষয়ে, সন্তর্পণে, ভোজনে, শ্রান্তিতে, রক্তপিত্তে, নেত্ররোগে, পাণ্ডু-কামলা রোগে ও ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকারক; কিন্তু জ্বর, মলবদ্ধতা, বিসূচিকা, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য ও মদাত্যয়রোগে নূতন ঘৃত অপকারী। পুরাতন ঘৃত অর্থাৎ একবৎসরের অধিককালের ঘৃত মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র, উন্মাদ, কর্ণশূল, অক্ষিশূল, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ ও যোনিদোষ প্রভৃতি পীড়ায় যথেষ্ট হিতকর।

ঘৃতকরঞ্জ।—ঘৃতকরঞ্জ একপ্রকার করঞ্জের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘি-করমচা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—প্রকীর্য্য, ঘৃতপর্ণক, স্নিগ্ধপত্র, তরস্বী, বিষারি, স্নিগ্ধশাক ও বিরেচন। ঘৃতকরঞ্জ কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক, এবং অর্শঃ, ব্রণ, ত্বগ্দোষ ও বিষের উপকারক।

ঘৃতকুমারী।—একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম ঘৃতকুমারী। বাঙ্গালায়

ইহাকে ঘৃতকুমারী ও ঘিকাঞ্চন, হিন্দীতে ঘিউকুমারী, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে কুবারী, নোগ্নিসর ও ঘি-কুবার, এবং তেলেগুভাষায় পিন্ন-গৌরিণ্ট কল-বন্দ ও বিরজাতিত্তোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কুমারী, তরুণী, সহা, অফল, বহুপত্রী, অমরা, অজরা, কণ্টকপ্রাবৃতা, বিপুলস্রবা, ব্রহ্মঘ্নী, বীরা, ভৃঙ্গেষ্টা, তরুণী, রামা, কপিলা, অম্বুধি-স্রবা, সুকণ্টকা, স্থূলদলা ও গৃহকন্যা। ঘৃতকুমারী মধুর-তিক্তরস, শীতল, পুষ্টি-কারক, বলকারক, বায়ু ও বিষদোষ-নাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মলভেদক, রসায়ন, ও নেত্ররোগে হিতকর; এবং গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, গ্রন্থি, ত্বগ্‌রোগ, রক্ত ও পিত্তের শান্তি-কারক।

ঘৃতপূরক।—ঘিয়োড় নামক খাদ্যবিশেষকে সংস্কৃত ভাষায় ঘৃত-পূরক কহে। ময়দায় যথেষ্টপরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অর্থাৎ ময়ান দিয়া, দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে মাখিবে এবং তপ্তঘৃতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এরূপভাবে ফেলিয়া ভাজিয়া লইবে; পরে চিনির রসে ডুবাইবে। এইরূপে ঘৃতপূরক বা ঘিয়োড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঘিয়োড় মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, ধাতুপোষক, বাতপিত্ত ও ক্ষয়নাশক; এবং কফ, রক্ত ও মাংসের বৃদ্ধিকারক।

ঘৃতমণ্ড।—ঘৃতের মণ্ড মধুর-রস ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক এবং চক্ষুঃ, কর্ণ, মস্তক ও যোনিদেশের শূলনিবারক। বস্তিকার্য্যে (পিচকারিতে) ও নস্ত-ক্রিয়ায় ইহা যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ঘৃতাভ্যঙ্গ।—গায়ে ঘৃত মর্দ্দন করাকে ঘৃতাভ্যঙ্গ কহে। বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, সন্নিপাত, মদ, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, সন্তত-জ্বর, পথ-শ্রান্তি প্রভৃতিতে এবং কৃশাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃতাভ্যঙ্গ উপকারী। কিন্তু গুল্ম, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অতিসার, শ্বাস, কাস, উদর, বমন, পাণ্ডু, সর্ব্বাঙ্গ-শোথ, বিদ্রধি, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ, শীতজ্বর ও প্রমেহ রোগে ঘৃতা-ভ্যঙ্গ উপকারী নহে।

ঘোটিকা।—ঘোটিকাকে বাঙ্গা-লায় বড় নুনিশাক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কর্কটী, তুরঙ্গী ও চতুরঙ্গা। ইহা মধুর-কটু-রস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং বায়ু, ব্রণ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও শোথরোগে উপকারক।

ঘোণ্টা।—(Zizyphus Juju-ba.) ঘোণ্টার বাঙ্গালা নাম শেয়াকুল। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে ঘোণ্টা ও গোইথী এবং লক্ষ্ণৌ প্রদেশে নটোয়া

কহে। ইহা মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ ও শোথরোগে হিতকর।

ঘোল।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর তক্র। তিন ভাগ দধির সহিত এক ভাগ জল মিশাইয়া, মথিত করিলে ঘোল প্রস্তুত হয়। (গোদুগ্ধ দ্রষ্টব্য)।

ঘোলি।—ঘোলি একপ্রকার পত্র শাক। হিন্দীতে ইহাকে ঘোলী, তোঁড়-ঘোলী ও কিরুগোলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঘোলিকা, কলম্বু ও কুববালুকা। ক্ষেত্রজ ও উপবনজাত ভেদে ঘোলি দুই প্রকার। ক্ষেত্রজাত ঘোলিশাক অম্ল-লবণ-রস ও রুচিকারক এবং বায়ু ও কফের শান্তিকারক। উপবনজাত ঘোলিশাক অম্ল-রস, রুক্ষ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক এবং জীর্ণজ্বর-নিবারক।

ঘোষক।—(Luffa amara.) ইহা একপ্রকার তিক্ত-রসবিশিষ্ট লতাফল-বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘোষা-ফল, হিন্দীভাষায় করতরই; তৈলঙ্গে বীর ও উত্তরেণী; এবং মহারাষ্ট্র-দেশে কড়ুদোড়কী ও কাহীরে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ধামার্গব, ঘোষ, ঘোষকাকৃতি, আদালী, দেবদালী ও তুরঙ্গক। শ্বেত ও পীতবর্ণ ভেদে ঘোষা দুইপ্রকার; তন্মধ্যে পীতঘোষার সংস্কৃত পর্য্যায়—ধামার্গব, পীতঘোষা, রাজ-কোষাতকী, কর্কোটকী, মহাজালী, ক্ষেড়, কোষফলা ও কোষাতকী। ঘোষাফল—তিক্তরস, বমনকারক; এবং অর্শঃ, গুল্ম, উদর, কাস, কণ্ঠরোগ এবং বায়ুজনিত বা শ্লেষ্মজনিত রোগের উপশমকারক।

ঘোষা।—(Anethum sowa) বাঙ্গালায় ইহা মউরী ও শুল্‌ফা বলিয়া অভিহিত। (মিশ্রেয়া দ্রষ্টব্য)।

ঘ্রাণোদক পান।—প্রত্যূষে নাসাবিবর দ্বারা জলপান করাকে ঘ্রাণোদক পান কহে। এইরূপে জলপান করিলে, শিরোরোগ ও বলিপলিতাদির নিবারণ হয়; এবং দৃষ্টিশক্তি, বল ও বুদ্ধি প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চ।

চকোরমাংস।—একপ্রকার ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষের নাম চকোর। এই পক্ষী চন্দ্রের কিরণ পান করে বলিয়া প্রবাদ আছে। চকোর পাখীর মাংস মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, বল-পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক।

চক্রদন্তী।—ইহা জয়পাল বৃক্ষ বলিয়া বাঙ্গালায় পরিচিত। (জয়পাল শব্দে ইহার গুণাদি দ্রষ্টব্য)।

চক্রনখ।—নখী নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহা নখী নামেই পরিচিত। (নখী দ্রষ্টব্য)।

চক্রপর্ণী।—কৃষ্ণ-তুলসী নামক তুলসী গাছের ইহা নামান্তর। (তুলসী দ্রষ্টব্য)।

চক্রবালা।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর আম্রাতকবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে আমড়াগাছ বলে। (আম্রাতক দ্রষ্টব্য)।

চক্রমর্দ্দ।—(Cassia Tora.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি গুল্ম। চক্রমর্দ্দকে বাঙ্গালায় চাকন্দা, চাটকাটা ও এড়াঞ্চী; হিন্দীতে চক্‌বড়্; মহারাষ্ট্রদেশে তরবটা; তেলেগু ভাষায় ক্ষুদ্র-বিশেষমু, এবং কর্ণাটদেশে চগচে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তর্কিণ, তর্কিল, প্রপন্নড়, মেষাক্ষিকুসুম, প্রপুন্নাল, এড়গজ, অড়গজ, গজাখ্য, মেষাহ্বয়, এড়হস্তী, ব্যাবর্ত্তক, চক্রগজ, চক্রী, পুন্নাট, পুন্নার, বিমর্দ্দক, দদ্রুঘ্ন, তর্ব্বট, চক্রাহ্ব, শুক্রনাশন, দৃঢ়বীজ, প্রপুন্নাড়, খর্জ্জুঘ্ন, প্রফুন্নাট, পদ্মাট, উরণাক্ষ, উরণাখ্য, প্রফুল্লাড় ও চক্রপদ্মাট। চক্রমর্দ্দ মধুর-কটু-রস, তীব্র, লঘুপাক, রুক্ষ, শীতল ও বাতপিত্তনাশক, এবং ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, দদ্রু, পামা, কফ, শ্বাস ও ক্রিমিরোগের শান্তিকারক। চক্রমর্দ্দের পত্র অম্লরস, বাত-কফনাশক এবং দদ্রু, কণ্ডু, কাস, শ্বাস, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগে উপকারক। চক্রমর্দ্দের ফল কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক; এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, কাস, শ্বাস, গুল্ম, ক্রিমি ও বিষদোষে হিতকর।

চক্ররেণুকা।—বাঙ্গালায় রক্তকরবী নামে অভিহিত। (করবী দ্রষ্টব্য)।

চক্রবর্ত্তী।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর বাস্তুক-শাক। বাঙ্গালায় ইহা বেতোশাক নামে অভিহিত। ছোট ও বড় পত্রভেদে বেতো শাক দুইপ্রকার। উভয়প্রকারের শাকই মধুর-রস, পাকে কটু, লঘু, সারক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং ত্রিদোষনাশক।

চক্রবাক।—(Anascasarca. Syn.—Rudy goose.) চক্রবাক একপ্রকার পক্ষীর নাম। ইহাকে বাঙ্গালায় চকা বা রামচকা কহে। ইহারা নদীতীরে চরিয়া বেড়ায় এবং দেখিতে শঙ্খচিলের অনুরূপ। চক্রবাকের মাংস মধুর-কটু-রস, কটু-বিপাক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ুনাশক ও সর্ব্ববিধ শূলনিবারক।

চঙ্ক্রমণ।—চঙ্ক্রমণের বাঙ্গালা নাম পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ। যেরূপ চঙ্ক্রমণে শরীর পরিশ্রান্ত না হয়, সেইরূপে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রীতিকর প্রবাতস্থানে ভ্রমণ করিলে, আয়ুঃ, বল, মেধা ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হয়, এবং কফ ও মেদোধাতুর উপশম হইয়া থাকে। অধিক ভ্রমণ করিলে অথবা খালিপায়ে ভ্রমণ করিলে শরীর অসুস্থ হয়, কান্তি ও সৌকুমার্য্য নষ্ট হয়, আয়ু ও বলের হানি হয় এবং দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে।

চটক।—(Sparrow.) চটককে বাঙ্গালায় চড়াই পাখী, হিন্দীতে চবুড়ৈয়া এবং মহারাষ্ট্রদেশে চিমণা কহে। গৃহ-চটক ও বন-চটক ভেদে চটক দুই প্রকার। উভয় চটকের মাংসই স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘু, পথ্য, বলকারক ও অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। চটকের ডিম্ব প্রায় হংসডিম্বের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

চণক।—(Cicer arietinum. Syn.—Gram or Chick pea.) চণকের বাঙ্গালা নাম বুট ও ছোলা। হিন্দীতে ইহাকে চণা, বা চাণা, মহারাষ্ট্র দেশে চণা, এবং কর্ণাটদেশে কডলে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হরিমন্থক, হরিমন্থজ, সুগন্ধ, কৃষ্ণচঞ্চুক, বালভোজ্য, বাজিভক্ষ্য, কঞ্চুকী ও বালভৈষজ্য। ছোলা মধুর-রস, রুক্ষ ও রুচিকর; কান্তি, বর্ণ ও বলের বৃদ্ধিকারক; বাত-পিত্ত-বর্দ্ধক, উদরাধ্মানজনক এবং রক্ত, কফ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, কণ্ঠরোগ, পীনস, প্রতিশ্যায়, ক্রিমি ও মেহরোগে হিতকর। ছোলার দালের যূষ মধুর-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, বলকারক ও বায়ুবিকারজনক; এবং কফ, শ্বাস, কাস, পীনস ও রক্তপিত্তরোগে হিতকর। কাঁচা ছোলা অতিকোমল, শীতল ও রুচিকারক, এবং পিত্ত ও শুক্রের হানিকারক। কাঁচাছোলা-ভাজা রুচিকারক, গুরুপাক ও বলবর্দ্ধক। শুষ্ক ছোলা ভাজা রুক্ষ, এবং বায়ুর ও কুষ্ঠের প্রকোপকারক। ভিজা ছোলা কফপিত্তনাশক ও রক্তদোষের উপকারক। ছোলার শাক অম্লরস, দুর্জ্জর, রুচিকারক, কফ-বাতজনক, পিত্তনাশক, বিষ্টম্ভকারক ও দন্তশোথনিবারক। ছোলাভিজার বাসি জল শীতল, পিত্তনাশক এবং সন্তর্পণ ও পুষ্টিকারক।

চণকরোটিকা।— ছোলার বেসমের রুটিকে চণক-রোটিকা কহে। ইহা গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভকারক এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত ও রক্তের হানিকারক।

চণকাম্লক।—ছোলার শাক বা গাছছোলার নাম চণকাম্লক। হিন্দীতে

ইহাকে চণকলোণী কহে। ইহা লবণ-যুক্ত অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর এবং অজীর্ণ, শূল ও মল-মূত্রাদির বিবন্ধের উপশমকারক।

চণিকা।—চণিকা একপ্রকার তৃণ-বিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গোতুগ্ধদা, সুনীলা, ক্ষেত্রজা ও হিমা। চলিত কথায় ইহাকে চাণার শাক বা ছোলার শাক কহে। ইহা মধুর-রস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং পশুদিগের বিশেষ উপকারক।

চণ্ডা।—(Andropogon aciculatus.) ইহার বাঙ্গালা নাম চোর-কাঁটা, ভাটুই, ডানকুণী, আলকুণী এবং ইন্দুরকাণী। (চোরপুষ্পী দ্রষ্টব্য।)

চণ্ডালকন্দ।—চণ্ডালকন্দ এক-প্রকার প্রসিদ্ধ কন্দ। মহারাষ্ট্র দেশে ইহাকে চণ্ডালকন্দ এবং কর্ণাট দেশে মাদগে-গট্টে কহে। একটী হইতে পাঁচটী পর্য্যন্ত দলযুক্ত পাতার ভেদানু-সারে ইহা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। সকলপ্রকার চণ্ডালকন্দই মধুররস ও রসায়ন, এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বিষদোষ ও ভূতাবেশে উপকারক।

চতুরঙ্গুল।—সোন্দাল অথবা তিৎ-পলতা। তিৎপল্তাফল কটু-তিক্ত-রস, রুচিকারক এবং কফ, বমন, রক্তপিত্ত ও ত্রিদোষে হিতকর। (আরগ্বধ দ্রষ্টব্য।)

চন্দন।—(Sandal. Syn. Sirium myrtifolium.) চন্দন একপ্রকার সুগন্ধি কাষ্ঠ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গন্ধসার, মলয়জ, ভদ্রশ্রী, একাঙ্গ, পটীর, বর্ণক, ভদ্রাশ্রয়, সেব্য, রৌহিণ, যাম্য, সর্পেষ্ট, পীতসার, শ্রীখণ্ড, মহার্হ, শ্বেতচন্দন, গোশীর্ষ, তিলপর্ণ, মঙ্গল্য, মলয়োদ্ভব, গন্ধরাজ, সুগন্ধ, সর্পা-বাস, শীতল, গন্ধাঢ্য, ভোগিবল্লভ, পাবন, শীতগন্ধ, তৈলপর্ণিক, চন্দ্রদ্যুতি, সর্পেষ্ট, ভদ্রশ্রিয় ও হিম। শ্রীখণ্ড, শবর, পীত, রক্ত, বর্ব্বর, হরিগন্ধ প্রভৃতি নাম ও রূপভেদে চন্দন বহুবিধ। প্রত্যেক চন্দনের পৃথক্ নামানুসারে পৃথক্ পৃথক্ গুণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। সাধা-রণতঃ সকল চন্দনই তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, প্রীতিকর ও বলকারক, এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ও বিষ-দোষের উপশমকারক।

চন্দ্রক মৎস্য।—ইহা একপ্রকার মৎস্য। বাঙ্গালায় ইহার নাম চাঁদামাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, চলৎপূর্ণিমা, চঞ্চলা ও চন্দ্রিকা। ইহা মধুর-রস, বলকারক এবং নাতিশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

চন্দ্রকান্ত মণি।—চন্দ্রকান্ত মণি ঈষৎ পীতবর্ণ, স্বচ্ছ এবং চন্দ্রোদয়ে ইহা হইতে জল নিঃসৃত হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চন্দ্রমণি, চান্দ্র, চন্দ্রোপল,

ইন্দুকান্ত, চন্দ্রাশ্মা, সংপ্লবোপল, শীতাশ্মা, চন্দ্রিকাদ্রাব ও শশিকান্ত। এই মণি শীতল, স্নিগ্ধ, প্রীতিকর ও মঙ্গলপ্রদ, এবং সন্তাপ, রক্তপিত্ত, গ্রহদোষ ও অলক্ষ্মীর নিবারক। চন্দ্রকান্তমণি নিঃসৃত জল গঙ্গাজলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট; বিশেষতঃ উহা নির্ম্মল ও লঘু এবং মূর্চ্ছা, দাহ, রক্তপিত্ত, কাস, ও মদাত্যয় প্রভৃতি বাতপিত্তজ রোগের শান্তিকারক। Moonstone.

চন্দ্রভাগা-জল।— চন্দ্রভাগা নামক নদীর জল সুশীতল, পিত্ত, দাহনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক।

চন্দ্রক।—বাঙ্গালায় ইহাকে চাঁদামাছ বলে; ইহার সংস্কৃত নামান্তর চন্দ্রক-মৎস্য; আকারভেদে ইহা নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র আকারের চাঁদামাছ লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের চাঁদামাছ গুরুপাক, রুচিকর, মলবর্দ্ধক এবং শ্লেষ্মজনক।

চন্দ্রশূর।—(Lepidium Sativum.). ইহাকে বাঙ্গালায় হালিম ও চাঁদশূর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়— চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমোহনকারিকা, নন্দিনী, করবী, ভদ্রা, বাসপুষ্পা ও সুবাসরা। ইহা বলকারক, পুষ্টিজনক, এবং বাতশ্লেষ্মা, অতিসার, হিক্কা ও রক্তদোষ জনিত বিকারসমূহে হিতকর।

চমরী।—চমরী গোজাতীয় এক প্রকার পশুর নাম। ইহার পুচ্ছের লোম হইতে চামর প্রস্তুত হয়। মহারাষ্ট্র দেশে ইহাকে চবরীগায় এবং কর্ণাটী ভাষায় হংহি কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, মধুর বিপাক ও স্নিগ্ধ; এবং বায়ু, পিত্তদোষ ও কাসরোগে উপকারক।

চম্পক।—(Michelia champaca.) চম্পককে বাঙ্গালায় চাঁপাফুল, হিন্দী ও মহারাষ্ট্র ভাষায় চম্পা এবং কর্ণাট দেশে সম্পগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চাম্পেয়, হেমপুষ্পক, কটু, উগ্রগন্ধ, কুসুমাধিপ, নাগপুষ্প, কুসুমাধিরাট্, পুণ্যগন্ধ, স্বর্ণপুষ্প, শীতলচ্ছদ, সুভগ, ভৃঙ্গমোহী, শীতল, ভ্রমরাতিথি, সুরভি, দীপপুষ্প, স্থিরগন্ধ, অসিগন্ধক, স্থিরপুষ্প, হেমপুষ্প, পীতপুষ্প, হেমাহ্ব, সুকুমার ও বনদীপ। চাঁপাফুলের গাছ কটু-তিক্ত-কষায় রস ও শীতল এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, দাহ, ক্রিমি, কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বাতরক্ত ও পিত্তের হিতকর। চাঁপার ফুল সুগন্ধি, নাতিশীতোষ্ণ-বীর্য্য, কফনাশক ও রক্তপিত্তনিবারক। ইহার গাছের ছাল জ্বরঘ্ন।

চম্পক-কদলী।— চম্পক-কদলীকে বাঙ্গালায় চাঁপাকলা কহে। ইহার ফল মধুর-রস, মধুর-বিপাক, অতিশীতল, গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক।

চম্পাকুন্দ।—ইহা একপ্রকার মৎস্য; বাঙ্গালায় ইহাকে চাপিলা মাছ বা চাঁদকড়া মাছ কহে। এই মাছ মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, কফজনক, এবং বাত-পিত্তনাশক।

চবিকা।—(Piper chaba. Syn —Chavica officinarum.) চবিকা একপ্রকার লতাবিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে চই এবং তেলেঙ্গু-ভাষায় সেবামু কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর চবা, চব্যা, চবিক, চবী, চবি, পুরন্দর, তেজোবতী, কোলা, নাকুলী, উষণা, বশির, গন্ধনাকুলী, বল্লী, করিকণাবল্লী, কুকর ও কুটিলসপ্তক। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মলভেদক ও কফনাশক এবং শ্বাস, কাস ও শূলরোগে উপকারক।

চাঙ্গেরী।—(Wood sorrel Oxalis mondadelpha.) ইহা একপ্রকার শাক; বাঙ্গালায় ইহাকে আমরুল শাক, হিন্দীতে চৌপতিয়া, মহারাষ্ট্র দেশে আম্বতী এবং কর্ণাটী ভাষায় পুলুম্বুণিসে কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর অম্নলোণিকা, চুক্রিকা, দন্তশঠা ও অম্বষ্ঠা। আমরুল কটু-কষায়-অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পিত্তজনক; এবং কফ, বায়ু, অতিসার, গ্রহণীরোগ ও অর্শোরোগের শান্তিকারক। আমরুলের রস আমাশয়-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চাণক্যমূলক।—চাণক্য মূলকের অপর নাম চণকমূলী। ইহা মূলার ন্যায় একপ্রকার কন্দ। মহারাষ্ট্র দেশে ইহাকে থোরমূলা এবং কর্ণাটদেশে দোড্মূলঙ্গি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বানেয়, বিষ্ণুগুপ্তক, স্থূলমূলক, মহাকন্দ, কৌটিল্য, মরুসম্ভব, শালাককটুক ও মিশ্র। চাণক্যমূলক —কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক; রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মলরোধক; এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি ও গুল্মরোগে উপকারক।

চাতকপক্ষী।—চাতকপক্ষীকে বাঙ্গালায় চাতক এবং হিন্দীতে তোকা কহে। ইহার মাংস লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত ও কফের শান্তিকারক।

চাতুর্জাতক।—বড় এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি ও নাগেশ্বর

সমপরিমিত এই চারিটী মিলিত দ্রব্যের পারিভাষিক নাম "চাতুর্জাতক।" ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বর্ণকারক ও বিষ দোষ-নিবারক।

চারক।—চারকের নামান্তর পিয়াল। ইহার বীজকে বাঙ্গালায় চারদানা ও পেয়ালবীল, মহারাষ্ট্র দেশে চারলী এবং কর্ণাটদেশে চারবীজ কহে। পিয়ালের পক্ক ফল গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক।

চারুক।—শর নামক প্রসিদ্ধ তৃণের বীজের নাম চারুক। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘু, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুপ্রকোপক; এবং রক্তদোষ, পিত্তদোষ ও কফদোষের উপশম-কারক।

চিঙ্গট ও চিঙ্গটী।—ইহা এক প্রকার মৎস্য, বাঙ্গালায় ইহাকে মোচা চিংড়ী বা গল্লা চিংড়ী এবং চিঙ্গটীকে ছোট চিংড়ী বা ঘুষো চিংড়ী কহে। চিঙ্গটের সংস্কৃত পর্য্যায়—মহাশল্ক, বৃহচ্ছল্ক, জলবৃশ্চিক ও চিঙ্গড়। মোচা চিংড়ী মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকর, মলরোধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফজনক এবং মেদ, পিত্ত ও রক্তের উপকারক। ছোট চিংড়ী মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকর, বায়ুনাশক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

চিচণ্ডা।—(Trichosanthes anguinæ) চিচণ্ডা একপ্রকার লতা-ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে চিচিঙ্গা বা চিচিণ্ডা ও ঝোঁপা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শ্বেতাজি, সুদীর্ঘ ও গৃহকুলক। ইহা রুচিকর, বলবর্দ্ধক, বাত-পিত্ত-নাশক ও শোথরোগে পথ্য।

চিঞ্চাতৈল।—(Tamarindus Indicus.) তেঁতুলের সংস্কৃত নামান্তর চিঞ্চা। তেঁতুলের বীজ হইতে যে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাকে চিঞ্চাতৈল কহে। সেই তৈল কষায়রস, কটু-বিপাক, অনতিশীতল, বমনকারক, রুচিকর ও কফ-বায়ুনাশক।

চিঞ্চাসার।—(Ramex vesicarius.) ইহাকে বাঙ্গালায় তেঁতুলের সার বা সরবৎ কহে। ইহা অতিশয় অম্লরস, বাত-নাশক, এবং কফ-দাহ-প্রশমনকারক। শর্করা-মিশ্রিত তেঁতুলের সার পিত্তদোষ, দাহ এবং কফনাশক।

চিঞ্চোটক।—(Marsilea dentata.) মুতা বা কেশুরের ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র কন্দের নাম চিঞ্চোটক। বাঙ্গালায় ইহাকে চেঁচড়া কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর অঙ্কালোড্য। চিঞ্চোটকের গুণ কেশুরের ন্যায়, বিশেষতঃ ইহা শীতল, গুরুপাক ও অজীর্ণকারক।

চিত্রক।—(Plumbago Zeylanica.) চিত্রক একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহাকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে চিতা, মহারাষ্ট্র-দেশে চিত্রক, উৎকলে রকত্ চিতা ও ধুবচিতা এবং তেলেগু ভাষায় চিত্রমূল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৃষ্ণবর্ণ, জাতবেদা, বৈশ্বানর, শিখাবান্, শুচি, শুষ্মা, সপ্তার্চ্চিঃ, হিমারাতি, হিরণ্যরেতাঃ, অগ্নি, শার্দ্দূল, চিত্র, পাঠিকুট, কৃশানু, দহন, ব্যাল, জ্যোতিষ্ক, পালক, অনল, দারুণ, বহ্নি, পাবক, শম্বর, পাঠী, দ্বীপী, চিত্রাঙ্গ, দাহক ও শূর। শ্বেত ও রক্তভেদে চিতা দুইপ্রকার। তন্মধ্যে রক্তচিতাই উৎকৃষ্ট। চিতামূল কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বিরেচক, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বাতশ্লেষ্মা, শ্লেষ্মপিত্ত, কৃমি, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, কাস, গ্রহণী ও শোষরোগে উপকারক। চিতামূল বাহ্যপ্রয়োগে ফোস্কাকারক।

চিত্রফল।—(Mystus chitala.) ইহা একপ্রকার মৎস্য। ইহার অপর নাম চিত্তল মৎস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে চিতল মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক ও বলকারক।

চিত্রাঙ্গ।—চিত্রাঙ্গ একজাতীয় হরিণ। এই হরিণের মাংস দুর্জ্জর, পুষ্টিকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বলকারক। চিতিসাপকেও চিত্রাঙ্গ বলে।

চিপিটক।—চিপিটকের সংস্কৃত নামান্তর—পৃথুক, চিপীটক, চিপুট, চিবিট ও ধান্যচমস। বাঙ্গালায় ইহাকে চিড়া এবং হিন্দীতে চূড়া কহে। ধান প্রথমতঃ সিদ্ধ করিতে হয়, উষ্ণ থাকিতে সেই ধান ভাজিয়া, তৎক্ষণাৎ ঢেঁকিতে কুটিলে চিড়া প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও কফবর্দ্ধক।

চির্ভটী।—চির্ভটী একপ্রকার কাঁকুড়বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁকুড় ও গোম্মুক, হিন্দীতে ভুকুর, এবং মহারাষ্ট্রদেশে বেলসেতাকং অরমকে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সুচিত্রা, চিত্রফলা, ক্ষেত্রচির্ভটী, পাণ্ডুফলা, পথ্যা, রোচনফলা, চির্ভিটা ও কর্কচির্ভটা। ইহার ফল মধুর-রস, রুক্ষ, গুরুপাক, মলরোধক, বিষ্টম্ভকারক ও পিত্ত-কফনাশক। কচি চির্ভটী ঈষৎ অম্লযুক্ত তিক্তরস। শুষ্ক চির্ভটী রুক্ষ, রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং শ্লেষ্মা, অরুচি ও জড়তার নিবারক। পক্ব চির্ভটী উষ্ণবীর্য্য ও পিত্তবর্দ্ধক। চির্ভটীর মূল ত্রিদোষবর্দ্ধক।

চিলিচিম।—ইহা একপ্রকার মৎস্য। ইহা রুইমাছের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট; কিন্তু ইহার গাত্রে রক্তবর্ণ দাগ

আছে। অনেক সময়ে ইহারা ডাঙ্গাতেও চরিয়া বেড়ায়। এই মাছ মধুর-রস, গুরুপাক ও অত্যন্ত কফবর্দ্ধক। কেহ কেহ "ননাচেলা মাছ" ও "চ্যাং" মাছকে চিলিচিম বলেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। ননাচেলা মাছ ও চ্যাং মাছ উভয়ই লঘু, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও কফনাশক।

চিল্লিকা।—ইহা বেতোশাকের ন্যায় একপ্রকার শাক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চিল্লি, তুনী, অগ্র-লোহিতা, মৃদুপত্রী, ক্ষারদলা, ক্ষারপত্রা, মহদ্দলা, বাস্তকী ও গৌড়বাস্তকী। হিন্দীতে ইহাকে চিলারী কহে। শাদা, লাল ও শুনক চিল্লিকা-নামভেদে এই শাক তিন প্রকার। শ্বেত চিল্লি মধুর-রস, শীতল, পথ্য, ত্রিদোষনাশক ও জ্বরঘ্ন। রক্ত-চিল্লি ঈষৎ লবণমিশ্রিত মধুর-রস, রুচি-কর, পথ্য, শ্লেষ্ম-পিত্তনাশক এবং প্রমেহে ও মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকারক। শুনকচিল্লি কটু-রস, তীক্ষ্ণ, এবং কণ্ডূ ও ব্রণাদির উপশমকারক। যে চিল্লি-শাকের পাতা ছোট ছোট, তাহার গুণ বেতোশাকের অনুরূপ।

চিবিল্লীকা।—চিবিল্লীকা এক-প্রকার প্রসিদ্ধ শাক। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে চিবিলী ও কিরুং-গোলী কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর রক্তদলা, ক্ষুদ্রঘোলী ও মধুমালপত্রিকা। ইহা কটু-কষায়-রস, রসায়ন, এবং জ্বর ও অতিসাররোগে হিতকর।

চিহ্লক।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে চিহ্লা, এবং হিন্দীতে চিহ্ল কহে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, ধাতুপোষক এবং বাতশ্লেষ্ম-নাশক। ইহার ফল বিষাক্ত ও মৎস্য-নাশক।

চীড়।—পঞ্জাবদেশে একপ্রকার দেবদারু বৃক্ষ জন্মে; তাহার নাম চীড়। ইহার সংস্কৃত নামান্তর দারুগন্ধা, গন্ধবধূ, গন্ধমাদনী, তরুণা, ভূতমারী, মঙ্গল্যা, কপটিনী ও গ্রহ-ভীতিজিৎ। এই দেবদারু অতিশয় সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও কাসনাশক। ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, পিত্তদোষ, ভ্রম ও শ্রান্তির নিবারণ হয়।

চীনক।—ইহা একপ্রকার ধান্য। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঙুনিধান কহে। ইহা রুক্ষ, শোষক, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক।

চীনকর্পূর।—ইহা একপ্রকার কর্পূরের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে চীনের কর্পূর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চীনক, কৃত্রিম, ধবল, কটু, মেঘসার, তুষার, দীপক ও কর্পূরিজ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, ঈষৎ শীতল,

ও পাচক; এবং কফ, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্রিমি, কণ্ঠরোগ ও বমন রোগের শান্তিকারক।

চীনাকর্কটী।—চিত্রকূট দেশজাত একপ্রকার কাঁকুড়ের নাম চীনাকর্কটী। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—রাজকর্কটী, সুদীর্ঘ, রাজিফলা, বালা ও কুল-কর্কটী। চীনাকর্কটী মধুররস, শীতল, রুচিকর ও তৃপ্তিজনক; এবং পিত্ত, দাহ ও শোষরোগের উপশমকারক।

চীরুক।—চীরুক একপ্রকার ফলের নাম: ইহাকে চলিত কথায় চেঁউর কহে। চেঁউর অম্লরস, রুচি-কারক, কফবর্দ্ধক, পিত্তকারক ও দাহজনক।

চুক্র।—(Distilled vinegar.) চুক্র একপ্রকার কাঁজির নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সহস্রবেধ, রসাম্ল, চুক্রবেধক, শাকাম্লভেদক, চন্দ্র, অম্ল-সার ও চুক্রিকা। এই কাঁজি অত্যন্ত অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলভেদক ও শ্লেষ্মনাশক; এবং মল-মূত্রবিবন্ধ, গুল্মরোগ, শূল, আমবাত, বমি, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের বিরসতার শান্তিকারক।

এতদ্ভিন্ন একপ্রকার মদ্যও চুক্র নামে অভিহিত হয়। দধির মাত, কাঁজি, মধু এবং গুড় প্রভৃতি পদার্থ একত্র পচাইয়া রাখিলে, চুক্র নামক মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা তিক্ত-অম্ল-মধুর-রস ও কফ পিত্তনাশক; এবং নাসারোগ, শিরোরোগ ও দুর্গন্ধের নিবারক।

চুক্রশাক।—চুক্র নামক অম্ল-রসযুক্ত দুই প্রকার শাক আছে। একপ্রকারকে বাঙ্গালায় চুকা-বেতো, মহারাষ্ট্র দেশে চুকাবড়িলি এবং কর্ণাট প্রভৃতি প্রদেশে আম্বৎতী ও হুলিকক্কোত কহে। অপর প্রকারকে বাঙ্গালায় চুকাপালং বা টক্-পালং কহে। চুকা-বেতোর সংস্কৃত নাম—চুক্রবাস্তুক, লিচু, অম্লবাস্তুক, ছলাম্ল, অম্লাদি, অম্ল-শাকাখ্য ও হিলমোচিকা। চুকা-বেতোশাক অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক ও বাতগুল্মনাশক। চুকাপালং অম্ল-মধুর-রস, লঘুপাক, রুচিজনক, দুর্জ্জর, মলভেদক, বাতনাশক ও পিত্তকারক।

চুচ্চু।—ইহা একপ্রকার পত্রশাক; অপর নাম সুনিষণ্ণক। বাঙ্গালায় ইহাকে সুষুনি শাক বলে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, পিচ্ছিল, লঘুপাক, মলরোধক, নিদ্রাকারক ও ত্রিদোষনাশক; এবং ক্রিমি ও ব্রণরোগে উপকারক।

চুক্রফল।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর বৃক্ষাম্ল; বাঙ্গালায় ইহাকে আমড়া বলে। (আম্রাতক দ্রষ্টব্য।)

চুক্রা, চুক্রী।—(Rumex Vesicarius.) বাঙ্গালায় ইহা আমরুল নামে পরিচিত; ইহার সংস্কৃত নামান্তর চাঙ্গেরী। হিন্দীতে ইহাকে চুকা বলে। ইহা অতিশয় অম্লরস, পাকে লঘু, রুচিকারক, বাতনাশক এবং কফ-পিত্ত-বর্দ্ধক।

চুঞ্চু।—(Marsliea dentata.) ইহা একপ্রকার পত্র-শাকের নাম; বাঙ্গালায় ইহাকে চেঁচকো শাক, হিন্দীতে চেবুনা এবং তেলেগুভাষায় চিস্তচেট্ট কহে। ছোট বড় ভেদে এই শাক দুই প্রকার। বড় চুঞ্চু কটু-কষায়-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, মলরোধক ও রসায়ন; এবং গুল্ম শূল, উদর-রোগ, অর্শঃ ও বিষদোষের শান্তিকারক; ছোট চুঞ্চু কটু-কষায় মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও মলবিবন্ধ-কারক; এবং শূল, গুল্ম ও অর্শোরোগ প্রভৃতির উপকারক। বড় চুঞ্চুর বীজ কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুল্ম, শূল, উদর, ত্বগ্‌দোষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষদোষনাশক; এবং ইন্দুরবিষের উপকারক।

চুম্বকলৌহ।—চুম্বকলৌহ কান্ত-লৌহের প্রকারভেদ। ইহা শীতল, বমনকারক এবং মেদোরোগ, বিষদোষ ও সংযোগজ বিষের উপশমকারক।

চুলিকা।—চুলিকার অপর নাম লোচিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে লুচি কহে। ঘৃতভর্জিত লুচি মধুর-রস, কিঞ্চিৎ অম্ল-পাক, স্নিগ্ধ, বলকর ও মলরোধক এবং বাতশ্লেষ্মা, আমদোষ, গ্রহণী ও কাস-রোগে হিতকর।

চূর্ণ।—চূর্ণের বাঙ্গালা নাম চুণ। শাঁখ, শামুক, ঝিনুক, পাথর, ঘুটীং প্রভৃতি পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করিতে হয়। এইসকল দ্রব্যের গুণভেদানুসারে প্রত্যেক চুণেরও গুণ-ভেদ আছে। সাধারণতঃ সকল চূর্ণই কটু-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, ক্ষারগুণবিশিষ্ট ও বাত-শ্লেষ্ম-নাশক, এবং শূল, অম্লপিত্ত, ক্রিমি, ব্রণ ও মেদোরোগের উপশমকারক। চুণের জল,—অর্থাৎ চুণে অধিক পরিমাণে জল দিয়া, তাহা বহুক্ষণ রাখিয়া দিলে উপরে যে স্বচ্ছ জল জমে, সেই জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, শিশুদিগের দুধতোলা রোগ এবং বয়স্কদিগের মধুমেহ, শূল, উদরাধ্মান ও অম্লপিত্ত রোগে বিশেষ উপকার হয়।

চেতনীয়া।—ইহার অপর নাম ঋদ্ধি। বাঙ্গালাতেও ইহা ঋদ্ধি নামেই অভিহিত। (ঋদ্ধি দ্রষ্টব্য।)

চেলন।—ইহা একপ্রকার তর-মুজ-জাতীয় সুমিষ্ট লতাফল। দেশভেদে ইহা চেলান নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অম্লপ্রমাণক, চিত্রফল,

সুখাশ, রাজিতনিষ, লতাপনস, নাটাম্র ও মেট। এই ফল মধুর রস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক, এবং বাত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

চোরক।—(Andropogon acicularis.) চোরক একপ্রকার গ্রন্থিপর্ণ অর্থাৎ গেঁটেলা। নেপালদেশে ইহাকে ভটেউর, মহারাষ্ট্রাদি দেশে গাঠিবনা এবং পার্ব্বতীয় দেশে চোরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দুষ্কুলীন, ক্রোধমূর্চ্ছিত, বিরোধ, কোরক, ধনহরী, চণ্ডা, ক্ষেম, রাক্ষসী, গণহাসক, শঙ্কিত, খড়্গা, দুস্পত্র, ক্ষেমক, রিপু, চপল, ধূর্ত্ত, কিতব, পটু, নীচ, নিশাচর, কোপনক, চোর, দুষ্কুল, গ্রন্থি, সুগ্রন্থি, পর্ণচোরক ও গ্রন্থিদল। ইহা তীব্র-গন্ধবিশিষ্ট, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ও বাত-কফনাশক; এবং অজীর্ণ, ক্রিমি, নাসারোগ ও মুখরোগসমূহে উপকারক।

ছ।

ছগলান্ত্রিকা।—ইহার অপর নাম বৃদ্ধদারক। বাঙ্গালায় ইহাকে বীজতারক কহে। ইহা কষায়-তিক্তরস, মুখরোচক, লঘু, রক্তপিত্তকারক, কফনাশক, মলরোধক ও বাতবর্দ্ধক।

ছত্রধারণগুণ।—ছাতা মাথায় দিয়া ভ্রমণ করিলে, বৃষ্টি-আতপাদি নিবারিত হয়, এবং বল, বর্ণ, ওজঃ ও দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ছত্রাঙ্গ।—(Yellow orpiment.) বাঙ্গালায় ইহা গোদন্ত হরিতাল নামে পরিচিত। (হরিতাল দ্রষ্টব্য।)

ছত্রিকা।—(Agaricus campestris.) ইহা একপ্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ। বাঙ্গালায় ইহাকে কোঁড়ক-ছাতা, পাতালফোঁড় ও ভুঁইফোঁড় কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—গোময়-ছত্রিকা, দিলীর, শিলীন্ধ্র, রসরোহ, গোনাস, উধ্যঙ্গ ও উচ্ছিলিন্ধ্র। উৎপত্তি-স্থান ভেদে ইহা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। অপরিষ্কৃত এবং কদর্য্যস্থানে যে সকল ছত্রিকা জন্মে, তাহা অত্যন্ত দোষজনক। খড়ের পোয়াল প্রভৃতি স্থানে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা রুক্ষ ও মধুর-বিপাক। অন্যান্য স্থানজাত ছত্রিকা মধুর কষায়-রস, শীতল, পিচ্ছিল ও গুরুপাক; এবং কফ, জ্বর, অতিসার ও বমনরোগে হিতকর।

ছাগলান্ত্রী।—(Convolvulus argenicus.) ইহার অপর নাম

নীলবুহ্না। বাঙ্গালায় ইহাকে নীল-গাছ কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, লঘুপাক, মলরোধক ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত ও কফের শান্তিকারক।

ছাগ।—ছাগ বা ছাগল একপ্রকার গ্রাম্য পশু। ইহার মাংস মধুর-রস, নাতিশীতল, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, ধাতু-সাম্যকারক, বাত-পিত্তনাশক ও নির্দ্দোষ। ছাগশিশুর মাংস শীতল, লঘুপাক, বলকারক ও প্রমেহনাশক। বৃদ্ধছাগের (বুড়-পাঁটার) মাংস গুরু-পাক, রুক্ষ ও বায়ুবর্দ্ধক। কৃতনপুংসক ছাগের (খাসির) মাংস গুরুপাক, কফবর্দ্ধক, বলকারক, মাংসবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক ও স্রোতঃশুদ্ধিকারক। নপুংসকছাগের মাংস খাসির মাংসের সহিত প্রায় তুল্য-গুণবিশিষ্ট। ছাগের অণ্ড রুচিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক। ছাগীর মাংস কষায়-মধুর-রস, লঘু, শীতল, মলরোধক ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, জ্বর ও অতিসার রোগে হিতকর। প্রসূতা ছাগীর মাংস ইহা অপেক্ষা হীনগুণ। অপ্রসূতা ছাগীর মাংস অগ্নিসন্দীপক; এবং পীনস, শুষ্ক কাস, অরুচি ও শোষরোগে হিতকর।

ছাগদুগ্ধ।—ছাগলের দুধকে মহারাষ্ট্রদেশে শেলীমুধ, এবং কর্ণাটদেশে পুট্টি আড়িনহালু কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং পিত্ত, জ্বর, কাস, ক্ষয় ও রক্তাতিসারে উপকারক। স্থূলদেহ ছাগল অপেক্ষা ক্ষীণ ছাগলের দুগ্ধ অধিক গুণশালী।

ছাগদুগ্ধের দধি,—অম্ল-মধুর-কষায়-রস, মধুর-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক, ও বাত-কফনাশক; এবং শ্বাস, কাস, অর্শঃ, অতিসার ও নেত্ররোগে হিতকর। ছাগদুগ্ধের মাখন মধুর-কষায়-রস, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, ত্রিদোষনাশক, এবং চক্ষুর উপকারক। ছাগদুগ্ধের টাট্‌কা মাখন অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক, অধিক বলকারক; এবং ক্ষয়, কাস, নেত্ররোগ ও কফের শান্তিকারক। ছাগদুগ্ধের ঘৃত—অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, চক্ষুর উপকারক এবং কাস, শ্বাস, রাজযক্ষ্মা ও কফরোগে হিতকর। ছাগদুগ্ধের ঘোল লঘুপাক, স্নিগ্ধ ও ত্রিদোষনাশক, এবং গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু ও শোথরোগের উপশমকারক।

ছাগলক।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে আড়্ মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, বলকারক, রুচিজনক ও কফবর্দ্ধক।

ছাগীমূত্র।—ছাগলের মূত্রকে ছাগীমূত্র কহে। (অজামূত্র দ্রষ্টব্য)।

ছাত্রকমধু।—পীত বা পিঙ্গল বর্ণ মক্ষিকাবিশেষ ছত্রাকার মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহার নাম ছাত্রক-মধু। ইহা গুরুপাক এবং মেহ, কৃমি, শ্বেতকুষ্ঠ ও রক্তপিত্তরোগে হিতকর। হিমালয় পর্ব্বতের জঙ্গলে একপ্রকার বোল্‌তাজাতীয় মক্ষিকা ছত্রাকার মউ-চাক নির্ম্মাণ করে; তাহার মধুকেও ছাত্রক মধু কহে। এই মধু কপিলবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতল, গুরুপাক, পাকে মধুর, সন্তর্পণ, ক্রিমি, শ্বেতকুষ্ঠ, প্রমেহ ও রক্তপিত্তে হিতকর এবং ভ্রম, মূর্চ্ছা ও বিষক্রিয়ার উপশমকারক।

ছায়া।—রৌদ্র-শূন্যতাকে ছায়া কহে। ছায়া শীতল, এবং দাহ ও শ্রান্তির নিবারক। বিশেষতঃ মেঘের ছায়া শ্রান্তি, ভ্রান্তি, মূর্চ্ছা ও সন্তাপের উপকারক। বটবৃক্ষের ছায়া বলের ও বর্ণের উৎকর্ষসম্পাদক।

ছিক্কর।—ইহা একপ্রকার আরণ্যজীব। ইহার মাংস মধুর-রস, লঘুপাক, পুষ্টিকর, দোষনাশক, জ্বর-রোগে হিতকর, এবং হরিণ-মাংসের তুল্যগুণবিশিষ্ট।

ছিক্কিকা।—(Artemisia sternutatoria.) ইহাকে বাঙ্গালায় হেঁচেতো এবং হিন্দীতে নাকছিক্‌নী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ছিক্কনী, উগ্রা ও উগ্রগন্ধা। ছিক্কিকার গাছের বা ফলের আঘ্রাণ লইলে, হাঁচি হইয়া থাকে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, ও পিত্তবৃদ্ধিকারক; এবং বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, কফ ও বায়ুর শান্তিকারক।

ছিন্নপত্রী।—(Mentha Arvensis. Syn. M Sativa.) ইহার সংস্কৃত নানাস্থ্য অস্পষ্ট; বাঙ্গালায় ইহা পুদিনা নামে পরিচিত। (পুতনী দ্রষ্টব্য)।

ছিন্নপুষ্পা।—বাঙ্গালায় ইহা তিল গাছ নামে পরিচিত। (তিল দ্রষ্টব্য)।

জ।

জগৎ।—ইহার অপর নাম সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। ইহার অভাবে পঙ্ক-পর্পটী গ্রাহ্য। (সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা দ্রষ্টব্য)।

জগল।—ভাতের মণ্ড অর্থাৎ পাঁচি (পচাই) মদ্যকে সংস্কৃত ভাষায় জগল কহে। ইহা রুক্ষ, পাচক, মলরোধক,

মেদোবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভকারক ও দোষ-পরিপাচক। সুরাকল্ক অর্থাৎ মদের মেতাকেও জগল কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর মেদক ও মদ্যপঙ্ক। ইহা উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও মলরোধক, এবং তৃষ্ণা, শোথ, কফ, প্রবাহিকা, আটোপ, অর্শঃ, বায়ু ও শোষরোগে উপকারক।

জঙ্গম বিষ।—সর্প বৃশ্চিকাদি বিষাক্ত প্রাণীর বিষকে জঙ্গম-বিষ কহে। দংশনাদিদ্বারা এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, লোম-হর্ষ, অতিসার এবং দষ্টস্থানে শোথ ও পাকাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সর্পাদি তীক্ষ্ণ-বিষাক্ত প্রাণীর বিষে সহসা প্রাণ-বিনাশ ঘটিয়া থাকে।

জঙ্ঘাল।—মৃগজাতির মধ্যে এণ, হরিণ প্রভৃতি কয়েকপ্রকার মৃগকে জঙ্ঘাল মৃগ কহে। জঙ্ঘাল মৃগের মাংস, মধুর-কষায়-রস, লঘু, তীক্ষ্ণ, বলকারক, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক ও বস্তিশোধক।

জটামাংসী।—(Valeriana Jatamansi.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য। বাঙ্গালায় ইহাকে জটামাংসী এবং হিন্দীতে কন্দুচর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নল, বহ্নিনী, পেষী, মাংসী, কৃষ্ণজটা, জটী, কিরাতিনী, জটিলা, লোমশা, তপস্বিনী, মিষিকা, ভূতজটা, ক্রব্যাদী, পিশিতা, পিশী, পেশী, পেশিনী, জটা, হিংস্রা, মাংসিনী, জটালা, নলদা, মেষী, তামসী, চক্র-বর্ত্তিনী, মাতা, অমৃতজটা, জননী, জটাবতী, মৃগভক্ষ্যা, জড়ামাংসী, মিংসী, মিসি, মিসী, মিষী ও মিসিকা। জটা-মাংসীর আকার ছোট ছোট জটার ন্যায়, এবং পিঙ্গলবর্ণ। ইহা তিনপ্রকার :—সাধারণ জটামাংসী, সুগন্ধ জটামাংসী ও সূক্ষ্ম জটামাংসী। জটামাংসীর নাম-ভেদে ইহাদের গুণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল জটা-মাংসীই কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, কান্তিজনক, বলকারক ও কফ-পিত্ত-নাশক ; এবং রক্তদোষ, দাহ, বিসর্প, কুষ্ঠরোগ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক। জটামাংসীর বাহ্য প্রয়োগে শরীরের রুক্ষতা ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

জটামূলী।—ইহা সাধারণতঃ শতমূলী নামে পরিচিত। (শতমূলী দ্রষ্টব্য।)

জতুকা, জন্তুকা।—ইহা মালব-দেশজাত একপ্রকার লতা। হিন্দীতে ইহাকে পাপড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—জতুকা, জতুকারী, জননী, চক্রবর্ত্তিনী, তির্য্যক্‌ফলা, নিশান্ধা, সুপত্রিকা, বহুপুত্রী, রাজবৃক্ষা, জনেষ্টা,

কপিকচ্ছুফলোপমা, রঞ্জনী, সূক্ষ্মবল্লী, ভ্রমরী, কৃষ্ণবল্লিকা, বিজ্জলিকা, কৃষ্ণরুহা, গ্রন্থিপর্ণা, সুবর্চ্চিকা, তরুবল্লী ও দীর্ঘফলা। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকারক; এবং রক্তপিত্ত, কফ, দাহ, তৃষ্ণা ও বমনরোগে হিতকর।

জবাপুষ্প।—(Hibiscus Rosa Sinensis.) বাঙ্গালায় ইহাকে জবাফুল কহে। জবাপুষ্পের সংস্কৃত নামান্তর জবা, ওড্রাখ্যা, রক্তপুষ্পী, অর্কপ্রিয়া, রাগপুষ্পী, প্রতিকা, হরিবল্লভা ও ওড্রপুষ্প। শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে জবাফুল দুইপ্রকার। উভয় জবাফুলই কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, কফবায়ুনাশক, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) রোগে হিতকর, ক্রিমিজনক ও বমনকারক।

জম্বীর।—(Citrus medica. Citrus acida.) ইহাকে বাঙ্গালায় জামীর ও গোঁড়ানেবু, হিন্দীতে জম্বীরী ও নিম্বু, মহারাষ্ট্রদেশে ইড়, কর্ণাটদেশে কঞ্চিলে, এবং তেলেগু ভাষায় নিম্মচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর, জম্ভক, জম্ভর, দন্তহর্ষণ, দন্তকর্ষণ, গম্ভীর, জম্ভির, জম্ভল, জম্ভী, রেবত, বক্ত্রশোধী, দন্তহর্ষক, রোচক, মুখশোধী ও জাড্যারি। জামীর ছোট বড় ভেদে দুইপ্রকার। বড় জামীর অম্লরস, তীক্ষ্ণ, পাচক, সুরভি, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মুখপরিষ্কারক ও পিত্তবর্দ্ধক; এবং ক্রিমি, পার্শ্বশূল, বায়ু ও দুর্গন্ধের নাশকারক। ছোট জামীরের অপক্ব ফল অম্ল-মধুররস, রুচিকারক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তপ্রকোপক; এবং তৃষ্ণা ও বমনের নিবারক। পক্ব ফল মধুর-রস, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক বর্ণ ও বীর্য্যের বৃদ্ধিকারক, কফনাশক এবং পিত্ত ও রক্তদোষের উপশমকারক।

জম্বু।—(Uguenia jambolana Syn.—Syzigium jambolanum.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে জাম, হিন্দীতে জামুন, মহারাষ্ট্রদেশে জাম্বুক, কর্ণাটদেশে নেরিলুৰা এবং তেলেগু-ভাষায় নেবড়ুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জাম্বু, জম্বুল, সুরভিপত্রা, নীলফলা, শ্যামলা, মহাগন্ধা, রাজর্হা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া ও মোদমোদিনী। ছোট বড় ও বন জামভেদে জাম তিনপ্রকার। তন্মধ্যে ছোট জামের সংস্কৃত পর্য্যায়—সূক্ষ্মকৃষ্ণফলা, দীর্ঘপত্রা ও মধ্যমা। বাঙ্গালা দেশে ইহাকে ক্ষুদে জাম কহে। মহাপত্রা, রাজজম্বু, বৃহৎফলা, ফলেন্দ্র,

নন্দী, মহাফলা এবং সুরভিপত্র। বাঙ্গালায় ইহাকে ফলন্দ-জাম কহে। বন-জামের সংস্কৃত পর্য্যায়—ভূমিজম্বু, কাকজম্বু, নাদেয়ী, শীতপল্লবা, সূক্ষ্মপত্রা ও জলজম্বুকা। জামের গাছ কষায়-মধুর-রস, পরিপাচক ও বিষ্টম্ভকারক; এবং কফ, কাস, ক্রিমি, শ্বাস, শ্রম, পিত্ত, দাহ, কণ্ঠশোষ ও অতিসার রোগে উপকারক। সাধারণতঃ পাকা জামফল, মধুর-অম্ল-কষায়-রস, গুরুপাক, শীতল, রুচিকর ও বাতকফ-নাশক। নামভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জামের গুণেরও প্রভেদ আছে। নামানুসারে সেই সকল জামের গুণাদি যথাস্থানে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

জয়ন্তী।—(Eachynomene sesban or Sesbania aculeata) ইহা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ। ইহার ফুল শণফুলের মত। জয়ন্তীকে বাঙ্গালায় জন্তি বা ধঞ্চে, হিন্দীতে জৈৎ এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে সোবেরি ও তোগরসে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জয়া, তর্কারী, নাদেয়ী, বৈজয়ন্তিকা, জৈত্রী, বলা, মোটা, হরিত, সূক্ষ্মমূলা, বিক্রান্তা ও অপরাজিতা। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও চক্ষুর উপকারক; এবং বায়ু, ভূতাবেশ ও সংযোগজ বিষের শান্তিকারক। বাহ্য প্রয়োগে অর্থাৎ জয়ন্তী-পাতার গরম প্রলেপে শোথ, কোষবৃদ্ধি ও গলগণ্ড প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপকার হয়।

জয়পাল।—(Croton tiglium.) ইহা একপ্রকার বিরেচক ফল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জৈপাল, জারক, রেচক, তিন্তিড়ীফল, দন্তী-বীজ, মলদ্রাবি, বীজরেচন, কুম্ভীবীজ, কুম্ভিনীবীজ, ঘণ্টাবীজ, ঘন্টিনীবীজ, নিকুম্ভাখ্যবীজ, শোধন বীজ ও চক্র-দন্তীবীজ। জয়পালের বীজ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অতিশয় উগ্র বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বমনবেগ-কারক; এবং ক্রিমি, কফ, বায়ু ও উদররোগের উপশমকারক। ইহা শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। খোসাশূন্য বীজ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, মধ্যস্থ পাতার ন্যায় পদার্থ ফেলিয়া দিয়া, দোলাযন্ত্রে দুগ্ধে সিদ্ধ করিলেই জয়পালবীজ শুদ্ধ হইয়া থাকে। পরে তাহা নিঙড়াইয়া তৈল বাহির করিবে এবং চূর্ণ করিয়া তাহা ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবে। জয়পালবীজের তৈল অত্যন্ত উগ্র ও বিরেচক, ইহা মর্দ্দন করিলেও বিরেচন হইয়া, আনাহ, ধনুঃস্তম্ভ, সন্ন্যাস, শিরোরোগ, জ্বর, উন্মাদ, আমবাত, শোথ,

পক্ষাঘাত, উদররোগ ও কাসরোগের উপশম হয়।

জরড়ী।—জরড়ী একপ্রকার তৃণের নাম। হিন্দীতে ইহাকে জহুড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গার্ম্মেটিকা, সুনালা, জয়াশ্রয়া। ইহার গুণ—মধুর-রস, শীতল, সারক, রুচিকর, ও পশুদিগের দুগ্ধবর্দ্ধক; এবং রক্তদোষ ও দাহরোগের উপশমকারক।

জল।—জলের সাধারণ গুণ—ইহা মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, লঘুপাক, বল-বুদ্ধি বীর্য্য-তুষ্টি ও পুষ্টিবর্দ্ধক, এবং পিপাসা, আলস্য, শ্রান্তি, নিদ্রা, মোহ, ভ্রান্তি ও মুখশোষাদির নিবারণকারক। আধার ও কাল প্রভৃতির বিভিন্নতা অনুসারে জলের গুণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আধারভেদে যথা—সমুদ্রের জল ত্রিদোষবর্দ্ধক; নদীর জল ঘন, রুক্ষ, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফনাশক; দীর্ঘিকার জল মধুর-কষায়-রস, কটুবিপাক, ও বায়ুবর্দ্ধক; সরোবরের জল মধুর-কষায়-রস, লঘু ও বলকারক; ক্ষুদ্রপুষ্করিণীর জল গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক, অত্যন্ত কফবর্দ্ধক ও অনুপকারক; কূপের জল লবণাক্ত মধুর-রস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, ও কফকারক; এবং নির্ঝরের জল গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফনাশক। কাল-ভেদে যথা,—গ্রীষ্মকালের জল কফকারক নহে; বর্ষাকালের জল শীতল, বিদাহী, অগ্নিমান্দ্যকারক ও বায়ুপ্রকোপক; শরৎকালের জল লঘু এবং ইহা কফজনক নহে; হেমন্তকালের জল স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক; শীতকালের জল হেমন্তকালের জল অপেক্ষা কিছু লঘু ও বাত-কফনাশক; এবং বসন্তকালের জল মধুর-কষায়-রস, রুক্ষ ও বলকারক। শীতল জল মদ, মূর্চ্ছা, বমন, পিত্তজ্বর, শ্রান্তি, ক্লান্তি, তৃষ্ণা, দাহ, মদাত্যয়, উর্দ্ধগ, রক্তপিত্ত ও বিষদোষে হিতকর। ইহা পরিপাক হইতে একপ্রহর সময় আবশ্যক। জল গরম করার পর শীতল হইলে, সেই জল ত্রিদোষনাশক; এবং নবজ্বর, প্রতিশ্যায়, বাত, পার্শ্বশূল, কণ্ঠরোগ, আধ্মান, অজীর্ণ, গ্রহণী, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি রোগে উপকারক; সুতরাং সকল সময়ে সকল ব্যক্তিরই তাহা সুপথ্য। অর্দ্ধ প্রহর সময়ে এই জল পরিপাক পায়। পুষ্পসুগন্ধি জল অব্যক্ত-রস, সুশীতল, প্রীতিকর ও তৃষ্ণানিবারক। স্বচ্ছজল অধিক গুণশালী লঘু ও প্রীতিকর। আবিল (ঘোলা) জল বিবর্ণ, পিচ্ছিল, ঘন, বিরস, দুর্গন্ধ ও অহিতকারক। নির্ম্মলীফল কিংবা ফটকিরি বা ফিল্টার

দ্বারা ঘোলা জল পরিষ্কৃত করিয়া পানাদিতে ব্যবহার করা উচিত। নামানুসারে অন্যান্য জলের গুণ যথা-স্থানে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, প্রতিশ্যায়, শোথ, উদররোগ, নেত্ররোগ, ক্ষয়রোগ, মধুমেহ, ব্রণ, কুষ্ঠ, জ্বর ও মুখস্রাব প্রভৃতিতে জল হিতকর।

জলকণ্টক।—বাঙ্গালায় ইহা পানিফল নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—শৃঙ্গাটক, জলকণ্টক। (শৃঙ্গাটক দ্রষ্টব্য।)

জলকল্ক।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর শৈবাল। বাঙ্গালায় ইহাকে শেওলা বলে। (শৈবাল দ্রষ্টব্য।)

জলকাক।—ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে পানকৌড়ী বলে। ইহার মাংস স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শীতল এবং বাতনাশক।

জলচর-মাংস।—হংস, বক, কচ্ছপ প্রভৃতি যে সকল জীব জলে বিচরণ করে, তাহাদিগকে জলচর কহে। জলচর জীবের মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

জল-পিপ্পলী।—জলজাত লতা বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁচড়াদাম এবং হিন্দীতে পানিসগা ও জল-পিপরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মহারাষ্ট্রী, শারদী, তোয়বল্লরী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা, মাঙ্গলী, শকুলাদনী, অগ্নিজ্বালা, চিত্রপত্রী, প্রাণদা, তৃণশীতা ও বহুশিখা। ইহা কটু-কষায়-রস, কটু-বিপাক, তীক্ষ্ণ, শীতল, রুক্ষ, লঘু, মলরোধক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং রক্ত, দাহ ও ব্রণাদির উপশমকারক।

জলজম্বুক।—বাঙ্গালায় ইহা বনজাম নামে অভিহিত। হিন্দীতে ইহাকে জামুনী ও নদীজামুনী বলে। ইহা রুক্ষ, মলরোধক, এবং কফ, পিত্ত ও দাহনিবারক।

জলডিম।—ঝিনুক, শম্বুক প্রভৃতি জীবসমূহ এই নামে পরিচিত। (কোষস্থ মাংস দ্রষ্টব্য।)

জলতাপিক।—বাঙ্গালায় ইহা ইলিশমাছ নামে পরিচিত। (ইহার গুণপর্য্যায়াদি 'ইলিশ মৎস্য' শব্দে দ্রষ্টব্য।)

জলমধুক।—জলজাত একপ্রকার মউলবৃক্ষকে জলমধুক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মঙ্গল্য, দীর্ঘপত্রক, মধুপুষ্প, ক্ষৌদ্রপ্রিয়, পতঙ্গ, কীরেষ্ট ও গৈরিকাখ্য। জলমধুকের ফুল মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকারক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক। জলমধুকের পক্ব-ফল মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, রসায়ন, বল-

কারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক, এবং রক্ত, দাহ, শ্বাস, ব্রণ, বমন, ক্ষত ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

জলবেতস।—জলজাত বেতসকে মহারাষ্ট্রদেশে রণ্ডালু এবং কর্ণাটদেশে বৈসেশমরণু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বানীর, নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ, নাদেয়ী ও জলবেতস। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, মলরোধক ও ব্রণ-শোধক; এবং কফ, রক্তপিত্ত ও ভূতাবেশের উপশমকারক।

জল-শুক্তি।— জল-শুক্তিকে বাঙ্গালায় ঝিনুক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বারিশুক্তি, ক্রিমিশুক্তি, শম্বুক ও নরশুক্তি। দেশভেদে ইহা জলসিম্পি নামে পরিচিত। ইহা এক-প্রকার জলচর জীব। জলশুক্তির মাংস কটু-রস, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর ও বলকারক; এবং গুল্ম, শূল ও বিষদোষে হিতকর।

জলশ্যামাক।—ইহা একপ্রকার তৃণধান্য। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্যামাধান কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কুধান্য। ইহা রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, এবং কফ ও পিত্তনাশক। ইহা অম্ল-মধুর-কষায়-রস, রুচিকারক, লঘু, রুক্ষ, এবং অগ্নি, বল ও বায়ুবর্দ্ধক; ইহা মেহ, গলরোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকারক।

জবনাল।—জবনাল একপ্রকার শস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে জনার এবং হিন্দীতে ভুট্টা ও মকোয়া কহে। ইহার বীজ অপক্কাবস্থায় আগুনে পোড়াইয়া, এবং পক্কাবস্থায় খৈ করিয়া, অথবা তাহার ছাতু ও রুটী করিয়া, আহারার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জনার-বীজ মধুর-রস, শীতবীর্য্য, অত্যন্ত গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, এবং কফপিত্তনাশক।

জবলী।—ইহা একপ্রকার ফল-বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে জওয়ার গাছ কহে। ইহার ফল কিঞ্চিৎ তিক্ত-কষায়-রস, সুগন্ধী, রুচিকর ও কফ-পিত্তনাশক।

জবাদি।—ইহা একপ্রকার খাটাশীর নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে জবাদি-কস্তুরী কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম,—গন্ধরাজ, কৃত্রিম, মৃগ-ঘর্ম্মজ, সমূহগন্ধ, গন্ধাঢ্য, স্নিগ্ধ, সাত্রাণি, কর্দ্দম, সুগন্ধ-তৈল, নির্য্যাস ও কটু-মোদ। ইহা ঈষৎ পীতমিশ্রিত নীল-বর্ণ ও সুগন্ধি এবং রৌদ্রতাপে ইহার গন্ধ অধিক প্রকাশ পায়। জবাদি উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, সুখকর ও বায়ুরোগে উপকারক।

জাতিফল।—(Myristica officinalis.) জয়ত্রীর ফলকে জাতিফল কহে। জাতিফলের বাঙ্গালা নাম জায়-

ফল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জাতিকোষ, জাতী, জাতীফল, জাতিশস্য, রাজভোগ্য, শালুক, মালতীফল, মজ্জসার, জাতিসার, জাতীসার, পুট, সুমনঃফল, কোষ, কোশক ও জাতীকোশ। যে জাতিফল দেখিতে স্নিগ্ধ ও ভারি, এবং নাড়িলে ভিতর হইতে "খট খট" শব্দ হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট; আর যাহা দেখিতে রুক্ষাঙ্গ, পাতলা ও শব্দহীন, তাহা নিকৃষ্ট। জায়ফল কটু তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, অগ্নিকারক, উত্তেজক ও বলকারক; এবং জীর্ণাতিসার, আধ্মান, আক্ষেপ, শূল, আমবাত, তৃষ্ণা, মুখক্লেদ, মুখ-দুর্গন্ধ, মুখের বিরসতা, কৃমি, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস, হৃদ্রোগ, মেহ, কণ্ঠরোগ, বায়ু ও শ্লেষ্মার শান্তিকারক।

জাতিফল-তৈল।—জায়ফলের স্নেহভাগকে জাতিফল-তৈল কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, উত্তেজক ও বলকারক এবং জীর্ণাতি-সার, আধ্মান, আক্ষেপ, শূল, আমবাত ও দন্তবেষ্টগত ব্রণনিবারক।

জাতী।—(Jasminum Grandiflorum.) ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে জাতী বা চামেলী ফুল, হিন্দীতে চামেলী ও স্বর্ণজাতী, মহারাষ্ট্র বা উৎকল দেশে জাই এবং কর্ণাট দেশে জাজি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুরভিগন্ধা, সুমনাঃ, সুরপ্রিয়া, চেতকী, সুকুমারা, সন্ধ্যাপুষ্পী, মনোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, মালতী, তৈলভাবিনী, জনেষ্টা, ও হৃদ্যগন্ধা। জাতীফুলের গাছ তিক্ত-রস, শীতল, লঘু, কফঘ্ন ও মুখপাক-নাশক এবং শিরোরোগ, নেত্ররোগ, দন্তবেদনা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বিষ-দোষের উপশমকারক। জাতীফুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃত লাগাইলে মুখের ঘা সত্বর নিবারিত হয়। জাতীর কুঁড়িফুল, ব্রণ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ ও নেত্ররোগে বিশেষ উপকারক।

জাতীপত্রী।—(Flowers of Myristica Officinalis.) ইহার সংস্কৃত নাম,—জাতীকোষী, সুমনঃ-পত্রিকা, মালতী-পত্রিকা, সৌমনসায়নী ও জাতিকোষ। বাঙ্গালায় ইহাকে জয়ত্রী, হিন্দীতে জাবত্রী, এবং কর্ণাট-দেশে জাইপত্রী কহে। ইহা এক প্রকার ফুল; ইহার ফলকে জায়ফল কহে। জয়ত্রী কটু-তিক্ত-মধুর-রস, সুগন্ধি, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, বর্ণের উৎকর্ষকারক, কফ ও জড়তার নাশক, মুখপরিষ্কারক; এবং কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, কৃমি ও বিষদোষের শান্তি-কারক।

জালবর্ব্বূরক।—ইহা এক-প্রকার বাবলাগাছ। দেশভেদে ইহাকে পুলই ও জালি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ছত্রক, স্থূলকণ্টক, সূক্ষ্মশাখ, তনুচ্ছাঙ্ক ও রন্ধ্রকণ্ট। ইহা কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, দাহকারক, পিত্ত-বর্দ্ধক, কফনাশক ও বায়ুরোগনিবারক।

জালি।—একপ্রকার আচারের নাম। হিন্দীতে ইহাকে জারি কহে। কাঁচা আম পিষিয়া, তাহার সহিত সরিষা-বাঁটা, লবণ ও ভাজা হিঙ মিশ্রিত করিলে জারি প্রস্তুত হয়। ইহা অম্ল-লবণ-কটু-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কণ্ঠশোধক ও জিহ্বার কণ্ডুনিবারক।

জালিনী-ফল।—ঘোষাফলের বীচি অথবা ঝিঞাফলের বীচিকে জালিনীফল বলে। ইহা শিরোরোগ এবং পাণ্ডুরোগনাশক।

জিঙ্গিনী।—(Odina Wodier.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। চলিত কথায় ইহাকে গুলদুলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গুড়মজ্জনিকা, জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গি, সুনির্য্যাসা ও প্রমোদিনী। ইহা মধুর-কষায়-কটু রস, উষ্ণবীর্য্য ও যোনি-শোধক; এবং বাতাতিসার, ব্রণ, হৃদ্রোগ, দাহ ও বিস্ফোটক রোগের উপশমকারক। ইহার অন্যান্য গুণ শাল ও তমালের ন্যায়।

জিহ্বানির্লেখন।— ইহাকে চলিত কথায় জিব্‌ছোলা কহে। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্বারা ইহা প্রস্তুত করিতে হয়; অভাবে বাঁশের চটা, অথবা দন্তকাষ্ঠ চিরিয়া তাহাদ্বারাও ইহা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। জিব্‌ছোলা কোমল (নমনশীল), মসৃণ (তেলা) এবং দশ অঙ্গুলি দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। জিব্‌ছোলাদ্বারা জিভ্ ছুলিলে, জিহ্বাশ্রিত মল নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং মুখের বিরসতা প্রভৃতি নষ্ট হইয়া আহারে রুচি হয়।

জীরক।—(Cuminum cymium. Syn.—Cumin seed.) ইহাকে বাঙ্গালায় জীরা বা জীরে, হিন্দীতে জীরা এবং তেলেগু ভাষায় জীলকরর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জরণ, অজাজী, কণ, দীপক, জীর্ণ, জীরা, দীপ্য, জীরণ, অজাজিকা, বহ্নি-সখ, মাগধ ও দীপক। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, পাচক, রুচিকর, মলরোধক, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক ও গর্ভাশয়ের শুদ্ধিকারক, এবং জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, কৃমি, গুল্ম ও আধ্মানরোগে উপকারক।

স্থূল, সূক্ষ্ম, শ্বেত, কৃষ্ণ ও বন-জীরক ভেদে জীরক পাঁচপ্রকার। নামানুসারে ইহাদের বিশেষ বিশেষ

গুণাগুণ যথাস্থানে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

জীরার তৈল অর্থাৎ স্নেহভাগ অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং শূল ও আধ্মান রোগে উপকারক।

জীর্ণ-দারু।—ইহা একপ্রকার বৃদ্ধদারক। বাঙ্গালায় ইহাকে কাল বীজতাড়ক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—জীর্ণভঞ্জী, সুপুষ্পিকা, অজরা ও সূক্ষ্মপর্ণা। ইহা পিচ্ছিল ও বল-কারক, এবং কফ, বায়ু, কাস ও আম-দোষের নিবারক।

জীবক।—(Pentaptera tomentosa. A medicinal Plant commonly called Jivaka) জীবক, অষ্টবর্গের অন্তর্গত একপ্রকার বৃক্ষের কন্দ। ইহার আকৃতি কূর্চ্চক অর্থাৎ অলঙ্কারাদি পরিষ্কার করিবার কুঁচির মত, এবং ইহা পেঁয়াজ-রসুনের মত সারশূন্য—কেবল ত্বক্‌সমষ্টিমাত্র। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে জীবক, এবং তেলেগু ভাষায় বেগিসপুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কূর্চ্চ-শীর্ষ, মধুরক, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ, চিরজীবক, জীবন, দীর্ঘায়ু, প্রাণদ, জীবা, ভৃঙ্গাহ্ব, প্রিয়, চিরঞ্জীব, মধুর, মঙ্গল্য, বৃদ্ধিদ, আয়ুষ্মান্, জীবক ও বলদ। জীবক মধুর-রস, শীতল, বলকর, শুক্র ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক, এবং বায়ু, রক্ত-পিত্ত, দাহ, জ্বর, কৃশতা ও ক্ষয় রোগের শান্তিকারক। জীবক এখন পাওয়া যায় না, এইজন্য ঔষধাদিতে জীব-কের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ অথবা ভূমি-কুষ্মাণ্ড ব্যবহার করিবার উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবনীয়গণ।—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী ও ক্ষীর-কাকোলী, এবং মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, সর্ব্বসমেত এই দশটী দ্রব্যকে জীবনীয়গণ কহে। ইহা শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকারক, স্তন্যজনক ও বায়ুনাশক; এবং জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, ক্ষয়, শোষ ও রক্ত-পিত্তরোগের উপশমকারক।

জীবন্তী।—(Celtis Orientalis) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে জীবন্তী, জীবই ও জীয়তি, এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে লাহানিহরিণবেলি ও কিরিরহালে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—জীবনা, জীবনীয়া, জীবা, মধু, রক্তাঙ্গী, জীবনী, স্রবা, মধুস্রবা, মঙ্গল্যানামধেয়া, পয়স্বিনী, জীব্যা, জীবদা, জীবদাত্রী, শাকশ্রেষ্ঠা, জীবভদ্রা, ভদ্রা, মঙ্গল্যা, ক্ষুদ্রজীবা, যশস্যা, শৃঙ্গাটী, জীবদৃষ্টা, কাঞ্জিকা, শশশিম্বিকা, সুপিঙ্গলা, পুত্রভদ্রা,

মধুশ্বাসা, জীববৃষা, সুখঙ্করী, মৃগরাটিকা, জীবপত্রী ও জীবপুষ্পী। হ্রস্ব, দীর্ঘ, ও স্বর্ণবর্ণ ভেদে জীবন্তী তিনপ্রকার। হ্রস্ব জীবন্তী মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘু, রসায়ন, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফজনক, মলরোধক, চক্ষুর হিতকর ও ত্রিদোষনাশক, এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, দাহ ও জ্বররোগে উপকারক। দীর্ঘ জীবন্তী মধুর রস, শীতবীর্য্য, রসায়ন ও ভূতাবেশনিবারক। স্বর্ণ-বর্ণ জীবন্তী মধুর-রস, শীতল, বর্ণ-বর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকারক, চক্ষুর হিতকর ও স্বরপরিষ্কারক; এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, দাহ, শ্বাস, কাস ও ধাতু-ক্ষয়ে হিতকর। চক্রপাণির মতে এই লতা মধুরা ও অমধুরা ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে মধুরা ত্রিদোষ-নাশক, মধুররস, শীতবীর্য্য, মধুরবিপাক, চক্ষুর হিতকর ও সর্ব্বদোষনাশক; আর অমধুরা সঞ্চিত পিত্তের বিনাশক। ইহা শাকের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ শাক।

জীবশাক।—ইহা মালবদেশ-জাত একপ্রকার শাকের নাম। চলিত কথায় ইহাকে খোস্‌নো বা খোষরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—খোসাহ্ব, প্রবালক, জীবস্থ, রক্তনাল, তাম্রপত্র, প্রবালিকা, শাকবীর, সুমধুর ও মেষক। জীবশাক মধুর-রস, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বস্তিশোধক।

জ্যোতিষ্মতী।—(Cardiospermum halicacabum.) ইহা করলা বা উচ্ছের ন্যায় একপ্রকার লতাফল। ইহার বাঙ্গালা নাম লতা-ফট্‌কী। হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে মালকংগুনী ও কাকুমর্দ্দনিকা, এবং তেলেগুভাষায় বেক্কুডুতোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পারাবতাঙ্ঘ্রি, কটভী, পিণ্যা, জ্যোতিষ্কা, নিফলা, পারাবতপদী, লগণা, স্ফুটবন্ধনী, পূতি-তৈলা, ইঙ্গুদী, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতিঃ, লতা, সুপিঙ্গলা, দীপ্তা, মেধ্যা, মতিদা, দুর্জ্জরা, সরস্বতী ও অমৃতা। ছোট বড় ভেদে জ্যোতিষ্মতী দুই-প্রকার। উভয় জ্যোতিষ্মতীই কটু-তিক্তরস, অতিশয় উষ্ণ, রুক্ষ, বিরেচক, বমনকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও দাহকারক, এবং বাত-কফনাশক। বিশেষতঃ বড় জ্যোতিষ্মতী তীক্ষ্ণ, ব্রণ ও বিস্ফোট-নাশক এবং স্মৃতিবর্দ্ধক।

জ্যোতিষ্মতী তৈল।—লতা-ফট্‌কীর ফল হইতে একপ্রকার স্নেহ-পদার্থ পাওয়া যায়, ইহাকে জ্যোতি-ষ্মতী তৈল কহে। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, বাত-পিত্তনাশক, এবং শ্লেষ্মা ও বুদ্ধির বৃদ্ধিকারক।

জ্যোৎস্না।—চন্দ্রকিরণের নাম জ্যোৎস্না। হিন্দীতে ইহাকে চাঁদনী কহে। জ্যোৎস্না মধুর-কটু-রসের উৎপাদক। জ্যোৎস্না সেবনে দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও ত্রিদোষের শান্তি হইয়া থাকে।

ঝ।

ঝিঙ্গাক।—(Luffa acutangula.) ইহা একপ্রকার ঝিঙ্গাবিশেষ। পশ্চিম দেশে ইহাকে খটর ও ঝিমনী কহে। ইহা ঈষত্তিক্ত-মধুর-রস, মন্দাগ্নিকারক ও আমবাতজনক।

ঝিঞ্ঝিরিণ্টা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে ঝিঁঝিরীটা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্ঝিরা, বৃত্তা ও রোমাশ্রয়ফলা। এই বৃক্ষ কটু-কষায়-রস, সন্তর্পণ, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বাতাতিসারনাশক, এবং মস্তিষ্কের তুষ্টবর্দ্ধক।

ঝিণ্টী।—(Barleria cristata or B. Prionites.) ইহাকে বাঙ্গালায় ঝাঁটী বা কুলঝাঁটী, এবং হিন্দীতে কটসরৈয়া কহে। ঝাঁটী কণ্টকযুক্ত গুল্মজাতীয় একপ্রকার ফুলগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় —সৌরীয়ক, কণ্টকুরুণ্টক, সৈরেয়ক ও ঝিণ্টিকা। শ্বেত, নীল, পীত ও রক্তবর্ণের পুষ্পভেদে ঝাঁটী চারি প্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতঝাঁটী কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক; এবং বায়ু, কফ, কাস, শোষ, দন্তরোগ, শূল, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডু, ত্বগ্দোষ ও বিষদোষের শান্তিকারক। অন্যান্য ঝাঁটীর গুণ ভিন্ন ভিন্ন নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। ঝিণ্টি নামক একপ্রকার তৃণধান্য আছে; তাহার গুণ রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মনাশক।

ট।

টঙ্ক।—নীলবর্ণ কপিত্থকের নাম টঙ্ক। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, গুরুপাক ও বায়ুর বৃদ্ধিকারক।

টঙ্কারী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে টেপারী ও টেপরী কহে। টঙ্কারী তিক্তরস,

লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতশ্লেষ্মনাশক; এবং শোথ, উদর, বিসর্প ও বেদনার নিবারক।

টঙ্কন।—(Borax.) ইহা একপ্রকার খনিজ ক্ষারপদার্থ। ইহা উপরসজাতীয়। বাঙ্গালায় ইহাকে সোহাগা, এবং হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় টঙ্কণ-ক্ষার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পাচনক, মালতীতীরজ, লোহশ্লেষণ, রসশোধন, টঙ্ক, টঙ্কণ-ক্ষার, রঙ্গ-ক্ষার, রঙ্গদ, রসাধিক, লোহদ্রাবী, রসঘ্ন, শুভগ, বর্ত্তুল, কনক, মীলন, ধাতুবল্লভ, কনকক্ষার, টঙ্কণ, দ্রাবক, লোহশুদ্ধিকারক, স্বর্ণপাচক ও টঙ্গা। সাধারণ টঙ্কন বা পিণ্ডসোহাগা ও শ্বেতটঙ্কন বা চৌকিয়া-সোহাগা ভেদে সোহাগা দুইপ্রকার। সাধারণ টঙ্কন কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক ও বাতপিত্তনাশক; এবং কাস, শ্বাস, মলরোধ ও স্থাবর-বিষের উপশমকারক। শ্বেতটঙ্কন, কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, মলভেদক, বলকারক ও পাচক; এবং বায়ু, কফ, ক্ষয় রোগ, আমদোষ ও বিষদোষে হিতকর।

ঔষধাদিতে সোহাগা শোধন করিয়া, ব্যবহার করিতে হয়। শোধনের নিয়ম নানাপ্রকার। তাহার মধ্যে অগ্নিতাপে পোড়াইয়া (খৈ করিয়া) শোধন করাই এদেশে প্রচলিত নিয়ম।

সোহাগার খৈ মধুমিশ্রিত করিয়া মুখের ঘায়ে লাগাইলে, শীঘ্রই ঘা শুকাইয়া যায়। ছুলি, দাদ প্রভৃতি চর্ম্মরোগেও সোহাগার খৈ বিশেষ উপকার করে।

ড।

ডঙ্গারি।—ইহা একপ্রকার লতাফল। বাঙ্গালায় ইহাকে চিচিঙ্গা বা হোঁপা, মহারাষ্ট্রদেশে ডঙ্গার এবং কর্ণাটদেশে ডঙ্গর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ডাঙ্গরী, দীর্ঘের্ব্বারু, দণ্ডরী, নাগশুণ্ডী ও গজদন্তফলা। এই ফল কাঁকুড়বিশেষের ন্যায় লম্বা ও সরু, ফলের উপরিভাগ নীলবর্ণ এবং তাহাতে শাদা দাগ থাকে। ইহা তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, তৃপ্তিজনক; এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ, শোষ, জড়তা ও মূত্ররোগের উপশমকারক। ইহার কচিফল সুমধুর, শীতল, রুচিকারক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক এবং

শ্রান্তি, ভ্রম, দাহ, তৃষ্ণা ও পিত্তবিকারে হিতকারক। পক্ক ফল গুরুপাক, রক্ত-বর্দ্ধক এবং দাহ ও তৃষ্ণাকারক।

ডহুফল।—(Artocarpus Lakoocha) ডহু একপ্রকার অম্ল-ফল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর লকুচ ও লিকুচ। বাঙ্গালায় ইহাকে ডেলো-মান্দার এবং হিন্দীতে ডইহার কহে। ইহার ফল অম্লরস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক, ত্রিদোষকারক এবং শুক্রদোষজনক।

ডিণ্ডিশ।—(Hibiscus esculentus) ইহা একপ্রকার ফল-শাক। ইহার চলিত বাঙ্গালা নাম ঢেঁড়শ। দেশভেদে ইহাকে রাম-পটোল, হিন্দীতে রামতরই, ঢিণ্ডিশ ও ঢেঁড়শী এবং মহারাষ্ট্রদেশে ঢেড়শে ফল কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—ডিণ্ডিশ, তিন্দিশ, রোমশ-ফল ও মুনিনির্ম্মিত। ইহা শীতল, রুচিকর, মলভেদক, মূত্র-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, অশ্মরী নাশক; এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার উপশমকারক।

ডিম্ব।—ডিম্বের সংস্কৃত নামান্তর অণ্ড; বাঙ্গালায় ইহাকে ডিম এবং হিন্দীতে আণ্ডা কহে। মাছ, কাছিম, হাঁস, মুরগি প্রভৃতির ডিম আহারার্থ যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাণি-ভেদানুসারে প্রত্যেকের ডিম্বের গুণের ইতরবিশেষ আছে। সাধারণতঃ সকল ডিমই মধুর রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, এবং বাতশ্লেষ্মনাশক।

ডোড়িকা।—ডোড়িকা এক-প্রকার ফলশাকের নাম। হিন্দীতে ইহাকে কবেরুকা এবং মহারাষ্ট্রদেশে হরণদোড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বিষমুষ্টি ও সুমুষ্টিকা। ইহা রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু ও পুষ্টিকারক এবং পিত্ত, কফ, অর্শঃ, গুল্ম ও ক্রিমিরোগে হিতকর।

ডোড়ী।—(Cælogyne ovalis.) ডোড়ীর অপর নাম জীবন্তী। ইহা একপ্রকার গুল্ম। ইহা দুর্জ্জর, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও মলরোধক।

ঢ।

ঢোল-সমুদ্রিক।—(Leea mycrophylla.) ঢোল-সমুদ্র একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার পাতাগুলি দীর্ঘে ও প্রস্থে অতিশয় বৃহদাকার। এইজন্য অনেকে ইহাকে ভ্রমক্রমে হস্তিকর্ণপলাশ বলেন। ইহা কীটাদির বিষনাশক।

ত।

তক্র।—দুগ্ধের একপ্রকার রূপান্তরিত অবস্থাকে তক্র কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম ঘোল, এবং হিন্দী নাম মাঠা। তক্রের সংস্কৃত পর্য্যায়—গোরসজ, ঘোল, কালসেয়, বিলোড়িত, দণ্ডাহত, অরিষ্ট, অম্ল, উদশ্বিৎ, মথিত, দ্রব, প্রমথিত, কটুর, কট্বর, অম্বর ও কঙ্কর। ঘোল সাধারণতঃ পাঁচপ্রকার—মস্তু, মথিত, উদশ্বিৎ, তক্র ও ছবিকা। সরবিশিষ্ট নির্জ্জল ঘোলের নাম মস্তু; সরশূন্য ও জলভাগশূন্য ঘোল—মথিত; অর্দ্ধভাগ জলমিশ্রিত ঘোল—তক্র; এবং চারি ভাগের একভাগ জলবিশিষ্ট ও সরশূন্য নির্ম্মল ঘোলকে ছবিকা কহে। এই সকল ঘোলের মধ্যে যে ঘোল স্নেহযুক্ত, অর্থাৎ সরবিশিষ্ট, তাহা গুরুপাক, পুষ্টিকারক ও কফবর্দ্ধক; এবং নিদ্রা, তন্দ্রা ও জড়তার উৎপাদক। যে ঘোলের স্নেহভাগ অল্প তুলিয়া লওয়া হয়, তাহাও গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং কফজনক। যে ঘোলের স্নেহ নিঃশেষরূপে তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা লঘুপাক ও সুপথ্য। সাধারণতঃ ঘোল ত্রিদোষনাশক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও বর্ণের উৎকর্ষকারক এবং শ্রান্তি, ক্লান্তি, বমন, আমাতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, বাতজ্বর, পাণ্ডু, কামলা, প্রমেহ, গুল্ম, উদর, বাতশূল ও কুষ্ঠাদিরোগে বিশেষ উপকারক। ক্ষতরোগে, দুর্ব্বলতায়, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছারোগে, রক্তপিত্তদোষে, সূতিকারোগে ও উষ্ণকালে ঘোল অনুপকারক। পীনস, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি কফপ্রধান রোগে ঘোল অনুপান করা উচিত; কারণ অপক্ক ঘোল কোষ্ঠের কফ নষ্ট করিয়া, কণ্ঠদেশে কফ সঞ্চিত করে ও নির্গমের সুবিধা করিয়া দেয়।

ভিন্ন ভিন্ন জীবের দুগ্ধ-গুণানুসারে তাহার ঘোলের গুণও ভিন্ন ভিন্ন হয়; পৃথক্ পৃথক্ দুগ্ধের নামানুসারে তাহা যথাস্থানে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

তক্রকূর্চ্চিকা।—ইহাও দুগ্ধের একপ্রকার বিকৃত অবস্থা। বাঙ্গালায় ইহাকে ছানা কহে। ঘোলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, এই ছানা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা দুর্জ্জর, রুক্ষ, মলরোধক ও বায়ুবর্দ্ধক।

তক্রপিণ্ড।—তক্রপিণ্ডের বাঙ্গালা নাম ছানা। দধি বা তক্রের সংমিশ্রণে দুগ্ধ নষ্ট করিয়া, অর্থাৎ ছানা রূপে পরিণত করিয়া, কাপড়ে বাঁধিয়া জলভাগ ত্যাগ করিলে, তাহাকেই ছানা কহে। এই ছানা অম্ল-মধুর-রস, শীতল,

গুরুপাক, নিদ্রাকারক, বায়ুনাশক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক।

তক্রমাংস।—ইহা যবনসমাজ প্রচলিত একপ্রকার ব্যঞ্জনবিশেষ। পারস্য ভাষায় ইহাকে 'এসনি' কহে। ছাগাদির মাংসখণ্ড প্রথমে হরিদ্রা ও হিঙের সহিত ঘৃতে ভাজিয়া, উপযুক্ত জলে সিদ্ধ করিতে হয়; পরে তাহা জীরা ও লবণ প্রভৃতি মশলামিশ্রিত তক্রে নিক্ষেপ করিলেই তক্রমাংস প্রস্তুত হয়। তক্রমাংস লঘুপাক, পাচক, রুচিকর, বলকারক, বাত-কফনাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক।

তক্রা।—ইহা একপ্রকার গুল্ম-জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহা কটু-রস, এবং ব্রণ ও ক্রিমিরোগের উপশমকারক।

তগরপাদিকা।—(Tabernæmontana coronaria.) ইহা জলজাত একপ্রকার পত্রহীন লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে তগরপাদুকা, হিন্দীতে তগরচণ্ডী, তেলেগুভাষায় নন্দিবর্দ্ধন-চেট্টু ও গন্ধিতগরপুচেট্টু, এবং উৎকল দেশে পাণিকলরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কালানুসারিবা, বক্র, কুটিল, শঠ, মহোরগ, নত, জিহ্ম, দীপন, তগর, বিনম্র, কুঞ্চিত, চক্র, নহুষাখ্য, দণ্ডহস্ত, বর্হিণ, পিণ্ডীতগরক, পার্থিব, রাজহর্ষণ, কালানুসারক, ক্ষত্র ও দীন। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, স্নিগ্ধ ও লঘুপাক, এবং ত্রিদোষ, অপস্মার, বিষদোষ, শিরোরোগ ও নেত্ররোগে হিতকর। ইহার অভাবে ঔষধাদিতে 'শিউলি-ছোপ' ব্যবহৃত হয়।

তড়াগ-জল।—বৃহদাকার কৃত্রিম জলাশয়কে, অর্থাৎ অতিবিস্তৃত খনিত জলাশয়কে তড়াগ বা দীর্ঘিকা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পদ্মাকর, তড়াক, তটক ও তড়গ। তড়াগের জল মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, শীতল, বায়ু-বর্দ্ধক, এবং হেমন্তকালে পানাদি কার্য্যের জন্য প্রশস্ত।

তড়িত্থান।—(Cyperus rotundus.) বাঙ্গালায় ইহাকে মুতা বলে, ইহার সংস্কৃত নামান্তর মুস্তক। (মুস্তক দ্রষ্টব্য।)

তণ্ডুল।—(Oryza Sativa. Syn. Rice.) ধান্যবীজের নাম তণ্ডুল। ইহাকে বাঙ্গালায় চাউল, হিন্দীতে চাবল, মহারাষ্ট্রদেশে তাণ্ডুল, তেলেগু-ভাষায় বিয়্যম, গুজরাটে চোখা, দাক্ষি-ণাত্যে চওয়ল, এবং তামিলী ভাষায় আয়শি কহে। ধান্যভেদানুসারে চাউলের গুণের পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ প্রায় সকল চাউলই মেহ ও ক্রিমিরোগে উপকারক। নূতন চাউল অতিশয়

গুরুপাক ও কফবর্দ্ধক। পুরাতন চাউল লঘুপাক, এবং সকল অবস্থাতেই উপকারক। ভাজা চাউল, রুক্ষ, পিত্তকারক ও কফনাশক।

তণ্ডুল-ধাবন।—ইহার নামান্তর তণ্ডুলোদক, বাঙ্গালায় ইহাকে চেলুনি-জল (চাউলধোয়া জল) কহে। (তণ্ডুলোদক দ্রষ্টব্য)।

তণ্ডুলীয়ক।—(Amaranthus spinosus.) ইহার বাঙ্গালা নাম ন'টে-শাক। কাঁটা ন'টে, গোয়ালে ন'টে ও ক্ষুদ্র ন'টে প্রভৃতি সকল ন'টে-শাককেই সংস্কৃত ভাষায় তণ্ডুলীয়ক কহে। ইহার হিন্দী নাম অল্পমরুষা ও চবড়াই; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে তান্দুলিজা, কর্ণাটী ভাষায় কিরুকুশালে, দাক্ষিণাত্যে কাণ্টেমাট, এবং তামিলীভাষায় মল্লুক্কিরই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অল্পমারিষ, তণ্ডুল, তণ্ডীর, তণ্ডুলী, তণ্ডুলীয়ক, গ্রন্থিল, বহুবীর্য্য, মেঘনাদ, ঘন-স্বন, সুশাক, পথ্যশাক, স্ফূর্জ্জথু, স্বনিতাহ্বয়, বীর। তণ্ডুলীয়ক মধুর-রস, মধুরবিপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও মলমূত্রের বিরেচক, এবং পিত্ত, দাহ, ভ্রম, মদ, রক্তপিত্ত ও বিষদোষে হিতকর। কাঁটা ন'টের শাক মধুররস, শীতল ও রুচিকর, এবং অর্শঃ, রক্তপিত্ত, কাস, দাহ, শোষ ও বিষদোষের উপশমকারক। কাঁটা ন'টের মূল উষ্ণবীর্য্য, শ্লেষ্মনাশক, রজোরোধক; এবং রক্তপিত্ত, প্রদর ও শূলরোগে বিশেষ উপকারক।

তণ্ডুলোদক।—তণ্ডুলোদককে বাঙ্গালায় চেলুনি জল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তণ্ডুলাম্বু, তণ্ডুলোত্থ ও জ্যেষ্ঠাম্বু। আতপ চাউল চতুর্গুণ জলের সহিত প্রস্তরপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া লইলে, অথবা আতপ চাউল কুট্টিত করিয়া চতুর্গুণ বা অষ্টগুণ জলে ধুইয়া লইলে চেলুনি জল প্রস্তুত হয়। ইহা কষায়-মধুর-রস, লঘুপাক, মলরোধক ও রক্তরোধক; এবং তৃষ্ণা, বমন, দাহ ও বিষদোষে হিতকর।

তন্তুবিগ্রহ।—বাঙ্গালায় ইহা কলাগাছ নামে পরিচিত। (কদলী দ্রষ্টব্য)।

তমঃ।—অন্ধকারের নামান্তর তমঃ। আলোকশূন্যতাকে অন্ধকার কহে। অন্ধকার ভীতিজনক, মোহকারক, ক্লান্তিপ্রদ, কাসবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্তনাশক।

তমাল।—(Xanthochymus Pictorius.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে তমালু এবং কর্ণাটী ভাষায় কদালউ কহে। ইহার

সংস্কৃত পর্য্যায়—কালস্কন্ধ, তাপিঞ্ছ, তাপিঞ্জ, কৃষ্ণস্কন্ধ, তমঃ, তমা, নীলতাল, তমালক, নীলধ্বজ, কালতাল ও মহাবল। তমালের বল্কল কৃষ্ণবর্ণ। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও শ্রান্তিনিবারক; এবং কফ, পিত্ত, পিপাসা ও দাহরোগ প্রভৃতির উপশমকারক।

তমালিকা।—(Rubia cordifolia.) ইহা একপ্রকার লাল লতা। বাঙ্গালায় ইহা মঞ্জিষ্ঠা নামে পরিচিত। (মঞ্জিষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তরটী।—ইহা একপ্রকার কণ্টক বৃক্ষের নাম। ইহার বীজ রক্তবর্ণ। সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে এই গাছ অধিক পরিমাণে জন্মে। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে তরড়ি, এবং কর্ণাটদেশে রেউড়ে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তরদী, তারদী, তীব্রা, খর্ব্বুরা ও রক্তবীজকা। ইহা তিক্ত-মধুর-রস, গুরুপাক, বলকারক ও কফনাশক।

তরণী।—(Rosa moschata) ইহা একপ্রকার ফুলের গাছ; বাঙ্গালায় ইহাকে শেউতী গোলাপ, মহারাষ্ট্র দেশে তরণী, এবং কর্ণাটদেশে চেঁবড়ে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সেবতী সহা, কুমারী, গন্ধাঢ্যা, চারু-কেশরা, ভৃঙ্গেষ্টা, রামতরণী, সুদলা, বহুপত্রিকা ও ভৃঙ্গবল্লভা। ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ ও মুখপাক-নিবারক; এবং পিত্ত, দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা ও বমনরোগে উপকারক। রাজতরণী নামভেদে আর একপ্রকার ফুল আছে; তাহা সুগন্ধি, কষায়-রস, স্নিগ্ধ, কফজনক ও চক্ষুর হিতকর।

তরম্বুজ।—(Cucurbita Citrullus.) ইহা একপ্রকার লতা-ফল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কলিঙ্গ ও কালিঙ্গ। বাঙ্গালায় ইহা তরমুজ নামে পরিচিত। ইহা মধুর-রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, তৃপ্তিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং পিত্ত-দাহনাশক।

তর্ণকধান্য।—কেহ কেহ তর্ণককে তূর্ণক ধান্য কহে। কাশ্মীর দেশে ইহা 'আজব ধান' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একপ্রকার শালিধান্য। এই ধান্য মধুর-রস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্ম-পিত্তকারক, রক্তনাশক ও চক্ষুর হিতকর।

তলিত মাংস।—এই মাংসের অপর নাম সন্তলিত মাংস। মাংস পাক করিয়া, পুনর্ব্বার তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে, তাহাকে তলিত বা সন্তলিত মাংস কহে। সন্তলিত মাংস লঘুপাক, তৃপ্তিজনক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, দৃঢ়তাকারক, এবং বল, মাংস, ওজঃ, শুক্র, মেধা ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক।

তবরাজখণ্ড।—ইহা দুরালভার চিনি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টান্ন। ইহাকে একপ্রকার মালখণ্ডী বলা যায়। মহারাষ্ট্রদেশে ইহা খণ্ড তবরাজ ও মেনার খাঁড় নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুধামোদকজ, খণ্ডোদ্ভবজ, সিদ্ধিমোদক, সিদ্ধখণ্ড ও অমৃতসারজ। তবরাজখণ্ড মধুর-রস, শীতল ও ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিকারক, এবং দাহ, সন্তাপ, মূর্চ্ছা, প্রমেহ ও শ্বাসরোগে উপকারক।

তবক্ষীর।—তবক্ষীর একপ্রকার পিষ্টকের নাম। ইহা যবচূর্ণ ও গবয় নামক পশুর দুগ্ধদ্বারা প্রস্তুত হয়। হিন্দীতে ইহাকে তোবাক্ষীর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তবক্ষীর, যবজ ও যবজোদ্ভব। ইহা মধুর-রস, শীতল ও কফ-পিত্তনাশক, এবং দাহ, ক্ষয়, কাস, শ্বাসরোগ ও রক্তদোষে হিতকর।

তাড়ি।—কচি তালের কাঁদি হইতে, অথবা তালগাছ হইতে যে রস বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে তাড়ি কহে। তাড়ি অত্যন্ত মত্ততাকারক, শীতল, এবং মূত্রবর্দ্ধক। কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে, তাড়ি যখন অম্ল-রসযুক্ত হয়, তখন তাহা বায়ুনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

তাপসেক্ষু।—ইহা একপ্রকার ইক্ষুর নাম। ইহা মধুররস, কোমল, রুচিকর, সন্তর্পণ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক ও কফজনক। কান্তারেক্ষুর অন্যান্য গুণও ইহাতে বর্ত্তমান আছে।

তাপহরী।—ইহা একপ্রকার ব্যঞ্জনের নাম। চলিত কথায় ইহাকে তাহড়ী ও তাতাহীরী কহে। চাউল ও হরিদ্রামিশ্রিত মাষকলায়ের বড়ী, ঘৃতে ভাজিয়া, তাহা লবণ, আদা, হিঙ্ প্রভৃতি মশলার সহিত যথানিয়মে পাক করিলে, এই ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, রুচিকর, তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিকর, পিত্তনাশক ও কফজনক।

তাম্বুল।—(Piper Betel. Syn—Chavica Betel.) বাঙ্গালায় ইহাকে পাণ, হিন্দীতেও পাণ, তেলেগু ভাষায় তামলপাকু, তামিলীতে বেট্টিলি, এবং বোম্বাইদেশে নাগবেল কহে। তাম্বুলের অপর নাম নাগবল্লীপত্র, পর্ণতাম্বুলী, বর্ণলতা, সপ্তশিরা, সপ্তলতা, ফণিবল্লী, ভুজগ-লতা, পক্ষপত্রা, তাম্বুলবল্লিকা, পর্ণবল্লী, গৃহাশয়া ও মুখভূষণ। পাণ কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, লঘু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, রুচিকর, মলভেদক, রক্তপিত্তকারক, বলবর্দ্ধক, মুখের শুদ্ধি ও

সৌগন্ধজনক, ও রসনেন্দ্রিয়ের শুদ্ধিকারক, এবং শ্লেষ্মা, বায়ু, শ্রান্তি ও মুখদৌর্গন্ধের শান্তিকারক। নূতন পাণ অপেক্ষাকৃত অধিক শুরুপাক এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক। পুরাতন পাণ অল্প কটু-রস এবং অধিক গুণশালী। বঙ্গদেশীয় পাণ অধিক কটু-রস, পাচক, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, পিত্তবর্দ্ধক ও কফনাশক। শাদাপাণ (ছাঁচিপাণ) রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পথ্য এবং শ্লেষ্মবিকৃতির ও বায়ুবিকারের উপশমকারক। পাণের শিরা শিথিলতাকারক; শিরার রস রক্তনাশক। রুক্ষ ও দুর্ব্বল শরীরে এবং জ্বর, মুখশোষ, পিত্ত, রক্ত, মদ, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগে পাণ খাওয়া অনিষ্টকারক। পাণের বোঁটার রস চক্ষুতে দিলে, রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হয়।

তাম্বুলপর্ণকন্দ।—ইহা একপ্রকার কন্দশাক বা আলু। বাঙ্গালায় ইহা থাম-আলু ও চুবড়ি আলু নামে পরিচিত। ইহা লঘুপাক এবং শুক্রজনক।

তাম্র।—(Cuprum, Copper.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ খনিজ-ধাতু। বাঙ্গালায় ইহাকে তামা, হিন্দীতে তাঁবা, তেলেগু-ভাষায় গিরি এবং তামিলী-ভাষায় সেনবু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তাম্রক, শুল্ক, ম্লেচ্ছমুখ, বরিষ্ঠ, উড়ুম্বর, কনীয়স, শুল্ব, দ্বিষ্ট, মদম্বর, ঔদুম্বর, ঔড়ুম্বর, রবিসংজ্ঞক, মুনিপিত্তল, সূর্য্যাহ্ব, লোহিতায়স, লোহিতায়ঃ, তপনেষ্ট, অম্বক, অরবিন্দ, রবিলোহ, রবিপ্রিয়, রক্ত, নৈপালিক ও রক্তধাতু। তাম্র মধুর-তিক্ত-কষায়-অম্ল রস, পাকে কটু, শীতল, লঘুপাক, বমনকারক, বিরেচক, শ্লেষ্মপিত্তনাশক ও অল্প ধাতুবর্দ্ধক, এবং পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি, বিবন্ধ ও শূলরোগের উপশমকারক।

তাম্রের ভস্ম করিয়া তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমতঃ তাম্রের শোধন করিয়া, তৎপরে ভস্ম করিতে হয়; নতুবা অশোধিত তাম্র বিষের ন্যায় অপকার করে। তামার খণ্ড খণ্ড পাত্‌লা পাত করিয়া, তাহা গোমূত্রের সহিত একবার অগ্নিজ্বালে পাক করিলেই শোধিত হয়; সেই শোধিত পাতগুলিতে জামীরের রস-মিশ্রিত কজ্জলী লেপন করিয়া, দুইখানি শরার মধ্যে গজপুটে তাহা পাক করিতে হইবে; এইরূপে তিনবার পুটপাক হইলেই তাম্রভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই ভস্ম পুনর্ব্বার জামীরের রসসহ মর্দ্দন করিয়া, গুলিকা প্রস্তুত

করিয়া, সেই গুলিকাগুলি ওলের মধ্যে পূরিতে হয়, পরে তাহার উপর মৃত্তিকার লেপ দিয়া গজপুটে পাক করিলে তাম্রের অমৃতীকরণ হয়। অমৃতীকরণ না করিলে, সেই তাম্র-সেবনে বমন, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তাম্রকূট।—(Nicotiana tabacum. Syn—Tobacco.) ইহার অপর নাম কলঞ্জ। বাঙ্গালায় ইহা তামাক নামে পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে তমাকু, চিলাসীতমাকু, তেলেগুভাষায় পোগাকু, ধূম্রপত্রমু, এবং তামিল ভাষায় পুগই, ইলই কহে। ইহা বেদনানাশক, নিদ্রা ও তন্দ্রাজনক, এবং বমনকারক।

তাম্রবল্লী।—ইহা চিত্রকূট দেশজাত একপ্রকার ক্ষুদ্রলতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তাম্র, তালী, তামলী, তমালিকা, সূক্ষ্মবল্লী, সুলোমা, শোধনী ও তালিকা। ইহা কষায়-রস, কফনাশক, এবং মুখদোষের ও কণ্ঠদোষের শান্তিকারক।

তারমাক্ষিক।—(Iron pyrites.) ইহার অপর নাম রূপ্য-মাক্ষিক। বাঙ্গালায় ইহাকে রৌপ্য-মাক্ষিক কহে। রৌপ্য-মাক্ষিক একপ্রকার উপধাতু। ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্যের অংশ আছে বলিয়া ইহার গুণও অনেকটা রৌপ্যের অনুরূপ। বিশেষতঃ ইহা মধুর-তিক্তরস, রসায়ন, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, এবং বস্তি-বেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, উদর, বিষদোষ, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়রোগ, কণ্ডূ ও ত্রিদোষের উপশমকারক। ইহাকে শোধিত ও জারিত না করিয়া, ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয়; এইজন্য প্রথমতঃ ইহা শোধিত করিয়া পরে ভস্ম করিবে, এবং সেই ভস্ম ঔষধাদিতে ব্যবহার করিবে। কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মেষশৃঙ্গীর কাথ এবং জামীরের রস, এইসকল দ্রব্যের এক একদিন ভাবনা দিয়া, তীব্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই রৌপ্যমাক্ষিক শোধিত হয়। পরে সেই শোধিত রৌপ্যমাক্ষিক কুলথ-কলায়ের কাথ ও তৈলের সহিত অথবা ছাগমূত্র ও তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলে, ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তাল।—(Borassus flabelliformis. The Palmyra Tree.) ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধ ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে তাল, হিন্দীতে তাল বা তাড়, উৎকল দেশে তাড়, গুজরাটে তড়, তামেলিতে পনম, এবং অন্ধ্র প্রদেশে পরতাল কহে। তালগাছের সংস্কৃত পর্য্যায়—তল, ভূমিপিশাচ, দীর্ঘতরু, দ্রুমশ্রেষ্ঠ, দ্রুমেশ্বর, তালদ্রুম, দীর্ঘস্কন্ধ,

ধ্বজদ্রুম, তৃণরাজ, মধুররস, মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ুঃ, তরুরাজ, দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, আসবদ্রু, দীর্ঘদ্রু, করপত্রবান্, ও তস্তুনির্য্যাস। তালের অপক্ক ফল, (তালশাঁস) মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও বলকারক, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, ক্ষত, দাহ ও ক্ষয়রোগে হিতকর। তালশাঁসের মধ্যস্থ জল গুরু-পাক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, পিত্তনাশক ও আশু হিক্কা নিবারক। পক্ক তালফল মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, দুর্জ্জর, বল-কারক, শুক্রবর্দ্ধক ও মূত্রকারক। তালের মজ্জা (মাথি) মধুর-রস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, কিঞ্চিৎ মত্ততাকারক, বিরে-চক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকারক ও বাত-পিত্তনাশক। তালের জটা (ফুল) রুক্ষ ও ক্ষতরোগনিবারক। তালের আঁটির শাঁস মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক ও মূত্রকারক। তালগাছের অথবা কচিতালের কাঁদির রস, অর্থাৎ তাড়ির গুণ 'তাড়ি' শব্দে লিখিত হইয়াছে।

তালমণ্ডিকা।—তালের রস হইতে প্রস্তুত মদ্যবিশেষকে তাল-মণ্ডিকা কহে। ইহা শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু-কারক, কফজনক, এবং শুষ্ককাস ও বমনবেগের উপশমকারক।

তালমূলী।—(Curculigo Orchioides.) ইহা অতি ক্ষুদ্রাকার তাল বৃক্ষের ন্যায় একপ্রকার তৃণের কন্দ; ইহার অপর নাম মূষলী-কন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে তালমূলী ও তলুর, হিন্দীতে মূষলী, এবং তেলেগু-ভাষায় নিলেপ তলিগড্ডলু ও নেলতার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তালিকা, তাল-মূলিকা, অর্শোঘ্নী, মূষলী, তালী, খলনী, সুবহা, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী ও দীর্ঘকন্দিকা। শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণভেদে তালমূলী দুই-প্রকার। হিন্দীভাষায় শ্বেত-তালমূলীকে সফেদমূষলী, এবং কাল-তালমূলীকে কালীমূষলী বা সেয়ামূষলী কহে। কৃষ্ণ-তালমূলী অপেক্ষা শ্বেত তালমূলীর গুণ অল্প। তালমূলী মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, পিচ্ছিল, গুরুপাক, কফজনক, শুক্র-বর্দ্ধক, রসায়ন, পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, দাহ ও শ্রান্তিতে উপকারক।

তালীশপত্র।—(~~Pinus~~ Abies webbiana.) ইহা ভূঁই আমলার ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র তৃণের পত্র। বাঙ্গালায় ইহাকে তালিশপত্র, হিন্দীতে তালিস্পত্রী বা তালিশপত্র, তেলেগু ও তামেলী ভাষায় তালিশপত্রী, দাক্ষিণাত্যে পনি-অল, এবং বোম্বাই প্রদেশে তাম্বষ্ঠ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তালীশ-পত্রাখ্য, শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, করিচ্ছদ, নীলাম্বর, তাল, তালী-

পত্র, তমাহ্বয় এবং তালীশপত্রক। তালীশপত্র মধুর-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু ও কফবাতনাশক, এবং হিক্কা, শ্বাস, ক্ষয়, কাস, বমন, অরুচি, গুল্ম, আমদোষ ও অগ্নিমান্দ্য রোগে উপকারক। তালীশপত্রের অভাবে ঔষধাদিতে কণ্টকারীর মূল প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

তিক্তরস।—তিক্ত-রসের বাঙ্গালা নাম তেঁতো। হিন্দিভাষায় ইহার নাম কড়ুয়া। ইহাতে আকাশ ও বায়ু, এই দুইটী ভূতের আধিক্য থাকে। তিক্ত-রস বিস্বাদ, মুখপরিষ্কারক, কণ্ঠশোধক, স্বয়ং রুচির অনুপযুক্ত হইয়াও অরুচিনাশক, কটু-বিপাক, শীতল, লঘু, রুক্ষ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুজনক ও পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক; এবং জ্বর, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্লেদ, রক্তদোষ ও বিষদোষের উপশমকারক। তিক্ত-রস অধিক সেবন করিলে, বল ও শুক্রের হানি হয়, এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃশূল, মন্যাস্তম্ভ ও শ্রান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তিক্ততুণ্ডী।—(Memordica monadelpha.) ইহার নামান্তর কটুতুম্বী; বাঙ্গালায় ইহা তিৎকুন্দর ও তেলাকুচা নামে পরিচিত। (তেলাকুচা দ্রষ্টব্য।)

তিক্তপত্র।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর কর্কোটকবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁকরোল-লতা বলে। (কক্করোল ও কর্কটী দ্রষ্টব্য।)

তিক্তরোহিণিকা।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর কটুকী ও কটুরোহিণী। বাঙ্গালায় ইহা কট্কী নামে পরিচিত। (কটুকী দ্রষ্টব্য।)

তিক্তবার্ত্তাকু।—(The Egg-plant, the fruit of which is bitter.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বার্ত্তাকু। বাঙ্গালায় ইহাকে তেঁতো-বেগুন এবং হিন্দীতে তিৎভণ্টা বলে। (বার্ত্তাকু দ্রষ্টব্য।)

তিক্তসার।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর বিট্‌খদির, অরিমেদ। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় রামকর্পূর বলে। (অরিমেদ দ্রষ্টব্য)।

তিত্তিরি।—ইহা একপ্রকার পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে তিতির পাখী এবং তেলেগু-ভাষায় তোতুক-পিট্ট ও বসন্ত-গৌর কহে। শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে তিত্তিরি দুইপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণ-তিত্তিরিকে তিত্তির, এবং গৌরতিত্তিরিকে কপিঞ্জল বলে। কৃষ্ণ-তিত্তির অপেক্ষা গৌরতিত্তিরির মাংসের গুণ অধিক। তিত্তিরির মাংস কষায়-মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘুপাক,

মলরোধক, বর্ণের উৎকর্ষসাধক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, অগ্নির দীপ্তিকারক ও ত্রিদোষনাশক, এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, রক্তপিত্ত ও হিক্কারোগে হিতকর।

তিত্তিরিফল।— জয়পালের বীজকে তিত্তিরি ফল বলে। (জয়পাল দ্রষ্টব্য)।

তিনিশ।—(Lagerstrœmia regnia.) তিনিশ একপ্রকার বৃক্ষের নাম; বাঙ্গালায় ইহাকে জারুল গাছ ও সাদন গাছ কহে। তিনিশের হিন্দী নাম তিরিচ্ছ। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহা স্যন্দন নামে অভিহিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তিনাশক, স্যন্দনদ্রুম, অক্ষক, চিত্রকর্ম্মা, স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু, অতিমুক্তক, বঞ্জুল, চিত্রকৃৎ, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর ও স্যন্দনি। তিনিশ গাছ কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য ও মলরোধক, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত রক্তাতিসার, কফ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র ও প্রমেহরোগের উপশমকারক।

তিন্তিড়ী।—(Tamarindus Indica.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ অম্ল-ফল। ইহার বাঙ্গালা নাম তেঁতুল। হিন্দীতে ইহাকে আম্লী বা ইম্লী, মহারাষ্ট্র দেশে ইস্‌লি ও চিঞ্চা, কর্ণাটে লুনিসে, তেলেগুভাষায় চিণ্ট, উৎকল দেশে কঁআঁ, তামেলীতে পুলি, এবং বোম্বাই প্রদেশে টিন্টিজ্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—চিঞ্চা, অম্লিকা, তিন্তিড়ীক, তিন্তিডীকা, অম্লীকা, আম্লিকা, আম্লীকা, তিন্তিলীকা, বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়, তিন্তিলী, তিন্তিড়িকা, আম্বিকা, চুক্র, চুক্রা, চুক্রিকা, অম্লা, অত্যম্লা, ভুক্তা, ভুক্তিকা, চারিত্রা, গুরুপত্রা, পিচ্ছিলা, যমদূতিকা, চরিত্রা, শাকচুক্রিকা, সুচক্রিকা ও সুতিন্তিড়ী। তেঁতুলের কাঁচা ফল কষায়-অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য গুরুপাক ও বায়ুনাশক; এবং পিত্ত, রক্ত ও কফের বৃদ্ধিকারক। পক্ক ফল অম্ল মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও বায়ুনাশক, এবং পিত্ত, দাহ, রক্ত ও কফের প্রকোপকারক। শুষ্ক তেঁতুল লঘুপাক ও রুচিকর, এবং শ্রান্তি, ভ্রান্তি ও তৃষ্ণার উপশমকারক। পাকাতেঁতুলের রস বাহ্যপ্রয়োগে ব্রণ শোথের পাচনকারক এবং ব্রণদোষনাশক। তেঁতুলের পাতা শোথ, রক্তদোষ ও বেদনার নিবারক। চারা তেঁতুলগাছের পাতার কাথ রক্তামাশয়ে বিশেষ উপকারক। শুষ্ক তেঁতুল-ছালের ক্ষার অগ্নিমান্দ্য ও শূলরোগের শান্তিকারক।

তিন্দুক।—(Diospyrus glutinosa.) ইহা একপ্রকার ফল। বাঙ্গালায় ইহা গাব নামে পরিচিত। দেশভেদে ইহাকে তেঁদ ও মাকড়া-কেঁন্দ্র, হিন্দীতে তেঁদ, মাকড়া-কেঁদ ও গাব, মহারাষ্ট্র দেশে টেম্বরুয়নি, কর্ণাটে রুম্বুরু, তেলেগুভাষায় তুমিক্, তামিলীতে তুম্বিক, এবং বোম্বাই প্রদেশে তিম্বোরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—স্ফূর্জ্জক, কালস্কন্ধ, শিতিসারক, কেন্দু, তিন্দু, তিন্দুল, তিন্দুকী, নীলসার, অতিমুক্তক, স্বর্য্যক, রামণ, স্ফুর্জ্জন, স্পন্দনাহ্বয় ও কাল-সার। গাবগাছের ছাল কষায়-রস ও মুখক্ষতের নিবারণকারক। গাবের কাঁচা ফল কষায়-রস, শীতল, লঘু, মলরোধক ও বায়ুবর্দ্ধক। ইহার পাকা ফল,—মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

তিমি।—(The whale.) ইহা সমুদ্রজাত একপ্রকার মৎস্য বিশেষ। ইহার মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, গুরুপাক, মলভেদক, শুক্র-বর্দ্ধক, অম্লপিত্ত-কারক, বলকর ও শ্লেষ্মজনক।

তিমিঙ্গিল।—ইহা সমুদ্রজাত একপ্রকার বৃহদাকার মৎস্য। এই মৎস্য তিমি-মৎস্যকেও গ্রাস করে বলিয়া ইহার নাম তিমিঙ্গিল। ইহা তিমিমৎস্যের অনুরূপ গুণবিশিষ্ট।

তিমিষ।—ইহা একপ্রকার লতা-গাছ। বাঙ্গালায় ইহাকে কুমড়াগাছ কহে। (কুষ্মাণ্ড দ্রষ্টব্য।)

তিম্বুরু।—(Zanthoxylon sanctum.) তেজবলের ফলকে তিম্বুরু কহে। ইহা দীপন ও রুচিকর, এবং চক্ষু, কর্ণ ও ওষ্ঠাদির পীড়ায় হিতকর। (তুম্বুরু দ্রষ্টব্য।)

তিরিম।—ইহা একপ্রকার শালিধান্য। এই ধান্যোৎপন্ন চাউলের অন্ন মধুর-রস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, পথ্য, রুচিকারক, দাহ এবং পিত্ত-নাশক এবং ত্রিদোষের উপশম-কারক।

তির্য্যক।—ইহা একপ্রকার ধাতুদ্রব্য। বাঙ্গালায় ইহা পারা নামে পরিচিত। (পারদ দ্রষ্টব্য।)

তিল।—(Sesamum Indicum. Gingeli seed.) ইহা এক-প্রকার প্রসিদ্ধ শস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে তিল, হিন্দীতে মিঠাতিল, মহারাষ্ট্রদেশে তিল, কর্ণাটে এলু, তেলেগু ভাষায় নুব্বুলু, মাকনুনে নুব্বুলু, তামিলীতে বালেন্নেয়, পারস্য-ভাষায় কুঞ্জদ্ এবং দাক্ষিণাত্যে বাঙ্কিতিল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হোমধান্য, পবিত্র, পিতৃ-

তর্পণ, পাপঘ্ন, পূতধান্য, স্নেহফল ও স্নেহপুরফল। শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত ও বনজাত ভেদে তিল চারিপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণতিল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, শাদা তিল মধ্যম, এবং অন্যান্য তিল নিকৃষ্ট। সাধারণতঃ তিল কষায়-তিক্ত-মধুর রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রজনক, পিত্তকারক, ব্রণের উপকারক, স্তন্যের ও মূত্রের হানিকর, এবং অগ্নি, বল ও বর্ণের বৃদ্ধিকারক। খোসাশূন্য কৃষ্ণতিল দুই-তোলা পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অর্শোরোগের উপশম হইয়া থাকে। তিলের শাক অর্থাৎ পত্র কটু-তিক্ত অম্ল-রস, পিচ্ছিল ও বায়ুবর্দ্ধক। তিলগাছের ছাল কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য ও শুক্রনাশক, এবং দন্তদোষ, ক্রিমি, শোথ, ব্রণ ও রক্তদোষের শান্তিকারক।

তিলতৈল।—তিলের তৈল অর্থাৎ স্নেহভাগ কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, প্রসরণশীল, কান্তিকর, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, মলরোধক, চক্ষুর হিতকর, কেশের উপকারক, স্রোতঃশোধক, শ্রান্তিনাশক, ধাতুপুষ্টিকারক, কফবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক; এবং ক্রিমি, কণ্ডূ, ও ব্রণরোগনিবারক।

তিলপর্ণী।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। চলিত কথায় ইহাকে তিলোনি কহে। তিলোনি লঘুপাক, এবং কফ ও শোথরোগের উপশমকারক।

তিলপিষ্টক।—কুট্টিত তিল দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার পিষ্টককে তিলপিষ্টক কহে। বাঙ্গালায় ইহার নাম তিলকুটো অথবা তিলে সন্দেশ। তিলপিষ্টক মধুর-কষায় রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলবর্দ্ধক, মূত্রনিবারক, বলকারক, শুক্রজনক, বায়ুনাশক, এবং কফ-পিত্ত বর্দ্ধক।

তিলবাসিনী।—তিলবাসিনী একপ্রকার শালি (হৈমন্তিক) ধান্য। ইহা লঘুপাক, স্নিগ্ধ, শীঘ্র পরিপাকী, রুচিকর ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং কাস, শ্বাস, পাণ্ডু, শূল ও আমবাতরোগে উপকারক।

তীক্ষ্ণলৌহ।—চীনদেশজাত একপ্রকার লৌহের নাম তীক্ষ্ণলৌহ। ইহার অপর নাম কৃষ্ণলৌহ। বাঙ্গালায় ইহাকে "তীখা ইস্পাত", এবং দেশভেদে "বিদরী" কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লৌহ, শস্ত্রায়স, শস্ত্র, পিণ্ড, পিণ্ডায়স, শঠ, আয়স, নিশিত, তীব্র খড়্গ, মুণ্ডিত, অয়ঃ, চিত্রায়স ও চীনজ। মণ্ডুর অপেক্ষা এই লৌহ

অধিক গুণবিশিষ্ট। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষ, এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শূলরোগে হিতকর।

তুগাখ্যা।—(Bamboo-manna.) ইহা বংশলোচন নামে অভিহিত। (বংশলোচন দ্রষ্টব্য।)

তুঙ্গভদ্রা।—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী নদীর নাম তুঙ্গভদ্রা। এই নদীর জল নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, স্বাদু, গুরুপাক ও মেধাজনক, এবং পিত্ত ও কণ্ডুরোগের উৎপাদক।

তুত্থক।—(Sulphate of Copper.) ইহা তাম্রধাতুর উপধাতু। বাঙ্গালায় ইহাকে তুঁতে বা তুঁতিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নীলাঞ্জন, হরিতাশ্ম, তুত্থ, ময়ূরগ্রীবক, তাম্রগর্ভ, অমৃতোদ্ভব, ময়ূরতুত্থ, শিখিকণ্ঠ, নীল, তুত্থাঞ্জন, শিখিগ্রীব, বিতুন্নক, ময়ূরক, ভূতক, মূষাতুত্থ, মৃতামদ ও হেমসার। ময়ূরতুত্থক ও খর্পরীতুত্থক ভেদে তুঁতে দুইপ্রকার। ময়ূরতুত্থক কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, বমনকারক, এবং শ্বিত্র, নেত্ররোগ, দন্তরোগ ও সকলপ্রকার বিষদোষের উপশমকারক। খর্পরীতুত্থক কটু-তিক্ত-রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, এবং ত্বগ্‌দোষনাশক।

তুঁতে শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। ইহার শোধন-প্রণালী নানাপ্রকার। অর্দ্ধভাগ গন্ধকের সহিত অর্দ্ধ প্রহরকাল অগ্নিজ্বালে পাক করিলে তুঁতে শোধিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিড়ালের বিষ্ঠা ও পায়রার বিষ্ঠার সহিত তুঁতে মর্দ্দন করিয়া দশ ভাগ সোহাগার সহিত লঘুপুটে পাক করিবে; তৎপরে একবার দধির সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে, অতঃপর আর একবার মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে। এই প্রণালীতেও তুঁতের শোধন হইয়া থাকে। দাঁতের গোড়ার ফুলা ও দূষিত ক্ষত নিবারণের জন্য তুঁতে কেবল অগ্নিতে পোড়াইয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

তুম্বুরু।—(Zanthoxylon alatum.) তুম্বুরুর বাঙ্গালা নাম নেপালি ধ'নে বা তাম্বুল ফল। হিন্দীতে ইহাকে তেজবল ও তুম্বুরু, মহারাষ্ট্র-দেশে তেন্দু, এবং কর্ণাটে তুম্বুরু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শূলঘ্ন, সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ, দ্বিজ, তীক্ষ্ণকল্ক, তীক্ষ্ণফল, তীক্ষ্ণপত্র, মহামুনি, স্ফুটল, সুগন্ধি, সৌরভ ও অন্ধক। তুম্বুরুফল দেখিতে গোলমরিচের অনুরূপ। ইহা

কটু-তিক্ত-মধুর-রস, কটুপাক, উষ্ণ-বীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহী, রুচিকর ও বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং শূল, গুল্ম, উদর, আধ্মান, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্বাস, প্লীহা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ ও ওষ্ঠরোগে উপকারক।

তুরুষ্ক।—ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য; কেহ কেহ ইহাকে এক-প্রকার কৃত্রিম নির্য্যাস বলিয়া থাকেন। ইহার বাঙ্গালা নাম শিলারস, এবং সংস্কৃত পর্য্যায়,—ধূম্র, ধূম্রবর্ণ, সুগন্ধিক, সিহ্লসার, পীতসার, কপি, পিণ্যাক, কপিজ, কপিতৈল, কৰ্ক্কপিণ্ডিত, পিণ্ড-তৈলক, করেবর, কৃত্রিমক, লেপন, শল্লকীদ্রব, পিষ্টক, তৈলপর্ণী, বৃকধূম, কৃপ্তধূপ, কপিশ, সিহ্লক, কপিচন্দন, যাবন, তৈলাখ্য, পিণ্ডক, যাব, যাবন ও জাব। শিলারস সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কান্তিবর্দ্ধক ও কফ-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, দাহ, স্বেদ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগের উপশমকারক।

তুলসী।—(Ocymum Villosum. Syn.—Holy basil.) ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহাকে বাঙ্গালায় তুলসী, হিন্দীতে কৰুণা ও তুলসী, মহারাষ্ট্রদেশে তুলসীচে ঝাড়, তেলেগুভাষায় কৃষ্ণ, গগ্গেরচেট্টু, ইমুলসী ও তুলসীচেট্টু, তামিলীতে তুলসী, দাক্ষিণাত্যে তুলসী, এবং বোম্বাই-প্রদেশে তুলস কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুভগা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা, সুরসা, কায়স্থা, সুরদুন্দুভি, সুরভি, বহুপত্রী, মঞ্জরী, হরিপ্রিয়া, অপেতরাক্ষসী, শ্যামা, গৌরী, ত্রিদশমঞ্জরী, ভূতঘ্নী, ভূতপত্রী, পর্ণাস, বৃন্দা, কটিঞ্জর, কুঠেরক, বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্র-পুষ্পা, সুগন্ধা, গন্ধহারিণী, সুরবল্লী, প্রেতরাক্ষসী, সুবহা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী ও দেবদুন্দুভি। তুলসী ছয়প্রকার:—ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, গন্ধ-তুলসী, কৃষ্ণ-তুলসী, বিশ্বগন্ধ বা বিশ্ব-গন্ধ তুলসী, শ্বেততুলসী ও বর্ব্বরী তুলসী। এই সকল তুলসীর গুণাদি ভিন্ন ভিন্ন নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল তুলসীই কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, সুরভি, রুচি-কর, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহ-পিত্তকারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং কাস, ক্রিমি, বমি, কুষ্ঠ, রক্তস্রাব, জীর্ণজ্বর, পার্শ্ব-বেদনা ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

তুবরযাবনাল।—ইহা এক-প্রকার তৃণধান্য-জাতীয় শস্যের নাম।

বাঙ্গালায় ইহাকে রক্তজনার বা কৃষ্ণজনার, মহারাষ্ট্রদেশে তুরেজাঙ্কলে ও কর্ণাটে ওঙ্গরজাল্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তুবর, কষায়-যাবনাল,রক্ত-যাবনাল ও লোহিত কুস্তমুরু। ইহা কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, বিদাহী, বায়ুনাশক, শোথ-নিবারক এবং শোষজনক।

তুবরী।—(Cajanus Indicus.) ইহা একপ্রকার অড়হরজাতীয় শস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে টুমুরকলায়, হিন্দীতে তোরী, এবং দেশভেদে তোরিসা কহে। এই শস্য কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, বমি, তৃষ্ণা, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, কৃমি ও বিষদোষে হিতকারক।

তুষোদক।—তুষযুক্ত যবের কাঁজিকে তুষোদক কহে। কাঁচা যব কুট্টিত করিয়া, তুষের সহিতই জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়; তাহাতে অম্লরস উৎপন্ন হইলে, তাহাকেই তুষোদক কহে। ইহা অম্লরস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, মলভেদক ও পিত্ত-রক্তবর্দ্ধক, এবং পাণ্ডু, ক্রিমি, বস্তিশূল, গ্রহণী, অর্শঃ, হৃদ্রোগ ও পার্শ্ববেদনায় উপকারক।

তূণী।—(Cedrela Toona.) কোঙ্কণদেশজাত নন্দী নামক বৃক্ষবিশেষের নাম তূণী। বাঙ্গালায় ইহাকে তূণীগাছ, হিন্দীতে তূণী ও মহানিম, উৎকলদেশে মহানিম্ব এবং পঞ্জাবে তূবী কহে। ইহা পীতবর্ণ, সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক,এবং রক্ত-পিত্ত, দাহ, শিরোবেদনা ও শ্বেতকুষ্ঠরোগে উপকারক।

তূদ।—(Morus Indica or Morus Nigra.) ইহা অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে তুৎ ও পলাশ-পিপুল, হিন্দীতে তুৎরীসাহুড়, মহারাষ্ট্রদেশে পারিস-পিপুল ও বঙ্গরলি,তেলেগু-ভাষায় কম্বলি-চেট্টু এবং তামিলীতে মুকুট্টই চেড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তূল, ব্রহ্মকাষ্ঠ, ব্রাহ্মণেষ্ট, পূষক, ব্রহ্মদারু, সুপুষ্প, সুরূপ, নীলবৃন্তক, ক্রমুক, বিপ্রকাষ্ঠ, মনসার ও পূণ। ইহার অপক্ক ফল অম্ল-মধুর-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, কফনাশক, দাহনিবারক ও রক্তপিত্তকারক। পক্ক-ফল মধুর-রস, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক, এবং বায়ু ও পিত্তের হিতকারক।

তৃণকুঙ্কুম।—কাশ্মীর দেশ-জাত একপ্রকার সুগন্ধি তৃণের নাম তৃণকুঙ্কুম। চলিত কথায় ইহাকে কুঙ্কুম ঘাস, এবং মহারাষ্ট্রদেশে তৃণকেশর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তৃণাসৃক্, গন্ধি,

তৃণশোণিত, তৃণপুষ্প, গন্ধাধিক, তৃণোত্থ, তৃণগৌর ও লোহিত। ইহা কটুরস, উষ্ণ-বীর্য্য ও দীপ্তিকারক, এবং বায়ু, কফ, শোথ, কণ্ডূ, পামা, কুষ্ঠ ও আমদোষের শান্তিকারক।

তৃণদ্রুম।—তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল, সুপারী, হিন্তাল, কেতকী ও তাড়ীদ্রুম (তেড়েংগাছ) প্রভৃতিকে তৃণদ্রুম কহে। ইহাদের মজ্জা ও নির্য্যাস শীত-বীর্য্য, লঘুপাক, মেহজনক, রুচিকর ও বলকারক, এবং তৃষ্ণা ও সন্তাপনিবারক।

তৃণপঞ্চমূল।—সুশ্রুতমতে কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও দর্ভ (উলুখড়), এই পাঁচটী তৃণের মূল এবং চরকের মতে কাশ, শর, ইক্ষু, দর্ভ (উলুখড়) ও শালিধান্য, এই পাঁচটীর মূল তৃণ-পঞ্চমূল নামে পরিগণিত। তৃণপঞ্চমূল বস্তি-শোধক, এবং তৃষ্ণা, দাহ, পিত্ত, মূত্র-কৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও রক্তস্রাব প্রভৃতি পীড়ার উপশমকারক।

তেজপত্র।—(The leaf of Laurus Cassia.) বাঙ্গালায় ইহাকে তেজপাত, হিন্দীতে তজ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় দালচিনি, এবং দেশভেদে ঝাল-পাত কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পত্র, পত্রক, গন্ধজাত ও পাকরঞ্জন। ইহা মধুর-রস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পিচ্ছিল, মস্তক ও মুখশোধক, এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ, বমনবেগ, অরুচি, পীনস, বস্তিশূল ও বিষদোষে হিতকর।

তেজফল।—ইহা হিমালয় প্রদেশ-জাত একপ্রকার বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে তেজবল ও তেজফল কহে। মহারাষ্ট্র-দেশে ইহার নাম কইফল, এবং কর্ণাটে গাবটে নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বহুফল, শাল্মলীফল, স্তবক-ফল, তৈয়ফল, গন্ধফল ও কণ্ট-বৃক্ষ। ইহা কটুরস, তীক্ষ্ণ, সুগন্ধি, অগ্নিবর্দ্ধক, শিশু-দিগের রক্ষোভয়ের নিবারক, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা ও অরুচিরোগের উপশমকারক।

তেজবতী।—(Cardiospermum Halicacabum) ইহা এক-প্রকার বৃক্ষের বল্কল। ইহাকে তেজ-বল বা তেজবল্কল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তেজস্বিনী, তেজোবতী, তেজোহ্বা ও তেজনী। তেজবল কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর; এবং বায়ু, কফ, শ্বাস, কাস ও মুখরোগের উপশমকারক।

তেজোমন্থ।—ইহা অগ্নিমন্থের প্রকারভেদ, অর্থাৎ একপ্রকার ছোট গণিয়ারী। ইহার গুণও অগ্নিমন্থের অনুরূপ। বিশেষতঃ ইহা বায়ুজনিত শোথের বিশেষ উপকারক।

তেরণ।—ইহা একপ্রকার গুল্ম-জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে

তেবড়া, মহারাষ্ট্র দেশে তেরণা, এবং কর্ণাটে বেবত্তিগে কহে। ইহা হইতে একপ্রকার লাল রঙ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা তিক্তরস, শীতবীর্য্য, এবং ব্রণনাশক ও বর্ণবর্দ্ধক।

তৈল।—স্থাবর স্নেহমাত্রই তৈল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ম্রক্ষণ, স্নেহ ও অভ্যঞ্জন। যাবতীয় স্নিগ্ধ পদার্থ হইতেই তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে পদার্থ হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই সেই পদার্থের গুণানুসারে তাহার তৈলের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। তবে তৈলের কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। সকলপ্রকার তৈলই দাহ্য পদার্থ, কটু-তিক্ত কষায়যুক্ত মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, মধুর-বিপাক, বিসৃতিশীল, সূক্ষ্ম, গুরুপাক, মলভেদক, মূত্ররোধক, প্রীতি-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বল-বর্ণজনক, স্থিরতা-সম্পাদক, ত্বকের প্রসন্নতাকারক, মৃদুতা-জনক, ক্রিমিনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক, শীতপিত্তকারক, গর্ভাশয়শোধক, এবং আনাহ, অষ্ঠীলা, বাতরক্ত, প্লীহা, শূল, উদাবর্ত্ত, যোনিরোগ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও যাবতীয় বায়ুরোগে বিশেষ উপকারক। উপরোক্ত উপকারের জন্য তৈল অধিকাংশ স্থলেই গাত্রে মর্দ্দন করিতে হয়, কারণ তৈল পান করিলে, উপকার অপেক্ষা উদরাময়াদি রোগ জন্মিয়া অপকারই অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু রোগের অবস্থাবিশেষে সেই রোগের উপশমকারক পদার্থদ্বারা তৈল সংস্কৃত করিয়া পান করাইবারও ব্যবস্থা আছে। মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, সুনিদ্রা ও অগ্নির বিশুদ্ধি হয়, এবং শিরঃশূল, খালিত্য (টাক) ও পালিত্য (চুল পাকা) প্রভৃতি উপদ্রবের নিবারণ হইয়া, কেশ দৃঢ়, দীর্ঘ ও ঘন হইয়া থাকে। কর্ণমধ্যে তৈল পূরণ করিলে, মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, বধিরতা প্রভৃতি কর্ণগত বায়ুরোগসকল আক্রমণ করিতে পারে না। পদতলে তৈল মর্দ্দন করিলে, পাদদ্বয়ের কর্কশতা, শুষ্কতা, রুক্ষতা ও স্পর্শানভিজ্ঞতা প্রভৃতি দোষ নিবারিত হইয়া, স্থৈর্য্য, বলবৃদ্ধি, সুকুমারতা ও দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মে, এবং পাদস্ফুটন (পা-ফাটা), গৃধ্রসী, বাত ও স্নায়ুসঙ্কোচন প্রভৃতি নিবারিত হয়। সর্ব্বশরীরে তৈল মর্দ্দন করিলে, শরীর দৃঢ়, পুষ্ট, ক্লেশসহ, সুখস্পর্শ ও সুন্দর-ত্বক্‌যুক্ত হয়, এবং জরা, শ্রান্তি, গাত্রদাহ, অনিদ্রা ও বায়ুবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া, আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পক্ক ও অপক্ক সকল তৈলই বহুদিন পর্য্যন্ত গুণহীন হয় না।

তৈলকন্দ।—ইহা একপ্রকার বৃহদাকার কন্দ। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে

ইহাকে সুজিমুর্দ্দিগয়ে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দ্রাবক-কন্দ তিলাঙ্কিত দল, করবীরকন্দ, সংজ্ঞা ও তিলচিহ্ন-পত্রক। এই কন্দের উপরে তিলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ থাকে, এবং ইহার পাতা করবীর-পাতার ন্যায়। তৈলকন্দ কটু-রস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং বায়ুরোগ, অপস্মার, মূর্চ্ছা ও শোথরোগে হিতকর।

তৈলকিট্ট।—তৈলের মলপদার্থের নাম তৈলকিট্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে খৈল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পিণ্যাক, খলি ও তৈলকল্ক। তিল, সরিষা, মসিনা প্রভৃতি যেসকল দ্রব্য হইতে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাদের গুণানুসারে সেই সকল খৈলের গুণও ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণতঃ সকল খৈলই কটু-রস ও পিচ্ছিল, এবং কফ, বায়ু ও প্রমেহরোগে হিতকর।

তোয়পর্ণী।—ইহা একপ্রকার তৃণধান্য। (শ্যামাক দ্রষ্টব্য)।

ত্রপুষতৈল।—শসাবীজ হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়, তাহাকে ত্রপুষতৈল বলে। ইহা মধুর রস, গুরু-পাক, শীতল, কান্তি ও কেশের উপ-কারক, এবং কফ-পিত্তনাশক।

ত্রপুষা।—(Cucumis sativus, the cucumber) ইহা একপ্রকার লতা-ফল। ইহার বাঙ্গালা নাম শসা। হিন্দীতে ইহাকে খীরা, লঘুখীরা ও বালমখীরা; মহারাষ্ট্রদেশে তৌসী-কর্কটী, কর্ণাটে তসেমকারি, তেলেগুতে দোজকইঅ, উৎকল দেশে কণ্টআরি ককুড়ি, এবং তামিলীতে মহেবেহরি-কোঙ্কণে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পীতপুষ্প, কাণ্ডালু, কাণ্টালু, ত্রপু, কর্কটী, বহুফল, কণ্টকিলতা, কোষ-তুণ্ডিলফলা, সুধাবাসা, ত্রপুষী ও ত্রপুষ। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, বল-নাশক ও মূত্রকারক, এবং ভ্রম, পিত্ত, দাহ, পিপাসা, ক্লান্তি, রক্তপিত্ত ও বমন-রোগে উপকারক। শ্বেত ও নীলবর্ণ ভেদে শসা দুইপ্রকার। নীল শসা অপেক্ষা শাদা শসা অধিক কফকারক। পক্ক শসা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। শসার বীজ শীতল, রুক্ষ ও মূত্রবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, রক্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের উপশমকারক।

ত্রায়মাণা।—(Ficus heterophylla.) ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। হিমালয়-প্রদেশে এই গাছ জন্মে। বাঙ্গালায় ইহাকে বলাডুমুর, বলালতা, বহুলা ও বনভাণ্ডুলিয়া, এবং হিন্দীতে ত্রায়মাণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বার্ষিক, ত্রায়ন্তী, বলভদ্রিকা, বলদেবা, সুভদ্রাণী, ভদ্রনামিকা, কৃতত্রা, ত্রায়মাণিক, গিরিজা, অনুজা, মঙ্গল্যার্হা,

দেববলা, পালিনী, ভয়নাশিনী, অবনী, রক্ষণী ও ত্রাণা। ইহা মধুররস ও শীতল, এবং কফ, রক্ত, গুল্ম, জ্বর, ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, বমন ও বিষদোষের শান্তিকারক।

ত্রিকটু।—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ মিলিত এই তিন পদার্থের পারিভাষিক নাম ত্রিকটু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ত্র্যূষণ, ব্যোষ, কটুত্রয় ও কটুত্রিকা। ত্রিকটু অগ্নিবর্দ্ধক, এবং শ্বাস, কাস, চর্ম্ম-রোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থূলতা, শ্লীপদ, পীনস ও মেদোরোগে উপকারক।

ত্রিকণ্টক।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে ট্যাংরা-মাছ ও গাগর-মাছ বলে। এই উভয়-প্রকার মৎস্যই মধুর-রস, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফ-পিত্তনাশক।

ত্রিকণ্টকা।—বাঙ্গালায় ইহা তেউড়ী নামে পরিচিত। (ত্রিবৃৎ দ্রষ্টব্য)।

ত্রিকূট লবণ।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর সামুদ্রলবণ ও দ্রোণীলবণ। বাঙ্গালায় ইহাকে করকচ লবণ কহে। (সামুদ্র দ্রষ্টব্য)।

ত্রিজাতক।—সমপরিমিত বড় এলাচ, দারুচিনি ও তেজপত্র, এই তিনটী পদার্থের নাম ত্রিজাতক। ইহার সহিত নাগকেশর সংযোগ করিলে, তাহাকে চাতুর্জাতক কহে। ত্রিজাতক ও চাতু-র্জাতক রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক ও বর্ণ-বর্দ্ধক, এবং মুখের দুর্গন্ধ, কফ, বায়ু ও বিষদোষাদির শান্তিকারক।

ত্রিদিবোদ্ভবা।—বাঙ্গালায় ইহা বড় এলাইচ নামে পরিচিত। (এলাইচ দ্রষ্টব্য)।

ত্রিধারক।—(Euphorbia nereifolia.) বাঙ্গালায় ইহা তেকাঁটা-মনসা-সীজ নামে অভিহিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সেহুণ্ড। (সেহুণ্ড দ্রষ্টব্য)।

ত্রিপর্ণিকা।—ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহা চুয়ালতা, কোঙ্কণ ও অনূপ দেশে ইহা মুরেঙ্গল-নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বৃহৎপত্রা, ছিন্নগ্রন্থিনিকা, কন্দালু, কন্দ-বহুলা, অম্লবল্লী, বিনারুহা এবং ত্রিপর্ণী। ত্রিপর্ণী মধুর-রস, শীতল ও পিত্তনাশক, এবং শ্বাস, কাস, ব্রণ ও বিষদোষে উপ-কারক। ইহার শাক মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক ও মলভেদক, এবং বিষ্টম্ভী অর্থাৎ বহুক্ষণ স্তব্ধীভূত থাকিয়া পরে জীর্ণ হয়।

ত্রিপুট।—(Lathyrus Sativus.) ইহা একপ্রকার কলায়জাতীয় শস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে তেওড়া বা খেসারী এবং হিন্দীতে খেঁসারি কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর খণ্ডিক। খেসারী মধুর-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, অতি রুক্ষ,

রুচিকর, মলরোধক, কফ-পিত্তনাশক ও শোষণকারক, এবং বায়ুর অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া, খাঞ্জা, পাঙ্গুলা, শূল, ভ্রম, দাহ, অর্শঃ, শোথ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়ার উৎপাদক। খেসারীর যূষ মধুর-রস, বায়ুবর্দ্ধক, আধ্মান ও শূলের উৎপত্তিকারক, এবং পিত্ত, রক্ত, অরুচি ও বমনরোগের শান্তিকারক।

ত্রিফলা।—(Three myrobalans.) বিশেষ বিশেষ তিনটী সমবেত ফলের পারিভাষিক নাম ত্রিফলা। ত্রিফলা চারিপ্রকার; যথা—মহাত্রিফলা, হ্রস্বত্রিফলা, সুগন্ধ-ত্রিফলা ও মধুর-ত্রিফলা। তন্মধ্যে আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, সমপরিমিত এই তিনটী ফলকে মহাত্রিফলা কহে। সাধারণতঃ ইহাই ত্রিফলা নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর ফলত্রিক, ফলত্রয়, ত্রিফলী ও ফল। এই ত্রিফলা রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলশোধক, পিত্ত-কফনাশক ও দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধিকারক, এবং মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরাদি রোগে উপকারক।

গাম্ভারীর ফল, কিস্‌মিস্ ও ফলসার ফল, এই তিনটী হ্রস্বত্রিফলা, জাতীফল, লবঙ্গ ও সুপারী, এই তিনটী সুগন্ধি ত্রিফলা, এবং দ্রাক্ষা, দাড়িম ও খর্জ্জুর, এই তিনটী মধুর-ত্রিফলা নামে পরিগণিত। প্রত্যেক দ্রব্যের গুণানুসারে এইসকল ত্রিফলার গুণ অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

ত্রিমধু।—মধু, ঘৃত ও চিনি এই তিনটী পদার্থের পারিভাষিক নাম ত্রিমধু। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও কান্তিকারক, এবং তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও বিষ-দোষে হিতকর।

ত্রিবৃৎ।—(Convolvulus turpethum) ইহা একপ্রকার লতা। ইহার বাঙ্গালা নাম তেউড়ী। হিন্দীতে ইহাকে তরবদ, নিশোত, নকৃপতর ও পিথোরী; মহারাষ্ট্রদেশে তিয়ড়, কর্ণাটে তিগড়ে, তেলেগু-ভাষায় আলতেগড়, তামিলীতে শিবদই, এবং বোম্বাই প্রদেশে কুটকুরী ও নিশোত্তর কহে। ইহার সাধারণ সংস্কৃত পর্য্যায়,—সর্ব্বানুভূতি, সুবহা, ত্রিপুটা, ত্রিবৃতা, ত্রিভণ্ডী, রেচনী, সরহা, সরণা, সরসা, মালবিকা, মসূরী, শ্যামা, অর্দ্ধচন্দ্রা, বিদলা, সুষেণী, কালীঙ্গিকা, কালমেষী, কালী, ত্রিবেলা, ত্রিবৃত্তিকা, শ্বেতা ও সার। কালতেউড়ীর পর্য্যায়,—শ্যামা পালিন্দী, সুবেণিকা, মসূরবিদলা, অর্দ্ধচন্দ্রা, কালমেষিকা, কালমেষীকা ও পালান্ধী। শ্বেত-তেউড়ীর পর্য্যায়,—ত্রিবৃৎ, বৃকাক্ষী, সুবহা, ত্রিভণ্ডী ও ত্রিপুটা। রক্ত-তেউড়ীর পর্য্যায়,—ব্যাঘ্রাদনী, কুটরণা, নিঃস্বৃতা, ত্রিবৃন্তা, অরুণা, কলিঙ্গা ও পরিপাকিনী। রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের মূলভেদানুসারে

তেউড়ী তিনপ্রকার; তন্মধ্যে রক্তমূল তেউড়ীই শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ সকল তেউড়ীই কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ও বিরেচক, এবং ক্রিমি, শ্লেষ্মা, উদর, কণ্ডূ ও ব্রণ-রোগাদির উপশমকারক। রক্ত-তেউড়ী কটু-কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, মৃদু-বিরেচক এবং পিত্ত-কফ-নাশক। শাদা তেউড়ী উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বিরেচক ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, পিত্তজনিত জ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ ও উদররোগের নিবারক। কাল তেউড়ী শাদা-তেউড়ী অপেক্ষা হীন-গুণ; বিশেষতঃ ইহা তীব্র বিরেচক, এবং মূর্চ্ছা, দাহ, মদরোগ, ভ্রান্তি ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতির উৎপাদক।

ত্রিশর্করা।—চিনি, মধু এবং নবনীত, এই তিনটী মিলিত পদার্থের নাম ত্রিশর্করা। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, কান্তি-কারক এবং তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও বিষ-দোষে হিতকর।

ত্রিশৃঙ্গী।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহা রোহিত ও রুই, এবং হিন্দীতে রেহু মৎস্য নামে পরিচিত। (রোহিতমৎস্য দ্রষ্টব্য।)

ত্রিসন্ধি।—ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কৃষ্ণ-কেলী, মহারাষ্ট্রদেশে ত্রিসন্ধি ও কর্ণাটে ত্রিসঙ্গি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সান্ধ্যকুসুমা, সন্ধিবল্লী, সদাফলা, ত্রিসন্ধ্য কুসুমা, কান্তা, সুকুমারি ও সন্ধিজা। সন্ধিসময়ে অর্থাৎ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া, ইহার নাম ত্রিসন্ধি। রক্ত, শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে ইহা চারিপ্রকার। সকলপ্রকারেরই গুণ একরূপ। ত্রিসন্ধি কফ-নাশক, কাসনিবারক, রুচিকর ও ত্বক্-দোষের উপশমকারক।

ত্রিসম।—সমপরিমিত হরীতকী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, এই তিনটী পদার্থের পারিভাষিক নাম ত্রিসম। ইহা রুচিকর, মলশোধক, চক্ষুর হিতকর ও বাত-পিত্তনাশক।

ত্বক্।—বাঙ্গালায় ইহা দারুচিনি নামে পরিচিত। (গুড়ত্বক্ দ্রষ্টব্য।)

ত্বাচ-তৈল।—দারুচিনির একটী নাম ত্বচ্; এইজন্য দারুচিনির তৈলকে ত্বাচ-তৈল কহে। দারুচিনির তৈল মল-রোধক, দন্তরোগনাশক, রজঃস্রাবকারক, এবং বায়ুবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য, আধ্মান, আক্ষেপ, বমন ও বমনবেগের উপশম-কারক। শিরঃশূলরোগে দারুচিনির তৈল তুলিদ্বারা কপালে লাগাইলে, তৎক্ষণাৎ বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

দ।

দগ্ধভূমিজশালি।—দগ্ধভূমিতে অর্থাৎ পোড়া মাটীতে যে ধান্য জন্মে, তাহাকে দগ্ধভূমিজশালি বলে। তাহা ঈষৎ তিক্তরসাশ্রিত মধুর-রস, লঘুপাক, পাচক, বলকারক, রুক্ষ, মল-মূত্র-রোধক এবং শ্লেষ্মনাশক।

দগ্ধ মৎস্য।—মৎস্য আগুনে পোড়াইয়া, তাহার সহিত তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, অনেকে আহার করিয়া থাকে। দগ্ধমৎস্য গুরুপাক, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর এবং ক্ষীণশুক্র, ক্ষীণ-তেজা, জর্জ্জরিত ও নিত্য স্ত্রীসহবাস-কারীদিগের বিশেষ উপকারক। ভাজা মৎস্য ইহা অপেক্ষা হীনগুণ।

দগ্ধা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষ। কোঙ্কণপ্রদেশে ইহাকে কুরুহী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দগ্ধারুহা, দগ্ধিকা, স্থলেরুহা, রোমশা, কর্কশদলা, ভস্মরোহা ও সুদগ্ধিকা। ইহা কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত-প্রকোপক ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

দণ্ডধারণগুণ।—দণ্ড অর্থাৎ যষ্টি ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিলে, বল, উৎসাহ, স্থৈর্য্য, আয়ু, ধৈর্য্য ও বীর্য্যের বৃদ্ধি হয়; হিংস্র জন্তু ও শত্রুদিগের ভয় নিবারিত হয়; এবং পতনাদি বিপদ হইতে শরীর রক্ষা করা যায়।

দণ্ড বৃক্ষ।—বাঙ্গালায় ইহা সীজ গাছ নামে পরিচিত। (সিগ্রু দ্রষ্টব্য।)

দণ্ডমৎস্য।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে দাঁড়িকা মাছ ও হিন্দীতে দণ্ডারি কহে। ইহা তিক্তরস, লঘুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও রক্তপিত্ত-কফনাশক।

দণ্ডোৎপল।—(Canscorade cussata.) ইহা গুল্মজাতীয় এক-প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে দণ্ডকলস, ডালকুনি, ডানপোলা ও গলঘষে বলে। হিন্দীতে ডানি কনুহে, এবং মহারাষ্ট্রদেশে সহদেবী কহে। শ্বেত, পীত ও রক্ত-পুষ্প ভেদে দণ্ডোৎ-পল তিনপ্রকার। পীতদণ্ডোৎপলের সংস্কৃত পর্য্যায়,—গোবন্দনী, দেবসহা, গন্ধবল্লী ও সহদেবী; রক্তদণ্ডোৎ-পলের সংস্কৃত নামান্তর,—বিশ্বদেবা, এবং শ্বেতদণ্ডোৎপলের সংস্কৃত নামান্তর দণ্ডোৎপলা। সকলপ্রকার দণ্ডোৎপলই কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও মুখস্রাবনিবারক এবং শ্বাস, কাস, কফ, কামলা, ক্রিমি ও ক্ষয়রোগে উপকারক। দণ্ডোৎপলের পাতা বা ফুলের রস চক্ষুতে দিলে কামলা নিবারিত হয়। পাঁচড়ায় পাতার প্রলেপ বিশেষ উপকার করে।

দদ্রুঘ্নপত্র।—(Senna fora. Syn Cassiafora.) ইহা একপ্রকার পত্রশাক। বাঙ্গালায় ইহাকে চাকন্দা-পাতা এবং হিন্দীভাষায় চকবড় বলে। ইহা অম্লরস, লঘুপাক, এবং বাত, কফ, কণ্ডূ, কাস, শ্বাস, কৃমি ও কুষ্ঠরোগে উপকারক; ইহা ত্রিদোষনাশক।

দধি।—ইহা দুগ্ধের এক প্রকার বিকৃত অবস্থা। বাঙ্গালায় ইহাকে দই, হিন্দীতে দহি, মহারাষ্ট্রদেশে দহিং ও কর্ণাটে মোংসরু কহে। দধির সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্ষীরজ, মঙ্গল্য, বরল, পয়স্য, ঘনেতর ও দধিদ্রপ্স। মন্দক-দধি, মধুর-দধি, মধুরাম্ল দধি, অম্ল-মধুর ও অত্যম্ল-দধি ভেদে দধি পাঁচপ্রকার। দুগ্ধ প্রথমে যখন কিঞ্চিৎ ঘন হয়, এবং তাহাতে অম্লাদি রসের স্পষ্ট অনুভব করা যায় না, তখন তাহাকে অসম্যক্‌জাত বা মন্দক-দধি কহে। মন্দক-দধি মল-মূত্র-ভেদক, বিদাহকারক ও ত্রিদোষজনক। যে দধি সম্যক্‌জাত, এবং যাহাতে মধুর-রস অধিক ও অম্ল-রস অল্প, তাহাকে মধুর-দধি বা স্বাদু দধি কহে। মধুর-দধি মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক, রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক, এবং কফ ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিকারক। যে দধি কিঞ্চিৎ কষায়যুক্ত, মধুরাম্ল-রস ও ঘন, তাহাকে মধুরাম্ল-দধি কিংবা স্বাদ্বম্ল-দধি কহে। মধুরাম্ল-দধি, মধুর-দধি ও অম্ল-দধি এতদুভয়ের গুণসম্পন্ন। যে দধিতে মধুর রসের অনুভব না হইয়া কেবল অম্লরস অনুভূত হয়, তাহাই অম্ল-দধি। অম্লদধি অগ্নিবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, রক্ত ও শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক। অতিশয় অম্ল-রসযুক্ত দধির নাম অত্যম্ল দধি। ইহা দন্তহর্ষ ও রোমহর্ষের উৎপাদক, কণ্ঠাদির দাহকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের বৃদ্ধিকারক। সাধা-রণতঃ সম্যক্‌জাত দধিমাত্রই অম্ল মধুর-রস, অম্ল-বিপাক, গুরুপাক, শীতল, মল-রোধক, মুখরোচক, শোথজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও অগ্নিপ্রদীপক; এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত ও মেদোধাতু-বর্দ্ধক ও বিষমজ্বর, অরুচি ও মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগে হিতকর। পক্ক দুগ্ধের দধিই প্রশস্ত; অপক্ক অর্থাৎ কাঁচা দুগ্ধের দধি অপকারক। অসার অর্থাৎ মাখন-তোলা দধি অপেক্ষাকৃত লঘুপাক, শীতল, রুচি-কর, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও গ্রহণী-রোগনাশক। দধির সর (মাঠা) অম্ল-মধুর-রস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক, বস্তিশোধক ও পিত্ত-শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক। চিনি, মধু, ঘৃত, মুগের যূষ ও আমলকীর রস প্রভৃতি পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া দধি সেবন করা উচিত। রাত্রিকালে, এবং পিত্তজ ও

রক্তজ রোগসমূহে দধিভোজন অনিষ্ট-কারক। ভিন্ন ভিন্ন জীবের দুগ্ধভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দধির গুণ সেই সেই জীবের দুগ্ধগুণ বর্ণনকালে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

দধিকূর্চ্চিকা।—দধির সহিত সমানভাগে দুগ্ধ পাক করিলে, যে এক-প্রকার ছানা প্রস্তুত হয়, তাহাকে দধি-কূর্চ্চিকা কহে। দধিকূর্চ্চিকা দুর্জ্জর, রুক্ষ, মলরোধক ও বায়ুনাশক।

দধিনাম।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর কপিত্থ; বাঙ্গালায় ইহা কয়েৎবেল নামে খ্যাত। (কপিত্থ দ্রষ্টব্য।)

দধিপুষ্পী।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর শুকশিম্বী। বাঙ্গালায় ইহা চিচিঙ্গা ও ঝোঁপা নামে অভিহিত। হিন্দীভাষায় ইহাকে কুহিরী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় গোড়ী কুহিলী এবং কর্ণাটদেশে কাকাণ্ডীলা ও কুগরী কহে। ইহা কটু-মধুর-রস, গুরুপাক, হৃদ্য, মলের স্তম্ভন-কারক, কফবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যজনক এবং বায়ু ও পিত্তের উপকারক।

দধিমণ্ড।—দধিমণ্ডের নামান্তর দধিমস্তু। বাঙ্গালায় ইহাকে দধির মাৎ বা দধির জল কহে। দধিমণ্ড অম্ল-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, পাচক, মলভেদক, স্রোতঃশুদ্ধিকর, বল-কারক ও বাত-শ্লেষ্মনাশক; এবং তৃষ্ণা, উদররোগ, প্লীহা, অর্শঃ, পাণ্ডু, শ্বাস, গুল্ম, শূল ও বিষ্টম্ভরোগে উপকারক।

দন্তধাবন।—দন্তধাবন অর্থাৎ দন্তমার্জ্জন করিয়া মুখ পরিষ্কার করিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, সহসা কোন দন্তরোগ জন্মিতে পারে না, এবং আহারাদিতে সম্যক্ রুচি হইয়া থাকে। দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কষায়, কটু বা তিক্ত-রসবিশিষ্ট কোন বৃক্ষ অথবা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ হইতে কনিষ্ঠা-ঙ্গুলির ন্যায় সূক্ষ্ম কাঠি ১২ বার অঙ্গুলি পরিমাণে লইয়া তাহার অগ্রভাগ উত্তম-রূপে চর্ব্বণ করিবে; পরে সেই চর্ব্বিত অংশদ্বারা দন্তমার্জ্জন করিতে হইবে। চরকাদি শাস্ত্রে দন্তকাষ্ঠের জন্য করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, আম, বকুল, খদির, নিম ও অসন প্রভৃতির কাঠি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে। তাল, হিন্তাল, নারিকেল, খেজুর ও কেতকী প্রভৃতির কাঠি দ্বারা দন্তমার্জ্জন করিবে না, এবং অর্দ্দিত কর্ণশূল, দন্তরোগ, নবজ্বর, শোথ, কাস, মূর্চ্ছা ও নেত্ররোগ প্রভৃতিতে কাঠিদ্বারা দন্তমার্জ্জন করা উচিত নহে। দন্তমার্জ্জনকালে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে উপ-বেশন করিয়া, দন্তমার্জ্জন করা উচিত; যেহেতু দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্ অনিষ্ট-কারক। পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ সময়ে দন্ত-কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে চা-খড়ি, কয়লার গুঁড়া,

ঘুঁটের ছাই এবং মাটি প্রভৃতি দ্বারা দন্তমার্জ্জন করা আবশ্যক।

দন্তী।—(Croton polyandrum) ইহাকে বাঙ্গালায় দন্তী, হিন্দীতে হকুম, মহারাষ্ট্র দেশে দান্তি, কর্ণাটে দন্তি, তেলেগুতে দন্তি-চেট্টু ও কোণ্ড অমড়ম, এবং বোম্বাই প্রদেশে জামালগোটা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নিকুম্ভ, দন্তিকা, প্রত্যক্‌পর্ণী, উদম্বরপর্ণী, নিষ্কুম্ভ, শীঘ্র, শ্যেনঘণ্টা, নিকুম্ভী, নাগস্ফোতা, দন্তিনী, উপচিত্রা, ভদ্রা, রুক্ষা, রেচনী, অনুকূলা, নিঃশল্যা, চক্রদন্তী, বিশল্যা, মধুপুষ্পা, এরণ্ডফলা, তরুণী, এরণ্ডপত্রিকা, এরণ্ডপত্রী, অণুরেবতী, বিশোধনী, কুম্ভী, উড়ুম্বরদলা ও উদুম্বরদলা। লঘুদন্তী বা হ্রস্বদন্তী, এবং দীর্ঘদন্তী নামভেদে দন্তী দুইপ্রকার। তন্মধ্যে লঘুদন্তীর পাতা ডুমুরের পাতার ন্যায়, এবং দীর্ঘ-দন্তীর পাতা এরণ্ডের পাতার ন্যায়। উভয় দন্তীই গুল্মজাতীয় বৃক্ষ। দন্তীর মূল ও বীজ ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দন্তীমূল কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর; এবং অর্শঃ, শূল, ব্রণ, অশ্মরী, কুষ্ঠ, ক্রিমি, গুল্ম, শোথ, উদররোগ, কফ, পিত্ত ও রক্তের শান্তিকারক।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে, তাহাতে দন্তীপাতার রস দিলে, অথবা দন্তী পাতা থেঁতো করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, শীঘ্রই রক্তস্রাব বন্ধ হয়, এবং কাটা স্থানও অবিলম্বে যোড়া লাগিয়া যায়।

ক্ষুদ্র দন্তীর বীজ মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতল ও মলমূত্রবিরেচক, এবং কফ, শোথ ও বিষদোষের নিবারক।

দমনক।—(Artemisia Scoparia or A. Indica.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ পুষ্প বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে দনা, হিন্দীতে বদনা ও পঞ্জাবে দনা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পুষ্পচামর, মদনক, মজন, দান্ত, গন্ধোৎকট, মুনি, জটিলা, দণ্ডী, পাণ্ডুরোগ, ব্রহ্মজটা, পুণ্ডরীক, তাপসপত্রী, পত্রী, পত্রবিক, দেবশেখর, কুলপত্র, বিনাত ও তপস্বিপত্র। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস ও শীতবীর্য্য, এবং দ্বন্দ্বদোষ, ত্রিদোষ, বিষদোষ, ক্লেদ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও বিস্ফোটরোগে উপকারী। বন্যদমনক নামক আর একপ্রকার বনজ দনা আছে; তাহা আমদোষ-নাশক, বলবর্দ্ধক ও বীর্য্যস্তম্ভকারক।

দর্পণ।—দর্পণের নামান্তর আদর্শ, মুকুর, আত্মদর্শ, নন্দর, দর্শন, প্রতিবিম্বাত, কর্ক ও কর্কর। বাঙ্গালায় ইহাকে আরসী বা আয়না কহে। দর্পণে মুখাদি দর্শন করিলে পাপনাশ হয়, এবং সৌন্দর্য্য ও আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দর্ভ।—(Poa Cynosuroides) ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কুশ ও কাশ, হিন্দীতে ইহাকে দাভ্ এবং তেলেগুভাষায় দুভ কহে। বাঙ্গালায় ইহা কুশ, উলুখড় ও খাগড়া নামে পরিচিত। (কাশ ও কুশ দ্রষ্টব্য।)

দলপুষ্পা।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর কেতকীবৃক্ষ ; বাঙ্গালায় ইহা কেয়াগাছ নামে পরিচিত। (কেতকী দ্রষ্টব্য।)

দলশালিনী।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ কন্দশাক। ইহার অপর নাম কচ্চুকশাক, বাঙ্গালায় ইহা কচুশাক নামে পরিচিত। (কচ্বী দ্রষ্টব্য।)

দশমূত্র।—হস্তী, মহিষ, উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, নর ও নারী এই দশপ্রকার জীবের মূত্রকে দশমূত্র বলে। নামানুসারে এইসকল মূত্রের গুণ লিখিত হইয়াছে।

দশশতকরদুগ্ধ।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর অর্ক-ক্ষীর ; বাঙ্গালায় ইহাকে আকন্দের আঠা বলে। (অর্ক শব্দ দ্রষ্টব্য।)

দশমূল।—বেল, শোণা, গামার, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই দশটী গাছের মূলকে দশমূল কহে। দশমূল ত্রিদোষনাশক বিশেষতঃ বায়ুনাশক, এবং আমদোষ, জ্বর, শ্বাস, কাস, শিরোরোগ, তন্দ্রা, শোষ, আনাহ, পার্শ্ববেদনা, অরুচি ও সূতিকারোগের উপশমকারক।

দক্ষিণবায়ু।—দক্ষিণদিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই দক্ষিণবায়ু। দক্ষিণদিকে মলয় পর্ব্বত থাকায় দক্ষিণবায়ুকে মলয়-বায়ুও কহে। অন্যান্য সকল বায়ু অপেক্ষা দক্ষিণ-বায়ু উপকারক। ইহা কষায়যুক্ত-মধুর-রসের উৎপাদক, লঘু, অবিদাহী (ইহার অম্লপাক হয় না), বলকারক, চক্ষুর হিতকর, রক্তপিত্তের শান্তিকারক ও বায়ুপ্রকোপক।

দক্ষিণায়ন।—বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত, এই তিন ঋতুতে, অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, এই ছয় মাসে সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করায়, ঐ সময়কে দক্ষিণায়ন কহে। এইকালে সূর্য্যের তাপ অল্প হয়, চন্দ্রের বল সম্পূর্ণ থাকে, এবং সন্তাপাদির হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং দক্ষিণায়নকালে অম্ল, লবণ ও মধুর-রস প্রভৃতি অরুক্ষ পদার্থ অধিক হয়, এবং মনুষ্যগণের শরীরের বলও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দাড়িম।—(Punica Granatum Syn.—The pomegranate.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ফল। ইহাকে বাঙ্গালায় দাড়িম বা ডালিম, হিন্দীতে

আনার, মহারাষ্ট্রদেশে দাড়িম, কর্ণাটে দাড়িম্ব, তেলেগু ভাষায় ডানিম্মচেট্টু, উৎকলে দাড়িম্ব, তামিলে মদলইচেহেড্ডি এবং গুজরাটে ডালম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—করক,পিণ্ডপুষ্প,দাড়িম্ব, পর্ব্বরুটু, স্বাদ্বম্ল, পিণ্ডীর, ফলশাড়ব, ফলষাড়ব, ফলসাড়ব, শুকবল্লভ, মুখবল্লভ,রক্তপুষ্প,ডালিম, শুকাদন, দাড়িনী সার, কুট্টিন,রক্তবীজ, সুফল, দন্তবীজক, মধুবীজ, কুচফল, রোচন, মণিবীজ, কল্কফল, বৃত্তফল, সুনীল, নীলপত্র ও নীলপত্রক। দাড়িমফল মধুর-অম্ল-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক ও শ্রান্তিনাশক; এবং জ্বর, অতিসার, কাস, শ্বাস, অরুচি, তৃষ্ণা, গ্রহণী ও বাত-পিত্ত-কফের হিতকর। মধুর ও অম্লরসভেদে দাড়িম দুই প্রকার; কিন্তু ভাবপ্রকাশের মতে মধুর, অম্ল ও মধুরাম্লভেদে তিন প্রকার। মধুর-দাড়িম কষায়যুক্ত মধুর-রস, লঘু, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, প্রীতিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, মেধাজনক ও মুখপরিষ্কারক, এবং ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে উপকারক। অম্ল দাড়িম রুচিকর,কণ্ঠশোধক ও পিত্তবর্দ্ধক; এবং তৃষ্ণা,অরুচি, শ্বাস ও বাতকফের উপশমকারক। অম্ল-মধুর দাড়িম লঘু, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও অল্প পিত্তকারক। দাড়িম-ফলের খোলা রক্তরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও অতিসারনিবারক। দাড়িমের পাতা রক্তরোধক ও অতিসার-নিবারক। দাড়িমের মূল অল্প বিরেচক ও কৃমিনাশক।

দাত্যূহ।—ইহা প্রতুদজাতীয় একপ্রকার পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে ডাক্‌পাখী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কালকণ্টক, অত্যূহ, দাতৌহ, কালকণ্ঠ, মাসঙ্গ, শুক্লকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ, সিতকণ্ঠ, কচাটুর, কটাহক, কাকমদ্গু ও ডাহুক। ডাক্‌পাখীর মাংস বায়ুনাশক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও শ্রান্তিনিবারক।

দারুসিতা।—(Cinnamomum Zeylanicum.) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দারুচিনি ও মধুরত্বচ্। হিন্দীতে ইহাকে ডালচিনি, তেলেগুতে সনলিঙ্গু, এবং তামিলে করুরুন্দা কহে। বাঙ্গালায় ইহা দারুচিনি নামে পরিচিত। ইহা সুগন্ধি, তিক্তরস, দাহ ও পিত্তনাশক এবং মুখশোষ ও তৃষ্ণার উপশমকারক।

দারুহরিদ্রা।—(Berberis Asiatica.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের পীতবর্ণ কাষ্ঠবিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে দারুহরিদ্রা, হিন্দীতে দারুহল্‌দি ও জারকেহলদি, কর্ণাটে মরনরিসিন্, তেলেগুভাষায় মণিপস্পু এবং তামিলীতে মরমঞ্জিল কহে। ইহার সংস্কৃত

পর্য্যায়,—পীতদ্রু, কালেয়ক, হরিদ্রু, দার্ব্বী, পচম্পচা, গর্জ্জনী, হরিদ্রা, কাষ্ঠা, মর্ম্মরী, দ্বিতীয়া, কপীতক, পীতিকা, পীতদারু, স্থিররাগা, কামিনী, কটঙ্কটেরী, গর্জ্জন্যা, পীতা, দারুনিশা, কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা, কর্কটিনী ও হেমকান্তি। দারুহরিদ্রা, কটুতিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, কফ-স্রাব-নিবারক ও পিত্তনাশক এবং প্রমেহ, শোথ, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, ব্রণ, বিসর্প ও ত্বগ্‌দোষ প্রভৃতির উপশমকারক।

দালমধু।—ইহা একপ্রকার মধুর নাম। একপ্রকার নীলবর্ণ ছোট ছোট মক্ষিকা বৃক্ষের কোটরে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মধুসঞ্চয় করিয়া থাকে, তাহাকেই দালমধু বা দানমধু কহে। চলিত ভাষায় ইহার নাম কুটুরে মধু। ইহা পীতবর্ণ, কটু কষায় ও অম্লযুক্ত মধুররস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক ও পিত্তকারক, এবং কফ, প্রমেহ ও বমন রোগে উপকারক। এই মধু হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহার সংস্কৃত নাম কদাল শর্করা। ইহাও উক্ত মধুতুল্য গুণসম্পন্ন।

দালী।—ইহার বাঙ্গালা নাম দা'ল বা ডাল ও সংস্কৃত নামান্তর সূপ। শমীধান্য অর্থাৎ কলায়জাতীয় শস্যসমূহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ও খোসা ফেলিয়া, তৈল, লবণ, মরিচ, আদা, হিঙ, ঘৃত প্রভৃতি যথাযোগ্য মশলার সহিত পাক করিলে, দা'ল প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ সকল দা'লই শীতল, রুক্ষ ও বিষ্টম্ভী, অর্থাৎ স্তব্ধীভূত থাকিয়া বিলম্বে পরিপাক পায়। মুগ প্রভৃতি দাল ভাজিয়া পাক করিলে, লঘুপাক হয়। কলায়বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন দা'লের গুণ সেই সেই কলায়ের নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

দাহাগুরু।—ইহা গুজরাটদেশজাত একপ্রকার অগুরুর নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দহনাগুরু, দাহ-কাষ্ঠ, ধূপাগুরু, তৈলাগুরু, পূর ও বনবল্লভ। ইহা সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণকারক, কেশবর্দ্ধক ও কেশের দোষনাশক।

দিবানিদ্রা।—দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া বিশেষ অনিষ্টকর। তাহাতে শ্লেষ্মা ও পিত্ত কুপিত হইয়া, হলীমক, শিরঃশূল, শরীরে ভারবোধ, গাত্রবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার সঞ্চার, শোথ, অরুচি, বমনবেগ, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক ('আধকপালে'), ব্রণ, পিড়কা, কণ্ডু, তন্দ্রা, কাস, গলরোগ, জ্বর ও ইন্দ্রিয়সমূহের বলহানি প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্গীত, অধ্যয়ন, মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, ভারবহন, পথ-পর্য্যটন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা যাঁহারা ক্লান্ত,—যাঁহারা অজীর্ণ, ক্ষত, তৃষ্ণা,

অতিসার, শূল, শ্বাস, হিক্কা, উন্মাদ ও আঘাত প্রভৃতিতে পীড়িত এবং যাঁহারা ক্রোধী, শোকার্ত্ত, ভীরু, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ বা দুর্ব্বল, দিবানিদ্রায় তাঁহাদের উপকার হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা বিশেষ অনিষ্টকর নহে; কিন্তু মেদস্বী, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, শ্লেষ্মারোগপীড়িত ও দূষী-বিষাদি দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে গ্রীষ্মকালেও দিবানিদ্রা অনিষ্টকারক।

দিব্যগন্ধা।—বাঙ্গালায় ইহাকে বড় এলাইচ বলে। (এলাইচ দ্রষ্টব্য।)

দীর্ঘকলা।—সংস্কৃত ভাষায় গৌর জীরক বলে। বাঙ্গালায় ইহা শাদাজীরা নামে পরিচিত। (জীরা দ্রষ্টব্য।)

দীর্ঘকন্ধর।—ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষীর নাম। সাধারণতঃ ইহা বকপক্ষী বলিয়া পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিষকণ্ঠিকা, শুক্লাঙ্গ, বলাকী। ইহার মাংস মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং রক্তপিত্তনিবারক।

দীর্ঘকোষা।—ইহার অপর নাম পঙ্কশুক্তি। বাঙ্গালায় ইহা শুগ্‌লি ও ঝিনুক নামে পরিচিত। (কোষস্থ দ্রষ্টব্য।)

দীর্ঘজাঙ্গল।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ মৎস্য। চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে ভাঙ্গন বা ভাঙ্গর মাছ বলে। (ভাঙ্গর-মৎস্য দ্রষ্টব্য।)

দীর্ঘপত্রক।—ইহা একপ্রকার লতাবৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিষ্ণুকন্দ, রাজপলাণ্ডু, শরপত্র, দর্ভ, হরিৎকুশ, কুন্দুরতৃণ। বাঙ্গালায় ইহা রক্ত-পুনর্নবা বলিয়া পরিচিত। ইহা কষায়-রস, বিদাহী, বায়ুবর্দ্ধক, এবং কফ-পিত্ত-নাশক।

দীর্ঘপত্রিকা।—বাঙ্গালায় ইহা ঘৃতকুমারী ও হিন্দীতে ঘিউ কোঁয়ার নামে পরিচিত। (ঘৃতকুমারী দ্রষ্টব্য।)

দীর্ঘমূলক।—ইহা একপ্রকার কন্দশাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহা মূলা নামে পরিচিত। (মূলা দ্রষ্টব্য।)

দীর্ঘপটোলিকা।—(Luffa cylindrica.) ইহা ঝিঙ্গাজাতীয় এক-প্রকার লতা ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধুন্দুল বা পুরুল, হিন্দীতে ঘিউরা এবং বোম্বাইপ্রদেশে গোড় পরবল কহে। ধুন্দুল মধুর-কটু-রস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অরুচি ও বিষ্টম্ভকারক, এবং বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক।

দীর্ঘরোহিষ।—ইহা একপ্রকার গন্ধতৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় গন্ধতৃণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দৃঢ়কাণ্ড, দৃঢ়চ্ছদ, যজ্ঞেষ্ট, দীর্ঘানল ও তিক্তসার। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীর্য্য ও বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং ব্রণ ও ক্ষতরোগের নিবারক।

দুগ্ধ।—(Milk.) ইহার বাঙ্গালা নাম দুধ। ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিকাংশ স্থলেই ইহা দুধ নামে পরিচিত। দুগ্ধের সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্ষীর, পীযূষ, উধস্য, পয়ঃ, অমৃত, বালজীবন, দোহজ, অবদোহ ও দোহপনয়। গরু, মহিষ, ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, প্রভৃতি অনেক জীবের দুগ্ধ মনুষ্যের পানীয়। জীবভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দুগ্ধের গুণ সেই সেই জীবের নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল দুগ্ধই প্রাণ-ধারণের উপযোগী, বলকারক, আয়ুর্বর্দ্ধক, মেধা স্মৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক, শ্রান্তিনাশক, নিদ্রাকারক, স্রোতঃশোধক ও ত্রিদোষনাশক। সকল জীবেরই দুগ্ধ, সদ্যঃ প্রসবের পরে, এবং প্রসবের বহুকাল পরেও নানারূপ দোষজনক হইয়া থাকে; মধ্যপ্রসূতার দুগ্ধই সম্পূর্ণ উপকারক। গর্ভিণীর দুগ্ধও রসগুণ প্রভৃতিতে নিতান্ত বিকৃত হইয়া যায়, সুতরাং তাহাও অপকারক। অপক্কদুগ্ধ গুরুপাক এবং শ্বাসকাসাদি রোগের উৎপাদক। সুতরাং সকল দুগ্ধই পক্ক অর্থাৎ আবর্ত্তিত করিয়া পান করা প্রশস্ত। তন্মধ্যে কেবল নারীদুগ্ধই অপক্ক অবস্থাতে রোগনাশক ও পানের উপযুক্ত। ধারোষ্ণ অর্থাৎ দোহন মাত্রই গবাদির দুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক ও অমৃতের ন্যায় উপকারক। দোহনের পর কিছুক্ষণ অবস্থিত থাকিলে, সেই দুগ্ধ আবর্ত্তিত না করিয়া পান করিতে নাই। দুগ্ধ প্রাতঃকালে পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, শারীরিক পুষ্টি ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়; মধ্যাহ্নে পান করিলে বলের বৃদ্ধি, কফের নাশ ও মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশম হয়; রাত্রিকালে পান করিলে নানা দোষের শান্তি হইয়া থাকে। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য—সকল অবস্থাতেই দুগ্ধ সমান উপকারী। অতএব দুগ্ধ সকল সময়েই সুপথ্য। কেবল নবজ্বর, উদরাময়, শ্লেষ্মজনিত প্রমেহ প্রভৃতি কতিপয় পীড়ায় দুগ্ধ অপকার করিয়া থাকে। মৎস্য, মাংস, লবণ, গুড়, মূলা, শাক ও জাম প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের সহিত একত্র দুগ্ধ পান করা উচিত নহে; তাহাতে নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে।

দুগ্ধ পাক করিতে হইলে, চারিভাগের একভাগ জল তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে হয়। অধিক ঘন করিয়া দুগ্ধ পান করা উচিত নহে; কারণ উহা বিশেষ গুরুপাক হয়, সুতরাং অল্পাগ্নি ব্যক্তিদিগের উদরাময়াদি জন্মিবার সম্ভাবনা।

দুগ্ধকূপিকা।—ঘৃত, দুগ্ধ এবং ময়দা অথবা চাউলের গুঁড়াদ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার পিষ্টকের নাম দুগ্ধ-কূপিকা। ময়দা বা চাউলের গুঁড়া ছানার সহিত

মিশ্রিত করিয়া, মধ্যে ক্ষীরের পুর দিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিতে হয়; পরে সেই পিষ্টক ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিয়া লইলেই দুগ্ধকূপিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা রুচিকর, গুরুপাক, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

দুগ্ধ-পাষাণ।—ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ খড়ির নাম। বাঙ্গালায় ইহা ফুল-খড়ি নামে পরিগণিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দুগ্ধ পাষাণক, দুগ্ধাশ্মা, ক্ষীরি, গোমেদসন্নিভ, বজ্রাভ, দীপ্তিক, দুগ্ধী, ক্ষরক্ষব ও সোধ। হিন্দীতে ইহাকে শিরগোলা কহে। ইহা ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য ও রুচিকারক এবং জ্বর, পিত্ত, হৃদ্রোগ, কাস, শূল ও আধ্মানরোগের উপশমকারক।

দুগ্ধফেন।—পক্ব বা আবর্ত্তিত দুগ্ধ হইতে যে ফেন উদ্গত হয়, তাহা মধুর-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, উৎসাহজনক, বাতনাশক, কৃশ ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির বিশেষ উপকারক, এবং জ্বরাতিসার, গ্রহণীরোগ ও বিষমজ্বর প্রভৃতিতে বিশেষ হিতকর।

দুগ্ধফেনী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে দুধফেনী ও হালুগোলবী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পয়ঃফেনী, ফেন-দুগ্ধা, পয়স্বিনী, লতারি, ব্রণকেতুঘ্নী ও গোজাপর্ণী। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতল, রুচিকর, ব্রণনাশক ও বিষদোষনিবারক।

দুগ্ধবীজ।—জনার অথবা ভুট্টা প্রভৃতির চিঁড়াকে দুগ্ধবীজ বলে। ধান্যের ন্যায় ইহা উত্তপ্ত করিয়া চিঁড়া প্রস্তুত করিতে হয় না, কাঁচা জনার হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই চিঁড়া মধুর-রস, দুর্জ্জর, বীর্য্যবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক।

দুগ্ধ-ক্ষীরিকা।—একপ্রকার পায়-সের নাম দুগ্ধ-ক্ষীরিকা। প্রথমতঃ আতপ-চাউল ঘৃতে কিঞ্চিৎ ভাজিয়া লইবে; পরে সেই চাউলের আটগুণ দুগ্ধ ও উপযুক্ত চিনির সহিত পাক করিলে, এই পায়স প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, মলরোধক, বলকর, কফবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যকারক, রক্তপিত্তজনক ও বাতপিত্তনাশক।

দুগ্ধাম্র।—পাকা আমের রসসহ মিশ্রিত দুগ্ধের নাম দুগ্ধাম্র। ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য, অত্যন্ত গুরুপাক, রুচিকর, বল-কারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, কফবর্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক। গ্রন্থবিশেষে দুগ্ধাম্র সংযোগবিরুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত আছে।

দুগ্ধিকা।—ইহা একপ্রকার লতা-ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট-খিরাই, মহারাষ্ট্রদেশে দুধি, কর্ণাটে দুধলে, এবং তেলেগুভাষায় পিন্নপাল চেট্টু কহে। ইহা মধুর-কটু-তিক্ত-রস, মলমূত্রের বিরেচন-কারক, গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভজনক, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভকারক ও বাতজনক এবং কফ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

দুরালভা।—(Hedysarum Alhagi.) ইহা কণ্টকযুক্ত একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে দুরালভা, দেশভেদে চলিত কথায় দুলল-লতা ও হিঙ্গুয়া, হিন্দীতে ও বোম্বাই-প্রদেশে জবাসা, দুরালা ও ধমাসা, মহা-রাষ্ট্রদেশে বেলীকামুলী, কর্ণাটে বল্লি-দুরুবে এবং তেলেগু-ভাষায় পিলরেগটি, টুলগোঁড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—যাস, যবাস, দুঃস্পর্শ, কুনাশক, রোদনী, অনন্তা, সমুদ্রান্তা, ধন্বর্য্যাসা,যবস, কচ্ছুরা, ধন্বযবাস, বিকণ্টক, আত্মমূলী, পদ্মমুখী, ইদংকার্য্যা, দুরালন্তা, ধন্বযাস, তাম্রমূলা, ধন্বী, ধন্বযবাসক, প্রবোধনী, সূক্ষ্মদলা, বিরূপা, দুরভিগ্রহা, দুর্লভা ও দুষ্প্রধর্ষা। ছোট ও বড়ভেদে দুরালভা দুইপ্রকার। উভয় দুরালভাই কটু-তিক্ত-মধুর-অম্ল-রস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য ও বাত-পিত্ত-নাশক এবং জ্বর, গুল্ম ও প্রমেহ-রোগে উপকারক।

দুষ্খদির।—ইহার অপর নাম অরিমেদ। বাঙ্গালায় ইহা বিট্-খদির নামে পরিচিত। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং রক্ত, ব্রণ, কণ্ডূ, বিসর্প, বিষ, জ্বর, কুষ্ঠ, উন্মাদ এবং ভূতাবেশে উপকারক।

দূর্ব্বা।—(Panicum dactylon.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ তৃণ। বাঙ্গালায় ইহাকে দূর্ব্বা, হিন্দী ও উৎকল ভাষায় দুব্ব, তেলেগুতে গরিকেগড্ডি ও গরিককসুবু এবং তামিলীতে অরুগম্-পুল্ল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শত-পর্ব্বিকা, সহস্রবীর্য্যা, ভার্গবী, রুহা, অনন্তা, গুণা, নন্দা, মহাবরা, হরি-তালিকা, তিক্তপর্ব্বা, দুর্ম্মরা, বহুবীর্য্যা, হরিতালী ও কচ্ছরুহা। শ্বেতদূর্ব্বা, নীল-দূর্ব্বা, মালাদূর্ব্বা ও গণ্ডদূর্ব্বা প্রভৃতি নামভেদে দূর্ব্বা নানাপ্রকার। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গুণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল দূর্ব্বাই কষায়-মধুর-রস ও রক্ত-রোধক এবং শীত-পিত্ত, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, দাহ, মূর্চ্ছা, শ্লেষ্মা ও ভূতাবেশাদির উপশমকারক ও শ্রান্তিনিবারক।

দেবকাষ্ঠ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। ইহার সংস্কৃত নাম দেব-দারু এবং কাষ্ঠদারু। বাঙ্গালায় ইহা দেবদারু নামে পরিচিত। ইহা উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ এবং বাতশ্লেষ্মনাশক।

দেবকুক্কুট।—ইহা একপ্রকার পত্র-শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শুশুনিশাক বলে। ইহা শীতবীর্য্য, বৃষ্য, মূত্ররোগনাশক এবং অশ্মরীরোগে হিতকর।

দেবকুম্ভ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে তুম্বা ও

দণহলা, কোঙ্কণদেশে গন্ধপ্রসারণী কুম্বা, এবং বোম্বাই প্রদেশে শ্বেতবড় কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, অগ্নিমান্দ্য-নিবারক, বাত-কফনাশক, ভূতাবেশ-নিবারক, পবিত্র, এবং দ্রোণপুষ্পের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। কেহ কেহ ইহাকে পারদ-শোধনের উপকরণরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

দেবদারু।—(Pinus deodara.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার কাষ্ঠ সুগন্ধি। বাঙ্গালায় ইহাকে দেবদারু এবং হিন্দীতে দেবদার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পারিভদ্রক, ভদ্রদারু, দ্রুকিলিম, পীতদারু, পূতিকাষ্ঠ, কল্পপাদপ, কিলিম, সুরদারু, দারুক, স্নিগ্ধদারু, অমরদারু, শিবদারু, শাম্ভব, ভূতহারী, ভবদারু, ভদ্রবৎ, শক্রদ্রুম, ইন্দ্রবৃক্ষ, সুরাহ্ব, দেবকাষ্ঠ, দারুভদ্র, ইন্দ্রদারু, মস্তদারু ও সুরভূরুহ। স্নিগ্ধদারু ও কাষ্ঠদারু ভেদে দেবদারু গাছ দুইপ্রকার। স্নিগ্ধদারু তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ ও বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং আমদোষ, মলবদ্ধতা, অর্শঃ, প্রমেহ ও জ্বরের উপশমকারক। কাষ্ঠদারু তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষ, বাত-শ্লেষ্মনাশক, এবং ভূতাবেশ-নিবারক। উভয় দেবদারুই সুগন্ধি ও লঘুপাক।

দেবদালী।—(Andropogon serratus.) ইহা একপ্রকার ঘোষালতা। ইহার অপর নাম দেবতাড়। বাঙ্গালায় ইহাকে পীতঘোষা ও দেওতাড়া, হিন্দীতে ঘঘরবেল ও সনৈয়া, মহারাষ্ট্রদেশে দেবদালী, কর্ণাটে দেবডঙ্গরী, এবং তেলেগু ভাষায় ডানরঙ্গড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—জীমূতক, কণ্টফলা, গরা, গরী, বেণী, মহাকোষফলা, কটুফলা, ঘোরা, কদম্বী, বিষহা, কর্কটী, সারমূষিকা, বৃন্তকোশা, আখুবিষহা, দালী, রোমশা, পত্রিকা, তুরঙ্গিকা, সুতর্কারী ও দেবতাড়। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক, এবং পাণ্ডু, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, কামলা ও ভূতাবেশের নিবারক। ইহার ফল বিরেচক ও বমনকারক।

দেবধান্য।—(Sorghum saccharatum.) ইহার অপর নাম যবনাল। বাঙ্গালায় ইহাকে দেধান এবং হিন্দীতে পোনরী ও জুন্থল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যবনাল, যোনাল, জুর্ণাহ্বয়, জোন্তালা, বীজপুষ্পিকা, চূর্ণাহ্ব, জুর্ণাহ্ব, জুন্থল, জুলুলু, বীজপুষ্প, পুষ্পগন্ধ ও পবনাল। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, ক্লেদজনক এবং শ্লেষ্মপিত্তনাশক।

দেবনাল।—ইহা একপ্রকার নলগাছের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় নলগাছ, হিন্দীতে নর্কট, মহারাষ্ট্র প্রদেশে থোরুদেবনলু ও হিরিয়দেনাল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দেবনাল, মহানল,

বস্ত, নলোত্তম, স্থূলনাল, স্থূলদণ্ড, সুর-নাল ও সুরদ্রুম। ইহা ঈষৎ কষায়যুক্ত অতিমধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, এবং নল-গাছের অন্যান্য গুণ অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট।

দেবসর্ষপ।—ইহা একপ্রকার সর্ষপের নাম। ইহার অপর নাম কুক্কুট-পাদী। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে দেবসিরস এবং কর্ণাটে দেবসিরসভেদ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অশ্বাক্ষ, বদর, রক্তমূলক, সুরসর্ষপক, সূক্ষ্মদল, নির্জ্জর-সর্ষপ ও কুরবাভিদ্। ইহা কটুরস, উষ্ণ-বীর্য্য, শ্লেষ্মনাশক ও রুচিকর এবং ক্রিমি ও মুখরোগনিবারক।

দোলা।—ইহার অপর নাম হিন্দোলক। বাঙ্গালায় ইহাকে দোলা ও হেঁদোলা কহে। ইহা দুলিবার জন্য পশ্চিমপ্রদেশে ব্যবহৃত হয়। দোলায় দুলিলে, অগ্নির ও বলের বৃদ্ধি হয়, শরীরের দৃঢ়তা জন্মে, এবং বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দ্রবন্তী।—(Anthericum tuberosum.) ইহা একপ্রকার দন্তীর নাম। ইহার অপর নাম বৃহদ্দন্তী। ইহার পত্র এরণ্ডপত্রের ন্যায়। বাঙ্গালায় ইহাকে মূশালীলতা, বুড়ি গুয়াপান ও মূষাকাণী, মহারাষ্ট্রে ভোঁপনী, কর্ণাটে বল্লিহর্দ্দে এবং তেলেগু-ভাষায় এলুকচেবি চেট্টু কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, এবং জ্বর ও ক্রিমিশূল-নিবারক।

দ্রাক্ষা।—(Vitis vinifera.) ইহা একপ্রকার লতাফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কিস্‌মিস্ ও, মনক্কা, হিন্দীতে দাখ ও আঙ্গুর, মহারাষ্ট্র দেশে দ্রাক্ষা, তেলেগু-ভাষায় দ্রাক্ষপোণ্ডু ও দ্রাক্ষচেট্টু, এবং তামিলীতে কোড়ি-মন্দিরিপ্পঝাম্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কৃষ্ণা, চারুফলা, রসা, মৃদ্বীকা, গো-স্তনী, স্বাদ্বী, মধুরসা, যক্ষ্মঘ্নী, প্রিয়ালা, তাপসপ্রিয়া, গুচ্ছফলা, রসালা ও অমৃতফলা। দ্রাক্ষাসমূহের আকৃতি-ভেদ থাকিলেও তাহাদের গুণের বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ব দ্রাক্ষা ঈষৎ কষায়-যুক্ত মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, মলমূত্রকারক, অল্প গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর, এবং জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ, মদাত্যয় ও স্বরভঙ্গের উপশমকারক। অম্লদ্রাক্ষা রক্তপিত্তকারক। অপক্বদ্রাক্ষা পক্বদ্রাক্ষা অপেক্ষা অল্পগুণসম্পন্ন। যে দ্রাক্ষার আকার গো-স্তনের ন্যায়, এবং যাহাতে বীজ থাকে, অর্থাৎ যাহা মনক্কা নামে প্রসিদ্ধ, তাহাকে গো-স্তনী-দ্রাক্ষা কহে। গো-স্তনী দ্রাক্ষা গুরুপাক; কিন্তু যে

দ্রাক্ষা ক্ষুদ্র, বীজশূন্য ও কিস্‌মিস্‌ নামে প্রসিদ্ধ, তাহা লঘুপাক। এতদ্ভিন্ন উভয় দ্রাক্ষাই সমগুণবিশিষ্ট।

দ্রাক্ষার অভাব হইলে, তৎপরিবর্ত্তে গাম্ভারীফুল ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষাসব।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। দ্রাক্ষা পচাইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। দ্রাক্ষাসব রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, মলবদ্ধতা-নাশক, অল্প বায়ুজনক, কফনাশক, এবং পিত্তেরও বিরোধী নহে।

দ্রুতমাংস।—শশক ও হরিণ প্রভৃতি প্রাণী দ্রুত গমন করে বলিয়া, ইহারা দ্রুত সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মাংসকেই দ্রুতমাংস বলে। (শশক ও হরিণ দ্রষ্টব্য)।

দ্রুমোৎপল।—(Abroma Augusta.) ইহার অপর নাম কর্ণিকার বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহা ওলটকম্বল নামে অভিহিত। ইহা ঋতুশূল অর্থাৎ বাধক বেদনায় উপকারক।

দ্রেকা।—ইহা একপ্রকার নিম্ব বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘোড়া-নিম এবং হিন্দীতে বকাণনিম্ব বলে। কোন কোন স্থলে ইহা ওকড়া নামে পরিচিত। (মহানিম্ব দ্রষ্টব্য)।

দ্রোণপুষ্পী।—(Leucas linifolia.) বাঙ্গালায় ইহাকে ঘলঘসে বা হলঘসে, মহারাষ্ট্রে কুম্বা, কর্ণাটে তুম্বে, হিন্দীতে গুম্মা ও গুমা, এবং তেলেগু-ভাষায় এমুগতুম্মি কহে। দ্রোণপুষ্পী কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, বাতশ্লেষ্ম-নাশক, মধুরবিপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, মলভেদক ও পথ্য। ইহার রস, বিষম-জ্বর, অর্শঃ, কামলা, ক্রিমি ও শোথে হিতকর। অনেকে বলেন, ইহা সর্প-বিষের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দ্রোণপুষ্পীদল।—বাঙ্গালায় ইহাকে ঘলঘসের পাতা বলে। ইহা কটু-রস, স্বাদু, রুক্ষ, গুরুপাক, মল-ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, এবং কামলা, শোথ, মেহ এবং জ্বরে হিতকর।

দ্রোণীলবণ।—জল হইতে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাকে দ্রোণীলবণ কহে। মাহারাষ্ট্র দেশে ইহার নাম দোণী চেভীট, এবং কর্ণাটদেশীয় নাম দোণীয়উপ্পু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দ্রোণেয়, বার্দ্ধেয়, দ্রোণীজ, বারিজ, বাষ্পীভব, দ্রোণী ও ত্রিকূটলবণ। এই লবণ নাতি-উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শূল-নাশক, এবং অল্প-পিত্তবর্দ্ধক।

দ্বাদশপত্রিকা।—ইহা এক-প্রকার গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গুল্‌ফা বলে। (গুল্‌ফা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিজকুৎসিত।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। ইহার অপর নাম বহুবার বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহা চালিতা গাছ নামে পরিচিত। (বহুবার দ্রষ্টব্য)।

দ্বিজপ্রিয়া।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতা। সাধারণতঃ ইহা সোমলতা নামে পরিচিত। (সোমলতা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়াভা।—(Curcuma Zanthorrhiza.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। সাধারণতঃ ইহা দারুহরিদ্রা নামে পরিচিত। (দারুহরিদ্রা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিবার্ত্তাকী।—কণ্টকগুল্ম বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বৃহতী ও কণ্টকারী বলে। (বৃহতী ও কণ্টকারী দ্রষ্টব্য)।

দ্বিশৃঙ্গী।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহা শিঙ্গীমাছ নামে পরিচিত। ইহা লঘুপাক, রুচিকারক, মলরোধক, স্তন্য এবং শুক্র ও মেধাবর্দ্ধক।

দ্বিক্ষীর।—গোদুগ্ধ এবং ছাগদুগ্ধের পারিভাষিক নামে দ্বিক্ষীর।

দ্বীপান্তরবচা।—চলিত কথায় দ্বীপান্তরবচাকে তোপচিনি কহে। তোপচিনি কিঞ্চিৎ তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলমূত্রশোধক, এবং আধ্মান, শূল, অপস্মার, বাতব্যাধি, উন্মাদ, গাত্রবেদনা, বিশেষতঃ উপদংশ ও পারদদোষের শান্তিকারক।

ধ।

ধনচ্ছ।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধানস-পাখী এবং কর্কটিয়া পাখী বলে। ইহার তৈল বাত-রোগে ও পক্ষাঘাতে বিশেষ হিতকর।

ধনদ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম হিজ্জল বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহা হিজল গাছ নামে পরিচিত। (হিজ্জল দ্রষ্টব্য)।

ধনপ্রিয়া।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম কাকজম্বু বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহা বনজাম নামে অভিহিত। (জম্বুশব্দ দ্রষ্টব্য)।

ধনিকা।—ইহা একপ্রকার গুল্ম-জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহার অপর নাম ধন্যাক-বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে ধ'নে গাছ কহে। (ধন্যাক দ্রষ্টব্য)।

ধনুশ্রেণী।—(Cucumis Colocynthis.) ইহার সংস্কৃত নামান্তর মূর্ব্বা, মহেন্দ্রবারুণী, চিত্রা, চিত্রফলা। বাঙ্গালায় ইহা বড়মাকাল ও রাখাল-শশা নামে পরিচিত। (ইন্দ্রবারুণী দ্রষ্টব্য।)

ধন্যাক।—(Coriandrum sativum.) ইহাকে বাঙ্গালায় ধ'নে, হিন্দীতে ধনিয়া, তেলেগুতে কোচিমিরচিট্টু ও

ধনিয়ালু, এবং তামিলীতে কোটমল্লি বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ছত্রা, বিতুন্নক, কুস্তম্বুরু, ধন্ত, ধান্য, তুম্বুরু, ধনিক, ধনীয়ক, কুস্তম্বুরী, ধন্যা, তুম্বুরী, ধন্যাক, ধনেয়ক, ধানক, ধানিয়, ধনিকা, ছত্রাধান্য, সুগন্ধি, শাকযোগ্য, সূক্ষ্মপত্র, জন প্রিয়, ধান্যবীজ, বীজধান্য, অবরিকা, বেধক ও উগ্রা। ইহা একপ্রকার শস্য-জাতীয় ফল। ধ'নে কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, মধুরবিপাক, পাচক, অগ্নি-বর্দ্ধক, লঘুপাক, রুচিকর, মলরোধক, মূত্রকারক, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ পিত্তনাশক, এবং জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, কৃশতা ও ক্রিমি-রোগে উপকারক। কাঁচা ধ'নে পিত্তনাশক।

ধন্বঙ্গ।—(Grewia elastica.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধামনা গাছ বলে। ইহার নামান্তর ধনুর্বৃক্ষ, গোত্রবৃক্ষ ও সুতেজন। ইহা কষায়-রস, রুক্ষ, লঘুপাক, বল-কারক, পুষ্টিজনক, ব্রণরোধক ও ভগ্ন-স্থানের সংযোজক এবং কফ, পিত্ত, রক্তস্রাব ও কাসরোগে উপকারক।

ধন্বন।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার নামান্তর ধামন। বঙ্গালায় ইহাকে ধামনা, হিন্দীতে ধামিনী, মহা-রাষ্ট্রে ধমানু, এবং কর্ণাটে উত্নবে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পিচ্ছলত্বক্, রক্তকুসুম, ধনুর্বৃক্ষ, মহাবল, রুজাসহ, পিচ্ছিলক ও রুক্ষ-স্বাদুফল। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, কফ-নাশক, দাহজনক, শোথকারক, এবং কণ্ঠরোগনাশক। ইহার ফল কষায়-মধুর-রস, শীতল ও বাতকফনাশক।

ধরণীকন্দ।—ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। ইহার চলিত নামান্তর আকন্দ ও কন্দালু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় —ধারিণী, ধীরপত্রী, সুকন্দক, কন্দালু, স্তনকন্দক, কন্দাঢ্য ও দন্তকন্দক। এই কন্দ মধুর রস ও কফ-পিত্তনাশক এবং রক্তদোষ, কুষ্ঠ ও কণ্ডূ নিবারক।

ধরণীধর।—ইহার অপর নাম কচ্ছপ। বাঙ্গালায় ইহাকে কচ্ছপ এবং কাছিম বলে। (কোষস্থ দ্রষ্টব্য।)

ধব।—(Conocarpus latifolia) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধাওরা-গাছ, হিন্দীতে ধাউ বা ধাউয়া, মহারাষ্ট্রদেশে ধামোড়া, কর্ণাটে সিরিবল্ল, এবং তেলেগু-ভাষায় নারিঞ্জ-চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ধুরন্ধর, শাকটাখ্য, দৃঢ়তরু, গৌর, কষায়, মধুরত্বক্, শুক্লবৃক্ষ, শুক্লাঙ্গ, পাণ্ডুতরু, ধবল, ও পাণ্ডুর। ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং প্রমেহ, অর্শঃ

ও পাণ্ডুরোগে হিতকর। ইহার ফল মধুররস।

ধবল যাবনাল।—শ্বেতবর্ণ যাবনাল অর্থাৎ শাদা জনারের সংস্কৃত নাম ধবল যাবনাল। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে শ্বেত জুবারী ও কর্ণাটে বিলিয়জোল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পাণ্ডুর, তারতণ্ডুল, নক্ষত্রকান্তিবিস্তার, বৃত্ত ও মৌক্তিক-তণ্ডুল। ইহা রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক এবং অর্শঃ, গুল্ম ও ব্রণরোগে উপকারক।

ধাতকী।—(Woodfordia floribunda.) ইহা এক প্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধাইফুল, হিন্দীতে ধাবই ও ধাওয়া, মহারাষ্ট্রদেশে ধায়টী, তেলেগু-ভাষায় আরেপুব্বু ও জার্গি, এবং উৎকলদেশে জাতিকা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ধাতুপুষ্পী, ধাত্রীপুষ্পিকা, ধাতুপুষ্পিকা, ধাত্রী, বহ্নিপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, ধাবনী, অগ্নিজ্বালা, সুভিক্ষা, পার্ব্বতী, বহুপুষ্পিকা, কুমুদা, সীধুপুষ্পী. কুঞ্জরা, মদ্যবাসিনী, গুচ্ছপুষ্পী, সজ্জপুষ্পী, রোধ্রপুষ্পিণী, তীব্রজ্বালা, বহ্নিশিখা, মদ্যপুষ্পী। ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক ও মত্ততাজনক, এবং পিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, ক্রিমি, অতিসার, প্রবাহিকা (আমাশয় রোগ), ব্রণ, বিসর্প ও বিষদোষের শান্তিকারক।

ধাতক্যভিষুক।— ধাইফুল পচাইয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে ধাতক্যভিষুক কহে। ইহা রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও প্রীতিজনক।

ধাতু।—স্বর্ণাদি খনিজ পদার্থ-বিশেষের নাম ধাতু। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কাহারও মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, সীসা, দস্তা ও লৌহ, এই ৭ সাতটী; কাহারও মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কাংস্য, পিত্তল, লৌহ ও সীসক এই ৮ টী; এবং কাহারও মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কাংস্য, পিত্তল, সীসক, লৌহ ও কান্তলৌহ. এই ৯টী ধাতু ঔষধোপযোগী বলিয়া পরিগণিত। যদিও এইরূপ গণনায় পারদাদি ধাতু পরিত্যক্ত, এবং কাংস্য-পিত্তলাদি কৃত্রিম ধাতুও পরিগৃহীত হইয়াছে; তথাপি কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্যানুসারে ধাতুশব্দে ঐ নয়টীকেই ধাতু বলিয়া গণনা করা আবশ্যক। এই সকল ধাতু বলি, পালিত্য (চুল পাকিয়া যাওয়া), খালিত্য (টাকপড়া), কৃশতা, দুর্ব্বলতা ও জরাদি দোষসকল নষ্ট করিয়া শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা করে বলিয়া, ইহাদের নাম ধাতু। কোন ধাতুরই শোধনজারণ মারণাদি না করিয়া ঔষধাদিতে তাহা প্রয়োগ করা উচিত নহে,—করিলে, নানাবিধ অপকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন গুণ এবং শোধনাদির

নিয়ম নামভেদানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

ধাতুশেখর।—(Green Sulphate of Iron.) ইহার অপর নাম কাসীস; বাঙ্গালায় ইহাকে হীরাকস বলে। (কাসীস দ্রষ্টব্য।)

ধাতুদ্রাবক।—ইহা একপ্রকার ক্ষারপদার্থ। যে বস্তুর সংযোগে অগ্নির উত্তাপে ধাতুসকল দ্রবীভূত হয়, তাহাকে ধাতুদ্রাবক বলে। ইহার অপর নাম টঙ্গণক্ষার ও ধাতুবল্লভ। বাঙ্গালায় ইহা সোহাগা নামে পরিচিত। (টঙ্গণ দ্রষ্টব্য।)

ধাত্রী।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহা আমলকী বা আম্‌লা নামে পরিচিত। (আমলকী দ্রষ্টব্য।)

ধানা।—তুষশূন্য ভাজা যবকে ধানা বলে। হিন্দীতে ইহাকে বহুড়া কহে। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভকারক ও পিপাসাজনক, এবং কফ, বমন ও প্রমেহরোগে উপকারক।

ধান্য।—(Oryza sativa.) ধান্যকে বাঙ্গালায় ধান কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ভোগ্য, ভোগার্হ, অন্ন, খাদ্য, জীবসাধন, শুম্বকরি ও ব্রীহি। ধান্য সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। শালি, ষষ্টিক ও ব্রীহি। শালিধান্যের বাঙ্গালা নাম আমন ধান; ইহা হেমন্ত কালে পাকে। ষষ্টিক ধানের বাঙ্গালা নাম ষেটে ধান; ইহা গ্রীষ্মকালে পাকে; ব্রীহিধান্যের বাঙ্গালা নাম আউশ ধান বা আশুধান্য; ইহা বর্ষাকালে পাকিয়া থাকে। শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য ও ব্রীহি ধান্যের প্রকারভেদ অনেক আছে। কিন্তু তাহাদের গুণাদির পার্থক্য অতি অল্প। সাধারণতঃ শালিধান্যসমূহ মধুর-রস, শীত-বীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অল্পমলরোধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনিবারক, পিত্তনাশক এবং কিঞ্চিৎ বাতকফবর্দ্ধক। শালিধান্যসমূহের মধ্যে রক্তশালিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ষষ্টিক ধান্যসকল প্রায়ই শালিধান্যের ন্যায় গুণবিশিষ্ট; ইহা মধুর-কষায়-রস, মধুরবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্র ও মূত্রবর্দ্ধক, বৃদ্ধিকারক, পুষ্টিজনক এবং ত্রিদোষনাশক। ষষ্টিকধান্য-সমূহের মধ্যে ষষ্টিকনামক ধান্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ব্রীহিধান্যসকল কষায়-মধুররস, মধুর-বিপাক, কফবর্দ্ধক, মলরোধক, এবং ষষ্টিক-ধান্যসমূহের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। ব্রীহি ধান্যসমূহের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রোপণ ও বপন-ক্রিয়াভেদে ধান্যের গুণের ইতর-বিশেষ হয়। রোপিত (রোয়া) ধান্য লঘুপাক, বলকর, মূত্রবর্দ্ধক, দোষনাশক ও অবিদাহী (অম্লকারক নহে)। উপ্ত ধান্য (বাওয়া বা বোনা ধান্য) রোপিত ধান্য অপেক্ষা গুরুপাক, স্থলজ অর্থাৎ জলশূন্য ভূমিজাত ধান্য

কিঞ্চিৎ মধুরতাযুক্ত কষায়-রস, কটু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ-ভূমিজাত ধান্য ওজঃ ও বলের বৃদ্ধিকারক, বালুকা-ভূমিজাত ধান্য বল-পুষ্টিকারক। দগ্ধ-ভূমিজাত ধান্য কষায়-রস, রুক্ষ, লঘুপাক, মল-মূত্রের রোধক, এবং শ্লেষ্মনাশক। নূতন ধান্য গুরুপাক, কফবর্দ্ধক এবং প্রমেহাদিরোগজনক। এক বৎসরের পুরাতন ধান্য উৎকৃষ্ট; ইহা লঘুপাক ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তিন বৎসরের অধিক পুরাতন হইলে ধান্য গুণহীন হয়, এবং অত্যন্ত লঘুপাক ও শুক্রনাশক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ধান্যতৈল।—গোধূম (গম) যাবনাল, ব্রীহি-ধান্য এবং যবাদি হইতে একপ্রকার তৈল জন্মে, তাহাকে ধান্যতৈল কহে। ইহা ত্রিদোষনাশক, কণ্ডূ, কুষ্ঠ এবং চক্ষুরোগে হিতকর।

ধান্যমণ্ড।—ধানের মণ্ড অর্থাৎ ধান সিদ্ধ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিলে যে মাড় নির্গত হয়, তাহাকে ধান্যমণ্ড বলে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, রক্তনিবারক, শ্রান্তিনাশক, বাতবর্দ্ধক, পিত্তনাশক ও অশ্মরীরোগের উপশমকারক।

ধান্যমদ্য।—ধান হইতে যে মদ জন্মে, তাহাকে ধান্যমদ্য বলে। বাঙ্গালায় ইহা ধেনো-মদ নামে পরিচিত। ইহা গুরুপাক এবং বিষ্টম্ভী।

ধান্যাম্ল।—ধান্যাম্লের অপর নাম কাঞ্জিক। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁজি কহে। দুইসের শালিধান বা যেটে ধান কুট্টিত করিয়া ১৮সের জলের সহিত ভিজাইয়া, কিছুদিন (১৫ দিনের কম নহে) মাটীতে পুতিয়া রাখিবে; পরে উহা অম্লরস হইলে তুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাঁজি লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, প্রীতিকর, রুচিকারক, বায়ুরোগে হিতকর এবং আস্থাপনে (পিচকারীতে) প্রযোজ্য।

ধারণীয়া।—ইহা একপ্রকার কন্দ শাকের নাম। দেশভেদে ইহা ধারণী কন্দ ও মৈলগড়ে নামে অভিহিত। বাঙ্গালায় ইহাকে ধরণীকন্দ বলে। ইহা মধুর-রস এবং কফ-পিত্ত, মুখদোষ, কণ্ডূ এবং কুষ্ঠরোগনাশক।

ধারাকদম্ব।—(Nauclea cordifolia.) ইহাকে বাঙ্গালায় কেলিকদম্ব, হিন্দীতে হলদু, মহারাষ্ট্রদেশে ধারাকদম্ব, কর্ণাটে ধারেয় কউড় এবং তেলেগুভাষায় মোগুলি কড়িমি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ধারাকদম্ব, ভ্রমর-প্রিয়, প্রাবৃষ্য, পুলকা, প্রীয়ক, ভৃঙ্গবল্লভ, মেঘাভ, নীপ, কলম্বক ও প্রাবৃষেণ্য। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, বীর্য্য-বর্দ্ধক ও পিত্তনাশক এবং শোষ ও বিষদোষে হিতকর।

ধারোষ্ণ দুগ্ধ।—দোহনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী দুগ্ধকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ কহে।

ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় উপকারক; কিন্তু দোহনকালে যে উষ্ণতা থাকে, তাহা নষ্ট হইয়া গেলে, সেই দুগ্ধ আর তদ্রূপ উপকারী থাকে না। ধারোষ্ণ-দুগ্ধ অতিশয় স্বাদু, পুষ্টিকর, বলকারক, নিদ্রাকর, কান্তিপ্রদ ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং ভ্রম, শ্রান্তি ও ত্রিদোষনাশক।

ধুস্তুর।—(Darura Fastuosa.) ইহার বাঙ্গালা নাম ধুতূরা। হিন্দীতে ইহাকে ধুতূরা, মহারাষ্ট্রে ধৎতূর, কর্ণাটে মদকুণিগে, তেলেগুতে উন্মেত্তচেট্টু, নল্লউন্মেত্ত, এবং তামিল ভাষায় কারু-উমতে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ধুস্তুর, উন্মত্ত, কিতব, ধূর্ত্ত, কনকাহ্বয়, মাতুল, মদন, পুরীমোহ, ধূর্ত্তকৃৎ, ধৎতূর, বন্টিক, শঠ, মাতুলক, শ্যাম, শিবশেখর, খর্জ্জুর, কাহলাপুষ্প, খল, কণ্টকফল, মোহন, কলভ, মত, শৈব, দেবিকা, তুরী মহামোহী, শিবপ্রিয় ও ধুৎতূর। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। শ্বেত, নীল ও পীতবর্ণের পুষ্পভেদে ধুতূরা সাধারণতঃ তিনপ্রকার। তন্মধ্যে নীল ও পীতবর্ণের পুষ্পযুক্ত ধুতূরা কনক-ধুতূরা নামে অভিহিত হয়। উভয়প্রকার কনক-ধুতূরাই সাধারণ ধুতূরা অপেক্ষা কিছু অধিক মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, মূর্চ্ছাজনক, অগ্নিমান্দ্যকারক, মত্ততাজনক, ভ্রমকারক, বর্ণবর্দ্ধক ও কান্তিকারক; এবং জ্বর, ব্রণ, কণ্ডূ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও ত্বক্‌দোষের নিবারক।

ধুতূরার শাখা ও পত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, তাহার চূর্ণের ধূম গ্রহণ করিলে শ্বাসবেগের কষ্ট দূরীভূত হয়। ধুতূরার পাতা বাহ্যপ্রয়োগে শ্লেষ্মনাশক ও শোথ নিবারক। ধুতূরার বীজ শোধন না করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে। দুগ্ধসহ দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইলেই ধুতূরার বীজ শোধিত হইয়া থাকে।

ধূনরাজ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষ-নির্য্যাস। পশ্চিমদেশে ইহাকে রুমি-মস্তকী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পীতরস, ভঙ্গুরা ও গন্ধিনী। ইহা মূত্র-কারক, মলরোধক, কফনাশক ও বল-কারক, এবং দন্তরোগ, মেহ ও রক্ত-প্রদর রোগের শান্তিকারক।

ধূম।—চলিত কথায় ধূমকে ধোঁয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভস্ত, মরুদ্বাহ, খতমাল, শিখিধ্বজ, শিখাধ্বজ, অগ্নিবাহ, তরী, কচমাল, অন্তঃস্থঃ, অম্ভস্‌সূঃ, বায়ুবাহ, মেঘ-যোনি ও মেচক। ধূম সদ্যঃশ্লেষ্মকারক, চক্ষুর হানিকর, মস্তকের গুরুতাকারক এবং বাতপিত্তের প্রকোপজনক।

ধূমসী।—ইহার নামান্তর মাষ-রোটিকা। চলিত কথায় ইহাকে দাল-

বড়ী ও পাপড় কহে। মাষকলায় ভিজাইয়া খোসা তুলিয়া ফেলিবে, এবং তাহা বাটিয়া মোটারুটির ন্যায় প্রস্তুত করিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহা গুরুপাক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্তনাশক।

ধূম্রপত্রা।—ধূম্রপত্রাকে বাঙ্গালায় তামাকপাতা, দোক্তা, হিন্দীতে তামাকু, মহারাষ্ট্রে গান্ধানী, কর্ণাটে কত্তগিরি এবং উৎকলে ধূয়াপতর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ধূম্রাহ্বা, গৃধ্রপত্রা, গৃধ্রাণী, কৃমিঘ্নী, শ্রীমলাপহা, সুলভ ও স্বয়ম্ভুবা। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কাস ও ক্রিমিনাশক, এবং শোথনিবারক। তামাকের ধূম পান করিলে, দাঁতের গোড়ার শোথ নিবারিত হয়, এবং দাঁতের গোড়া শক্ত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন তামাকের আর কোন উপকারিতাশক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। তামাকের ধূমপানে কৃশ, অজীর্ণরোগী, এবং শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তাদি রোগে পীড়িত ব্যক্তির বিশেষ অপকার হইয়া থাকে।

ধূম্রিকা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম কৃষ্ণশিংশপাবৃক্ষ; বাঙ্গালায় ইহা কালশিশু বা অগুরু নামে পরিচিত। (শিংশপা দ্রষ্টব্য।)

ধূলিকদম্ব।—ইহা একপ্রকার কদম্ববৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধারাকদম্ব বলে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহা ধূলিকদম্ব, এবং কর্ণাটে ধূলিগড়উ নামে অভিহিত। ইহার গুণ ধারাকদম্বের গুণতুল্য।

ধূসরপত্রিকা।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম বৃশ্চিকালী। বাঙ্গালায় ইহা বিছুটী নামে পরিচিত। (বৃশ্চিকালী দ্রষ্টব্য।)

ধূসরমুদ্গ।—ধূসরবর্ণের মুগকে মহারাষ্ট্র দেশে ধূসরমুঙ্গ্ এবং কর্ণাটে পীতমুঙ্গ্ কহে। ইহা কষায় মধুর-রস, রুচিকর, মলরোধক, পিত্তবর্দ্ধক, এবং মুগের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

ধ্বাঙ্ক্ষ।—জলচর পক্ষী মাত্রকেই ধ্বাঙ্ক্ষ বলে। ইহাদের মাংসগুণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

ন।

নকুলমাংস।—(The Bengal mungoose. Syn.—Viverra ichneumon.) নকুল একপ্রকার জীবের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নেউল ও বেজী, হিন্দীতে বেজী, মহারাষ্ট্রদেশে নেউবা ও কর্ণাটে মঙ্গুল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পিঙ্গল, সর্পহা, বভ্রু, কোটির, সর্পতৃণ, সূচীবদন, সর্পারি ও লোহিতানন। নকুলের মাংস মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষ-নাশক, বিশেষতঃ বায়ুর হিতকর।

নক্তা।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। চলিত কথায় ইহাকে গুলবাস কহে। ইহা শীতল, বায়ুনাশক ও গলগণ্ড নিবারক। অপক্ব নক্তা তৃণ অর্শনাশক।

নখগুঞ্জফল।—শ্বেতশিমকে ও শ্বেত বরবটীকে নখগুঞ্জফল বলে। (শিম্বী ও রাজমাষ দ্রষ্টব্য।)

নখচ্ছেদন।—হস্তপদের নখ এবং গোঁফ, দাড়ী চুল প্রভৃতি কাটিয়া ফেলিলে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, শরীরের পুষ্টি, বল ও আয়ুর বৃদ্ধি, এবং মন পবিত্র হয়।

নখ-নিষ্পাব।—ইহা একপ্রকার শিমের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বৃত্তনিষ্পাবিকা, অঙ্গুলিফলা, গ্রাম্যা, নখ-গুচ্ছফলা, গ্রাম্যজ, নিষ্পাবী ও নখ-ফলিনী। এই শিম কষায়-মধুর-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, এবং মেধাবর্দ্ধক ও কণ্ঠশোধক।

নখরঞ্জক।—(Myrtus Comunis.) ইহা গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহা মেন্দী ও মেইদী গাছ নামে পরিচিত। ইহার পত্রের রসে নখ রঞ্জিত হয়; ইহা ক্ষতশোধক।

নখী।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ গন্ধ দ্রব্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শুক্তি, শঙ্খ, খুর, কোলদল, ব্যালায়ুধ, শঙ্খনখ, নখীর, করজাখ্য, অশ্বখুর, নখ, ব্যাঘ্র-নখ, কররুহা, সিম্বী, শফ, চল, কোশী, করজ, হনু, নাগহনু, পানিজ, বদরীপত্র, রূপ্য, পণ্যবিলাসিনী, সন্ধিনাল ও পাণিরুহ। নখী জীববিশেষের অবয়ব-বিশেষ। শামুকের মুখের ন্যায় ইহার আকৃতি। নখী পাঁচপ্রকার:—কতক-গুলির আকার কুলপাতার ন্যায়, কতক-গুলি পদ্মপাতার ন্যায়, কতকগুলি অশ্ব-মুখের ন্যায়, কতকগুলি হস্তি-কর্ণের ন্যায় এবং কতকগুলি শূকরের কর্ণের ন্যায়। ইহাদের মধ্যে শূকরের কর্ণের ন্যায় নখী

অব্যবহার্য্য। সকল নখীই সুগন্ধি, মধুর-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, বর্ণকারক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, রক্ত, জ্বর, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, বিষদোষ, মুখ-দৌর্গন্ধ ও ভূতাবেশে উপকারক।

নখী শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। গোবরের জলে সিদ্ধ করিয়া পরে ঘৃতে ভাজিয়া লইলেই নখী শোধিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষরূপে শোধিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ গোময়, কাঁজি ও চিতামূলের ক্কাথসহ পাক করিয়া, কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের জলে ধৌত করিবে; পরে ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। অথবা প্রথমতঃ পঞ্চপল্লব, অর্থাৎ আম, জাম, কদ্‌বেল, টাবা নেবু ও বেলের ক্কাথে ধৌত করিয়া, পরে মহিষীর নাদ্ ও গোবরের জলে, কিংবা তেঁতুলের ক্কাথে সিদ্ধ করিয়া ধৌত করিবে; এবং শুষ্ক হইলে ঘৃতে ভাজিয়া গুড় ও হরীতকীর জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে। এই দুই প্রণালীর যে কোনটী অনুসরণ করিয়া নখী শোধন করা যায়।

নদী-জল।—নদীর জল সাধারণতঃ স্বচ্ছ, মধুর-রস, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, লঘু-পাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, তৃষ্ণানাশক ও পথ্য। দেশভেদে নদী-জল ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। যে সকল নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিয়াছে, তাহাদের জল বায়ুবর্দ্ধক ও আটোপ (পেটে গুড় গুড় শব্দের সহিত বেদনা) রোগজনক। ঐ পর্ব্বতজাত পশ্চিমমুখ-গামিনী নদীর জল পিত্ত শ্লেষ্মনাশক; দক্ষিণ-মুখ-গামিনীর জল পিত্তবর্দ্ধক, এবং উত্তর মুখ-গামিনী নদীর জল সুপথ্য। হিমালয়, বিন্ধ্য, মলয় ও সহ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদীর জল শিরোরোগজনক। পারিপাত্র পর্ব্বতজাত নদীর জল শিরোরোগ-নাশক। যেসকল নদীতে প্রস্তর অধিক থাকে, তাহার জল লঘু, শীতল, বাত-পিত্ত-নাশক ও শ্লেষ্মজনক। অধিক বালুকাযুক্ত নদীর জল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নহে, তাহা মধুর-কষায়-রস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও বাত-শ্লেষ্মজনক; এবং পিত্ত, শোষ ও মূর্চ্ছা রোগে উপকারক। ঋতুভেদে নদীর জল ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়। বর্ষা-কালে নদীজল সেবন করিলে, কফ, শ্বাস ও পীনস রোগ জন্মে। শরৎকালের জল পথ্য ও বাত-শ্লেষ্ম-নাশক। হেমন্তকালের জল মেধা-বর্দ্ধক; এবং শীতের ও বসন্ত-কালের জল তৃষ্ণা, দাহ, সন্তাপ, বমি ও শ্রান্তি-নিবারক। গ্রীষ্মকালের জলও ঐরূপ গুণসম্পন্ন।

নদী-নিষ্পাব।—ইহা একপ্রকার কলায়জাতীয় শস্য। ইহার অপর নাম কটুনিষ্পাব, কর্ব্বুদ ও নদীজ। মহারাষ্ট্র

দেশে ইহাকে নদীচে বলে, এবং কর্ণাটে তোরে আবরে কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, গুরুপাক, রুক্ষ, রক্তবর্দ্ধক, বাত-শ্লেষ্ম-জনক এবং বিষদোষ-নাশক।

নদীমাষক।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। ইহা গুরুপাক, শীতবীর্য্য এবং অভিষ্যন্দী।

নদীবট।—ইহা একপ্রকার বট-বৃক্ষ। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে চুঞ্জাবরু ও কর্ণাটে গালিআল কহে। এই বটের পাতা ছোট ছোট। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, দাহ, শ্বাস, শ্রান্তি ও বমনরোগে উপকারক।

নদ্যাম্র।—ইহা গুল্মজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম সমষ্ঠীল; হিন্দীতে ইহাকে কোকুঁয়া, এবং মহারাষ্ট্রদেশে কোতুয়া কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মুখশোধক ও বাত কফনাশক।

নন্দাবর্ত্ত।—একপ্রকার মৎস্যের নাম। এই মৎস্য সাধারণের সুপরিচিত নহে। ইহা মলরোধক এবং কফ পিত্তের শান্তিকারক।

নন্দীমুখ।—শূকহীন গোধূম-বিশেষের নাম নন্দীমুখ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম নিঃশূক ও দীর্ঘগোধূম। এই গোধূম শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, এবং গোধূমের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

নন্দীবৃক্ষ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ অশ্বত্থ-বৃক্ষ। চলিত কথায় ইহাকে গয়া-অশ্বত্থ, হিন্দীতে বেলিয়া পিপর, এবং তেলেগু-ভাষায় বদ্দিচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তুন্ন, কুণি, কুবেরক, কচ্ছ, কাস্তলক, তূণি, নন্দিবৃক্ষ, তুন্দ, নন্দিক ও নন্দিবৃক্ষক। ইহা তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, কটুপাক, শীতবীর্য্য, লঘু, মলরোধক, পুষ্টিকর ও বীর্য্যবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, দাহ, শিরঃপীড়া ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

নরমূত্র।—মানুষের মূত্র, কটু-তিক্ত-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ক্ষার-গুণবিশিষ্ট, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বল-কারক, এবং কফ, বায়ু, কৃমি, ত্বগ্‌দোষ (চর্ম্মরোগ), আমদোষ, বিষদোষ, চক্ষু-রোগ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

নরসার।—ইহার বাঙ্গালা নাম নিশাদল। হিন্দীতে ইহাকে নৌসাদর কহে। নিশাদল একপ্রকার ক্ষারপদার্থ। গো, মহিষ, বা উষ্ট্রের বিষ্ঠা পোড়াইয়া, ক্ষার প্রস্তুতের নিয়মানুসারে বারংবার ছাঁকিয়া লইলে, নিশাদল প্রস্তুত হয়। নিশাদল, লবণরস, শীতল ও দুর্গন্ধ, এবং জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, শিরঃশূল, অর্ব্বুদ, স্তনরোগ, রক্তপিত্ত, কাস ও যোনিরোগে বিশেষ উপকারক। ভগ্নস্থানে নিশাদলের জলপটী ব্যবহার করিলে, সত্বর বেদনা

নষ্ট হয়। চূণ ও নিশাদল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে, মূর্চ্ছা ও শিরোবেদনার শান্তি হইয়া থাকে। নিশাদল শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। চূণের জলের সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইলে নিশাদল শোধিত হইয়া থাকে।

নর্ম্মদা নদীজল।—নর্ম্মদা নদী বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে প্রবাহিত। এই নদীর জল মধুর-রস, শীতল, লঘু-পাক, রুচিকর, পথ্য, দাহনিবারক, কফ ও পিত্তের প্রকোপক।

নল।—(Arundo karka.) ইহা এক্‌প্রকারতৃণেরনাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নল, মহারাষ্ট্রদেশে দেবনল্, কর্ণাটে দেব-নাল, এবং তেলেগু-ভাষায় কিক্কেশগড্ডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ধমন, পোটগল, নাল, নড়, কুক্ষিরন্ধ্র, কীচক, দীর্ঘবংশ, শূন্যমধ্য, বিভীষণ, ছিদ্রান্তঃ, মৃদুপত্র, বংশপত্র, মৃদুচ্ছদ ও নীলবংশ। ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, বীর্য্য-বর্দ্ধক ও রস-কর্ম্মে প্রশস্ত, এবং পিত্ত, দাহ, বিসর্প, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, যোনি-রোগ ও বস্তিরোগের শান্তিকারক।

নলমীন।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। ইহার অপর নাম চিলি-চম। ইহা কফবর্দ্ধক।

নলিকা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের সুগন্ধি বল্কল। ইহার বাঙ্গালা নাম নাল্‌কো। কোন কোন দেশে ইহাকে প্রবালী ও পবারী, মহারাষ্ট্রদেশে নলী-কাজাঙ্গ, কর্ণাটে বেতললিকে, এবং তেলেগুভাষায় পক্কেমুক ও সুগন্ধিদ্রব্যমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কপো-তাঙ্ঘ্রি, বিদ্রুমলতিকা, কপোতবাণা, নলিনী, নির্ম্মথ্যা, শুষিরা, আধ্মানী, স্বত্যা, রক্তদলা, নর্ত্তকী ও নটী। ইহা কটু-তিক্ত-মধুররস, শীতল, তীক্ষ্ণ, মলশোধক, কফ-পিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর, এবং বাতোদর, কৃমি, অর্শোবেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, রক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও জ্বর-রোগে হিতকর।

নলিত।—ইহাকে বাঙ্গালায় নালিতা পাতা কহে। দেশভেদে ইহার নাম তেতপাটের শাক। ইহা তিক্তরস, পিত্তনাশক, জ্বরঘ্ন এবং শুক্রবর্দ্ধক।

নবনীত।—দুগ্ধের স্নেহভাগের নাম নবনীত। ইহার বাঙ্গালা নাম ননী ও হিন্দী নাম মাখন, এবং সংস্কৃত পর্য্যায়—নবোদ্ধৃত, নবনী, সরজ, মন্থজ, হৈয়ঙ্গবীন, দধিসার, কলম্বুট, দধিজ ও সার। সকল জীবের দুগ্ধ হইতেই নব-নীত প্রস্তুত হয়; কিন্তু জীবভেদানুসারে তাহার গুণ স্বতন্ত্র। বিভিন্ন জীবের দুগ্ধজাত নবনীতের গুণ সেই সেই

জীবের নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল ননীই মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, মলরোধক, বর্ণোৎ-কর্ষকারক, কান্তিজনক, বল ও শুক্রে-বৃদ্ধিকারক, পুষ্টিকর, চক্ষুর হিতকর, শ্রান্তিনাশক, বাত-কফনিবারক এবং সর্ব্বাঙ্গশূল, কাস, ক্ষয়, কৃশতা, শুক্র-হীনতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং বায়ু-রোগমাত্রেই বিশেষ উপকারক। সদ্যো-দ্ধৃত অর্থাৎ টাট্‌কা ননী মধুররস, শীতল, রুচিকর, মলরোধক, বায়ুনাশক ও কফ-জনক, এবং কাস, শূল, কৃমিরোগের শান্তিকারক। দধিজাত মাখন বলকর, পুষ্টিজনক, তৃপ্তিকর, পিত্ত-নাশক এবং শ্রান্তি, তৃষ্ণা ও সন্তাপনিবারক।

নবমল্লিকা।—' J Zambac floribus multiplicatis.) নবমল্লিকা একপ্রকার ফুলের নাম। চলিত-কথায় ইহাকে বাসন্তী ফুল কহে। দেশভেদে ইহা নেয়ালী, সেউতী ও নেবারী নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্রে ইহাকে রোমালী, কর্ণাটে বিরবন্তিভেদ ও বোম্বাই-প্রদেশে মোগরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নবমালিকা, ভদ্রকর্ম্মা, দেবলতা, গন্ধ-নিলয়া, মালিকা, গ্রীষ্মভবা, অতিমোদা, গ্রৈষ্মী, গ্রীষ্মোদ্ভবা, সপ্তলা, সুকুমারী, সুরভি, শুচিমল্লিকা, সুগন্ধি, শিখরিণী, নবালী ও গ্রীষ্মী। গ্রীষ্মকালে এই ফুল প্রস্ফুটিত হয়। নবমল্লিকা ফুল সুগন্ধি, অতি শীতল, এবং সর্ব্বরোগনাশক।

নাকুলী [illegible] pentina,) ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নাকুলী, হিন্দীতে চন্দ্রা, তেলেগু ভাষায় সর্পাক্ষিচেট্টু ও পন্নচেট্টু, এবং দেশভেদে নাগ্নি ও বিষমুঙ্গরী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সর্পগন্ধা, সুগন্ধা, রক্তপত্রিকা, ঈশ্বরী, নাগগন্ধা, অহিভুক্, সরসা, সর্পাদনী ও ব্যালগন্ধা। নাকুলী ও গন্ধনাকুলী নামভেদে ইহা দুইপ্রকার। নাকুলী অপেক্ষা গন্ধনাকুলী গুণাদিতে উৎকৃষ্ট। উভয় নাকুলীই কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক, এবং বিবিধ বিষদোষনিবারক।

নাগকেশর।—(Mesua ferrea.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ পুষ্প। বাঙ্গালায় ইহাকে নাগেশ্বর, হিন্দীতে কাবাব চিনি, তেলেগু ভাষায় নাগকেশ-রালু, তামিলীতে নাগল, এবং বোম্বাই-প্রদেশে নাগচম্প কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—চাম্পেয়, কেশর, কাঞ্চনাহ্বয়, সুবর্ণাখ্য, ভুজঙ্গাখ্য, ষট্‌পদপ্রিয়, ইভাখ্য, পুষ্পরেচন, নাগাখ্য, সুপর্ণাখ্য, কেশর, নাগকেশর, কেশরী, কিঞ্জল্ক, নাগকিঞ্জল্ক, নাগীর, কাঞ্চন, সুবর্ণ, হেমকিঞ্জল্ক, রুক্ম, হেম, পিঞ্জর, ফণিকেশর, পুন্নগকেশর ও কনকাহ্বয়। নাগকেশর ফুল কষায়-রস,

উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নি-বর্দ্ধক, আমদোষের পরিপাচক, বস্তিগত-বায়ুনাশক, এবং জ্বর, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, বমন, বমনবেগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিসর্প, দুর্গন্ধ, বিষদোষ, কণ্ঠরোগ, শিরোরোগ, এবং কফ-পিত্তের উপশমকারক।

নাগদন্তী।—ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহার বাঙ্গালা নাম হাতিশুঁড়ো। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে নাগদন্তী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভুরুণ্ডী, শ্রীহস্তিনী, বিশল্যা, পর্ব্বপুষ্পী, বিষৌষধি, শুক্লপুষ্পা, ইভ-দন্তাহ্বা, কাণ্ডেরী, কামদূতিকা, শ্বেতপুষ্পা, মধুপুষ্পা, বিশোধিনী নাগ-স্ফোতা, বিশালাক্ষী, নাগচ্ছত্রা, বিচক্ষণা, সর্পপুষ্পী, শুক্লপুষ্পী, স্বাদুকা, শত-দন্তিকা, সিতপুষ্পী, সর্পদন্তী ও নাগিনী। ইহা কটু-তিক্তরস, রুক্ষ, পাচক, মেধা-বর্দ্ধক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং গুল্ম, উদর, শূল ও বিষদোষে উপকারক। সর্পদংশনে হাতিশুঁড়োর মূল খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। এই গাছের রস মর্দ্দনে বৃশ্চিকাদি বিষের জ্বালা শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

নাগদমনী।—(Artemisia vulgaris. Syn.—A. Indica.) ইহা একপ্রকার গুল্মবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে নাগদানা, হিন্দীতে নাগচুনী ও নাগ-বদন, তেলেগু-ভাষায় ঈশ্বরিচেট্টু ও দরণম, তামিলীতে মাচিপত্রী, বোম্বাই-প্রদেশে দবণা এবং নেপালে তিতাপাত কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অম্বু, জাম্ববনী, বৃকা, রক্তপুষ্প, জাম্বরী, মলঘ্নী, দুর্দ্ধর্ষা ও দুঃসহা। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মল-রোধক ও কফ-পিত্তনাশক এবং মূত্র-কৃচ্ছ্র, জালগর্দ্দভ, ব্রণ, উদরাধ্মান, গ্রহ-দোষ ও বিষদোষে হিতকর।

নাগপুষ্পা।—ইহা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—নাগিনী, বামদূতিকা ও শ্বেতপুষ্পী। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, তীক্ষ্ণ ও কফ-পিত্তনাশক, এবং বমি, ক্রিমি, শূল, যোনিদোষ ও বিষদোষে উপকারক।

নাগবলা।—(Sida Spinosa. Syn.—Sida alba.) ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—গোরক্ষতণ্ডুলা। বাঙ্গালায় ইহাকে গোরক্ষচাকুলে, এবং হিন্দীতে গুল্মশকরী ও ককহী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গাঙ্গেরুকী, ঝসা, হ্রস্ব-গবেধুকা, খরগন্ধিনী, গোরক্ষ-তণ্ডুলা, ভদ্রোদনী, খরগন্ধা, চতুঃপলা, মহোদরা, মহাপত্রা, মহাশাখা, মহাফলা, বিশ্বদেবা, অরিষ্টা, দেবদণ্ডা, মহাগন্ধা, ঘণ্টা। নাগ-বলা অম্ল-মধুর-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, স্নিগ্ধ, মলরোধক, রতিশক্তিবর্দ্ধক

ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, বায়ু, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ক্ষ-রোগে হিতকারক।

নাগফণ।—(Cactus Indicus) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ফণীমনসা এবং তেলেগু ও তামিল ভাষায় নাগদানি বলে। (মনসা দ্রষ্টব্য)।

নাগরঙ্গ।—(Citrus aurantium. Syn—Orange.) ইহা একপ্রকার নেবুজাতীয় ফলের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম নারাঙ্গী নেবু। হিন্দীতে ইহাকে নারাঙ্গী ও সন্ত্রা, মহারাষ্ট্রদেশে নারঙ্গ, তেলেগুভাষায় গঙ্গনিম্ম ও নারঞ্জিচেট্টু, তামিলীতে কিচিলিচেট্টু, এবং উৎকলদেশে নারিঙ্গী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নারঙ্গ, নার্য্যঙ্গ, নাগর, ঐরাবত, নাগরুক, চক্রাধিবাসী, কিম্মির ও কিম্মিরত্বক্। অপক্ক নাগরঙ্গ নেবু অম্ল রস, অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, বাতপিত্তনাশক। পক্ক ফল সুরভি, অম্ল-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুচিকর, বল-কারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক, এবং আমদোষ, কৃমি ও শূলের শান্তিকারক। নারঙ্গ নেবুর ফুলের কেশর গুরুপাক, রুচিকারক ও বায়ুনাশক।

নাগরমুস্তক।—(Cyperus pertenius.) ইহা একপ্রকার মুতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নাগরমুতা, হিন্দীতে নাগরমোথ, তেলেগু ভাষায় তুঙ্গগড্ডলবিম্, তামিলীতে মুট্টহকাচ, এবং দাক্ষিণাত্যে গরমোটা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নাগরোত্থা, চক্রাঙ্কা, নাদেয়ী, চূড়ালা, পিণ্ডমুস্তা, শিশিরা, বৃষধ্বাঙ্ক্ষী, কচ্ছরুহা, চারুকেশরা, উচ্চটা, পূর্ণকোষ্ঠসংজ্ঞা, কালাপিনী, এবং নাগর-শব্দযুক্ত মেঘের সমুদায় নাম। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতল ও কফনাশক, এবং পিত্তজ্বর, অতিসার, অরুচি, দাহ, তৃষ্ণা ও ভ্রমরোগনিবারক।

নাড়ীক।—ইহা একপ্রকার পত্র-শাক। বাঙ্গালায় ইহাকে পাটশাক এবং কোষ্টাশাক বলে। ইহার হিন্দী নাম নরচি বা কালশাক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নাড়ীক, কালশাক ও কানক। কালশাকের গুণ—শীতল, রুচিকর, মল-ভেদক, বলকারক ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং কফ, রক্তপিত্ত ও শোথরোগে হিতকর।

নাড়ীচ।—(Corchorus olitorius.) ইহাও একপ্রকার পাটের শাক। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে নাড়ীচ, নাড়ীক, নাড়ীশাক, পট্টশাক, কেচুক, পেচুলী, পেচু ও বিশ্বরোচন কহে। মধুর-রস ও তিক্তরসভেদে ইহা দুইপ্রকার। তিক্ত-শাকের বাঙ্গালা নাম নাল্‌তে-পাতা। নাল্‌তেপাতা রক্তপিত্তরোগে উপকারক এবং ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক। শুষ্ক নাল্‌তে

পাতা রুচিকর এবং কফ, পিত্ত ও জ্বর রোগের উপশমকারক। ইহা মধুর-পাক, শীতল, পিচ্ছিল, বিষ্টম্ভী (বহুক্ষণ শুদ্ধীভূত থাকিয়া পরে পরিপাক হয়) এবং কফ ও বায়ুবর্দ্ধক। নালিতা-ভিজা-জল পিত্তনাশক, রুচিকর এবং ব্যঞ্জনেও হিতকর।

নাড়ীহিঙ্গু।—ইহা একপ্রকার হিঙ্গের নাম। হিন্দীতে ইহাকে কলঃ-পতি-হিঙ্গু, মহারাষ্ট্রদেশে নাড়ীহিঙ্গু, এবং কর্ণাটে কলহত্তি কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণ বীর্য্য, কফ-বায়ুনাশক, এবং মলমূত্রাদির বিবন্ধ ও আনাহরোগের শান্তিকারক।

নারঙ্গ।—(Citrus Aurantium.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নারাঙ্গী বা কমলানেবু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, যোগরঙ্গ, মুখপ্রিয়, ত্বক্‌গন্ধ, ইরাবত, বক্ত্রবাস, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র ও বলিষ্ঠ। এইনেবু সুগন্ধি, অম্ল-মধুর-রস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও শ্রান্তিনিবারক, এবং ক্রিমি, শূল, আম-দোষ, বায়ু ও ত্রিদোষের শান্তিকারক।

নারিকেল।—(Cocosnucifera. Syn.—The Cocoanut-tree.) নারিকেলকে বাঙ্গালায় নারিকেল, হিন্দীতে নারিয়েল, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটী-ভাষায় নারিয়ল, তেলেগু-ভাষায় নারি-কদম, উৎকল-দেশে নারিয়া, তামিলিতে টেম্নাটেঙ্গা, এবং বোম্বাই-প্রদেশে নারলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নারিকের, নারিকেল, নারীকেলী, নারীকারী, লাঙ্গলী, সদাপুষ্প, শিরঃফল, মৃদুফল, পুটোদক, রসফল, সুতুঙ্গ, কূর্চ্চশেখর, দৃঢ়নীর, নীল-তক, মঙ্গল্য, উচ্চতরু, তৃণরাজ, স্কন্ধতরু, দাক্ষিণাত্য, দুরারুহ, ত্র্যম্বকফল, দৃঢ়কল, শিরাফল, করকান্তা, পয়োধর, মুৎকুণ, কৌশিকফল, ফলমুণ্ড, চটাকল, মুণ্ডফল, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, তুঙ্গ, সুভঙ্গ, ফলকেশর ও বরফল। নারিকেল-ফল মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক, পুষ্টিকর, বলজনক ও বস্তিশোধক, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, অম্ল-পিত্ত ও দাহরোগে উপকারক। বিশেষতঃ কোমল নারিকেল পিত্তজ্বরের ও মূত্রদোষের শান্তিকারক। অর্দ্ধপক্কফল দুর্জ্জর তৃষ্ণা এবং শোষরোগে হিতকর। ঝুনো নারিকেল অধিক গুরু-পাক, বিদাহী, বিষ্টম্ভী ও পিত্তবর্দ্ধক। কচি নারিকেল অর্থাৎ ডাবের জল মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর; এবং পিত্ত, পীনস, তৃষ্ণা, দাহ, শোষ ও অম্লপিত্তে উপকারক। পাকা নারিকেলের জল ঈষৎ কটুরস-যুক্ত মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, অগ্নি-বর্দ্ধক, শুক্রজনক ও মলভেদক। নারি-কেলের দুগ্ধ মধুর-রস, অত্যন্ত গুরুপাক,

স্নিগ্ধ, রুচিকর, শুক্রজনক, ঈষৎ উষ্ণ-বীর্য্য, মধুর-বিপাক, বল-বীর্য্যকারক, দাহ ও বিষ্টম্ভের উৎপাদক, এবং বাতশ্লেষ্মা, গুল্ম ও কাসরোগে হিতকর। নারিকেলের অণ্ড অর্থাৎ ফোপল মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, তৃষ্ণানিবারক, বস্তিশোধক ও পিত্তনাশক। নারিকেলের মাতি অর্থাৎ মস্তকমধ্যস্থ কোমলপল্লবাদি মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও পুষ্টিকর। নারিকেলের ফুল শীতল ও মলরোধক, এবং রক্তাতিসার, রক্ত-পিত্ত, প্রমেহ ও সোমরোগে উপকারক।

নারিকেল-তৈল।—নারিকেলের পক্ক ফল হইতে অগ্নিতাপে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাকে নারিকেল-তৈল কহে। এই তৈল শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, ক্ষীণধাতুর পুষ্টিকারক, বাতপিত্তনাশক ও ক্ষতনিবারক এবং মূত্রাঘাত, প্রমেহ, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগের উপশমকারক। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা নারিকেল-তৈল মাথায় ব্যবহার করেন; তাহাতে কেশ পরিষ্কার ও মস্তিষ্ক শীতল থাকে, এবং কেশের অনেক উপকার হয়। খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি চর্ম্মরোগে, নারিকেল-তৈলের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে, বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

নারিকেল-ক্ষীর।—নারিকেল দুগ্ধ ও চিনিদ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টান্নবিশেষের নাম নারিকেল-ক্ষীর। ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং বায়ু ও রক্তপিত্তে উপকারক।

নারীদুগ্ধ।—নারীর দুগ্ধ মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, স্নিগ্ধতাকারক ও চক্ষুর হিতকর, এবং রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগের উপকারক। চক্ষুরোগে নারীদুগ্ধ চক্ষুমধ্যে পূরণ করিতে হয়। নারীদুগ্ধ অপক্ক অবস্থায় পানাদিতে ব্যবহার্য্য। নারীদুগ্ধের দধি অম্ল-মধুর-রস, মধুরবিপাক, গুরুপাক, স্নিগ্ধতাকারক, বলকারক, চক্ষুর হিতকর ও গ্রহদোষনাশক। নারীদুগ্ধের নবনীত মধুর-রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কান্তিজনক, বলপুষ্টিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং বিষদোষ ও সর্ব্বরোগে উপকারক। নারীদুগ্ধের ঘি মধুর-রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পথ্য ও চক্ষুর হিতকর, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, যোনিদোষ ও অন্যান্য সকল রোগেই উপকারক।

নিঃশ্রেণিকা।—ইহা কোঙ্কণদেশজাত একপ্রকার তৃণবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নিঃশ্রেণী, শ্রেণীবলা,

নীরসা ও বনবল্লরী। ইহা নীরস, উষ্ণবীর্য্য এবং পশুদিগের দুর্ব্বলতাকারক।

নিঃশ্রেণী।—ইহার নামান্তর খর্জ্জুরবৃক্ষ; বাঙ্গালায় ইহাকে খেজুর-গাছ বলে। (খর্জ্জুর দ্রষ্টব্য।)

নিঃস্নেহ।—ইহার অপর নাম অতসীবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহা মসিনা নামে পরিচিত। (অতসী দ্রষ্টব্য।)

নিঃস্রাব।—বাঙ্গালায় ইহাকে ভাতের মাড় অথবা ফেন বলে। ইহা গুরুপাক, মলরোধক, এবং বল, শুক্র ও কফবর্দ্ধক।

নিদ্রা।—নিদ্রার বাঙ্গালা নাম ঘুম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শয়ন, স্বাপ, স্বপ্ন, সম্বেশ, সংবেশ, সুপ্তি ও স্বপন। মন ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ ক্লান্ত হইয়া যখন স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং চেতনাস্থান হৃদয় তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তখনই প্রাণিগণ নিদ্রিত হইয়া থাকে। জীবন-ধারণ সম্বন্ধে আহারাদির ন্যায় নিদ্রাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উপযুক্ত পরিমাণে সুনিদ্রা না হইলে শরীরের নানাবিধ অসুখ উপস্থিত হয়; অপর পক্ষে অতিরিক্ত নিদ্রাতেও শারীরিক অসুস্থতা জন্মে। উপযুক্ত পরিমাণে সুনিদ্রা হইলে, শরীরের কান্তি, পুষ্টি, বল, বর্ণ ও উৎসাহ প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, অগ্নির দীপ্তি হয়, ধাতুসকল অবিকৃত থাকে, এবং ইন্দ্রিয়-সমূহ প্রসন্ন হয়। নিদ্রার প্রশস্ত কাল রাত্রি। একপ্রহর রাত্রির পর ছয় সাত ঘণ্টা নিদ্রা যাইলেই স্বাস্থ্যের উপযোগী নিদ্রা হইয়া থাকে। শিশুদিগকে দিবা রাত্রে অন্যূন ১২ বার ঘণ্টা ঘুমাইতে দেওয়া আবশ্যক। দিবানিদ্রা প্রায় সকলেরই পক্ষে অনিষ্টকারক। 'দিবা-নিদ্রা' শব্দে এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে।

নিদ্রারি।—ইহার অপর নাম নেপালনিম্ব। বাঙ্গালায় ইহাকে চিরেতা বলে। (কিরাততিক্ত দ্রষ্টব্য।)

নিম্ব।—(Melia azadirachta.) Eng: Margosa Tree. Syn.—Azadirachta Indica.) ইহার বাঙ্গালা নাম নিম্ব, হিন্দীতে ইহাকে নিম, মহারাষ্ট্রদেশে নিম্বু ও লিম্ব, কর্ণাটে বেউ, তেলেগু ভাষায় যেপচেট্টু, এবং তামিলীতে বেপ্পুম্মরম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অরিষ্ট, সর্ব্বতোভদ্র, হিঙ্গু, নির্য্যাস, মালক, পিচুমর্দ্দ, পঙ্ককৃৎ, পূয়ারি, ছর্দ্দন, অর্কপাদপ, পূকমালক, কীটক, বিবন্ধ, নিম্বক, কৈটর্য্য, বরত্বচ্, ছর্দ্দিঘ্ন, প্রভদ্র, পারিভদ্রক, কাকফল, কীরেষ্টা, নেতা, সুমনাঃ, বিশীর্ণপর্ণ, যবনেষ্ট, পীতসারক, শীত, রাজভদ্রক, পিচুমন্দক ও তিক্তক। নিম তিক্ত-রস, শীতল, লঘু, মলরোধক ও অগ্নিনাশক,

এবং কফ, পিত্ত, ত্বক্‌দোষ, ব্রণ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শোথ, বমি, বমনেচ্ছা, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, প্রমেহ, হৃদয়-বিদাহ (বুকজ্বালা), বিষদোষ ও বহুবিধ পিত্তবিকারের শান্তিকারক। নিম্বপত্র তিক্তরস, কটু, বাতবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর, এবং পিত্ত, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ ও অরোচকের উপশমকারক। নিমের ফল তিক্ত-মধুর-রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘুপাক ও মলভেদক, এবং কৃমি, কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ ও প্রমেহরোগে উপকারক।

নিম্বতৈল।—নিমের ফল হইতে যে তৈল জন্মে তাহাকে নিম্বতৈল বলে। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। নিমের তৈল ব্যবহারে দদ্রু, কেশদদ্রু ও কণ্ডু (চুলকনা) রোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

নিম্বু।—(Citrus Medica. Var. acida.) ইহাকে বাঙ্গালায় নেবু ও কাগজী নেবু, মহারাষ্ট্রদেশে নিম্বে এবং কর্ণাটে নিম্বু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অম্লজম্বীর, বহ্নি, দীপ্ত, বহ্নিবীজ, অম্লসার, দন্তাঘাত, শোধন, জন্তুমারী, নিম্বু, নিম্বুক ও রোচন। ইহা কটু-অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও চক্ষুর হিতকর এবং আমদোষ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, উদররোগ, শূল, কাস, কণ্ঠরোগ, বমি, তৃষ্ণা ও ত্রিদোষ, বিশেষতঃ বায়ুবিকারে যথেষ্ট উপকারক।

নিম্বু-পানক।—চিনির সরবৎ ৬ ছয় ভাগ, নেবুর রস একভাগ, এবং মরিচ ও লবঙ্গের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে নিম্বুপানক কহে। এই পানক অম্ল-মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও বায়ুনাশক।

নিরাপশালি।—যে ভূমিতে জল থাকে না, কেবল বৃষ্টির জলের সহায়তায় ধান জন্মে, সেই জমির ধান্যকে নিরাপশালি কহে। বাঙ্গালায় ইহা একপ্রকার হৈমন্তিক ধান্য নামে অভিহিত। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে বাশশালি এবং কর্ণাটে তেরুনেলু কহে। ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, রুচিকারক, পথ্য, এবং পিত্ত, দাহ ও ত্রিদোষনাশক। ইহা সর্ব্বরোগহর।

নিরোপশালি।—ইহার অপর নাম বাপিত শালী; বাঙ্গালায় ইহাকে বোনাধান বলে। ইহা লঘু, আশুপাক, বিদাহী, বলকারক, মূত্রবর্দ্ধক এবং দোষনাশক।

নির্গুণ্ডী।—(Vitex negundo.) ইহার অপর নাম সিন্ধুবার। বাঙ্গালায় ইহাকে নিসিন্দা, হিন্দীতে মেউড়ী, সম্ভালু-ইনছুর, সেউড়ীথণ্ডী ও নিগুণ্ডী, মহারাষ্ট্র

দেশে লিঙ্গুর, তেলেগুতে নাবিলিচেট্টু ও তেল্লব, বোম্বাই-প্রদেশে কটুরি, তামিলীতে নোকৃচি, দাক্ষিণাত্যে সান্‌বালি, পারসীতে লিস্‌বান্, গুজরাটে নগোড় এবং কোঙ্কনদেশে নিগূঁড় ও সেন্দুবার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়.—সিন্দুবারিকা, সিন্ধুক, ইন্দ্রসুরিষ, ইন্দ্রাণিকা, ইন্দ্রসুরস, সিন্দুক, সিন্দুবারক, ইন্দ্রাণী, পৌলোমী, শক্রাণী, কাসনাশিনী, সুরসা, সিন্ধু, শুক্লপৃষ্ঠক, বিসুন্ধক, সুরস, সিন্দুবারিত, স্থিরসাধনক, অনন্ত, সিদ্ধক ও অর্থসিদ্ধক। পুষ্পের বর্ণভেদে নিসিন্দা চারিপ্রকার। শ্বেতনির্গুণ্ডী, নীলনির্গুণ্ডী, বন্যনির্গুণ্ডী ও কর্ত্তরী। নির্গুণ্ডীশব্দে নীলনিসিন্দাই পরিগৃহীত। শ্বেতনিসিন্দার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং নীলনিসিন্দার ফুল নীলবর্ণ হইয়া থাকে। শ্বেতনিসিন্দা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্ত-বর্দ্ধক, কেশ ও চক্ষুর হিতকর, বর্ণবর্দ্ধক, মেধাজনক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক ও কফপিত্তকারক, এবং জ্বর, প্লীহা, গুল্ম, অরুচি, শোথ, কৃমি, আমদোষ, কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, শূল, ব্রণ, কণ্ঠরোগ, বিষদোষ, মেদোরোগ ও সন্ধিবাত প্রভৃতির উপশমকারক। নীলনিসিন্দা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক, এবং শ্বাস, কাস, প্রদর ও আধ্মান (পেটফাঁপা) রোগের নিবারক। বন্য-নির্গুণ্ডী পথ্য ও বর্ণকারক, এবং পিত্তজ্বর, গৃধ্রসী-বাত ও বিষদোষে উপকারক। ইহার পত্র কটু-রস, লঘুপাক ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বায়ু, কফ ও ক্রিমিরোগে হিতকর। ইহার ফল কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং বায়ু, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, অরুচি, গুল্ম, প্লীহা ও শোথরোগের উপশমকারক। কর্ত্তরী-নির্গুণ্ডী কটু-তিক্ত-রস, ও বাত-কফনাশক, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, শূল ও ক্ষয়রোগের নিবারক।

নির্ঝর জল।—নির্ঝরকে চলিত কথায় ঝরণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঝর, নির্ঝরী, ঝরা ও ঝরণা। ঝরণার জল লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য ও কফনাশক।

নির্ব্বিষা।—(Curcuma Zedoaria) ইহা মুতার ন্যায় একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়.—অপবিষা, নির্বিষী, বিষহা, বিষাপহা, বিষহন্ত্রী, বিষাভাবা, অবিষা ও বিষবৈরিণী। ক্ষেত্রের আলি প্রভৃতি স্থানে এই তৃণ উৎপন্ন হয়। ইহা কটু-রস, শীতল ও ব্রণরোপক, এবং কফ, বায়ু, রক্তদোষ ও বহুবিধ বিষদোষের শান্তিকারক।

নিষ্পাত্র।—ইহা একপ্রকার কণ্টকবৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম

করবী; মরুভূমিতে এই বৃক্ষ জন্মে, এবং মরুদেশে করীল নামে ইহা পরিচিত। মথুরা প্রভৃতি দেশে ইহাকে কড়চা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্রকর, গ্রন্থিল, ক্রকচ, নিষ্পত্রিকা, করির, করীর, গূঢ়পত্র, করক ও তীক্ষ্ণকণ্টক। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, আধ্মান-কারক ও কফজনক; এবং,শ্বাস,অরুচি, শূল ও ব্রণাদি রোগে উপকারক।

নিষ্পাব।—(Phaseolus radiatus. A sort of pulse.) ইহা একপ্রকার শিমের বীজ। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—রাজশিম্বী-বীজ, বল্লক ও শ্বেতশিম্বিক। হিন্দীতে ইহা ভেটরাস্ত্র এবং তেলেগু-ভাষায় আনপংট্টু ও রাজশিম্বী নামে পরিচিত। ইহা মধুর-কষায়-রস, পাকে অম্ল, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, সারক, বিদাহী, শুক্রনাশক, বাতাদিদোষ-জনক, দৃষ্টিশক্তির হানি-কারক, মূত্ররোধক, বায়ুর বিবন্ধ-কারক, এবং কফ, শোথ ও বিষদোষে উপকারক। এই বীজ তৈলে ভর্জ্জিত হইলে, গুরুপাক ও মলরোধক।

নিষ্পাবী।—(Dolichos sinensis.) ইহার অপর নাম রাজমাষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বর্ব্বটী বা বোড়া, হিন্দীতে লোবিয়া ও বর্ব্বটী, মহারাষ্ট্রদেশে রুড়ু-বর্ণ, এবং কর্ণাটে ভট্টবরে কহে। হরিৎ ও শ্বেতবর্ণভেদে ইহা দুইপ্রকার; তন্মধ্যে শ্বেতবর্ব্বটীই উৎকৃষ্ট। হরিৎ-বর্ব্বটীর সংস্কৃত পর্য্যায়—গ্রামজা, ফলিনী, নখপূর্ব্বিকা, মণ্ডপা, ফলিকা, শিম্বী, গুচ্ছফলা, বিশালফলিকা, নিষ্পাবি ও চিপিটা। শ্বেতবর্ব্বটীর সংস্কৃত পর্য্যায়,—অঙ্গুলিফলা, নখ-নিষ্পাবিকা, রক্ত-নিষ্পাবিকা, গ্রাম্যা, নখপুঙ্খফলা ও অশনা। উভয় বর্ব্বটীই কষায়-মধুর-রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও কণ্ঠশোধক। বর্ব্বটীর যূষ অত্যন্ত স্তন্যবর্দ্ধক, বলকারক ও কফ-নাশক, এবং চক্ষুরোগে উপকারক। ভাজা বর্ব্বটীর যূষ গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অম্লপাক, শুক্রবর্দ্ধক, কফ ও শোথ-রোগে অপকারক, এবং রক্ত, পিত্ত, বায়ু, মূত্র ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক।

নীলকন্দ।—ইহা একপ্রকার কাল আলু। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—মহিষীকন্দ, বনবাসী, সর্পাখ্য ও বিষ-কন্দ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, মুখের জড়তানাশক; এবং কফ ও বায়ুরোগে হিতকর।

নীলকমল।—ইহার অন্য নাম নীলপদ্ম, বাঙ্গালায় ইহাকে নীলপদ্ম বলে। ইহা শীতবীর্য্য, স্বাদু, সুগন্ধি, রুচিকারক, রসায়ন, পিত্তনাশক এবং কেশের পক্ষে হিতকর।

নীলকলম্বী।—(Ipomœa hederacea.) ইহা একপ্রকার লতা গাছ। বাঙ্গালায় ইহা নীলকলমী নামে পরিচিত; হিন্দীতে ইহাকে কালাদানা বলে। ইহার বীজচূর্ণ বিরেচক।

নীলঝিণ্টী।—যে ঝাঁটির ফুল নীলবর্ণ, তাহাকে নীলঝিণ্টী বা নীল-ঝাঁটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নীলকুরণ্ট, নীলকুসুমা, বালা, বাণা, দাসী ও কণ্টার্ত্তগলা। নীলঝাঁটী কটু-তিক্ত-রস; এবং বায়ু, কফ, কাস, শোথ, ত্বক্‌দোষ ও দন্তরোগে উপকারক।

নীলদূর্ব্বা।—নীলবর্ণের দূর্ব্বা-তৃণকে বাঙ্গালায় নীলদূর্ব্বা, মহারাষ্ট্রদেশে নীলীহরিয়ালী, কর্ণাটদেশে হসুগরুকে, এবং তেলেগু ভাষায় হরিতদূর্ব্বালু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হরিতা, শাদ্বলী, শ্যামা, শীতা, শতপর্ব্বিকা, শতবল্লী, রুহা, অনন্তা, অমৃতপূত, শতগ্রন্থি, অমুষ্ণবল্লিকা, শিবা, শিবেষ্টা, মঙ্গলা, জয়া, ভার্গবী, ভূতহন্ত্রী, শতমূলা, মহৌষধি, বিজয়া, গৌরী, শান্তা, শীতকুম্ভী, শীতলা, বামিনী, শষ্প, শাদ্বল, হরিত ও সহস্রবীর্য্যা। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, ও রুচিকর; এবং কফ, বায়ু, রক্ত, পিত্ত, অতিসার, জ্বর, বিসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও ত্বক্‌দোষের উপশমকারক।

নীলপদ্ম।—(Nymphœa stellata.) নীলবর্ণের পদ্মফুলকে নীলপদ্ম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নীলাম্বুজন্ম, নীলাব্জ, নীলোৎপল, মৃদূৎপল ও নীলপঙ্কজ। ইহা সুগন্ধি, মধুররস, শীতল, রুচিকর, পিত্তনাশক, শ্রেষ্ঠ রসায়ন, দেহের দৃঢ়তাকারক, এবং কেশের হিতকর।

নীলপুনর্নবা।—নীলবর্ণের পুনর্নবাকে বাঙ্গালায় নীলপুনর্নবা, হিন্দীতে নীল গদহপড়োয়া, মহারাষ্ট্রদেশে কালীয়-ঘেণ্ট, এবং কর্ণাটে অরিয়বেল্লরকিলু ও করিয় গণজিলে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নীলা, শ্যামা, কৃষ্ণাখ্যা ও নীল-বর্ষাভূ। ইহা কটু তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও রসায়ন; এবং হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, কফ, শোথ, শ্বাস, কাস, বায়ুরোগ, দন্তরোগ ও ত্বক্‌দোষে উপকারক।

নীলভৃঙ্গরাজ।—Eclipta prostrata.) যে ভৃঙ্গরাজের পুষ্প নীলবর্ণ, তাহার নাম নীলভৃঙ্গরাজ। বাঙ্গালায় ইহাকে নীলভীমরাজ ও হিন্দীতে নীল ভগরিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মহাভৃঙ্গ, মহানীল, সুনীলক, নীলপুষ্প, পরুক ও শ্যামল। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, কেশরঞ্জক, এবং কফ, আমদোষ, শোথ ও শ্বিত্ররোগে উপকারক।

নীলমণি।— নীলবর্ণ মণি-বিশেষের নাম নীলমণি; ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—মসার। হিন্দীতে ইহাকে নীলম্ কহে। নীলমণি তিক্তরস, উষ্ণ-বীর্য্য, বাতপিত্ত-কফনাশক, এবং শরীরে ধারণ করিলে শুভফলপ্রদ। Sapphire.

নীল-ময়ূর।—ইহা একপ্রকার ময়ূরের নাম। ইহা নীলবর্ণবিশিষ্ট। ইহার মাংস বায়ুবর্দ্ধক, বলকারক, রসায়ন ও মেধাজনক এবং শিরাধমনী প্রভৃতি স্রোতঃসমূহের শুদ্ধিকারক।

নীলবীজ।—ইহা একপ্রকার আসন বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পিয়াশাল, মহারাষ্ট্রদেশে লোহিবাধীয়া, এবং কর্ণাটে কেপিন্নহোনে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নীলাসন, নীলপত্র, সুনীলক, নীলদ্রুম, নীলসার ও নীল-নির্য্যাসক। এই আসনের বীজ নীলবর্ণ। ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল ও সারক, এবং কণ্ডূ, দদ্রু ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

নীলবৃক্ষ।—ইহা কোঙ্কণ ও মালব-দেশজাত একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নীলা, বাতারি, শোফ-নাশন, নরনামা, নখবৃক্ষ, নখালু ও নরপ্রিয়। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, শোথ-নাশক এবং বিবিধ বায়ুরোগ-নিবারক।

নীলাঞ্জন।—ইহা নীলরঙ্গের একপ্রকার রসাঞ্জন। ইহার অপর সংস্কৃত নাম—সৌবীরাঞ্জন। চলিত কথায় ইহাকে সফেদ সুর্ম্মা কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক ও রসায়ন, এবং শ্লেষ্মা, মুখরোগ, নেত্র-রোগ, ব্রণ ও দাহরোগে উপকারক। ইহা শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাকে চূর্ণ করিয়া জামীরের রসে একদিন ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইলেই ইহা শোধিত হইয়া থাকে।

নীলাপরাজিতা।—যে অপরা-জিতার পুষ্প নীলবর্ণ তাহারই নাম নীলা-পরাজিতা। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে নীল-সুপর্ণী ও কর্ণাটে নীলগিরি কর্ণিকে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নীলপুষ্পী, হানীলী, নীলগিরিকর্ণিকা, গবাদনী, ব্যক্তগন্ধা, নীলসন্ধ্যা ও নীলাদ্রিকর্ণী। ইহা তিক্ত-রস ও শীতল, এবং জ্বর, দাহ, রক্তাতিসার, মদ, উন্মাদ, বমন, অম্ল, শ্বাস, কাস, আমদোষ ও শ্রান্তি-নিবারক।

নীলাম্লান।—ইহা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। মহারাষ্ট্রে ইহাকে ঝালকোরাণ্টা এবং কর্ণাটে করিয়গোরটে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দাসী, ছাদন, বলা, আর্ত্তগলা ও নীলপুষ্প। ইহা ঝিণ্টীজাতীয় পুষ্প। ইহার গাছ কটু-তিক্ত-রস ও বাত-কফ-নাশক, এবং শূল, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, শোথ, ব্রণ ও ত্বক্-দোষের শান্তিকারক।

নীলাম্লী।—ইহা একপ্রকার ফলবৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে নল্ল-বুলগুড় ও কালীপিটোলি, এবং মহারাষ্ট্র দেশে অজগন্ধি এবং রেলেয়গিড়ু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নীলপিষ্টোন্তী, শ্যামাম্লী ও দীর্ঘশাখিকা। শ্বেত ও নীল বর্ণভেদে নীলাম্লী বৃক্ষ দুইপ্রকার। উভয়ই মধুররস, রুচিকর, এবং বাত-কফ-নাশক।

নীলালু।—ইহা একপ্রকার আলুর নাম। ইহার বর্ণ নীল বলিয়া ইহা নীলালু নামে অভিহিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—অসিতালু ও শ্যামলালুক। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে নীলালু, এবং কর্ণাটে করিয়-গণেসু কহে। ইহা মধুররস ও শীতল, এবং পিত্ত, দাহ ও শ্রান্তি-নিবারক।

নীলাসন।—ইহা নীলবীজ-বিশিষ্ট আসন বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পিয়াশাল বলে। ইহা মধুররস, শীত-বীর্য্য, পিত্ত, দাহ এবং শ্রান্তিনিবারক।

নীলিনী।—(Indigofera tinctoria.) নীলিনী একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে নীলবোণা ও নীলগাছ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নীলী, নীলবুহ্না, কালা, ক্লীতকিকা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুত্থা, তূণী, দোলা, নীলিনী, দূগী, দুলিকা, দ্রোণিকা, অক্লীকা, কুৎসলা, মেঘবর্ণা, গ্রামণী, গ্রামিণী, নীলপুষ্পিকা, নীলা, তূলী, দ্রোণী, মেলা, তুচ্ছা, নীলপত্রী, রাজ্ঞী, নীলিকা, নীলপুষ্পী, কালী, শ্যামা, শোধনী, শ্রীফলা, গ্রাম্যা, ভদ্রা, ভারবাহী, মোচা, কৃষ্ণা, ব্যঞ্জনকেশী, মহাফলা, অসিতা, ক্লীতনী, কেশী, চারটিকা, গন্ধ-পুষ্পা, শ্যামলিকা, রঙ্গপত্রী, মহাবলা, স্থিররঙ্গা ও রঙ্গপুষ্পী। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক ও কেশের হিত-কর, এবং কফ, কাস, বায়ু, মোহ, ভ্রম, প্লীহা, গুল্ম, উদররোগ, উদাবর্ত্ত, বাত-রক্ত, আমবাত, ব্রণ, ক্রিমি ও বিষ-দোষের শান্তিকারক। নীলের পাতা ও নীল অপস্মারাদি বাতব্যাধিতে এবং যকৃৎ-প্রদাহে উপকারক। এই বৃক্ষের রস জলাতঙ্ক রোগের শান্তিকারক।

নীলোৎপল।—(Nymphœa stellata.) নীলবর্ণ কুমুদফুলের নাম নীলোৎপল। ইহার বাঙ্গালা নাম নীল-শুন্দি। হিন্দীতে ইহাকে নীলোৎপর, মহারাষ্ট্রে নীলোৎপল, কর্ণাটে নেইদিলু এবং তেলেগু-ভাষায় নল্লকলুব কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—উৎপলক, কুবলয়, ইন্দীবর, কন্দোত্থ, সৌগন্ধিক, সুগন্ধ, বুড্মলক, অসিতোৎপল, কন্দোট, ইন্দিরাবর, ইন্দীবার ও নীলপত্র। নীল-শুন্দীর ফুল সুরভি, মধুর-রস, পাকে

অতিতিক্ত ও শীতল, এবং দাহ, তৃষ্ণা, রক্ত-পিত্ত, রক্তপ্রদর, হৃদ্রোগ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে হিতকর।

নীলোৎপলের ঝাড় তিক্তরস ও শীতল, এবং কফ, কাস, তৃষ্ণা, বমি, পিত্ত, সন্তাপ ও রক্তবিকারের উপশমকারক। ইহার মূল শীতল, গুরুপাক, ও বিষ্টম্ভজনক। ইহার বীজ মধুর-রস, গুরুপাক, শীতল ও রুক্ষ।

নীবার।—(Wild variety of Oryza Sativa.) ইহা একপ্রকার তৃণধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে উড়িধান, হিন্দীতে তীনি এবং তেলেগু ভাষায় নিবরিবল্লু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তৃণধান্য, বনব্রীহি, অরণ্যধান্য, মুনিধান্য, তৃণোদ্ভব ও অরণ্যশালি। নীবার ধান্য মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, মলরোধক, পিত্তনাশক ও কফ-বায়ুবর্দ্ধক। নীবার ধান্যের অন্ন লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বায়ুজনক; এবং যকৃৎ, প্লীহা, শ্বাস, আমদোষ, রক্ত-পিত্ত ও ব্রণরোগে উপকারক।

নীহার।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর—হিম, শিশির, নিহার, মিহিকা, অবশ্যায়, তুষার, তুহিন, প্রালেয়, মহিকা, খজল ও নিশাজল। রাত্রিকালে ভূমি হইতে বাষ্প উদ্গত হইয়া জলকণারূপে পতিত হয়, তাহাকেই নীহার, হিম বা শিশির কহে। শিশির সেবনে বায়ু ও কফের বৃদ্ধি, এবং পিত্তের উপশম হয়। প্রায় সকল রোগেই শিশিরসেবা বিশেষ অপকারক।

নূতনগুড়।—এক বৎসরের অনধিক কালের গুড়কে নূতন গুড় কহে। ইহা সুমধুর, শীতল, রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকারক, অগ্নিমান্দ্যজনক, কফ-বর্দ্ধক; এবং বায়ু, সন্তাপরোগ, মেহ ও শ্বাসরোগে উপকারক।

নৃপান্ন।—ইহা একপ্রকার শালি-ধান্যের নাম। ইহার নামান্তর—রাজান্ন। এই ধান্য মধুর-রস, সুস্নিগ্ধ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং ত্রিদোষনাশক।

নেত্রধাবন।—প্রাতঃকালে দন্ত-মার্জ্জনের পর মুখ জলপূর্ণ করিয়া চক্ষুতে জলসেচন করতঃ নেত্রধাবন করিলে দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

নেত্রবতী।—ইহা পশ্চিমদেশে প্রবাহিত একটী নদীর নাম। এই নদীর জল মধুর-রস, কান্তিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, পুষ্টিকর, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

নেপাল-নিম্ব।—নেপাল-নিম্বের অপর নাম—তৃণ-নিম্ব। চলিত কথায় ইহাকে নেপাল-নিম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নৈপাল, তৃণ-নিম্ব, জ্বরান্তক, নাড়ী-তিক্ত, নিদ্রারি, সন্নিপাতরিপু,

ও সন্নিপাতনুৎ। ইহাকে একপ্রকার চিরেতা বলা যায়। নেপালনিম্ব তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও লঘু এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, শোথ, তৃষ্ণা ও জ্বররোগের উপশমকারক।

নেপাল-শৃঙ্গী।—নেপাল দেশীয় শৃঙ্গী-বিষ অর্থাৎ মিঠাবিষকে নেপালশৃঙ্গী কহে। ইহার অপর নাম নৈপালী। ইহা ত্রিদোষজ-জ্বর, আমবাত, হৃদ্রোগ, এবং যাবতীয় বায়ুবিকার ও শ্লেষ্মজ রোগসমূহে বিশেষ উপকারক। মিঠাবিষের শোধন-প্রণালী অনুসারে ইহাও শোধিত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়।

নেপালী।—ইহা এক প্রকার পুষ্প বৃক্ষের নাম। ইহার নামান্তর নবমল্লিকা। চলিত কথায় ইহাকে নেবারি কহে।

ইহা তিক্ত-রস, শীতল ও লঘুপাক, এবং রক্ত ও ত্রিদোষের উপশমকারক।

নেপালি-ইক্ষু।—নেপাল-দেশীয় ইক্ষুকে নেপালী-ইক্ষু কহে। ইহা মধুর-কষায় রস, অম্লপাক, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্ত-নাশক।

নৈষধক।—ইহা নিষধ দেশজাত শালিধান্য বিশেষ। ইহার গুণ শালি-ধান্যের অনুরূপ।

ন্যঙ্কু।—ইহা এক প্রকার মৃগের নাম। ইহার নামান্তর শম্বর-মৃগ। এই মৃগের শৃঙ্গ অনেক শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে শাম্বরমৃগ এবং হিন্দীতে বরাহশৃঙ্গা কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, লঘুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষ-নাশক।

প।

পঙ্কপৌড়।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। পঙ্কপৌড়ের নামান্তর পক্তপৌর; হিন্দীতে ইহাকে পখোড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পঞ্চকৃত, বর্দ্ধন ও পঞ্চ-রক্ষক। ইহা কটুরস ও জীর্ণ-জ্বরনাশক। ইহার অঞ্জন দৃষ্টিশক্তি-বর্দ্ধক অর্থাৎ এই বৃক্ষের রস চক্ষে অঞ্জনস্বরূপ ব্যবহার করিলে, দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

পক্কমাংস।—পাক করা মাংসকে পক্কমাংস কহে। ইহা বল এবং বীর্য্যবর্দ্ধক।

পক্করস।—ইহা একপ্রকার তীক্ষ্ণ মদ্যের নাম। ইহার অন্য নাম সীধু। ইহা মধুরপাক, সারক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, প্রীতিকর, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতাকারক, বল বর্ণবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক এবং শোথ, শোষ, অর্শঃ, শ্লেষ্মবিকার ও মেহ-রোগে হিতকারী।

পঙ্ক।—পঙ্কের অপর নাম কর্দ্দম। নাম এক হইলেও পদার্থে স্বাতন্ত্র্য আছে। কর্দ্দম পচিলে তাহাই পঙ্ক নামে পরিগণিত

হয়। ইহা শীতল, এবং দাহ, শোথ, ভগ্ন ও ক্ষয়রোগে উপকারক। পঙ্ক বা কর্দ্দম গরম করিয়া তাহার স্বেদ দিলে, শূল-যন্ত্রণার লাঘব হয়।

পঙ্ক-পর্পটী।—পঙ্ক শুষ্ক হইলে উপরিভাগে যে চটা উঠে, তাহাকে পঙ্ক-পর্পটী কহে। পঙ্ক পর্পটীর গুণ সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকার অনুরূপ; এইজন্য সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকার অভাবে পঙ্ক-পর্পটী ব্যবহার করিতে শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন।

পঞ্চকোল।—পিপুল, পিপুল-মূল, চই, চিতামূল, ও শুঁঠ: সমপরিমিত এই পাঁচটী পদার্থের পারিভাষিক নাম "পঞ্চকোল"। ইহা কটুরস, কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাত-কফনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক; এবং গুল্ম, প্লীহা, আনাহ, শূল ও উদররোগের উপশমকারক।

পঞ্চতিক্ত।—নিম, গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র ও কণ্টকারী, এই পাঁচটী তিক্ত পদার্থের পারিভাষিক নাম "পঞ্চতিক্ত"। জ্বর, কাস, কুষ্ঠ, বিসর্প, এবং পিত্তজ রোগসমূহে পঞ্চতিক্ত বিশেষ উপকারক।

পঞ্চমূল।—পাঁচটী মূল বিশেষের সমষ্টিকে "পঞ্চমূল" কহে। আয়ুর্ব্বেদে নয় প্রকার পঞ্চমূলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—স্বল্প পঞ্চমূল, বৃহৎ-পঞ্চমূল, তৃণপঞ্চমূল, শতাবর্য্যাদিপঞ্চমূল, জীবকাদি পঞ্চমূল, বলাদি পঞ্চমূল, গোক্ষুরাদি পঞ্চমূল, গুড়ূচ্যাদি বা বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টক-পঞ্চমূল। তন্মধ্যে (১) শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটীর মূলকে "স্বল্প-পঞ্চমূল" কহে। স্বল্প পঞ্চমূল তিক্ত মধুর-রস, লঘুপাক, নাতি-উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, বাত-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরীরোগের শান্তিকারক। (২) বেল শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, এই পাঁচটী বৃক্ষের মূল "বৃহৎ পঞ্চমূল"। ইহা তিক্ত-কষায় মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং শ্বাস, কাস ও কফবাতজ রোগসমূহে উপকারক; (৩) কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও দর্ভ (উলুখড়) অথবা কুশ কাশ, শর, ইক্ষু ও শালি-ধান্য, ইহাদের মূলকে "তৃণপঞ্চমূল" কহে। ইহা তৃষ্ণা, দাহ, রক্ত, পিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগ-নিবারক। (৪) শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবন্তী, ক্ষীরকাকলী ও জীবক, এই পাঁচটী মূলের নাম 'শতাবর্য্যাদি পঞ্চমূল"। ইহা শীতল, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কান্তিজনক, বলকারক এবং শুক্র ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক। (৫) জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা ও জীবন্তী, এই পাঁচটীর মূল "জীবকাদি-পঞ্চমূল" নামে পরিগণিত। ইহা ধাতুবর্দ্ধক, বলকারক, চক্ষুর হিতকর ও শুক্রজনক।

এবং দাহ, পিত্তজ্বর ও তৃষ্ণার উপশমকারক। (৬) বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, মুগানী ও মাষাণী, এই পাঁচটীর মূল "বলাদি-পঞ্চমূল"। ইহা মলভেদক, জ্বরনাশক ও শোথনিবারক। (৭) গোক্ষুর, শেয়াকুল, রাখালশসা, কালকাসন্দা ও সর্ষপ, এই পাঁচটীর মূল "গোক্ষুরাদি-পঞ্চমূল"। ইহা বাতশ্লেষ্মার উপশমকারক। (৮) গুলঞ্চ, মেষশৃঙ্গী, অনন্তমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও হরিদ্রা, এই পাঁচটীর মূল "গুড়ূচ্যাদি পঞ্চমূল" বা বল্লীপঞ্চমূল। ইহা শ্লেষ্ম-নিবারণে প্রশস্ত। (৯) করঞ্জ, গোক্ষুর, ঝাঁটী, শতমূলী ও কেলেকড়া, এই পাঁচটীর মূলকে "কণ্টক-পঞ্চমূল" কহে। ইহা পক্বাশয়শোধক ও বাত কফ নাশক, এবং রক্তপিত্ত, শোথ, মেহ ও শুক্রদোষের শান্তিকারক।

পঞ্চলবণ।—সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, ঔদ্ভিদ্ ও সামুদ্র, এই পঞ্চবিধ লবণকে "পঞ্চলবণ" কহে। পঞ্চলবণ উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, মল-মূত্রবিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, বলনাশক; এবং অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা, যকৃৎ, ও গুল্মরোগের উপশমকারক।

পঞ্চবল্কল।—বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস, এই পাঁচটী বৃক্ষের ছালকে "পঞ্চবল্কল" কহে। বেতসের পরিবর্ত্তে কেহ পলাশ-পিপুল, কেহ বা শিরীষবৃক্ষ গণনা করিয়া থাকেন। পঞ্চবল্কল কষায়রস, শীতল, মলরোধক, রুক্ষ, স্তন্যশোধক, ভগ্নাস্থির সংযোজক; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, বিসর্প, শোথ, যোনিরোগ ও মেদোদোষে অপকারক।

পঞ্চসার-পানক।—দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, গাম্ভারীর ফল, মৌলফল ও ফল্‌সাফল, এই পাঁচটী ফলের রসের সহিত চিনি, মরিচ, এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া যে সরবৎ প্রস্তুত হয়, তাহাকে পঞ্চসারপানক কহে। ইহা অম্ল-মধুর-রস, গুরুপাক, শুক্রাদি ধাতুর বৃদ্ধিকারক, এবং পিত্ত, পিপাসা, দাহ ও শ্রান্তির উপশমকারক।

পঞ্চামৃত-যূষ।—কুলত্থ, মুগ, অড়হর, মাষকলায় ও বর্ব্বটী, এই পঞ্চবিধ কলায় একত্র পাক করিয়া যূষ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে "পঞ্চামৃত যূষ" কহে। ইহা লঘুপাক, পাচক, ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক, এবং জ্বর, অরুচি, ক্ষয়, কফ ও অঙ্গবেদনায় হিতকর।

পটোল।—(Trichosanthes dioica.) ইহা একপ্রকার লতাফল। বাঙ্গালায় ইহাকে পটোল, হিন্দীতে পরবল, মহারাষ্ট্রদেশে কহিপড়বল ও কতুপড়োল, কর্ণাটে সোগবল্লী, তেলেগুভাষায় কোম্মুপোটল, গুজরাটে চুরনিহার কপিলবর্ণী, তামিলীতে কোম্মুপুড়লৈ, এবং

কান্যকুব্জে মোরহড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কুলক, তিক্তক, পটু, পটুক, কর্কশদল, কুলজ, রাজিমান্, লতাফল, রাজফল, রাজপটোল, বরতিক্ত, অমৃতাফল, তিক্তভদ্রক, কটুফল, কটু, কর্কশচ্ছদ, প্রতীক, রাজেয়, রাজনামা, অমৃতফল, পাণ্ডু, পাণ্ডুফল, বীজগর্ভ, নাগফল, কুষ্ঠারি, কাসমর্দ্দন, পঞ্জর, রাজীফল, জ্যোৎস্না ও কচ্ছুঘ্নী। পটোল কটু-তিক্ত মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, সারক, পাচক, রুচিকর ও শুক্র-বর্দ্ধক; এবং কফ, পিত্ত, কণ্ডু, জ্বর, দাহ, কুষ্ঠ, কাস, ক্রিমি, রক্ত ও ত্রিদোষে উপকারক। পটোলের পাতা (চলিত কথায় পল্‌তা ও নতি কহে), পিত্ত-নাশক, নাল অর্থাৎ ডাঁটা শ্লেষ্মনাশক, এবং মূল বিরেচক।

পটোলী।—ইহাও একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতাফল। ইহার নামান্তর স্বাদু-পটোল, পটোলিকা, জ্যোৎস্নী, জালী ও জ্যোৎস্না। বাঙ্গালায় ইহাকে ঝিঙ্গা এবং হিন্দীতে ঝিঙ্গোড়লী কহে। ইহা মধুর-রস, রুচিকর, পাচক, পিত্তনাশক, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকারক ও জ্বরনাশক।

পট্টিকালোধ্র।—লাল লোধের নাম পট্টিকালোধ্র। বাঙ্গালায় ইহাকে পট্টিয়ালোধ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, —ক্রমুক, পট্টি, লাক্ষাপ্রসাদন, পট্টিকা, পট্টিলোধ্র, বল্কলোধ্র, বৃহদ্দল, জীর্ণবুধ্ন, বৃহদ্বল্ক, শীর্ণপত্র, অক্ষিভেষজ, শাবর, গালব, বহুলত্বচ, লাক্ষাপ্রসাদ, বল্ক, স্থূলবল্কল, জীর্ণপত্র ও বৃহৎপত্র। ইহা কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক, চক্ষুর হিতকর, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, শোথ, রক্তপিত্ত, অতিসার ও বিষদোষে হিতকর।

পণ্যান্ধ্যা।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র তৃণ। মহারাষ্ট্রদেশে, ইহাকে পণধে এবং কর্ণাটে হনজেমুরু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পণধা, কঙ্গুনীপত্রা ও পণাধা। ইহা তিক্ত-রস, ক্ষারগুণ-বিশিষ্ট ও সারক, এবং সদ্যঃক্ষতের শান্তিকারক। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও মধ্যম-ভেদে এই তৃণ তিনপ্রকার। তন্মধ্যে মধ্যম তৃণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণশালী।

পত্রবিষ।—বিষপত্রিকা, লম্বা, বরদারুক, করম্ভ এবং মহাকরম্ভ, এই পাঁচপ্রকার বৃক্ষকে পত্রবিষ বলে। ইহাদের পত্র বিষের ন্যায় কার্য্যকারক বলিয়া, ইহারা পত্রবিষ নামে অভিহিত। পত্রবিষ সেবনে জৃম্ভা, কম্প ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পত্রাঙ্গ।—(Cæsalpinia Sappan.) ইহার অপর নাম পত্তঙ্গ। ইহা সপ্তবিধ চন্দনের মধ্যে একপ্রকার চন্দন। বাঙ্গালায় ইহাকে বকমকাষ্ঠ ও রোহণ,

হিন্দীতে ও বোম্বাই প্রদেশে পত্তঙ, তেলেগু ভাষায় চেবমনু ও কনুকটুটু, উৎকলদেশে বকমো, এবং গুজরাট, পারস্য ও তামিলীতে বট্টঙ্গী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রক্তকাষ্ঠ, সুবঙ্গদ, পত্রাঙ্গ, পট্টরঙ্গ, ভার্য্যাবৃক্ষ, রক্তক, লোহিত, রঙ্গকাষ্ঠ, রোগকাষ্ঠ, কুচন্দন, পট্টরঞ্জনক ও সুরঙ্গ। ইহা অম্ল-মধুর-কটুরস, শীতল ও রুক্ষ, এবং বায়ু-পিত্ত, জ্বর, দাহ, উন্মাদ, ব্রণ ও বিস্ফোটরোগে হিতকর। ইহার ছালের ক্বাথ পক্বাতিসার, রক্তাতিসার ও শ্বেতপ্রদর রোগে বিশেষ উপকারক।

পত্রপুষ্প।—(Ocymum pilosum.) বাঙ্গালায় ইহাকে রক্ততুলসী বলে (তুলসী দ্রষ্টব্য।)

পদ্ম।—(Nelumbium Speciosum. Syn.—Salvadora Indica. ইহা একপ্রকার জলজ-পুষ্পের নাম। ইহাকে বাঙ্গালায় পদ্ম, হিন্দীভাষায় কমল, তেলেগু-ভাষায় তম্মিপুবু, এবং তামিলীতে অম্বল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র কশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিষপ্রসূন, বারিজ, রাজীব, পুরুষ, অম্ভোরুহ, কবার, আম্ভাপত্র, বনশোভন, সরোরুহ, জলজন্ম, জলরুট্, জংরুহ, সরোজন্ম, সরোরুট্, পঙ্কেজ, পঙ্কজ, অম্ভোজ, অম্বুজ, সরসিজ, শ্রীবাস, শ্রীপর্ণ, ইন্দিরালয়, জলজাত, অব্জ, কঞ্জ, নল, নালিক, নালীক, বনজ, অম্লান ও পুটক। পদ্মফুল কষায়-মধুর-রস, শীতল ও বর্ণবর্দ্ধক; এবং পিত্ত, কফ, রক্ত, তৃষ্ণা, দাহ, বিস্ফোট, বিসর্প ও বিষদোষে উপকারক।

পদ্মকন্দ।—পদ্মের মূলের নাম পদ্মকন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মের গেঁড়ো বা শালুক, এবং হিন্দীতে কমল-কন্দ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শালুক, পদ্মমূল, কটাহ্বয় ও জলালুক। ইহা কটু-কষায়-মধুর-রস, মধুরপাক, শীতল, রুক্ষ, দুর্জ্জর, বিষ্টম্ভী, মলরোধক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক ও বাত-শ্লেষ্মকারক; এবং পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, কাস ও রক্তনিবারক।

পদ্মকাষ্ঠ।—ইহা একপ্রকার সুগন্ধি কাষ্ঠের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মকাষ্ঠ, হিন্দীতে পদ্মাক এবং তেলেগু-ভাষায় এণুগু সহদেবী কহে। ইহা সরল ও কীটদোষবর্জ্জিত হইলে, ঔষধাদিতে প্রশস্ত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পদ্মক, পীত, পীতক, মালেয়, শীতল, হিম, শুভ, কেদারজ, রক্ত, পাটলাপুষ্পসন্নিভ ও পদ্মবৃক্ষ। ইহা কষায়-তিক্ত রস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, গর্ভস্থাপক ও বায়ু-বর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, জ্বর,

ভ্রম, তৃষ্ণা, বমি, ব্রণ, বিস্ফোট, বিসর্প, কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মার উপশমকারক।

পদ্মকেশর।—ইহার অন্য নাম পদ্মকিঞ্জল্ক। বাঙ্গালায় ইহা পদ্মরেণু নামে অভিহিত। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, দাহনাশক, মলরোধক, এবং অর্শোরোগে রক্তস্রাবনিবারক।

পদ্মচারিণী।—(Hibiscus mutabilis.) ইহার অন্য নাম স্থলপদ্মিনী। ইহা বাঙ্গালায় স্থলপদ্ম এবং উত্তরাপথে পদ্মচারিণী নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অব্যথা, অতিচরা, পদ্মা, চারটি ও সারদা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল ও কফ-বায়ু-নাশক, এবং শ্বাস, কাস, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও বিষদোষের উপশমকারক।

পদ্মবীজ।—ইহা বাঙ্গালায় পদ্মবীজ, হিন্দীতে কমলগাট্টা, এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে পদ্মাক্ষ নামে অভিহিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পদ্মাক্ষা, গালোড্যা, কন্দলী, ভেণ্ডা, ক্রৌঞ্চাদনী, ক্রৌঞ্চা, শ্যামা ও পদ্মকর্কটী। ইহা মধুর-কটু-কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, গুরুপাক, রুক্ষ, রুচিকারক, বিষ্টম্ভী, মলরোধক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও গর্ভস্থাপক; এবং পিত্ত, রক্ত, দাহ, বমি, শোষ, কফ ও বায়ুর উপশমকারক।

পদ্মিনী।—মূল-নাল-পত্র পুষ্পাদি সমন্বিত পদ্মের ঝাড়ের নাম পদ্মিনী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নলিনী, বিসিনী, কুন্দিনী, মৃণালিনী, কমলিনী, পুটকিনী, পঙ্কজিনী, সরোজিনী, নালিকিনী, অরবিন্দিনী, পুষ্করিণী, অম্বালিনী ও অব্জিনী। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায় লবণ-রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও বায়ু-বর্দ্ধক, এবং পিত্ত, বমি, রক্ত, কফ, ভ্রান্তি, ক্লান্তি, সন্তাপ, শোষ ও ক্রিমি-রোগের শান্তিকারক।

পনস।—(Artocarpus integrifolia.) পনস একপ্রকার বৃহৎ ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটাল, হিন্দীতে কটহর, মহারাষ্ট্রদেশে ফণস্, কর্ণাটে হলসিন, তামিলীতে পিল্লা এবং তেলেগু ও উৎকল ভাষায় পনস্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পনস, কণ্টকিফল, কণ্টাফল, আশয়, সুরজ-ফল, পলস, ফলস, চম্পকালু, চম্পা-কোষ, চম্পালু, রসাল, মৃদঙ্গফল, পানস, মহাসর্জ্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষ, স্থূল, মূল-ফলদ, অপুষ্পফলদ, পূতফল ও অতি-বৃহৎফল। পাকা কাঁটাল মধুর-রস, শীতল, পিচ্ছিল, দুর্জ্জর, রুচিকর, মল-রোধক, বলবীর্য্যবর্দ্ধক, শুক্রজনক, কফ-কারক, পুষ্টিকর ও বাত-পিত্তনাশক এবং দাহ, শ্রম ও শোষরোগে উপকারক।

কাঁচা অর্থাৎ অপক পরিপুষ্ট কাঁটাল মধুর-কষায়-রস, শীতল ও বায়ুবর্দ্ধক। কচি কাঁটাল অর্থাৎ "ইচড়" মধুর-কষায়-রস, কঠিন, রুচিকর, গুরুপাক, শীতল, বল-কর ও দাহজনক; এবং কফ, বায়ু ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিকারক। পাকা কাঁটালের বীজ ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর-রস, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, ত্বক্‌দোষ-নাশক, মলরোধক, মূত্রবিবেচক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং পাকা-কাঁটাল অতি ভোজনজনিত অজীর্ণাদির নিবারক। কাঁটালের মজ্জা অর্থাৎ 'ভূতি' শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষ-নাশক ও গুল্মরোগে অপকারক। মাংসগ্রন্থি শোথে কাঁটালের কাথ, অণ্ডবৃদ্ধিতে কাঁটালের মজ্জা (ভূতি), এবং চর্ম্মরোগে কাঁটালের কোমল পল্লব বিশেষ উপকারক। কাঁটালের পাতার রস পান করিলে, সিদ্ধিসেবনজনিত মত্ততা নিবারিত হয়।

পপীতা।—(Carica Papaya.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম পেঁপে। ইহাকে হিন্দীতে পাপিতা, পপয়া, তেলেগুভাষায় বপ্পয়ি এবং তামিলীতে পপ্পয়ী বলে। ইহা প্লীহনাশক।

পয়োধিজ।—সমুদ্রজাত লবণ এবং সমুদ্রফেন, উভয় দ্রব্যই পয়োধিজ নামে অভিহিত। (সমুদ্রফেন দ্রষ্টব্য।)

পয়োষ্ণী।—ইহা বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত-নিঃসৃত দক্ষিণদেশ-প্রবাহিত নদীর নাম। এই নদীর জল পবিত্র, রুচিকর, লঘু, বল-কান্তিজনক ও সর্ব্বরোগনাশক।

পরমা।—ইহার অপর নাম গন্ধ-শটী। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মলরোধক, পিত্ত-বর্দ্ধক ও বাত-কফনাশক; এবং কাস, শ্বাস, বমি, শোথ, শূল, হিক্কা, ব্রণ, গ্রহা-বেশ ও মুখের মলিনতা-নিবারক। ইহার বাহ্যপ্রয়োগ অর্থাৎ প্রলেপ ব্যবহারে জ্বর ও রাক্ষসবাধা নিবারিত হয়।

পরমান্ন।—ইহার অন্য নাম ক্ষীরিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে পায়স ও পরমান্ন কহে। অর্দ্ধ দুগ্ধে, দুগ্ধের ১৬ষোল ভাগের একভাগ সূক্ষ্ম আতপ চাউল, কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত সিদ্ধ করিবে, এবং তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে চিনি দিবে। পাকশেষে এলাইচ কর্পূরাদি সুগন্ধি পদার্থ মিশ্রিত করিবে। ইহাকেই পরমান্ন কহে। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর, ধাতুবর্দ্ধক ও অগ্নিমান্দ্যকারক, এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তপিত্তের হানিকারক। আতপ চাউলের পরিবর্ত্তে সুজি, চিড়া প্রভৃতি পদার্থ দ্বারাও পরমান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই সেই পদার্থের গুণানুসারে তাহাদের গুণ কল্পনা করিতে হইবে। সুজির পায়স অপেক্ষাকৃত লঘুপাক।

পরিপেল্ল।—ইহা একপ্রকার মুতার নাম। ইহার অপর সংস্কৃত নাম পরিপেলব। বাঙ্গালায় ইহাকে জলমুতা বা কেয়টমুতা, মহারাষ্ট্রদেশে জলমণ্ডবী এবং কর্ণাটে বুলিগড্ড কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য ও কফ-বাত-নাশক, এবং অম্লশূল, রক্তদোষ, দাহ ও ব্রণরোগে উপকারক।

পরিব্যাধ।—(Pterospermum acerifolium.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র-বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর দ্রুমোৎপল, জলবেতস ও কর্ণিকার। বাঙ্গালায় ইহাকে ওলট্‌কম্বল কহে। (ওলট্‌কম্বল দ্রষ্টব্য।) Abroma augusta

পরিশুষ্ক মাংস।—ইহা মাংসের একপ্রকার ব্যঞ্জনের নাম। প্রচুর পরিমিত ঘৃতে মাংস ভাজিয়া বারংবার জলের ছিটা দিয়া সিদ্ধ করিলে, এবং উপযুক্ত মসলার সহিত পাক করিয়া লইলে, তাহাকেই পরিশুষ্ক মাংস কহে। ইহা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর, প্রীতিপ্রদ ও পিত্তনাশক, এবং বল, মেধা, মাংস, ওজঃ ও শুক্র প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক।

পরিস্রুত দধি।—দধি কাপড়ে বাঁধিয়া ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকে পরিস্রুত দধি কহে। সেই দধি স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বাত-পিত্তনাশক এবং কফের বৃদ্ধিকারক।

পরূষক।—(Xylocarpus Granatum. Syn.—Grewia Asiatica.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পরূষক, হিন্দীতে ফলু্হে শুকরী ও পরুষা, মহারাষ্ট্রদেশে পর্পকা, কর্ণাটে বেট্টহা, এবং তেলেগু-ভাষায় পুটীকী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নাগদলোপম, গিরিপীলু, পারাবত, নীলচর্ম্ম, নীলমণ্ডল, পাপর ও অল্পাস্থি। অপক্ক পরূষকফল অম্ল-কটু-কষায়-রস, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক ও কফরোগ-নিবারক। পক্ক ফল মধুর-অম্ল রস, শীতল, মলরোধক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর, রুচিকারক, তৃপ্তিজনক ও বাত-পিত্ত-নাশক; এবং দাহ, রক্ত, জ্বর, ক্ষয়, মেহ, শোথ ও সন্নিবাতে হিতকর। ইহার পত্র ব্রণ ও পিড়কা প্রভৃতি পীড়ায় উপকারক।—বল্কল কষায়রস, শীতবীর্য্য ও বায়ুনাশক, এবং প্রমেহ, যোনিদাহ, লিঙ্গনালদাহ ও শীতপিত্তের শান্তিকারক।

পর্কটী।—(Ficus Infectoria.) চলিত কথায় ইহাকে পাকুড় কহে। ইহা রক্তদোষনাশক এবং মূর্চ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপে হিতকর।

পর্ণমৃগ।—বানর, বৃক্ষ-মার্জ্জার, (গেছো-বিড়াল) প্রভৃতি যে সকল চতুষ্পদ জন্তু বৃক্ষে বৃক্ষে বিচরণ করে, তাহাদিগকে পর্ণমৃগ বলে। পর্ণমৃগের

মাংস মধুর-রস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, মলমূত্রের বিরেচক, রক্তবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর এবং কাস, শ্বাস, অর্শঃ ও ক্ষয়রোগে উপকারক।

পর্পট।—বাঙ্গালায় ইহাকে পাঁপর বলে। ছোলার ডা'লের বা মুগের ডা'লের বেসনে উপযুক্ত পরিমাণে হরিদ্রা, লবণ, হিং, জীরা ও সাজী-মাটী মিশ্রত করিয়া, মুগুর প্রহারে তাহার পাত্‌লা পাত্‌লা রুটী প্রস্তুত করিতে হয়। পরে তাহা কেবল অঙ্গারের আগুনে, অথ বা উত্তপ্ত ঘৃতে কিংবা তৈলে ভাজিয়া লইলেই পাঁপর প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাঁপর অত্যন্ত রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কিঞ্চিৎ গুরুপাক। অঙ্গারের আগুনে ভাজিলে রুক্ষ, এবং ঘৃত বা তৈলে ভাজিলে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। ছোলার ডা'লের পাঁপর অপেক্ষা মুগের ডা'লের পাঁপর কিছু লঘুপাক।

পর্পটক।—(Oldenlandia biflora.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ পত্রশাক। ইহার বাঙ্গালা নাম ক্ষেৎ-পাপ্‌ড়া। হিন্দীতে ইহাকে দবনপাপ্‌ড়া, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাইপ্রদেশে পিত্তপাপ্‌ড়া কর্ণাটে পর্পাটক, এবং উৎকলদেশে জল-পাপুড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ত্রিবষ্টি, তিক্ত, চণক, রেণু, তৃষ্ণারি, বরক, শীত, শীতপ্রিয়, পাংশু, কলপাঙ্গ, ঘর্ম্মকণ্টক, কৃশশাখ, প্রগন্ধ, সুতিক্ত, রক্তপুষ্পক, পিত্তারি, কটুপত্র ও বক্র। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, লঘু ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, দাহ, জ্বর, শ্লেষ্মা, রক্ত, অরুচি, তৃষ্ণা, গ্লানি, শ্রান্তি, মদ ও ভ্রান্তিনিবারক।

পর্পটী।—উত্তরদেশজাত পদ্মাবতী ও পপরী নামক প্রসিদ্ধ দ্রব্য-বিশেষের নাম পর্পটী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—জনী, জতুকা, রজনী, জতুকৃৎ বক্রবর্ত্তিনী, সংস্পর্শা, জতুকা ও জনি। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, লঘু ও বর্ণবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিষদোষে হিতকর।

পর্ব্বতজা।—ইহা পর্ব্বতজাত একপ্রকার অম্ল-মধুর-রসযুক্ত দ্রাক্ষার নাম। চলিত কথায় ইহাকে যহারী কহে। এই দ্রাক্ষা অম্ল-মধুর-রস, লঘু-পাক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও অম্লপিত্তকারক।

পর্ব্বত-তৃণ।—ইহা পর্ব্বতজাত একপ্রকার তৃণের নাম। হিন্দীতে ইহাকে সণ্ড কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তৃণাঢ্য, পত্রাঢ্য ও মৃগপ্রিয়, এই তৃণ রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলবর্দ্ধক, এবং পশুগণের বিশেষ হিতকর।

পর্ব্বত-মৎস্য।—(Selurus Pabda.) ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পাব্‌দা মাছ

কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম পর্ব্বিত। এই মৎস্য মধুর-রস, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

পর্ব্বপুষ্পী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মবৃক্ষ। ইহার অপর নাম হস্তিশুণ্ডা। বাঙ্গালায় ইহাকে হাতিশুঁড়ো বলে। হাতিশুঁড়োর শাক বাতপিত্ত-নাশক। ইহার মূল বিষনাশক।

পলল।—তিলচূর্ণ ও চিনিদ্বারা প্রস্তুত খাদ্যবিশেষের নাম পলল। বাঙ্গালায় ইহাকে তিলকুটো, এবং হিন্দীতে তিলকুটি কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, পুষ্টিজনক, মলকারক, মূত্রপ্রবর্ত্তক, বায়ুনাশক, এবং কফ-পিত্তবর্দ্ধক।

পলাণ্ডু।—(Allium Cepa. Syn.—Onion. Fr. Ognon.) ইহা একপ্রকার কন্দশাক। বাঙ্গালায় ইহাকে পেঁয়াজ, হিন্দীতে পিয়াজ বা পিয়জ, মহারাষ্ট্রদেশে শ্বেতকন্দা, কর্ণাটে উল্লি, তেলেগুভাষায় নীরুল্লিচেট্টু, তামিলীতে বেঙ্গয়ম্, বোম্বাই প্রদেশে কন্দ, এবং পারস্য ভাষায় বুল্লিগড্ডলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুকন্দক, নিকেতন, নীচভোজ্য, লোহিতকন্দ, তীক্ষ্ণকন্দ, উষ্ণ, মুখদূষণ, শূদ্রপ্রিয়, দীপন, ক্রমিঘ্ন, মুখগন্ধক, বহুপত্র, বিশ্বগন্ধ, রোচন, পলাণ্ডু, সুকন্দ, সুকুন্দক ও মুকুন্দক। শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে পলাণ্ডু দুই-প্রকার। রক্তবর্ণ ও ক্ষুদ্র পলাণ্ডু সংস্কৃত ভাষায় রাজপলাণ্ডু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পলাণ্ডু কটু-মধুর-রস, মধুর-পাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক ও বমন-নিবারক; এবং জ্বর, গুল্ম, শূল, সঞ্চিত শ্লেষ্মা, কাস, পামা (পাঁচড়া), নেত্রাভিষ্যন্দ ও কর্ণশূল রোগে উপকারক। বোল্‌তা প্রভৃতির বিষে দষ্টস্থানে পলাণ্ডুর রস লাগাইলে শীঘ্র জ্বালার শান্তি হয়। রাজ-পলাণ্ডুর বিশেষ গুণ এই যে, তাহা শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক ও অত্যন্ত নিদ্রাকারক।

পলান্ন।—পলান্নকে চলিত কথায় পোলাও কহে। মাংস বা মৎস্য, ঘৃত ও কতকগুলি মসলার সহিত যথাবিধি অন্ন পাক করিলে, পোলাও প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, বলকর, পুষ্টিজনক কান্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও কফপিত্তবর্দ্ধক। মৎস্যমাংস ব্যতিরেকেও পলান্ন প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাকে শাদা পোলাও বা ঘিভাত কহে।

পলালজশাক।—বাঙ্গালায় ইহাকে পোয়ালছাতু বা ছাতা কহে। ইহা স্বাদু, মধুরপাক, রুক্ষ এবং দোষবর্দ্ধক।

পলাশ।—(Butea frondosa.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। ইহাকে

বাঙ্গালায় পলাশ, হিন্দীতে ধারা, মগ-রাষ্ট্রদেশে পলস, কর্ণাটে মুত্তুল, তেলেগুতে মোটুগ, উৎকলে পরাশু, বোম্বাইপ্রদেশে খাকরী, এবং তামিলীতে পরশন্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কিংশুকপণ, বাতপোথ, করক, ত্রিপত্রক, ব্রহ্মপাদপ, পলাশক, যাজ্ঞিক, ত্রিবর্ণ, বক্রপুষ্প, পূতদ্রু, ব্রহ্মবৃক্ষক, ব্রহ্মোপনেতা ও কাষ্ঠদ্রু। ইহা কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও ভগ্ন-স্থানের সংযোজক, এবং কৃমি, ব্রণ, গুল্ম, অর্শঃ ও গ্রহণীরোগে হিতকর। পলাশের ফুল কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মধুরপাক, শীতল, মলরোধক ও বায়ুবর্দ্ধক; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, দাহ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকারক। শ্বেত, পীত, নীল ও রক্তবর্ণভেদে পলাশের ফুল চারিপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতপুষ্প জ্ঞানপ্রদ। পলাশের বীজ কটুপাক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষ, এবং পামা, কণ্ডূ, দদ্রু, ত্বক্‌দোষ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর-রোগের উপশমকারক। পলাশবীজের তৈলের গুণ,—গাম্ভারীবীজের তৈলের অনুরূপ। পলাশের নির্য্যাস (আঠা) মলরোধক, এবং কাস, গ্রহণী, ঘর্ম্ম-নির্গম ও মুখরোগের শান্তিকারক।

পলাশী।—ইহা একপ্রকার লতার নাম। কাশ্মীরদেশে ইহাকে শটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পত্রবল্লী, পর্ণবল্লী, পলাশিকা, সুরপর্ণী, সুপর্ণী, দীর্ঘবল্লী, বিষাদিনী, অম্লপত্রী, দীর্ঘপত্রী, রসাম্লা, অম্লিকা, অম্লাতকী ও কাঞ্জিকা ইহা অম্ল-মধুর-রস, লঘুপাক, পথ্য ও পিত্ত-বর্দ্ধক, এবং অরুচি ও মুখদোষনিবারক।

পশ্চিম-বায়ু।—পশ্চিম দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, পরুষ, স্নেহনাশক, মেদ ও কফের পোষণকারক, বলের হানিকারক, প্রাণ-ক্ষয়কারক ও শরীরশোষক।

পাংশু-লবণ।—ইহা ভূমি হইতে আপনি উৎপন্ন হয়। পাংশু-লবণের অপর নাম ঔদ্ভিদলবণ। বাঙ্গালায় ইহাকে পাঙ্গালবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পাংশব, রোমক, ঔদ্ভিজ্জ, বসুক, বসু-পাংশু, ঊষরজ, ঔষর, ঐরিণ, ঔর্ব্ব, সহ ঊষ, ঔদ্ভিদ, পাক্যলবণ, পটু ও পাংশুজ। পাঙ্গালবণ কটু-তিক্ত-লবণ-রস, ক্ষার-পদার্থ, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, পিত্ত-বর্দ্ধক, দাহজনক ও শোষকারক।

পাচী।—ইহা একপ্রকার লতার নাম। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহাকে পাচী ও পচে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মরকপত্রী, হরিতলতা, হরিতপত্রিকা, পত্রী, সুরভি, মালারিষ্টা ও গরুত্মপত্রিকা, ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য ও

বায়ুনাশক, এবং ত্বকদোষ ও ব্রণরোগ-নিবারক।

পাটলাব্রীহি।—ইহা একপ্রকার আউশ ধান্যের নাম। এই ধান বর্ষা-কালে পাকে। ইহা অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, মল-মূত্র-বৰ্দ্ধক, এবং ত্রিদোষনাশক।

পাটলা।—ইহা এক প্রকার পিচ্ছিল বীজ। ইহার বাঙ্গালা নাম বিহিদানা। ইহা পিচ্ছিল ও স্নিগ্ধ এবং কাস, ব্রণ, দাহ, যোনিদাহ ও লিঙ্গদাহ-নিবারক।

পাটলি।—(Bignonia Suaveolens) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে পারুলগাছ, হিন্দীতে পদ্, মহারাষ্ট্রদেশে পাড়লী, কর্ণাটে হাদরি, তেলেগু ভাষায় কলগোরু ও কলিগোটুচেট্টু, উৎকল-দেশে পাট্রুড়ি, এবং তামিলীতে পদ্রি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পাটলা, অমোঘা, কাচ-স্থালী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, অম্বুবাসিনী, কালবৃন্তা, তোয়পুষ্পী, কর্ব্বূরা, তাম্রপুষ্পী, কুম্ভিকা, সুপুষ্পিকা, বসন্তদূতী, স্থালী, স্থিরগন্ধা অম্বুবাসী, কালবৃন্তী, কামদূতী, কুম্ভী, তোয়াধি-বাসিনী, এবং অলিপ্রিয়া। ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলি নামভেদে পারুলগাছ দুইপ্রকার। পারুলের ফুল শ্বেত ও পীতবর্ণ দুইপ্রকার হইয়া থাকে। সকল পারুলই কটু-তিক্ত কষায়-রস, শীতল ও ত্রিদোষনাশক, এবং বমন, হিক্কা, তৃষ্ণা, অরুচি, শোথ, শ্বাস ও রক্তবমনে উপ-কারক। পারুলের ফুল কষায়-মধুর-রস, শীতল, রুচিকর ও কফ-রক্ত-নাশক। পারুলের ফল মধুতে মাড়িয়া লেহন করিলে, হিক্কায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

পাঠা।—(Cissampelos hernandifolia.) ইহা একপ্রকার লতার নাম; দেশভেদে ইহা চক্রপাঠা, বাঙ্গা-লায় আকনাদী ও আথান্দি, হিন্দীতে নিমুকা, তেলেগু ভাষায় পাঠচেট্টু ও উৎকলদেশে অকান্‌বিন্ধি নামে পরি-চিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠিকা, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, যূথিকা, স্থাপনী, শ্রেয়সী, বিদ্ধকর্ণিকা, একাষ্ঠীলা, কুচেলী, দীপনী, বনতিক্তকা, তিক্তপুষ্পা, বৃহত্তিক্তা, শিশিরা, বৃকী, মালতী, বরা, দেবী, বৃত্তপর্ণী, তিক্তা, একোশিকা, বৃকা, অম্বষ্ঠকী বনতিক্তা, বিদ্ধকর্ণী, রসা, পাপচেলী, অবিদ্ধকর্ণী, পটিকা, আবদ্ধকর্ণা, কুচেলা ও ছিন্নবেশিকা। আকনাদী তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-বৰ্দ্ধক, রুচিকর ও ভগ্নস্থান-সংযোজক, এবং বায়ু, কফ, কর্ণরোগ জ্বর, পিত্ত, দাহ, অতিসার ও শূলরোগে উপকারক।

পাঠীন।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বোয়াল মাছ

কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সহস্রদংষ্ট্র, সহস্রদংষ্ট্রী, বোদাল ও বদালক। বোয়াল মাছ মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, স্নিগ্ধ, রুচিকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, অম্লপিত্তকারক ও কুষ্ঠাদি রোগজনক, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত ও মাংসের পুষ্টিকারক।

পাণিয়ালু।—ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। ইহার অপর নাম রক্তালু. বাঙ্গালায় ইহাকে পাণি-আলু কহে। ইহা সন্তর্পণকারক এবং ত্রিদোষনাশক।

পাণ্ডুরঙ্গ।—ইহা একপ্রকার লতাফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পাটরাঙ্গা কহে। ইহা তিক্ত-রস ও লঘুপাক, এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

পাণ্ডুরফলী।—ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। মহারাষ্ট্রদেশে ইহা পোটর ফল, মধ্যপ্রদেশে মলমণ্ডে, এবং কর্ণাটে পাণ্ডুর-ফালরে নামে অভিহিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পাণ্ডু, ধূসরা, বৃত্তবীজকা, ভূরিপলিতদা ও পাণ্ডুফলী। ইহা শীতল, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তনাশক ও মূত্রাঘাত-নিবারক।

পাতাল-গরুড়ী।—(Cogena ria vulgaris) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। ইহার অন্য নাম ছিলিহিণ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে শিলিন্দা, হিন্দীতে ছেউড়া, এবং তেলেগু ভাষায় দুসরতোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বৎসাদনী, সোমবল্লী, তিক্তাঙ্গা, মোচকাঙ্গা, মোচকাভিধা, তার্ক্ষী, সৌপর্ণী, গারুড়ী, দীর্ঘকাণ্ডা, মহাবলা, দীর্ঘবল্লী ও দৃঢ়লতা। ইহা মধুর-রস রুচিকব, সন্তর্পণকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফনাশক, এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ ও বিষদোষে হিতকর।

পাদ-প্রক্ষালন।—পাদ-প্রক্ষালন করিলে, পদদ্বয়ের মলিনতা, পাদরোগ ও শ্রান্তি নিবারিত হয়, ইহাদ্বারা চক্ষুর প্রসন্নতা, শুক্রের বৃদ্ধি, এবং প্রীতিলাভও হইয়া থাকে।

পাদাভ্যঙ্গ।—পদতলে তৈল মর্দ্দন করিলে, পদগত রোগের নাশ, স্রোতঃসমূহের মৃদুতা, কফ-বায়ুর বিনাশ, ধাতুসমূহের পুষ্টি, পদতলের জ্বালানিবারণ, কণ্ঠস্বর পরিষ্কৃত এবং সুনিদ্রা হইয়া থাকে।

পানক।—ইহার বাঙ্গালা নাম পানা বা সরবৎ। চিনি, মিছরি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য উপযুক্ত জলে ভিজাইয়া, তাহার সহিত লেবুর রস অথবা অন্য কোন অম্ল-রস মিশ্রিত করিলে, পানক প্রস্তুত হয়। ইহা ভিন্ন আরও নানাবিধ পদার্থের পানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল পানাই শীতল, প্রীতিকর, রুচিজনক ও মূত্রকারক; এবং ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি

ও ক্লান্তির শান্তিকারক। বিশেষতঃ নেবুর রস-মিশ্রিত পানা পাচক, এবং বমন, বমনবেগ ও পিত্তজ্বরে উপকারক। নারাঙ্গা নেবুর রস-মিশ্রিত পানা পিত্ত ও কাস-নিবারক। মিষ্টদাড়িমের রস মিশ্রিত পানা প্রতিশ্যায় ও কাসরোগে হিতকর। অম্লদাড়িমের রসমিশ্রিত পানা ক্ষুধাবর্দ্ধক ও উদরাময় রোগে উপকারক। পাকা তেঁতুলের রস-মিশ্রিত পানা বমি ও পিত্তের শান্তি-কারক। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যেসকল পদার্থের পানা প্রস্তুত হয়, তাহাদের গুণ সেই সেই দ্রব্যের গুণানুসারে কল্পনা করা যায়।

পানীয়ামলক।—(Flacourtia cataphracta) ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম প্রাচীনামলক। বাঙ্গালায় ইহাকে পানি-আমলা, হিন্দীতে মানি-অম্বরা, এবং তেলেগু ভাষায় প্রাচী-নামলকম্ কহে। ইহা অম্ল-মধুর-রস, মলবর্দ্ধক, মুখশুদ্ধিকারক, এবং জ্বর ও ত্রিদোষের শান্তিকারক।

পানীয়ালু।—ইহা একপ্রকার কন্দশাকের নাম। হিন্দীতে ইহাকে পানীয়ালু কহে। বাঙ্গালায় যাহা "শাঁক আলু" বা "সরবতি আলু" নামে পরিচিত, সম্ভবতঃ তাহারই সংস্কৃত নাম পানীয়ালু; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—জলালু, কূপালু ও বালুক। এই আলু মধুররস, শীতল সন্তর্পণকারক ও ত্রিদোষনাশক।

পারদ।—(Hydrargyrum.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ খনিজ ধাতু। ইহা শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ। পারদের অন্য নাম রস, বাঙ্গালায় ইহাকে পারা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রসরাজ, রসনাথ, মহারস, রস, মহাতেজ, রস-লেহ, রসোত্তম, সূতরাট, চপল, জৈত্র, শিববীজ, শিব, অমৃত, রসেন্দ্র, লোকেশ, দুর্দ্ধর, প্রভু, রুদ্রজ, হরতেজ, রসধাতু, অচিন্ত্যজ, অবিত্তজ, খেচর, অমর, দেহদ, মৃত্যুনাশক, সূত, স্কন্দ, স্কন্দাংশক, দেব, দিব্যরস, রসায়নশ্রেষ্ঠ, যশোদ, সূতক, সিদ্ধধাতু, পারত, হরবীজ, রজস্বলমূর্ত্তি, পার, শিবাহ্বয় ও শিববীর্য্য। পারদ যথাবিধি সংস্কৃত হইলে, ইহা সর্ব্বরোগ-নাশক, রসায়ন, শুক্রবর্দ্ধক, দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধিকারক ও কুষ্ঠনাশক, এবং যেসকল রোগ অন্য ঔষধে নিবারিত হয় না, তাহা-দেরও নিবারণকারক। ইহা আভ্যন্তরিক প্রয়োগে পরিবর্ত্তক, লালানিঃসারক, রজঃস্রাবক, পিত্তনিঃসারক, বিরেচক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মনিঃসারক, অবসাদক, শোষণকারক ও প্রদাহনাশক। বাহ্য-প্রয়োগে ইহা পরিবর্ত্তক, লালানিঃসারক, শোষক, পাচননিবারক, উগ্রতাসাধক,

ও দাহকারক। পারদ সংস্কার না করিয়া ব্যবহার করিলে নানাবিধ কষ্টকর রোগ (কুষ্ঠাদি) উৎপন্ন হয়, এবং শরীরও নষ্ট হইয়া যায়। পারদের কতকগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে; শোধনক্রিয়াদ্বারা সেইসকল দোষ নষ্ট না করিলে, বিষ অপেক্ষাও অধিক অপকার করে, এবং শোধিত হইলে অমৃতের ন্যায় উপকার করিয়া থাকে।

পারদের শোধনবিধি নানাপ্রকার। সংক্ষেপে শোধন করিতে হইলে প্রথমতঃ ঘৃতকুমারী, চিতামূল, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী এবং বহেড়া), এইসকল দ্রব্যের কাথের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ঝুল, ইষ্টক-চূর্ণ, কৃষ্ণজীরা, মেষরোম-ভস্ম, গুড়, সৈন্ধব ও কাঁজি, এইসমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের সহিত তিনদিন করিয়া মর্দ্দন করিবে। তৎপরে পারদের চতুর্থাংশ হরিদ্রাচূর্ণ ও ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিলেই পারদ শোধিত হইবে। এইরূপ শোধনের পরে ঊর্দ্ধপাতন, অধঃ-পাতন ও তির্য্যক্‌পাতন নামক ত্রিবিধ পাতন-ক্রিয়া দ্বারা পারদের শোধন আবশ্যক। ঐসকল পাতনক্রিয়ার মধ্যে ঊর্দ্ধপাতন জন্য প্রথমতঃ তিন ভাগ পারদ ও একভাগ তাম্র একত্র গোঁড়ানেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া একটী পিণ্ড করিবে। সেই পিণ্ডটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া, অপর একটী জলপূর্ণ হাঁড়ি তাহার উপর চাপা দিবে, এবং উভয় হাঁড়ির মধ্যস্থলে উত্তম-রূপে মাটীর লেপ দিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে ঐ হাঁড়িদ্বয়ের নীচে অগ্নিজ্বাল দিতে থাকিবে। উপরের হাঁড়ির জল উষ্ণ হইলেই তাহা ফেলিয়া শীতল জল রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা নিম্নস্থ হাঁড়ির সেই পিণ্ডটীর পারদ উঠিয়া উপরের জলপূর্ণ হাঁড়ির তলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে; তখন সেই পারদ সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাকেই পারদের ঊর্দ্ধ-পাতন কহে। অধঃপাতন করিবার জন্য প্রথমে ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া), সজিনা-বীজ, চিতামূল, সৈন্ধব ও রাইসর্ষপ এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিয়া পঙ্কবৎ হইলে, তাহা একটী হাঁড়ির মধ্য-ভাগে লেপন করিয়া, সেই হাঁড়িটী একটী জলপূর্ণ হাঁড়ির উপর উপুড় করিয়া বসাইয়া সন্ধিস্থানে মাটীর প্রলেপ দিবে। পরে একটী গর্ত্তের মধ্যে ঐ হাঁড়ি দুইটী বসাইয়া তাহার উপরে কতকগুলি জ্বলন্ত অঙ্গার চাপা দিবে। সেই অগ্নিতাপে উপরের হাঁড়ির লিপ্ত পারদ নীচের হাঁড়ির জলমধ্যে পতিত হইতে থাকিবে। ইহাকেই পারদের অধঃপাতন কহে। পারদের তির্য্যক্‌পাতন করিতে হইলে,

একটী কলসীতে শোধিত পারদ এবং অপর একটী কলসীতে জল রাখিয়া উভয় কলসীর মুখ এক একখানি শরা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, তাহাতে উত্তমরূপে মাটীর প্রলেপ দিবে, পরে উভয় কলসীর গলদেশে এক একটী ছিদ্র করিয়া, বাঁশ প্রভৃতির কোন একটী মোটা নল সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করাইয়া, উভয় কলসীর সংযোগস্থল মাটীর প্রলেপদ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। পরে যে কলসীতে পারদ আছে, তাহার নীচে অগ্নিজ্বাল দিতে থাকিবে। অগ্নিতাপে সেই পারদ উত্থিত ও নলদ্বারা চালিত হইয়া, অপর জলপূর্ণ হাঁড়িতে পতিত হইবে। ইহাকেই পারদের তির্য্যক্-পাতন কহে।

এইরূপে পারদ শোধিত হইলে, তাহাতে কজ্জলী বা রসসিন্দুর প্রস্তুত করিয়া, তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক নির্দ্দিষ্টপরিমাণে একত্র মর্দ্দন করিয়া মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ হইলে, তাহাকেই কজ্জলী কহে। আর শোধিত পারদ ও তাহার অর্দ্ধাংশ শোধিত গন্ধক একত্র একদিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। একটী কাচের সমতল কালবোতলের গলদেশ কিঞ্চিৎ কাটিয়া, সেই বোতলটীকে কাপড় জড়াইয়া মাটীদ্বারা ৩ তিনবার প্রলেপ দিবে ও শুকাইয়া লইবে। পরে সেই বোতলে সেই কজ্জলী পুরিয়া, বোতলটী একটী হাঁড়িতে বসাইয়া, বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকা দ্বারা সেই হাঁড়ি পূর্ণ করিবে। হাঁড়ির নীচে ঠিক মধ্যভাগে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত একটী ছিদ্র করিতে হইবে। তাহার পর সেই বোতলযুক্ত হাঁড়িটী উনুনে বসাইয়া ৪ চারি দিন তাহাতে অগ্নিজ্বাল দিবে। অগ্নিজ্বালে প্রথমতঃ বোতলের মধ্যভাগ হইতে ধূম নির্গত হইয়া ক্রমে নীল শিখা নির্গত হইতে থাকিবে। পরে যখন ধূমাদির নির্গম বন্ধ হইয়া বোতলের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ বোধ হইবে, তখনই পাক শেষ হইয়া রসসিন্দুর প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই সময়ে হাঁড়িটী নামাইবে, এবং শীতল হইলে বোতলটী ভাঙ্গিয়া বোতলের উর্দ্ধভাগে লিপ্ত সিন্দুরবর্ণ পদার্থ গ্রহণ করিবে। সেই পদার্থকেই রসসিন্দুর কহে।

পারসীকযমানী।—(Seeds of Hyoscyamus niger.) পারস্যদেশজাত যমানীকে পারসীকযমানী কহে। ইহার অপর নাম খোরাসানী যমানী। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহাকে কিরমানীওয়া কহে। ইহা কটু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, কিঞ্চিৎ মত্ততাজনক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং ত্রিদোষ, অজীর্ণ,

ক্রমি ও শূলরোগে উপকারক। সাধারণ যমানীর অন্যান্য গুণও ইহাতে বর্ত্তমান আছে।

পারসীক বচা।—ইহার অপর নাম খোরাসানী বচা ও হৈমবতী; বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতবচ কহে। এই বচ শীতল, বায়ুনাশক, শূল-নিবারক, এবং বচের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

পারাবত।—ইহা একপ্রকার বিষ্কিরজাতীয় পক্ষীর নাম। ইহার অপর নাম গৃহ-কপোত। বাঙ্গালায় ইহাকে পায়রা, এবং তেলেগু-ভাষায় পাকবাপিট্ট কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু-পাক, মলরোধক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক ও বাত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক, এবং দাহ ও রক্ত পিত্তরোগে উপকারক। পায়রার বিষ্ঠা গ্রথিত রক্তদোষনাশক।

পারাবত।—(Guava.) (ক্লীব-লিঙ্গ)—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার অপর নাম পরুষফল। বাঙ্গালায় ইহাকে পেয়ারা বলে। ইহা মধুর-অম্ল-রস শীতল, মুখরোচক, এবং অগ্নি-মান্দ্যকারক।

পারিভদ্র।—(Erithrina Indica. Syn —The Indian Coral tree.) ইহার অপর নাম পারিজাত, নিম্ব তরু, রক্তপুষ্পক, ক্রিমিশত্রু, রক্তকুসুম, বহুপুষ্প ও রক্তকেশর। বাঙ্গালায় ইহাকে পাল্‌তেমাদার, হিন্দীতে ফরহদ, মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যে পাঙ্গরা ও পঙ্গীর, কর্ণাটে হরিবান, তেলেগুভাষায় মোদুগু ও বারিদেচেট্টু, এবং তামিলীতে মুরাক কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য ও বাতশ্লেষ্মনাশক এবং অরুচি, পিত্তবিকার, শোথ, ক্রিমি ও কর্ণরোগের উপশমকারক। ইহার বাহ্যপ্রয়োগে সন্ধিস্থানের বেদনা, এবং কজ্জলপ্রয়োগে নেত্ররোগ নিবারিত হয়। ইহার ফুল পিত্তরোগ ও কর্ণ-রোগের শান্তিকারক, এবং পত্র সন্ধি-বেদনানিবারক।

পারীশ।—(Thespesia Populneoides, or Populnea, Syn. The tulip tree.) ইহা একপ্রকার অশ্বত্থবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে গয়া-অশ্বত্থ, পরশপিপুল বা পলাশপিপুল, দেশভেদে গজদন্তসাহোরা, হিন্দীতে পরশপিপুল ও পর্শিপু, তেলেগু ভাষায় গঙ্গরয়, তামিলীতে পোরিশ, এবং বোম্বাই প্রদেশে ভেন্দি কহে। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কফ-বর্দ্ধক ও ক্রিমিরোগোৎপাদক। পারী-শের ফল অম্ল-রস, মূল মধুর-রস, এবং মজ্জা কষায়-মধুর-রস। ইহার অন্যান্য গুণ অশ্বত্থের গুণের অনুরূপ।

পারীশ ফল।—(Carica papaya.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর পপীতা ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে পেঁপে, এবং উৎকল-দেশে অমৃতভাণ্ড বলে। কাঁচা ও পাকা উভয় পেঁপেই শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, পাচক, সারক, পুষ্টিকর ও বায়ু-নাশক, এবং অর্শ, রক্তাপত্ত, অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা, প্রভৃতি রোগে উপকারক। কাঁচা পেঁপে কষায়-তিক্ত মধুর-রস; ইহার ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া অনেকে আহার করে। পাকা পেঁপে মধুর-রস, এবং সুখাদ্য ফল বলিয়া পরিগণিত।

কাঁচা পেঁপের আঠা ২।৩ ফোঁটা পাকা কলার মধ্যে পূরিয়া কিছুদিন সেবন করিলে, প্লীহা ও গুল্মরোগের উপশম হয়। আঁচিল, ব্রণ ও জিহ্বাক্ষত প্রভৃতিতে পেঁপের আঠা লাগাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

পারেবত ফল।—(Ficus Carica) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম পেয়ারা। পাকা পেয়ারা মধুর-অম্ল-রস, গুরুপাক, রুচি-কর, অগ্নিমান্দ্যকারক এবং বায়ুনাশক। অর্দ্ধপক পেয়ারা কষায় মধুর-অম্ল-রস, এবং পাকা পেয়ারার অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। কচিপেয়ারা কষায়-রস। দুই তোলা কচি পেয়ারা থেঁতো করিয়া অর্দ্ধপোয়া জলে ১০।১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া সেই জল সেবন করিলে, বহুমূত্র পীড়ার উপশম হয়। পেয়ারা গাছের ছাল ও পাতা কষায়-রস ও সংগ্রাহী, এবং দন্তরোগ ও মুখরোগে বিশেষ উপকারক। পেয়ারা গাছের ছাল কিংবা পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই উষ্ণ-জলে কবল করিলে, মুখরোগ ও দন্ত-রোগের প্রশমন হইয়া থাকে। আসাম-প্রদেশস্থ কামরূপ জেলায় বৈরাত নামক একপ্রকার ফল পাওয়া যায়; উহা মাকালফলের আকৃতিবিশিষ্ট। তাহাকেও সংস্কৃত ভাষায় পারেবত কহে: বৈরাত ফল মহা-পারেবত ও স্বর্ণ পারেবত নাম-ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে একপ্রকার মধুর-রস এবং অপর প্রকার অম্ল-রস। যাহা মধুর-রস, তাহা শীতল এবং যাহা অম্ল-রস, তাহা উষ্ণবীর্য্য; অন্যান্য গুণ উভয়েরই একরূপ। উভয় বৈরাতফলই স্নিগ্ধ, রুচিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক ও শুক্রজনক, এবং বায়ু, ক্রিমি, জ্বর, তৃষ্ণা, বিদাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষরোগে উপকারক। অধিকন্তু মহা-পারেবত ফল বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক ও শুক্রজনক, এবং স্বর্ণ-পারে-বত অপেক্ষা সকল গুণেই উৎকৃষ্ট।

পালঙ্ক্য শাক।—(Beta Bengalensis.—A sort of Beet-root.) ইহা একপ্রকার পত্রশাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পালংশাক, হিন্দীতে

পলকী এবং দাক্ষিণাত্যে পালক্যশাক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পলকা, মধুরা, ক্ষুরপত্রিকা, সুপত্রা, স্নিগ্ধপত্রা, গ্রামীণা, গ্রাম্যবল্লভা ও ক্ষুরিকা। এই শাক ঈষৎ কটুযুক্ত মধুর-রস, শীতল, সন্তর্পণ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভ, রুক্ষ ও শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক, এবং বায়ু, পিত্ত, শ্বাস ও রক্ত-পিত্ত রোগে হিতকর।

X পাষাণভেদী।—(Coleus Amboinicus. Syn.—Coleus Aromaticus) ইহা একপ্রকার গুল্ম-জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে পাথরকুচী, পাথরচুণী, হিমসাগর ও লোহাচুর, হিন্দীতে পাথরচুর, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে পাষাণভেদী, এবং তেলেগু-ভাষায় পিড়িংচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অশ্মভেদ, অশ্মভিৎ, অশ্মায়, শিলাভেদ, অশ্মভেদক, শ্বেতা, উপল-ভেদ, উপলভিৎ, শিলগর্ভজ ও নগভিৎ। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায় রস, শীতল, মল-ভেদক, বস্তিশোধক, বায়ুনাশক ও সঞ্চিত শ্লেষ্মনাশক, এবং প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, যোনিরোগ, শূল, প্লীহা, ব্রণ, গুল্ম, তৃষ্ণা, দাহ, অর্শ, অপস্মার ও আক্ষেপ রোগে বিশেষ উপকারক।

বটপত্রী, শিলাবল্ক ও ক্ষুদ্র পাষাণ-ভেদী নামভেদে পাষাণভেদী তিন-প্রকার। সকলেরই গুণ প্রায় একরূপ।

পিণ্ডখর্জ্জুরী।—(Phœnix Dactylifera.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পিণ্ডি-খেজুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রাজ-জম্বু, পিণ্ডী, ফল-মুদ্গরিকা, দীপ্যা, সপিণ্ডা, মধুরস্রবা, ফলপুষ্প, স্বাদুপিণ্ডা, হয়ভক্ষা ও পিণ্ড-খর্জ্জুরিকা। পিণ্ডী ও রাজপিণ্ডীভেদে পিণ্ডিখেজুর দুইপ্রকার। উভয় খেজুরই মধুর-রস, শীতল, গুরু-পাক, অগ্নিমান্দ্যকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং দাহ, পিত্ত, শ্বাস, শ্রান্তি ও বিষ-দোষের উপশমকারক।

পিণ্ডমূলক।—ইহা একপ্রকার কন্দশাকের নাম। ইহা গাজরের ন্যায় গোলাকার একপ্রকার মূলা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গৃঞ্জাণ্ড, পণ্ডক ও পিণ্ড-মূল। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু-নাশক ও গুল্মরোগে হিতকর।

পিণ্ডারু।—(Trewia nudi-flora) ইহা একপ্রকার লতাফল। হিন্দীতে ইহাকে পিণ্ডারা কহে। ইহা শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, পিত্তনাশক, এবং বিষদোষের শান্তি-কারক।

পিণ্ডালু।—(Dioscorea glo-bosa.) ইহা বাঙ্গালায় চুবড়ি আলু বা হাতীখোজা আলু নামে অভিহিত। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে পেণ্ডালু, কর্ণাটে

বিলিয়হেগুল, এবং উৎকল দেশে ঘরা আলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গ্রন্থিল, পিণ্ডকন্দ, গ্রন্থি, রোমশ, রোমকন্দ, রোমালু, তাম্বুলপত্র, লালাকন্দ ও পিণ্ডক। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরু-পাক, সন্তর্পণ, শুক্রবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মজনক এবং দাহ, শোষ, মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে উপকারক।

কেহ কেহ গোল আলুকে পিণ্ডালু বলেন। গোল আলু মধুর-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, গুরুপাক, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক, এবং রক্তদুষ্টিকারক।

পিণ্যাক।—ইহার অন্য নাম তিলকল্ক। বাঙ্গালায় ইহাকে তিলের খোল কহে। তিলের খোল রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, গ্লানিজনক ও দৃষ্টির বিকৃতিকারক।

পিত্তল।—ইহা একপ্রকার মিশ্রধাতু বা উপধাতু। তামা ও দস্তা এই উভয় ধাতুর মিশ্রণে পিত্তল উৎপন্ন হয়। পিত্তলকে বাঙ্গালায় পিতল, এবং হিন্দীতে পীতরী বা কাঁচাপীতরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—আরকূট, রীতি পতিকাবেয়, দ্রব্যদারু, রীতী, মিশ্র, আর, কপিলা, পিঙ্গলা, ক্ষুদ্রসুবর্ণ, সিংহল, পিঙ্গল, পীতনক, লোহিতক, পিঙ্গলোহ ও পীতক। রাজরীতি ও ব্রহ্মরীতি নামভেদে পিত্তল দুইপ্রকার। উভয় পিত্তলই তিক্ত-লবণ-রস, শীতল, রুক্ষ, বাত-পিত্তনাশক, পাণ্ডু, ক্রিমি ও প্লীহা-রোগে উপকারক, এবং তাম্র ও দস্তার অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। ইহার শোধন, জারণ-মারণ-প্রণালীও তাম্রের অনুরূপ। শোধিত পিত্তল অধিক বমনকারক নহে, এবং পাণ্ডুরোগ, ক্রিমিরোগ প্রভৃতিতে উপকারক।

পিপ্পলী।—(Piper longum.) ইহার বাঙ্গালা নাম পিপুল। হিন্দীতে ইহাকে পীপর, মহারাষ্ট্র দেশে পিপ্পলী, কর্ণাটে পিপ্পলী, তেলেগুভাষায় পিপ্পলী-চেট্টু, তামিলীতে পিপ্পলী এবং বোম্বাই প্রদেশে বাজালিপিপ্‌লি কহে। ইহা পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, বনপিপ্পলী ও সিংহ-পিপ্পলী ভেদে নানাবিধ; তাহাদের গুণ সেই সেই পর্য্যায়ে দ্রষ্টব্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কৃষ্ণা, উপকুল্যা, বৈদেহী, মাগধী, চপলা, কণা, উষণ, শৌণ্ডী, কোলা, কটী, এরণ্ডা, চঞ্চলা, কোল্যা, মগধা, উষণা, পিপ্পলী, তীক্ষ্ণতণ্ডুলা, কটুবীজা, কোরঙ্গী, তিক্ততণ্ডুলা, শ্যামা, সূক্ষ্মতণ্ডুলা, দন্তফলা ও মগধোদ্ভবা। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, জরানাশক ও রসায়ন এবং জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, কাস, শ্বাস, অর্শঃ, গুল্ম, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগ, বায়ু ও শ্লেষ্মার উপশমকারক। মধুমিশ্রিত পিপ্পলী অগ্নিবর্দ্ধক ও মেধাজনক এবং

কফ, কাস, শ্বাস, জ্বর ও মেদোবৃদ্ধি-রোগে উপকারক। একভাগ পিপ্পলীর সহিত দুইভাগ গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, কাস, শ্বাস, অরুচি, পাণ্ডু ও কৃমিরোগের শান্তি হয়। কাঁচা পিপুল মধুর-রস স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক, কফকারক ও পিত্ত-নাশক। শুষ্ক পিপ্পলী পিত্ত-প্রকোপক।

পিয়াল।—(Buchanania latifolia.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—রাজাদন, সন্নকদ্রু, ধনুষ্পট, রাজানন পিয়াল, সন্ন, দ্রুক্ত, ধনু, পট, হ্রস্বক, ধনুঃপট, পিয়ালক, খরস্কন্ধ, চার, বহুলবল্কল ও তাপসেষ্টা। পিয়ালবীজের চলিত নাম চিরৌঞ্জী। হিন্দীতে ইহাকে নিয়বেরু, মহারাষ্ট্রদেশে চারোলী, পঞ্জাবে চিরোলা, উৎকলদেশে চরু, এবং তামিলী ভাষায় কটেমরা কহে। পিয়ালবীজ মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, সারক, পুষ্টিকর ও বাত-পিত্তনাশক; এবং দাহ, তৃষ্ণা ও জ্বরের শান্তিকারক। পিয়ালবীজের তৈল মধুর-রস, মধুর-বিপাক, স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক, মলমূত্র-ভেদক, অগ্নিমান্দ্যকারক, কফবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক ও কেশের হিতকর। পিয়ালমজ্জা মধুর-রস, অত্যন্ত গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, আমদোষবর্জনক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক। পিয়ালের নির্য্যাস উদরাধ্মাননাশক, এবং মাংসগ্রন্থি ও গ্রীবাদেশজাত শোথে উপকারক।

পিষ্টক।—ইহার বাঙ্গালা নাম পিটে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পূপ, অপূপ ও পিষ্ট। ময়দা বা চাউলের গুঁড়া অথবা তাহার সহিত দালি মিশ্রিত করিয়া, নানা উপায়ে নানাবিধ পিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল পিষ্টকই গুরুপাক, বিদাহী রুক্ষ ও বল-কর। চাউলের গুঁড়ার পিষ্টক কফ পিত্ত-নাশক। দা'লের পিটে গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও বায়ুর অনুলোমকারক। গুড়, তিল, দুগ্ধ ও চিনি প্রভৃতির পিষ্টক গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক ও পুষ্টিজনক। ঘৃতে ভাজা ময়দার পিটে গুরুপাক, তৃপ্তি-জনক, রুচিকর, বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক।

পিষ্টিকা।—পিষ্টিকার বাঙ্গালা নাম দাল্‌পিটে এবং হিন্দী নাম পিঠী। ইহা কেবল দালদ্বারা প্রস্তুত হয়। দাল্‌-পিটে গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও মলভেদক।

পিস্ত।—(Pistacia vera. Syn. The Pistachionut tree.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার অন্য নাম অভিষুক। চলিত কথায় ইহাকে পেস্তা কহে। ইহা মধুর-রস, সুগন্ধি, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং দুর্ব্বলতানাশক। ইহার বল্কল (খোসা) অজীর্ণরোগে উপকারক।

পীত-করবীর।—ইহা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। ইহার চলিত নাম করবীর। ইহার ফুল পীতবর্ণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পীত-প্রসব ও সুগন্ধি কুসুম। ইহা কটুরস, পাকে তিক্ত ও তীক্ষ্ণ এবং বাহ্যপ্রয়োগে কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণ ও বিস্ফোটের শান্তিকারক।

পীত-কদলী।—ইহার অপর নাম স্বর্ণকদলী। বাঙ্গালায় ইহাকে চাঁপাকলা বলে। (কদলী দ্রষ্টব্য।)

পীত-কাঞ্চন।—ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম। ইহা পীতবর্ণ বলিয়া ইহাকে পীতকাঞ্চন কহে। পীতকাঞ্চনের গাছ কষায় রস, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ব্রণরোপক এবং কফ, বায়ু ও মূত্র-কৃচ্ছ্ররোগে উপকারক।

পীত-কুরব।—ইহার অপর নাম পীতঝিণ্টী। বাঙ্গালায় ইহা পীতঝাঁটী নামে পরিচিত। (কিঙ্কিরাত দ্রষ্টব্য।)

পীত-কুষ্মাণ্ড।—পীত-কুষ্মাণ্ডকে বাঙ্গালায় বিলাতী কুমড়া বা সূর্য্যকুমড়া কহে। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ু-প্রকোপক ও শ্লেষ্মনাশক।

পীত-চন্দন।—ইহা একপ্রকার সুগন্ধি-চন্দন। দ্রাবিড়দেশে ইহা কলম্বক নামে পরিচিত। বাঙ্গালায় ইহাকে কলম্বা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পীতগন্ধ, কালেয়, পীতক, মাধবপ্রিয়, কালানুসার্য্য, পীতকার্য্য, বর্ব্বুর, কালীয়ক, কালীয়, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কালা-নুসার্য্যক। ইহা তিক্তরস, শীতল ও কান্তিকারক, এবং শ্লেষ্মা, ব্যঙ্গ, কৃমি, দদ্রু, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিচর্চ্চিকা রোগে হিতকর। রক্তচন্দনের অন্যান্য গুণও ইহাতে বর্ত্তমান আছে।

পীত-ভৃঙ্গরাজ।—ইহা এক-প্রকার ভৃঙ্গরাজ। ইহার পুষ্প পীতবর্ণ বলিয়া ইহাকে পীত-ভৃঙ্গরাজ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—স্বর্ণভৃঙ্গার, হরি-প্রিয়, দেবপ্রিয়, বন্দনীয় ও পাবন। ইহা তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর ও কেশরঞ্জক এবং কফ, আমদোষ ও শোথে হিতকর।

পীত-মূলী।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের মূল। ইহার বাঙ্গালা নাম রেউচিনি। রেউচিনি মৃদু-বিরেচক এবং অজীর্ণ, অতি-সার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মলবদ্ধতা, শীত-পিত্ত ও দুষ্টব্রণরোগে বিশেষ উপকারক।

পীযূষ।—গাভী প্রসবের পর সাত দিনের মধ্যে দোহন করিলে, যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, সেই দুগ্ধকে পীযূষ বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম গাঁজলা দুধ। এই দুগ্ধ মধুর-রস, গুরুপাক, পুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক।

পীযূষোখা।—(Eulophia campestris) পীযূষোখা একপ্রকার

স্বাদু। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে সালম্ মিছরি কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, বলকর, পুষ্টিজনক, রক্তপরিষ্কারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

পীলু।—(Salvadora Indica) ইহা কোঙ্কণদেশজাত একপ্রকার লতাজাতীয় বৃক্ষ। ইহাকে বাঙ্গালায় পীলু, হিন্দীতে ঝল, মহারাষ্ট্রদেশে পীলু, তেলেগুতে গোলুগুচেট্টু ও পিন্নবরগোগু, বোম্বাই প্রদেশে কক্হন্ এবং তামিলীতে কোকু কহে। দেশ বিশেষে ইহা ভূমিজ ও আখরোট নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পীলুক, গুড়ফল, স্রংসী, শীতসহ, ধানী, বিরেচন, ফলশাখী, শ্যাম, করভ-বল্লভ ও কলভ-বল্লভ। পীলুর ফল মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, মলভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, এবং গুল্মরোগে হিতকর। যে পীলুফল মধুর-তিক্ত-রস, তাহা অধিক উষ্ণবীর্য্য নহে, এবং ত্রিদোষ, প্রমেহ, সন্ধিবাত ও পিত্তবিকারের উপশমকারক। যে পীলু-ফল তিক্ত-রস তাহা পিত্তবর্দ্ধক, সারক, এবং পাকে কটু।

পীলু-তৈল।—পীলুফলের তৈল কটু-রস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক ও সারক; এবং বায়ু, কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগে হিতকর।

পীলুপর্ণী।—ইহার অপর নাম মোরট। বাঙ্গালায় ইহাকে লতাকরাস্ত কহে। ইহা একপ্রকার ঔষধিবিশেষ। ইহার শাক মধুর-রস, শীতল, মলভেদক, রুক্ষ এবং বিষ্টম্ভাজীর্ণ নিবারক।

পীবরী।—(Abroma Augusta,) ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় গাছ। ইহার অপর নাম বোষিণী, ক্রমোৎপল ও পরিব্যাধ। বাঙ্গালায় ইহাকে ওলটকম্বল কহে, ইহার পাতা স্থলপদ্মের পাতার অনুরূপ, ফুল—ছোট ও রক্তবর্ণ। ওলটকম্বল যোনিরোগ, জরায়ুদোষ, প্রদর, রজোদোষ ও অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক।

পুণ্ডরীক।—(Nelumbium speciosum—A white lotus) ইহা একপ্রকার পুষ্পবিশেষ। ইহার অপর নাম শ্বেতপদ্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতপদ্ম, মহারাষ্ট্র ভাষায় পাণ্টরেকলম, কর্ণাটে বিলিয়তাবরে, এবং তেলেগু ভাষায় তেল্লতামব কহে। ইহা তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, পিপাসানাশক ও রক্তরোধক, এবং কফ, পিত্ত, দাহ ও শ্রান্তি প্রভৃতির নিবারণকারক। পুণ্ডরিয়া গাছকেও পুণ্ডরীক কহে। ইহা নেত্র-রোগে হিতকর।

পুণ্ড্রেক্ষু।—ইহা একপ্রকার ইক্ষুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছাঁচি বা পুঁড়ি আক, মহারাষ্ট্রদেশে পুণ্ডাউস, এবং

কর্ণাটে বাসরকবু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রসাল, ইক্ষুবাটী, যোনি, ইক্ষুযোনির, সালী, রসদালিকা ও করঙ্কশালি। এই ইক্ষু অতি মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, অতিশয় সন্তর্পণ ও বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, এবং দাহ, পিত্ত ও শ্রান্তি-নিবারক। ইহার চিনি স্নিগ্ধ ও রুচিকর, এবং ক্ষীণ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

পুত্রঞ্জীব বা পুত্রজীব।—(Putranjiva Roxburghii. Syn.—Nagera Putranjiva.) ইহা এক-প্রকার বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষের পত্র বকুলপত্রের ন্যায়। কোলাপুর অঞ্চলে এই বৃক্ষ জন্মে। বাঙ্গালায় ইহাকে জিয়াপুত বা পুতজিয়া, হিন্দীতে পিতৌজিয়া, জিতাপুটজ ও পুত্রজীব, মহারাষ্ট্র দেশে জিবনপুতর, তেলেগুভাষায় কবুরজুবি, এবং বোম্বাই প্রদেশে জীবনপুতর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গর্ভকর, জীবপুত্রক, শ্রীপদাপহ, কুমারজীব, পুত্রজীবক, পবিত্র, গর্ভদ, সুতজীবক, যষ্টীপুষ্প ও গর্ভধারক। ইহা মধুর-লবণ-রস, শীতল, রুক্ষ, মলমূত্রভেদক, চক্ষুর হিতকর ও গর্ভরক্ষক, এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, দাহ ও তৃষ্ণার উপশমকারক। ইহার ফল শীতল জলে বাটিয়া ভোজন ও পান করিলে, এবং অঞ্জন ও প্রলেপ দিলে, সকল প্রকার বিষদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পুত্রদাত্রী।—ইহা মালবদেশজাত একপ্রকার লতার নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বাতারি, ভ্রমরী, শ্বেতপুষ্পিকা, বৃত্তপত্রা, অতিগন্ধালু, বেশীজাতা ও সুবল্লরী। ইহা সুরভি, কটু-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, বাত-কফনাশক, বন্ধ্যাদোষনিবারক, এবং সকল অবস্থাতেই পথ্য।

পুনর্নবা।—(Bœrhaavia diffusa) ইহা একপ্রকার শাকের নাম। শ্বেত, রক্ত ও নীলবর্ণভেদে ইহা তিন প্রকার। শ্বেতপুনর্নবাকে বাঙ্গালায় শ্বেত-পুণ্যা, এবং রক্তপুনর্নবাকে গদাপুণ্যা কহে। শ্বেতপুনর্নবার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বৃশ্চিরা, চিরাটিকা, বর্ষাঙ্গী, বর্ষাহ্বী, বিশাখ, কঠিল্ল, শশিবটিকা, পৃথ্বী, সিতবর্ষাভূত, ঘনপত্র, কঠিল্লক, শোথঘ্নী, বর্ষাভূ, প্রাবৃষ্যায়ণী। রক্ত পুনর্নবার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্রূরা, মণ্ডলপত্রিকা, শোথঘ্নী, রক্তপুষ্পিকা, বিকস্বরা, বিষঘ্নী, প্রাবৃষেণ্যা, সারিণী, বর্ষাভব, শোনপত্র, ভৌম, পুনর্ভব, নব ও নব্য। পুনর্নবার হিন্দী নাম শান্ত, মহারাষ্ট্রদেশীয় নাম পাণ্ডরী ঘেণ্টুলী, কর্ণাট দেশীয় নাম বিলিয়ঢ়, বেল্লড়কিলু ও কেম্পিন বেল্লড়কিলু, তেলেগুভাষায় নাম অতিকমমেদি, তামিলীভাষায় নাম মুকরত্তেকিরে, এবং বোম্বাই প্রদেশীয় নাম পুনর্নবা। শ্বেত-পুনর্নবা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য

ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং শ্লেষ্মা, বায়ু, শোথ, উদর, পাণ্ডু, অরুচি, কাস, হৃদ্রোগ, শূল, অর্শঃ, ব্রণ, রক্তবিকার ও বিষদোষে উপকারক। রক্ত-পুনর্নবা তিক্ত-রস, কটুপাকী, শীতল, লঘুপাক, সারক ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, শোথ, পাণ্ডু ও রক্তপ্রদরে হিতকর। নীল-পুনর্নবা কটুতিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও রসায়ন, এবং শোথ, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, শ্বাস ও বায়ুর শান্তিকারক। পুনর্নবামূলের কাথ শীতল, মলভেদক, উদরাময়নাশক, শ্বাসের উপশমকারক, এবং অধিক মাত্রায় সেবন করিলে বমনকারক। পুনর্নবা পত্রের প্রলেপ ব্যবহারে নাড়ীব্রণের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

পুন্নাগ।—(Calophyllum Inophyllum) ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পুনাং ও রাজচম্পক, মহারাষ্ট্রদেশে পুন্নগ, কর্ণাট দেশে সুরহোন্নেরভেদ, দাক্ষিণাত্যে সুরপত্তি, তেলেগু ভাষায় সুরপোন্নচেট্টু, উৎকল দেশে পুনাং, বোম্বাই প্রদেশে উদি, এবং তামিলীতে পিন্নর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পুরুষ, তুঙ্গ, কেশর, দেববল্লভ, কেশব, কেসরী, কাম্বোজ, নাগপুষ্প, কুম্ভীক, রক্তকেশর, পাণ্ডুনাগ, পুন্নামা, পাটলদ্রুম, রক্তপুষ্প, রক্তরেণু ও তরুণ। ইহা সুগন্ধি, কষায়-মধুর-রস ও শীতল, এবং কফ, রক্ত, পিত্ত ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

পুরাণ-কিট্টম।—ইহার অপর নাম লৌহমল। বাঙ্গালায় ইহাকে মণ্ডুর বলে। (মণ্ডুর দ্রষ্টব্য।)

পুরাণ-ঘৃত।—দশবৎসরের অধিক কালস্থিত ঘৃতকে পুরাণঘৃত কহে। ইহা উগ্রগন্ধ, তিক্তরস ও ব্রণনাশক, এবং অপস্মার, মূর্চ্ছা, শিরোরোগ ও কর্ণরোগে বিশেষ উপকারক। পুরাণ ঘৃত ও শুঁঠের গুঁড়া একত্র মালিশ করিলে, বক্ষোবেদনা নিবারিত হয়। এক বৎসর অতীত হইলেই তাহাকে কেহ কেহ পুরাণঘৃত বলিয়া স্বীকার করেন। এই ঘৃত অল্প অভিষ্যন্দী, মধুর-রস ও বলকারক।

পুরাতন গুড়।—এক বৎসরের অধিক কালস্থিত গুড়কে পুরাতন গুড় বলা যায়; তবে তাহা অপেক্ষা অধিক পুরাতন হইলেই অধিক ফলপ্রদ হয়। পুরাতন গুড় মধুর-রস, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মল-মূত্রশোধক, শ্রান্তিনিবারক, যকৃৎ-প্লীহার উপকারক, এবং সংযোগবিশেষানুসারে জ্বর, সন্তাপ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বায়ু, পিত্ত ও ত্রিদোষের শান্তিকারক।

পুষ্কর-মূল।—(The root of Aplotaxis auriculata.) ইহা

Costus Speciosus

পুষ্কর দেশজাত একপ্রকার বৃক্ষের মূল। কাশ্মীর দেশে ইহা পাতল-পদ্মিনী নামে পরিচিত। বাঙ্গালায় ইহাকে পুষ্কর মূল, হিন্দীতে পীহোকরমূলী, তেলেগু-ভাষায় পুষ্কর-দেশংলো-প্রসিদ্ধ মৈন-ওষধি-বিশেষমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পদ্মবর্ণক, পদ্মবর্ণ, পদ্মপত্রক, মূল, পুষ্কর, পুষ্করিণী, বীর, পৌষ্কর, পুষ্কর, কাশ্মীর, ব্রহ্মতীর্থ, শ্বাসারি, মূলপুষ্কর, পুষ্করজটা ও পুষ্করশিখ। ইহা কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণ-বীর্য্য, এবং বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি, পার্শ্বশূল, শোথ ও পাণ্ডুরোগের উপশমকারক। পুষ্করমূলের অভাবে কুড় ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বীজ মধুর-রস ও মধুর-বিপাক।

পুষ্প-কাসীস।—ইহা একপ্রকার হীরাকস; ইহা ঈষৎ পীতবর্ণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নয়নৌষধ, কংসক, নেত্রৌষধ, বৎসক, মলীমস, হ্রস্ব, বিষদ ও নীলমৃত্তিকা। এই হীরাকস, অম্ল-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল ও কেশের উপকারক, এবং বাতশ্লেষ্মা, নেত্রকণ্ডূ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগ-নিবারক, মতান্তরে উষ্ণবীর্য্য। ইহার প্রলেপ ব্যবহারে ত্বক্‌দোষ ও কুষ্ঠ প্রভৃতির শান্তি হয়।

পুষ্পাম্ভ।—(Aqua-de-Rosa. Syn.—Rose water.) ইহার অপর নাম পুষ্পদ্রব। বাঙ্গালায় ইহাকে গোলাপ জল বলে। ইহা কষায়-রস, সুরভি, শীতল, এবং দাহ, শ্রান্তি, বমন, মোহ এবং মুখরোগে হিতকর।

পুষ্প-ফল-শাক।—লাউশাক আদি যাবতীয় পুষ্প শাক এবং ফল-শাককেই পুষ্প-ফল-শাক কহে। ইহা পাকে মধুর-রস, স্বাদু, মল-মূত্র-কফ-বর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

পুষ্পরাগ।—ইহা একপ্রকার পীতবর্ণ মণির নাম। চলিত কথায় ইহা পোখরাজ নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পুষ্পরাজ, মঞ্জুমণি, বাচস্পতি-বল্লভ, পীত, পীতস্ফটিক, পীতরক্ত, পীতাশ্মা, গুরুরত্ন ও পীতমণি। ইহা অম্ল-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক, এবং শরীরে ধারণ করিলে আয়ুঃ, জ্ঞান ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পুষ্প-বিষ।—বেত্র, কদম্ব, বল্লিজ, করম্ভ ও মহাকরম্ভ নামক পাঁচপ্রকার বিষাক্ত ফুলকে পুষ্পবিষ কহে। পুষ্প-বিষ সেবনে আধ্মান (পেট-ফাঁপা), বমি ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

পুষ্প-শর্করা।—পুষ্প-রস অর্থাৎ পুষ্প-মধু হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাকে পুষ্প-শর্করা কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক ও রুচিকর এবং পিত্ত ও রক্তের উপকারক।

পুষ্প-শাক।—লাউ, কুমড়া ও অন্যান্য যে সকল লতার ফুলে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে পুষ্পশাক বলে। ইহা মধুর-রস, মধুর-বিপাক, মলমূত্র-কারক, কফ-পিত্তনাশক, এবং বায়ুবর্দ্ধক।

পুষ্প-সার।—পুষ্পসারকে ফুলের নির্য্যাস বলা যায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পুষ্পনির্য্যাস, পুষ্পরস, পুষ্পদ্রব, পুষ্পস্বেদ, পুষ্পজ ও পুষ্পাম্বুজ। ইহা সুরভি, শীতল ও কষায়-রস, এবং দাহ, শ্রান্তি, বমি, মেহ ও মুখরোগে উপকারক।

পুষ্পাঞ্জন।—দারুহরিদ্রা প্রভৃতি পদার্থ হইতে একপ্রকার কৃত্রিম অঞ্জন প্রস্তুত হয়; তাহাকে পুষ্পাঞ্জন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পুষ্পকেতু, কৌসুম্ভ, কুসুমাঞ্জন, রীতিক, রীতিপুষ্প ও পৌষ্পক। ইহা শীতল এবং পিত্ত, দাহ, হিক্কা, কাস, নেত্ররোগ ও বিষদোষে উপকারক।

পুষ্পার্ক।—ইহা ফুলের একপ্রকার আরক বিশেষ। ধ্বজভঙ্গ, বন্ধ্যা ও অন্যান্য রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। সেউতী, পদ্ম, বাসন্তী, গোলাপ, চামেলী, যূথী, চম্পক, বকুল, কদম্ব, প্রভৃতি ফুল কেতকী ফুলের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া যথাবিধি অর্ক অর্থাৎ আরক প্রস্তুত করিলে, তাহাকে পুষ্পার্ক কহে।

পূগফল।—(Areca catechu.) ইহার অন্য নাম গুবাক। বাঙ্গালায় ইহাকে সুপারী কহে। সুপারী কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, রুক্ষ, মলভেদক, অগ্নিমান্দ্যকারক, পিত্ত-কফ-নাশক, বায়ুবর্দ্ধক, এবং মুখের বৈরস্যনাশক। কাঁচা-সুপারী অধিক কষায়-রস, বিষ্টম্ভী এবং মত্ততাজনক। পুষ্ট অথচ অপক্ক সুপারী দুর্জ্জর ও মলভেদক। পরিপক্ক সুপারীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পূতনী।—(Mentha arvensis. Syn.—M Sativa.) ইহা—পুদিনাশাক নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। ইহা সুগন্ধি ও অরুচিনাশক, এবং কামলা, মূর্চ্ছা ও বমি-নিবারক। শুষ্ক পুদিনা অগ্নিবর্দ্ধক, উত্তেজক ও স্নিগ্ধতাকারক।

পূতি-করঞ্জ।—(Guilandina Bonduc or Cæsalpinia bonducella) ইহার বাঙ্গালা নাম নাটাকরঞ্জ, হিন্দীতে ইহাকে কণ্টকরেজা, বোম্বাই প্রদেশে সাগরগোটা, এবং তামিলীতে পেচ্চাক্কয় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, —প্রকার্য্য, পূতিকরঞ্জ, পূতীকরঞ্জ, পূতিক, পূতীক, কলিকারক, কলিমারক, কলহনাশন কলিমারক, প্রকীর্ণ, রজনীপুষ্প, সুমনাঃ, পূতিকর্ণিক, কৈড়র্য্য ও কলিমাল্য। ইহা কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং গুল্ম, উদাবর্ত্ত, অর্শঃ,

ক্রিমি, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিচর্চ্চিকা, ত্বক্‌-দোষ, যোনিদোষ, বিষদোষ ও বায়ুরোগে উপকারক। ইহার বীজ বলকারক। বীজের মজ্জা নীরস, উষ্ণবীর্য্য, বল-কারক, জ্বরনাশক ও রক্তস্রাবরোধক, এবং বাহ্যপ্রয়োগে অন্ত্রবৃদ্ধি ও শোথ-রোগের উপশমকারক। ইহার পত্র উষ্ণবীর্য্য, কটুপাকী, মলভেদক, লঘু ও পিত্তবর্দ্ধক, এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ, ক্রিমি ও শোথরোগের নিবারক।

পূরিকা।—ইহার বাঙ্গালা নাম দালপুরি বা কচুরী। বাঁটা কলাই, লবণ, আদা, হিং ও মউরী প্রভৃতি মশলাসহ ময়দার ঠোসের মধ্যে দিয়া বেলিয়া ঘৃতে ভাজিলে পূরিকা প্রস্তুত হয়। পূরিকা সুস্বাদু, রুচিকর, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বল-কর, শুক্রবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর, এবং বায়ু ও রক্তপিত্তরোগে উপকারক। তেলেভাজা-পূরি মলভেদক, চক্ষুর অনিষ্টকর ও রক্তপিত্তদূষক।

পূর্ব্ববায়ু।—পূর্ব্বদিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা লবণ-মধুর-রস-জনক, স্নিগ্ধ, গুরু, বিদাহকারক, বায়ুনাশক ও রক্ত-পিত্তবর্দ্ধক, এবং ক্ষতরোগপীড়িত, ব্রণরোগার্ত্ত, বিষদুষ্ট ও শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তির রোগবর্দ্ধক।

পৃক্কা।—(Trigonella corniculata.) ইহার বাঙ্গালা নাম পিড়িং শাক। হিন্দীতে ইহাকে পুরী এবং উৎকলদেশে ফিরিকি শাক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মরুন্মালা, পিশুনা, দেবীলতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটী-বর্ষা, লঙ্কায়িকা, লঙ্কাপিকা, লঙ্কারিকা, লতামরুৎ, ব্রাহ্মণী, কুটিলা, দেব-পুত্রিকা, মালানী, মালাধিকা, লঘ্বী, পঞ্চগুপ্তিরসা, সমুদ্রকান্তা, মরুৎমালা, পৃক্কা, কোটী, বর্ষা, লঙ্কোপিকা, বর্ষা-লঙ্কায়িকা, তস্কর, রোচক, চণ্ড ও দেবপুত্রী। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, পাকে মধুর, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষ-নাশক, এবং দাহ, ঘর্ম্ম, জ্বর, রক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষদোষের উপশমকারক।

পৃথু।—মোটা কৃষ্ণজীরাকে সংস্কৃত ভাষায় পৃথু কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং আধ্মান (পেটফাঁপা) এবং বাত ও গুল্ম-রোগের শান্তিকারক।

পৃথুক।—ইহার অন্য নাম চিপি-টক। বাঙ্গালায় ইহাকে চিঁড়া, এবং হিন্দীতে চূড়া কহে। প্রথমতঃ ধান্য কিছু সিদ্ধ করিয়া সেই সিদ্ধ ধান্য অল্প ভাজিবে, এবং ঢেঁকীতে কুটিয়া লইবে। ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বিষ্টম্ভ-কারক, কফজনক, কামবর্দ্ধক। দুগ্ধ-মিশ্রিত চিঁড়া পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও মলভেদক।

পৃশ্নিপর্ণী।—(Doodia lagopodioides.) ইহাকে বাঙ্গালায় চাকুলে, হিন্দীতে পীঠবন, পীতবন, পাঠৌনী, মহারাষ্ট্র দেশে সেবরা, কর্ণাটে নবিয়লবোনে, তেলেগুতে কোলাকুপোন্না, এবং উৎকলদেশে ক্রষ্টপর্ণি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পৃথকপর্ণী, চিত্রকপর্ণী, অঙ্ঘ্রিবল্লিকা, ক্রোষ্টুবিনা, সিংহপুচ্ছী, কলশি, ধাবনি, গুহা, সিংহলাঙ্গুলী, পিষ্টপর্ণী, তম্বী, লাঙ্গলী, ক্রোষ্টুক-পুচ্ছিকা, পূর্ণপর্ণী, কলশী, ক্রোষ্টুক-মেখলা, দীর্ঘা, শৃগালবৃন্তা, ত্রিপর্ণী, সিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘপত্রা, অতিগুহা, ঘষ্টিলা, চিত্র-পর্ণিকা, ক্রোষ্টুপুচ্ছি কলসি, কদলা, কন্ধশত্রু, চক্রকুল্যা, চক্রপর্ণী, শীর্ণমালা, মহাগুহা, শৃগালবিন্না, ধমনী, লাঙ্গুলিকা, ব্রহ্মপর্ণী, দীর্ঘপর্ণী, সিংহপুষ্পী, পৃষ্টিপর্ণী, অঙ্ঘ্রিপর্ণী ও ধাবনী। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক, এবং দাহ, জ্বর, শ্বাস, কাস রক্তাতিসার, পিপাসা, বমি, ব্রণ, উন্মাদ ও বায়ুরোগের উপশমকারক। ইহা শরীরে বন্ধন করিলে, পালাজ্বর নিবারিত হয়।

পৃষত।—ইহা এক প্রকার হরিণের নাম। এই হরিণের গাত্রে শাদা রঙ্গের বিন্দু বিন্দু দাগ আছে। ইহার মাংস মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও মলরোধক এবং শ্বাস, জ্বর ও ত্রিদোষজ রোগে হিতকর।

পেয়া।—ইহা এক প্রকার যবাগূ। চাউল ১১ এগার গুণ অথবা ১৫ পনর গুণ জলে পাক করিয়া সিটি ছাঁকিয়া না ফেলিলে, তাহাকেই পেয়া কহে। পেয়া পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মল-মূত্রাদির অনুলোমকারক; এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দুর্ব্বলতা, কুক্ষিরোগ ও জ্বরের শান্তিকারক।

পেয়ূষ।—প্রসবান্তে সপ্তাহের মধ্যে গাভী দোহন করিলে, যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহাকে পেয়ূষ বলে। বাঙ্গালায় ইহা গাঁজলা-দুধ নামে অভিহিত। (গাঁজলা-দুধ দ্রষ্টব্য।)

পেরোজ।—ইহা একপ্রকার উপরত্ন বিশেষ। পারসীতে ইহাকে ফেরোজা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হরিতাশ্ম ও পেজর। ইহা দুইপ্রকার;—এক প্রকারের রঙ্ সবুজ, এবং অপর প্রকারের রঙ্ ভস্মের মত। উভয় পেরোজই মধুরযুক্ত অতিকষায়-রস ও অগ্নিবর্দ্ধক। সবুজ রঙ্গের ফেরোজা স্থাবর ও জঙ্গম, উভয়বিধ বিষের হানিকারক, এবং ভস্ম-বর্ণের পেরোজ শূল, তিমিররোগ ও ভূতাবেশে উপকারক।

পৈষ্টিক।—ইহা একপ্রকার মদের নাম। ইহা পাক্ত হইতে প্রস্তুত

হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে ধেনোমদ কহে। অন্যান্য মদ অপেক্ষা ইহার মাদকতা কম। ধেনোমদ অম্ল-মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং পাণ্ডুরোগ-জনক।

পোতাধান।—ক্ষুদ্র মৎস্যকে অর্থাৎ মাছের পোনার ঝাঁককে পোতা-ধান বলে। এই মৎস্য লঘুপাক, মুখ-রোচক এবং স্নিগ্ধ।

পোলিকা।—পাতসা রুটীর সংস্কৃত নাম পোলিকা। ইহা মধুর-রস, মধুর-বিপাক, লঘুপাক, মলরোধক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্র-বর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

পৌত্রিক।—ইহা একপ্রকার মধুবিশেষ। পুত্রিকা নামক মক্ষিকা যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে পৌত্রিক মধু কহে। কেহ কেহ এই মক্ষিকার নাম পুত্তিকা এবং ঐ মক্ষিকা-সঞ্চিত মধুকে পৌত্তিক মধু বলেন। এই মক্ষিকা ক্ষুদ্র, কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার, এবং অনেকটা মশকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা প্রায় বৃক্ষকোটরেই মধুচক্র প্রস্তুত করে। ইহাদের সঞ্চিত মধু দেখিতে ঘৃতের ন্যায়। ইহা রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, মত্ততাকারক, অম্ল-পাকী, বাত-পিত্ত-রক্তবর্দ্ধক ও দাহজনক, এবং প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ক্ষতাদিরোগের উপশমকারক। ইহা হইতে যে শর্করা জন্মে তাহার গুণও তদনুরূপ।

প্রতুদ।—ইহা একশ্রেণীর পক্ষীর নাম। যে সকল পক্ষী খুঁটিয়া খায়, তাহাদিগকে প্রতুদ কহে। প্রতুদ পক্ষীর সদ্যোমাংস মধুররস, উষ্ণ, গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও বলকারক, এবং পিত্ত, দাহ ও রক্তবর্দ্ধক। ইহার আরক মলমূত্ররোধক, কিঞ্চিৎ বায়ুকারক, এবং কফ-পিত্তের শান্তিকারক।

প্রদিগ্ধ-মাংস।—বহুপরিমিত ঘৃতে জলের ছিটা দিয়া সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে ঘোল, এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্র প্রভৃতি উপযুক্ত মসলার সহিত মাংস পাক করিলে, তাহাকে প্রদিগ্ধ-মাংস কহে। এই মাংস পুষ্টিকর, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফপিত্ত-নাশক।

প্রদীপন।—ইহা একপ্রকার স্থাবর বিষ। ইহা রক্তবর্ণ এবং অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে অত্যন্ত দাহ জন্মিয়া থাকে।

প্রপানক।—ইহা একপ্রকার পানা অর্থাৎ সরবৎবিশেষ। কাঁচা আম জলে সিদ্ধ করিয়া, উপযুক্ত জলে তাহা চটকাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, এবং তাহার সহিত চিনি, মরিচের গুঁড়া ও কর্পূর মিশ্রিত করিবে। ইহাকেই প্রপানক

কহে। এই পানা সদ্যোরুচিকর, ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিজনক, বলকারক, পিপাসানাশক, শ্রান্তিনিবারক ও বায়ুনাশক।

প্রপৌণ্ডরীক।—(Root stock of Nymphœa lotus.) ইহা এক-প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে পুণ্ডরিকা, হিন্দীতে পুড়েরী, মহারাষ্ট্রদেশে পুণ্ডরীক, এবং তেলেগুভাষায় পুঁড়রীক-মনুগেবিধ্যানমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শীত, শ্রীপুষ্প, পুণ্ডরী, পুণ্ডর্য্য, পৌণ্ডরীক, সুপুষ্প, সানুজ ও অমুজ। ইহা তিক্ত-মধুর রস, মধুরপাকী, শীতল, বর্ণকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর; এবং পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, দাহ, পিপাসা, জ্বর ও রক্তপিত্তরোগে উপকারক।

প্রবাল।—প্রবাল একপ্রকার রত্নের নাম। ইহাকে বাঙ্গালায় পলা এবং হিন্দীতে মুঙ্গা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিদ্রুম, রক্তকন্দ, রক্তকন্দক, অঙ্গারকমণি, রক্তাঙ্গ, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রক্তাকার ও লতামণি। প্রবাল মধুর-অম্ল-কষায়-রস, শীতল, সারক, বমন-কারক, চক্ষুর হিতকর, কফ-পিত্তাদি দোষ-নাশক, স্ত্রীদিগের বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং ধারণ করিলে, মঙ্গলজনক। প্রবালের আকৃতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ধারণ করা উচিত, যেহেতু সূক্ষ্ম, ঘন, শিরাহীন ও গোলাকার প্রবালই শুভকারক; আর যে সকল প্রবাল শ্বেতবর্ণ অথবা কৃষ্ণকৃষ্ণবর্ণ এবং সূক্ষ্মবক্র, তাহা অশুভকারক।

প্রবাল ভস্ম করিয়া ঔষধাদিতে ব্যব-হার করিতে হয়। জয়ন্তী পাতার রসে ভাবনা দিয়া, গজপুটে দগ্ধ করিলেই প্রবাল ভস্ম হইয়া থাকে।

প্রবাত।—প্রবল বেগে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাকে প্রবাত কহে। প্রবল বায়ু সেবন করিলে, শরীরের রুক্ষতা, বিবর্ণ ও জড়তা জন্মে, অগ্নিমান্দ্য হয়। ইহা দাহরোগের শান্তিকারক।

প্রশাতিক।—(Panicum frumentaceum.) ইহা একপ্রকার তৃণ-ধান্য। ইহার অপর নাম শ্যামা-ধান। এই তৃণধান্য মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, শোষণকারক, বায়ুবর্দ্ধক, মলরোধক ও কফপিত্তনাশক।

প্রসন্না।—মদ্যের উপরিভাগস্থ স্বচ্ছ অংশের নাম প্রসন্না, ইহার অন্য নাম সুরামণ্ড। ইহা রুক্ষ, পিত্ত-বর্দ্ধক ও বাত-কফ নাশক, এবং মলাদির বিবন্ধ, অর্শঃ, আনাহ, শূল, আটোপ (পেট ডাকা ও বেদনা), এবং আমা-শয় রোগে হিতকর।

প্রসহ।—যে সকল জীব সহসা আক্রমণ করিয়া আহার করে, তাহা-দিগকে প্রসহ কহে। হিংস্র পশু পক্ষী

এবং বানর প্রভৃতি প্রাণী প্রসহ-জাতীয় জীবের অন্তর্ভুক্ত। প্রসহজীবের মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক, এবং অর্শঃ প্রমেহ, নেত্ররোগ, উদররোগ, শারীরিক জড়তা ও ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকারক।

প্রসারিণী।—(Pæderia Fœtida.) ইহা দুর্গন্ধযুক্ত একপ্রকার লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধভাদুলিয়া ও গান্ধাল, হিন্দীতে গান্ধালী ও গন্ধপ্রসারিণী, মহারাষ্ট্রে চাঁদবেলি, কর্ণাটে হেসরণে, তেলেগু ভাষায় গোন্তেম গোরুচেট্টু ও সবিরেল চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুপ্রসরা, সারিণী, প্রসরা, সরা, চারুপর্ণী, রাজবালা, ভদ্রপর্ণী, প্রতানিকা, প্রবলা, রাজপর্ণী, চন্দ্রপর্ণী, ভদ্রবলা, চন্দ্রবল্লী, প্রভদ্রা ও বল্যা। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, সারক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, বেদনানাশক, ভগ্নস্থানের সংযোজক ও বাতকফনাশক, এবং অর্শঃ, শোথ ও বাতরক্তরোগে উপকারক।

প্রিয়ঙ্গু।—(Aglaia Roxburghiana.) ইহা একপ্রকার সুগন্ধিলতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধ-প্রিয়ঙ্গু, হিন্দীতে প্রিয়ঙ্গ, গন্ধপ্রিয়ঙ্গ ও প্রিয়ঙ্গু, কর্ণাটে নের্পিলগু, বোম্বাই-প্রদেশে গহলা এবং তেলেগু ভাষায় প্রেঙ্কণপুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্যামালতা, গোবন্দিনী, শুভ্রা, ফলিনী, বিষ্বক্সেনা, গন্ধফলা, কারম্ভা, প্রিয়ক, কটু, কান্তা, কৃশাঙ্গী, কৃষ্ণপুষ্পী, সৌবর্ণভেদিনী, প্রিয়বল্লী, ফলপ্রিয়া, গৌরী, বৃত্তা, কঙ্গু, কঙ্গুনী, ভঙ্গুরা, গৌরবল্লী, সুভগা, পর্ণভেদিনী, শুভা, পীতা, মঙ্গল্যা, শ্রেয়সী এবং স্ত্রীবাচক সমস্ত শব্দ। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, বাতপিত্তনাশক ও মুখের জড়তানিবারক, এবং রক্তাতিসার, রক্তস্রাব, রক্তপিত্ত, বমন, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, মোহ, ভ্রান্তি, গুল্ম, গাত্রদুর্গন্ধ ও বিষদোষের উপশমকারক। প্রিয়ঙ্গুর ফল মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, বলকর, মলরোধক ও আধ্মানজনক, এবং কফ ও পিত্তের শান্তিকারক।

প্রিয়ঙ্গু-ধান্য।—ইহা একপ্রকার তৃণধান্যবিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে কামিনী-ধান, হিন্দীতে কুঁরাধান ও প্রিয়ঙ্গু, এবং মহারাষ্ট্রদেশে বরগু কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, কফনাশক ও বাত-পিত্তবর্দ্ধক। শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণভেদে প্রিয়ঙ্গুধান্য চারিপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা রক্তবর্ণ, রক্তবর্ণ অপেক্ষা পীতবর্ণ, এবং পীতবর্ণ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণের গুণ অধিক।

প্রোষ্ঠী।—(Cyprinus Sophore) ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম।

বাঙ্গালায় ইহাকে পুঁটীমাছ কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সফরী, শ্বেতকোল, প্রোষ্ঠী ও প্রোষ্ঠ। ছোটবড়ভেদে পুঁটীমাছ দুই প্রকার। তন্মধ্যে ছোট পুঁটী কটু-তিক্ত-মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক ও কফ-বায়ু-নাশক, এবং বড় পুঁটী মধুর, তিক্ত-রস, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক ও কফবায়ু-নাশক, এবং মুখরোগ ও কণ্ঠরোগে উপকারক।

প্লবচর।—যে সকল পক্ষী জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে প্লবচর কহে। প্লবচর পক্ষীর মাংস মধুর-রস, পাকে মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, মল-মূত্র-বিরেচক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও রক্তপিত্ত-নিবারক।

প্লক্ষ।—(Thespesia populnes) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পাকুড় গাছ, দেশভেদে গান্ধীভাট, হিন্দীতে পাকড়ি, পথর ও গজদন্ত-সহোরা, তেলেগু-ভাষায় গঙ্গরষ-জুর্ব্বি, এবং তামিলীতে পোরিতলাবি কহে। ছোট-বড়ভেদে এই গাছ দুই প্রকার; উভয়েরই গুণ একরূপ। ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল, শ্লেষ্ম-পিত্তনাশক ও রক্তদোষ-নিবারক, এবং মূর্চ্ছা, ভ্রম, প্রলাপ, শোষ, শোথ, ও বিসর্প রোগের শান্তি-কারক।

ফ।

ফঞ্জিকা।—ইহা একপ্রকার পত্র-শাক। ইহার সংস্কৃত নামান্তর ভার্গী; বাঙ্গালায় ইহাকে বামুনহাটী বলে। (বামুনহাটী দ্রষ্টব্য।)

ফঞ্জ্যাদিপঞ্চক।—ফঞ্জিকা, জীবনী, পদ্মা, তর্কারী এবং চুঞ্চুক, এই পাঁচপ্রকার পত্রশাককে ফঞ্জ্যাদিপঞ্চক বলে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষনাশক।

ফটিকারী।—(Alumen. Syn.—Alum.) ইহা একপ্রকার ক্ষার পদার্থ। বাঙ্গালায় ইহাকে ফটকিরী, হিন্দীতে ফিট্‌কারী, তেলেগু ভাষায় পতিকুরাম, তামিলীতে পতিকারম, দাক্ষিণাত্যে ফটক্রী, গুজরাটে ফর্করী, এবং বোম্বাই প্রদেশে ফটিকা কহে। ইহা কটু-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, মলরোধক, রক্তস্রাব নিবারক, সঙ্কোচকারক ও পচননিবারক এবং নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাব, উদরাময়, প্রমেহ, প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, বমি, শোষ ও বালকদিগের বিসূচিকা রোগের উপশমকারক। ফট্‌কিরীচূর্ণ

ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইলে, শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

ফণিফেন।—ইহার অপর নাম অহিফেন: বাঙ্গালায় ইহাকে আফিম্ বা আফিং বলে। (আফিম্ দ্রষ্টব্য।)

ফণিভারিকা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম কৃষ্ণ-উড়ুম্বর বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহা কাক ডুমুর নামে পরিচিত। (কাক-ডুমুর দ্রষ্টব্য।)

ফণিবল্লি।—ইহা একপ্রকার লতাবৃক্ষ। ইহার সংস্কৃত নামান্তর নাগ-বল্লী, বাঙ্গালায় ইহাকে পাণগাছ বলে। (তাম্বুল দ্রষ্টব্য।)

ফলকী।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে চিতল মাছ এবং ফলুই মাছ বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ফলী, ফলকী, চিত্রফল ও রাজ-গ্রীব। ইহা লঘুপাক, মুখরোচক, ধারক, শীতবীর্য্য ও শুক্রবর্দ্ধক।

ফলকেশর।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম নারিকেল বৃক্ষ; বাঙ্গালাতেও ইহা নারিকেল বৃক্ষ নামেই পরিচিত। (নারিকেল দ্রষ্টব্য।)

ফলচমস।—বটবৃক্ষের বল্কলকে ফলচমস বলে। (বটবৃক্ষ দ্রষ্টব্য।)

ফলবিষ।—ফলের মধ্যে এরূপ কতকগুলি ফল আছে, যাহা ভোজনে বিষক্রিয়া হয়। এই ফল দ্বাদশপ্রকার—কুমুদ্বতী, রেণুকা, করম্ভ, মহাকরম্ভ, কর্কোটক, রেণুক, খদ্যোতক, চর্ম্মরী, ইভগন্ধা, সর্পঘাতী, নন্দন ও সারপাক। এই সমস্ত ফলবিষ ভোজন করিলে, দাহ, ভোজনে অনিচ্ছা, এবং অণ্ডকোষে শোথ হইয়া থাকে।

ফাণিত।—ইহা একপ্রকার গুড়। বাঙ্গালায় ইহাকে মাৎগুড় বা ঝোলাগুড় বলে। ইক্ষুরস অর্দ্ধপক অর্থাৎ কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া পাক করিলে, তাহাকে ফাণিত কহে। ইহা গুরুপাক, পুষ্টিকর, কফ-পিত্ত-বর্দ্ধক, কফস্রাবকারক, মূত্র ও মূত্রাশয়ের শুদ্ধিকারক, এবং বায়ু ও শ্রান্তির শান্তিকারক।

ফেনিকা।—ইহা একপ্রকার মিষ্টান্নবিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে খাজা বলে। ইহা ময়দা, ঘৃত ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহা মধুর-রস, মধুরপাকী, লঘু, রুচিকারক, মলরোধক, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

ফেনিল।—(Sapiudus trifolia:us) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রীঠা, হিন্দীতে রিঠা, এবং তেলেগুতে কুকুড়ুকয়লু বলে (রীঠা দ্রষ্টব্য।)

ফোগুালু।—ইহা একপ্রকার আলু। কোঙ্কন দেশে ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-বর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্মনাশক।

ব।

বক।—ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষীর নাম। ইহার মাংস মধুর-রস, পাকে মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক এবং কফনাশক।

বকুল।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহা বকুল নামেই পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে মৌলসরী বলে। ইহা কটুরস, পাকে গুরু, উষ্ণ-বীর্য্য, এবং কফ, পিত্ত, বিষ, শ্বিত্র, কৃমি এবং দন্তরোগে উপকারক।

বদর।—Zizyphus jujuba) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম কুল। হিন্দীতে ইহাকে বৈরী, বের ও বয়ের, তেলেগু ভাষায় রেগুচেট্টু ও বেজব, উৎকলদেশে কুড়ি, বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রদেশে বোর, কর্ণাটে যেরই, এবং তামিলী ভাষায় রেয়ন্তি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সৌবীরক, গূঢ়ফল, বালেষ্ট, ফলশৈশির, দৃঢ়বীজ, বৃত্তফল, কণ্টকী, বক্রকণ্টক, সুধন, সুফল, স্বচ্ছ, কর্কন্ধু, বদর, কোলী, কোলা, কোলি, কুবলা, স্বাদুফলা, গৃধ্র-নখী, পিচ্ছিলা ও কুবল। কুল অপক্কা-বস্থায় অম্ল-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, মলরোধক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক, এবং অতিসার, রক্ত, শ্রান্তি ও শোষরোগে উপকারক। শুষ্ক কুল মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক ও লঘুপাক, এবং বায়ু ও তৃষ্ণানিবারক। পুরাতন কুল অগ্নি-বর্দ্ধক, লঘুপাক এবং শ্রান্তি ও পিপাসা-নিবারক। কুলের আঁটি নেত্ররোগে হিতকর। কুলের আটির মজ্জা বল-বীর্য্যবর্দ্ধক ও শুক্রজনক। কুলের পাতা বাহ্য প্রয়োগে দাহ ও জ্বরের শান্তি-কারক। কচি কুলপাতা বাটিয়া জলে আলোড়ন করিলে যে ফেনা উঠে, তাহাই মর্দ্দন করিলে গাত্রদাহের শান্তি হইয়া থাকে। কুলগাছের ছাল বিস্ফোটনাশক।

কুল তিনপ্রকার—সৌবীর, কোল ও কর্কন্ধু। যে কুল বড় এবং পাকিবার সময়ে সুমধুর, তাহার নাম সৌবীর কুল। ইহা শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মলভেদক, পুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং দাহ, পিত্ত, রক্ত, ক্ষয় ও তৃষ্ণা-নিবারক। সৌবীর অপেক্ষা যাহা ছোট এবং পাকিলে মধুর-রস হয়, তাহার নাম কোল। ইহা উষ্ণ-বীর্য্য, রুচিকর, সারক, গুরুপাক, বায়ু-নাশক ও পিত্ত-কফ-বর্দ্ধক। ছোট কুলকে কর্কন্ধু কহে। ইহা ঈষৎ মধুর-যুক্ত অম্ল-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, এবং বাতপিত্তনাশক।

বদ্ধরসাত্র।—ইহা একপ্রকার আম্র ফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর

বন্ধুরসাল, চক্রলতাম্র, মধ্বাম্র, সিতজাম্রক, বনেজ্য, মন্মথানন্দ, মদনেচ্ছাফল, মহারাজচূত ও রাজাম্র। ইহার কচি ফল কটু-রস, পিত্তবর্দ্ধক ও দাহকারক; পক্কফল মধুর-রস, পুষ্টিকর ও বল-বীর্য্যবর্দ্ধক।

বন্ধুজীবক।—(Pentapetes phœnicea. Wild.) ইহা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ। এই ফুল মধ্যাহ্নে ফুটে, এবং অপরাহ্নে শুকাইয়া যায়। বাঙ্গালায় ইহাকে বান্ধুলিফুল, হিন্দীতে দুপহরিয়া ও গেজুলিয়া, মহারাষ্ট্র দেশে বান্দুজা, কর্ণাটে বন্দুরে, তেলেগুভাষায় মকিনচেট্টু ও বেগসিনচেট্টু, বোম্বাইপ্রদেশে দুপারি, এবং পঞ্জাবে গুলদুফরিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রক্তক, বন্ধুক, বন্ধু, বন্ধুল, বন্ধুজীব, বন্ধুলি, বন্ধুর, সূর্য্যাভক্ত, সূর্য্যভক্তক, ওষ্ঠপুষ্প, অর্কবল্লভ, মধ্যন্দিন, রক্তপুষ্প, রাগপুষ্প ও হরপ্রিয়। এই ফুল শাদা, কাল, লাল ও পীতবর্ণভেদে চারিপ্রকার। এই ফুলের গাছ মলরোধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক ও লঘুপাক, এবং জ্বর ও গ্রহদোষের নিবারক।

বন্ধ্যা কর্কোটকী।—ইহা একপ্রকার লতাফলের নাম। ইহার অন্য নাম তিক্ত-কর্কোটকী। বাঙ্গালায় ইহাকে তিৎকাঁকড়ী ও কাঁক্‌রোল, হিন্দীতে বাঁঝখখাসা, বাভুখসা ও বাঝ-কাঁকরোল, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ঝঙ্গা-কণ্টোলী, কর্ণাটে বক্ষেমড়ুবাগলু, এবং বোম্বাইপ্রদেশে ঝঙ্গাকণ্টোলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বন্ধ্যা, দেবী, নাগরাতি, নাগহন্ত্রী, মনোজ্ঞা, পথ্যা, দিব্যা, পুত্রদা, সকন্দা, কন্দবল্লী, ঈশ্বরী, শ্রীকন্দা, সুগন্ধা, সর্পদমনী, বিষ-কন্দকিনী, পন্না, কুমারী ও ভূতহন্ত্রী। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, কফনাশক, ব্রণশোধক, বিসর্প ও বিষদোষের নিবারক, এবং সর্পের দমনকারক।

বর্ব্বুর।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বাবলাগাছ বলে; কোন কোন স্থানে ইহা বাবুর নামেও অভিহিত হয়। ইহা কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, কাস, আমরক্ত, অতিসার, পিত্ত, অর্শঃ এবং দাহরোগে হিতকর।

বলমোটা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। দেশভেদে ইহা জয়ন্তী গাছ ও শ্বেশ্বরী নামে পরিচিত। ইহা মদগন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক ও কণ্ঠশোধক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিষদোষ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

বলা।—(Sida cordifolia.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম বেড়েলা। হিন্দীতে ইহাকে বিজবন্দ, মহারাষ্ট্রদেশে ও বোম্বাইপ্রদেশে চিকণা, কর্ণাটে বেণে-গরগ-বরিঘারা, তেলেগুভাষায় পাচিতোগে, মুত্তুবপুলগমু

ও করিবেপচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বাট্যালক, ওদনী, বলিনী, সমঙ্গা, ওদনিকা, ভদ্রা, ভদ্রোদনী, খরক-কাষ্ঠিকা, কল্যাণী, ভদ্রবলা, মোটা, পোটী, বলাঢ্যা, শীতপাকী, বাট্যা, বাটী, নিলয়া, বাট্যালী ও বাটিকা। ইহা অতিশয় তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক, পুষ্টিকর, বলবীর্য্যবর্দ্ধক, কান্তিজনক, বায়ুনাশক ও রুদ্ধ-কফ-নিঃসারক এবং রক্ত, রক্তপিত্ত, পিত্তাতিসার ও ক্ষতরোগের উপশমকারক।

বলা, অতিবলা, মহাবলা ও নাগবলা নামভেদে ইহা চারিপ্রকার। অপর তিনপ্রকারের গুণাদি সেই সেই নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

বলাকা-মাংস।—ইহা একশ্রেণীর বকপক্ষী। চলিত কথায় ইহাকে শাদা বক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিষকণ্ঠিকা, করায়িকা, পিঙ্গলিকা, বকেরুকা, বলাকী, বিষকণ্ঠী, শুক্লাঙ্গা, দীর্ঘকন্দর ও বর্ষাস্তকামুকী। ইহার মাংস মধুর-রস, মধুর-পাক, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, মলমূত্রভেদক, বায়ুনাশক ও রক্ত-পিত্ত-নিবারক।

বল্বজা।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে উলুখড়, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাইপ্রদেশে ইহাকে মোলু, এবং কর্ণাটে মোদ কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, কণ্ঠশোধক ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, দাহ ও তৃষ্ণার শান্তিকারক।

বহুবার।—(Cordia myxa or C. Latifolia.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—শ্লেষ্মাতক, শেলু, শীত, শ্লেষ্মাত, উদ্দালক, উর্দ্দাল ও সেলু। বাঙ্গালায় ইহাকে চালতা ও বোহরী, হিন্দীতে বহু-আর, লসোড়া ও রুহিলা, বোম্বাই-প্রদেশে ভোক্বর, উৎকলদেশে অউ, পারস্যভাষায় শুগ্‌পিস্তন, এবং তামিলী-ভাষায় বিড়ি কহে। ইহার অপক্কফল কটু-কষায়-রস, শীতল, পাচক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, কফ-পিত্তনাশক, আমরক্তনাশক ও কেশের হিতকর, এবং ক্রিমি, শূল, ব্রণ, বিস্ফোট, বিসর্প ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। ইহার পক্কফল মধুর-রস, স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক ও কফবর্দ্ধক।

বাকুচী।—(Psoralea corylifolia.) ইহার বাঙ্গালা নাম হাকুচবীজ। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, রুক্ষ, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক ও বাতকফজনক।

বালক।—(Pavonia odorata.) ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—হ্রবের, বর্হিষ্ট, উদচ্য, হ্রীবের, বর্হিঃষ্ঠ, বাল, বারিদ, বর, কেশ্য, বজ্র, পিঙ্গ, ললনা-প্রিয়, কুন্তালোশীর, কচামোদ, হ্রীবেরক, এবং

কেশবাচক ও জলবাচক সমুদায় শব্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে বালা ও গন্ধবালা, হিন্দীতে সুগন্ধবালা এবং মহারাষ্ট্রদেশে করংবাল ও মুষ্টিবাল কহে। ইহা সুগন্ধি, তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কেশের হিতকর, এবং পিত্ত, তৃষ্ণা, বমন, বমনবেগ, অতিসার, অরুচি, জ্বর, হৃদ্রোগ, ব্রণ, বিসর্প, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক।

বাল-মৎস্য।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। এই মৎস্য দীর্ঘাকার, গোল মুখ, মুখে দাঁড়া ও শুঁয়াযুক্ত, এবং আঁইসহীন। ইহারা সন্ধ্যা হইতে রাত্রি-কালে অধিক বিচরণ করে। বাল-মৎস্য পথ্য, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

বালমূলক।—কচিমূলাকে বাল-মূলক কহে। ইহা মধুর-কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, জীর্ণকারক এবং মূত্র দোষ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, গুল্ম ও ক্ষয়-রোগে উপকারক।

বালীকপক্ষী।—ইহাকে চলিত কথায় বগেরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বর্ত্তিচটক ও বার্ত্তিক। এই পক্ষীর মাংস মধুর-রস, শীতল ও রুক্ষ, এবং কফ-পিত্তনাশক।

বালুকা।—ইহার অন্য নাম সিকতা। বাঙ্গালায় ইহাকে বালি কহে। বালুকা শীতল, ভ্রান্তিনাশক ও সন্তাপ-নিবারক, এবং উরঃক্ষত ও ব্রণ-রোগের উপশমকারক। সন্নিপাতজ্বরে এবং বাতশ্লেষ্মজনিত বেদনা প্রভৃতিতে বালুকা গরম করিয়া তাহার স্বেদ লইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বালুকী।—ইহা একপ্রকার কাঁকুড়ের নাম। চলিত কথায় ইহাকে বাঙ্গি কাঁকুড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, বহুফলা, স্নিগ্ধফলা, ক্ষেত্রকর্কটী, ক্ষেত্র-রুহা, কাণ্ডিকা ও মূত্রলা। ইহা মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, বাত-পিত্ত-রক্ত-নাশক, শ্রান্তি ও আধ্মানরোগ-নিবারক এবং কাস ও পীনসরোগের উৎপাদক। শরৎ ও বর্ষাকালে যে বালুকী জন্মে, তাহা দোষজনক; হেমন্তকালজাত বালুকী রুচিকর ও পিত্তনাশক। অর্দ্ধ-পক্ব বালুকী পীনসরোগ উৎপাদক এবং পক্ববালুকী অতিশয় মধুর।

বিম্বী।—(Coccinia Indica Syn.—Momordica Monodelpha.) ইহা একপ্রকার লতাফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে তেলাকুচা এবং হিন্দীতে ইহাকে কুন্দুরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তুণ্ডিকেরী, রক্তফলা, বিম্বিকা, পীলুপর্ণী, ওষ্ঠী, বিম্ব-কর্ম্মকরী, তুণ্ডিকেরিকা, তুণ্ডিকেরি, তুণ্ডিকেশী, বিম্বা, বিম্বক, বিম্বজা ও দন্তচ্ছদোপমা। বিম্বীফল মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক,

রুচিকর, আধ্মানজনক, মলরোধক ও বমনকারক; এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের উপশমকারক।

বেট্রচন্দন।—ইহা একপ্রকার শ্বেতচন্দনের নাম। কেহ কেহ বলেন মলয় পর্ব্বতের সন্নিকটে বেট নামক এক পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতে যে চন্দন উৎপন্ন হয়, তাহাকে বেট্রচন্দন কহে। ইহা তিক্ত-রস, অতিশয় শীতল, সুগন্ধি ও পিত্ত-নাশক, এবং দাহ, জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, মোহ, কুষ্ঠ, উৎকাসী ও তিমিররোগের শান্তিকারক।

ব্রহ্মদণ্ডী।—(Lamprachœnium microcephalum) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বামনদাড়ী অথবা ছাগলদাড়ী, মহারাষ্ট্রদেশে ব্রহ্মদণ্ডে, এবং বোম্বাই-প্রদেশে ব্রহ্মদণ্ডী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অজদণ্ডী ও কণ্টপত্রফলা। ইহা কটু-রস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং বায়ু, কফ ও শোথরোগে উপকারক।

ব্রহ্ম-সুবর্চ্চলা।—ইহা আদিত্য-ভক্তার প্রকারভেদ, অর্থাৎ একপ্রকার হুড়হুড়ে। এই হুড়হুড়ে কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু ও সারক; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, পাণ্ডু, মেহ, কৃমি, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, ও যোনিরোগের উপশমকারক।

ব্রাহ্মী।—(Siphonanthus Indica. Herpestis monniera) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ব্রহ্মীশাক, হিন্দীতে ববন্তী, ব্রহ্মী ও শ্বেতচন্দনী, তেলেগু-ভাষায় শম্ব্রনীচেট্টু ও অববির্ণী, বোম্বাই-প্রদেশে বাম, তামিলীভাষায় বীমী, এবং মহারাষ্ট্রদেশে ব্রহ্মমাণ্ডুকী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মৎস্যাক্ষী, সুরসা, বয়স্থা, ব্রহ্মচারিণী, সরস্বতী, সোম্যা, সুবশ্রেষ্ঠা, সুবর্চ্চলা, কপোতবেগ, বৈধাত্রী, দিব্যতেজা, মহৌষধী, স্বায়ম্ভুবি, সোমলতা, সুবেষ্টা, ব্রহ্মকন্যকা, মণ্ডূক-মাতা, মণ্ডুকী, মেধ্যা, বীরা, ভারতী, বরা, পরমেষ্ঠিনী, দিব্যা ও শারদা। ইহা কষায় তিক্ত-মধুররস, শীতল, লঘু-পাক; সারক, মেধাবর্দ্ধক, আয়ুর বৃদ্ধি-কারক, রসায়ন ও স্বরপরিষ্কারক; এবং পাণ্ডু, মেহ, রক্তপিত্ত, কাস, কুষ্ঠ, শোথ ও বিষদোষে হিতকর।

ভ।

ভকুর-মৎস্য।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভাকুর মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক, শ্লেষ্মকর, শুক্রবর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্তরোগে হিতকর।

ভক্ত।—ভক্তের বাঙ্গালা নাম ভাত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অন্ন, অন্ধ, কূর, ওদন, ভিস্সা, অদ ও দির্বি। চাউল পাঁচগুণ জলে সিদ্ধ করিলে, তাহাকেই ভাত বলে। চাউল পরিষ্কাররূপে ধৌত করিয়া পাকের পর তাহার ফেন গালিয়া ফেলিলে, সেই ভাত লঘুপাক, পথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষের উপকারক হয়। চাউল না ধুইলে অথবা ফেন না ফেলিলে, সেই ভাত গুরুপাক, অরুচিকারক, শীতবীর্য্য ও কফবর্দ্ধক হইয়া থাকে। শীতল অন্ন অপেক্ষা ঈষদুষ্ণ অন্ন অধিক গুণবিশিষ্ট। শুষ্ক, পর্য্যুষিত ও বিকৃত অন্ন বিবিধ অপকারজনক।

ভঙ্গা।—(Cannabis sativa.) ইহার অপর নাম বিজয়া। চলিত কথায় ইহাকে ভাঙ ও সিদ্ধি কহে। সিদ্ধির সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভঙ্গা, ইন্দ্রাশন, জয়া, বিজয়া, বীরপত্রা, চপলা, অজয়া, আনন্দ ও হর্ষিণী। ইহা কটু-কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, মলরোধক, মত্ততাজনক, নিদ্রাকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, অধিকবাক্যকারক, কামোদ্দীপক, কফনাশক, পিত্তবর্দ্ধক ও আমোদজনক, এবং ধনুস্তম্ভ, জলাতঙ্ক, মদাত্যয়, বিসূচিকা, অধিকরক্তস্রাবও সুপ্রসবকারক।

সিদ্ধিবিশেষের ফুল বা জটাকে "গাঁজা" কহে। ইহা সিদ্ধি অপেক্ষা অধিক মত্ততাজনক, উত্তেজক, বেদনানিবারক, কফনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও জরায়ু-সঙ্কোচক, এবং প্রদরাদি রোগে অধিক রক্তস্রাবের আশু-প্রতিরোধক। গাঁজার ধূমপানে শ্লেষ্মা, বেদনা, অজীর্ণ প্রভৃতির নিবারণ হইতে দেখা যায় বটে; কিন্তু সে সামান্য উপকার অপেক্ষা ইহাতে অপকারই অধিক হইয়া থাকে। অধিক দিন অতিরিক্ত পরিমাণে গাঁজার ধূম পান করিলে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষয়, খিটখিটে স্বভাব, হিতাহিত বিবেচনার নাশ, কৃশতা, রক্তামাশয়, এবং উন্মাদরোগ পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা। গাঁজার নির্য্যাসের নাম "চরস"। চরসের ধূম পান করিলে, গাঁজার ধূমের ন্যায় উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে গাঁজার ধূম অপেক্ষা অধিক অপকার ঘটিয়া থাকে।

ভণ্ডুক।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভাকুর বা ভাঙ্গন মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, শীত-বীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শুক্র-জনক ও রক্তপিত্তরোগে উপকারক।

ভদ্রতিক্ত।—ইহা একপ্রকার গুল্মের নাম। ইহার অপর নাম মহা-তিক্তা; চলিত কথায় ইহাকে মিসমিতিতা কহে। ইহা অত্যন্ত তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কফ-পিত্ত-নাশক এবং জ্বর-নিবারক।

ভদ্রদন্তী।—ইহা একপ্রকার বড় দন্তী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কেশরুহা, ভিষগ্‌ভদ্রা, জয়াবহা, আবর্ত্তকী, অরাঙ্গী ও জয়াহ্বা। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য ও বিরেচক, এবং কৃমি, কুষ্ঠ, শূল, আম-দোষ ও মুখরোগের উপশমকারক।

ভদ্রবল্লিকা।—(Hemidesmus Indicus.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতামূল। বাঙ্গালায় ইহাকে অনন্তমূল বলে। (অনন্তমূল দ্রষ্টব্য।)

ভদ্রমুঞ্জ।—(A variety of Saccharum Munja.) ইহা এক-প্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মুঞ্জ, রামশর ও শরবৎ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, ত্রিদোষনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং দাহ, তৃষ্ণা, বিসর্প, রক্তদোষ, মূত্ররোগ, বস্তি-রোগ ও চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

ভদ্রমুস্তক।—(Cyperus Rotundus) ইহা একপ্রকার মুতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভাদলামুতা ও নাগর-মুতা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কচ্চোথা, বরাহী, গুন্দ্রা, গ্রন্থি, ভদ্রকাশী, কশেরু, ক্রোড়েষ্টা, কুরু-বিন্দাখ্যা, সুগন্ধি, গ্রন্থিলা, হিমা, বল্যা, রাজকশেরু, কচ্ছোত্থা, মুস্তা, অর্ণোদ, বারিদ, অম্ভোদ, মেঘ, জীমূত, অব্দ, নীর, অভ্র, ঘন ও গাঙ্গেয়। ইহা কটু-কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মলরোধক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, পিপাসা, জ্বর, অরুচি, অজীর্ণ ও ক্রিমিরোগের উপশমকারক।

ভল্লকী।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভাটা মাছ কহে। এই মাছ মধুর-রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, কফজনক ও শুক্রবর্দ্ধক।

ভল্লাতক।—(Semecarpus Anacardium.) ইহা একপ্রকার ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে ভেলা, হিন্দীতে ভিলাবা, মহারাষ্ট্রদেশে বিব, তেলেগু ভাষায় জিড়িচেট্টু ও জিড়িবিট্টুলু, উৎ-কলদেশে ভল্লিয়, বোম্বাইপ্রদেশে বিব্ভ, তামিলী-ভাষায় শনকোট্টই, দাক্ষিণাত্যে ভিলবন্‌, এবং পারস্যভাষায় ভিলাদুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অরুষ্কর,

ভল্লাত, শোথহৃৎ, বহ্নিনামা, বীরতরু, ব্রণকৃৎ, ভূতনাশক, ভল্লাতকী, অগ্নিমুখী, বীরবৃক্ষ, অহ্বলা, অন্তঃসত্ত্বা, ভল্লিকা, অর্শোহিত, ভল্লী, নির্দহন, তপন, অনল, কৃমিঘ্ন, শৈলবীজ, বাতারি, স্ফোটবীজক, পৃথক্‌বীজ, ধনুবৃক্ষ, বীজপাদপ, বহ্নি ও মহাতীক্ষ্ণা। ইহার পক্কফল মধুর-কষায়-রস, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য; স্নিগ্ধ লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, বমনকারক, শুক্রজনক, দন্তের দৃঢ়তাকারক, বাত-পিত্ত-কফ-নাশক ও দাহনিবারক; এবং শ্বাস, আনাহ, বিবন্ধ, শ্রান্তি, কৃমি, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, উদর, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শোথ ও ব্রণরোগের শান্তিকারক। ভেলার মজ্জা মধুর-রস, গুরুপাক, পুষ্টিকর, কেশের হিতকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-পিত্ত-কফ-নাশক, ক্লান্তিকারক ও অরুচি-নিবারক, এবং ক্রিমি, শোথ ও দাহ রোগে হিতকর। ভেলার বৃন্ত (বোঁটা) মধুর-কষায়-রস ও বায়ু-প্রকোপক। ভেলাকে দগ্ধ করিয়া একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়; তাহা মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, বিরেচক ও বমন-কারক, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ, মেদ, মেহ ও কৃমিরোগে হিতকর। ভেলা শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইষ্টক-চূর্ণের সহিত ঘর্ষণ করিলে ভেলা শোধিত হইয়া থাকে। জলে ফেলিলে যে ভেলা ডুবিয়া যায়, তাহাই ব্যবহারের উপযুক্ত।

ভব্য।—(Dillenia Indica.) ইহা একপ্রকার অম্লফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহা চালতা নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভব, ভাবিষ্য, ভাবন, বক্তশোধন, লোমফল ও পিচ্ছিলবীজ। ইহা অম্ল-মধুর-কষায়-রস, রুচিকর, মুখ-পরিষ্কারক ও কফ-পিত্তজনক, এবং শ্রান্তি ও শূলরোগে উপকারক। ইহার পক্কফল মধুরাম্ল রস, গুরুপাক, মল-রোধক ও বিষদোষনাশক।

ভাকূট।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভেট্‌কী মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, বলকারক, গুরুপাক, রুচিকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক ও আমবাতজনক।

ভারদ্বাজী।—(Hibiscus vitifolius.) ইহার অন্য নাম বন-কার্পাসী। বাঙ্গালায় ইহাকে বন-কার্পাসী, মাহারাষ্ট্র দেশে রাণকাপুসী ও কর্ণাটে কাড়হত্তি কহে। ইহা শীতল ও রুচিকর, এবং ব্রণ ও শস্ত্রক্ষতে বিশেষ উপকারক।

ভারবৃক্ষ।—ইহা একপ্রকার গন্ধ দ্রব্যের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম গোপীচন্দন এবং সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। (সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা দ্রষ্টব্য)।

ভারশৃঙ্গ।—ইহা একপ্রকার মৃগের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শম্বরমৃগ কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরু-পাক, শ্লেষ্মজনক, সারক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং কিঞ্চিৎ বায়ুপ্রকোপক।

ভার্গী।—(Clerodendron Siphonanthus.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহা বামুনহাটী, হিন্দীতে বরঙ্গী, মহারাষ্ট্রদেশে ভাঙ্গী, তেলেগুভাষায় ভণ্টমারঙ্গী, এবং নেপালে চুয়া নামে অভিহিত। শ্বেত ও নীলপুষ্প ভেদে ইহা দুইপ্রকার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গর্দ্দভশাক, ফঞ্জিকা, ব্রাহ্মণী, পদ্মা, অঙ্গার-বল্লীর, বালেয়-শাক, বর্ব্বর, বর্দ্ধক, ব্রহ্মযষ্টি, যষ্টি, ব্রহ্মযষ্টিক, শাকবালেয়, দূর্ব্বা, অঙ্গারবল, বালেয়, ব্রাহ্মিকা, মুখধৌতা, গর্দ্দভপাখী, ব্রাহ্মণযষ্টি, ফঞ্জী, বাস্তারি, ভৃঙ্গজা, ভারঙ্গী, বাতারি, কাসজিৎ, সুরূপা, ভ্রমরেষ্টা, শক্রমাতা, পৃশুভবা, খরশাকা ও হঞ্জিকা। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচি-কারক; এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, শোথ, পীনস, ব্রণ, ক্রিমি, গুল্ম, কফ, বায়ু, রক্ত ও দাহজ্বরে বিশেষ উপকারক। উপদংশ-জাত বাতরোগেও ইহা হিতকর।

ভাস।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। ইহার আকার কাকের অনুরূপ। ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় পানীয় কাক এবং বাঙ্গালায় পানকৌড়ি কহে। ভাসপক্ষীর মাংস মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, বল-কর ও শুক্রবর্দ্ধক।

ভিণ্ডীতক।—ইহা একপ্রকার গুল্মের নাম। হিন্দীতে ইহাকে ভিণ্ডী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভিণ্ডী, ভিণ্ডক, ভিন্দা, ক্ষেত্রসম্ভব, চতুষ্পদ, চতুষ্পুণ্ড্র, সুশাক, অম্রপত্রক, করপর্ণ ও বৃত্তবীজ। ইহা অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর ও মলরোধক।

ভীমসেন কর্পূর।—(Dry balanops camphora, Syn.—Borneo camphor.) ইহা একপ্রকার কর্পূরের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভীম-সেনী কর্পূর কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক ও চক্ষুরোগে বিশেষ হিতকর।

ভীরু।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। ইহা সর্পের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে অহিরু এবং কর্ণাটে হেমলগ কহে। এই মৎস্যের পৃষ্ঠে ও গলদেশে দুইটী করিয়া ডানা, একটী পুচ্ছ এবং গাত্রে আঁইস আছে। ভীরু মৎস্য মধুর-রস, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক ও শুক্রজনক, এবং বাত-শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক।

ভীরুপত্রিকা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষমূলের নাম। ইহার অপর নাম শতাবরী; বাঙ্গালায় ইহাকে শতমূলী বলে। (শতমূলী দ্রষ্টব্য।)

ভূ কর্ব্বুদার।—ইহার অন্য নাম শ্বেত ভূ-কাঞ্চন। হিন্দী ভাষায় ইহাকে ছোটাকসোড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভূ-কর্ব্বুদার, ক্ষুদ্র, শ্লেষ্মান্তক, ভূশেলু, লঘুপিচ্ছিল, লঘুশীত, লঘু, শেলু, সূক্ষ্মফল ও লঘুভূতদ্রুম। ইহা মধুর-রস, ঈষৎ শীতল, মলরোধক ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত, ক্রিমি ও শূলরোগের উপশমকারক। স্বর্ণের মারণক্রিয়ায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভূ-খর্জ্জুরী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় খেজুরের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোটখেজুর ও ভূঁইখেজুর, মহারাষ্ট্রদেশে লঘুসিন্ধী এবং কর্ণাটে কিরিঞ্চিইলি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভূযুক্তা, বসুটা, খর্জ্জুরিকা ও ভূমি-খর্জ্জুরী। ইহার পক্কফল মধুর-রস ও শীতল এবং পিত্ত ও দাহরোগে উপকারক।

ভূ-চণক।—(Arachis hypo gæa) ইহা একপ্রকার লতার মূল-জাত শস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাট্‌কলায় ও চীনের বাদাম, হিন্দীতে মুংফলী, তেলেগুভাষায় বরণ সনগকর, এবং তামিলীতে বার্কদলই কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, মলভেদক ও বায়ুবর্দ্ধক। মাট্‌-কলায় রুক্ষ অথবা তৈলের সহিত ভাজিয়া লোকে ভোজন করিয়া থাকে। তৈলের সহিত ভাজিয়া খাইলে অধিক মলভেদ হয়।

চীনের বাদাম হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। তাহা অম্ল-মধুর-তিক্ত-রস, গুরুপাক, সারক ও বলকর, এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ব্রণরোগে হিতকর।

ভূতকেশী।—(Corydalis-Govaniana.) ইহা একপ্রকার সূক্ষ্ম-তৃণের নাম। চলিত কথায় ইহাকে ভূঁইকেশী বা ভূমিকেশ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভূতকেশ, অল্পকেশী, কেশী ও গো-লোমী। এই তৃণ কটু-তিক্ত-রস, শীতল, সংগ্রাহী ও ত্রিদোষনাশক।

ভূ-তুম্বী।—ইহা একপ্রকার অলাবুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মোটা-লাউ, এবং হিন্দীতে ভূ-তম্বী ও তেল-সার কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক, এবং বিবিধ দন্তরোগের উপশমকারক।

ভূ-তৃণ।—(Andropogon Schœnanthus.) ইহা একপ্রকার সুগন্ধি তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধতৃণ ও রামকর্পূর, মহারাষ্ট্রে সুগন্ধি-রোহিস্, কর্ণাটে পরিমলদগঞ্জানি, এবং

তেলেগুভাষায় চিপ্পগড্ডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভূ-তৃণ, ভূতি, ভূতিক, গন্ধখেড়, রৌহিষ, গোমম্বপ্রিয়, মালাতৃণ, পট, রামকর্পূর, কতৃণ, শ্যামক, ধ্যামক, গৌর, দেবগন্ধক, গুহ্যবীজ, সুগন্ধ, গুচ্ছাল, পুংস্ত্ববিগ্রহ, বধির, অতিগন্ধ, শৃঙ্গরোহ, গুগুরোহ, করেন্দুক ও জম্বুকপ্রিয়। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, বিরেচক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহজনক, বায়ুনাশক, সন্তাপনিবারক, মুখপরিষ্কারক, রক্ত-পিত্ত-দূষক, এবং বিষদোষ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

ভূ-ধাত্রী।—(Phyllanthus niruri.) ইহার অপর নাম ভূমি-আমলকী। বাঙ্গালায় ইহাকে ভুঁই-আমলা, মহারাষ্ট্রদেশে ভুঁয়াবলী, কর্ণাটে আরুবেল্লি, হিন্দীতে ভদ্র আবরা, এবং তেলেগুভাষায় নেলবুসিরিকচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভূম্যামলকী, ভূম্যামলকিকা, ভূম্যামলী, বহুপুষ্পী, জড়া, অধ্যগুা, তালি, তামলকী, অজটা, সূক্ষ্মফলা, ক্ষেত্রামলক, বিতুন্নক, ঝটা, আমলা, আজ্ঝটা, তালী, শিরা, অফলা, ঝটিকা, ঝাটা, মলা, ঝাটমলা, রমলঝটা, তমালী, তমালিকা, উচ্চটা, দৃঢ়পদী, বিতুন্না, বিতুন্নিকা, চারটী, বৃষ্যা, বিবস্ত্রী, বহুপত্রিকা, বহুবীর্য্যা, অহিভয়দা, বিশ্বপর্ণী, হিমালয়া, অরুহা ও বীরা। ইহা অম্ল-কষায়-রস ও শীতল এবং দাহ, পিত্তমেহ ও মূত্ররোগে উপকারক।

ভূ-নিম্ব।—(Gentiana Chirayita.) ইহার অপর নাম কিরাততিক্ত। বাঙ্গালায় ইহাকে চিরেতা, হিন্দীতে চিরায়তা, তেলেগুতে নেলবেমু, এবং মহারাষ্ট্রে চিরাইতা বলে। ইহা তিক্তরস, জ্বরনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত, ক্রিমি এবং চর্ম্মরোগনাশক। ইহার মূল অধিক গুণসম্পন্ন।

ভূ-পাটলী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। হিন্দীতে ইহাকে ভূয়াতলী ও নেলবাদরী, মহারাষ্ট্রদেশে ভূয়পাড়লি এবং কর্ণাটে নেলবাদরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভূ-কুম্ভী, ভূ তালী ও রক্তপুষ্পিকা। ইহা কটুরস ও উষ্ণবীর্য্য। পারদের শোধনাদিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভূ-বদরী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র কুলের নাম। ইহাকে বাঙ্গালায় মেটো-কুল, হিন্দীতে ঝড়বের, এবং কোলাপুর দেশে ভূবোরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্ষুদ্রকোলি, ক্ষিতি-বদরী, বল্লী বদরী, বদরবল্লী, বহুকলিকা, লঘুবদরী, বদরফলী ও সূক্ষ্মবদরী। ইহা মধুরাম্ল-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, কফ-বাত-নাশক, এবং কিঞ্চিৎ পিত্ত-রক্ত-কারক।

ভূমি-কদম্ব।—ইহা একপ্রকার কদম্বের নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে ভূমি-কদম্ব এবং কর্ণাটে নেলগড়বু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভূ-নীপ, ভূমিজ, ভৃঙ্গবল্লভ, লঘুপুষ্প, বৃত্তপুষ্প, বিষঘ্ন ও ব্রণহারক। ইহা কটু-কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও পিত্তনাশক।

ভূমি-কুষ্মাণ্ড।—(Batatas Paniculata.) ইহা একপ্রকার বৃহৎকন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভূঁই-কুমড়া, হিন্দীতে বিলাইকন্দ, ক্ষীর-বিদারী ও গেঠী, কর্ণাটে নেলকুম্বল, তেলেগুভাষায় মট্টপলতিগ, উৎকলদেশে ভূইকখারু, এবং বোম্বাইপ্রদেশে ভূমিকোহলে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিদারী, বিদারীকন্দ, ক্ষীরশুক্লা, ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্টি, বিদারিকা, স্বাদুকন্দা, সিতা শুক্লা, শৃগালিকা, বৃষকন্দা, বীর্য্যবর্দ্ধনী, ক্ষীরবিদারী, বিড়ালী, বৃষ্যবল্লিকা, ভূ-কুষ্মাণ্ডী, স্বাদুলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা, গন্ধফলা ও পয়স্বিনী। ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলবীর্য্যকারক, পুষ্টিজনক, শুক্র ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক, মূত্রকারক, কফবর্দ্ধক ও রসায়ন, এবং বায়ু, রক্তপিত্ত ও দাহরোগের শান্তিকারক।

ভূমি-চম্পক।—(Kæmpferia rotunda) ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভূঁই-চাঁপা ও হিন্দীতে চণ্ডমূল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তাম্রপুষ্প, সন্ধিবন্ধ ও ক্রথন। এই ফুলগাছের মূল সর্পবিষনাশক এবং ব্রণ-পাক-কারক।

ভূমিজ-গুগ্‌গুলু।—ইহার অপর নাম আশাপুর গুগ্‌গুলু। বাঙ্গালায় ইহাকে আশাপুর গুগ্‌গুলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দৈত্যমেদজ, দুর্গাহ্ব, আশাপুরসম্ভব, মজ্জাজ, মেদক ও মহিষাসুরসম্ভব। কাশী প্রভৃতি স্থানে এই গুগ্‌গুলু প্রসিদ্ধ। ইহা সুগন্ধি, কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ-বাতনাশক এবং ভূতাবেশনিবারক।

ভূমি-জম্বু।—(Premna herbacea.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র জামের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ক্ষুদে-জাম, বন-জাম বা ভূঁই-জাম, মহারাষ্ট্রদেশে ক্ষুদ্রজম্বু এবং কর্ণাটে কিরুনেরিলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভূ-জম্বু, ভূ-জম্বুকা, নাদেয়িকা, কাকজম্বু, শীতপল্লবা, হ্রস্বফলা, ভৃঙ্গবল্লভা, হ্রস্বা, ভূ-জম্বু, ভ্রমরেষ্টা, পিক-ভক্ষা ও কাষ্ঠজম্বু। এই জাম কষায়-মধুর-রস, মলরোধক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও শ্লেষ্মপিত্তনাশক এবং হৃদ্রোগ ও কণ্ঠ-রোগে উপকারক।

ভূম্যাহুল্য।—ইহা একপ্রকার ছোট গুল্মের নাম। হিন্দীতে ইহাকে

ভূঁই-তখড়, এবং দেশভেদে কাসবদা ও এলছড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাষ্ঠকেতু, মার্কণ্ডীয় ও মহৌষধ। ইহা তিক্তরস, এবং জ্বর, আমদোষ, কুষ্ঠ ও সিধ্মরোগে হিতকর।

ভূর্জ্জপত্র।—(Betula bhojpatra.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষের বল্কল। এই বৃক্ষ হিমাচল দেশে ফুটক ও শাকপাদ নামে অভিহিত। বাঙ্গালায় ইহাকে ভূর্জ্জিপত্র ও ভোজপত্র কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ছদপত্র, বল্কদ্রুম, ভূর্জ্জ, সুচর্ম্মা, ভূর্জ্জপত্রক, চিত্রত্বক্, বিন্দুপত্র, রক্ষাপত্র, বিচিত্রক, ভূতঘ্ন, মৃদুপত্র, মৃদুচর্ম্মি, শৈলেন্দ্রস্থ, চর্ম্মদ্রুম, ছত্রপত্র, শিবি, শিবচ্ছদ, মৃদুত্বক্, দলনির্ম্মোক, পদ্মকী, বিদ্যাদল, পত্রপুষ্পক, ভূজ, বহুপট, বহুত্বক্, মৃদুচ্ছদ ও বহুলবল্কল। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, ভূতাবেশনিবারক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, মেদোদোষ, বিষদোষ ও কর্ণরোগের উপশমকারক।

ভৃঙ্গ।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ফিঙাপাখী কহে। ফিঙা-পাখীর মাংস স্নিগ্ধ, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক ও কফকারক।

ভৃঙ্গচুল্লী।—ইহা একপ্রকার মূলের নাম। ইহার অপর নাম ভৃঙ্গাহ্ব। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে ভমরনালী, কর্ণাটে উপ্পুশকে, এবং কোঙ্কণদেশে অড়বীওল্ল কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও রুচিকর এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

ভৃঙ্গরাজ।—(Calendulacea Verbasina.) ইহা একপ্রকার শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভীমরাজ, হিন্দীতে ভাঙ্গরা ও ভেগরিয়া, মহারাষ্ট্রদেশে পিবলমাকা, তেলেগুভাষায় গুণ্টকলগরচেট্টু এবং বোম্বাইপ্রদেশে পিবলভাঁরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কব, মার্ক, মার্কর, নাশমার, পবক, ভৃঙ্গসোদর, কেশরাজ, কেশরঞ্জন, কেশ্য, কুন্তলবর্দ্ধন, অঙ্গারক, একরজ, করঞ্জক, ভঙ্গার, অজাগর, মর্কব, ভৃঙ্গাহ্ব ও পিতৃপ্রিয়। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বলকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও রসায়ন, কেশ, ত্বক্ ও দন্তের উপকারক, বাতশ্লেষ্মনাশক; এবং শ্বাস, কাস, ক্রিমি, শোথ, আমদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, নেত্ররোগ ও শিরোরোগে উপকারক।

ভৃঙ্গরাজ-পক্ষী।—ইহা প্রতুদজাতীয় একপ্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভীমরাজ পাখী কহে। ইহার মাংস মধুর-কষায়-রস, রুক্ষ ও বায়ুবর্দ্ধক।

ভৃষ্ট-চণক।—ভৃষ্ট চণককে বাঙ্গালায় ছোলাভাজা, মহারাষ্ট্রদেশে

কুটাভুজ, এবং কর্ণাটে হুরুকড়লে কহে। ছোলাভাজা উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর ও রক্তদোষকারক, এবং কফ, বায়ু ও শৈত্যের শান্তিকারক।

ভৃষ্ট তণ্ডুল।—ভৃষ্ট তণ্ডুলকে বাঙ্গালায় চাউলভাজা ও মুড়ি কহে। চাউলভাজা সুগন্ধি, রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক ও কফনাশক। চাউলভাজা অপেক্ষা মুড়ি অধিক লঘু ও অগ্নিবর্দ্ধক।

ভৃষ্ট-মৎস্য।—ভৃষ্ট-মৎস্য অর্থাৎ তৈলে ভাজা মাছ মধুর-রস, রুচিকর, গুরুপাক, মলভেদক, বিদাহজনক, বলকর এবং শুক্রবর্দ্ধক।

ভৃষ্ট-মাংস।— ঘৃত-ভৃষ্ট-মাংস মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিকর, বিদাহজনক ও বাতরক্ত প্রভৃতি দোষবর্দ্ধক।

ভেক।—ইহার অপর নাম মণ্ডূক। বাঙ্গালায় ইহাকে ব্যাঙ্ বলে। ইহার মাংস সদ্যঃবলকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ পিত্তকারক, এবং শ্রান্তি, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও বমনরোগের উপশমকারক।

ভেকনী।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভাঙন মাছ বলে। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, শ্লেষ্মজনক ও শুক্রবর্দ্ধক।

ভেড়া, ভেণ্ডা।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে ভেড়, এবং কর্ণাটে বেঁড়ে বলে। ইহা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গ্রাহী, এবং অরুচিনাশক।

ভ্রমরানন্দ।—ইহার অপর নাম বকুল বৃক্ষ। (বকুল দ্রষ্টব্য।)

ভেদাশী।—ইহা প্রতুদজাতীয় অর্থাৎ গৃধ্রাদির ন্যায় একপ্রকার পক্ষী। ইহার মাংস বাত-পিত্ত-কফের বিকৃতিজনক এবং বিবিধ অনিষ্টকর।

ভ্রমরারী।—ইহা মালবদেশজাত একপ্রকার ফুলের নাম। ইহার অপর সংস্কৃত নাম,—ভ্রমরকারি, ভৃঙ্গমারী, ভৃঙ্গারি, মাংস-পুষ্পিকা, কুষ্ঠারি, ভ্রমরী, ও যষ্টীলতা। এই ফুলের গাছ তিক্তরস ও ত্রিদোষনাশক; এবং জ্বর, শোথ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও ব্রণরোগের উপশমকারক।

ভ্রামর।—ইহা একপ্রকার মধুর নাম। ইহার অপর নাম ভ্রামর-মধু। ভ্রমর নামক ছোট ছোট পতঙ্গগণ যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে ভ্রামর-মধু কহে। এই মধু শ্বেতবর্ণ, নির্ম্মল, পিচ্ছিল, মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক ও মুখের জড়তানাশক, এবং কফ, কাস, জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি পীড়ায় উপকারজনক। ইহা লেখনকার্য্যে প্রশস্ত।

ম।

মকর।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা জলজন্তু বলিয়াই অভিহিত। হিন্দীতে ইহাকে মঙ্গ কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম,—পঙ্কগ্রাহ। ইহার মাংস রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বায়ুনাশক ও অশ্মরীরোগনিবারক।

মকুষ্টক।—(Phaseolus aconitifolius.) ইহা একপ্রকার শস্যের নাম। ইহার অন্য নাম বন-মুদ্গ। বাঙ্গালায় ইহাকে বনমুগ, হিন্দীতে মুইট, মোট ও মুগানী, তেলেগুভাষায় বনমুদ্গ-চেট্টু এবং মালবদেশে মকুষ্টক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মকুষ্ট, মকুষ্ঠ, মকুষ্ঠক, মকুষ্টক, মপষ্ট, রাজমুদ্গ, ময়ষ্ট, বনমুদ্গ, কুমীলক, অমৃত, অরণ্যমুদ্গ ও বল্লীমুদ্গ। ইহা মধুর-কষায়-রস, পাকে মধুর, শীতল, মলরোধক, ক্রিমিজনক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক, ও বমন-নিবারক; এবং জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত, অর্শঃ ও গুল্মরোগে হিতকর। ইহার যূষ বলকর, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, পাচক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং পিত্ত ও রক্তনাশক।

মখান্ন।—(Euryale ferox.) ইহা একপ্রকার জলজাত খাদ্য-বীজের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাখনা বলে। ইহা মধুর-কটু-রস, শীতল, রুক্ষ, মল-রোধক, শুক্রজনক, কফ বায়ুবর্দ্ধক, গর্ভ-রক্ষক ও বমনকারক, এবং পিত্ত, দাহ ও রক্তদোষ প্রভৃতিতে উপকারক।

মঙ্গল্য-অগুরু।—ইহা এক-প্রকার অগুরুর নাম। ইহা সুগন্ধি, শীতল ও যোগবাহী, অর্থাৎ যখন যে দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহারই গুণ ধারণ করে; ইহা অগুরুর অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

মজ্জফল।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ফল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—কীঠরেখা। বাঙ্গালায় ইহাকে মাজুফল বলে। নামে ফল হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ফল নহে। কোন একজাতীয় পতঙ্গ বৃক্ষবিশেষের কোমল শাখায় সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করে; পরে সেই ছিদ্রপথ দিয়া আঠা নির্গত হইয়া, ছিদ্রমুখে তাহা জমিয়া সুপারীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়। যথাসময়ে ঐ অণ্ড সকল ফুটিয়া, সেই সুপারীর ন্যায় পদার্থের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া যায়। সেই অণ্ড-গৃহস্বরূপ জমাট আঠাই মাজুফল নামে পরিচিত। মাজুফল কষায়-তিক্ত-রস, সঙ্কোচক, মলরোধক ও বল-কারক; এবং জ্বর, অতিসার, গ্রহণী,

আমাশয় রোগ, হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, অর্শঃ, রক্তস্রাব, প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর ও যোনিকন্দরোগের উপশমকারক।

মাজুফলের চূর্ণ এবং অল্পপরিমিত তুঁতে, চর্ব্বি বা নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে, মস্তকের দদ্রু নিবারিত হয়।

মজ্জর।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাজুর তৃণ, মহারাষ্ট্রে পবনা এবং কর্ণাটে নূলে কহে। ইহা মধুর-রস এবং গো-দুগ্ধ-বর্দ্ধক।

মজ্জা।—জীবমাত্রেরই অস্থিমধ্যে যে স্নেহপদার্থ থাকে, তাহার নাম মজ্জা। প্রত্যেক জীবের মজ্জা ভিন্ন গুণ হইলেও সকল মজ্জারই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। সকল জীবের মজ্জাই স্নিগ্ধতাকারক, বায়ুনাশক ও কফ-পিত্তবর্দ্ধক, এবং বল, শুক্র, মেদ এবং অস্থিবর্দ্ধক।

মঞ্জিপত্রো।—ইহা একপ্রকার পত্রশাক। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, ও পিত্তবর্দ্ধক ; এবং কফ, বায়ু, জ্বর, কাস, ক্রিমি ও বিষদোষে হিতকর।

মঞ্জিষ্ঠা।—(Rubia cordifolia.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে মঞ্জিষ্ঠা, হিন্দীতে ও বোম্বাই প্রদেশে মঞ্জিষ্ঠাতীঠো ও তাম্রবল্লী, তামিলীতে মঞ্জিটী, এবং পারসীতে বরনাস কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রক্তযষ্টি, বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কাল-মেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, মণ্ডূকা, লতাযষ্টি, হেমপুষ্পী, ভণ্ডিরী, কাণ্ডীরা, কাণ্ডীরী, যোজনপর্ণী, কালমেষী, কালঃ, জিঙ্গি, ভণ্ডিল, ভণ্ডিকা, ভণ্ডি, রক্তাঙ্গী, ভণ্ডীতকী, রসায়নী, গণ্ডীরী, বস্ত্ররঞ্জিনী, হরিণী, রক্তা, গৌরী, যোজনবল্লিকা, বপ্রা, রোহিণী, চিত্রলতা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গী, জননী, বিজয়া, মঞ্জুষা, রক্তযষ্টিক, ক্ষত্রিণী, রাগাঢ্যা, কালভণ্ডিকা, অরুণা, জ্বরহন্ত্রী, ছত্রা, নাগ-কুমারিকা, ভণ্ডীরলতিকা, রাগাঙ্গী, বস্ত্রভূষণা। ইহা মধুর-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্বর ও বর্ণবর্দ্ধক, এবং জ্বর, রক্তাতিসার, মেহ, কামলা, ব্রণ, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, বিসর্প, শ্লেষ্মা, পক্ষাঘাত, যোনিরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ ও বিষদোষে উপকারক। মঞ্জিষ্ঠার মূল, চর্ম্মের বিবর্ণতা ও তিলকালক রোগের উপশমকারক, এবং ইহার ফল যকৃৎদোষে উপকারক।

মণি।—স্ফটিকাদি রত্নসমূহকে মণি বলে। ইহা কষায়-রস, শীতল, স্বাদু এবং লেখনীয়।

মণ্ঠক।—ইহা একপ্রকার পিষ্টকের নাম। ইহার অপর নাম মঠ। প্রথমে ময়দায় ঘৃতের ময়ান দিয়া ও জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহার বটক (বড়া) প্রস্তুত করিতে হয়; পরে তাহা ঘৃতে ভাজিয়া এলাইচ, লবণ, মরিচ ও কর্পূরাদি মিশ্রিত চিনির রসে ফেলিতে হয়। তাহা হইলেই মণ্ঠক বা মঠ নামক পিষ্টক প্রস্তুত হয়। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক।

মণ্ড।—চাউল বা যব প্রভৃতি যে দ্রব্যের মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়, সেই দ্রব্যের ২৪ গুণ জলের সহিত তাহা উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার সিটী ছাঁকিয়া ফেলিলে তাহাকে মণ্ড কহে। চাউলাদি যেসকল পদার্থের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়, সেই সেই দ্রব্যের গুণানুসারে প্রত্যেক মণ্ডের গুণও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। তবে সকল মণ্ডেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। মণ্ড মাত্রই লঘুপাক, শীতল, পাচক, মলরোধক, বায়ুর অনুলোমকারক, ঘর্ম্মকারক, নাড়ী ও ধাতুসমূহের মৃদুতাকারক, এবং তৃষ্ণা, শ্রান্তি, শ্লেষ্মদোষ, পিত্তাতিসার ও অশ্মরীরোগে উপকারক। খইর একপ্রকার মণ্ড ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত হয়; তাহা অগ্নিমান্দ্যের উপকারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, বলকর, রক্তজনক ও বস্তিশোধক, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত ও জ্বররোগের উপশমকারক।

মণ্ডক।—ইহা একপ্রকার রুটীর নাম। হিন্দীতে ইহাকে মাড়া বলে। জলে ময়দা মাখিয়া হাত দিয়া তাহার রুটী প্রস্তুত করিবে; পরে আগুনের উপর একটী হাঁড়ি উবুড় করিয়া দিয়া তাহার উপরে রুটী সেকিয়া লইবে; তাহা হইলেই "মাড়া রুটী" প্রস্তুত হইবে। ইহা মধুর-রস, মধুর-বিপাক, অম্ল, গুরুপাক, মলরোধক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

মণ্ডুক-পর্ণী।—(Hydrocotyle Asiatica.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে থুলকুড়ী, থানকুনি, হিন্দীতে থুলকুড়ী ও ব্রহ্মমাণ্ডুকী, তেলেগুভাষায় মণ্ডূকব্রহ্মী, তামিলীতে বল্লবীকেরী, এবং বোম্বাই প্রদেশে ব্রহ্মী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভেকী, মণ্ডূকী, মূলপর্ণী ও মণ্ডূক-পর্ণিকা। ইহা মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, লঘুপাক, সারক, কাসনাশক এবং ব্রহ্মীশাকের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। থুলকুড়ীর পাতা বাহ্যপ্রয়োগে কুষ্ঠ, উপদংশ, নালী-ঘা ও চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকারক।

মণ্ডুর।—ইহার অপর নাম লৌহ-কিট্ট বা লৌহমল। বাঙ্গালায় ইহাকে মণ্ডুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,- শিজ্জাণ, সিংহান, সিংহাণ, সিজ্জান, শূল-ঘাতন, কিট্ট, লৌহচূর্ণ, অয়োমল, লোহজ, কৃষ্ণচূর্ণ ও লোষ্ট। অগ্নিদগ্ধ লৌহের মল-ভাগ মণ্ডুর নামে অভিহিত। নূতন মণ্ডুর অপকারক। পুরাতন মণ্ডুরই ঔষধাদির উপযোগী এবং গুণকারক। একশত বৎসরের অধিক পুরাতন মণ্ডুর উৎকৃষ্ট, আশী বৎসরের পুরাতন হইলে তাহা মধ্যম, এবং ষাট্ বৎসরের পুরাতন হইলে তাহা নিকৃষ্ট মণ্ডুর বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। ইহা মধুর-কটু-রস ও উষ্ণ-বীর্য্য এবং বায়ু, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতজশূল, পরিণামশূল, মেহ, গুল্ম ও শোথরোগের উপশমকারক।

মণ্ডুর শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। বহেড়া-কাঠের আগুনে মণ্ডুর পোড়াইয়া রক্তবর্ণ হইলে তাহা গোমূত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে; এইরূপ সাতবার পোড়াইয়া সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিলেই মণ্ডুর শুদ্ধ হইয়া থাকে।

মৎস্য।—(Fish.) জলচর প্রাণী বিশেষের নাম মৎস্য। ইহাকে বাঙ্গালায় মাছ এবং হিন্দীতে মছলী কহে। মৎস্য নানাশ্রেণীতে বিভক্ত, এবং তদনুসারে গুণেরও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ সকল মৎস্যই মধুর-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বল-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, রক্ত-পিত্তকারক ও কফ-পিত্তজনক, এবং ব্যায়াম ও পথ-পর্য্যটনাদি জন্য ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে হিতকারক। ক্ষুদ্রমৎস্য লঘুপাক, মলরোধক, এবং গ্রহণীরোগে উপকারক। বৃহৎ মৎস্য গুরুপাক, মল-ভেদক ও শুক্রবর্দ্ধক। আঁইসশূন্য মৎস্য অপেক্ষা আঁইসযুক্ত মৎস্যের গুণ অধিক। কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। শুভ্রবর্ণ মৎস্য গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলভেদক ও দোষজনক। সমুদ্রের মৎস্য গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শুক্র-বর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। নদীর মৎস্য মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কিঞ্চিৎ মলভেদক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও রক্ত-পিত্তকারক। নদীর মৎস্যের অন্যান্য অবয়ব অপেক্ষা মধ্য-অবয়ব অধিক গুরু-পাক; পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকার মৎস্য মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বায়ু-নাশক; ইহাদের মস্তক লঘুপাক। কিন্তু অন্যান্য অবয়ব অত্যন্ত গুরুপাক। কূপের (ইন্দারার) মৎস্য শ্লেষ্মা, শুক্র, মূত্র ও কুষ্ঠবৃদ্ধিকারক। চৌণ্ড নামক জলাশয়ের, অর্থাৎ যেসকল জলাশয়ের নিম্নভাগে প্রস্তরাদি পদার্থ থাকে, জলের

ধারে ধারে লতাগুল্ম অধিক থাকে, এবং জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও কৃষ্ণবর্ণ, সেইসকল জলাশয়ের মৎস্য মধুররস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধতাকারক ও পিত্তবর্দ্ধক।

পচা মাছ অত্যন্ত অপকারক। শুষ্ক অর্থাৎ শুঁটকীমাছ দুর্জ্জর ও বিষ্টম্ভী। লবণ-ভাবিত অর্থাৎ লোণামাছ সারক ও কফ-পিত্তবর্দ্ধক। সন্তোলিত অর্থাৎ আদা ও লবণের সহিত সর্ষপতৈলে ভাজা মাছ মধুর-রস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাত-শ্লেষ্ম-নাশক। মাছের ঘণ্ট রুচিকর, বলকারক ও বায়ুনাশক। মাছের তরকারী, অর্থাৎ নানাবিধ তরকারীর সহিত পাককরা মাছ রুচিকর, পুষ্টিজনক ও বলকারক। দগ্ধ-মৎস্য অর্থাৎ তৈল-লবণ-মিশ্রিত পোড়ামাছ গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, এবং নিত্য-স্ত্রীসেবী, ক্ষীণশুক্র, তেজোহীন, ভগ্নদেহ ও জর্জ্জরিত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারক। মাছের ডিম মধুর-রস, কটুপাক, রুচিকর, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রজনক ও বাত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

মৎস্যণ্ডিকা।—ইক্ষুগুড় হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্ট পদার্থের নাম মৎস্যণ্ডিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে ধাঁড়্ গুড় কহে। ইহা মধুর-রস, লঘুপাক, রক্তপ্রসাদক, পুষ্টিকর, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষে উপকারক। আবার অনেকে সারগুড়কেও মৎস্যণ্ডিকা বলেন; তাহা সাধারণ গুড় অপেক্ষা অধিক শীতল এবং গুড়ের ন্যায় অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

মৎস্যাক্ষী।—ইহা একপ্রকার জলজ শাকের নাম। ইহার অপর নাম হিলমোচিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে হিঞ্চেশাক, হিন্দীতে আই মহেচ্ছী ও মচ্ছরিয়া, এবং মহারাষ্ট্রদেশে জালব্রাহ্মী কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, কটু-বিপাক, শীতল, লঘুপাক ও মলরোধক এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

মদন।—(Kandia dumetorum.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ময়নাফল, হিন্দীতে মইনফল ও করহর, তেলেগুভাষায় বসন্তকড়িমিচেট্টু, মণ্ডচেট্টু, দঙ্গচেট্টু ও উম্মেত্তচেট্টু, পঞ্জাবে মিণ্ডকোল্ল, উৎকলে পাতার, তামিলীতে মড়ুককরয়, নেপালে মৈদল, মহারাষ্ট্রদেশে মেণাহল এবং কর্ণাটে গেল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়.—পিচুক, মচুকুন্দ, কণ্টকী, শ্বসন, করহাটক, শল্য, কণ্ঠ, রাঢ়চ্ছর্দ্দনক, কৈটর্য্য, ধারাফল, তগর, ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, মরুবক, শল্যক ও বিষপুষ্পক। ইহা তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ ও বমনকারক, এবং কফ, কুষ্ঠ, মেহ, শোথ, গুল্ম, প্রতিশ্যায়, ব্রণ,

বিদ্রধি ও আনাহরোগের শান্তিকারক। মদনফলের গাছ কটুতিক্ত-রস ও উষ্ণ-বীর্য্য, এবং কফ, বায়ু, শোথ ও ব্রণ-রোগে উপকারক।

মদার্ব্বুদ।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। ইহার অপর নাম বাজ-গ্রীব ও ফলিক। বাঙ্গালায় ইহাকে ফলুই মৎস্য বলে। (ফলকী দ্রষ্টব্য।)

মদ্‌গু।—ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পান-কৌড়ী কহে। ইহার মাংস শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও রক্তপিত্তে হিতকর।

মদ্‌গুর।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাগুর মাছ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক এবং মলরোধক।

মদ্য।—ইহার অন্য নাম সুরা ও মদিরা। বাঙ্গালায় ইহাকে মদ এবং হিন্দীতে দারু কহে। নানাপ্রকার দ্রব্যে মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেইসকল দ্রব্যের গুণভেদানুসারে প্রত্যেক মদ্যের গুণও স্বতন্ত্র। মদ্য বিশেষের নামানুসারে তাহাদের গুণাদির বিষয় যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল মদ্যই অম্ল-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিশদ, আশুকারী, ব্যবায়ী ও বিকাশী। উষ্ণগুণ জন্য মদ্যপানের পর শীতল উপচার সহ্য হয়; তীক্ষ্ণগুণ জন্য মদ্য মনের গতি নাশ করে; সূক্ষ্মগুণ জন্য ইহা শরীরে প্রত্যেক অবয়বে প্রবিষ্ট হয়; বিশদগুণ জন্য কফ ও শুক্রের হানি করে; রুক্ষগুণ জন্য বায়ু কুপিত করে; আশুকারিতা জন্য শীঘ্রই মাদকতা প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রকাশ করে; বিকাশী-গুণ জন্য হর্ষ প্রদান করে; ব্যবায়ী-গুণ জন্য সমুদায় শরীরে বিস্তৃত হয়, এবং অম্লগুণ জন্য ইহা লঘুপাক, রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক। সাধারণতঃ সকল মদ্যই মত্ততাজনক ও সারক, পুষ্টিকর, শরীরের জীর্ণতাকারক ও কফ-বায়ু-নাশক, এবং শ্বাস, কাস, হিক্কা, প্রতিশ্যায়, মলরোধ, আনাহ ও বমনরোগে উপ-কারক। নূতন মদ্য মাত্রই গুরুপাক, মলভেদক, ত্রিদোষজনক, বিশেষতঃ কফবর্দ্ধক ও দাহজনক। পুরাতন মদ্য রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, স্রোতঃ-শুদ্ধিকারক, কফ-বায়ুনাশক, এবং ক্রিমিনিবারক।

উপযুক্ত মাত্রায় এবং মাংসের ও অন্যান্য স্নিগ্ধ ভোজ্য-পদার্থের সহিত যথা-বিধি মদ্য পান করিলে, তাহা অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, বলকারক, ভয়, শোক ও শ্রান্তি প্রভৃতির নিবারক ও প্রীতিপ্রদ, এবং ধৈর্য্য, তেজঃ, বিক্রম, স্ফূর্ত্তি, বুদ্ধি, স্মৃতি, স্বর, অধ্যয়ন, সঙ্গীত, বক্তৃতা-শক্তি ও সাহসাদির বৃদ্ধিকারক হয়;

কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় অথবা অনিয়মিত ভাবে মদ্য পান করিলে, তাহা বিষের ন্যায় অপকার করে, অর্থাৎ বিবিধ রোগ উৎপাদন করে; এমন কি, প্রাণনাশ পর্য্যন্তও করিতে পারে। ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, ক্রোধ, শোক, পরিশ্রম, অজীর্ণ, দুর্ব্বলতা, এবং উষ্ণ-দ্রব্যাদি স্পর্শ হেতু অভিভূত হইয়া, কিংবা মল-মূত্রাদির বেগযুক্ত হইয়া মদ্যপান করা উচিত নহে; তাহাতেও অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

মধু।—(Honey) মক্ষিকাজাতীয় জীবগণ পুষ্প হইতে একপ্রকার মিষ্টরস সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় করে, তাহারই নাম মধু। মধুর সংস্কৃত নামান্তর,—ক্ষৌদ্র, মাক্ষিক, কুসুমাসব, পুষ্পাসব, পবিত্র, পিত্র্য, পুষ্পরসাহ্বয়, মাধ্বীক, সারঘ, মক্ষিকাবান্ত, বরটীবান্ত, ভৃঙ্গবান্ত ও পুষ্প-রসোদ্ভব। বাঙ্গালায় ইহাকে মধু, হিন্দী ও তামিলীতে সহদ্ ও মধ্, এবং তেলেগুভাষায় তেনে কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকারক, বর্ণজনক, মলরোধক, আহ্লাদজনক, চক্ষুপরিষ্কারক, ভগ্ন-স্থানের সংযোজক, ব্রণরোপক, ত্রিদোষ-নাশক ও শুক্রস্তম্ভকারক, এবং হিক্কা, কাস, শ্বাস, জ্বর, অতিসার, বমি, তৃষ্ণা, ক্রিমি ও বিষদোষে উপকারক। মধু লঘু-পাক বলিয়া শ্লেষ্মনাশক এবং কষায়-রস ও পিচ্ছিলতার জন্য বাত-পিত্ত-নাশক। নূতন মধু অল্প শ্লেষ্মজনক ও শরীরের স্থূলতাকারক। পুরাতন মধু অর্থাৎ এক বৎসরের অধিক কালস্থিত মধু ত্রিদোষ-নাশক, স্থূলতানিবারক ও মলরোধক। অপক্ব মধু বায়ুজনক ও শোষণকারক, এবং আমবাত, গুল্ম, পিত্ত, দাহ ও কোষবৃদ্ধি রোগের উপশমকারক। পক্ব-মধু বল, বুদ্ধি, বীর্য্য, ধৈর্য্য প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক, ত্রিদোষনাশক এবং শরীরের জড়তা ও জিহ্বারোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তিকারক। উষ্ণমধু বা উষ্ণ-পদার্থের সহিত মিশ্রিত নূতন মধু অপ-কারক। উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষেও মধু-পান অপকারজনক। মধু ও ঘৃত সম-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিলে বিষের ক্রিয়া জন্মায়। যে মধু কীটাদি-যুক্ত, অম্ল ও পচা তাহা অনিষ্টকর।

যেসকল মক্ষিকা বা অন্য কোন কীট মধু সঞ্চয় করে, তাহাদের ভেদানুসারে মধুর নামভেদ এবং গুণের পার্থক্য হইয়া থাকে; যথা মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্রক, আর্ঘ, দালক ও ঔদ্দা-লক। নীলবর্ণ মক্ষিকায় যে মধু সঞ্চিত করে, তাহা মাক্ষিক-মধু; ইহা তৈলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লঘু-পাক, রুক্ষ এবং অন্যান্য মধু অপেক্ষা অধিক গুণকারক। ভ্রমর নামক মক্ষিকা

যে মধু সঞ্চিত করে, তাহার নাম ভ্রামর; ইহা শ্বেতবর্ণ এবং অধিক মধুর ও পিচ্ছিল বলিয়া গুরুপাক। ক্ষুদ্র নামক পিঙ্গলবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক্ষিকার সঞ্চিত মধুকে ক্ষৌদ্র-মধু কহে; ইহা কপিলবর্ণ (কটা), শীতল, লঘুপাক ও ত্রিদোষনাশক। পুত্তিকা নামক বড় বড় পিঙ্গলবর্ণ মক্ষিকার দ্বারা সঞ্চিত মধুর নাম পৌত্তিক মধু; ইহা উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, মলভেদক ও মত্ততা-জনক, এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক। বোলতার ন্যায় কপিলবর্ণ মক্ষিকা ছত্রাকার মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যে মধু সঞ্চিত করিয়া রাখে, তাহার নাম ছাত্রকমধু; ইহা গুরুপাক এবং রক্ত-পিত্ত, ক্রিমি ও শ্বিত্ররোগে উপকারক। অর্ঘ নামক পীতবর্ণ মক্ষিকার সঞ্চিত মধুকে আর্ঘ্য মধু কহে; এই মধু আয়ুর্বর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ ও আমদোষের উপশম-কারক। যে কীটে বল্মীক প্রস্তুত করে, তাহাদের সঞ্চিত মধুর নাম ঔদ্দালক মধু; ইহা মধুর-কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং কুষ্ঠ ও বিষদোষের শান্তিকারক। বৃক্ষকোটরস্থ কীটবিশেষ যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে দালক মধু কহে; ইহা রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক, এবং মেহ ও বমন রোগে উপকারক। মধু-শর্করা, অর্থাৎ মধু হইতে দানা দানা মিছরির ন্যায় যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, গুরুপাক ও রুক্ষ; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত তৃষ্ণা, দাহ, বমন ও অতিসাররোগের উপশমকারক।

মধু-কর্কটিকা।—' Citrus acida.) ইহা একপ্রকার নেবুর নাম। ইহার অপর নাম মাতুলুঙ্গ। বাঙ্গালায় ইহাকে মিঠানেবু এবং হিন্দীতে মধু-কাকড়ী ও মউফুট কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক ও রুচিকর; এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রমরোগে হিতকর। ইহার শিকড় বিসূচিকা (ওলাউঠা) ও কর্ণশোথ-রোগের উপশমকারক।

মধুকুক্কুটিকা।—ইহাও এক-প্রকার মাতুলুঙ্গজাতীয় নেবুর নাম; চলিত কথায় ইহাকে মছুরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মাতুলুঙ্গী, সুগন্ধা, গিরিজা, পূতিপুষ্পিকা, অত্যম্লা, দেবদূতী ও মধু-কুক্কুটী। ইহা অম্ল-মধুর-রস, শীতল, গুরু-পাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, মুখপরিষ্কারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, এবং বাত-পিত্তনিবারক।

মধু-খর্জ্জুরিকা।—ইহা এক-প্রকার খেজুরের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মিষ্টখেজুর, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে মিষ্টসেন্ধী, এবং কর্ণাটে সীহি ইচ্চিলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মধুখর্জ্জুরী, মধুরখর্জ্জুরী, মাধ্বী, মধুরা,

মধু-ফলিকা, কণ্টকিনী, কোল-কর্কটিকা ও মধু-কর্কটিকা। ইহা মধুররস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, ক্রিমিজনক ও বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং পিত্ত ও সন্তাপ-নিবারক।

মধু-জীরক।—(Pimpinella Anisum.) ইহা একপ্রকার জীরার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মিঠাজীরা, হিন্দীতে সৌঁফ্, তেলেগুতে পেদ্দজিলকর, তামিলে সোম্বু এবং বোম্বাইপ্রদেশে আনিসূন্ কহে। (জীরক দ্রষ্টব্য।)

মধু-নারিকেল।—ইহা এক প্রকার নারিকেলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বামন-নারিকেল, কোঙ্কণ দেশে এর-নারিকের, এবং বোম্বাইপ্রদেশে মোহানারল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় —মধুফল, মাক্ষিকফল, মাধ্বীকফল, মৃদু-ফল, হ্রস্বফল, অমিতজফল ও বহুকূর্চ্চ। এই নারিকেল ফল মধুর-রস, শীতল, দুর্জ্জর, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বল-বীর্য্যবর্দ্ধক, কান্তিপুষ্টিজনক, অগ্নিমান্দ্যকারক, আমদোষ ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক, ক্রিমিজনক, এবং বাতাতিসার ও ভ্রান্তিনিবারক।

মধুনিষ্পাব।—ইহা একপ্রকার শিমের নাম। ইহার অন্য নাম মুকুটশিম্বী। বাঙ্গালায় ইহাকে মুকুটশিম কহে। ইহা ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, আধ্মানজনক, বলকারক, পুষ্টিকর ও বায়ুবর্দ্ধক।

মধুমতী-জল।—কাশ্মীরদেশস্থ নদীবিশেষের নাম মধুমতী। এই নদীর জল শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুজনক এবং পিত্ত-দাহনাশক।

মধুমস্তক।—ইহা একপ্রকার পিষ্টকের নাম। ইহার অন্য নাম মধু-ক্রোড়। ময়দার পিষ্টকমধ্যে মধুর পূর দিয়া প্রস্তুতপূর্ব্বক ঘৃতে ভাজিয়া লইলে, এই পিষ্টক প্রস্তুত হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক ও শুক্রবর্দ্ধক।

মধুর-রস।—মধুররসকে বাঙ্গালায় মিষ্ট-রস কহে। এই রসে (ক্ষিতি = পৃথিবী = মৃত্তিকা, এবং অপ্ = জল) জল ও মৃত্তিকা, এই দুই ভূতের গুণ অধিক থাকে। ইহা শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, সারক, বায়ুবর্দ্ধক, বলবর্ণকারক, স্তন্য-জনক, পুষ্টিকর, রসায়ন, তৃপ্তিকারক, চক্ষুর হিতকর, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, বাত-পিত্ত-নাশক ও কফ-জনক; এবং বালক, বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও ক্ষত-রোগীর হিতকর। মধুররস অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে, জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, শ্লেষ্মরোগ, মেদোরোগ ও শরীরের জড়তা উৎপাদন করে।

মধু-জম্বীর।—ইহা একপ্রকার মিষ্ট জামীরের নাম। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে সাখরনিম্বু এবং কর্ণাটে কিত্তিলে

কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মধুজম্বু, মধুজম্বল, রসস্রাবী, শর্করক ও পিত্তস্রাবী। ইহা মধুররস, শীতল, তৃপ্তিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও শ্রান্তিনিবারক; এবং কফ ও শোথে উপকারক।

মধুর-কুষ্মাণ্ড।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতাফল। বাঙ্গালায় ইহাকে ছাঁচিকুমড়া এবং হিন্দীতে মিঠা-কদ্দু বলে। (কুষ্মাণ্ড দ্রষ্টব্য।)

মধুরত্রয়।—ঘৃত, মধু ও শর্করা এই তিনটী দ্রব্য সমান ভাগে লইলে, তাহাকে মধুরত্রয় বলে।

মধুরাজালুক।—ইহা মিষ্টরস-বিশিষ্ট একপ্রকার আলুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মৌ-আলু কহে। ইহা মধুররস, পাকে কটু, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, মলরোধক, রুচিকর, শুক্র ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক এবং রক্তদোষ ও পিপাসার শান্তিকারক।

মধুরিকা।—(Fœniculum vulgare. Syn.—F. panmorium.) ইহা একপ্রকার তৃণশস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মৌরী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মিশী, মিশ্রেয়া, শালেয়, সুপুষ্পিকা, শতপ্রসূনা, বহলা, পুষ্পাহ্বা, শীতশিব, ছত্রা, সালেয়, মিসি, মিসী, শতাহ্বা, ঘোষা, পোতিকা, অহিচ্ছত্রা, মাধবী, কারবী, শিফা, সঙ্ঘাতপত্রিকা, অবাক্‌পুষ্পা, মঙ্গল্যা, মধুরা, শতপত্রিকা, বনপুষ্পা, ভূমিপুষ্পা সুগন্ধা, মধুরী, সূক্ষ্মপত্রিকা, মধুরিকা ও অতিচ্ছত্রা। ইহা পাকের এবং পাণের মশলারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, রুচিকর, শুক্রজনক, দাহনাশক ও মুখশোষনিবারক; এবং রক্ত-পিত্ত, জ্বর, অতিসার, নেত্রব্রণ ও শ্লেষ্মার পক্ষে হিতকর। মৌরীর জল মধুর-রস, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাত-পিত্তনাশক ও মুখশোষনিবারক; এবং গুল্ম শূল ও আধ্মানরোগে উপকারক। মৌরীর তৈল অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ুগুল্ম ও শূলরোগের উপশমকারক।

মধুবীজপুর।—ইহা একপ্রকার লেবুর নাম। সাধারণতঃ ইহা ছোলঙ্গ নামে পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে মিঠা-বিজৌরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, —মধুপর্ণী, মধুবল্লী, মধুকর্কটী, মধুর-কর্কটি, মধুরফলা, মহাফলা ও বর্দ্ধমানা। ইহা মধুর-রস, শীতল, অত্যন্ত গুরুপাক, রুচিকর, পথ্য, ত্রিদোষনাশক ও দাহ-নিবারক।

মধু-শর্করা।—ইহা চিনি হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টপদার্থ। বাঙ্গালায় ইহাকে মালখণ্ডী বলে। ইহা অত্যন্ত মধুর-রস ও চক্ষুর হিতকর,

এবং কফ, কুষ্ঠ, ব্রণ, অরুচি, শ্বাস, হিক্কা ও রক্তপিত্তরোগে হিতকারক। মধু-শর্করা শব্দে মধুর চিনিও বুঝায়। মধুর চিনি মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, কফ-পিত্তনাশক ও রক্ত-স্রাবাদির নিবারণকারক এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও অতিসারে উপকারক।

মধুশিগ্রু।—ইহা একপ্রকার সজিনা বৃক্ষের নাম। ইহার ফল লাল-বর্ণবিশিষ্ট। ইহা কটু-তিক্ত-রস, অগ্নি-বর্দ্ধক ও শোথনাশক।

মধূক।—(Bassia latifolia.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ফল-বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে মৌল, হিন্দীতে মহুয়া ও বনমহুয়া, তামিলীতে কটইলুপি, তেলেগু-ভাষায় পিপ্পা এবং বোম্বাই-প্রদেশে মোহা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গুড়পুষ্প, মধুদ্রুম, বানপ্রস্থ, মধুষ্ঠীল, মধুক, মধু, মধুপুষ্প, মধুস্রব, মধুখার, মধুবল, মধুবৃক্ষ, রোধ্রপুষ্প ও মাধব। মৌলগাছের ছাল রক্ত-পিত্ত-নাশক এবং ক্ষতশোধক ও রোপণ-কারক। মৌলের ফুল মধুররস, শীতল, গুরুপাক, বিদাহজনক, পুষ্টিকর, বল-কারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক। মৌলফল মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, দাহ, রক্ত, ক্ষত ও ক্ষয়রোগের উপশম-কারক। মৌলবীজের তৈল সন্তর্পণ-কারক, পুষ্টিজনক ও অদাহক।

মধূক-ফাণিত।—ইহা এক-প্রকার শর্করার নাম। মউলফুলের মধু হইতে ইহা জন্মে। ইহা রুক্ষ, মধুর-রস, কফনাশক, বাত-পিত্তজনক, এবং বস্তিদোষকারক।

মধূক-সুরা।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মউয়ার মদ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মধ্বাসব, মাধবক-মধু ও মাধ্বীক। মৌল-ফুল হইতে এই সুরা প্রস্তুত হয়। ইহা কষায় মধুর-রস, গুরুপাক, রুক্ষ, মল-ভেদক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও শিরোরোগের উপশমকারক।

মধূচ্ছিষ্ট।—(Wax.) ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—মধুসিক্থক ও মধূত্থ। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে মোম, তেলেগুভাষায় মৈনম, এবং তামিলীতে মঝুকু কহে। মোম স্নিগ্ধ এবং ক্ষত-রোগে উপকারক।

মধূলিকা।—ইহাও একপ্রকার মদ্যের নাম। ইহা গোধূম হইতে প্রস্তুত হয়। মধূলিকা-মদ্য গুরুপাক, মল-মূত্ররোধক এবং শ্লেষ্মজনক।

মধূলী।—একপ্রকার গোধূমের নাম মধূলী। মধ্যপ্রদেশে এই গোধূম জন্মিয়া থাকে। ইহা মধুর-রস, শীতল,

স্নিগ্ধ, লঘুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক।

মধুসূদনী।—ইহা একপ্রকার পত্রশাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পালংশাক কহে। (পালক্য দ্রষ্টব্য।)

মধ্যমকদল।—অর্দ্ধপুষ্ট কদলীকে মধ্যমকদল বলে। ইহা ঈষৎ কটুযুক্ত-মধুর-রস, এবং অগ্নিমান্দ্যকারক।

মধ্বালু।—ইহা একপ্রকার কন্দশাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মউ-আলু কহে। ইহা গুরুপাক, স্বাদু, শীতল, গুষ্য ও শুক্রজনক; এবং রক্ত-পিত্তনাশক।

মনঃশিলা।—(Realgar.) বাঙ্গালায় ইহাকে মনছাল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কুনটী, মনোজ্ঞা, নাগ-জিহ্বকা, মনঃশিলা, নৈপালী, শিলা, কুলটী, মনোহ্বা, নেপালিকা, মনোগুপ্তা, কল্যাণিকা, রোগশিলা, নাগমাতা, রস-নেত্রিকা, গোলা ও দিব্যৌষধি। মনঃশিলা খনিজ এবং উপরসজাতীয় পদার্থ। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, সারক, বমনকারক, বলকর ও স্নিগ্ধ, এবং শ্বাস, কাস, কফ, রক্ত, বিষদোষ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক। কিন্তু অশোধিত মনঃশিলা ব্যবহারে বলের হানি হয়, এবং মলরোধ, মূত্ররোধ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগ জন্মে। সুতরাং ইহা শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জয়ন্তীপাতার কাথ, ভৃঙ্গরাজের রস এবং ছাগমূত্রের সহিত এক এক দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া অগস্ত্যপত্রের অর্থাৎ বকফুলের পাতার রস ও আদার রসে সাত দিন ভাবনা দিলে, মনঃশিলা শোধিত হয়। আবার ছাগ-মূত্রের সহিত তিন দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া, সাত দিন ছাগমূত্রের ভাবনা দিলেও মনঃশিলার শোধন হইয়া থাকে।

মন্থ।—ঘৃতমিশ্রিত যবের শক্তু (ছাতু) অধিক পাতলা বা অধিক ঘন না হয়, এইরূপভাবে জলে গুলিয়া লইলে, তাহাকে মন্থ কহে। মন্থ সন্তোষবলকারক এবং পিপাসা ও শ্রান্তিনিবারক।

মন্থানক।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—দৃঢ়মূল, হরিত ও তৃণাঙ্ঘ্রিপ। মহারাষ্ট্র-দেশে ইহাকে মারবেল্লী ও কর্ণাটে মার-বল্লী কহে। এই তৃণ মধুর-রস, স্নিগ্ধ, স্তনদুগ্ধ-বর্দ্ধক, বীর্য্যজনক, এবং গো-জাতির প্রিয়খাদ্য।

মন্দার।—(Erythrina Indica.) ইহা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পালতে-মাদার কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম—পারি-ভদ্র। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, অরুচি-নিবারক, সুপথ্য এবং বায়ু,

শ্লেষ্মা, শোথ, মেদোদোষ ও ক্রিমিরোগে উপকারক। ইহার ফুল পিত্তরোগ ও কর্ণরোগের উপশমকারক। ইহার পত্রের প্রলেপ ব্যবহারে সন্ধি-স্থানের বাত প্রশমিত হয়।

ময়ূর।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—শিখী, বর্হী, নীলকণ্ঠ, শিখণ্ডী প্রভৃতি। ইহার মাংস মধুর-রস, মধুর-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বলকারক, শুক্রজনক, মাংসবর্দ্ধক, বর্ণকারক, স্বর-পরিষ্কারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মেধাজনক, এবং বায়ুরোগ, কর্ণরোগ ও নেত্ররোগে উপকারক। ময়ূরের ডিম্ব মধুর-রস, সন্তোবলকারক, এবং শুক্রক্ষয়, হৃদ্রোগ ও ক্ষতরোগসমূহে বিশেষ উপকারক। হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, এই তিন ঋতুতে ময়ূরের মাংস ভোজন করা উচিত; গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে ভোজন করিলে বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

ময়ূরশিখা।—(Celosia cristata.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লালমোরগ-ফুল, মহারাষ্ট্রদেশে ময়ূরশিখা, কর্ণাটে হোরেরনুস্থব, এবং তেলেগুভাষায় ময়ূর-শিখিয়নে ক্ষুপবিশেষমু কহে। আবার কেহ কেহ ময়ূরশিখাকে নীলকণ্ঠ ফুলের গাছ বলেন। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ময়ূরচূড়া, বর্হিচূড়া, শিখণ্ডী, শিখালু, সুশিখা, শিখাবলা ও কেকিশিখা। ইহা মধুররস, লঘুপাক, পিত্ত-শ্লেষ্ম-নাশক, বশীকরণে প্রশস্ত, এবং অতি-সার, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শিশুদিগের গ্রহাবেশ প্রভৃতির শান্তিকারক।

মরকতমণি।—হরিদ্বর্ণ অর্থাৎ সবুজরঙ্গের মণিবিশেষের নাম মরকত-মণি। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—হরিন্মণি, গারুত্মকমণি, অশ্মগর্ভ, গরুড়াশ্ম, মরক্ত, বাজনীল, গরুড়াঙ্কিত, গারুড়, রৌহিণেয়, সৌপর্ণ, গরুড়োদ্গীর্ণ, বুধরত্ন, অশ্মগর্ভজ, গরলারি, বাপবোল, বপ্রবোল ও গরুড়ো-ত্তীর্ণ। এই মণি মধুররস, শীতল, রুচি-কর ও পুষ্টিজনক, এবং আমদোষ, পিত্ত-দোষ, বিষদোষ ও ভূতাবেশে উপকারক।

মরিচ।—(Piper nigrum. Syn—Black Pepper.) ইহা এক-প্রকার ক্ষুদ্রফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মরিচ বা গোলমরিচ, হিন্দীতে মিরিচ ও কালামরিচ, তেলেগুভাষায় মিরিয়লু, তামিলীতে মিলগু, মহারাষ্ট্র-দেশে মারিচ, এবং কর্ণাটে মেণুসু কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—পবিত, কোল, বল্লীজ, শ্যাম, উষণ, কোলক, বলিষ্ঠ, যবনেষ্ট, বৃত্তফল, শাকাঙ্গ, যবনপ্রিয়, বেণুজ, বেণুন, ধর্ম্মপত্তন, কটুক, শিরো-বৃত্ত, বার, কফবিরোধী, মৃষ্ট, সর্ব্বহিত,

রুক্ষ, বেল্লজ ও শুষ্ক। ইহা কটুরস, নাতি-শীতোষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, রুচিকর, পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং শ্বাস, শূল, ক্রিমি, হৃদ্রোগ, বিষদোষ ও ভূতাবেশ-নিবারণকারক। গোলমরিচ কটু-তিক্ত-রস, মধুর-পাকী, অল্পউষ্ণবীর্য্য, কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ, গুরুপাক ও শ্লেষ্মস্রাবক।

মরুবক।—(Ocymum caryophyllatum.) ইহা তুলসীজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র সুগন্ধি বৃক্ষের নাম। ইহার চলিত নাম মরুবা। বাঙ্গালায় ইহাকে মরুয়া ফুলের গাছ বা গন্ধতুলসী কহে। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে ইহা দুই প্রকার; তন্মধ্যে শ্বেত মরুবকই ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা কটু-তিক্ত-রস, কটুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, সুগন্ধি ও পিত্তকারক, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূল, আধ্মান, মলরোধ, অগ্নিমান্দ্য, ত্বক্-দোষ ও বৃশ্চিক-বিষের উপশমকারক।

মর্দ্দন।—গাত্র মর্দ্দন করিলে অর্থাৎ গা টিপিলে শ্রান্তির নিবারণ হয়। কফ-বায়ুর উপশম হয়, শুক্রের বৃদ্ধি হয়, এবং রক্ত, মাংস ও ত্বকের প্রসন্নতা হইয়া থাকে।

মলঙ্গী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মৌরলা মাছ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, হৃদ্য, শ্লেষ্মজনক এবং বাতনাশক।

মলান্ত।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—অনন্তমূল, পূতি, অন্তপর্ণ ও রোদশ। ইহা বমনকারক, ঘর্ম্মজনক, এবং কফনিঃসারক।

মলাপহা।—ইহা দাক্ষিণাত্যের একটী নদীর নাম। এই নদীর জল স্বাদু, কান্তিজনক, শরীরের জড়তাকারক; এবং পিত্ত ও রক্তের প্রকোপকারক।

মল্লিকা।—(Jasminum sambac.) ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মল্লিকা বা বেলফুল, মহারাষ্ট্রে বেলিমোগরা, কর্ণাটে বল্লি মল্লিগে এবং তেলেগুভাষায় মল্লেচেট্টু কহে। মল্লিকার সংস্কৃত নামান্তর,—শতভীরু, পীতভীরু, ভদ্রবল্লী, গিরিজা, ভূপদী, চন্দ্রিকা, সিতা, মদয়ন্তী এবং মোদিনী। মল্লিকা ফুলের গাছ কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং বায়ু, পিত্ত, মুখরোগ, ব্রণ, কুষ্ঠ, অরুচি ও বিষদোষে উপকারক।

মসূর।—(Cicer lens.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ শস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মসুরি, হিন্দীতে মসুর, মহারাষ্ট্রদেশে চণই, কর্ণাটে গণগি, তেলেগু ভাষায় চিরিশনগলু ও মিসুরপপ্পু, এবং তামিলীতে মিসুর পুরপুর কহে। ইহার

সংস্কৃত পর্য্যায়,—মঙ্গল্যাক, মসূর, ব্রীহিকাঞ্চন, গণ্ডোলিক, তাম্বূলরাগ, লাসক, মসূরা, মসূরী, রাগদালি, মঙ্গল্য, পৃথুবীজক, শূর, কল্যাণবীজ, গুড়বীজ ও মসূরক। মসূর মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, শোষণকারক, মলরোধক, বায়ুজনক, শূল, গুল্ম ও গ্রহণীরোগের বৃদ্ধিকারক, এবং পিত্ত, রক্ত, জ্বর ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে হিতকারক। মসূরের যূষ মধুর-রস, পুষ্টিকর, মলরোধক, এবং প্রমেহনাশক। ভাজা মসূরের দাল (যূষ) মধুররস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক ও বর্ণকারক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত ও বিষমজ্বরে উপকারক।

মস্তু।—দধির মাৎ অর্থাৎ দধির জলের নাম মস্তু। দধিতে দ্বিগুণ জল দিয়া ঘোল প্রস্তুত করিলে, তাহাকেও মস্তু কহে। ইহা অম্ল-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, রুচিকর, পাচক, লঘুপাক, বলকারক, পিত্তবর্দ্ধক, শ্রান্তিনিবারক ও স্রোতঃশুদ্ধিকারক, এবং কফ, বায়ু, তৃষ্ণা, উদর, ক্রিমি, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, শূল, বিষ্টম্ভ, গুল্ম, শ্বাস ও মলরোধের শান্তিকারক।

মহাকরঞ্জ।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ডহরকরঞ্জ কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—ষড়গ্রন্থ, উদকীর্ণ, হস্তিকরঞ্জ, হস্তিচারিণী, বিষঘ্নী, কাকঘ্নী, মদহস্তিনী, শাঙ্গেষ্টা, মধুমতী, রসায়নী, হস্তিরোহণক, সুমনা, কাকভাণ্ডী ও মধুমত্তা। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও তীক্ষ্ণ এবং কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, ব্রণ, কুষ্ঠ, ত্বক্‌দোষ ও বিষদোষে উপকারক।

মহাকাল।—(Citrullus colocynthis.) ইহা এক প্রকার লতাফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—কাকমর্দ্দ, উরুকাল, কিম্পাক, জলজ, ঘোষকাকৃতি, দালা, দেবদালিকা ও দালিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে মাকাল, হিন্দীতে লাল ইন্দ্রায়ণ, তেলেগুভাষায় অববগুড়পণ্ডু ও এটিপুচ্চ, তামিলীতে পেয়কোমত্তি এবং বোম্বাইপ্রদেশে কৌগুল কহে। ইহা তিক্তরস ও বিরেচক। ইহার ধূম পান করিলে শ্বাসরোগ নষ্ট হয়, এবং ইহার ফল নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে, নাসাক্ষত ও কর্ণক্ষতের উপশম হয়।

মহাকোশাতকী।—(Luffa pentandra.) ইহার অন্য নাম হস্তীকোশাতকী। বাঙ্গালায় ইহাকে ধুন্দুল, হিন্দীতে নেহুয়া, তেলেগুভাষায় এনুগবীর ও উৎকলে তবড়ী কহে। ইহা স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও রক্তপিত্তরোগে উপকারক।

মহাগোধূম।—মহাগোধূমকে বাঙ্গালায় বড়গম কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, সারক, রুচিকর,

বলকারক, পুষ্টিজনক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, শরীরের দৃঢ়তাকারক, বর্ণবর্দ্ধক, শুক্রজনক, কফকারক এবং বাত-পিত্তনাশক।

মহাঘৃত।—একশত এগার বৎসরের পুরাতন ঘৃতকে মহাঘৃত কহে। ইহা বায়ুনাশক, কফনিবারক, বলকারক এবং তিমিররোগ ও সর্ব্ববিধ ভূতাবেশে উপকারক।

মহাচুঞ্চু।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—স্থূলচুঞ্চু, সুচঞ্চুক, দীর্ঘপত্রী ও দিব্যগন্ধা। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় চেঁচ্‌কো কহে। এই শাক কটু-কষায়-রস, এবং গুল্ম, শূল, উদর, অর্শঃ ও বিষদোষে হিতকর।

মহাজম্বীর।—ইহা একপ্রকার জামীরের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে করুণানেবু এবং হিন্দীতে বড়নিমু কহে। ইহা অম্লরস, পাচক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও মুখ পরিষ্কারক, এবং বায়ু ও ক্রিমিরোগে উপকারক। ইহার ছাল অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। এই জম্বীরের রসযুক্ত যূষ উদরাময়নাশক এবং রক্তাতিসার ও পামারোগে হিতকর। ইহার বীজের তৈল-পদার্থ বায়ুনাশক।

মহাজম্বু।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—রাজজম্বু, ফলেন্দ্র, মহাফলা, স্বর্ণমাত্রা ও পিকপ্রিয়। বাঙ্গালায় ইহাকে বড়জাম এবং মহারাষ্ট্রে মহাম্নায়জম্বু কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, রুচিকর, মুখের জড়তা-নাশক, শ্রান্তিনিবারক, শোষনাশক, মলভেদক, ভ্রমজনক এবং শ্বাস, কাস ও কফের শান্তিকারক।

মহাজ্যোতিষ্মতী।—ইহা এক প্রকার লতার নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—তেজোবতী, অগ্নিদীপ্তা, অগ্নিফলা, সুবর্ণনকুলী, কঙ্গুনী ও কনকপ্রভা। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় লতাফট্‌কী এবং হিন্দীতে বড়ীমালকাঙ্গিনী কহে। ইহা অত্যন্ত তিক্ত ও কিঞ্চিৎ কটুরস, রুক্ষ, দাহকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধাজনক এবং বাত-কফনাশক।

মহাদ্রোণী।—ইহা একপ্রকার দ্রোণ-পুষ্পের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—দেবদ্রোণা, দিব্যপুষ্পা, কাঞ্চীদেবী ও দেবকুরুম্বা। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় ঘলঘষিয়া, হিন্দীতে বড়ী দ্রোণপুষ্পী, মহারাষ্ট্রদেশে দেবকুম্বা এবং কর্ণাটে দেবতুষে কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, মেধাজনক ও কফনাশক, এবং অগ্নিমান্দ্য, বাতব্যাধি ও ভূতাবেশের উপশমকারক। পারদশোধনার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মহানিম্ব।—(Melia azadirachta.) ইহা একপ্রকার নিমের নাম।

বাঙ্গালায় ইহাকে মহানিম, ঘোড়ানিম ও বননিম, হিন্দীতে বকাইন, মহারাষ্ট্র-দেশে ডোঁরাচা নিম্বাচা ঝাড়, তেলেগু ভাষায় গঙ্গরাবিচেট্টু, পেদ্দবেপচেট্টু, তুরকবেপ ও কণ্ডবেপ, দাক্ষিণাত্যদেশে গৌরিনিম এবং তামিলীতে মলাইধেতু বা বেপ্পম্ কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—কৈটর্য্য, পার্ব্বত্য, পবনেষ্ট, মহাতিক্ত ও হিমক্রম। ইহা কটু-তিক্ত কষায়-রস ও শীতল এবং রক্ত, দাহ, কফ ও বিষমজ্বরে উপকারক। ইহার গাছের ছাল অতিতিক্ত এবং অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মত্ততাজনক। ইহার পত্র কুষ্ঠনাশক, পুষ্প শিরঃশূলে উপকারক। মহানিম্বের পত্র ও ফল বিষাক্ত এবং কুষ্ঠরোগে হিতকর।

মহাপারেবত।—ইহা একপ্রকার খর্জ্জুরফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—স্বর্ণপারেবত, সাম্রানিজ, খারিক, রক্তরৈবতক ও দ্বীপখর্জ্জুর। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকর ও বাতজ্বরনাশক।

মহাপিণ্ডীতক।—ইহা একপ্রকার মদনফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—মহামদন ও বাম্রাহ। বাঙ্গালায় ইহাকে বড়ময়না বা কালময়না, মহারাষ্ট্রে থোরমেনাহল এবং বোম্বাইপ্রদেশে গেল কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, বমনকারক, পক্বাশয়শোধক এবং কফ ও হৃদ্রোগে উপকারক।

মহাপিণ্ডীতরু।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—শ্বেতপিণ্ডীতরু, করহাট, ক্ষুর, শর ও শস্ত্রকোষতরু। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে পেড়িয়া এবং কর্ণাটে ওঁদয়মারুষমরনু কহে। ইহা কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য ও ত্রিদোষনাশক; এবং রক্তদোষ ও চর্ম্মরোগের উপশমকারক।

মহাপীলু।—বড় পীলুফলকে মহাপীলুফল কহে। ইহার অপর নাম রাজপীলু, মধুপীলু ও মহাফল। বড় পীলু মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং আমদোষে ও বিষদোষে হিতকর।

মহাভরী।—(Cuscuta zerumbet.) ইহা একপ্রকার বচের নাম। ইহা মহাভরীবচ ও কুলিঞ্জনবচ নামে প্রসিদ্ধ। এই বচ দুই প্রকার,—সুগন্ধি ও উগ্রগন্ধি। উগ্রগন্ধি অপেক্ষা সুগন্ধি হীনগুণ। উগ্রগন্ধি মহাভরী কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, স্বরবর্দ্ধক, কফনাশক ও কাসনিবারক এবং হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখের শুদ্ধিকারক।

মহামেদা।—ইহা একপ্রকার লতাকন্দের নাম। ইহার আকার আদার অনুরূপ। মোরঙ্গ দেশে ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহা সর্ব্বত্রই মহামেদা নামে অভিহিত; কেবল তেলেগুভাষায় ইহাকে মহামেদয়নচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুরমেদা, দেবগন্ধা, দেবমণি, মহাচ্ছত্রা, বৃক্ষার্হা ও দিব্যা। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, স্তন্তজনক ও কফকর, এবং পিত্ত, দাহ ও বাতজ্বরে উপকারক। মহামেদা এখন অতি দুর্ল্লভ; এজন্য ঔষধাদিতে মহামেদার পরিবর্ত্তে অনন্তমূল ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মহা-রজত।—ধুতুরার ফলকে মহারজত বলে। (ধুস্তূর দ্রষ্টব্য।)

মহারাজচুত।—ইহা একপ্রকার আম্রফলের নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে মহারাজাম্বা এবং কর্ণাটে মহারাজচামু কহে। (রাজাম্র দ্রষ্টব্য।)

মহারাষ্ট্রী।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। ইহার অপর নাম জলপিপ্পলী। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁচড়া ও পানসগা, দেশভেদে নারাটি এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটে পিপ্পলক, হোমুগুলু ও পণিসজা কহে। ইহা কটু-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, মুখপরিষ্কারক এবং বায়ু, ব্রণ ও কীটাদি-দোষে হানিকারক। পারদের দোষশোধন জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মহার্দ্রক।—ইহার অপর নাম বনার্দ্রক ও স্থূলার্দ্রক। বাঙ্গালায় ইহাকে মহাদা ও বন-আদা কহে। ইহা কটু-রস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক ও কফ-বায়ুনাশক এবং অর্শোরোগে উপকারক।

মহাশণপুষ্পী।—ইহা একপ্রকার ফুলগাছের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে আতুশী ফুলের গাছ, মহারাষ্ট্রদেশে সাহ্গী কিলিহিলা, কর্ণাটে পাঢ়রী কিলিহিলা এবং হিন্দীতে ফুলফুণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্বেতপুষ্পী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতঘণ্টা ও বৃত্তপর্ণী। ইহা কষায়-রস ও উষ্ণবীর্য্য। পারদশোধনে এবং স্তম্ভনমোহনাদি কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মহাশতাবরী।—বড় শতমূলী অর্থাৎ সহস্রমূলীকে মহাশতাবরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শতবীর্য্যা, সহস্রবীর্য্যা, সুরসা, বহুপুত্রিকা, ঋষ্যপ্রোক্তা, মহোদরী ও মহাপুরুষদন্তিকা। হিন্দীতে ইহাকে কঙ্গহীমূল কহে। এই শতমূলী মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, মেধাবর্দ্ধক, শুক্রজনক, রসায়ন ও বাত-পিত্ত-কফনাশক এবং অর্শঃ, গ্রহণী ও চক্ষুরোগের উপশমকারক।

মহাশালি।—ইহা একপ্রকার ধান্যের নাম। সাধারণতঃ ইহা মোটা ধান্য নামে পরিচিত। মোটা ধানের ভাত গুরুপাক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও চক্ষুরোগে হিতকর।

মহাশ্রাবণী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রগুল্মের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—মহামুণ্ডী, ক্রোড়চূড়া, পলঙ্কষা, অলম্বুষা, কদম্বপুষ্পী, লোচনী ও বৃদ্ধা। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় থুলকুড়ী ও গোরক্ষমুড়ী কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর ও রসায়ন; এবং মেহ, প্লীহা, অপস্মার, মেদোদোষ, শ্লীপদ, গলগণ্ড, পাণ্ডু, ক্রিমি, অর্শ ও যোনিরোগের শান্তিকারক।

মহাসর্জ্জ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটাল গাছ কহে। (পনস দ্রষ্টব্য।)

মহাসফর।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় পুঁটী বা সরল পুঁটী কহে। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, রুচিকর, শুক্রজনক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফ-পিত্তনাশক।

মহাসমঙ্গা।—ইহা এক প্রকার বেড়েলা জাতীয় বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—ওদনিক, বৃক্ষা, রুহা, বৃক্ষরুহা, পীতবলা, ব্যালজিহ্বা ও খির-হিটি। হিন্দীতে ইহাকে কগাহিয়া ও খিরহিটিয়া এবং বোম্বাইপ্রদেশে খোরটি কণাভেহ্ন কহে। ইহা মধুরাম্ল-রস ও ত্রিদোষনাশক এবং জ্বর ও দাহরোগে উপকারক।

মহিষ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ পশুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মহিষ, হিন্দীতে ভৈঁস এবং তেলেগু-ভাষায় দুন্নপোতু কহে। গ্রাম্য মহিষের মাংস গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও পিত্তনাশক। বন্য মহিষের মাংস অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক। সাধারণতঃ উভয় মহিষের মাংসই মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, সন্তর্পণ, বলকারক, শরীরের দৃঢ়তাকারক, শুক্র ও স্তন্যবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

মহিষকন্দ।—ইহা একপ্রকার আলুর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—শুভ্রালু ও শুক্লকন্দ। এই আলু কটু-রস, রুচিকর, মুখের জড়তানাশক, এবং কফ ও বায়ুজনিত রোগে উপকারক। কৃষ্ণবর্ণ মহিষকন্দ সিদ্ধিপ্রদ।

মহিষ-মৎস্য।—কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় বলবান্ ও বড় বড় আঁইসবিশিষ্ট মৎস্য-বিশেষের নাম মহিষ-মৎস্য। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বল-বীর্য্যকারক।

মহিষবল্লী।—ইহা একপ্রকার লতার নাম। ইহার আকার সোমলতার

অনুরূপ। হিন্দীতে ইহাকে ছিরহিটি, মহারাষ্ট্রদেশে মহিষবেলি এবং কর্ণাটে গ্রাম্যবল্লী কহে। ইহা মধুর-কটু-রস, রসায়ন ও ত্রিদোষনাশক।

মহিষ-দুগ্ধ।—মহিষীর দুগ্ধ মধুর-রস, পিচ্ছিল, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, নিদ্রাতন্দ্রার বৃদ্ধিকারক ও শ্রান্তিনিবারক, এবং রক্তপিত্ত ও দাহের উপশমকারক। মহিষীদুগ্ধের দধি অম্ল-মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বাতপিত্তের প্রকোপক, রক্তদোষজনক, নিদ্রাকারক, এবং রক্তামাশয় রোগের শান্তিকারক। মহিষীদুগ্ধের তক্র (ঘোল) কফজনক, শোথকারক, এবং প্লীহা, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ ও অতিসারে উপকারক। মহিষীদুগ্ধের নবনীত অর্থাৎ মাখন মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, বাতপিত্তনাশক, এবং স্তনরোগের স্থিরতাকারক। মহিষী দুগ্ধের ঘৃত মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বলকারক, বর্ণবর্দ্ধক, কান্তিজনক, অগ্নিউদ্দীপক, চক্ষুর হিতকর ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং অর্শঃ ও গ্রহণীরোগে হিতকর।

মহিষী-মূত্র।—মহিষী-মূত্র কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মলভেদক, বায়ুনাশক ও পিত্তপ্রকোপক, এবং পাণ্ডু, উদর, শূল, অর্শঃ ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক।

মহীনদী-জল।—মালবদেশ-প্রবাহিত একটী নদীর নাম মহীনদী। এই নদীর জল মধুররস, গুরুপাক, বলকারক ও পিত্তনাশক।

মহেন্দ্র-কদলী।—ইহা এক-প্রকার বুনো-কলার নাম। ইহা মধুর-রস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং বায়ু, পিত্ত ও প্রদররোগে উপকারক।

মহেন্দ্র-বারুণী।—বড় ইন্দ্রবারুণী অর্থাৎ রাখালশশা-বিশেষের নাম মহেন্দ্র-বারুণী। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় মাকাল, মহারাষ্ট্রদেশে বড়িল ইন্দ্রবারুণী, এবং কর্ণাটে হিরিয়হামেক কহে। ইহা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য ও বিরেচক, এবং শ্লীপদ (গোদ) ও কণ্ঠরোগে হিতকর।

মাংস।—জীবশরীরের তৃতীয় ধাতুর নাম মাংস; রক্ত পরিপক্ক হইয়া মাংসরূপে পরিণত হয়। প্রত্যেক জীবের মাংসেরই গুণ স্বতন্ত্র হইলেও মাংসমাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। সাধারণতঃ সকল মাংসই মধুর-রস, মধুর-বিপাক, গুরুপাক, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ু-নাশক। অতি শিশু, বৃদ্ধ, স্বয়ংমৃত, কৃশ, রোগগ্রস্ত ও বিষ প্রভৃতিদ্বারা হতজীবের মাংস এবং পূতিমাংস নিতান্ত অপকারক। সদ্যোহত জীবের মাংস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারক। সকল জীবেরই পুরুষ-

দিগের পরার্দ্ধ এবং স্ত্রীদিগের পূর্ব্বার্দ্ধ অবয়বের মাংস লঘুপাক, এবং সকলেরই মধ্য-অবয়ব গুরুপাক। কিন্তু পক্ষীদিগের মধ্য-অবয়ব লঘুপাক, আর বক্ষঃস্থল ও গ্রীবা গুরুপাক। একজাতীয় জীবের মধ্যে যে সকল জীব বৃহচ্ছরীর, তাহাদের মধ্যে পরিপুষ্ট দেহের মাংস উৎকৃষ্ট। তৈলসিদ্ধ-মাংস মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, পিত্তজনক, এবং রক্তদুষ্টিতে হানিকর। ঘৃতসিদ্ধ-মাংস, মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পুষ্টিকর, সমুদায় ধাতুর বৃদ্ধিকারক, দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক ও মুখদোষের উপশমকারক।

মাংসরস।—ইহাকে বাঙ্গালায় মাংসের ঝোল কহে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু প্রায় সকলগুলিরই গুণ একরূপ; কেবল পাকবিশেষানুসারে কোন মাংসরস গুরুপাক, কোন মাংসরস অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুপাক, এবং কোন মাংসরস লঘুপাক হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল মাংসরসই রুচিকর, প্রীতিজনক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শ্রান্তিনিবারক, স্বরপরিষ্কারক ও বাত-পিত্তনাশক এবং বাতব্যাধি, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, কাস, ভগ্ন, ব্রণ, বিষমজ্বর ও চক্ষুরোগে উপকারক।

মাংসরোহিণী।—ইহা একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অগ্নিরুহা, চর্ম্মকষা ও বিকষা। ইহা কষায়-রস, শীতল, সারক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, কণ্ঠরোধক ও ক্রিমিনাশক, এবং ত্রিদোষের, বিশেষতঃ বায়ুর শান্তিকারক।

মাংসশৃঙ্গাটক।—ইহা একপ্রকার খাদ্যের নাম। ইহা মাংস হইতে প্রস্তুত। চলিতকথায় ইহাকে মাংসের শিঙ্গাড়া কহে। মাংসের ছোট ছোট টুক্‌রা করিয়া, তাহা জল, এবং লবণ, আদা, হিঙ, লবঙ্গ, জীরা, ছোট এলাইচ, ধ'নে ও নেবুর-রস প্রভৃতি মসলার সহিত পাক করিবে; তৎপরে ঐ মাংসের পূর দিয়া শিঙ্গাড়া প্রস্তুত করিবে ও তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ইহারই নাম মাংসশৃঙ্গাটক। উহা গুরুপাক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বীর্য্যজনক, এবং বাত-পিত্ত-কফনিবারক।

মাংসৌদন।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ খাদ্য। বাঙ্গালায় ইহা পোলাও নামে পরিচিত। ইহা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, এবং সমুদায় ধাতুর বৃদ্ধিকারক।

মাকন্দী।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—বহুমূলী, গন্ধমূলিকা ও মাদিনী। হিন্দীতে ইহাকে মাত্রানী ও মাদিনী, মহারাষ্ট্রে

মাগ্নিনী, এবং কর্ণাটে মাগিনী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস,রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ বায়ুজনক ও পথ্য।

মাচিকা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে মোইয়া কহে। ইহা অম্লরস, পাকে কষায়, শীতল ও লঘুপাক, এবং পক্কাতিসার, পিত্ত, রক্ত, কফ ও কণ্ঠরোগে উপকারক।

মাড়দ্রুম।—কোঙ্কণদেশ-জাত একপ্রকার বৃক্ষের নাম মাড়দ্রুম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—ধ্বজবৃক্ষ,বিতানক ও মণ্ডদ্রুম। বোম্বাইপ্রদেশে ইহাকে ভেলি-মাড়,মহারাষ্ট্রদেশে মাড়ু,কর্ণাটে বৈনো, এবং কোঙ্কণদেশে জির্ক তুগু কহে। ইহা কষায়াম্ল-রস,শীতল, মত্ততাজনক, শ্রান্তি-নিবারক, পিপাসানাশক,রুচিকর, দাহ-জনক এবং বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

মাণক।—(Arum Indicum.) ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বৃহচ্ছদ,ছত্রপত্র,বিস্তীর্ণ-পর্ণ ও স্থলপদ্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাণ-কচু, এবং হিন্দীতে ও বোম্বাইপ্রদেশে মাণ-কন্দ কহে। ইহা শীতল, লঘুপাক, রক্ত-পিত্ত-নাশক ও শোথনিবারক।

মাণিক্য।—ইহা একপ্রকার রত্নের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শোণরত্ন, রত্নরাট্ ও পদ্মরাগ। বাঙ্গালায় ইহাকে মাণিক বা চুণী কহে। ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, রসায়ন ও বাত-পিত্ত-নাশক। শোধন-মারণ না করিয়া ইহা ঔষধাদিতে ব্যবহার করিলে, অপকার হয়। কোনও অম্লরসের সহিত দোলা যন্ত্রে পাক করিলে, মাণিক্য শোধিত হয়; পরে গজপুটে পোড়াইয়া লইলে ইহা মারিত হইয়া থাকে।

মাতুলুঙ্গ।—(Citrus medica. ইহা একপ্রকার নেবুর নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বীজপুর, ফলপুর অম্বু কেশর ও ছোলঙ্গ। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোলঙ্গনেবু বা টাবানেবু, হিন্দীতে বিজোরা,মহারাষ্ট্রদেশেমাহুলিঙ্গ,কর্ণাটে মাধলা, তেলেগুভাষায় মাদোফলপুট্রু, এবং উৎকলদেশে কলম্বা কহে। মাতু-লুঙ্গের গাছ কফ-বাতনাশক, রক্তদুষ্টি ও পিত্তের বৃদ্ধিকারক, এবং ক্রিমি, শূল-ও উদররোগে উপকারক। মাতুলুঙ্গের কাঁচা ফল অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বায়ু-পিত্ত-কফ ও রক্ত-বর্দ্ধক। ইহার পাকা ফল অম্ল-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, বর্ণবর্দ্ধক ও কণ্ঠশোধক,এবং অজীর্ণ, শূল, মলাদির বিবন্ধ, বায়ু, কফ, কাস, শ্বাস, শোথ, হিক্কা, বমি, হৃদ্রোগ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, উদরাধ্মান,অরুচি ও অগ্নিমান্দ্যের শান্তি-কারক। ইহার ফলের খোসা তিক্ত রস,

দুর্জ্জর, এবং বায়ু, কফ ও ক্রিমিরোগে উপকারক। ইহার কেশর লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, এবং গুল্ম, শূল, উদরী ও অর্শোরোগে হিতকর। ইহার পুষ্প লঘুপাক, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, এবং শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও মলাদির বিবন্ধে উপকারক। ইহার বীজ উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও গর্ভজনক, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা ও ক্রিমিরোগে হিতকর।

মাধবীলতা।—(Hiptage madhabilata.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ পুষ্পের লতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অতিমুক্ত, পুণ্ড্রক, বাসন্তী, চন্দ্রবল্লী ও ভদ্রলতা। বাঙ্গালায় ইহাকে মাধবীলতা, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটে গুরুবিন্দ, মাধবী ও ইন্দ্রগোচে, এবং তেলেগুভাষায় মাধবতোগে ও পুব্বুলগুরিগিন্দ কহে। ইহা কটুতিক্ত-কষায়-রস, মদগন্ধি, শীতল ও লঘুপাক এবং দাহ, শোষ, কাস, ব্রণ ও ত্রিদোষ, বিশেষতঃ পিত্তের হিতকর।

মাধুকী।—মৌলফুলজাত মদ্যের নাম মাধুকী। ইহা মধুররস, মত্ততাজনক, বলকারক, পুষ্টিকর ও কামবর্দ্ধক।

মাধ্বী।—মধু হইতে প্রস্তুত মদ্যের নাম মাধ্বী। ইহা মধুর-রস, নাতিশীতোষ্ণ-বীর্য্য ও রুচিকর এবং পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, অর্শঃ ও মেহরোগে উপকারক।

মাধ্বীক।—(Port Wine.) ইহাও একপ্রকার মদ্যের নাম। ইহা দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা মধুরাম্ল-রস, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও সারক, এবং বায়ুরোগ, পিত্তরোগ, আমবাত, প্রমেহ, অতিসার, গ্রহণী, শূল, আনাহ, বমন, শ্বাস ও অর্শোরোগের উপশমকারক।

মানুষীদুগ্ধ।—নারীদুগ্ধকে মানুষদুগ্ধ কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধকর ও সন্তর্পণ, এবং পিত্ত, রক্ত ও নেত্ররোগে হিতকর। মানুষী-দুগ্ধের দধি অম্ল-মধুর-রস, মধুর-বিপাক, সন্তর্পণ, বলকারক, চক্ষুর হিতকর, এবং গ্রহদোষনাশক। এই দুগ্ধজাত ঘৃত মধুর-রস, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর উপকারক, এবং কফ, বায়ু, যোনিদোষ ও অন্যান্য বহুবিধরোগে উপকারক।

মায়াফল।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাইফল বা মাজুফল কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণ-বীর্য্য, বায়ুনাশক, কৃষ্ণতাকারক, এবং শিথিলস্থানের সঙ্কোচক।

মায়ূরপক্ষ-ব্যজন।—ময়ূরের পুচ্ছনির্ম্মিত পাখার ব্যজনে বাত এবং ত্রিদোষের উপশম হয়।

মারীশ।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটা-ন'টে, হিন্দীতে নবড়া, এবং উৎকল-দেশে নেউটাশাক কহে। ইহা শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতমারিশ মধুররস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও বাতশ্লেষ্মজনক এবং পিত্ত, রক্তপিত্ত, বিষমাগ্নি ও রক্তস্রাবের শান্তি-কারক। রক্তবর্ণের কাঁটান'টে অধিক গুরুপাক নহে, কিন্তু ক্ষারগুণবিশিষ্ট, মধুর-রস, সারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, পাকে কটু এবং অল্পদোষকর।

মার্কণ্ডী।—ইহা একপ্রকার কাঁকরোলের নাম। হিন্দীতে ইহাকে ভুইখখসাবল্লী, এবং বোম্বাইপ্রদেশে ভুই-তড়বড় কহে। ইহা ঊর্দ্ধ ও অধঃ কায়ের শুদ্ধিকারক, এবং কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, গাত্রের দুর্গন্ধ ও বিষদোষে উপকারক।

মার্কব।—ইহা একপ্রকার ভৃঙ্গ-রাজের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভীম-রাজ, হিন্দীতে ভঙ্গরা, মহারাষ্ট্রদেশে গঙ্গগমুরু, কর্ণাটে ভঙ্গরৈরা এবং বোম্বাই-প্রদেশে মাকা কহে। ইহা শ্বেত, নীল ও পীতবর্ণের পুষ্প এবং আয়তনভেদে তিনপ্রকার। সকল মার্কবই তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর ও কেশরঞ্জক, এবং কফ, শোথ ও বিষদোষে হিতকর।

মার্জ্জন।—শরীরের মার্জ্জন করিলে, অর্থাৎ গামছা প্রভৃতি দ্বারা শরীর পরিষ্কৃত করিলে শরীরের ময়লা, দুর্গন্ধ, গুরুত্ব, কণ্ডু, পাঁচড়া, স্বেদ, বীভৎসতা ও অরুচির উপশম হয়।

মার্জ্জারী।—বাঙ্গালায় ইহা খটাশী নামে পরিচিত। ইহা বাত-নাশক এবং চক্ষুরোগে হিতকর।

মার্দ্বীক।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। সুপক্ব মৃদ্বিকা অর্থাৎ আঙ্গুর গালিয়া রস বাহির করিয়া সেই রস হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে মার্দ্বীক মদ্য কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, রুক্ষ, লঘুপাক ও সারক, এবং রক্তপিত্ত, শোথ ও বিষমজ্বরে হিতকর।

মালকন্দ।—ইহা একপ্রকার বৃহৎ কন্দের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মালাকন্দ, আবিলকন্দ, ত্রি-শিখিদলা, গ্রন্থিদলা, পাদিকন্দ ও কন্দ-লতা। ইহা মহারাষ্ট্রপ্রদেশে দাবণির-গড়ু, এবং কর্ণাটে করিয়েগোলি নামে পরিচিত। এই কন্দ তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং গুল্ম, গণ্ডমালা ও সূতিকারোগে উপকারক।

মালতী।—(Aganosma calicina. Syn.—Echites caryophyllata.) ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—সুমনা ও

জাতি। বাঙ্গালায় ইহাকে মালতীফুল ও গন্ধমালতী কহে। মালতীফুল চক্ষুর উপকারক। মালতীফুলের পাতা কফ-পিত্তনাশক, এবং কৃমি, কুষ্ঠ, ব্রণ ও মুখরোগের শান্তিকারক। ইহার শিকড় জঙ্গমবিষনাশক।

মালাদূর্ব্বা।—ইহা একপ্রকার দূর্ব্বার নাম। ইহার আকৃতি মালার ন্যায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বল্লীদূর্ব্বা, অলিদূর্ব্বা, মালাগ্রন্থি, গ্রন্থিদূর্ব্বা, গ্রন্থিমূলা, পর্ব্ববল্লী, শূলগ্রন্থি, গ্রন্থিলা, বেল্লনী ও রোহৎপর্ব্বা। বাঙ্গালায় ইহাকে মালদূর্ব্বা ও গেঁটেদূর্ব্বা, মহারাষ্ট্রদেশে বেলিহরিয়ালি, কর্ণাটে বল্লিগরুকে, এবং বোম্বাইপ্রদেশে বেলিদূর্ব্বা কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস ও শীতল, এবং পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও বমনরোগে উপকারক।

মাষকলায়।—(Phaseolus radiatus or P. Roxburghii.) ইহা একপ্রকার শস্যের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর মাষ। বাঙ্গালায় ইহাকে মাষকলাই, হিন্দীতে উরীদ এবং তেলেগুভাষায় মিনুমলু কহে। মাষকলায় মধুর-রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, সন্তর্পণ, মলভেদক, মূ কারক, স্তন্যজনক, মেদবর্দ্ধক, কফ-পিত্তকারক, রক্তপিত্তের প্রকোপক, এবং বায়ুরোগ, অর্শঃ, শূল ও বাতজ শ্বাসরোগে হিতকর। মাষকলায়ের যূষ মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের বৃদ্ধিকারক। মাষকলায়ের সূপ, অর্থাৎ ভাজামাষকলায়ের দাল—মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, সন্তর্পণ, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

মাষপর্ণী।—(Teramunus labialis.) ইহা একপ্রকার লতার নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হয়পুচ্ছী, কম্বোজী, মহাসহা, সিংহপুচ্ছী, ঋষিপ্রোক্তা, কৃষ্ণবৃন্তা, পর্ণিনী, লোমশপর্ণিনী, পাণ্ডুলোমা, আর্দ্রমাষা, মাংসমাষা, মঙ্গল্যা, হংসমাষা, বজ্রমূলী, বিষারিণী, বিশাচিকা, আম্মোদ্ভবা, বহুফলা, স্বয়ম্ভু, সুলভা ও সিংহবিন্নী। বাঙ্গালায় ইহাকে মাষাণী, হিন্দীতে মাষোণী ও মাষবণী, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে রাণউড়দী, এবং কর্ণাটে রানোডিণ্ডু ও কাউট্টু কহে। মাষপর্ণী তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফকারক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, দাহ, জ্বর ও শোথরোগের উপশমকারক।

মাষরোটিকা।—খোষাশূন্য মাষকলায়ের গুঁড়া দ্বারা যে রুটী প্রস্তুত হয়; তাহারই নাম মাষরোটিকা। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, মলভেদক, কফ-পিত্তনাশক ও কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক।

মাষবটক।—মাষকলায়ের বড়ীকে মাষবটক কহে। মাষকলায় বাঁটিয়া তাহার সহিত লবণ, হিঙ্গু, আদা, প্রভৃতি মশলা মিশ্রিত করিয়া এই বড়ী প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, মলভেদক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, রুচিকর ও বায়ুরোগে উপকারক।

মাষান্ন।—মাষকলায়ের অন্ন, অর্থাৎ খিচড়ী মধুর-রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, দুর্জ্জর, মাংসবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও বায়ুনাশক।

মাক্ষিক।—ইহা একপ্রকার উপধাতুর নাম। ইহা দুইপ্রকার :— স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক। যে মাক্ষিকে স্বর্ণের ন্যায় আভা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্বর্ণমাক্ষিক, এবং যাহাতে রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণের আভা দেখা যায়, তাহা রৌপ্যমাক্ষিক। উভয় মাক্ষিকই তিক্ত-মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন ও চক্ষুর হিতকর, এবং পাণ্ডু, উদর, মেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ, জ্বর, বস্তিরোগ ও বিষদোষে উপকারক।

শোধন না করিয়া কোন মাক্ষিকই ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা উচিত নহে। কারণ, অশোধিত মাক্ষিক-ধাতু সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, বলহানি, বিষ্টম্ভ, নেত্ররোগ ও ব্রণ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। স্বর্ণমাক্ষিক শোধন করিতে হইলে, তিনভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈন্ধবলবণ একত্র গোঁড়ানেবু বা টাবানেবুর রসের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিবে, এবং লৌহদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে; লৌহপাত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে নামাইতে হইবে। রৌপ্যমাক্ষিক শোধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ তাহা কর্কটী ও মেষশৃঙ্গীর কাথে এবং গোঁড়ানেবুর রসে এক এক দিন ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। এইরূপে উভয়-মাক্ষিকধাতু শোধিত হইলে, তাহা কুলত্থকলায়ের কাথ ও তৈল, অথবা ছাগমূত্র ও তৈল, ইহাদের যে কোন দুইটী পদার্থের সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে ভস্ম করিতে হইবে। সেই ভস্ম ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়।

মাক্ষিক-মধু।—বড় বড় কপিলবর্ণ মক্ষিকা যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে মাক্ষিক-মধু কহে। ইহা তৈলবর্ণ, মধুর-রস, রুক্ষ, লঘুপাক, সকল মধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং শ্বাস, কাস, ক্ষয়, কামল, অর্শঃ ও নেত্ররোগে উপকারক। এই মধু হইতে যে শর্করা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মাক্ষিক-শর্করা বলে। ইহার গুণ মাক্ষিক মধুর অনুরূপ।

মিশ্রী।—ইহা একপ্রকার তৃণঘাসের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কেসে বলে। ইহা মধুররস, শীতল, এবং পিত্ত, দাহ ও ক্ষয়রোগে উপকারক।

মিশ্রেয়া।—(Fæniculum Vu'gare.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র-বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বন-শুল্‌ফা, হিন্দীতে সোঁয়া, বরিসোপ, মহারাষ্ট্রে বনসউফ, কর্ণাটে কাসব্ব-সিগে, তেলেগুতে পেদ্দজিলকুরুদ্ধ এবং তামিলীতে সোহিকিরে কহে। স্থান-ভেদে ইহাকে মৌরী এবং শুল্‌ফাও বলে। ইহা কটুযুক্ত-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, কফনাশক, এবং বাতপিত্ত, প্লীহা ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

মিষ্টনিম্বু।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কমলা নেবু বলে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, রক্তনাশক, কফের উৎক্লেশজনক, বাত-পিত্তনাশক, এবং অরুচি, তৃষ্ণা, শোষ, বমন ও বিষদোষে হিতকর।

মুকুষ্ট।—ইহা একপ্রকার শস্যের নাম। ইহার অপর নাম বনমুদ্গ; বাঙ্গালায় ইহাকে মুগানী বলে। ইহা শীতল, গ্রাহী, এবং কফ, পিত্ত ও জ্বরনাশক।

মুক্তবর্চ্চা।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মুক্তবর্ষী বা মুক্তঝুরী কহে। ইহা বমন-কারক ও বিরেচক, এবং কফ, বায়ু, কাস, শ্বাস, জ্বর ও বিষদোষে উপকারক। ইহার পাতা বাঁটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে, মূত্রস্রাব হয়, এবং গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে, মলভেদ হইয়া থাকে।

মুক্তা।—ইহা একপ্রকার রত্নের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মৌক্তিক, শৌক্তিক, ভৌতিক, শুক্তি মণি, বিন্দুফল, অন্তঃসার, শুক্তিবীজ, মুক্তিকা, ইন্দুরত্ন, লক্ষ্মী ও তারা প্রভৃতি। বাঙ্গালায় ইহাকে মোতী কহে। শুক্তি, শঙ্খ, গজ-মস্তক, ভেকমস্তক, সর্পমস্তক, বেণুবৃক্ষ ও মৎস্যমস্তক হইতে মুক্তার উৎপত্তি হয়। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, সারক, বমনকারক, পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্র-বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও কান্তিকারক, এবং যক্ষ্মা ও বিষদোষে উপকারক। ইহার প্রলেপে শোথের উপশম হয়। মুক্তা শোধিত ও জারিত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। জয়ন্তীপাতার রসের সহিত, অথবা অম্লবর্গ ও কাঁজির সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইলে, মুক্তা শোধিত হয়; পরে ইহা অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিলেই জারিত হইয়া থাকে।

মুক্তাশুক্তি।—শুক্তি (ঝিনুক) হইতে উৎপন্ন মুক্তার নাম মুক্তাশুক্তি। বাঙ্গালায় ইহাকে মুক্তার ঝিনুক, মহা-রাষ্ট্রে মোতীসঁপী কহে। ইহা মধুর কটু-রস, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর, এবং শ্বাস, হৃদ্রোগ ও শূলরোগে হিতকর।

মুখপ্রক্ষালন।—শীতল জলদ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিলে, মুখ পরিষ্কার হয়, এবং মুখের ব্রণ, মেচেতা, মুখশোষ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

মুখালু।—ইহা একপ্রকার আলুর নাম। ইহা মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, বায়ুজনক ও পিত্তজনক, এবং দাহ, তৃষ্ণা ও শোষের শান্তিকারক।

মুচুকুন্দ।—(Pterospermum suberifolium) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্ষত্রবৃক্ষ, বহুপুত্র, সুদন, সুপুষ্প, লক্ষণক, হরিবল্লভ ও প্রতিবিষ্ণুক। বাঙ্গালায় ইহাকে মুচুকুন্দ, হিন্দিতে মোচকন্দ, উৎকলদেশে বইলো, তামিলীতে চড্ডো, তেলেগুভাষায় লোলগু, এবং কোঙ্কণপ্রদেশে মুচুকুন্দ কহে। মুচুকুন্দ ফুল শিরঃপীড়া, পিত্ত, রক্ত ও বিষদোষে উপকারক। ইহার গাছ কটু-তিক্ত-রস, এবং কফ, কাস, কণ্ঠদোষ, ত্বক্‌দোষ, ব্রণ, পামা (পাঁচড়া), শোথ ও জীর্ণজ্বরের উপশমকারক।

মুঞ্জ।—(Saccharum munja) ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মৌঞ্জীতৃণ, বাণীরক, দৃঢ়তৃণ, শীরী, দূরমূল, বহুপ্রজ, দৃঢ়মূল, দর্ভাহ্বয়, সুমেখল, শক্রভঙ্গ, তেজনাহ্বয়, মুঞ্জনক ও ব্রহ্মণ্য। বাঙ্গালায় ইহা মুঞ্জগড্ডি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা দুইপ্রকার—মুঞ্জ ও ভদ্রমুঞ্জ। উভয় মুঞ্জই মধুর-কষায়-রস ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বিসর্প, রক্তমূত্র, আমদোষ, বস্তিরোগ, চক্ষুরোগ, গ্রহদোষ, রক্ষোদোষ ও কফ-পিত্তজ বিবিধ ব্যাধির উপশমকারক।

মুঞ্জাতক।—ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। আর্য্যাবর্ত্তে এই কন্দ উৎপন্ন হয়। বোম্বাইপ্রদেশে ইহাকে মুজারা কন্দ কহে। মুঞ্জাতক মধুর-রস, বাত-পিত্তনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক। ইহার পুষ্পের গুণও ঐরূপ। মুঞ্জাতকের অভাবে ঔষধাদিতে তালমজ্জাপ্রয়োগের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুণ্ড-শালি।—ইহা একপ্রকার ধান্যের নাম। ইহা শূকহীন। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মুণ্ডনক, নিঃশূকক ও অশূকক, বাঙ্গালায় ইহাকে বোরোধান, মহারাষ্ট্রদেশে নিঃশূকশালি, কর্ণাটে বোল্লনলু, এবং বোম্বাইপ্রদেশে বোড়কে ভাত কহে। ইহা মধুরাম্ল-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও ত্রিদোষনাশক, এবং মুখের জড়তা ও মুখরোগের শান্তিকারক।

মুণ্ডিতিকা।—(Sphœranthus Indicus. Syn.—S Hirtus.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মুণ্ডিরিকা, অলম্বুষা, শ্রাবণী, পললঙ্কষা, কদম্বপুষ্পা, শ্রবণা,

ভূতঘ্নী, কুন্তলা ও অরুণী। বাঙ্গালায় ইহাকে মুণ্ডিরী, মুরমুরিয়া ও হাইলমূল, হিন্দীতে মুণ্ডী ও গোরক্ষমুণ্ডী, বোম্বাই-প্রদেশে ও তামিলীতে কোট্টক, এবং তেলেগুভাষায় বোড়সর-পুচেট্টু কহে। ইহা মধুর-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, লঘু ও মেধাজনক, এবং গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, কৃমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, মেদোরোগ ও গুহ্যদেশের বেদনায় উপশমকারক।

মুদগ।—(Phaseolus mungo.) ইহা একপ্রকার শস্যের নাম। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—সূপশ্রেষ্ঠ, বর্ণার্হ, রসোত্তম, ভুক্তিপ্রদ, হয়ানন্দ, সুফল, রাজিভোজন ও হরিনামা। বাঙ্গালায় ইহাকে মুগ, হিন্দীতে মুঙ্গ, মহারাষ্ট্রদেশে মুগ, কর্ণাটে হেসরেক্ল, তেলেগুতে পেসলু এবং পঞ্জাবে মুঞ্জি কহে। ইহা মধুর-রস, পাকে কটু, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, মলরোধক (ভাজা-মুগ সারক), রুচিকর, অল্প বায়ুকারক, কফ-পিত্তনাশক, এবং জ্বর ও নেত্ররোগে উপকারক। মুগের যূষ অর্থাৎ কাঁচা মুগের দাল চারিগুণ জলে পাক করিলে তাহার ঝোল মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, রক্ত-পরিষ্কারক, বাতপিত্ত-কফনাশক, এবং অরুচি, সন্তাপ, জ্বর ও পিত্ত-বিকারে হিতকর। সৈন্ধবলবণযুক্ত মুগের যূষ সর্ব্বরোগনাশক।

কৃষ্ণমুগ, মাষমুগ, হরিত (সবুজ) মুগ, শ্বেতমুগ ও রক্তমুগ ভেদে মুগ নানা-প্রকার। শ্বেত অপেক্ষা পীত, পীত অপেক্ষা হরিত, এবং হরিত অপেক্ষা কৃষ্ণমুগ লঘুপাক। সকল মুগের মধ্যে হরিত মুগেরই গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা ভিন্ন বনমুগ নামেও একপ্রকার মুগ আছে, তাহাও সাধারণ মুগের সকল গুণবিশিষ্ট। অধিকন্তু তাহা শুক্র এবং সর্ব্বধাতু বর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত, জ্বর, তাপ, পিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছে হিতকর।

মুদগপর্ণী।—(Phaseolus Trilobus) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কাকমুদগা, সহা, শিম্বীপর্ণী, ক্ষুদ্রসহা, মার্জ্জারগন্ধিকা, শিম্বী, বনজা, রিঙ্গিণী হ্রস্বা সূর্পপর্ণী, কুরঙ্গিকা, কোশিলা, কুরঞ্জিকা, বনোদ্ভবা, বনমুদগ ও অরণ্যমুদগা। বাঙ্গালায় ইহাকে মুগানী, হিন্দীতে মাঠমুগানী, মহারাষ্ট্রদেশে রাণমুগ, কর্ণাটে কাহেসরু এবং তেলেগুভাষায় পল্লপেসরচেট্টু কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, এবং জ্বর, দাহ, গ্রহণী, অর্শঃ, অতিসার, শোথ ও ক্ষতরোগে উপকারক।

মুদগমোদক।—ইহা একপ্রকার মিষ্টান্নের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মতিচুর বা মিহিদানা বলে। মুগের দালের বেশম

গুঁড়া করিয়া জলে গুলিবে, পরে সেই পাতলা বেশম ঝাঁঝরার উপর দিয়া গরম ঘৃতে এরূপভাবে ফেলিতে হইবে, যেন তাহা দানা দানা হইয়া পড়ে। সেই দানাগুলি ভাজা হইলে, চিনির রসে ফেলিয়া পাক করিবে, এবং পাকশেষে লাড়ু প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাকেই মতিচুর বা মিহিদানা কহে। মতিচুর মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, তৃপ্তিজনক, সারক, চক্ষুর হিতকর ও ত্রিদোষনাশক।

মুদ্গর।—ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধরাজফুল বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গন্ধসার, গন্ধরাজ, অতিগন্ধ, সপ্তপত্র, বিটপ্রিয়, জনেষ্ট ও মৃগেষ্ট। ইহা সুরভি, শীতল, মধুর-রস, প্রীতিজনক, কামোদ্দীপক ও পিত্তপ্রকোপনাশক।

মুদ্গর-মৎস্য।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাগুর মাছ বলে। ইহা আঁইশশূন্য এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইহা মধুর-রস, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক ও রক্তজনক, এবং জ্বর, অতিসার, অজীর্ণ, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা ও বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগে হিতকর।

মুদ্গবটক।—মুগের ডালের বড়া অথবা বড়ীর নাম মুদ্গবটক। ইহা মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, অল্পপিপাসাকারক এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রক্তের বৃদ্ধিকারক।

মুদ্গামলক-যূষ।—মুগের দা'ল ও আমলকী একত্র পাক করিয়া যে যূষ প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে মুদ্গামলক-যূষ কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল ও মলভেদক, এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা, মেদরোগ ও শ্রান্তির উপশমকারক।

মুদ্গার্দ্রবটক।—ইহা একপ্রকার আদাবড়ার নাম। প্রথমতঃ মুগের দা'লের বড়া প্রস্তুত করিয়া, তাহা ভাজিবে; এবং সেই ভাজা বড়া গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত হিঙ্গু, আদা, মরিচ, জীরা, যোয়ান ও নেবুর রস মিশ্রিত করিবে। পরে সেইসকল দ্রব্যের পূর দিয়া মুগের দা'লের পিষ্টক প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ভিজাইয়া রাখিবে। এই বড়া লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক এবং ত্রিদোষের হিতকর।

মুদ্রাশঙ্খ।—ইহা একপ্রকার খনিজ পদার্থ। ইহা সঙ্কোচক ও আবরক।

মুনিনির্ম্মিত।—ইহা একপ্রকার ফলবৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম ডিণ্ডিশ ফল বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে ট্যাঁড়শগাছ কহে। ইহা রুচিকর, রুক্ষ,

মলভেদক, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, বাতবর্দ্ধক, মূত্রবর্দ্ধক, এবং অশ্মরীরোগে হিতকর।

মুরল।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মুউরল্যা মাছ কহে। ইহা লঘুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রজনক, স্তন্য-বর্দ্ধক ও শ্লেষ্মজনক।

মুরামাংসী।—মুরামাংসী এক-প্রকার গন্ধদ্রব্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তালপর্ণী, দৈত্যা, গন্ধকুটা, গন্ধিনী, ভূতগন্ধা, মুরা ও সুরভি। বাঙ্গালায় ইহাকে মুরামাংসী, মহারাষ্ট্রদেশে মুরা, এবং কর্ণাটে মুরে কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস ও শীতল, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, বিষদোষ, ও রক্ষোদোষের শান্তিকারক। কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ মুরা-মাংসী ঔষধাদিতে প্রশস্ত।

মুষলিকা।—(Curculigo orchioides.) ইহা একপ্রকার কন্দ শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে তালমূলী, হিন্দীতে মুষ্‌লী, কালী, মুষ্‌লী-সিয়া এবং তেলেগুতে নিলতলীগড্ডলী, নেলতাড়ি কহে। ইহা ধ্বজভঙ্গ, অর্শঃ এবং প্রমেহরোগে হিতকর।

মুষ্কক।—(Schrebera Swietenioides.) ইহা পলাশ বৃক্ষের ন্যায় একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ঘণ্টাপাটলী, মোক্ষক, মোচক, মুষ্কক, গোলিক, মেহন, ক্ষার-বৃক্ষ, পাটলী, বিষাপহ, জটাল, বনবাসী, সুতীক্ষ্ণক ও ক্ষারশ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘণ্টাপারুল, হিন্দীতে মোষা, মহারাষ্ট্রদেশে মোখে, কর্ণাটে মোখদলাই এবং তেলেগু-ভাষায় মোকপুচেট্টু ও মুষ্কভুগুচেট্টু কহে। ইহা কটু-অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রনাশক ও কফ বায়ুনিবারক; এবং প্লীহা, গুল্ম, উদর, অর্শঃ, ক্রিমি, কণ্ডু, মেদোরোগ ও বিষদোষে উপকারক।

মুস্তক।—(Cyperus rotundus.) ইহা একপ্রকার তৃণ-কন্দের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মুস্তা, ভদ্র-মুস্তক, ভদ্র, গাঙ্গেয়, শ্রীভদ্রা, কুরুবিন্দ, রাজকসেরু এবং মেঘের যাবতীয় নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মুতা, হিন্দীতে মোথা, তেলেগু-ভাষায় তুগমুস্তও সকহতুঙ্গবিরু এবং তামিলীতে কোরয় কহে। ইহা সুগন্ধি, মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মলরোধক এবং বায়ু, পিত্ত ও জ্বররোগের উপশমকারক। যে মুতা জলাভূমিতে জন্মে, এবং পরি-পুষ্ট, সুগন্ধি ও নূতন তাহাই প্রশস্ত।

মূত্র।—ইহা একপ্রকার জলীয় মল পদার্থ। ইহা আহার্য্য রস হইতে উৎপন্ন হইয়া বস্তিনামক মূত্রাধারে সঞ্চিত

হয়; পরে মূত্র-পথ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। দশপ্রকার প্রাণীর মূত্র চিকিৎসা বিশেষের উপযোগী। গো, ছাগ, মেষ, মহিষ, উষ্ট্র, অশ্ব, গর্দ্দভ, হস্তী, নর ও নারী, দশপ্রকার প্রাণীর মূত্রের গুণ যদিও একপ্রকার নহে, তথাপি সকল মূত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। মূত্রমাত্রই লবণ-কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, লঘু ও পিত্তকারক, এবং ক্রিমি, উদর, আনাহ, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও বিষ-দোষে উপকারক। জীবভেদে মূত্রের ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রত্যেক জীবের নামানুসারে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। সকল মূত্রই আলেপন, পিচ্কারী ও বিরেচন কার্য্যাদিতে প্রশস্ত। ভাবপ্রকাশের মতে গো, ছাগ, মেষ ও মহিষ এই কয়টী জীবের স্ত্রীজাতির, এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব ও মনুষ্য, ইহাদের পুংজাতির মূত্র গ্রাহ্য।

মূর্ব্বা।—(Sansevieria zeylanica.) ইহা একপ্রকার গুল্মের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দেবী, মধুরসা, মোরটা, তেজনী, স্রবা, মধুলিকা, ধনুঃ-শ্রেণী, গোকর্ণী, পীলুকর্ণী, কর্ম্মকরী, দৃঢ়-সূত্রিকা, ধনুঃশাখা, ধনুর্গুণা, ধনুর্মালা, মুর্ব্বী, স্রবী, মধুশ্রেণী, ধনুশ্রেণী, সুরঙ্গিকা, দেবশ্রেণী, পৃথক্-ত্বচা, মধু-স্রবা, অতিরসা, দিবালতা, জলিনী ও পাপবল্লী। বাঙ্গালায় ইহাকে মূর্ব্বা, মূর্গা, মুরহর, শোচমুখী ও ঘোড়াচক্র, হিন্দীতে চূর্ণহার, মহারাষ্ট্রদেশে গোনস-ফল, তেলেগুতে ছাগঃচট্টু, সগ, ও চগ, বোম্বাই-প্রদেশে মোরবেল ও মুহুরসি, এবং তামিলীতে মরূল কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, সারক, তৃষ্ণানিবারক ও ত্রিদোষনাশক, এবং পিত্ত, রক্ত, মেহ, হৃদ্রোগ, জ্বর, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও রাজযক্ষ্মা-রোগের শান্তিকারক। ঔষধাদিতে মূর্ব্বার মূল প্রয়োগ করিতে হয়; এজন্য কেবল মূলেরই গুণ লিখিত হইল।

মূলক।—(Raphanus sativus. Syn.—Radish.) ইহা এক-প্রকার কন্দের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মহাকন্দ, হস্তিকন্দ, রাজালুক, কুরুকন্দক, নীলকণ্ঠ, দীর্ঘপত্র, মৃৎক্ষার, কন্দমূল, শঙ্খমূল, হরিৎপর্ণ, রুচির, দীর্ঘকন্দ ও কুঞ্জর-ক্ষারমূল। বাঙ্গালায় ইহাকে মূলা, হিন্দীতে ও দাক্ষিণাত্যে মূলী, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে ও তামিলীতে মুলঙ্গা, এবং তেলেগুভাষায় মুলঙ্গিচেট্টু কহে। ইহার সাধারণ গুণ,—কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, স্বরপরিষ্কারক ও কফবর্দ্ধক এবং বায়ু, অর্শঃ, গুল্ম, হৃদ্রোগ, শ্বাস, পীনস ও চক্ষুরোগে উপকারক। কচি-মূলা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পাচক,

রুচিকর, ত্রিদোষনাশক ও স্বরপরিষ্কারক এবং জ্বর, শ্বাস, নাসারোগ ও কণ্ঠ-রোগ ও নেত্ররোগে হিতকর। বড় মূলা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ ও ত্রিদোষনাশক। শুষ্ক-মূলা লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক ও শোথ-নিবারক। স্নেহসিদ্ধ মূলা কফকারক ও বাত পিত্তনাশক। মূলার পাতা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পাচক, রুচি-কর ও কফ-পিত্তজনক। কিন্তু স্নেহসিদ্ধ পাতা ত্রিদোষনাশক। মূলার ফুল পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক। মূলার ফল বাত-শ্লেষ্ম-নাশক। মূলার যুষ লালাস্রাব, গলগ্রহ, মেদোরোগ, অরুচি, পীনস, কাস ও কফ প্রভৃতির উপশমকারক।

মূলক-তৈল।—মূলার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা কটু-রস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু-পাক, তীক্ষ্ণ, সারক এবং বায়ু, কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ, ত্বক্‌দোষ ও শিরো-রোগে উপকারক।

মূলপোতী।—মালবদেশজাত একপ্রকার পোতিকা অর্থাৎ পুঁইশাকের নাম মূলপোতী। ইহার সংস্কৃত নামা-ন্তর—ক্ষুদ্রবল্লী, শাকটপোতিকা ও ক্ষুদ্র-পোতিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে বনপুঁই, মহারাষ্ট্রদেশে মালবিরলি এবং কর্ণাটে তৌটদবসলে কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

মূলবিষ।—যে সকল বৃক্ষের মূল বিষাক্ত, তাহাদিগকে মূলবিষ কহে। ক্লীতক (নীলমূল-যষ্টিমধু বিশেষ), করবীর, গুঞ্জা, সুগন্ধা, গর্গরক, করঘাট, বিদ্যুচ্ছিখা ও বিজয়া প্রভৃতি বৃক্ষের মূল মূলবিষের অন্তর্গত। মূলবিষ সেবনে মোহ, গাত্রবেদনা ও প্রলাপ প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয়।

মূষিক।—(Rat.) ইহা একপ্রকার বিলেশয়জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী। ইহার সংস্কৃত নামান্তর উন্দুর; বাঙ্গালায় ইহাকে ইন্দুর এবং হিন্দীতে চুহা ও মূষ কহে। ইন্দুরের মাংস মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং ক্রিমি ও অর্শঃরোগে উপকারক।

মূষিক-মাংসের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল ব্যবহারে যোনিকন্দ ও গুদভ্রংশ রোগের উপশম হয়।

মূষিকারি।—ইহা একপ্রকার ওষধির নাম। পশ্চিমদেশে ইহাকে উন্দিরমারা কহে। ইহা কটু-রস, এবং ব্রণদোষ, নেত্ররোগ ও মূষিক বিষের শান্তিকারক।

মৃগপ্রিয়।—পর্ব্বতজাত এক-প্রকার তৃণের নাম মৃগপ্রিয়। ইহার

নামান্তর,—ভূতৃণ ও পর্ব্বততৃণ। ইহা রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক এবং পশুদিগের হিতকর।

মৃগজা।—ইহার অপর নাম কস্তুরী। বাঙ্গালায় ইহাকে মৃগনাভি কহে। (কস্তুরী দ্রষ্টব্য।)

মৃগমাতৃক।—ইহা একপ্রকার মৃগের নাম। এই মৃগ হইতে মৃগনাভি উৎপন্ন হয়। ইহার মাংস মধুর-রস, শীতবীর্য্য ও লঘুপাক; এবং রক্তপিত্ত, সন্নিপাত, ক্ষয়, কাস, হিক্কা ও অরুচি রোগে হিতকর।

মৃগনাভির গুণাদি "কস্তুরী" শব্দে লিখিত হইয়াছে।

মৃগীদুগ্ধ।— হরিণের দুধ ছাগলের দুধের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক ও মলরোধক, এবং কাস, রক্তাতিসার, ক্ষয়রোগ, পিত্ত-বিকার ও সন্নিপাতদোষে উপকারক।

মৃগশৃঙ্গ।—মৃগ অর্থাৎ হরিণের শিঙ্‌কে মৃগশৃঙ্গ কহে। ইহার ভস্ম হৃদ্রোগ এবং শূলরোগে হিতকর।

মৃগের্ব্বারু।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্বেতেন্দ্রবারুণী, মৃগাক্ষী, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাদনী, চিত্রবল্লী, বহুফলী, কপিলাঙ্গী, মৃগেক্ষণা, চিত্রা, চিত্রফলা, মরুজা, মৃগচির্ভিটা, কটফলা, কুন্তিনী ও দেবী। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত রাখালশশা এবং হিন্দীতে সোঁধিনী কহে। ইহার ফল অত্যন্ত গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক ও রক্তপিত্তনাশক।

মৃণাল।—পদ্মনালের মূলভাগকে মৃণাল কহে। মৃণাল শ্বেতবর্ণ, কোমল, ও কণ্টকশূন্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিশ, মৃণালী, তন্তুর, পদ্মতন্তু ও পদ্মরুহ। বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মডাঁটা, মহারাষ্ট্র-দেশে কমলতন্তু এবং তেলেগুভাষায় তামরতুঁড় ও তামরতোগে কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, মধুর বিপাক, শীতল, গুরু-পাক, রুক্ষ, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্য-জনক ও বাত-শ্লেষ্মকারক, এবং পিত্ত, দাহ, রক্তবমন ও মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তিকারক।

মেথী।—(Trigonella Fœnumgrœcum.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য। ইহার সংস্কৃত নামান্তর, —মেথিকা, মেথিনী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বোধনী, গন্ধবীজা, জ্যোতিঃ, গন্ধফলা-বল্লরী, চন্দ্রিকা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী ও পীতবীজা। বাঙ্গালায় ইহাকে মেতি বা মেথী, হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রে মেথী, কর্ণাটে মেথয়, তেলেগুতে মেণ্টলু এবং তামিলীতে বেগুয়ম্ কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্তপিত্তের প্রকোপক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা ও জ্বরে উপকারক।

বনমেথী নামক আর একপ্রকার মেথী আছে; তাহা মেথী অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট; কিন্তু অশ্বদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

মেদা।—ইহা একপ্রকার লতা-কন্দের নাম। ইহা অষ্টবর্গের অন্তর্গত। মেদা শ্বেতবর্ণ, নখাদিদ্বারা ছেদনের উপযোগী কোমল, এবং ছেদন করিলে তাহা হইতে মেদের ন্যায় আঠা নির্গত হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মেদোদ্ভবা, জীবন, শ্রেষ্ঠা, গর্ভিচ্ছিদ্রা, বিভাবরী, বসা, স্বল্পপর্ণিকা, মেদঃসারা, স্নেহবতী, মেদিনী, মধুরা, স্নিগ্ধা, মেধা, দ্রবা, সাধ্বী, শল্যদা, বহুরন্ধ্রিকা, মেদোবতী ও পুরুষদন্তিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে মেদা, গৌড়দেশে লঘুমেদা, তেলেগুতে জ্যোতিষ্মতীচেট্টু ও শঙ্খপুষ্পচেট্টু কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক ও কফকারক, এবং পিত্ত, রক্ত, বায়ু, জ্বর, দাহ, কাস ও রাজযক্ষ্মা রোগে উপকারক। মেদার অভাবে ঔষধাদিতে অশ্বগন্ধা ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে।

মেদোধাতু।—(Fat) ইহা সপ্ত শরীর ধাতুর অন্যতম ধাতুবিশেষ। মাংস পরিপাক পাইয়া মেদোধাতুরূপে পরিণত হয়। ইহাকে বাঙ্গালায় চর্ব্বি কহে। মেদ উদরে এবং সূক্ষ্ম অস্থিতে অধিক সঞ্চিত হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং কফ-পিত্তকারক।

মেষ। - ইহা একপ্রকার জন্তুর নাম। ইহার দেহ লোমে আচ্ছাদিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মেঢ্র, উরভ্র, উরণ, উর্ণায়ুঃ, বৃষ্ণি, এড়ক, পৃথূদর, বহুরোমা, ভেড়,ভেড়ূ, শৃঙ্গিণ,অবি, এলক,লোমশ, বলী,রোমশ, মেণ্ঢ হুলু, মেহ ও সম্ফাল। ইহার মাংস মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর ও পিত্ত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক। কুসুম্ভশাকের সহিত মেষমাংস পাক করিয়া ভোজন করিলে, শরীরের বিবিধ অপকার হইয়া থাকে। অণ্ডশূন্য অর্থাৎ খাসী মেষের মাংস অপেক্ষাকৃত লঘুপাক।

মেষশৃঙ্গী।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নন্দীবৃক্ষ, মেষবিষাণিকা, চক্ষু, চক্ষুর্ব্বহল, বহলচক্ষু, মেঢ্রশৃঙ্গী, গৃহদ্রুমা ও মেষবল্লী। বাঙ্গালায় ইহাকে ভেড়াশিঙ্গী কহে। ইহা তিক্ত-রস, পাকে কটু, রুক্ষ ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং কফ, কাস, শ্বাস, ব্রণ ও চক্ষুবেদনার শান্তিকারক। ইহার ফল তিক্ত-রস ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং কফ, কাস, মেহ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, ব্রণ ও বিষ-দোষে উপকারক।

মেষীদুগ্ধ।—মেষীর দুগ্ধকে বাঙ্গালায় ভেড়ার দুধ বা ভেড়ীর দুধ, এবং মহারাষ্ট্রদেশে ভেঁড়িচে দুধ কহে। ইহা

ঘন, মধুররস, অম্লপাকী, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, কফ-পিত্তবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক, এবং হিক্কা ও শ্বাসরোগে হিতকর। অধিক লোমযুক্ত ভেড়ী-বিশেষের দুগ্ধ কফপিত্তনাশক এবং বায়ু-প্রকোপক এবং বাতজকাস, মেহ ও স্থূলতায় উপকারক। মুখের ঘায়ে ভেঁড়ার দুধ লাগাইলে সত্বর উপশম হইয়া থাকে। ভেড়ার দুধের দই অম্ল-মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, কফপিত্ত-কারক ও বায়ুনাশক, এবং শোথ, ব্রণ ও মুখরোগে উপকারক। গুল্ম, অর্শঃ ও রক্তপিত্তে ভেড়ার দধি অপকারক। ভেড়ার দুধের মাখন দুর্গন্ধ, শীতল, গুরুপাক, সারক, পুষ্টিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধানাশক, এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ ও যোনিশূলরোগে হিতকর। ভেড়ার দুধের ঘৃত লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তপ্রকোপক, শরীরের দুর্গন্ধজনক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং কম্প, শোথ, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর ও যোনিদোষে উপকারক।

মেষীমূত্র।—ভেড়ীর মূত্র কটু-তিক্তরস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং অর্শঃ, শূল, উদর, শোথ, মেহ, কুষ্ঠ, মলরোধ, বিষদোষ ও রক্তদোষে উপকারক।

মৈথুন।—স্ত্রীসংসর্গের নাম মৈথুন। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সম্ভোগ, শৃঙ্গার, ব্যবায়, সুরত, নিধুবন, রতি-ক্রিয়া, রমণ, প্রসক্তি ও অব্রহ্মচর্য্য। পরিমিত মাত্রায় যথানিয়মে স্ত্রীসহবাস করিলে, আরোগ্য, প্রীতি, পুষ্টি ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, এবং আয়ু, বল, স্মৃতি ও মেধার স্ফূর্ত্তি হয়। অধিক স্ত্রীসহবাসে ধাতুসমূহের ক্ষয়, শরীরের দৌর্ব্বল্য, মনের অপ্রসন্নতা ইন্দ্রিয়ের বলহানি, গ্লানি, কম্প, রুক্ষতা, বায়ুবিকার, জ্বর, কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গ জন্মিয়া থাকে। একেবারে মৈথুন না করিলে শরীর দৃঢ়, পুষ্ট ও সবল হয়, এবং বায়ু ও ওজোধাতুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু শুক্রমেহ, মেদোরোগ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং শরীর-ধারণ বিষয়ে পরিমিত মাত্রায় যথাবিধি স্ত্রীসহবাস অবশ্যই উপযোগী।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পনরদিন অন্তর, এবং অন্যান্য ঋতুতে তিনদিন অন্তর স্ত্রীসহবাস করিলে, পরিমিতমাত্রায় স্ত্রী-সংসর্গ করা হয়। ষোল বৎসরের কম বয়সে এবং সত্তর বৎসরের অধিক বয়স হইলে স্ত্রীসহবাস করা উচিত নহে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইলে, অধিক ভোজন করিলে, মল-মূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে, মন অপ্রসন্ন থাকিলে, অথবা কোনরূপ রোগার্ত্ত হইলে স্ত্রীসহবাস অনুচিত। স্ত্রী ঋতুমতী, গর্ভিণী অথবা,

রোগপীড়িতা হইলেও স্ত্রী-সহবাস কর্ত্তব্য নহে। দিবসে, সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে, পূর্ণিমায়, অমাবস্তায়, অষ্টমীতে, সংক্রান্তি-দিবসে ও শ্রাদ্ধদিন প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিবসে এবং অনাবৃত ও লোকসমাগম-যুক্ত স্থানে মৈথুন নিষিদ্ধ। অনাসক্তা বা অন্যাসক্তা স্ত্রী এবং পরস্ত্রী, দুষ্টযোনি, পশ্বাদির যোনি, যোনি-ভিন্ন গুহ্যদ্বারাদি অন্য ছিদ্রে অথবা হস্তাদি দ্বারা মৈথুন করাও নিতান্ত অনিষ্টকর।

মৈরেয়।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। ধাইফুল, গুড়, কাঁজি, দারুচিনি, তেজপাত, এলাইচ, নাগেশ্বর, জীরা, মরিচ, শুঁঠ ও বনমুগ, এইসকল পদার্থের সংমিশ্রণে এই মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা মধুর-কষায়-রস, মত্ততাকারক, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও বাত-কফনাশক; এবং অর্শঃ, গুল্ম, ক্রিমি ও মেদোদোষের উপশমকারক।

মোচরস।—শিমূলবৃক্ষের আঠার নাম মোচরস। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মোচসার, মোচস্রাব, মোচক্রৎ, শাল্মলী-নির্য্যাস, শাল্মলীবেষ্ট, সুরস, পিচ্ছিলসার, মোচক ও মোচাহ্ব। বাঙ্গালায় ইহাকে মোচরস কহে। মোচরস কষায়রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণপরিষ্কারক ও রসায়ন এবং কফ, বায়ু, রক্ত, দাহ, আমদোষ, অতি-সার ও আমাশয়রোগের শান্তিকারক।

মোচিকা।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। ইহার হিন্দী নাম মোমা-চিকা। এই মৎস্য মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টি-জনক, পিত্তনাশক ও কফকারক।

মোরট।—ইহা এক প্রকার লতার নাম। ইহা লতাকড়ার ও ক্ষীরকড়ার নামে পরিচিত। মোরটের সংস্কৃত পর্য্যায়—শিতদ্রু, সুদল, ক্ষীরক, ক্ষীরমোরট, কর্ণপুষ্প, পীলুপত্র, মধুস্রাব, বনমূল, দীর্ঘমূল, পুরুষ ও ক্ষীরপুষ্প। ইহা মধুর-কষায়-রস, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং পিত্ত, দাহ ও জ্বরের শান্তিকারক।

মৌক্তিক।—ইহার বাঙ্গালা নাম মুক্তা; হিন্দীতে ইহাকে মোতী বলে। ইহা শীতল, বৃষ্য, এবং বল-পুষ্টিবর্দ্ধক, এবং চক্ষুরোগে হিতকর।

ম্লেচ্ছফল।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার চলিত নাম কাফি। ইহার "ফাণ্টকষায়" অর্থাৎ গরম জলে ইহাকে সিদ্ধ করিয়া, সেই কষায় পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয়। কাফি বলকারক ও নিদ্রা-তন্দ্রা-বিনাশক, এবং কফ, শ্বাস, কাস, জ্বর, অতিসার ও অর্দ্ধাবভেদক-রোগে বিশেষ উপকারক।

য।

যমানী।—(Ptychotis Ajwan.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্রফল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ব্রহ্মদর্ভা, ক্ষেত্রযমানী, যমানিকা, যমানী, ভূতিক, দীপ্যক ও যবসাহ্ব। বাঙ্গালায় ইহাকে যোয়ান, হিন্দীতে ও বোম্বাই প্রদেশে অজবাইন, মহারাষ্ট্রদেশে উবা, কর্ণাটে উড়্, তেলেগুভাষায় ওমমী, এবং তামিলীতে অমন কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, কফ ও শুক্রের হানিকারক, এবং শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, প্লীহা, উদর, ক্রিমি ও আনাহরোগের শান্তিকারক।

যমানী চারি প্রকার; যথা:—যমানী, বনযমানী, পারসিক যমানী ও খোরাসানী যমানী। নামানুসারে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন গুণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

যমানী-পত্র কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পিত্তকারক, বাত-কফনাশক ও শূলজনক।

যমানীতৈল।—যমানী হইতে একপ্রকার তৈল উৎপন্ন হয়; তাহা অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক; এবং অজীর্ণ, আধ্মান (পেটফাঁপা), অর্শঃ, গ্রহণী, শূল ও আক্ষেপ রোগের উপশমকারক।

যমুনা-জল।—যমুনা ভারতবর্ষের একটী প্রসিদ্ধ নদী। ইহা হিমালয়ের দক্ষিণভাগ হইতে প্রবাহিত হইয়া প্রয়াগে (এলাহাবাদে) গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার জল স্বাদু, রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, দাহ, বমন ও শ্রান্তি-নিবারক।

যব।—(Hordeum hexastichon Syn.—Barley.) ইহা এক প্রকার শূকধান্যজাতীয় প্রসিদ্ধ শস্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শিতশূক, যবক, তীক্ষ্ণশূক, মেধ্য, দিব্য, অক্ষত, কুঞ্চকী, ও তুরগপ্রিয়। বাঙ্গালায় ইহাকে যব, হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রে যব ও যুজ, কর্ণাটে মুণ্ড ও জয়বে, তেলেগুতে গোধুমলু, যবলনেড়ুধান্যমু, বালিবিয়ম, তামিলীতে বার্লি-অরিসি কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, কটুপাকী, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, মলরোধক, বলকারক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফনাশক; এবং পিত্ত, কাস, শ্বাস, মেদোদোষ, ঊরুস্তম্ভ, পীনস, পিপাসা, প্রমেহ ও ত্বক্‌দোষে হিতকর। শূকশূন্য যব বলকারক ও পুষ্টিজনক, এবং শুক্র ও বীর্য্যের বৃদ্ধিকারক। নূতন যব অপেক্ষা পুরাতন যব, অর্থাৎ দুই বৎসরের অধিক কালের যব নীরস, রুক্ষ এবং গুণহীন।

Andrographis paniculata.

যবতিক্তা।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কালমেঘ, এবং হিন্দীতে শঙ্খিনী ও যবেচী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মহাতিক্তা, দৃঢ়পাদা, বিসর্পিণী, মাকুলী, নেত্রমীনা, শঙ্খিনী, পত্রতণ্ডুলী, তণ্ডুলী, অক্ষপীড়া, সূক্ষ্মপুষ্পী, স্থূলপুষ্পী, যশস্বিনী, মাহেশ্বরী, তিক্তফলা, তিক্তা ও যাবী। ইহা তিক্ত-অম্ল-রস, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর, এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ বিবর্ণতা, আমদোষ ও বিষদোষে উপকারক।

যবপটোল।—সমভাগ যব ও পটোলপত্র সিদ্ধ করিয়া যে কষায় প্রস্তুত হয়, তাহাকে যবপটোল কহে। ইহা তৃষ্ণা, দাহ এবং পিত্তজ্বরনাশক।

যবমণ্ড।—যব সিদ্ধ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকে যবমণ্ড বা যবের মণ্ড কহে। ইহা লঘুপাক ও মলরোধক, এবং শূল, আনাহ ও ত্রিদোষে হিতকর। পটোলের রস ও পিপুল-চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, নব-জ্বরের অবস্থাবিশেষে যবমণ্ড উপকার করে।

যবরোটিকা।—যবের ময়দা দ্বারা যে রুটী প্রস্তুত হয়, তাহাকে যবরোটিকা বলে। ইহা মধুররস, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও মলের বৃদ্ধিকারক এবং কফনাশক।

যবলক।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। ইহার মাংস মধুর-কষায় রস, শীতল এবং লঘুপাক।

যবশক্তু।—ইহার বাঙ্গালা নাম যবের ছাতু। যব ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া লইলেই যবের ছাতু প্রস্তুত হয়। জলের সহিত পাতলা করিয়া গুলিয়া, এবং তাহাতে দই, চিনি বা গুড় প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ইহা ভোজনার্থ ব্যবহৃত হয়। অল্প জল মিশাইয়া ডেলা ডেলা করিয়া ছাতু খাওয়া উচিত নহে, তাহাতে অজীর্ণাদি নানাপ্রকার অপকার হয়। যবের ছাতু মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, সন্তর্পণ, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনিবারক, কফ-পিত্তনাশক, বায়ুর অনুলোমকারক, এবং দাহ-ঘর্ম্মাদির শান্তিকারক।

যবশর্করা।—সিদ্ধ যব হইতে একপ্রকার চিনি প্রস্তুত হয়; তাহাকেই যবশর্করা বলে। ইহা মধুর-রস, বিরেচক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, শ্রান্তি, তৃষ্ণা, বিদাহ (অম্লপাক), মূর্চ্ছা ও ভ্রমরোগের উপশমকারক।

যব-শাক।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। ইহার অন্যনাম চিল্লীশাক। এই শাক প্রায়ই যব-ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে যবশাক কহে। ইহা মধুর-রস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী ও মলভেদক।

যবসুরা।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। ইহা যব হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা উষ্ণবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ ও বাতপিত্তের বৃদ্ধিকারক।

যবক্ষার।—ইহা একপ্রকার ক্ষার বিশেষ। যবের শীষ পোড়াইয়া সেই ছাই চারিগুণ বা ছয়গুণ জলে গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিতে হয়। পরে সেই জল ক্রমশঃ একুশবার এইরূপে ছাঁকিয়া অগ্নিজ্বালে চড়াইবে; উহা শুষ্ক হইলে পাত্রে যে শ্বেতবর্ণ চূর্ণপদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই যবক্ষার কহে। যবক্ষারের সংস্কৃত পর্য্যায়,—যবাগ্রজ, যবলাস, যবশূক, যবনালক, যবনালজ, ক্ষার, যবাহ্ব, যবশূকজ, যবাপত্য, পাক্য, সারক, রেচক, তির্য্য ও তীক্ষ্ণরস। বাঙ্গালায় ইহাকে যবক্ষার, হিন্দীতে যবক্ষার, সাজী ও সোরা, এবং তেলেগু-ভাষায় যবক্ষারমু কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, সূক্ষ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাবয়বে শীঘ্র প্রবেশকারী, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক ও মূত্রকারক এবং প্লীহা, পাণ্ডু, গুল্ম, আনাহ, গ্রহণী, অর্শঃ, হৃদ্রোগ, শূল, শ্বাস, আমদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, গলরোগ, শ্লেষ্মা ও বায়ুর শান্তিকারক।

যবাগূ।—চাউলের গুঁড়া বা যবের গুঁড়া প্রভৃতি দ্রব্য ছয়গুণ জলের সহিত পাক করিলে, সিক্‌থ (সিটি) যুক্ত সেই পদার্থকে যবাগূ কহে। যবাগূর চলিত নাম "যাউ"। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—উষ্ণিকা, শ্রাণা, বিলেপী ও তরল। যবাগূ লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, এবং জ্বর, অতিসার, দাহ, তৃষ্ণা, গ্লানি ও শ্রান্তির শান্তিকারক; ইহা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে মধ্যাহ্নে পথ্য দেওয়া যায়। গোধূমদ্বারা প্রস্তুত যবাগূ বাতজ্বরে অপরাহ্নে পথ্য। পিত্ত কফের আধিক্যে, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত রোগে, মদাত্যয়রোগে এবং নিত্য মদ্যপানে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদের পক্ষেও যবাগূ অপকারক। মণ্ড, পেয়া ও বিলেপীভেদে যবাগূ তিনপ্রকার। নামানুসারে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও গুণাদি যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

যবাম্ল।—যবের কাঁজির নাম যবাম্ল। ইহা অম্ল-রস, পাকে কটু, মলভেদক, পিত্তপ্রকোপক, রক্তদুষ্টিকারক, এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার উপশমকারক।

যবাস।—(Hedysarum Alhagi.) ইহা একপ্রকার গুল্ম বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে দুরালভা এবং তেলেগুতে পিন্নরেগটিটুলগোণ্ডি কহে। ইহা শ্লেষ্মজ্বর এবং পিত্তাতিসাররোগে উপকারক।

যবাসশর্করা।—ইহা একপ্রকার চিনির নাম। এই চিনি দুরালভা হইতে প্রস্তুত হয়। চলিত কথায় ইহাকে তবরাজ, ম্যানা ও শীরখস্তা কহে। ইহার সংস্কৃত

পর্য্যায়,—তবরাজ,খণ্ডজ, মোদক, খণ্ড-মোদক ও সুধামোদক। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক, পুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং পিত্ত,শ্লেষ্মা, শ্রান্তি, তৃষ্ণা, বিদাহ, মূর্চ্ছা ও ভ্রমরোগে উপকারক। শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও দুর্ব্বল রোগিগণের বিরেচনকার্য্যে ইহা সুপ্রশস্ত।

যশদ।—(Zinkum Syn.—Zinc) ইহা একপ্রকার ধাতুর নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম দস্তা। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, চক্ষুর হিতকর, কফ-পিত্তনাশক, এবং মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাস-রোগ নিবারক।

দস্তা ভস্ম করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। একখানি লোহার কড়ায় করিয়া দস্তা অগ্নিজ্বালে চড়াইবে, এবং গলিয়া গেলে তাহাতে অল্প অল্প হরিদ্রা-চূর্ণ দিয়া লৌহদণ্ডদ্বারা অনবরত নাড়িতে থাকিবে। হরিদ্রাচূর্ণ পুড়িয়া গেলে,জীরার চূর্ণ,তৎপরেত্রিফলার (আমলকী,হরীতকী ও বহেড়ার) চূর্ণ, তারপর অশ্বত্থের চটা (বৃক্ষসংলগ্ন শুষ্ক ছাল) ও তেঁতুলের চটার চূর্ণ ঐরূপ অল্প অল্প দিয়া অনবরত নাড়িবে এবং এক একটী পুড়িয়া গেলে, অপর চূর্ণ দিবে। এইরূপে সমুদায় চূর্ণ পুড়িয়া গেলে যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই দস্তার ভস্ম বুঝিতে হইবে। হরিদ্রাদির চূর্ণ প্রত্যেকটী দস্তার সমানভাগে দিবে।

যষ্টিমধু।—(Glycyrrhiza glabra Syn.—Liquorice.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষমূলের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মধুক, মধুযষ্টিকা, যষ্টিক, যষ্ট্যাহ্বা, মধুবল্লী ও মনস্রাব। বাঙ্গালায় ইহাকে যষ্টিমধু, হিন্দীতে জেঠীমধূ ও মূলহটী, এবং তেলেগুভাষায় মিষ্টমূল-বিশেষমু কহে। যষ্টিমধু কিঞ্চিৎ তিক্ত-যুক্ত মধুররস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, কেশ ও চক্ষুর উপকারক, স্বরপরিষ্কারক ও বলবর্দ্ধক; এবং পিত্ত, রক্তবমন, তৃষ্ণা, গ্লানি, কাস, ক্ষয়, ব্রণ, শোথ ও বিষদোষে উপকারক। যষ্টি-মধুর ফল বিরেচনকার্য্যে প্রশস্ত।

যক্ষদ্রু।—ইহা একপ্রকার তৈলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গর্জ্জন-তৈল কহে। ইহা বমনকারক ও কফনাশক, এবং ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্ষত ও বিষ-দোষের শান্তিকারক। দদ্রুরোগে গর্জ্জন-তৈলের বাহ্যপ্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

যান।—হস্তী, অশ্ব, গাড়ী,পালকী প্রভৃতি গমনের উপযোগী পদার্থের নাম যান। যান মাত্রেই ভ্রমণ করিলে, বায়ু, বল ও অগ্নির বৃদ্ধি এবং শরীর দৃঢ় হয়।

যাবক।—ভাতের ন্যায় সিদ্ধ যবের নাম যাবক। ইহার অপর নাম যবান্ন। চলিত কথায় ইহাকে যবের যাউ বলে। ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক ও

শুক্রবর্দ্ধক, এবং জ্বর, কাস, গুল্ম, মেহ, প্রতিশ্যায় ও কণ্ঠরোগে হিতকর।

যাবনাল।—(Zea maize.) ইহা একপ্রকার শস্যের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যুগন্ধর, শিখরী, বৃত্ততণ্ডুল, দীর্ঘনাল, দীর্ঘশর, ক্ষেত্রেক্ষু ও ইক্ষুপত্র। বাঙ্গালায় ইহাকে জনার বা জুয়ারা, হিন্দীতে ভুট্টা ও মকই, তেলেগুভাষায় মক্কা ও জোন্নলু, বোম্বাইপ্রদেশে মকই, বুট ও বজ্রা এবং তামিলীতে মক্কশোলন্ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং অর্শঃ, গুল্ম, ব্রণ ও যক্ষ্মরোগের উপশমকারক।

কাঁচা জনার আগুনে পোড়াইয়া, তাহাতে তৈল, লবণ ও মরিচের গুঁড়া মাখিয়া লোকে খাইয়া থাকে। পাকিলে জনারের খই করিয়া খায়, এবং পশ্চিমদেশে জনারের ময়দা করিয়া তাহার রুটীও আহারার্থে ব্যবহৃত হয়। জনারের খই ও রুটী প্রভৃতি খাদ্য অত্যন্ত গুরুপাক।

যাবনালশর।—ইহা একপ্রকার শরের নাম। ইহা দেখিতে জনার গাছের মত। হিন্দীতে ইহাকে জোহরণী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যাবনালনিভ, নদীজ, দৃঢ়ত্বক্, বারিসম্ভব ও খরপত্র। যাবনালশরের মূল ঈষৎ মধুররস, শীতল, রুচিকর, পিত্ত-তৃষ্ণার শান্তিকারক, এবং পশুদিগের দুর্ব্বলতাজনক।

যাবনাল-গুড়।—ইহা একপ্রকার গুড়ের নাম। ইহা জনার গাছের রস হইতে উৎপন্ন হয়; এই গুড় মধুর-কটুরস, ক্ষারগুণযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক ও কফবায়ুনাশক, এবং নিত্যসেবনে রক্তদাহনাশক ও কণ্ডু-কুষ্ঠকারক।

যাবনাল-শর্করা।—যাবনালের গুড় হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাকে যাবনালশর্করা কিংবা যাবনালী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হিমোৎপন্না, হিমানী, হিমশর্করা, ক্ষুদ্রশর্করা, ক্ষুদ্রা, গুড়াভা ও জলবিন্দুজা। ইহার বাঙ্গালা নাম জনারের চিনি। ইহা মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, সারক, রুচিকর, বায়ুনাশক, রক্তজনক ও দাহকারক।

যাস।—ইহা একপ্রকার দুরালভার নাম। ইহা রক্তবর্ণবিশিষ্ট, মধুর-তিক্তরস, শীতল, বলকারক, এবং পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, কফ ও বমনরোগের উপশমকারক।

যুগন্ধরাম্ল।—ইহা একপ্রকার কাঁজির নাম; যাবনাল অর্থাৎ জনার হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা অম্ল-রস, তীক্ষ্ণ, পাচক, কফ-বায়ুনাশক, রক্তের হিতকর, এবং মেহ, অর্শঃ ও শ্রান্তির নিবারক।

যুঞ্জাতক।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, বল-পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক।

যুগ্মাতকের অভাবে ঔষধাদিতে তালের মাথী প্রয়োগ করিতে হয়।

যূথিকা।—(Jasminum auriculatum.) ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে যূঁই, হিন্দীতে যূহী, স্বর্ণযূহী, মহারাষ্ট্রদেশে পাঁড়রীজুই, এবং কর্ণাটে বিলিয়মোলে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গণিকা, অম্বষ্ঠা, মাগধী, যূথী, প্রহসন্তী, শিখণ্ডিনী, বাসন্তী, বালপুষ্পিকা, বহুগন্ধা ও ভৃঙ্গানন্দা। যূথিকা দুইপ্রকার :—যূথী ও স্বর্ণযূথী। যূথী শ্বেতবর্ণ, এবং স্বর্ণযূথী পীতবর্ণ। উভয় যূথীই মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, পাকে কটু, শীতল, লঘুপাক, কফবাতবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক; এবং দাহ, তৃষ্ণা, ব্রণ, রক্ত, মুখরোগ, দন্তরোগ, চক্ষুরোগ, ত্বক্‌দোষ, শিরোরোগ ও বিষদোষের শান্তিকারক।

যূষ।—ইহার চলিত নাম দা'লের ঝোল। মুগ, মসূর, বুট ও কলায় প্রভৃতির দা'ল উপযুক্ত জলে উপযুক্ত মসলার সহিত পাক করিলে, তাহারই ঝোলকে যূষ কহে। রোগীর জন্য যূষ প্রস্তুত করিতে হইলে, ১৮ আঠারগুণ জলে অল্প মসলার সহিত দা'ল পাক করিতে হয়। দা'লের প্রকারভেদ অনুসারে সেই সেই দা'লের যূষের গুণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যূষমাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। যূষমাত্রই লঘুপাক, বলকারক, রুচিকর, কফনাশক, এবং কণ্ঠের উপকারক।

র।

রক্ত।—শরীরস্থ সপ্তধাতুর অন্যতম ধাতুর নাম রক্ত। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক পাইয়া প্রথমে রস হয়, তৎপরে সেই রস পরিপক্ক এবং পিত্তদ্বারা রঞ্জিত হইয়া রক্ত-ধাতুরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে রক্ত, এবং হিন্দীতে লহু ও খুন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অসৃক্, রুধির, লোহিত, অস্র, শোণিত, পলঙ্কার, রঙ্গক, কীলাল, অঙ্গজ, শোণ, লোহ, বাসিষ্ট, ক্ষতজ, প্রাণদ ও রসতেজ। ইহা—রক্তবর্ণ, তরল, নাতিশীতোষ্ণ, মধুর-লবণরস, স্নিগ্ধ ও জীবন-স্বরূপ। রক্ত শরীরের সর্ব্বস্থানেই আছে; কিন্তু যকৃৎ এবং প্লীহাই রক্তের প্রধান স্থান। রক্তের কোনরূপ দুষ্টি বা ক্ষয় হইলে, নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। হৃদয়ে একপ্রকার রক্ত আছে, তাহাকে প্রাণ-রক্ত কহে। সেই রক্তের ক্ষয় হইলে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

রক্তকমল।—ইহা একপ্রকার রক্তবর্ণ কুমুদ-ফুল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর রক্তোৎপল। বাঙ্গালাতেও ইহাকে রক্তকম্বল কহে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, রক্তদোষনাশক, সন্তর্পণ, শুক্রজনক; এবং বাত-পিত্ত-কফের উপশমকারক। ইহার মূল কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত ও রক্তের ক্ষয়কারক। ইহার পাতা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, পাকে কটু, লঘুপাক, মলরোধক, বায়ুজনক ও কফ-পিত্তনাশক।

রক্ত-করবীর।—যে করবীরের রক্তবর্ণ পুষ্প হয়, তাহার নাম রক্তকরবীর। বাঙ্গালায় ইহাকে লালকরবী, হিন্দীতে লালকনেল, মহারাষ্ট্রে রক্তকরবীর এবং কর্ণাটে কেঙ্গণলিগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—রক্তপ্রসব, গণেশকুসুম, চণ্ডীকুসুম, ক্রূর, ভূতদ্রবী ও রবিপ্রিয়। গাছের ছাল কটুরস, তীক্ষ্ণ, বমনবিরেচনকারক ও বিষনাশক এবং বাহ্যপ্রয়োগে ত্বক্‌দোষ, ব্র', কণ্ডূ, বিষদোষ ও কুষ্ঠের উপশমকারক। করবীরের মূল বিষাক্ত, এজন্য ইহা মূলবিষের অন্তর্গত।

রক্ত কুরুণ্টক।—লাল ঝাঁটী-ফুলের নাম রক্ত-কুরুণ্টক। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—রক্তঝিণ্টি। এই ঝাঁটীর গাছ কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণকারক ও কফ-পিত্তনাশক; এবং জ্বর, বাতরোগ, রক্তদোষ, শূল, শ্বাস, কাস ও আধ্মান (পেটফাঁপা) রোগের শান্তিকারক।

রক্তখদির।—ইহা একপ্রকার খদিরের নাম। ইহা রক্তবর্ণবিশিষ্ট। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রক্তসার, সুসার, তাম্রসার, বহুশল্য, যাজ্ঞিক, কুষ্ঠনোদন, যূপদ্রুম, অশ্রখদির ও অরু। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও গুরুপাক, এবং আমবাত, বাতরক্ত, ব্রণ ও ভূতজ্বরের উপশমকারক।

রক্তচন্দন।—(Pterocarpus Santalinus. Syn.—Red sandal-wood.) রক্তবর্ণ চন্দনকাষ্ঠের নাম রক্তচন্দন। বাঙ্গালায় ইহাকে রক্তচন্দন, দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে লালচন্দন, তেলেগুভাষায় এররগন্ধপুচেক, তামিলীতে সেন্‌শাণ্ডনদ্‌, পারসীতে সণ্ডলে সুরখ, এবং আরবদেশে সণ্ডলেঅস্মর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তিলপর্ণ, রঞ্জন, কুচন্দন, কুসীদ, রক্তাক্ত, তাম্রবৃক্ষ, তাম্রসার, চন্দন, তাম্রাভ, লোহিত, লোহিতচন্দন, রক্তসার, রক্তাঙ্গ, চন্দন, অর্কচন্দন, রক্তবীজ ও প্রবালফল। রক্তচন্দন তিক্তরস, শীতল, গুরুপাক ও শুক্রজনক; এবং পিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, বমি, ব্রণ, বিষদোষ ও চক্ষুরোগের উপশমকারক।

রক্তচন্দন তিনপ্রকার। ঈষৎরক্ত-বর্ণ, গাঢ়-রক্তবর্ণ এবং কৃষ্ণ-আভাযুক্ত রক্তবর্ণ। তন্মধ্যে কৃষ্ণ-আভাযুক্ত রক্ত-চন্দনই উৎকৃষ্ট, গাঢ়রক্তবর্ণ মধ্যম, এবং ঈষৎ-রক্তবর্ণ নিকৃষ্ট।

রক্তচিত্রক।—(Plumbago Rosea.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রলতা-বৃক্ষের নাম। ইহার পাতা ও ডাঁটা রক্তবর্ণ। বাঙ্গালায় ইহাকে রক্তচিতা ও রাঙাচিতা, মহারাষ্ট্রদেশে রক্তচিত্রক, কর্ণাটে কেম্পিনচিত্রমূল, তেলেগুতে এর্‌রচিত্র, এবং তামিলীতে পিবপ্পু-চিত্রির কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—উষর্ব্বুধ, কাল, কালমূল, অত্যাল, অতি-দীপ্য, মার্জ্জার, অগ্নি, দাহক, পাবক, চিত্রাঙ্গ ও মহাঙ্গ। ইহা সাধারণ চিতা অপেক্ষা অধিক গুণশালী, রুচিকর, স্থূলতাকারক, কুষ্ঠনাশক ও রসায়ন।

রক্তত্রিবৃৎ।—ইহা একপ্রকার তেউড়ীর নাম। ইহার মূল রক্তবর্ণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কালিন্দী, ত্রিপুটা, তাম্রপুষ্পী, কুলবর্ণা, মসূরী, অমৃতা ও কাকনাসিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে লালতেউড়ী, মহারাষ্ট্রদেশে লোহিড়ি তিধর এবং কর্ণাটে কেম্পিনের তিরড়ে কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও বিরেচক; এবং গ্রহণীদোষ ও মলবিষ্টম্ভের শান্তিকারক।

রক্তপদ্ম।—ইহা একপ্রকার পদ্মফুল। এই ফুল রক্তবর্ণ। ইহা কষায়-মধুর-রস ও শীতল; এবং শীত-পিত্ত, কফ ও রক্তের উপশমকারক।

রক্ত-পিণ্ডালু।—(Dioscorea sativa) ইহা একপ্রকার আলুর নাম। ইহা রক্তবর্ণ পিণ্ডাকার। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল চুবড়ি আলু, হিন্দীতে রক্তাল্ল, রক্তালু ও রুক্সণ্ডা, তামিলীতে ষামস্কোল্লং, মহারাষ্ট্রদেশে রাতালু এবং কর্ণাটে কেম্পিন হেড়ল কহে। এই আলু মধুর-অম্ল-রস, শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং পিত্ত, দাহ, ভ্রম ও শ্রান্তির উপশমকারক।

রক্ত-পুনর্নবা।—ইহা একপ্রকার পুনর্নবার নাম। ইহা রক্তবর্ণবিশিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে গাদাপুণ্যে, মহারাষ্ট্র-দেশে রক্তঘেণ্টুলি এবং কর্ণাটে কেম্পিন বেল্লড়াকলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্রূরা, মণ্ডলপত্রিকা, রক্তকাণ্ডা, বর্ষ-কেতু, লোহিতা, রক্তপত্রিকা, বৈশাখী, রক্তবর্ষাভূ, শোথঘ্নী, রক্তপুষ্পিকা, বিক-স্বরা, বিষঘ্নী, প্রাবৃষেণ্যা, সারিণী, বর্ষা-ভব, শোণপত্র, ভৌম, পুনর্ভব ও নব্য। ইহা তিক্ত-রস ও সারক; এবং পিত্ত, পাণ্ডু, শোথ ও প্রদররোগে উপকারক।

রক্তমৎস্য।—বাঙ্গালায় ইহাকে লালমাছ কহে। আকৃতিতে ইহা

নাতিদীর্ঘ, নাতিক্ষুদ্র এবং রক্তবর্ণ। ইহা মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, পুষ্টি-জনক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক। লালমাছ দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু ইহা নিতান্ত দুর্লভ। সুতরাং কেহ আহারের জন্য ইহাদিগকে মারে না।

রক্তযষ্টিকা।—ইহার অপর নাম মঞ্জিষ্ঠা। বাঙ্গালাতেও ইহাকে মঞ্জিষ্ঠা বলে। (মঞ্জিষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

রক্ত-মরিচ।—বাঙ্গালায় ইহাকে লঙ্কামরিচ এবং হিন্দীতে লালমিরচা কহে। (জ্বালামরিচ দ্রষ্টব্য।)

রক্ত-রসোন।—ইহা একপ্রকার কন্দ শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লালরসুন, মহারাষ্ট্রদেশে লোহিত বাবো-লুরসণ, এবং কর্ণাটে কেম্পিন-বেলুল্লি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মহাকন্দ, পৃথুপত্র, স্থূলকন্দ ও যবনেষ্ট। ইহা মধুর-কটু-রস ও বলকারক। ইহার পত্র তিক্ত-রস এবং ইহার নাল (ডাঁটা) মধুর-কষায়-রস ও পিত্তকারক।

রক্তরাজালুক।—ইহা এক-প্রকার রক্তবর্ণ আলুর নাম। ইহা মধুররস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বাত-কফনাশক।

রক্তরেণুকা।—ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম। ইহার অপর নাম পলাশকলি। বাঙ্গালায় ইহাকে পলাশ-কুঁড়ি বলে। (পলাশ দ্রষ্টব্য।)

রক্তশালি।—(Oryza sativa) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে দাদ্‌খানি, মগধদেশে উদ্‌খানি, এবং তেলেগুতে এর্রনিবর্ণং-গলধান্যমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তাম্রশালি, শোণশালি ও লোহিত। ইহা মধুররস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, অগ্নিদীপক, ত্রিদোষনাশক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রজনক, চক্ষুর হিতকর, মুখের জড়তানাশক, স্বরপরি-ষ্কারক, সর্ব্বরোগনাশক, বিশেষতঃ পিত্ত, দাহ ও বাতরক্ত রোগে হিতকর। ইহার মণ্ড মধুররস, শীতল, লঘুপাক, মল-রোধক, বায়ুজনক ও পিত্তনাশক; এবং প্রমেহ ও অশ্মরীরোগে উপকারক।

রক্তশালুক।—ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। ইহার অপর নাম রক্ত-কমলকন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে রক্ত-পদ্মের গেঁড় কহে। (শালুক দ্রষ্টব্য।)

রক্তশিগ্রু।—ইহা একপ্রকার সজিনা গাছ বিশেষ। ইহার ডাঁটা ও ফুল রক্তবর্ণ। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল সজিনা, মহারাষ্ট্রদেশে রক্তসেগুয়া, এবং কর্ণাটে কেম্পিনেয়নুগ্গি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কৃষ্ণবীজ, গর্ভ-পাতক, রক্তক, মধুর, বহুলচ্ছদ, সুগন্ধ, কেশরী, সিংহ ও মৃগারি। ইহা মধুর-রস, অধিক বীর্য্যজনক ও রসায়ন;

এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, আধ্মান ও শোথরোগে হিতকর।

রক্তসর্ষপ।—'Brassica Nigra.) ইহা একপ্রকার সর্ষপের নাম; ইহা রক্তবর্ণবিশিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে সরিষা, হিন্দীতে লালিরাই ও মাকড়া রাই, মহারাষ্ট্রদেশে মহুরী, কর্ণাটে সাসিরাই, তেলেগুভাষায় কবলো এবং তামিলীতে কড়ঘো কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, দাহজনক ও কফ-বায়ুনাশক; এবং প্লীহা, শূল, গুল্ম, ক্রিমি ও ব্রণরোগে উপকারক।

রক্তাঢ়কী।—ইহা একপ্রকার কলায়-শস্যের নাম; ইহা রক্তবর্ণবিশিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল অড়হর কহে। ইহা মধুররস, রুচিকর, বলকারক, পিত্ত ও সন্তাপাদি রোগে উপকারক, এবং অড়হরের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

রক্তাপামার্গ।—ইহা রক্তবর্ণ একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল আপাঙ্, হিন্দীতে লাল-চিরচিরা, মহারাষ্ট্রদেশে রক্তলট্জীরা, কর্ণাটে বড়া-আঘাড়া এবং তেলেগুভাষায় কেম্পি-গুত্তরণে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শিরোবৃত্তফল, ক্ষুদ্রাপামার্গ, আঘট্টক, দুর্গ্রন্থিকা, রক্তবিট্ ও কল্যপত্রিকা। ইহা কটু-রস, শীতল, বমনরোগে হিতকর, মলরোধক ও বিষ্টম্ভী, এবং বায়ু, কফ, ব্রণ, কণ্ডূ ও বিষদোষে উপকারক। রক্তাপামার্গের বীজ মধুররস, মধুরবিপাক, অত্যন্ত গুরুপাক, ক্ষুধানাশক, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তের প্রসাদজনক।

রক্তাম্লান।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল-ঝাঁটী, হিন্দীতে লাল কট্সরৈয়া, মহারাষ্ট্রদেশে রাণঝাড়, এবং কর্ণাটে রণদগিড়ু কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—রক্তাম্লাতক, অপরিম্লান, রক্তসহা, দাগ-প্রসব, রক্ত-প্রসব, কুরুবক, রামালিঙ্গন-কাম, বধূৎসব, সুভগ ও ভ্রমরানন্দ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ও বর্ণবর্দ্ধক এবং বায়ুরোগ, শোথ, জ্বর, আধ্মান, শূল, শ্বাস ও কাসরোগে হিতকর।

রক্তার্ক।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল আকন্দ কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সারক ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বায়ু, কফ, শোথ, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, উদর, ক্রিমি ও ব্রণরোগের উপশমকারক। ইহার ফুল মধুর-তিক্ত-রস ও ধারক; এবং কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, গুল্ম, শোথ ও বিষদোষে উপকারক।

রক্তালু।—(Dioscorea Sativa.) ইহা একপ্রকার আলু। ইহার অপর নাম রক্ত পিণ্ডালু। বাঙ্গালায় ইহাকে লালপিণ্ডালু, হিন্দীতে রক্তারু,

রক্তগুা, রক্তালু, এবং তামেলিতে যাম-কোল্লং কহে। ইহা মধুর-অম্ল-রস, গুরু-পাক, শীতল, বৃষ্য এবং ভ্রম, পিত্ত, দাহ এবং বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

রক্তেক্ষু।—ইহা একপ্রকার ইক্ষুর নাম। ইহার রঙ লাল। বাঙ্গালায় ইহাকে কাজ্‌লাআক্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সূক্ষ্মপত্র, শোণ, লোহিত উৎকট, মধুররস, হ্রস্বমূল ও লোহিতেক্ষু। এই ইক্ষু মধুররস, পাকে মধুর, শীতল, কোমল, শুক্রজনক, তেজ ও বলের বৃদ্ধি-কারক, পিত্তনাশক এবং দাহনিবারক। ইহার রস হইতে যে শর্করা প্রস্তুত হয়, তাহা পিত্তনাশক।

রক্তেরণ্ড।—(Ricinus communis) ইহা একপ্রকার গুল্মের নাম। ইহার নাল রক্তবর্ণ। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল-ভেরেণ্ডা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ব্যাঘ্র, হস্তিকর্ণ, রুবু, উরুবুক, নাগকর্ণ, পাচন, স্নিগ্ধ, রক্তক, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চিরবীর্য্য ও হ্রস্বৈরণ্ড। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, লঘুপাক, এবং জ্বর, পাণ্ডু, কাস, ক্রিমি, অর্শঃ, রক্ত-দোষ, ভ্রান্তি ও অরোচক রোগে হিতকর। রক্তএরণ্ডে শ্বেত এরণ্ডের অন্যান্য গুণ বর্ত্তমান আছে।

রঙ্গলতা।—(Helicteres Isora) ইহা একপ্রকার লতার নাম। ইহার অপর নাম আবর্ত্তকী। বাঙ্গালায় ইহাকে আঁৎ-মোড়া, হিন্দীতে মরোর-ফলী, ভেন্দু ও কপাসী, তেলেগুভাষায় গুবাদরর, বোম্বাই-প্রদেশে মেরাদ্‌শিং ও কেবান্ এবং কোঙ্কণদেশে ভগবত্ত-বল্লী কহে। ইহা শূলনাশক।

রঙ্গক্ষার।—ইহার অপর নাম টঙ্গনক্ষার। বাঙ্গালায় ইহাকে সোহাগার খৈ বলে। (টঙ্কন দ্রষ্টব্য।)

রঙ্গিণী।—ইহা একপ্রকার মুতা। ইহার অপর নাম কৈবর্ত্তিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে কেওটমুতা বলে। (মুতা দ্রষ্টব্য)।

রত্ন।—হীরকাদি পদার্থের নাম রত্ন। বাঙ্গালায় ইহাকে মণি, এবং হিন্দীতে জহরৎ কহে। রত্ন নবপ্রকার; যথা—হীরক, গারুত্মক (পান্না), পুষ্প-রাগ, মাণিক্য, ইন্দ্রনীল (নীলা), মর-কত, গোমেদ, বৈদূর্য্য, মুক্তা ও প্রবাল। রত্নমাত্রই শরীরে ধারণ করিলে আয়ুঃ, মঙ্গল, প্রীতি ও ওজোগুণের বৃদ্ধি হয়। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, বল-কারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, সারক, চক্ষুর হিতকর, মনোজ্ঞ ও মঙ্গলজনক, এবং বিষদোষ ও গ্রহদোষ-নিবারক।

সকল রত্নই ভস্ম করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেকের নামানু-সারে তাহাদের জারণ মরণাদি বিধি যথাস্থানে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

রথভ্রমণ।—গাড়ী প্রভৃতি যান-ভ্রমণে বায়ু, বল এবং অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

রন্ধ্রবংশ।—ইহা একপ্রকার বাঁশের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বাঁশনী বাঁশ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ইক্ষুসার, কীচকাহ্বয়, মস্কর, বাদনীয় ও শুষিরাখ্য। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, রুচিকর ও অজীর্ণনাশক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শঃ, শূল, গুল্ম, দাহ ও পিত্তের উপশমকারক।

রসকর্পূর।—(Perchloride of mercury) ইহা একপ্রকার পারদ-ভস্মের নাম। শোধিত পারদ এবং তাহার সমপরিমিত গিরিমাটী, ইট, খড়ী, ফট্‌কিরী, সৈন্ধবলবণ, উইয়ের মাটী, ক্ষারলবণ ও রঞ্জকমাটী (হাঁড়ী রং করিবার জন্য যে মাটী ব্যবহৃত হয়, চলিত কথায় ইহাকে বর্ণক অর্থাৎ বর্ণ-কর কহে), এইসকল দ্রব্য একত্র এক-প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া একটী হাঁড়ীতে রাখিবে, এবং আর একটী হাঁড়ী তাহার উপর উপুড় করিয়া দিয়া, কাপড় ও মাটী দ্বারা উত্তমরূপে উভয়ের মুখ লিপ্ত করিবে। পরে ঐ হাঁড়ীতে চারিদিন পর্য্যন্ত অগ্নিজ্বাল দিয়া একদিন (অহোরাত্র) অঙ্গারের উপর রাখিতে হইবে। তৎপরে হাঁড়ী শীতল হইলে, ধীরে ধীরে তাহার সংযোগস্থল খুলিবে। খুলিলে উপরের হাঁড়ীতে কর্পূরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ যে পদার্থ জমিয়া থাকিতে দেখা যাইবে, তাহাই রসকর্পূর বুঝিতে হইবে। এই রসকর্পূর ২ দুইরতি পরি-মাণে লবঙ্গ, কুঙ্কুম (জাফরাণ), চন্দন, অথবা মৃগনাভির সহিত সেবন করিলে উপদংশ, কুষ্ঠ ও ব্রণরোগের উপশম হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও বল-বীর্য্যবর্দ্ধক।

বাজারে রসকর্পূর নামক যে এক-প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ পারদের বিকৃতি মাত্র; সেই জন্য সেই রসকর্পূর ব্যবহারে উপদংশ প্রভৃতির ক্ষত আশু নিবারিত হইলেও পরিণামে পারদদোষজনিত নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

রসাঞ্জন।—ইহা একপ্রকার ধাতুর নাম। ইহা চাকচক্যশালী কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট। হিন্দীতে ইহাকে রসোৎ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রসগর্ভ, তার্ক্ষ, শৈল, তার্ক্ষ্য, রসোদ্ভূত, রসাগ্রজ, কৃতক, বালভৈষজ্য, রসরাজ, বর্য্যাঞ্জন, রসনাভ ও অগ্নিসার। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন ও চক্ষুর হিতকর, এবং শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, চক্ষুরোগ, ব্রণ ও বিষদোষের উপশমকারক।

রসাঞ্জন শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। গোঁড়ানেবুর রসে

একদিন ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলেই রসাঞ্জন শোধিত হইয়া থাকে। দারু-হরিদ্রার কাথ ও তাহার সমপরিমিত দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া, একপ্রকার কৃত্রিম রসাঞ্জন প্রস্তুত হয়। তাহার বর্ণ পীত-লোহিত, অর্থাৎ পাট্‌কিলে। ইহার গুণ রসাঞ্জন অপেক্ষা সকল বিষয়েই অল্প।

রসালা।—ইহা একপ্রকার পানীয় পদার্থ। ইহার অন্য নাম শিখ-রিণী। জলশূন্য দধি /৮ সের, চিনি /৪ সের, এবং দুগ্ধ ।৬ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মরিচ, লবঙ্গ, এলাচ ও কর্পূর মিশ্রিত করিলে রসালা প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন দধি /৪ সের, চিনি /২ সের, মধু ৵০ অর্দ্ধপোয়া, ঘৃত ৵০ অর্দ্ধপোয়া, শুঁঠ ও এলাইচের গুঁড়া প্রত্যেক ৷৷০ অর্দ্ধতোলা এবং মরিচ ও লবঙ্গের চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া, মৃগনাভি, কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধি করিবে। ইহারই নাম রসালা। ইহা অম্ল-মধুর-রস, শীতল, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বল-কারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও প্রতিশ্যায় রোগে উপকারক। অতিরিক্ত স্ত্রীসহ-বাস ও পথ-পর্য্যটন প্রভৃতির দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর।

রসোন।—(Allium Sativum Syn—Garlic) ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রশুন বা লশুন, হিন্দীতে লসুন, মহা-রাষ্ট্রদেশে পাঁড়রাণসণ্, কর্ণাটে বিলিয়-বেল্লুলি, তেলেগুভাষায় তেল্লবুল্লি এবং তামিলীতে বল্লইপাণ্ডু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, রসুন, মহৌষধ, গৃঞ্জন, অরিষ্ট, মহাকন্দ, রসোনক, কটুকন্দ, রাহুচ্ছিষ্ট, রাহুৎসৃষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, ভূতঘ্ন, উগ্রগন্ধ ও যবনেষ্ট। ইহা কটু-মধুর-রস, পাকে কটু, পিচ্ছিল, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্বর ও বর্ণের পরিষ্কারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, এবং জ্বর, অজীর্ণ, হৃদ্রোগ, অরুচি, গুল্ম, মলমূত্রাদির বিবন্ধ, কুক্ষি-শূল, মূত্রকৃচ্ছ, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, কৃমি, অগ্নিমান্দ্য, এবং বাত-শ্লেষ্মজনিত পীড়া-সমূহের শান্তিকারক। আমবাত রোগে ইহার প্রলেপ ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তি শীত ও বসন্তকালে, এবং বায়ুপ্রবল ব্যক্তি বসন্তকালে রসুন ভোজন করিলে, যথেষ্ট উপকার পাইতে পারেন। রসুন ভোজনের পর দুগ্ধ, গুড় ও অধিক জলপান, এবং রৌদ্রতাপ, পরি-শ্রম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। রসুনভোজনের পর মদ্য, মাংস ও অম্ল-দ্রব্য ভোজনে উপকার হইয়া থাকে।

রস্থনের মূল কটু-রস, পত্র তিক্তরস, নাল (ডাঁটা) কষায়রস, নালের অগ্রভাগ লবণ-রস, এবং বীজ মধুর-রস। অতএব অম্ল ব্যতীত অপর পাঁচটী রসই রস্থনের আছে। একটী রসের হীনতা থাকায় ইহা "রসোন" নামে অভিহিত হইয়াছে।

শ্বেতবর্ণের রস্থনই সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু লালরঙ্গেরও এক-প্রকার রস্থন আছে। উভয় রস্থনই সমগুণবিশিষ্ট।

রাগষাড়ব।—মুগের যূষে দাড়িম ও দ্রাক্ষার রস মিশ্রিত করিলে, তাহাকে রাগষাড়ব কহে। ইহা রুচিকর, লঘু-পাক, এবং সকল দোষেই হিতকর।

রাগষাণ্ডব।—ইহা একপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে আমের মোরব্বা কহে। কাঁচা আমের খোসা ফেলিয়া, তাহা দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত করিবে, এবং সেই খণ্ডগুলি ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিবে। চিনির রসের সহিত মরিচচূর্ণ, এলাইচ-চূর্ণ, ও কর্পূর মিশ্রিত করিলে আরও ভাল হয়। ইহাকেই আমের মোরব্বা বলে। ইহা সুস্বাদু, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর, অরুচিনাশক এবং রক্তদোষ ও বাত-পিত্তরোগে উপকারক।

রাগী।—(Eleusine coracana) ইহা একপ্রকার তৃণধান্যের নাম। ইহার চলিত নাম মরুয়া। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে নাচনে, এবং কর্ণাটে রবি গুচনে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লঞ্জন, লাঞ্ছনী, গুচ্ছকনিশ ও বহুতর কনিশ। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, বলকারক, এবং পিত্ত ও রক্তের হানিকারক।

রাঙ্গণ।—ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রঙ্গণ ফুল কহে। ইহা রক্ত-পিত্তনাশক।

রাজকোষাতকী।—(Luffa cylindrica) ইহা একপ্রকার লতা ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধুঁধুল এবং হিন্দীতে ঘিয়াতরই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হস্তিপর্ণিকা, পীত-পুষ্পিকা, কোষফলা, মহাজালী, সপীতক ও ধামার্গব। ইহা মধুররস, শীতল ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং জ্বর, শ্বাস, কাস ও কৃমিরোগে হিতকর।

রাজ-খর্জ্জুরী।—ইহা একপ্রকার খর্জ্জুরফল। সাধারণতঃ বড় বড় পিণ্ড খেজুরকে রাজখর্জ্জুরী বলে। ইহার অন্য নাম রাজপিণ্ডা ও নৃপপ্রিয়া। ইহা পিচ্ছিল, মধুররস, গুরুপাক, শীতল ও বীর্য্যজনক, এবং পিত্ত, দাহ, ভ্রম ও শ্বাসরোগে উপকারক।

রাজগিরা।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। চলিত কথায় ইহাকে রাজশাক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রাজগিরী, রাজশাক ও রাজাদ্রি। ইহা মধুররস, শীতল, রুচিকর ও পিত্ত-নাশক। ছোট-বড়ভেদে এই শাক দুইপ্রকার। গুণসম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কিছুই প্রভেদ নাই; কেবল ছোট রাজশাক অপেক্ষা বড় রাজশাক অধিক শীতল ও অতিশয় রুচিকর।

রাজঘাস।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাল কর্পূর বা কালঘাস কহে। ইহা বাত-পিত্তনাশক ও রক্তরোধক; এবং দাহ, রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকারক।

রাজজম্বু।—ইহা একপ্রকার জামের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ফলেন্দ্রা জাম বা বড় জাম, হিন্দীতে ফলেন্দ্রা এবং তেলেগুভাষায় রাচনেবড়িচেট্টু কহে। পাকা বড় জাম মধুররস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও রুচিকর। কেহ কেহ জামরুল নামক ফলকে রাজজম্বু কহে।

রাজতরণী। ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। ইহার অন্য নাম মহাতরুণী। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় সেউতী, মহারাষ্ট্র-দেশে রাজতরুণী, এবং কর্ণাটে হিরিয়-চেবড়ে কহে। ইহা সুগন্ধি, কষায়-রস, চক্ষুর হিতকর ও কফবর্দ্ধক।

রাজপলাণ্ডু।—ইহা একপ্রকার কন্দশাকের নাম। ইহা আকারে ছোট এবং রক্তবর্ণবিশিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে পেঁয়াজ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে রক্ত-কান্দা, লোহবিউল্লি, কেম্পিনউল্লি ও বায়-উল্লি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যবনেষ্ট, নৃপাহ্বয়, রাজপ্রিয়, মহামুল, দীর্ঘপত্র, রোক, নৃপেষ্ট, নৃপকন্দ, নৃপ-প্রিয়, রক্তকন্দ ও রাজেষ্ট। ইহা কটু-মধুররস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, নিদ্রাকর, রুচিকর, পুষ্টি-জনক, স্বরপরিষ্কারক, শ্লেষ্ম-পিত্তনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক এবং কণ্ঠশোষ-নিবারক।

রাজবদর।—ইহা একপ্রকার কুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে 'নার-কুলে কুল' বা 'পাটনাই কুল,' মহারাষ্ট্র-দেশে রাজবোর এবং কর্ণাটে রায়পরতরু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—উত্তম-কোলি, নৃপশ্রেষ্ঠ, নৃপবদর, রাজবল্লভ, পৃথুকোল, তনুবীজ, মধুর-ফল ও রাজ-কোল। ইহা মধুররস, শীতল, বীর্য্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফকারক; এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, শোষ ও শ্রান্তির উপশমকারক।

রাজমাষ।—(Dolichos Sinensis.) ইহা একপ্রকার কলায়জাতীয় শস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে বর্ব্বটী, হিন্দীতে লোবিয়া, রৈস ও বোড়া, মহারাষ্ট্রদেশে নীল-উরীদ, এবং কর্ণাটে নীলউদু

কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মহামাষ, বর্ব্বট, মরুৎকর, দ্বিজসপ্ত, নীলমাষ, নৃপমাষ, নৃপোচিত ও সিতমাষ। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, সারক, রুক্ষ, রুচিকর, বলকারক, স্তন্যজনক ও বায়ু-জনক; এবং কফ, শুক্র ও অম্লপিত্তের বৃদ্ধিকারক। শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ-ভেদে রাজমাষ তিনপ্রকার। বর্ণভেদে ইহাদের গুণের কোন পার্থক্য নাই; কিন্তু ছোট রাজমাষ অপেক্ষা বড় রাজ-মাষ অধিক গুণবিশিষ্ট।

রাজরীতি।—ইহা একপ্রকার পিত্তলধাতু। ইহাকে বেঙা পিত্তল বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পাকতুণ্ডী, রাজপুত্রী, মহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মরীতি, কপিলা ও পিঙ্গলা। ইহা তিক্ত-লবণ-রস, শীতবীর্য্য ও বমন-বিরেচনকারক, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, পাণ্ডু, প্লীহা ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

রাজসর্ষপ।—ইহা একপ্রকার সর্ষপের নাম। ইহা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে কাল সরিষা, এবং হিন্দীতে রাই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কৃষ্ণিকা, রাজিকা, সুরী, মুষ্টক, ব্যষ্টক, কটুক, ক্ষব, ক্ষুতাভি-জনন, ক্ষুধাভিজনন, কৃষ্ণা, তীক্ষ্ণফলা, রাজী ও কৃষ্ণসর্ষপ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও পিত্ত-দাহজনক; এবং বাত-শূল, গুল্ম, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও ব্রণরোগে হিত-কর। রাজসর্ষপের শাক অর্থাৎ পাতা লঘুপাক ও ত্রিদোষনাশক; এবং গ্রহণী ও অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক।

রাজাদনী।—(Mimusops hexandra.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। গুর্জ্জরদেশে ইহা খিরণী নামে অভিহিত। বাঙ্গালায় ইহাকে খিরণী ও ক্ষীরখেজুর, হিন্দীতে ক্ষীরী, মহারাষ্ট্র-দেশে রায়ণী ও বেবং, বোম্বাইপ্রদেশে কেণীং এবং তামিলীতে পল্ল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রাজফল, কপীষ্ট, ক্ষীরবৃক্ষ, নৃপদ্রুম, নিম্ববীজ, মধুফল, মাধবোদ্ভব, ক্ষীরী, গুচ্ছফল, ভূপেষ্ট, শ্রীফল, রাজবল্লভ, দৃঢ়স্কন্দ ও ক্ষীরশুক্ল। ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও পিত্তজনক, এবং তৃষ্ণা, শ্রান্তি, মত্ততা, ক্ষয়রোগ, প্রমেহ ও বিষদোষে হিতকর।

রাজান্ন।—ইহা কর্ণাটদেশজাত একপ্রকার হৈমন্তিক ধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রাজভোগ-ধান্য কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নৃপান্ন, রাজার্হ, দীর্ঘশূক, ধান্যশ্রেষ্ঠ, রাজধান্য, রাজেষ্ট, দীর্ঘ ও কুরক। ইহা মধুররস, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তি-জনক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

শ্বেত,রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে এই ধান্য তিন প্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণ অপেক্ষা রক্ত,এবং রক্ত অপেক্ষা শ্বেতবর্ণের ধান্য উৎকৃষ্ট।

রাজাম্র।—ইহা একপ্রকার আম্রের নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে রাজাঁবা,কর্ণাটে রায়মচ্চু, এবং তেলেগু ভাষায় রাচমা-মিড়চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—স্মরাম্র, রাজফল, কোকিলোৎসব, মধুর, কোকিলানন্দ, কামেষ্ট ও নৃপবল্লভ। কচি রাজাম্র অম্ল-কটু-রস, এবং দাহ, পিত্ত, বাতরক্ত ও শ্বাস-রোগজনক, কাঁচা রাজাম্র অম্ল-কষায় রস ও দোষজনক,এবং কচিফলের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। পাকা রাজাম্র, মধুররস, ত্রিদোষনাশক, শীতল, গুরু-পাক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও বীর্য্য-বর্দ্ধক; এবং তৃষ্ণা, দাহ, শ্রান্তি, শ্বাস ও অরোচক রোগের উপশমকারক।

রাজার্ক। ইহা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট একপ্রকার আকন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-আকন্দ, মহারাষ্ট্র-দেশে মন্দার, এবং কর্ণাটে মদারয়কে কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য; এবং মেদোদোষ, বিষদোষ, বায়ু, ব্রণ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিসর্প ও শোথ-রোগের শান্তিকারক।

রাজালাবু।—ইহা মিষ্টরসবিশিষ্ট একপ্রকার অলাবুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মিঠালাউ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—স্বাদুতুম্বী,মহাতুম্বী,মধুরালাবু, শাকালাবু ভক্ষ্যালাবু, অলাবুনী ও মিষ্টতুম্বী। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, কফবর্দ্ধক, শুক্রজনক, পুষ্টি-কর; এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক।

রাজাবর্ত্ত।—ইহা স্ফটিক-জাতীয় একপ্রকার প্রসিদ্ধ উপরত্ন। হিন্দীতে ইহাকে রেবটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নৃপাবর্ত্ত, রাজাভা, বর্ত্তক, আবর্ত্তমণি ও আবর্ত্ত। ইহা নীল বা কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় নানা-প্রকার বর্ণের আভা ইহা হইতে নির্গত হয়। ইহা ধারণ করা সৌভাগ্যজনক। রাজাবর্ত্ত কটু-তিক্ত-রস, শীতল, স্নিগ্ধ ও পিত্তনাশক,এবং প্রমেহ, হিক্কা ও বমন-রোগে উপকারক। Amethyst.

রাজিকা।—(Brassica juncea. Syn.—Brassica Nigra.) শ্বেত-সর্ষপের নাম রাজিকা। ইহার সংস্কৃত নামান্তর গৌরসর্ষপ। বাঙ্গালায় ইহাকে রাই বা রাই-সরিষা কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, কিঞ্চিৎ রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্ত-নাশক ও রক্তপিত্ত-কারক, এবং কণ্ডু, ক্রিমি, কোঠ ও কুষ্ঠরোগের উপশম-কারক। রাজিকার তৈল কটুরস, শীতল, তীক্ষ্ণ, কেশের পক্ষে উপ-

কারক, ত্বক্‌দোষ-নিবারক, বাতাদি ত্রিদোষনাশক, এবং পুরুষত্বের হানি-কারক।

বাজিকার পত্র (শাক) মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাত-কফ-নাশক, এবং ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

রাজ্যাক্তা।—ইহা একপ্রকার খাদ্যের নাম। ইহার চলিত নাম রায়তা। দধি, লবণ, লাউয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড, রাই-সরিষার গুঁড়া ও ছোট এলাচের গুঁড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া এই খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা অম্ল কটু-লবণ-মধুররস, কিঞ্চিৎ গুরুপাক, রুচি-কর, পাচক, বায়ুনাশক ও তৃপ্তিজনক; এবং তৃষ্ণা ও শ্রান্তির শান্তিকারক।

রামশর।—ইহা একপ্রকার শর-তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রামশর ও শরপত, এবং মালবদেশে রামশপু ও সরগোল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রামকান্ত, রামবাণ, রামেষু, অপর্ব্ব-দণ্ড, দীর্ঘ ও মৃগপ্রিয়। ইহা অম্ল-কষায়-রস, পিত্তজনক ও কফ-বায়ুনাশক। ইহার মূল ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য ও রুচিকর।

রামসেন।—(Agathotes Cherayta) ইহার অপর নাম ভূনিম্ব। বাঙ্গালায় ইহাকে চিরেতা কহে। (ভূনিম্ব দ্রষ্টব্য।)

রাল।—Mimosa rubicaulis) ইহা শালবৃক্ষের নির্য্যাসের নাম। বাঙ্গা-লায় ইহাকে ধুনা, হিন্দীতে কিংলী, তেলেগুভাষায় সর্জ্জরসমু ও সর্জ্জ, এবং পঞ্জাবে রাল-অলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সর্জ্জরস, সালনির্য্যাস, সালরস, কলকলোদ্ভব, ললন, দেবেষ্ট, শীতল, বহুরূপ, সুরভি, সুরধূপ, যক্ষধূপ, অগ্নি-বল্লভ, কল ও কললজ। ইহা কষায়-তিক্ত রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক ও বাত-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, অতিসার, শূল, স্ফোটক, কণ্ডু, ব্রণ, বিপাদিকা, বিসর্প, রক্তস্রাব, প্রদর ও ঘর্ম্মনির্গমের উপশমকারক। ধুনা লেপন করিলে, অগ্নিদগ্ধ জ্বালার শান্তি এবং স্ফুটিত ভগ্নস্থানের সংযোগ হইয়া থাকে।

রাস্না।—(Vanda Roxburghii.) (Acampe Papillosa) ইহা একপ্রকার লতার নাম। বৃক্ষের উপর ইহা জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গা-লায় ও হিন্দী ভাষাতে ইহাকে রাস্না, এবং তেলেগুভাষায় কিরন্মিচক ও অস্তরদামর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দ্রোণগন্ধিকা, সর্পগন্ধা, পলঙ্কষা, নাকুলী, সুরসা, সুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, ছত্রাকী, সুবহা, শ্রেয়সী, রস্যা, রসনা, রসা, রসাঢ্যা, অতিরসা, যুক্তরসা, 2 এলাপর্ণী ও সুগন্ধমূলা। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, আমদোষের পরি-

2. Inula Helenium (Dyer)

পাচক,বাত শ্লেষ্মনাশক; এবং জ্বর,কাস, শোথ,শ্বাস,শূল, উদর, কম্প, রক্তদোষ, বিষদোষ ও বাতব্যাধির শান্তিকারক।

রীঠা।—(Sapindus mukorassi.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে রীঠা, তেলেগুভাষায় রীঠা-করঞ্জমনেচেট্টু ও কুকুড়, কয়লু, বোম্বাইপ্রদেশে রীথা, এবং তামিলীতে পোন্নান-কোট্টই কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—রীঠাকরঞ্জ,গুচ্ছক, গুচ্ছপুষ্পক, গুচ্ছ-ফল, অরিষ্ট, মঙ্গল্য, কুম্ভবীজ, প্রকীর্য্য, সোমবল্ক ও ফেনিল। রীঠা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বমনকারক ও কফ-বায়ুনাশক,এবং কুষ্ঠ, কণ্ডূ,বিস্ফোটক ও ব্রণদোষে উপকারক।

রুক্মবন্তী।—ইহা একপ্রকার শালিধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শালিধান্য কহে। (ধান্য দ্রষ্টব্য।)

রুদন্তী।—ইহা এক প্রকার গুল্মের নাম। ইহা আকৃতিতে ছোলাগাছের অনুরূপ, এবং ইহার পাতা ও ছোলার পাতার ন্যায়। শীতকালে এই বৃক্ষ হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাকে রুদন্তী কহে। বাঙ্গালায় ও উৎকলদেশে ইহা রুদন্তী নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—স্রবত্তোয়া, সঞ্জীবনী, অমৃতস্রবা, রোমঞ্চিকা, মহামাংসী, চণপত্রী, সুধাস্রবী ও রুদন্তিকা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, পিত্তনাশক, জরাব্যাধি-নিবারক,এবং রক্ত পিত্ত, মেহ,ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, শ্বাস ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

রুদ্রজটা।—ইহা একপ্রকার লতার নাম। চলিত কথায় ইহাকে শঙ্করজটা ও রুদ্রঝাড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রৌদ্রী, জটা, রুদ্রা, সৌম্যা, সুগন্ধা, সুবহা, ঘনা, ঈশ্বরী, রুদ্রলতা, সুপত্রা, সুগন্ধপত্রা, সুরভি, শিবাহ্বা, পত্রবল্লী, রুদ্রাণী, নেত্রপুষ্করা, মহাজটা ও জটারুদ্রা। ইহা কটুরস, এবং শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, ভূতাবেশ ও রক্ষোদোষ-নিবারক।

রুদ্রাক্ষ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষফল। রুদ্রাক্ষ বৃক্ষের সংস্কৃত পর্য্যায়,—তৃণমেরু, অমর ও পুষ্পচামর। রুদ্রাক্ষফলের সংস্কৃত পর্য্যায়,—শিবাক্ষ, ভূতনাশন, পাবন, নীলকণ্ঠাখ্য, হরাক্ষ ও শিবপ্রিয়। রুদ্রাক্ষ-ফল অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, কফ-বায়ুনাশক; এবং ক্রিমি, শিরোরোগ, বিষদোষ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

রুরু।—ইহা কৃষ্ণসার জাতীয় একপ্রকার মৃগের নাম। ইহার মাংস মধুর-কষায়-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিমান্দ্যনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং বাত-পিত্তের উপশমকারক।

রেণুকা।—(Piper aurantiacum.) ইহা মরিচের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার সুগন্ধি ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে রেণুক, হিন্দীতে সম্ভালুকাবীজ, বোম্বাইপ্রদেশে রেণুকবীজ ও কৌন্তী, এবং তামিলীতে যেন্ট্টী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দ্বিজা, হরেণু, কৌন্তী, কপিলা, ভস্মগন্ধিকা, কৃতাস্তা, বরংকরী, বরমুখী, বরা, খরনাদিনী, কান্তা, নান্দনী, মহিলা, রাজপুত্রী, হিমা, রেণু, পাণ্ডুপত্রী, হরেণুকা, সুপর্ণিকা, শিশিরা, শাস্তা, বৃস্তা, বৃত্তা, হেমগন্ধিনী, ধর্ম্মিণী, কপিলোমা ও হৈমবতী। রেণুকা কটু-তিক্ত-রস, পাকে কটু, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মেধাবর্দ্ধক, পিত্তজনক ও গর্ভপাতকারক; এবং কফ, বায়ু, অঙ্গের বিকলতা, পিপাসা, দাহ কণ্ডু ও বিষদোষে উপকারক।

রোচক।—ইহা একপ্রকার গ্রন্থিপর্ণের নাম। নেপালে ইহাকে ভণ্ডৌউর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নিশাচর, ধনহর, কিতর ও গণহাসক। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, তীক্ষ্ণ, শীতল ও লঘুপাক এবং কফ, বায়ু, জ্বর, ঘর্ম্ম, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, মেদোদোষ, বিষদোষ ও রক্তোদোষের শান্তিকারক।

রোচনী।—চলিত কথায় ইহাকে পুদিনা শাক কহে। ইহা সুগন্ধি, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও কফ-বায়ুনাশক। অম্লাদি-সংযোগে ইহার চাটনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রোটিকা।—পশ্চিমাঞ্চলে যে মোটা রুটীর ব্যবহার দেখা যায়, তাহারই নাম রোটিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে মোটা রুটী ও হিন্দীতে রোটী কহে। এই রুটী গুরুপাক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক ও ধাতুবর্দ্ধক; এবং বায়ু ও কফনাশক।

রোপ্যাশালি।—বাঙ্গালায় ইহাকে রোওয়া ধান বলে। ইহা রুক্ষ এবং মলবদ্ধকারক।

রোপ্যাতিরোপ্য।—রোওয়া শালিধান্যকে অর্থাৎ যে শালিধান্য রোপণ করা হয়, তাহাকে রোপ্যাতিরোপ্য ধান্য কহে। এই ধান্য শীঘ্র পাকে, এবং ইহা লঘুপাক, বলকর, মূত্ররোধক, অবিদাহী ও অন্যান্য ধান্য অপেক্ষা অধিক উপকারক।

রোমক।—ইহা একপ্রকার লবণ, ইহার অপর নাম শাম্ভরলবণ। রুমাবতী নদী হইতে এই লবণ উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে শম্বর লবণ, এবং হিন্দীতে শাকম্ভরি কহে। ইহা কটু-তিক্ত-যুক্ত লবণ-রস, অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, পিত্তপ্রকোপক, দাহকারক ও শোষজনক।

রোমফল।—ইহা একপ্রকার লতাফল। ইহার অন্য নাম ডিণ্ডিশ; বাঙ্গালায় ইহাকে ট্যাঁড়শ বলে। (ডিণ্ডিশ দ্রষ্টব্য।)

রোহিতক।—(Andersonia Rohitaka) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রোঢ়া, রয়না ও দেশভেদে কড়ার, এবং তেলেগুভাষায় মুলুমোদুগচেট্টু কহে। ইহা দুইপ্রকার,—শ্বেত ও রক্তবর্ণ; উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রোহী, প্লীহশত্রু, দাড়িম্বপুষ্প, রক্তম্ন, মাংসদলন, যকৃদ্বৈরী, চলচ্ছদ, রোহিতেয়, রক্তপুষ্প, রোহিণ, কুশাল্মলি, কুটশাল্মলি, সদাপ্রসূন, বিরোচন ও শাল্মলিক। ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, রুচিকর, রক্তপরিষ্কারক, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, ক্রিমি, ব্রণ, নেত্ররোগ ও উদররোগে হিতকর।

রোহিৎ।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। আকারে ইহা অত্যন্ত বৃহৎ। বাঙ্গালায় ইহাকে রুইমাছ, এবং তেলেগুভাষায় এর-মীনু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রোহিষ, মৎস্যরাজ ও রোহিৎ। এই মৎস্যের উপরিভাগ কৃষ্ণ-বর্ণ, তলদেশ অর্থাৎ উদরাদি অবয়ব শুক্লবর্ণ, ডানা ও পুচ্ছ ঈষৎ রক্তবর্ণ, এবং ইহার গাত্রে আঁইস আছে। ইহা মধুর-কষায়-রস, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, বীর্য্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক, অল্প-পিত্তকারক, এবং বায়ু ও অর্দ্দিতাদি বাতব্যাধিতে উপকারক। রোহিৎ মৎস্যের মুণ্ড অর্থাৎ মুড় ঊর্দ্ধ-জত্রুগত অর্থাৎ কণ্ঠের উপরিভাগস্থ অবয়বজাত রোগসমূহে এবং শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ ও নাসারোগ প্রভৃতি রোগসমূহে বিশেষ উপকারক।

রোহিষ।—(Andropogon Schœnanthus.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রামকর্পূর, হিন্দীতে অগিয়াঘাস, মির-চিয়াগন্ধ, রুসঘাস, বোম্বাইপ্রদেশে রোহিষে, উৎকলে পালখরি কহে। (রামকর্পূর দ্রষ্টব্য।)

রৌপ্য।—(Silver.) ইহা এক প্রকার ধাতুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রূপা এবং হিন্দীতে চাঁদি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রজত, শুভ্র, বসুশ্রেষ্ঠ, রুধির, চন্দ্রলোহক, শ্বেতক, মহাশুভ্র, তপ্তরূপক, চন্দ্রভূতি, সিত, তার, কল-ধূত, ইন্দুলোহক, রূপ্যক, ধৌত, চন্দ্রহাস, অকুপ্য, দুর্ব্বর্ণক, খর্জ্জুর, রাজরঙ্গ, শ্বেত, রঙ্গবীজ, লোহরাজক ও কলধৌত। ইহা অম্ল-মধুর-কষায়-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, সারক, বমনকারক, গুরু-পাক, বাতপিত্তনাশক, বয়ঃস্থাপক এবং প্রমেহাদি রোগনিবারক। রৌপ্য এইরূপ গুণবিশিষ্ট হইলেও অশোধিত রৌপ্য শরীরের সন্তাপজনক, বল-বীর্য্য, পুষ্টি, ও শুক্রের হানিকারক এবং বহুবিধ

রোগজনক। রৌপ্য শোধন করিতে হইলে, পাতলা পাত করিয়া ও তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া সেই তপ্ত পাত ক্রমশঃ তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থের কাথ, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্যে তিনবার করিয়া নিষিক্ত করিবে; পরে দুইভাগ গন্ধক ও একভাগ পারদদ্বারা প্রস্তুত কজ্জলী জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, সেই শোধিত রৌপ্যের পাতে লেপন করিবে, এবং গজপুটে পাক করিবে। ঐরূপে চৌদ্দ বার গজপুটে দগ্ধ করিলেই রৌপ্যভস্ম প্রস্তুত হইবে, সেই ভস্মই ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়।

ল।

লকুচ।—ইহা একপ্রকার অম্ল-ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে মান্দার, ডেলো মান্দার ও ডহুয়া, এবং হিন্দীতে বড়হর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঐরাবত, অম্লক, লিকুচ, কষায়ী, দৃঢ়বল্কল, ডহু, কার্শ্য, শাল, শূর, স্থূলকন্দ, গ্রন্থিমৎ-ফল ও ক্ষুদ্রপনস। অপক্ব মান্দার অম্ল-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, ত্রিদোষকারক, রক্তদোষজনক, চক্ষুর অপকারক, এবং অগ্নি ও শুক্রের হানি-কর। পক্ব মান্দার অম্ল-মধুর-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রজনক, কফ-কারক, এবং বাত-পিত্তনাশক। মান্দারগাছের ছাল কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, দাহকারক, মলরোধক ও কফনাশক।

লঘু-গোধূম।—ইহা একপ্রকার গোধূমের নাম। ইহার আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র; বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট গম এবং হিন্দীতে ছোটী গহুঁ কহে। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও কফনাশক।

লঘুদন্তী।—ছোট দন্তী-গাছকে লঘুদন্তী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্ষুদ্রদন্তী, লঘ্বীদন্তী, বিশল্যা, উড়ু, স্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাক্ষী, নিকুম্ভ ও মকূলক। এই দন্তীর মূল কটু-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, তীক্ষ্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, শোথ ও উদর, ক্রিমি, অর্শঃ, শূল, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও বিদাহ-রোগের উপশমকারক। ইহার বীজ মধুর-রস, মধুরপাকী, শীতল ও মলমূত্রের বিরেচক এবং কফ ও গলশোথনিবারক।

লঘুদ্রব্য।—যে সকল দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক পায়, তাহাদিগকে লঘুদ্রব্য বা

লঘুপাক দ্রব্য কহে। আকাশ, বায়ু ও তেজ, এই তিনটী ভূতের আধিক্যবিশিষ্ট দ্রব্য লঘুপাক হয়। লঘুপাক দ্রব্যমাত্রই মল-মূত্ররোধক, বায়ুপ্রকোপক, কফ-নাশক, এবং অধিকাংশ রোগের সুপথ্য।

লঘু-পঞ্চমূল।—শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটী ক্ষুদ্রবৃক্ষের মূলের পারিভাষিক নাম পঞ্চমূল। এই পঞ্চমূল মধুরতিক্ত-রস, নাতি-শীতোষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, পুষ্টিকর ও বাত-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরীরোগের শান্তিকারক।

লঘু-বদর।—ইহা একপ্রকার কুল। ইহার আকার নিতান্ত ছোট। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট কুল, মেটোকুল, বা ডেমাকুল, মহারাষ্ট্রদেশে ক্ষুদ্রবোরি, এবং কর্ণাটে কিন্ধয়র-তরু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্ষুদ্রকোলি, সূক্ষ্মফল, বহুকর, সূক্ষ্মপত্র, দুঃস্পর্শ, মধুর ও শিখী-প্রিয়। পাকা ছোট কুল অম্ল-মধুর রস, স্নিগ্ধ, রুচিকর, ক্রিমিবর্দ্ধক ও কফ-বায়ু-নাশক, এবং দাহ, শোষ ও পিত্তরোগে অল্প উপকারক।

লঘুব্রাহ্মী।—ইহা একপ্রকার ব্রাহ্মী শাকের নাম। আকারে ইহা নিতান্ত ছোট; বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট ব্রাহ্মী, মহারাষ্ট্রদেশে বাঁবি এবং কিরু-ব্রাহ্মী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—জলোদ্ভবা ও সূক্ষ্মপত্রা। এই ব্রাহ্মীশাক তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু, শোথ ও আমদোষনিবারক।

লঙ্কা।—ইহা একপ্রকার কলায়-জাতীয় শস্যের নাম, বাঙ্গালায় ইহাকে খেঁসারি বা তেওড়া-কলায়, ও কর্ণাট-দেশে লাঙ্ক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—করালত্রিপুটা, কাণ্ডিকা ও রুক্ষ-গান্ধিকা। ইহা পিচ্ছিল, শীতল, রুচিকর, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক।

লঙ্কামরিচ।—(Capsicum) ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—জ্বালামরিচ ও কুমরিচ; বাঙ্গালায় ইহাকে লঙ্কামরিচ, হিন্দীতে লালমিরচা, এবং উৎকলদেশে নোকোমরিচ কহে। ইহা তীব্র-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাত-পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক, এবং প্রায় সকল রোগেই অনিষ্টকারক।

লঙ্ঘন।—ইহার বাঙ্গালা নাম উপবাস। পরিমিত লঙ্ঘন দ্বারা দোষের পরিপাক, শরীরের লঘুতা, অগ্নির দীপ্তি, ভোজনে আকাঙ্ক্ষা ও রুচি, এবং শ্লৈষ্মিক ব্যাধি, অজীর্ণ ও জ্বরাদি রোগের উপশম হয়। লঙ্ঘন অতিরিক্ত হইলে সর্ব্বশরীরে বেদনা, হাত পায়ে খা'লধরা, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কাস ও উদ্গার প্রভৃতির আধিক্য, মোহ, শারীরিক দুর্ব্বলতা, অগ্নিনাশ, মনের

চঞ্চলতা, এবং দর্শনশক্তি ও শ্রবণ-শক্তির হ্রাস হয়। লঙ্ঘন অসম্পূর্ণ হইলে, হৃল্লাস (গা বমি বমি), বমি, মুখ ও চক্ষু হইতে জলস্রাব, তন্দ্রা, এবং কণ্ঠ, মুখ ও হৃদয়ের অশুদ্ধি, প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখশোষ, রক্তপিত্ত ও ভ্রমাদি রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে, এবং বায়ুবিকারগ্রস্ত, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীকে উপবাস করিতে দেওয়া উচিত নহে।

লজ্জালু।—(Mimosa pudica) ইহা একপ্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লজ্জাবতী ও লাজুক-লতা, এবং মহারাষ্ট্রদেশে লাজ্জালু কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কন্দিরী,রক্তপাদী, শমীপত্রা,স্পৃকা, খদিরপত্রিকা,সঙ্কোচনী, সমঙ্গা, নমস্কারী, প্রসারিণী, সপ্তপর্ণী, খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জা, লজ্জিরী, স্পর্শলজ্জা,অস্রবোধিনী, রক্তমূলা, তাম্র-মূলা,স্বগুপ্তা,অঞ্জলিকারিকা, মহাভীতা, বশিনী ও মহৌষধি। ইহা কটু-রস ও শীতল, এবং পিত্তাতিসার, শোথ, দাহ, শ্রম, শ্বাস, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ ও রক্তদোষে উপকারক। আরএকপ্রকার লজ্জালুলতা আছে; তাহার গাছ ছোট এবং পাতা বড় বড়। ইহাকে "লজ্জালু-বৈপরীত্য" কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণ-বীর্য্য,কফনাশক ও পারদের নিয়ামক।

লটা।—ইহা একপ্রকার করঞ্জের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নাটাকরঞ্জ বলে। (করঞ্জ দ্রষ্টব্য।)

লড্ডুক।—ইহার বাঙ্গালা নাম লাড়ু। নানাবিধ উপায়ে নানাবিধ দ্রব্যের লাড়ু প্রস্তুত হয়। দ্রব্যবিশেষের ও সংস্কারবিশেষের প্রভেদ অনুসারে প্রত্যেক লাড়ুর গুণও স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ সকল লাড়ুই অত্যন্ত গুরুপাক।

লতাকরঞ্জ।—ইহা একপ্রকার লতা-ফলের নাম। হিন্দীভাষায় ইহাকে কণ্ট-করেঞ্জ, এবং বোম্বাইপ্রদেশে সাগরগেটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দুঃস্পর্শ, বীরাখ্য, বজ্রবীজক, ধনদাক্ষী, কণ্টফল ও কুবেরাক্ষী। এই করঞ্জের পত্র কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার বীজ অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য, এবং শূল, গুল্ম ও বেদনার উপশমকারক।

লতাকস্তুরা।—(Hibiscus Abelmoschus.) ইহা একপ্রকার সুগন্ধি ক্ষুদ্রফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লতাকস্তুরী ও কালকস্তুরী, হিন্দীতে মুস্কদানা, তেলেগুতে তকোল কলমু ও কর্পূরবেণ্ড, তামিলীভাষায় কঠেকস্তুরী, এবং দাক্ষিণাত্যে কস্তুর-বেণ্ড কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—কটু ও দক্ষিণদেশজা। ইহা মধুর-

তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক, বস্তিশোধক ও চক্ষুর হিতকর, এবং তৃষ্ণা, কফ, বস্তিরোগ ও মুখরোগের শান্তিকারক।

লতাপনস।—ইহা একপ্রকার লতা-ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে তরমুজ বলে। (তরমুজ দ্রষ্টব্য।)

লতাফল।—(Tricosanthes Dioica.) ইহা একপ্রকার লতাফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পটোল বলে। (পটোল দ্রষ্টব্য।)

লপ্সিকা।—ইহা একপ্রকার খাদ্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মোহনভোগ, হিন্দীতে সেরা ও পারস্যভাষায় হালুয়া কহে। সুজী ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে দুগ্ধ ও চিনি দিয়া পাক করিতে হয়; ঘনীভূত হইলে, এলাইচ, কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলেই লপ্সিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক।

লবঙ্গ।—(Caryophyllus aromaticus. Syn.—Cloves.) ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লবঙ্গ, হিন্দীতে লোঙ্, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে লবঙ্গকলিকা, পারসীতে লৌঙ্গ ও মেথক, তামিলীতে কিরম্বের, তেলেগুতে লবঙ্গলু, এবং দাক্ষিণাত্যে লবঙ্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দেবকুসুম, শ্রীপুষ্প, শ্রীসংজ্ঞ, লবঙ্গ, লবঙ্গকলিকা, দিব্য, শেখর, লব, রুচির, গ্রহণীহর, তোয়ধিপ্রিয়, বারিপুষ্প, ভৃঙ্গার, গীর্ব্বাণ, কুসুম, চন্দনপুষ্প ও দিব্যগন্ধ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতল, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর ও মুখের দুর্গন্ধনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমন, আধ্মান, আনাহ, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা, ক্ষয়রোগ ও শিরোরোগের উপশমকারক।

লবঙ্গ-তৈল।—লবঙ্গ হইতে এক প্রকার স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে লবঙ্গ-তৈল বা 'লবঙ্গের তেল' কহে। এই তৈল অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং দন্তবেষ্টগত, শ্লেষ্মজনিত রোগের ও গর্ভিণীদিগের বমনরোগের নিবারক।

লবণ।—ইহা একপ্রকার রসের নাম। ইহাতে জল ও অগ্নি (অপ্ ও তেজ) এই উভয় ভূতের আধিক্য আছে। লবণকে বাঙ্গালায় নুন, এবং হিন্দীতে নিমক্ কহে। ইহা লবণ-রস, স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, সারক, শরীরের শিথিলতা ও মৃদুতাকারক, কফ-পিত্ত-জনক ও বায়ুনাশক, এবং শুক্র ও দৃষ্টির হানিকারক। ইহা অতিরিক্ত পরিমাণে সেবনে, শারীরিক শৈথিল্য ও কেশের অকালপক্কতা,

অকালে জরাকর্ত্তৃক আক্রমণ, এবং রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, চক্ষুর পাক, কোঠ (গাত্রে বোলতাদষ্টের ন্যায় দাগ), কুষ্ঠ, বিসর্প, খালিত্য (টাক) ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগ জন্মে। সৈন্ধব, সামুদ্র, সৌবর্চ্চল ও বিট্ প্রভৃতি যে সকল লবণ-রস-বহুল পদার্থ লবণ নামে পরিচিত, তাহাদের প্রত্যেকের গুণাদি নামানুসারে যথা-স্থানে লিখিত হইয়াছে।

লবণ-তৃণ।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লোনা-ঘাস কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—লোণ-তৃণ, তৃণাম্ল, কটুতৃণ ও অম্লকাণ্ড। ইহা অম্ল-কষায়-রস, ঈষৎ ক্ষারগুণযুক্ত, স্তন্যের হানিকর, এবং অশ্বদিগের পুষ্টিজনক।

লবণী।—(Annona reticulata.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। চলিত কথায় ইহাকে লোণা বা নোনা-আতা কহে। ইহার বৃক্ষ ও ফলের আকৃতি কতকটা আতার অনুরূপ। নোনা-আতা লবণ-মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, কফ-বর্দ্ধক, এবং বাত-পিত্তনাশক।

লবলী।—(Phyllanthus distichus.) ইহা একপ্রকার অম্ল-ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নোয়াল-ফল, এবং হিন্দীতে হরভরী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুগন্ধমূলা, লবলীপাণ্ডু ও কোমলবল্কলা। ইহা কিঞ্চিৎ তিক্ত-অম্ল-মধুর-কষায়-রস, সুগন্ধি, রুক্ষ, গুরুপাক ও রুচিকর, এবং অর্শঃ ও কফপিত্তনাশক।

লসান্দ্র।—ইহার অপর নাম রাজমাষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বর্ব্বটী কহে। (রাজমাষ দ্রষ্টব্য।)

লসিকা।—ইহা একপ্রকার গুড়ের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে 'ফেণী-গুড়' কহে। ইহা মধুর-রস, লঘুপাক, মলভেদক, পুষ্টিকর, বলকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

লক্ষ্মণা-মূল।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ কন্দ। বোম্বাইপ্রদেশে ইহাকে লক্ষ্মণাকন্দ বলে। এই কন্দের আকার নরাকৃতির ন্যায়, এবং উপরে রক্তবর্ণের কতকগুলি বিন্দু আছে। ইহার গন্ধ ছাগদুগ্ধের গন্ধের অনুরূপ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পত্রকন্দা, পুত্রদা, নাগিনী, নাগাহ্বা, নাগপত্রী, তুলিনী, সর্জ্জিকা, অশ্রবিন্দুচ্ছদা ও পুচ্ছদা। ইহা মধুর-রস, শীতল, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, বলকারক, এবং বন্ধ্যাদোষনাশক। পুত্রোৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়া লক্ষ্মণামূলের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। ইহা বঙ্গদেশে নিতান্ত দুর্লভ।

লাঙ্গলী।—(Gloriosa superba.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের মূলের নাম। চলিত কথায় ইহাকে বিষ-লাঙ্গুলিয়া বা ঈশলাঙ্গলা কহে। ইহার

সংস্কৃত পর্য্যায়,—কলিকারী, হলিনী, বহ্নিবক্ত্রা, গর্ভপাতিনী, দীপ্তা, বিশল্যা, অগ্নিমুখী, হলী, নক্তা, ইন্দ্রপুষ্পিকা, বিদ্যুজ্জ্বালা, অগ্নিজিহ্বা, ব্রণহৃৎ, পুষ্পসৌরভা, স্বর্ণপুষ্পা ও বহ্নিশিখা। লাঙ্গলী উপবিষজাতীয় পদার্থ। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, ক্ষারগুণযুক্ত, সারক, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মনাশক ও গর্ভপাতক; এবং কুষ্ঠ, ব্রণ, শোথ, শূল ও অর্শোরোগে উপকারক। লাঙ্গলীবিষ ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া লইতে হয়। একদিন গোমূত্রের ভাবনা দিলেই ইহা শোধিত হইয়া থাকে।

লাঙ্গলী শাক।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। চলিত কথায় ইহাকে কাঁচড়াশাকও বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তোয়পিপ্পলী, জলাক্ষী, পিত্তলা ও শ্যামাদনী। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, রুক্ষ, কফ-পিত্তনাশক, এবং বায়ুবৃদ্ধিকারক।

লাজপেয়া।—খইয়ের পাতলা মণ্ডকে লাজ-পেয়া কহে। ইহা লঘুপাক পিপাসানাশক, বমনকারক, এবং শরীরের গ্লানি, দৌর্ব্বল্য, কণ্ঠশোষ ও কুক্ষিরোগের শান্তিকারক। ইহার সহিত সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু ও এলাইচ মিশ্রিত করিলে অধিক গুণযুক্ত হয়।

লাজভক্ত।—অত্যুষ্ণ জলে খই সিদ্ধ করিয়া তাহা ছাঁকিয়া না লইলে তাহাকে লাজভক্ত কহে। লাজভক্ত মধুররস, লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, নিদ্রাজনক, কফ-পিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও ব্রণশোধক।

লাজমণ্ড।—ইহার বাঙ্গালা নাম খইয়ের মণ্ড। অত্যুষ্ণ জলে খই সিদ্ধ করিয়া তাহা ছাঁকিয়া লইলে, ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, আমদোষপাচক, দাহতৃষ্ণানিবারক ও শ্লেষ্মজনক; এবং মন্দাগ্নি, বিষমাগ্নি, বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের পথ্য।

লাজা।—লাজশব্দ সংস্কৃত ভাষায় নিত্যবহুবচনে ব্যবহৃত হয়; এইজন্য লাজশব্দের পরিবর্ত্তে লাজা শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ধান্য ভাজিলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম লাজা। বাঙ্গালায় ইহাকে খই, এবং দেশভেদে লাওয়া কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—অক্ষত। ইহা মধুররস, রুক্ষ, লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমি, অতিসার, জ্বর, কাস, প্রমেহ ও মেদোরোগে উপকারক।

লামজ্জক।—(Andropogon laniger.) ইহা বেণামূলের ন্যায় একপ্রকার পীতবর্ণ ও সুগন্ধি তৃণমূল। বাঙ্গালায় ইহা বেণামূল নামেই পরি-

চিত। হিন্দীতে ইহাকে লামজ্জক এবং তেলেগুভাষায় তেল্লবট্টিবেরু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথিক, শীঘ্র, দীর্ঘমূল ও জলাশয়। ইহা তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, ঘর্ম্মকারক, বাত-পিত্তনাশক; এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, শ্রান্তি, জ্বর, রক্তপিত্ত ও ত্বক্‌রোগের উপশমকারক।

লাব।—ইহা বিষ্কিরজাতীয় প্রসিদ্ধ পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে বটের পাখী এবং মহারাষ্ট্রদেশে লাবুগে ও লাবুক-পিট্ট কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লালক, লব ও লঘুজঙ্গল। ইহার মাংস মধুর-কষায়-রস, পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং সন্নিপাতদোষ ও বিষদোষে হিতকর।

লাবপক্ষী চারিপ্রকার:—যথা পাংশুল, গৌরক, পৌণ্ড্রক ও দর্ম্মর। তন্মধ্যে পাংশুল কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মকারক; গৌরক রুক্ষ; পৌণ্ড্রক পিত্তকারক এবং দর্ম্মর রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগে উপকারক। অন্যান্য গুণ সকলেরই প্রায় একরূপ।

লাক্ষা।—(Coccus lacca. Syn.—Lac.) অশ্বত্থ ও কুল প্রভৃতি বৃক্ষের শাখায় একপ্রকার কীট পুঞ্জীকৃত থাকিয়া লাক্ষা রূপে পরিণত হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে লাহা, লাও, এবং জৌ, হিন্দীতে লাহী, মহারাষ্ট্রে লাখ, কর্ণাটে অরগু, এবং তেলেগুভাষায় লত্তুক ও লক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—লাক্ষা, জতু, যাব, অলক্ত, দ্রুমাময়, গবধিকা, খদিরিকা, রক্তা, রক্তমাতৃকা, রঙ্গমাতা, পলঙ্কষা, ক্রিমিহা, দ্রুমব্যাধি, অলক্তক, পলাশী, মুদ্রিণী, দীপ্তি, জন্তুকা, গন্ধনন্দিনী, নীলা, দ্রবরসা, পিত্তারি, ক্রিমিজা, কীটজা, জতুকা, গরাধিকা, গরাধিকা ও ক্ষতঘ্নী। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, বর্ণবর্দ্ধক, রক্তস্রাব-নিবারক; এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, জ্বর, বিশেষতঃ বিষমজ্বর, হিক্কা, কাস, উরঃক্ষত, ব্রণ, ভগ্ন, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ত্বক্‌দোষ, শোথ ও বিষদোষের শান্তিকারক। ঔষধাদিতে নূতন লাক্ষাই প্রশস্ত।

লিঙ্গিনী।—ইহা একপ্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিব-লিঙ্গিনী এবং হিন্দীতে পঞ্চগুরিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লিঙ্গিকা, বহু-পত্রা, ঈশ্বরী, শিববল্লিকা, স্বয়ম্ভূ, লিঙ্গ-সম্ভূতা, লৈঙ্গী, চিত্রফলা, চণ্ডালী, লিঙ্গজা, দৈবী, চণ্ডা, আপস্তম্বিনী, শিবজা ও শিববল্লী। ইহা দুর্গন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন ও সর্ব্বসিদ্ধিকারক।

লিম্পাক।—(Citrus Acida.) ইহা একপ্রকার নেবুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পাতিনেবু কহে। ইহা সুরভি,

অম্ল-মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, রুচিকর, অম্ল পিত্তকারক, বাতশ্লেষ্ম-নাশক এবং বমন-নিবারক।

লোণার।—ইহা এক প্রকার ক্ষার-পদার্থের নাম। দাক্ষিণাত্যে ইহা লোণার খারু নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লবণোত্থ, লবণাকরজ, লবণমদ, জলজ, লবণক্ষার ও লবণ। ইহা ঈষৎ লবণরস, ক্ষারগুণযুক্ত, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ও পিত্তবর্দ্ধক, এবং বাতগুল্ম ও শূলরোগে উপকারক।

লোণীশাক।—Portulaca quadrifida.) ইহা একপ্রকার শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নুনীশাক, হিন্দীতে লুনীয়াশাক বা লুনীয়া ও খুরকা, তেলেগুভাষায় পইলকুর, বোম্বাইদেশে কুর্ফা, এবং তামেলীতে কোরিনকরই কহে। ছোট ও বড় ভেদে ইহা দুই প্রকার; তন্মধ্যে বড় লোণী, বাঙ্গালায় বন-নুনী, এবং ছোট লোণী, ক্ষুদে-নুনী নামে অভিহিত। বড় লোণীর সংস্কৃত নামান্তর,—ঘোটিকা। ছোটলোণী অম্ল-লবণ-রস, গুরুপাক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মনাশক; এবং অর্শঃ, অগ্নি-মান্দ্য, ও বিষদোষে উপকারক। বড়-লোণী অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, বায়ু-বর্দ্ধক ও কফ-পিত্তনাশক, এবং বাত-দোষ, প্লীহা, গুল্ম, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, ব্রণশোথ ও নেত্ররোগে হিতকর।

লোধ্র।—(Symplocos racemosa.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে লোধ, তেলেগুভাষায় তোল্ললোট্টুগচেট্টু, এবং গুজরাটে লোদর কহে। লোধ দুইপ্রকার —রক্ত ও শ্বেতবর্ণ। রক্তলোধের সংস্কৃত পর্য্যায়,—তিরীট, মার্জ্জন, রক্তলোধ্র, তিল্বক ও লক্তকর্ম্মা। শ্বেতলোধ্রের সংস্কৃত পর্য্যায়,—শুক্ল, শবরলোধ্র, মহা-লোধ্র ও শাবর। লোধের সাধারণ সংস্কৃত পর্য্যায়,—গালব, তিরীট, তিল্ব, মার্জ্জনা, বলিপ্রিয়, বানরাঘাত, বলভদ্র, রোধ্র, ভিল্লতরু, তিল্লক, কাণ্ডকীলক, হস্তিলোধ্রক, কাণ্ডনাল, হেমপুষ্প ও ভিল্লী। ইহা কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক, বাতপিত্ত-কফনাশক ও চক্ষুর হিতকর, এবং জ্বর, অতিসার, শোথ, রক্ত ও বিষদোষের উপশমকারক।

লোহিতক।—ইহা একপ্রকার শালিধান্যের নাম। ইহার ত্বক্ রক্তবর্ণ। ইহা মধুররস, লঘুপাক, রুচিকর, বল-কারক, পুষ্টিজনক, বর্ণবর্দ্ধক, স্বর-পরিষ্কারক, শ্রান্তিনাশক, চক্ষুর হিতকর, সর্ব্বদোষনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকর, এবং জ্বর ও ব্রণরোগে হিতকর।

লোহিতালু।—(Dioscorea purpurea) ইহা একপ্রকার আলুর নাম। ইহার অপর নাম রক্তালু ও

আলুকী। বাঙ্গালায় ইহাকে রাঙ্গা-আলু এবং হিন্দীতে অরুই কহে। এই আলু রক্তবর্ণ ও লম্বাকৃতি। ইহা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী. বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, হৃদয়স্থ কফনাশক, এবং ভ্রম, পিত্ত ও দাহরোগে হিতকর।

লৌহ।—(Ferrum Syn — Iron.) ইহা একপ্রকার খনিজ ধাতু। বাঙ্গালায় ইহাকে লোহা, হিন্দী ভাষায় লোওয়া এবং তেলেগুতে ইনুমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লৌহ, জোঙ্গক, অয়স, শঠ, নিশিত, তীব্র ও খড়্গ। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুক্ষ, ধারক, বলকারক, রসায়ন, দোষনাশক, সারক, চক্ষুর হিতকর, বায়ুবর্দ্ধক ও বয়ঃস্থাপক, এবং কফ, পিত্ত, শূল, শোথ, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, জ্বর, মেহ, কৃমি, কুষ্ঠ, মেদোদোষ ও বিষদোষে উপকারক।

শোধন-মারণাদি প্রক্রিয়া অনুসারে লৌহের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া, তাহাই ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ অশোধিত ও অজারিত লৌহ সেবন করিলে, কুষ্ঠ, শূল, হৃদ্রোগ, অশ্মরী, ক্লীবতা, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। লৌহ-শোধনের জন্য তাহার পাতলা পাত করিয়া, অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, এবং সেই পাত তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থকলায়ের ক্বাথ, ইহাদের প্রত্যেকটীতে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিবে। প্রতিবারেই লৌহপাত উত্তপ্ত করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে লৌহ শোধিত হইলে, পুনর্ব্বার তাহা এক একবার উত্তপ্ত করিয়া, যথাক্রমে দুগ্ধ, কাঁজি, গোমূত্র ও ত্রিফলার ক্বাথে তিন তিনবার নিষেক করিতে হইবে। নিষেকের জন্য দুগ্ধ, কাঁজি ও গোমূত্র লৌহের দ্বিগুণ পরিমাণে লইতে হয়; এবং লৌহের অষ্টগুণ ত্রিফলা, ত্রিফলার চতুর্গুণ জল একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে সেই ত্রিফলার ক্বাথ লইতে হয়, তৎপরে সেই বিশোধিত লৌহচূর্ণ গোমূত্রের সহিত মর্দ্দিত করিয়া এক একবার গজপুটে দগ্ধ করিবে। এরূপে বারংবার গজপুটে দগ্ধ হইয়া যখন উহা অঙ্গুলিনিষ্পেষণে মসৃণ চূর্ণ হইবে, তখনই লৌহ সম্যক্ ভস্ম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহাই লৌহভস্মের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কার্য্যবিশেষানুসারে লৌহভস্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীও নির্দ্দিষ্ট আছে। যত অধিক বার লৌহের পুটপাক হইবে, ততই তাহা অধিক গুণকারক হইবে। এইজন্যই সহস্রাধিক পুটপাক-দগ্ধ লৌহের গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একশত পুটের লৌহ সাধারণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাজীকরণ

ঔষধ অন্ততঃ পাঁচশত পুট না দিয়া লৌহ ব্যবহার করা উচিত নহে।

অনুপানবিশেষের সহিত ব্যবহার করিলে, কেবল লৌহভস্মে অনেক রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। শূলরোগে হিঙ্গু, ঘৃত ও মধু; পুরাতন জ্বরে মধু ও পিপুল চূর্ণ; বাতরোগে ঘৃত ও রসুন, শ্বাসরোগে মধু এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের মিলিত চূর্ণ; মেহরোগে ত্রিফলা ও চিনি; সন্নিপাতে মধু ও আদার রস।—এইরূপ রোগবিশেষানুসারে অনুপান বিশেষের সহিত লৌহভস্ম একরতি পরিমাণে প্রয়োগ করিলে, যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। ক্রৌঞ্চ, কালিঙ্গ, কালি, ভদ্র, বজ্র, পাণ্ডি, নিরঙ্গ ও কান্ত নামভেদে লৌহ ৮ আট প্রকার। ইহার মধ্যে কান্ত লৌহই মহাগুণবিশিষ্ট।

ব।

বংশ।—(Bambusa arundinacea. Syn.—Bamboo.) ইহার বাঙ্গালা নাম বাঁশ। হিন্দীতে ইহাকে বাঁশ, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে বেলু, তেলেগু-ভাষায় বেদুরু, বেন্নেমুক, বেনুমুর্শণি ও বেত্তু, বোম্বাই প্রদেশে মাণ্ডগর, এবং তামিলীতে মনগিল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ত্বক্‌সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, যবফল, বেণু, মস্কর, তেজন, কিলাটী, পুষ্পঘাতক, বৃহত্তৃণ, বিষ্ণুপর্ব্বা, রম্ভ, সুপর্ব্বা, তৃণকেতুক, কণ্টালু, কণ্টকী, মহাবল, দৃঢ়গ্রন্থি, দৃঢ়পত্র, ধনুর্দ্রুম, ধানুষ্য ও দৃঢ়কাণ্ড। ইহা কষায়-যুক্ত ঈষত্তিক্ত-মধুররস, শীতল, সারক, বস্তিশোধক ও কফপিত্তনাশক, এবং দাহ, রক্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শঃ, শোথ, কুষ্ঠ ও ব্রণরোগে হিতকর। বাঁশের ছাল (নীল) রজঃস্রাবকারক। বাঁশের অঙ্কুর (করীর) কটু-কষায়-মধুররস, পাকে কটু, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, সারক, রুচিকর, বিদাহকারক, ও কফনাশক, বাতপিত্তবর্দ্ধক; বাঁশের শিকড়—মূত্রকারক ও শোথনাশক।

রন্ধ্রবংশ নামক যে সচ্ছিদ্র বাঁশ আছে, তাহাও সাধারণ বাঁশের ন্যায় গুণযুক্ত; বিশেষতঃ তাহা পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, অজীর্ণনাশক, রুচিকর ও শূলনিবারক।

বংশক।—Saccharum officinarum) ইহা এক প্রকার ইক্ষুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শামশাড়া আখ কহে। ইহা ঈষৎ লবণযুক্ত-মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, সারক, অবিদাহী, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও কফকারক। এই ইক্ষুরসের চিনি রুক্ষ, বলকারক ও চক্ষুর হিতকর।

বংশপত্রী।—ইহা বাঁশপাতার মত পাতাবিশিষ্ট একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বাঁশপাতা ঘাস, মহারাষ্ট্রদেশে বেণুপত্রী, এবং কর্ণাটে বিদিরেয়েলে কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—বংশদলা, জীরিকা ও জীর্ণপত্রিকা। ইহা মধুররস, শীতল, রুচিকর, পিত্তনাশক, রক্তদোষনিবারক এবং পশুদিগের দুগ্ধবর্দ্ধক।

বংশলোচন।—(Bamboo Manna.) বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে বংশলোচন, দেশভেদে বাঁশকাবর, এবং তেলেগুভাষায় তবক্ষীরি কহে। বংশলোচন যেরূপ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা খণ্ড খণ্ড নীলের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ এবং স্বচ্ছ ও কঠিন পদার্থবিশেষ। ইহা বাঁশের পর্ব্বমধ্যে উৎপন্ন হয়। বংশলোচনের সংস্কৃত পর্য্যায়,—বংশরোচনা, ত্বক্ক্ষীরী, তুগাক্ষীরী, শুভা, বংশী, বংশজা, ক্ষীরিকা, তুগা, বংশক্ষীরী, বৈণবী, ত্বক্সারা, কর্ম্মরী, শ্বেতা, বংশকর্পূর-রোচনা, তুঙ্গা, রোচনিকা, পিঙ্গা ও বংশ-শর্করা। ইহা কষায়-মধুররস, শীতল, রুক্ষ, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, সন্তাপ-নিবারক ও পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পীড়ার উপশমকারক।

বংশব্যজনবায়ু।—বাঁশের চটা-নির্ম্মিত পাখার বাতাসকে বংশব্যজনবায়ু কহে। এই বায়ু রুক্ষ, উষ্ণ এবং বাত-পিত্তজনক।

বংশবীজ।—বাঁশের বীজকে বাঙ্গালায় বাঁশের চাউল কহে ইহার অন্য নাম বংশতণ্ডুল ও বংশযব। ইহা মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, রুক্ষ, সারক, মূত্ররোধক, কফনাশক ও বাত-পিত্তবর্দ্ধক।

বংশিক।—ইহার অপর নাম কৃষ্ণেক্ষু। বাঙ্গালায় ইহাকে 'কাজ্লা আক' বলে। (ইক্ষু দ্রষ্টব্য।)

বক।—ইহা জলচর জাতীয় প্রসিদ্ধ পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে বকপাখী কহে। ইহার মাংস স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু ও রক্তপিত্তনাশক।

বকুল।—(Mimusops elengi) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বকুল, হিন্দীতে বকুল ও মৌলসরি, তেলেগুভাষায় পোগড়চেট্টু, উৎকলদেশে বউড়কুড়ি বোম্বাইপ্রদেশে বধুলী, দাক্ষিণাত্যে ঘোলসরী এবং তামিলীতে মোগদম্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বকুল, কেশর, কেসর, সিংহকেশর, বরলব্ধ, সীধুগন্ধ, মকুল, মুকুল, স্ত্রীমুখমধু, দোহদ, মধুপুষ্প, সুরভি, ভ্রমানন্দ, স্থিরকুসুম, শারদিক, করক,

বিশারদ, গূঢ়পুষ্পক, ধন্বী, মদন, মন্তামোদ ও চিরপুষ্প। বকুলগাছের ছাল কটু-কষায়-রস, পাকে কটু, গুরুপাক ও শীতল, এবং কফ, পিত্ত, শ্বিত্র, ক্রিমি, বিষদোষ ও দন্তরোগের শান্তিকারক। বকুলের ফুল সুরভি, কষায়-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, শীতল, রুচিকর, মলরোধক ও বিষদোষনিবারক। বকুলফল মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, মলরোধক, দন্তের দৃঢ়তাকারক।

বক্কস।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। ইহার অন্য নাম জগল। এই মদ্য অল্প মত্ততাকারক, গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুপ্রকোপক; এবং প্রবাহিকা (আমাশয়-রোগ), উদরের বেদনা, অর্শঃ ও শোথ-রোগে উপকারক।

বঙ্গ।—ইহা একপ্রকার ধাতুর নাম। ইহার অন্য নাম রঙ্গ। বাঙ্গালায় ইহাকে রাঙ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—স্বর্ণজ, নাগজীবন, মৃদঙ্গ, গুরুপত্র, চক্রসংজ্ঞ, তমর, নাগজ, কস্তীর, আলীমক, সিংহলা, স্ববেত, নাগ, ত্রপু, ত্রপুঃ, ত্রপুষ, আপুষ, মঙ্গর, হিম, কুরূপ্য, পিচ্চট ও পূতিগন্ধ। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-লবণ-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, সারক, কফ-বায়ুনাশক, ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, কান্তিকারক ও রসায়ন এবং পাণ্ডু, ক্রিমি, শ্বাস, মেহ ও দাহরোগে হিতকর।

বঙ্গের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া তাহাই ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। লৌহ-কটাহে করিয়া বঙ্গ অগ্নি-জ্বালে চড়াইবে, এবং গলিয়া গেলে যথাক্রমে তাহাতে বঙ্গের সমপরিমিত হরিদ্রার চূর্ণ, জীরার চূর্ণ, ত্রিফলাচূর্ণ, অশ্বত্থচটার চূর্ণ, তেঁতুল-চটার চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা অনবরত নাড়িতে থাকিবে। এক একটী চূর্ণ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হওয়ার পর অন্য চূর্ণ নিক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে বঙ্গ-ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনুপান-বিশেষের সহিত কেবল বঙ্গভস্ম সেবন করিলেও নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়। মুখের দৌর্গন্ধ্যে কর্পূরের সহিত, পাণ্ডুরোগে ঘৃতের সহিত, গুল্মে সোহাগার খইয়ের সহিত, পিত্তদুষ্টিতে খাঁড়-গুড়ের সহিত, মল-মূত্রের বিবন্ধে পাণের রসের সহিত, অগ্নিমান্দ্যে পিপুলের সহিত, ঊর্দ্ধশ্বাসে হরিদ্রার সহিত, গাত্রদৌর্গন্ধ্যে চম্পক-রসের সহিত, বীর্য্য-স্তম্ভনে কস্তুরার সহিত, চর্ম্মরোগে খদিরের কাথের সহিত, বাতব্যাধিতে রসুনের সহিত, কুষ্ঠরোগে সমুদ্রফল ও নিসিন্দার সহিত, এবং ক্লৈব্যরোগে অপামার্গের সহিত বঙ্গভস্ম প্রয়োগ করা যায়।

বঙ্গসেন।—রক্তবর্ণ বক ফুলকে বঙ্গসেন বলে। ইহা ঈষৎ তিক্ত-রস, পাকে কটু এবং কাসরোগনাশক।

বচা।—(Acorus Calamus) ইহার বাঙ্গালা নাম বচ। হিন্দীতে ইহাকে বচ ও ঘোরবচ, তেলেগুভাষায় বড়জ ও নল্লরস, বোম্বাইপ্রদেশে বেখঁড়ে এবং তামিলীতে বশম্বু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—উগ্রগন্ধা, ষড়্‌গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, তীক্ষ্ণা, জটিলা, মঙ্গল্যা, বিজয়া, উগ্রা, রক্ষোঘ্নী, বচ্যা, লোমশা, কাঙ্গা, গালিনী ও ভদ্রা। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বমনকারক, কান্তি-জনক, কফনাশক ও স্বরপরিষ্কারক, এবং কাস, অতিসার, আমদোষ, গ্রন্থি, শোথ, বাতজ্বর ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

বজ্র।—ইহা একপ্রকার মহারত্নের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হীরক ও হীরা বলে। (ইহার গুণাদি হীরকশব্দে দ্রষ্টব্য)।

বজ্রকন্দ।—ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শর্করকন্দ আলু কহে। ইহা মধুর-রস, কফ-নাশক এবং পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক।

বজ্রভৃঙ্গী।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। দেশভেদে ইহা গুড়াখু নামে পরিচিত। ইহা কটু-রস ও উষ্ণ-বীর্য্য, এবং শ্বাস, হিক্কা, কম্প, কণ্ঠরোগ, বাত-গুল্ম, প্লীহা, পীনস, কৃমি, আম-শূল ও উদররোগের উপশমকারক।

বজ্রক্ষার।—ইহা মালবদেশজাত একপ্রকার ক্ষারপদার্থের নাম। বোম্বাই প্রদেশে ইহাকে নবসাগর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বজ্রক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বিদারক, সার, চন্দনসার, ধূমোত্থ, ও ধূমজাঙ্গজ। ইহা ক্ষারগুণযুক্ত, অতিশয় উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, ও বিরেচক; এবং গুল্ম, উদর, বিষ্টম্ভ ও শূলরোগের শান্তিকারক।

বজ্রী।—(Euphorbia antiquorum) ইহা একপ্রকার বীজবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে তেকাঁটাসীজ বা নেড়া-সীজ কহে। ইহা অত্যন্ত তীব্র-বিরেচক। ইহার আঠা অতি অল্প পরিমাণে নাভিতে লেপন করিলেও মলভেদ হইয়া থাকে। ঐ আঠার বাহ্যপ্রয়োগে বাতবেদনার শান্তি হয়।

বট।—(Ficus Bengalensis.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃহৎ বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বটগাছ ও বড়গাছ, হিন্দীতে বর ও বর্গট, মহারাষ্ট্রদেশে বট, কর্ণাটে আল, তেলেগুভাষায় মরিচেট্টু, মারি ও পেড়িমরি, উৎকলদেশে বোরু এবং তামিলীতে অল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ন্যগ্রোধ, বহুপাৎ, নন্দীবৃক্ষ, বৃহৎপাদ, বৈশ্রবণালয়, বৈশ্রবণোদয়, বৃক্ষনাথ, যমপ্রিয়, রক্তফল, শৃঙ্গী, কর্ম্মজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, ভাণ্ডীর, জটাল, রোহিণ, অবরোহী, বিটপী, স্কন্ধরুহ, মণ্ডলী, মহচ্ছায়, ভৃঙ্গী, যক্ষাবাস, যক্ষতরু, পাদরোহণ, নীল, শিফারুহ, বহুপাদ ও বনস্পতি। ইহার

ছাল কষায়-মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, মলরোধক, বর্ণবর্দ্ধক ও কফ-পিত্তনাশক; এবং জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, ব্রণ, বিসর্প, শোথ ও যোনিদোষে উপকারক।

বটপত্রী।—(Colcus amboinicus.) একপ্রকার পাথরকুচির নাম বটপত্রী। বাঙ্গালায় ইহাকে বড়পাথরকুচি, মহারাষ্ট্রদেশে বড়বতী, এবং তেলেগু ভাষায় পিংড়ি বগুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ইনানী, ঐরাবতী, গোধাবতী, শ্যামা, খট্বাঙ্গনামিকা ও ইরাবতী। ইহা কষায়-রস, শীতল, পিচ্ছিল, কিঞ্চিৎ অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও দদ্রুনাশক, এবং মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র যোনিরোগ ও ব্রণরোগের উপশমকারক।

বটিকা।—বটিকার বাঙ্গালা নাম বড়ী। মাষকলাই, মটর ও মুগ প্রভৃতি বহুবিধ দালের বড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মাষকলায়ের বড়ী, কষায়-মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক ও পিত্তনাশক; এবং তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম, শ্বাস, বমন ও বিষদোষে উপকারক। মুগের বড়ী লঘুপাক ও রুচিকর পথ্য, এবং মুগের দালের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। কুষ্মাণ্ড-বটী লঘুপাক ও রক্তদোষনাশক।

বটী।—ইহা বটজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নন্দীবট, যজ্ঞবৃক্ষ, সিদ্ধার্থ, বটক, অমরা, ভৃঙ্গিণী ও ক্ষীরকাষ্ঠা। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, ও পিত্তনাশক; এবং দাহ, তৃষ্ণা, শ্রম, শ্বাস, বিষদোষ ও বমনরোগে হিতকর।

বৎস।—ইহা একপ্রকার হীরাকসের নাম। ইহার অপর নাম পুষ্পকাশীষ। বাঙ্গালায় ইহাকে পীতবর্ণ হীরাকস বলে। ইহা কষায়-রস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক এবং স্তম্ভনকারক।

বৎসনাভ।—(Aconitum Ferox.) ইহা একপ্রকার কন্দবিষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঠবিষ ও মিঠাবিষ, হিন্দীতে মিঠা, বোম্বাইপ্রদেশে বচনাগ, এবং তামিলীতে বসনবী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বৎসনাগ, অমৃত, বিষ, উগ্র, মহৌষধ, গরল, মরণ, নাগস্তোকক ও প্রাণহারক। এই বিষ মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক ও সন্তাপজনক এবং বায়ু, কফ, সন্নিপাতদোষ ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতির নিবারক। মিঠাবিষ শোধন না করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা অবিধেয়। ইহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া, তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলেই শোধিত হয়। কিন্তু প্রত্যহ নূতন গোমূত্রে ভিজান আবশ্যক।

বৎসাদনী।—ইহা একপ্রকার লতার নাম। ইহা মধুর-রস, সন্তর্পণকারক ও শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ,

ও বিষদোষে উপকারক। ইহার অভাবে ঔষধাদিতে গুলঞ্চ ব্যবহৃত হয়।

বনচম্পক।—ইহা একপ্রকার চম্পকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বন-চাঁপা বা নাগেশ্বর চাঁপা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বননীপ, হেমাহ্ব ও সুকুমার। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-মান্দ্য-কারক, বর্ণবর্দ্ধক, ব্রণরোপক, চক্ষুর হিতকর, বয়ঃস্থাপক, এবং বাত-কফ-নাশক।

বনজীর।—ইহা একপ্রকার বন-জাত জীরার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বনজীরে, মহারাষ্ট্রদেশেও বনজীরে, এবং কর্ণাটে কাজীরগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বৃহৎপালী, সূক্ষ্মপত্র, অরণ্যজীর ও কণ। ইহা কটু-রস, কটুবিপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, এবং জীর্ণজ্বর, ক্রিমি ও ব্রণরোগের উপশম-কারক। সাধারণ জীরার অন্যান্য গুণও ইহাতে বর্ত্তমান আছে।

বনপিপ্পলী।—ইহা বনজাত একপ্রকার ছোট পিপুলের নাম। বাঙ্গা-লায় ইহাকে বনপিপুল বা ছোট পিপুল, মহারাষ্ট্রদেশে রাণপিপুল, এবং কর্ণাটে কাহি পিপ্পলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সূক্ষ্মপিপ্পলী, ক্ষুদ্রপিপ্পলী ও বনকণা। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক। এই পিপুল শুষ্ক হইলে গুণহীন হইয়া যায়।

বনমুদ্গ।—ইহা কলায়জাতীয় একপ্রকার শস্যের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম বনমুগ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মুকুষ্টক, বরক, নিগূঢ়ক, কুলীনক, খণ্ডী, মুদ্গাষ্টক, ময়ূষ্টক, ময়ূষ্ঠ, মপষ্টক ও মকুষ্টক। ইহা মধুররস, শীতল, মল-রোধক ও কফ-পিত্তনাশক, এবং জ্বর-রোগে হিতকর। হরিদ্বর্ণ বনমুগ অধিক গুণশালী, এবং মুগের ন্যায় উপকারক।

বনযমানী।—(Seseli Indicum) বাঙ্গালায় ইহাকে বনযোয়ান এবং উৎকলদেশে বিলযমানী কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—ক্ষেত্রযমানী ও অজগন্ধা। সাধারণ যমানী অপেক্ষা বন-যমানী কিছু বৃহদাকার। ইহা কটু-রস, লঘু-পাক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, দৃষ্টির হানি-কারক, এবং কফ, বায়ু ও শুক্রক্ষয়কর।

বনবর্ব্বরী।—ইহা বনজাত এক-প্রকার বাবুই তুলসীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বন-বাবুই তুলসী, মহারাষ্ট্রদেশে আজবলাভেছু, এবং কর্ণাটে সুগন্ধি অজয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুগন্ধি, সুপ্রসন্নক, দোষাক্লেশী, বিষঘ্নী, সুমুখ, সূক্ষ্মপত্রক, নিদ্রালু, শোকহারী ও সুবক্ত্র। ইহা সুগন্ধি, কটু-রস, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্তর্পণকারক এবং বমন ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

বনবীজপূরক।—ইহা বনজাত একপ্রকার মাতুলুঙ্গ নেবু। বাঙ্গালায়

ইহাকে বুনো টাবানেবু, মহারাষ্ট্রদেশে বলমাহুলিঙ্গ, এবং কর্ণাটে কামাধ্বল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বনজ, বুনবীজ, অতম্লা, গন্ধাম্লা, বনোদ্ভবা, দেবদূতী, পীতা, দেবদাসী দেবেষ্টা, মাতুলুঙ্গিকা, পাচনী ও মহাকলা। ইহা অম্ল-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর বাতশ্লেষ্ম-নাশক এবং অম্লদোষ, ক্রিমি ও শ্বাস-রোগে উপকারক।

বনশূরণ।—বনজাত ওলের নাম বনশূরণ বা বনমস্থরণ বাঙ্গালায় ইহাকে বুনো-ওল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সিতশূরণ, শ্বেতশূরণ, অরণ্যশূরণ, বনজ, বনকন্দ ও বনকুণ্ডল। বুনো-ওল কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর এবং ক্রিমি, গুল্ম, শূল ও অর্শোরোগে উপকারক।

বনহরিদ্রা।—(Curcuma aromatica) বিনাযত্নে যেসকল হরিদ্রা গাছ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বনহরিদ্রা। ইহাকে বাঙ্গালায় বনহলুদ, হিন্দীতে জংলী হলদী, মহারাষ্ট্রদেশে সালী, কোঙ্কণদেশে অড়িবিষকা ও অরিসন, তেলেগুভাষায় কস্তুরিপশুপু ও অড়বিপশুপু, বোম্বাই-প্রদেশে রাণহল্দ ও কচোরা এবং তামিলীতে কস্তুরীমঞ্জল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শোলী, শোলিকা ও বনারিষ্টা। বনহরিদ্রা কটু-তিক্ত রস, পিচ্ছিল, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর, এবং বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক।

বন্দাক।—(Epidendrum tesselatum.) ইহা বৃক্ষের উপরি-জাত একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বান্দড়া, পরগাছা ও বাঁদু, হিন্দী ও তেলেগুভাষায় বন্দা এবং বোম্বাইপ্রদেশে বাদাংগুল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বন্দা, বন্দাক, বন্দারু, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, শেখরী, সেব্যা, বন্দকা, বন্দক, নীলবল্লী, পরবাসিকা, বশিনী, পুত্রিণী, বন্দ্যা, পরপুষ্টা, পরাশ্রয়া, পাদপ-রুহা, শিখরী, তরুরোহিণী, জীবন্তিকা, কাকরুহা, কামবৃক্ষ, শৈখরী, কেশরুহা, তরুরুহা, তরুস্থা, গন্ধমাদনী, কামিনী, তরুভুক্, শ্যামা ও উপদী। বন্দাক তিক্ত-কষায়-মধুররস, শীতল, শ্রান্তিনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, সিদ্ধিপ্রদ, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, বিষদোষ ও রক্ষোদোষের শান্তিকারক।

বন্যদমন।—ইহা বনজাত এক-প্রকার গুল্ম জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বনদনা, মহারাষ্ট্রদেশে রাণদবণা এবং কর্ণাটে কাদবণা কহে। ইহা বীর্য্যস্তম্ভকারক, বলকারক ও আমদোষনাশক।

বন্যোপোদকী।—ইহা বনজাত একপ্রকার পুঁইশাকের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বনজা ও বনসাহ্বয়া। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও রুচিকারক।

বরক।—ইহা একপ্রকার তৃণ-ধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে চীনা ধান বা কাংনীধান কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্থূলকঙ্গু ও স্থূলপ্রিয়ঙ্গু। ইহা মধুর-কষায়-রস ও রুক্ষ,এবং বাত-পিত্ত-বর্দ্ধক।

বরাহ।—ইহা কুলেচর জাতীয় একপ্রকার পশুর নাম। ইহার নামান্তর শূকর। বাঙ্গালায় ইহাকে শূয়োর বা বরা কহে। গ্রাম্য ও বন্যভেদে বরাহ দুইপ্রকার; গ্রাম্য-বরাহের মাংস মধুররস, অত্যন্ত গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক, বীর্য্যকারক এবং মেদোবর্দ্ধক। বন্য-বরাহের মাংস গ্রাম্য-বরাহের মাংস অপেক্ষা লঘুপাক ও ঘর্ম্মজনক এবং গ্রাম্য-বরাহ-মাংসের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

বরুণ।—(Capparis trifoliata) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বরুণগাছ ও বয়ে গাছ, হিন্দীতে বিলি, মহারাষ্ট্রদেশে বরুণ, কর্ণাটে মদবসলে, তেলেগুতে উরুমট্টি, জাজিচেট্টু ও উলিমিরিচেট্টু, বোম্বাই প্রদেশে বায়বরণা, এবং তামিলীতে মর-লিঙ্গম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বরণ, সেতু, তিক্ত-শাক, কুমারক, অশ্মরীঘ্ন, বরাণ, শিখিমণ্ডল, শ্বেতবৃক্ষ, সাধুবৃক্ষ, তমাল ও মারুতাপহ। বরুণ গাছ জলাশয়ের তীরভূমিতে উৎপন্ন হয়। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, মূত্রকারক, পিত্তজনক ও কফ-বায়ু-নাশক এবং রক্তদোষ, বিদ্রধি, বাত-রক্ত, গুল্ম, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগের শান্তিকারক। বরুণের ফুল—মলরোধক, পিত্তনাশক এবং আমবাত নিবারক।

বর্ত্তক।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বটেরপাখী বা ভারুই পাখী বলে। ইহার হিন্দী নাম বটেরী গুড়-গুড়ে। ইহার মাংস মধুর-কষায়-রস, পাকে মধুর, লঘুপাক, অগ্নি-বর্দ্ধক, মলরোধক, বলকারক, শুক্র-বর্দ্ধক ও পুষ্টিজনক।

বর্ত্তলোহ।—ইহা একপ্রকার মিশ্রলোহের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বিদ্‌রী, এবং বোম্বাইপ্রদেশে পঞ্চরস-লোহ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বর্ত্তক, বর্ত্ততীক্ষ্ণ, নীললোহ, লোহসঙ্কর, নীলক ও নীলজ। ইহা কটু তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, কফপিত্তনাশক ও দাহ-নিবারক। সাধারণ লৌহের ন্যায় ইহাও জারণ মারণাদি ক্রিয়াদ্বারা শোধিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্ত্তিকা।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বাবুই-পাখী বা তালচটা কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, কফ-বায়ুনাশক, এবং বটের পাখীর অন্যান্য গুণ অপেক্ষা ইহা কিছু হীনগুণ।

বর্দ্ধমানসট্টক।—ইহা একপ্রকার পানীয় পদার্থের নাম। ঘন দধি প্রথমতঃ মন্থন করিয়া তাহার সহিত মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও জীরার গুঁড়া এবং উপযুক্ত পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিতে হইবে; তৎপরে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দাড়িমের রস মিশ্রিত করিলে, বর্দ্ধমানসট্টক প্রস্তুত হয়। ইহা অম্ল মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বলকারক ও তৃপ্তিজনক, এবং কফ, বায়ু. পিত্ত, তৃষ্ণা ও গ্লানি-নিবারক।

বর্ম্মি।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। ইহার আকার সর্পের ন্যায়। বাঙ্গালায় ইহাকে বান্‌মাছ, এবং হিন্দীতে বাম্বি মছলি কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্ত-পিত্তরোগে উপকারক।

বর্ম্মুষ।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বামিরুষ মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বায়ুনাশক, এবং গ্রহদোষনিবারক।

বর্ব্বর।—ইহা একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ তুলসীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাল-বাবুই ও হিন্দীতে কালীবাবরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুমুখ, গরন্ন, কৃষ্ণবর্ব্বরক, সুকুন্দন, গন্ধপত্র, পূতগন্ধ ও সুবাহক। ইহা সুগন্ধি, কটু-রস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং বমন, বিসর্প, বিষদোষ ও ত্বক্‌দোষে উপকারক।

বর্ব্বরক।—ইহা একপ্রকার পীতবর্ণ চন্দনের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বর্ব্বরোত্থ, শীত, শ্বেতবর্ব্বক, সুগন্ধি, সুরভি ও পিত্তারি। এই চন্দন তিক্ত-রস, শীতল, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, ব্রণ ও রক্তদোষে উপকারক।

বর্ব্বর-মৎস্য।—ইহা সর্পাকৃতি, দীর্ঘমুখ এবং পৃষ্ঠে ও কুক্ষিদেশে কণ্টক-বিশিষ্ট একপ্রকার মৎস্যের নাম। ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক, বীর্য্য-বর্দ্ধক এবং বাতাটোপ রোগের, অর্থাৎ উদরে বেদনার সহিত গুড় গুড় শব্দের উৎপাদনকারক।

বর্ব্বরী।—ইহা বনজাত তুলসী বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বনতুলসী বা বাবুই-তুলসী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অম্বুরসা, বর্ব্বা, কবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা ও করবা। কৃষ্ণ, শুক্ল ও বটপত্র ভেদে ইহা তিনপ্রকার। সকলপ্রকার বর্ব্বরীই কটু-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও পিত্তজনক, এবং কফ, বায়ু, রক্তস্রাব, দক্র, ক্রিমি ও বিষদোষের শান্তিকারক।

বর্ব্বুর।—(Acacia Arabica. bicya. Syn.—The Babhul tree.) ইহা একপ্রকার কণ্টকবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বাবলা, হিন্দীতে বাবুল, তেলেগুতে বলবস্তুড়ু ও নলতুম্ম, বোম্বাইপ্রদেশে রোমকড়ি ও বাভূল, উৎকলে গুইড়া এবং দাক্ষিণাত্যে কলিকিকর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কণ্টালু, তীক্ষ্ণকণ্টক, যুগলাক্ষ, গোশৃঙ্গ, শক্তিবীজ, দীর্ঘকণ্টক, কফান্তক, দৃঢ়বীজ ও অজভক্ষ। ইহা কষায়রস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, কাস, আমদোষ, রক্তাতিসার, দাহ, পিত্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষদোষে উপকারক। ইহার আঠা (গঁদ) স্বাদবিহীন, শীতল, মলরোধক, রক্তস্রাবনিবারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক ও বাত-পিত্তনাশক, এবং রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার, মেহ ও প্রদররোগের উপশমকারক।

বর্ষা ঋতু।—সাধারণতঃ শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুই মাস বর্ষাকাল নামে পরিচিত। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, এই চারি মাস বর্ষাকাল। বর্ষাকাল শীতল, অম্লপাক জনক, বায়ুবর্দ্ধক, এবং অগ্নিমান্দ্য-কারক। বর্ষাকালে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পুরাতন ধান্য, যব, ও গোধুমাদির লঘুপাক অন্ন, জাঙ্গল জীবের মাংস, এবং অন্যান্য লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করা উচিত। বৃষ্টির জল অথবা সরোবর কিংবা কূপের জল উষ্ণ করিয়া শীতল হইলে স্নান ও পানের জন্য ব্যবহার করা উচিত। সমুদায় ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে পারিলে ভাল হয়; রৌদ্র, বৃষ্টি ও ভূবাষ্প গায়ে লাগান উচিত নহে। অবস্থানুসারে খাট, চৌকী বা মাচার উপর বিছানা করিয়া, তাহাতে শয়ন করা উচিত। বর্ষাকালে দিবানিদ্রা, নদীর জলে স্নানাদি, অধিক ব্যায়াম ও স্ত্রীসহবাস নিতান্ত অনিষ্টকারক।

বলা।—(Sida cordifolia.) ইহা গুল্মজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বেড়েলা এবং হিন্দীতে খিরিহিটা, বরিআরি, সহদেবী, ককৃহিয়া ও গুলশকরী কহে। শ্বেত ও পীতবর্ণের পুষ্পভেদে বেড়েলা দুইপ্রকার। বেড়েলার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ব্যাটালক, ব্যাটাপুষ্পী, সমঙ্গা, বলিনী, ওদনিকা, ভদ্রা, ভদ্রোদনী, খরকাষ্ঠিকা, কল্যাণিনী, মোটা, পাটী, বলাঢ্যা শীতপাকী, বাটিকা, বাট্যা, নিলয়া। পীতবেড়েলার অন্য নাম অতিবলা। এতদ্ভিন্ন মহা-বলা ও নাগবলা নামক আরও দুইপ্রকার বেড়েলা আছে। সাধারণতঃ সকল বেড়েলাই মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বায়ুনাশক,

বলকর ও কান্তিবর্দ্ধক; এবং অম্লপিত্ত, ক্ষত ও রক্তের নিবারক। দুগ্ধ ও চিনির সহিত বেড়েলামূলের ছালচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মূত্রাতিসারের উপশম হয়। অতিবলা অর্থাৎ পীত-বেড়েলার মূলের চূর্ণ, দুগ্ধ ও চিনিসহ সেবন করিলে, প্রমেহরোগে উপকার দর্শে। মহাবলার মূল মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারক এবং বায়ুনাশক।

বল্লীদূর্ব্বা।—ইহার অপর নাম মালাদূর্ব্বা। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতদূর্ব্বা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পাঁঢ়রীহরিয়ালী, এবং কর্ণাটে বিলিয়করুকে কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল ও কফপিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা ও বমনরোগের শান্তিকারক।

বল্লীখদির।—ইহা একপ্রকার খদিরের নাম; ইহার অন্য নাম আরুক। ইহা কটু তিক্ত-কষায়-রস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং পিত্ত, রক্ত, ত্রিদোষ ও শ্বাস, কাস প্রভৃতি রোগে উপকারক।

বল্লীগড়।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বেলে, ভোলা, বালি-কড়া ও বেলে-গুড়্-গুড়্ মাছ কহে। ইহা মধুররস, রুক্ষ, লঘু-পাক, বায়ুজনক ও অনভিষ্যন্দী।

বল্বজা।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে উলু, এবং হিন্দীতে সাবে বাগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দৃঢ়পত্রী, তৃণেক্ষু, তৃণবল্বজা, মৌঞ্জীপত্রা, দৃঢ়তৃণা, পানীয়াশ্রা ও দৃঢ়-ক্ষুরা। ইহা মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, কণ্ঠশুদ্ধিকারক ও বায়ু-প্রকোপক, এবং দাহ ও তৃষ্ণার উপশমকারক।

বসন্ত-ঋতু।—ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্তকাল নামে পরিচিত। কোন কোন শাস্ত্রকারের মতে চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস বসন্তকাল। বসন্তকাল মধুর রসের উৎপাদক, স্নিগ্ধ ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। বসন্তকালের জল মধুর-কষায়-রস ও রুক্ষ। বসন্তকালে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য লঘুপাক, রুক্ষ এবং কটু-তিক্ত-কষায় ও লবণ-রসযুক্ত অন্নাদি, শশ-হরিণ-লাব-চটক প্রভৃতি জীবের লঘু-পাক মাংস আহার, এবং মদ্যপান (অভ্যস্ত থাকিলে), দ্রাক্ষাজাত পুরাতন মদ্য অর্থাৎ "পোর্ট" প্রভৃতি পান করা উচিত। স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যের জন্য ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। রেশম ও পশু-লোমাদিদ্বারা নির্ম্মিত উষ্ণ বস্ত্রপরিধান এবং উষ্ণ শয্যায় শয়ন করা বিধেয়। বসন্তকালে যুবতী স্ত্রীর সহবাস উপকারজনক। গুরুপাক স্নিগ্ধ এবং অম্ল ও মধুর-রসযুক্ত দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি শ্লেষ্ম-প্রকোপক আহার-বিহারাদি বসন্তকালে বিশেষ অনিষ্টকারক।

বসা।—মাংস স্নেহের নাম বসা। বাঙ্গালায় ইহাকে চর্ব্বি কহে। বসা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বলকারক, বায়ুনাশক ও কফ-পিত্তবর্দ্ধক। শূকরের বসা বাহ্যপ্রয়োগে বাতব্যাধি ও ধ্বজ-ভঙ্গরোগে বিশেষ উপকারক, মহিষের বসাও ঐরূপ গুণকারক। সর্প, নকুল ও গোধার বসা লেপন করিলে ব্রণ ও কুষ্ঠরোগের উপশম হয়। মৎস্য, মকর, শিশুমার (শুশু) ও কুম্ভীরাদির বসা বিসর্প ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

বসুক।—ইহা গুল্মজাতীয় এক-প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বাসনা গাছ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শৈল, শিবমত, শিব-শেখর ও সুরেষ্ট। শ্বেত ও রক্তবর্ণ পুষ্প-ভেদে ইহা দুইপ্রকার। উভয় বসুকই কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, পাকে শীতল ও অগ্নিবর্দ্ধক,এবং অজীর্ণ ও গুল্মরোগের উপশমকারক। শ্বেত বসুকের বিশেষ গুণ—ইহা রসায়ন। বসুকের পাতা অতিশয় রুক্ষ, কফ-বায়ুনাশক, এবং অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, প্লীহা ও শূলরোগে উপকারক।

বাকুচী।—(Psoralea corylifolia) ইহার অপর নাম সোমরাজী। বাঙ্গালায় ইহাকে সোমরাজ ও হাকুচ, হিন্দীতে বাবচী, মহারাষ্ট্রদেশে বাউচী, কর্ণাটে বাউচিগে, বোম্বাইপ্রদেশে বাঁকী, এবং তামিলীতে বোগি-বিটুটুলু কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, সারক, রুচিকর ও রসায়ন, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, কৃমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ত্বক্‌দোষ ও বিষ্টম্ভরোগে উপকারক। ইহার বীজ কটুরস, পিত্তবৃদ্ধিকারক, কেশের উপকারক, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ ও পাণ্ডু রোগে হিতকর। ইহার শাক (পাতা) কটু-তিক্ত-রস, কটুপাকী, শীতল, এবং কফ-পিত্তনাশক।

বাকুচীভেদ।—বুচকীদানা নামে পরিচিত একপ্রকার বাকুচী বা সোম-রাজীর বীজ পাওয়া যায়; হিন্দীতে তাহাকে বুকুচি কহে। বুচকীদানার অপর সংস্কৃত নাম শ্বিত্রারি। ইহা ত্রিদোষনাশক এবং বাহ্যপ্রয়োগে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শ্বিত্র (ধবল) ও সিধ্মনামক কুষ্ঠের শান্তি-কারক। বুচকীদানা গোমূত্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, ধবলরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বাচা।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালাতে ইহাকে বাচামাছ কহে। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক, এবং বাত-পিত্তনাশক।

বাতাম।—(Prunus amygdalus. The Almond, Bitter

Almond, Sweet Almond ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বাদাম, হিন্দীতে ও বোম্বাইয়ে জংলী-বাদাম, তেলেগুভাষায় বেদম, এবং তামিল ভাষায় নটবড়ুম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বাতাদ, বাধাদ ও বাদাম। ইহা কটু, মিষ্ট ও বন-বাতামভেদে তিনপ্রকার। সকল বাদামই মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শুক্রজনক ও বায়ুনাশক। বাদামের মজ্জা মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও কফ-বর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তরোগে অনিষ্টকারক।

বানর।—ইহা পর্ণমৃগজাতীয় এক-প্রকার পশুর নাম। চলিত কথায় ইহাকে বাঁদর কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, গুরু-পাক, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তজনক, চক্ষুর হিতকর, মলমূত্রের অনুলোমকারক এবং শ্বাস, কাস ও অর্শোরোগে হিতকর।

বানীর।—ইহার অপর নাম জল-বেতস। বাঙ্গালায় ইহাকে জলবেতস, মহারাষ্ট্রদেশে বগ্গালু ও কর্ণাটে বৈসেয়মণু কহে। ইহা বেত্রজাতীয়, এবং জলের ধারে উৎপন্ন হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, —বৃত্তপুষ্প, শাখাল, জলবেতস, ব্যাধিঘাত-পরিব্যাধ, নাদেয় ও জলসম্ভব। ইহা তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, মলরোধক ও ব্রণশোধক; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত ও রক্তোদোষ-নিবারক।

বাপীজল।—পাথর বা ইট প্রভৃতি দ্বারা চারিদিক বাঁধান এবং সোপানযুক্ত বৃহৎ কূপবিশেষকে বাপী কহে। চলিত কথায় ইহা ইন্দারা নামে পরিচিত। ইন্দা-রার জল ক্ষারগুণযুক্ত, ঈষৎ কটুরস, গুরুপাক, সন্তাপজনক ও ত্রিদোষবর্দ্ধক।

বায়ুষ।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। চলিত কথায় ইহাকে বাউষ মাছ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, পুষ্টিকর, রস-রক্তাদি ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক, বিশেষতঃ শুক্রবর্দ্ধক।

বারাহ।—কৃষ্ণবর্ণ মদনবৃক্ষকে বারাহ কহে। বাঙ্গালায় ইহা কাল ময়না গাছ নামে পরিচিত। ইহার ফুল কটু-তিক্ত-রস, রসায়ন, বমনকারক, আমা-শয় ও পক্বাশয়ের শোধক, এবং কফ ও হৃদ্রোগের উপশমকারক।

বারাহীকন্দ।—(Dioscorea globosa. An esculent root of a Yam.) ইহা একপ্রকার বৃহৎ কন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে চুবড়ি আলু, হিন্দীতে গেঠী, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে বারাহীকন্দ, তেলেগুভাষায় ব্রাহ্মদণ্ডীচেট্টু, পাচি-তোকে ও নেলতাড়িচেট্টু এবং বোম্বাই-প্রদেশে ডুকরকন্দ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বারাহী, বিষ্ক, সেনপ্রিয়া, বৃষ্টিবদার, কচ্ছা, বনমালিনী, গৃষ্টি, বিষ-মূলা, শূকরী, ক্রোড়কন্যা, বরাহ, কৌমারী,

ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মপুত্রী, ক্রোড়ী, কন্যা, মাধবেষ্টা, শূকরকন্দ, ক্রোড়, বনবাসী, কুষ্ঠনাশন, বল্য, অমৃত, মহাবীর্য্য, শম্বরকন্দ, বরাহকন্দ, বীর, ব্রাহ্মীকন্দ, মহৌষধ, সুকন্দকা, বৃদ্ধিদ ও ব্যাধিহন্ত্রা। ইহা কটু তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, রসায়ন, বাতশ্লেষ্মনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, মতান্তরে পিত্তনাশক, এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, অর্শঃ, বাতগুল্ম ও বিষদোষে উপকারক। অনুপদেশে অর্থাৎ জলা-ভূমিতে এই কন্দ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এবং ইহার গাত্র বড় বড় লোমের ন্যায় একপ্রকার পদার্থে আবৃত থাকে। শূকরের ন্যায় লোমাবৃত বলিয়াই ইহা বরাহকন্দ নামে অভিহিত।

বারিপর্ণী।—(Pistia stratiotes) ইহা একপ্রকার জলজ তৃণ। বাঙ্গালায় ইহাকে পানা এবং টোকাপানা, বোম্বাইদেশে জলকুম্ভী এবং তেলেগুভাষায় তুটিকুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কুম্ভিক, শ্বেতপর্ণা, অপকুম্ভী, পানীয়পৃষ্ঠজ, আকাশমূলী, কুতৃণ, জলবল্কল, কুম্ভী, বারিমূলী, খমূলিকা, পর্ণী, পৃশ্নী, বারিকর্ণিকা, কুমুদা, দলাঢ়ক, বারিপালিকা ও বারিপৃশ্নী। ইহা কটুতিক্ত-মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, সারক, রুক্ষ ও ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, শোথ ও রক্তস্রাবাদির নিবারক।

বারুষক।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। ইহার আকার অনেকটা মহিষের আকৃতির অনুরূপ, এবং মোটা আইস দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। ইহার মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক ও শুক্রবৃদ্ধিকারক।

বার্ত্তাকু।—(Solanum melongena) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বেগুন, হিন্দীতে ভণ্টা ও বাঙ্গন, তেলেগুভাষায় বঙ্গ এহিরিবঙ্গু, উৎকলদেশে বাইগুন, বোম্বাইপ্রদেশে বাঙ্গে, এবং তামিলভাষায় কুঠিরেকই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হিঙ্গুলী, সিংহী, ভণ্টাকী, দুষ্প্রধর্ষিণী, বার্ত্তাকী, বর্ত্ত, বাতিকুণ, বার্ত্তাক, শাকবিল্ব, রাজকুষ্মাণ্ড, মহাবৃন্তাকী, মহোটিকা, চিত্রফলা, বৃহতী, বার্ত্তিক, বাতিগম, বৃন্তাক, বঙ্গণ, অঙ্গন, বের, কণ্টবৃন্তাকী, কণ্টালু, কণ্টপত্রিকা, নিদ্রালু, মাংসফলা, কণ্টকিনী, মহতী, কণ্টফলা, মিশ্রবর্ণফলা, নীলফলা, রক্তফলা, শাক-শ্রেষ্ঠা, নীলবৃন্তা, বৃত্তফলা ও নৃপপ্রিয়ফলা। ইহা মধুর-কটু রস, গুরুপাক, রুচিকর, বলপুষ্টিকারক, এবং বায়ুরোগে অনিষ্টকারক। বার্ত্তাকু-ফল নিদ্রাজনক, প্রীতিকর, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, এবং কাসরোগের বিকৃতিকারক। দীর্ঘাকার বার্ত্তাকু কফকারক, এবং শ্বাস, কাস, অরুচিবর্দ্ধক, মতান্তরে—অগ্নিজনক,

বায়ুনাশক, শুক্র-শোণিতবর্দ্ধক, এবং হৃল্লাস, কাস ও অরুচির উপশমকারক। কচি বেগুন কফ-বায়ুনাশক, এবং পাকা বেগুন ক্ষারগুণযুক্ত ও পিত্তবর্দ্ধক। যে বেগুন বারমাস ফলে, তাহা ত্রিদোষ-নাশক, এবং রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতা-কারক। পোড়াবেগুন লঘুপাক, সারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক, এবং কফ, বায়ু ও মেদোধাতুর পক্ষে উপকারক।

বার্ষিকী।—(Jasminum Zambac.) ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম। বর্ষাকালে জন্মে বলিয়াই ইহার নাম বার্ষিকী। বাঙ্গালায় ইহাকে বেলফুল, হিন্দীতে চম্বা, মুগরা ও বেল, বোম্বাই প্রদেশে মোগরী, তামিল ভাষায় মল্লপু, এবং তেলেগুভাষায় কুন্দবক্রান্তচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ত্রিপদী, ষট্পদানন্দা ও মুক্তবন্ধনা। ইহা লঘুপাক, ত্রিদোষ-নাশক, মুখরোগ, নেত্ররোগ ও কর্ণরোগে উপকারক; এবং বিস্ফোট ও ক্রিমিদোষনাশক। বেলফুলের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়, তাহাও বেলফুলের সমগুণবিশিষ্ট।

বাসক।—(Justicia Adhatoda.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বাসক, হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশে অরুষা, অড়ূলসা, কর্ণাটে অড়ূসা ও আড়সোগে, তেলেগুভাষায় অড়সর, এবং তামিলীতে অধড়োড়ে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বৈদ্যমাতা, সিংহী, সিংহাস্য, বাসকা, বৃষ, অটরুষ, বাজিদন্তক, কসনোৎপাটন, আমলক, বাশী, বশিকা, বাসক, বৃশ, অটরূষ, বাসাবাস, বাজী, বৈদ্য-সিংহী, মাতৃসিংহী, বাসকা, সিংহপর্ণী, বাসরুষকা, সিংহকা, ভিষঙ্মাতা, রসাদনী, সিংহমুখী, কন্ঠীরবী, সিতকর্ণী, বাজিদন্তী, নাসা, পঞ্চমুখী, সিংহপত্রী ও মৃগেন্দ্রাণী। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক, বায়ুজনক, স্বর-পরিষ্কারক ও রক্তরোধক; এবং কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, জ্বর, মেহ, কামলা, বমন, তৃষ্ণা, অরুচি, কুষ্ঠ ও কফের উপশমকারক। বাসকের ফুল তিক্তরস, কটুপাক, এবং কাস ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

বাসন্তী।—ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাধবী, হিন্দীতে বাসন্তীনেবারি, মহারাষ্ট্রদেশে বীরবল্লি, এবং কর্ণাটে বিরবল্লিগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নবমল্লিকা, প্রহসন্তী, বসন্তজা, মাধবী, মহাজাতি, শীতসহা, মধুরবহুলা ও বসন্তদূতী। ইহার ফুল সুরভি, তিক্তরস, ত্রিদোষনাশক, শীতল, লঘুপাক, শ্রান্তিনিবারক ও কামবর্দ্ধক।

বাস্তুক-শাক।—(Chenopodium album) ইহা একপ্রকার

শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বেতো-শাক, মহারাষ্ট্রে চকবত, এবং কর্ণাটে চক্রবর্ত্ত কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পাংশুপত্র, শাকশ্রেষ্ঠ, শাকবীর, কম্বেল্ল, ঘনা, বন, বস্তু, বাস্তুক, বস্তুক, হিল-মোচিকা, শাকরাজ, রাজশাক, চক্র-বর্ত্তী। ছোট বড় পত্রভেদে, অথবা শ্বেতরক্তবর্ণভেদানুসারে বেতোশাক দুইপ্রকার। উভয় বেতোশাকই মধুর-রস, পাকে কটু, লঘু, ক্ষারগুণযুক্ত, সারক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, ক্রিমি, অর্শঃ, প্লীহা ও রক্ত-স্রাবাদির নিবারক।

বিকঙ্কত।—(Flacourtia Ramontchi. Var sapida.) ইহা ছোট ছোট কুলের ন্যায় একপ্রকার ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে বঁইচি বা বোঁচ ফল, দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে কণ্টাই ও বঞ্জ, মহারাষ্ট্রদেশে গুলঘোণ্টা, কর্ণাটে হুলসানিকা, তেলেগুভাষায় কানবেগু-চেট্টু, উৎকলদেশে বইচকুড়ি, এবং পঞ্জাবে কুকোয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বৈকঙ্কত, কণ্টকারী, স্রুবাবৃক্ষ, কিঙ্কিরী, স্রুগ্দারু, কণ্টপত্র, স্বাদু-কণ্টক, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, ব্যাঘ্র-পাৎ, স্রুগাবারু, মধুপর্ণী, কণ্টপাদ, বহুফল, গোপঘণ্টা, স্রুবাদ্রুম, মৃদুফল, দন্তকাষ্ঠ, যজ্ঞীয়, ব্রহ্মপাদপ, পিণ্ডার, হিমক, পূত ও কিঙ্কিণী। ইহা অম্ল-মধুর রস, পাকে মধুর, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, পিত্তনাশক, এবং কামলা ও রক্তের পক্ষে উপকারক।

বিকণ্টক।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহা দুরালভা নামে পরি-চিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মৃদুফল, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, কাক-নাশ, ব্যাঘ্রপাদ, ঘনদ্রুম, গর্জ্জাফল, ঘন-ফল, মেঘস্তনিতোদ্ভব, মুদিরফল, প্রাবৃষ্য, হ্রাস্তফল ও স্তনিতফল। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, কফনাশক, এবং বস্ত্ররঞ্জনে উপযোগী।

বিকির-জল।—নদীর নিকটবর্ত্তী বালুকাময় ভূমিতে কূপ খনন করিলে, সেই কূপ হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিকির-জল কহে। এই জল স্বচ্ছ, শীতল, লঘু, নির্দ্দোষ, পিত্তনাশক ও ক্ষারগুণবিশিষ্ট।

বিজয়া।—(Cannabis sativa.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে সিদ্ধি, এবং হিন্দীতে ভাঙ্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মৎকুণারি, ত্রৈলোক্যবিজয়া, ইন্দ্রাশন, জয়া, বিজয়া, বীরপত্রা, চপলা, অজয়া, আনন্দা ও হর্ষিণী। বিজয়া অত্যন্ত মত্ততাজনক। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক,

পাচক, মলরোধক, বাক্যবর্দ্ধক, বল-কারক, বুদ্ধিজনক, রসায়ন, বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক,এবং কুষ্ঠরোগে উপকারক।

বিট্‌খদির।—ইহা বিষ্ঠাদির ন্যায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার খদির বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গুয়েবাবলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অরিমেদ, বিট, দরিমেদ,ইরিমেদ, অসিমেদ,ক্রিমি-শাত্রব, গিরিমেদ, মরুদ্রুম ও কালস্কন্ধ। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য ও শ্লেষ্মনাশক, এবং মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, ব্রণ, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর, উন্মাদ ও বিষদোষের উপশমকারক।

বিড়।—ইহা কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত একপ্রকার প্রসিদ্ধ লবণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বিট্‌লবণ এবং হিন্দীতে বিড়ি ও অ'দোচর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিড়গন্ধ,কাল-লবণ,বিড়-লবণ, দ্রাবিড়ক, খণ্ড, কৃতক, ক্ষার, আসুর, সুপাক্য,খণ্ড-লবণ,ধূর্ত্ত ও কৃত্রিমক। ইহা লবণ-রস,ক্ষারগুণবিশিষ্ট,উষ্ণবীর্য্য,তীক্ষ্ণ, রুক্ষ,লঘুপাক,অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বমন-বেগজনক, বায়ুর অনুলোমকারক,কফ-নির্হারক ও বিরেচক, এবং অজীর্ণ, শূল, বিবন্ধ,আনাহ,বিষ্টম্ভ,হৃদয়ের গুরুত্ব(ভার-বোধ),গুল্ম ও মেহরোগের শান্তিকারক।

বিড়ঙ্গ।—(Embelia ribes) ইহা একপ্রকার অতিক্ষুদ্র ফলের নাম। ইহার আকৃতি অনেকটা গোলমরিচ ও কাবাবচিনির অনুরূপ। বাঙ্গালায় ইহাকে বিড়ঙ্গ, হিন্দীতে বাবিরাঙ, বায়বিড়ং, তেলেগুভাষায় বায়ুবিড়ঙ্গপুচেট্টু,বোম্বাই প্রদেশে বর্ব্বটী ও অম্বট্ কার্কর্ণনী এবং তামিলভাষায় বায়বিলং কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিড়ঙ্গা,বেল্লা,অমোঘা, চিত্রতণ্ডুল, চিত্র,তণ্ডুলা, তণ্ডুল,ক্রিমিঘ্ন, রসায়ন, পাবক, ভস্মক, মোঘা, তণ্ডুলু, গর্দ্দভ, কৈরাল, কৈরল, তণ্ডুলীয়কা, বাতারি, মৃগগামিনী, কৈবালী, গহ্বরা, কাপালী, বরা, সুচিত্রবীজা ও বৃষণাশন। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ,তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফবায়ুনাশক এবং ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শূল, আধ্মান,উদররোগ, বাতবিবন্ধ, ভ্রান্তি ও বিষদোষে উপকারক। ক্রিমিরোগে বিড়ঙ্গ অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিতস্তানদী-জল।—কাশ্মীর-দেশপ্রবাহিত বিতস্তানামক প্রসিদ্ধ নদীর জল স্বাদু,লঘুপাক,পথ্য, ত্রিদোষ-নাশক, প্রজ্ঞাবুদ্ধিপ্রদ, সন্তাপনিবারক ও শরীরের জড়তানাশক।

বিদারীকন্দ।—(Ipomæa digitata Syn—I paniculata) ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ভুঁইকুমড়া,হিন্দীতে বিলাইকন্দ ও ক্ষীরবিদারীগেটী, কর্ণাট-দেশে নেলকুম্বল,তৈলঙ্গদেশে মট্টপলতিগ,

উৎকলে ভূঁই-কখারু এবং বোম্বাই প্রদেশে ভূমি-কোহলে কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, —ক্ষীরশুক্লা, ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্টী, বিদারিকা, স্বাদুকন্দা, সিতা, শুক্লা, শৃগালিকা, বৃষকন্দা, বৃষ্যবর্দ্ধনী, ক্ষীরবিদারী, বিড়ালী, বৃষবল্লিকা, ভূকুষ্মাণ্ডী, স্বাদুলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা ও গন্ধফলা। ইহা মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রসায়ন, বল-বর্ণবর্দ্ধক, শুক্রজনক, স্তন্যবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক ও দাহনিবারক।

বিদাহী দ্রব্য।—যেসকল দ্রব্যের অম্লপাক হয়, তাহাদিগকে বিদাহী দ্রব্য কহে। বিদাহী দ্রব্য ভোজন করিলে শীঘ্র পরিপাক হয় না এবং অম্লোদ্গার, তৃষ্ণা ও বক্ষোজ্বালা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়।

বিপাক।—ভুক্তদ্রব্য মাত্রেরই স্বাভাবিক রস পরিপাককালে অন্য রসে পরিণত হয়; তাহাকেই দ্রব্যের বিপাক কহে। বিপাকানুসারে দ্রব্যের গুণান্তরও ঘটিয়া থাকে। যে দ্রব্যের রস মধুর-বিপাক তাহা শ্লেষ্মনাশক। যাহার রস অম্ল বিপাক তাহা পিত্তকারক ও বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং যাহার রস কটু বিপাক, তাহা বায়ুবর্দ্ধক ও কফ-পিত্তনাশক। মধুর ও লবণ-রসের মধুর-বিপাক, অম্ল-রসের অম্ল-বিপাক এবং কটু-তিক্ত-কষায় রসের কটু-বিপাক হইয়া থাকে।

বিভাকর।—ইহার অপর নাম চিত্রকবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে চিতা-গাছ বলে। (চিত্রক দ্রষ্টব্য।)

বিভীতকী।—(Beleric myrobalan) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বহেড়া, হিন্দীতে তিনাস, ডৈরা, বহেড়ে ও বহেড়া, মহারাষ্ট্রদেশে বেহাড়া, কর্ণাটে তাঁড়ো, তৈলঙ্গদেশে তাঁডেচেট্টু এবং তামিলীতে তনিতণ্ডি ও তোঅণ্ডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিভীতক, বিভীত, অক্ষ, তুষ, কষফল, ভূতবাস, কলিদ্রুম, কলি, কুশিক, বহু-বীর্য্য, তৈলফল, ভূতাবাস, সম্বর্ত্তক, বাসন্ত, কলিবৃক্ষ, বহেড়ুক, হার্য্য, বিষঘ্ন, কলিন্দু, অনিলঘ্নক, কাসঘ্ন ও কলিযুগালয়। ইহার গাছের ছাল, কটু-তিক্ত কষায়-রস, পাকে মধুর, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, কফনাশক, চক্ষুর হিতকর ও কেশের অকালপক্কতা-নিবারক। বহেড়ার ফল কষায়রস, মধুর-বিপাক, শীতস্পর্শ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, মল-ভেদক, ত্রিদোষনিবারক, কেশের উপ-কারক, এবং নেত্ররোগ, স্বরভঙ্গ ও ক্রিমিরোগে উপকারক। বহেড়ার মজ্জা অর্থাৎ আঁটির মধ্যস্থ শস্য, মধুর-কষায়-রস, লঘুপাক, মত্ততাজনক ও কফ-বায়ুনাশক এবং তৃষ্ণা ও বমনরোগের উপশমকারক। বহেড়াবীজের তৈল মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক,

মল-মূত্রকারক, অগ্নিনাশক, কফবর্দ্ধক, এবং বায়ুপিত্তের উপশমকারক।

বিম্বী।—ইহা একপ্রকার লতা-ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে তেলাকুচা, এবং হিন্দীতে কুন্দুরু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তুণ্ডিকেরী, রক্তফলা, বিম্বিকা, পীলুপর্ণী, ওষ্ঠী, বিম্বী, কর্ম্মকরী, তুণ্ডীকেশী, বিম্বা, বিম্বক, বিম্বজা ও দন্তচ্ছদোপমা। ইহার ফল তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, স্তম্ভনকারক, মল-মূত্রাদির বিবন্ধ ও আধ্মানকারক; এবং বাতপিত্ত রক্তনাশক। তেলাকুচার পত্র ও মূল প্রভৃতিও ঐরূপ গুণবিশিষ্ট; বিশেষতঃ বহুমূত্রের উপশমকারক।

বিলম্বা।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। ইহা বাতকর, পিত্তকর, এবং কফজনক।

বিলেপী—বহুসিক্থবিশিষ্ট যবাগূ বিশেষের নাম বিলেপী। চাউল ৯ নয় গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া গলাইয়া ফেলিলে, তাহাকেই বিলেপী কহে। ইহা মধুর-রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মলরোধক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারক, এবং জ্বর, তৃষ্ণা, ব্রণ, আমশূল ও চক্ষু-রোগ প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী পথ্য। ভাজা চাউল ছয় গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া একপ্রকার বিলেপী প্রস্তুত হয়; তাহা লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং জ্বর ও মূর্চ্ছা-রোগে হিতকর।

বিলেশয়।—যেসকল প্রাণী গর্ত্ত-মধ্যে বাস করে, তাহাদিগকে বিলেশয় কহে। ইহাদের মাংস মধুর-রস, মধুর-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, মল-মূত্ররোধক, পুষ্টি-কারক, পিত্তবর্দ্ধক, দাহজনক, বায়ুনাশক ও শ্বাস-কাসনিবারক। ইন্দুর, কোকড় ও মৃগ প্রভৃতি কতকগুলি বিলেশয় প্রাণী আছে, তাহাদের মাংস অতিশয় দুর্জ্জর; সুতরাং অগ্নিমান্দ্য ও শারীরিক জড়তা প্রভৃতি রোগের উৎপাদনকারক।

বিল্ব।—(*Ægle marmelos.*) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ফলের নাম। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে বেল, মহা-রাষ্ট্র ও বোম্বাইপ্রদেশে বেল ও বিল, কর্ণাটে বেল্লবন, তৈলঙ্গদেশে মারড়ু, এবং তামিলীতে বিল্ব কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শাণ্ডিল্য, শৈলুষ, মালুর, শ্রীফল, কপীতন, মহাকপিত্থ, গোহরীতকী, পূতিবাত, অতি-মঙ্গল্য, মহাফল, শল্য, হৃদ্যগন্ধ, শলাটু, কর্কটাহ্ব, শৈলপত্র, শিবেষ্ট, পত্রশ্রেষ্ঠ, ত্রিপত্র, গন্ধপত্র, লক্ষ্মীফল, গন্ধফল, দুরা-রুহ, ত্রিশাখপত্র, ত্রিশিখ, শিবদ্রুম, দসাফল, সত্যফল, সুভীতিক ও সমীরসার। কচি বেলফল কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলরোধক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং জ্বর ও অতিসার-রোগে বিশেষ উপকারক। কাঁচাবেল কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নি-

বর্দ্ধক,মলরোধক,রুচিকারক ও কফ-পিত্ত-নাশক, এবং জ্বর ও অতিসাররোগে উপ-কারক। পাকা বেলফল মধুর-রস, গুরু-পাক, শীতল, মলবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যজনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, ত্রিদোষবর্দ্ধক। বেলগাছের মূল মধুর-রস, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ বায়ু-নিবারক।

বিল্বপেশিকা, বিল্বশলাটু।—কচি বেল খণ্ড খণ্ড করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে, তাহাকে বিল্বশলাটু কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম বেলশুঁঠ, এবং অপর সংস্কৃত নাম—বিল্বপেশিকা। বেলশুঁঠ কষায় তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু-পাক, রুক্ষ, মলরোধক, পাচক, অগ্নি-বর্দ্ধক, পিত্তজনক ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

বিল্বান্তর।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। নর্ম্মদা ও নদীতীরস্থ বন্য-ভূমিতে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার পত্র শমী-পত্রের ন্যায়, ফুল জাতীফুলের ন্যায়, এবং গাত্র কণ্টকযুক্ত। তৈলঙ্গে ইহাকে রেণুতরুচেট্টু কহে। ইহা কটু তিক্ত-রস, পাকে তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-রোধক ও কফবায়ুনাশক; এবং সন্ধিশূল, মূত্রাঘাত,অশ্মরী,যোনিরোগে উপকারী।

বিবৃতাক্ষ।—ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কুকড়া কহে। ইহার মাংস বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষনাশক।

বিশল্যকরণী।—বিশল্যকরণী একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম; বাঙ্গালায় ইহাকে আয়াপান ও নির্ব্বিষী কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-রস,বলকারক ও মলরোধক এবং রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার, কোনরূপ রক্তস্রাব ও ব্রণরোগের শান্তিকারক।

বিশ্বগ্‌বায়ু।—চারিদিক্ হইতে এক সময়ে যে বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম বিশ্বগ্‌বায়ু। বাঙ্গালায় ইহাকে এলো-মেলো বাতাস কহে। এইরূপ বাতাস শরীরের নিতান্ত অপকারক, ত্রিদোষবর্দ্ধক ও আয়ুর হানিকারক।

বিশ্বগন্ধ।—ইহা একপ্রকার গন্ধ-দ্রব্যের নাম। বাঙ্গালায় নিশাদল বলে। (নিশাদল দ্রষ্টব্য।)

বিশ্বতুলসী।—(Ocymum basilicum.) ইহা একপ্রকার বাবুই-তুলসীর নাম। হিন্দীতে ও দাক্ষিণাত্যে ইহাকে সবজা, তেলেগুভাষায় রুদ্রজেড়, তামিলীতে তিরুনিক্রু, পঞ্জাবে বরুরি, এবং বোম্বাইপ্রদেশে বাবুই-তুলসী কহে। ইহার কাথ মেহ, উদরাময় ও রক্তাতি-সারের শান্তিকারক। ইহার পাতার রস ক্রিমিনাশক, এবং সর্পদংশনে বিশেষ উপকারক। ইহার বীজ শীতল, এবং বাবুই-তুলসী বীজের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

বিষ।—দ্রব্যবিশেষের যে বীর্য্য দ্বারা প্রাণীর প্রাণনাশ হয়, তাহার নাম

বিষ; ঐ বীর্য্যবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই বিষনামে অভিহিত। স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে বিষ সাধারণতঃ দুই প্রকার। সর্পাদি বিষাক্ত প্রাণিসমূহের বিষকে জঙ্গম-বিষ, এবং বিষাক্ত বৃক্ষ প্রস্তরাদিকে স্থাবর-বিষ কহে। স্থাবর ও জঙ্গম,উভয় বিষের মধ্যে প্রত্যেকের বহুবিধ বিভাগ আছে। ভেদানুসারে প্রত্যেক বিষের গুণও বিভিন্ন; সে সকল গুণ সম্বন্ধে যথাস্থানে প্রত্যেক বিষের নামানুসারে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। সকল বিষেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে; যথা,—বিষমাত্রই অব্যক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, লঘু, আশুকারী, সহসা বিসরণশীল, বিষমপাকী,বিকাশী,বিশদ ও প্রাণ-হানিকর। বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াই প্রথমতঃ রক্ত দূষিত করে, তৎপরে বায়ু, পিত্ত, কফ ও সমুদায় শারীরযন্ত্রকে বিকৃত করিয়া হৃদয়ে অবস্থান করে, এবং ক্রমশঃ প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

বিষ প্রাণনাশক হইলেও প্রকৃতরূপে শোধিত ও অবস্থানুসারে প্রযুক্ত হইয়া রোগ নিবারণ করে; এবং রসায়ন অর্থাৎ জরাব্যাধি নিবারকরূপে পরিণত হয়। অধিকাংশ স্থাবর-বিষই তিনদিন গো-মূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হইয়া থাকে। যেসকল বিষের শোধনবিধি স্বতন্ত্র তাহাদের বিবরণ নামানুসারে লিখিত হইয়াছে।

বিষ-শালুক।—ইহার অপর নাম পদ্মকন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মের গেঁড় বলে। ইহা গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও শীতল।

বিষতিন্দু।—(Diospyros montana) ইহা একপ্রকার বিষ-বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কুঁচিলা গাছ এবং হিন্দীতে বিষতিন্দু, তেলেগুতে মচিতন্কী মাকড়টেণ্ডী কহে। (কারস্কর দ্রষ্টব্য।)

বিষমুষ্টি।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মহানিম ও ঘোড়ানিম এবং হিন্দীতে বিষদোড়ী ও কডশিঙ্গে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কেশমুষ্টি, সুমুষ্টি, রণমুষ্টিক ও ক্ষুপাড়োড়মুষ্টি। ইহা কটু-তিক্ত-রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফবাতনাশক, এবং রক্তপিত্ত, দাহ ও কণ্ঠরোগে উপকারক।

বিষ্কির।—ইহা একজাতীয় পক্ষীর নাম। যে সকল পক্ষী নখদ্বারা ভোজ্য-বস্তু ছড়াইতে ছড়াইতে ভোজন করে, তাহাদিগকে বিষ্কির কহে। কুক্কুট,পায়রা প্রভৃতি পক্ষীও এই জাতীয়। ইহাদের মাংস কষায়-মধুররস, শীতল,কটুবিপাক, লঘু, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর ও ত্রিদোষনাশক। এই জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীর মাংসগুণ নামানুসারে যথাস্থানে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

বিষ্ণুকন্দ।—ইহা কোঙ্কণদেশজাত একপ্রকার বৃহৎ কন্দের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিষ্ণুগুপ্ত, সুপুট, বহুসংপুট, জলবাস, বৃহৎকন্দ, দীর্ঘপত্রা ও হরিপ্রিয়। ইহা মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, সন্তর্পণ; এবং পিত্ত, দাহ ও শোথরোগে উপকারক।

বিষ্ণুক্রান্তা।—নীলবর্ণ অপরাজিতাফুলের নাম বিষ্ণুক্রান্তা। বাঙ্গালায় ইহাকে নীল অপরাজিতা, মহারাষ্ট্রদেশে বিষ্ণুক্রান্তা, এবং কর্ণাটে বিষ্ণুকাকে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নীলপুষ্পা, অপরাজিতা, নীলক্রান্তা, সুনীলা, বিক্রান্তা ও ছর্দ্দিকা। ইহা কটু-তিক্তরস, মেধাবর্দ্ধক, কফবাতনাশক, মঙ্গলপ্রদ, এবং ক্রিমি, ব্রণ ও বিষদোষের শান্তিকারক।

বীজপুর।—(Citrus medica) ইহা একপ্রকার নেবুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে টাবানেবু, এবং হিন্দীতে বিজোরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অম্লকেশর, বীজপূর্ণ, পূর্ণবীজ, সুকেশর, বীজক, কেশরাম্ল, মাতুলুঙ্গ, সুপুর, রুচক, বীজফলক, জন্তুঘ্ন, দন্তুরচ্ছদ, পূরক ও রোচকফল। ইহা অম্ল-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বায়ুনাশক ও কণ্ঠপরিষ্কারক; এবং শ্বাস, কাস, হিক্কা, শূল, বমন, হৃদ্রোগ, আধ্মান, গুল্ম, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, অরুচি ও মলমূত্রাদির বিবন্ধে উপকারক। পাকা টাবানেবুর এই সমস্ত গুণ; কিন্তু কাঁচা টাবানেবু, বায়ু-পিত্ত-কফ রক্তের প্রকোপকারক। পক্কফলের খোসা তিক্তরস, দুর্জ্জর, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ এবং কফ, বায়ু ও ক্রিমির শান্তিকারক। ইহার বীজ তিক্তরস এবং কফ, শোথ ও অর্শোরোগনিবারক। ইহার ফুলের কেশর অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক এবং অজীর্ণ ও অরুচিরোগের শান্তিকারক। ইহার বীজের শস্য মধুরবিপাক, বলকর, স্নিগ্ধ, এবং পিত্তনাশক।

বীরণ।—(Andropogon muricatum) ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বেণামূল কহে। ইহা খস্‌খস্‌নামেও পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে খস্, উৎকলে বিণা ও গন্ধবিণা। বোম্বাইপ্রদেশে খস্‌খস্, তামিলে বেত্তেবের এবং তেলেগুভাষায় আবুরুগড্ডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—উশীর, সেব্য, অমৃণাল, অভয়, সমগন্ধিক, বিরণ, কটায়ন, বীরতর, বীরভদ্র, দাহহরণ, বীর, বীরতরু ও বহুমূলক। ইহা সুগন্ধি, মধুর-তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, পরিপাচক, স্তম্ভক ও কফ-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, বমন, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, রক্তদোষ, মেদোদোষ, ব্রণ, বিসর্প ও বিষদোষনিবারক।

বীর্য্যগুণ।—দ্রব্যমাত্রেরই একটী স্বাভাবিক গুণের নাম বীর্য্য। সাধারণতঃ

বীর্য্য দুইপ্রকার,—শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য। শীতবীর্য্য দ্রব্যমাত্রই পিত্তনাশক এবং বায়ু ও কফের বৃদ্ধিকারক, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য পিত্তপ্রকোপক, ও বলকারক, এবং শান্তিকারক।

বৃত্তমল্লিকা।—ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম। ইহার অপর নাম ত্রিপুর-মল্লিকা। মহারাষ্ট্রে ইহাকে বাটোগরেং, কর্ণাটে দুন্দুভিমল্লিকা এবং বোম্বাইয়ে বটমোগরী কহে। ইহা অত্যন্ত সুগন্ধি, কটুরস ও উষ্ণবীর্য্য; এবং ব্রণ, মুখ-রোগ ও নেত্ররোগে উপকারক।

বৃদ্ধদারক।—(Argyreia speciosa) ইহা একপ্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বীজতারক ও হিন্দীতে বধার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ঋষ্যগন্ধা,ছগলাজ্ঘ্রী, ছগলা, অন্ত্রী, জুঙ্গা, ছগলী,জুঙ্গক,শ্যাম,বৃষ্যগন্ধা,ছাগলাস্ত্রিকা, দীর্ঘবালুকা,ছগলান্ত্রী, বৃদ্ধ, কোটরপুষ্পী, অজান্ত্রী, বৃদ্ধদারু ও বৃদ্ধকোটরপুষ্পী। বৃদ্ধদারকের বীজই অধিকাংশ ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা পিচ্ছিল,কফ-বায়ুনাশক, বলকারক, রসায়ন; এবং শোথ, আমবাত, কাস ও আমদোষের প্রশমনকারক। ইহার মূল পরিবর্ত্তক ও বলকারক। ইহার পত্র ক্ষতরোগনিবারক। ইহা শ্বেত ও রক্তভেদে দুইপ্রকার, তন্মধ্যে শ্বেত হইতে রক্তবর্ণ হীনগুণ।

বৃদ্ধি।—ইহা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ অষ্টবর্গের অন্তর্গত একটী পদার্থ। ইহা ঋদ্ধির ন্যায় একপ্রকার লতাকন্দ। ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি উভয়েরই গাত্র লোমের ন্যায় একপ্রকার শূক দ্বারা আবৃত। উভয়ের পার্থক্য এই যে, ঋদ্ধির ফলে বামদিকে আবর্ত্ত, এবং বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণদিকে আবর্ত্ত থাকে। বৃদ্ধির সংস্কৃত পর্য্যায়,—যোগ্যা, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, দাত্রী, মঙ্গল্যা, শ্রী, সম্পৎ, আশী, জনেষ্টা, ভূতি, মুৎ, সুখ ও জীবভদ্রা। ইহা মধুর তিক্ত-রস,শীতল, স্নিগ্ধ, রুচিকারক,মেধাবর্দ্ধক,পুষ্টিকারক, শুক্রজনক ও গর্ভবাধানিবারক; এবং রক্তপিত্ত, শ্লেষ্মা, ক্ষয়, কাস, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ক্ষতরোগের শান্তিকারক। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বৃদ্ধি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; এই জন্য শাস্ত্রকারেরা বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে শত-মূলী ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বৃশ্চিকা।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। মহারাষ্ট্রে ইহাকে চিঞ্চুবা, কর্ণাটে ইঙ্গুলে এবং বোম্বাই-প্রদেশে বিঞ্চুবা কহে। ইহা অম্ল-রস, পিচ্ছিল এবং অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে উপকারক।

বৃশ্চিকালী।—(Tragia involucrata.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রগুল্মের নাম। ইহার পাতা ও ডাঁটা প্রভৃতিতে একপ্রকার শুঁয়া থাকে; তাহার স্পর্শে শরীর চুলকায় এবং সেই স্থান ফুলিয়া

উঠে। বাঙ্গালায় ইহাকে বিছুটী, হিন্দীতে বর্হণ্টা, মহারাষ্ট্রে বৃশ্চিকালী, কর্ণাটে হলিগুলু, তেলেগুতে ডুলঘোঁড়ী, তামিলী ভাষায় কঞ্চুরি, এবং বোম্বাইপ্রদেশে শেঢ় শিঙ্গী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বৃশ্চিপত্রী, বিষঘ্নী, নাগদন্তিকা, সর্পদংষ্ট্রা, অমরাকালী, উষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা, কালী, বিষাণী, নেত্ররোগহা, উষ্ট্রিকা, অলিপর্ণী, দক্ষিণাবর্ত্তকী, কালিকা, আগমাবর্ত্তা, দেবলাঙ্গুলিকা, করভী, ভূরিদুগ্ধা, কর্কশা, স্বর্ণদী, যুগ্মফলা, ক্ষীরবিষাণিকা ও ভাস্কর-পুষ্পা। ইহা কটু-তিক্ত-রস, বলকারক, হৃদয় ও মুখের শুদ্ধিকারক, এবং রক্তপিত্ত, কাস, মলমূত্রাদির বিষদোষ ও বায়ুর উপশমকারক।

বৃষগন্ধা।—(Convolvulus argentes.) ইহা একপ্রকার গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছাগলবেঁটে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অজান্ত্রী, ছাগলান্ত্রী, মেষান্ত্রী, বৃষগন্ধাখ্যা ও বৃষপত্রিকা। ইহা কটু-রস, কাসনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও গর্ভবাধানিবারক।

বৃষমূত্র।—ষাঁড়ের মূত্রকে বৃষমূত্র বলে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, এবং পাণ্ডু, কামল, গ্রহণীদোষ, ক্রিমি ও শোথরোগনিবারক।

বৃষ্টিজল।—যে জল আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহাকে বৃষ্টিজল কহে। ইহা মধুররস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পথ্য, তৃষ্ণানাশক, শ্রান্তিনিবারক ও কফবর্দ্ধক। বৃষ্টিজল ভূপতিত হইলে, ভূমি ও আধারের পার্থক্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ধারণ করে। সময়ভেদে এবং ঋতুভেদেও বৃষ্টিজলের গুণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। দিবাভাগে যে বৃষ্টি হয়, তাহা লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফনাশক। রাত্রিকালের বৃষ্টি ঘন, অধিক শীতল, কফবর্দ্ধক, এবং সমুদ্রজলের সমগুণবিশিষ্ট। মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনের বৃষ্টি সন্তর্পণ, বাতকফবর্দ্ধক এবং শোষরোগে উপকারক। শ্রাবণমাসের বৃষ্টিজল—দোষবর্দ্ধক, বহুবিধ রোগকারক ও কণ্ডু অর্থাৎ চুলকানি রোগের উৎপাদক। ভাদ্রের বৃষ্টিজল ঘন, অধিক মধুররস, শ্লেষ্মজনক, বায়ুপ্রকোপক, পিত্তরোগনাশক ও রক্তদুষ্টিকারক। আশ্বিনের বৃষ্টিজল ঈষৎ অম্লযুক্ত-মধুর-রস, অম্লবিপাক, রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক, এবং গুল্ম ও রক্তবিকারে অপকারক। কার্ত্তিকমাসের বৃষ্টিজল—নাতিশীতোষ্ণবীর্য্য, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং বিদাহ, জ্বর ও পিত্তজ্বরে উপকারক। ইহা ভিন্ন অন্য ঋতুর বৃষ্টিজল প্রাণিমাত্রেরই ত্রিদোষবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মরোগজনক সুতরাং অপকারক।

বৃহচ্ছফরী।—(Cyprinus sophore.) ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। ইহার অপর নাম—মহাপ্রোষ্ঠী।

বাঙ্গালায় ইহাকে সরলপুঁটী বলে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, রুচিকর, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্তনাশক।

বৃহতী।—(Solanum Indicum) ইহা কণ্টকযুক্ত এক প্রকার গুল্মের নাম। ইহার শাখা, পত্র প্রভৃতির আকৃতি অনেকটা বেগুনগাছের মত। বাঙ্গালায় ইহা বৃহতী ও ব্যাকুড়, হিন্দীতে বার্হাণ্টা, বোম্বাইয়ে ডোরলী বিঙ্গনো, তেলেগুতে কুকমাচী ও তামিলে চেরুচুণ্ট কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বার্ত্তাকী, ক্ষুদ্রভণ্টাকী, মহতী, কুলী, হিঙ্গুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোটী ও দুস্প্রধর্ষিণী। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, ধারক, কফবায়ুনাশক, মুখের বিরসতা-নিবারক; এবং জ্বর, কাস, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, শূল ও কুষ্ঠরোগে উপকারক। শ্বেতবৃহতী বায়ু শ্লেষ্মনাশক ও রুচিকর, এবং ইহার অঞ্জন নানাপ্রকার নেত্ররোগনাশক। ইহার ফলও ঐসকল গুণবিশিষ্ট।

বৃহৎ পঞ্চমূল।—বেল, শোণা, পারুল, গাম্ভার ও গণিয়ারী, এই পাঁচটী বৃক্ষের মূল বৃহৎপঞ্চমূল নামে অভিহিত। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফবায়ুনাশক এবং শ্বাসকাসাদি রোগের শান্তিকারক।

বৃহদ্দন্তী।—যে দন্তীর পত্র এরণ্ড পত্রের ন্যায় বৃহৎ, তাহাকে বৃহদ্দন্তী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দ্রবন্তী, সম্বরী, বৃষা, চিত্রা, উপচিত্রা, ন্যগ্রোধী, প্রত্যক্‌শ্রেণী ও আখুপর্ণী। ইহা কটু-রস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক ও বিরেচক; এবং অর্শঃ, অশ্মরী, শূল, বিদাহ, শোথ, উদর, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কণ্ডুরোগের উপশমকারক।

বৃহদ্বদর।—ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধ কুল। ইহার অপর নাম মহাকোলফল; বাঙ্গালায় ইহাকে কুল বলে। ইহা অম্লরস, গুরুপাক এবং কফ-পিত্তজনক।

বৃক্ষাম্ল।—বাঙ্গালায় ইহাকে মহাদা এবং হিন্দীতে বিষাংবিল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—চুক্র, অম্ল-বৃক্ষক ও তিন্তিড়ীক। অপক্ক মহাদা—কটু-কষায়-অম্লরস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, বায়ুনাশক ও কফ-পিত্তবর্দ্ধক। পক্ক-মহাদা—অম্লরস, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-বাতজনক ও তৃষ্ণানিবারক, এবং গ্রহণীদোষ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, শূল ও ক্রিমিরোগে হিতকর।

বেট্রচন্দন।—মলয়গিরির সমীপস্থ বেট্রনামক পর্ব্বতে যে শ্বেতচন্দন উৎপন্ন হয়, তাহাকে বেট্রচন্দন বলে। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতচন্দন, মহারাষ্ট্রদেশে বেট্র-শ্রীখণ্ড, এবং কর্ণাটে বেট্রপচ্চেগন্ধ কহে। এই চন্দন অতিশয় শীতল, সুগন্ধি, তিক্তরস ও পিত্তনাশক, এবং দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা,

বমন, কাস, কুষ্ঠ ও তিমির রোগের উপশমকারক।

বেড়মিকা।—ইহা একপ্রকার রুটীর নাম। ময়দার মধ্যে মাষকলায়-বাঁটার পূর দিয়া এই রুটী প্রস্তুত হয়। হিন্দুস্থানে এই রুটীর প্রচলন আছে। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, বায়ুনাশক, মল-মূত্রভেদক, কফ, পিত্ত ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিকারক, এবং অর্শঃ, অর্দ্দিত, শ্বাস, শূল ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগে হিতকর।

বেণুযব।—বাঁশের বীজের নাম বেণুযব। বাঙ্গালায় ইহাকে বাঁশের চাউল, মহারাষ্ট্রদেশে বেণুযব, কর্ণাটে বিদরকী, এবং তৈলঙ্গদেশে বেদুরুবিয়্যমু কহে। বাঁশের চাউল মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, বলকারক, পুষ্টিজনক ও কফ-পিত্তনাশক, এবং মেদ, ক্রিমি ও বিষ-দোষে উপকারক।

বেতস।—(Calamus rotong Common cane) ইহা একপ্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বেত, মহারাষ্ট্রদেশে বেড়িস্থ, কর্ণাটে বেতস্থ, এবং তেলেগুতে জাতনয়ূব-কুলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বঞ্জুল, বাণীর, নম্রক, বিদুল, অভ্রপুষ্প, রথ ও শীত। ইহা মধুর-কটু-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও পিত্ত-প্রকোপক; এবং রক্ত-পিত্ত ও ভূতাবেশে হিতকর। ইহার পাতা কটু-তিক্ত-অম্ল-রস, শীতল, লঘুপাক, মল-মূত্রাদির বিরেচক ও বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত ও রক্তদোষে হিতকর। বেতের অগ্র-ভাগ (যাহা বেতাগা বা বেতের ডগী নামে পরিচিত) মধুর-তিক্ত রস, রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক এবং দাহ, রক্ত-পিত্ত, শোথ, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বিসর্প ও যোনিব্যাপদে উপকারক। বেতের ফল অম্ল-কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, পিত্ত-বর্দ্ধক, এবং কফ ও রক্তদোষ-নিবারক।

বেশবার।—জীরা, মরিচ, হরিদ্রা, প্রভৃতি রন্ধনোপযোগী মসলার নাম বেশবার। চলিত কথায় ইহাকে বাটনা-মসলা কহে। ইহা স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর ও বলকারক।

অস্থিশূন্য, কুট্টিত ও স্বিন্ন মাংসসংস্কার বিশেষও বেশবার নামে পরিচিত। ইহার গুণাদি ভিন্ন ভিন্ন মাংসের গুণানুসারে কল্পনা করিয়া লইতে হয়।

বেষ্টনিকা।—ইহা একপ্রকার খাদ্যের নাম। চলিত কথায় ইহাকে ডালপুরী বলে। ময়দার মধ্যে মাষকলায় বাঁটা পূর দিয়া বেলিয়া ঘৃতে ভাজিলে, বেষ্টনিকা বা ডালপুরী প্রস্তুত হয়। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টি-কর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, মল মূত্রভেদক, বায়ুনাশক, কফ, পিত্ত ও

মেদোধাতুর বৃদ্ধিকারক এবং অর্শঃ,অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণাম-শূল রোগে উপকারক।

বেসন।—ছোলা প্রভৃতি দা'লের চূর্ণকে বেসন কহে। ভিন্ন ভিন্ন দা'লের গুণানুসারে বেসনের গুণও বিভিন্ন। সাধারণতঃ সকল বেসননির্ম্মিত বটকাদি বিষ্টম্ভী, রুচিকর ও বল-পুষ্টিজনক। বেসনদ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিলে, শরীর পরিষ্কৃত হয়।

বেসন-মোদক।—ইহা এক-প্রকার খাদ্যের নাম। সাধারণতঃ ইহাকে মতিচূর বলে। মুদ্গমোদক প্রস্তুতের নিয়মানুসারে সকলপ্রকার বেসনদ্বারা মতিচূর প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইসকল খাদ্যপদার্থের নামই বেসনমোদক। সকল প্রকার বেসন-মোদকই মধুর-রস, শীতল, বিষ্টম্ভী, বলকারক, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক; এবং জ্বর, রক্তপিত্ত ও কফে উপকারক।

বৈক্রান্ত।—ইহা এক প্রকার মণির নাম। চলিত কথায় ইহা পোকরাজ নামে পরিচিত। শ্বেত, রক্ত ও নীলবর্ণভেদে বৈক্রান্ত তিনপ্রকার। সকল বৈক্রান্তই হীরকের সমগুণবিশিষ্ট; ইহা আয়ু, পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও উত্তেজনা প্রভৃতির বৃদ্ধি-কারক। কিন্তু যথাবিধি শোধিত ও জারিত না হইলে, ইহাদ্বারা পাণ্ডু, কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা ও পঙ্গুতা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ জন্মিয়া থাকে। বৈক্রান্ত শোধন করিতে হইলে, কণ্টকারী-মূলের মধ্যে নিহিত করিয়া কুলথকলায় ও কোদধান্যের কাথসহ দোলাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিতে হয়। তৎপরে ঐ শোধিত বৈক্রান্ত এক একবার আগুনে পোড়াইয়া, হিঙ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত কুলথকলায়ের কাথে, অথবা কেবল অশ্বমূত্রে ডুবাইয়া রাখিতে হয়, এইরূপে একুশবার দগ্ধের পর গজপুটে পাক করিলেই বৈক্রান্তভস্ম প্রস্তুত হয়। ইহাই ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বৈদল।—ইহা দা'লনির্ম্মিত এক-প্রকার পিষ্টকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে দালপুরী বলে। ইহা গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও বায়ুবর্দ্ধক।

বৈদলান্ন।—দা'ল এবং চাউল একত্র সিদ্ধ করিলে যে অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহাকে বৈদলান্ন কহে। বাঙ্গালায় ইহার নাম খিচুড়ী। ইহা রুচিকর, বিদাহী এবং গুরুপাক।

বৈদলিক শিম্ব।—মটর, বরবটি প্রভৃতি শিম্বীধান্যের শুঁটীকে বৈদলিকশিম্ব কহে। ইহা মধুররস, রুচিকর, দুর্জ্জর, এবং শিম্বীধান্য বিশেষের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

বৈদূর্য্য।—ইহা বিদূরভূমিজাত প্রবালজাতীয় একপ্রকার মণির নাম। চলিত কথায় ইহাকে বৈদুর্য্য কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বৈদূর্য্য, দূরজ, রত্ন ও কেতুগ্রহবল্লভ। ইহা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য,

কফবায়ু ও গুল্মরোগনাশক, মঙ্গলকারক, এবং কেতুগ্রহের প্রীতিজনক। বৈদূর্য্যমণি শোধন-মারণাদি ক্রিয়ার পর ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা হয়। ত্রিফলার জলের সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিলে, বৈদূর্য্য শোধিত হয়। তৎপরে জয়ন্তীপত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে দগ্ধ করিলে, ইহার ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ভস্ম ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হয়।

বৈপরীত্য লজ্জালু।—ইহা একপ্রকার লতার নাম। (লজ্জালু দ্রষ্টব্য।)

বৈরাটক।—ইহা ত্রয়োদশপ্রকার কন্দ-বিষান্তর্গত একপ্রকার কন্দবিষ। এই কন্দবিষ সেবনে অত্যন্ত গাত্রবেদনা ও শিরোরোগ উপস্থিত হয়, এবং সাধারণ কন্দবিষের ন্যায় ইহাও উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম ও সর্ব্বাবয়বে শীঘ্র বিস্তৃতিশীল।

বোরব।—ইহা ব্রীহিজাতীয় একপ্রকার ধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বোরো ধান কহে। ইহা মধুর-রস, পাকে অম্ল, গুরু, পিত্তজনক, এবং ত্রিদোষের প্রকোপকারক।

বোল।—(Balsamodendron Myrrh.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধবোল, গন্ধরস, হিরাবোল ও খুনখারাপি, হিন্দীতে দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে বোল, তৈলঙ্গদেশে বালিমন্ত্রোপোলম্, তামিলে বেল্লইপ্পোলম এবং বোম্বাই প্রদেশে রক্ত্যাবোল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বোল, গন্ধরস, প্রাণ, পিণ্ড ও গোপরস। গন্ধবোল কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধাজনক ও গর্ভাশয়-শোধক, এবং ত্রিদোষ, জ্বর, দাহ, স্বেদ, রক্তদোষ, প্রদর, কুষ্ঠ ও অপস্মাররোগে উপকারক।

ব্যজন।—বায়ু চালনা করিবার যন্ত্রবিশেষকে ব্যজন বলে। বাঙ্গালায় ইহা পাখা, এবং হিন্দীতে পাঙ্খা নামে অভিহিত। তালপত্র, বাঁশ, ময়ূরপুচ্ছ ও বস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ পদার্থদ্বারা ব্যজন প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ সকল পাখার বাতাসই স্বেদ, দাহ, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতির শান্তিকর। বিশেষতঃ তালপত্রের ব্যজন রুক্ষ, উষ্ণ ও বাতপিত্ত-বৃদ্ধিকর। ময়ূরপুচ্ছ ও বস্ত্রনির্ম্মিত ব্যজন ত্রিদোষনাশক।

ব্যাঘ্র।—ইহা প্রসহজাতীয় প্রসিদ্ধ হিংস্রক পশু। ইহার মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, পুষ্টিকর ও বায়ুনাশক, এবং ক্ষয়রোগ, নেত্ররোগ ও অর্শোরোগে হিতকর।

ব্যাঘ্রঘণ্টা।—ইহা কোঙ্কণদেশজাত একপ্রকার লতার নাম। ইহার অপর নাম ব্যাঘ্রঘণ্টী। বোম্বাইপ্রদেশে ইহাকে লঘুবাঘাণ্টী, এবং মহারাষ্ট্রদেশে গোবিন্দী কহে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, রুচি-

কর, পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক ও বিষদোষ-নিবারক। ইহার ফল তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ কফ-বায়ুর শান্তিকারক, এবং বিসূচিরোগে হিতকর।

ব্যাঘ্রনখ।—ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। ইহার অপর নাম নখী। ছোট বড় ভেদে ইহা দুইপ্রকার, তন্মধ্যে বড় নখীর নাম ব্যাঘ্রনখ। উৎকলদেশে ইহাকে বাঘনখ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রায়ুধ, চক্রকারক। ইহা তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধি, বর্ণবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং কণ্ডূ, ব্রণ, জ্বর, রক্ত-দোষ, বিষদোষ ও মুখের দুর্গন্ধ-নিবারক।

নখীশোধনের নিয়মানুসারে ইহাও শোধন করিয়া, ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়।

ব্যায়াম।—শরীরের আয়াসজনক কার্য্যের নাম ব্যায়াম। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে ব্যায়াম বিশেষ উপকারক। কুস্তী, ডন, মুগুরভাঁজা প্রভৃতি ব্যায়ামের নানাপ্রকার ক্রিয়া প্রচলিত আছে। ব্যায়ামদ্বারা শরীরের লঘুতা, সামর্থ্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা, স্থৈর্য্য, অগ্নির বৃদ্ধি, মেদোদোষের নাশ, এবং বর্দ্ধিত বাতাদি দোষের ক্ষয় হয়। ব্যায়াম অভ্যাস করিলে, গুরুপাক ও বিরুদ্ধ দ্রব্য সমূহও অনায়াসে পরিপাক পাইয়া থাকে। ব্যায়াম সকল ঋতুতেই উপকারী; বিশেষতঃ শীত ও বসন্তকালে ব্যায়ামদ্বারা অধিক উপকার পাওয়া যায়। বয়স, বল, দেশ ও কাল প্রভৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক সকল ব্যক্তিরই ব্যায়াম করা উচিত। অর্দ্ধশ্রান্তি পর্য্যন্ত ব্যায়ামের পরিমিত মাত্রা; অর্থাৎ ব্যায়াম করিতে করিতে অল্প দীর্ঘনিশ্বাস, এবং ললাট, গ্রীবা ও কুক্ষিদেশে (বগলে) ঘর্ম্মনির্গম হইলেই ব্যায়াম হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত; নতুবা অতিরিক্ত ব্যায়াম করা হইলে, শ্রান্তি, ক্লান্তি, তৃষ্ণা, ধাতুক্ষয়, জ্বর, বমন, রক্তপিত্ত ও শ্বাসকাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষীণ ব্যক্তির, এবং যাঁহারা বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষয়-কাস, শ্বাস ও জ্বর প্রভৃতি রোগ-পীড়িত, তাঁহাদের পক্ষে ব্যায়াম অনিষ্টকারক। আহারের অব্যবহিত পরে কাহারও ব্যায়াম করা উচিত নহে।

ব্রীহিধান্য।—(Oryza Sativa.) ইহার অপর নাম আশুধান্য। বাঙ্গালায় আউশধান কহে। বর্ষাকালে এই ধান পাকে। ইহা নানাপ্রকার। সাধারণতঃ সমস্ত আউশধানই মধুর-কষায় রস, পাকে অম্ল-মধুর-শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, গুরু-পাক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তি-নিবারক, মলরোধক, কফ-পিত্ত-বর্দ্ধক, বায়ুজনক, এবং ক্রিমি, সন্তাপ ও রক্তদোষে উপকারক। শ্বেতবর্ণ অপেক্ষা রক্তবর্ণের ব্রীহিধান্য অধিক উপকারক।

শ।

শকলী।—ইহা রোহিত মৎস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পিপ্‌লে শোল-মাছ কহে। ইহারা প্রায়ই ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহা মধুর-রস, মধুর-বিপাক, গুরুপাক, ভেদক এবং শ্লেষ্ম-প্রকোপক। মৃগেল মৎস্যকেও শকলী মৎস্য কহে। ইহা বায়ু ও কফবর্দ্ধক।

শকুল।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শোলমাছ কহে। এই মাছ দীর্ঘাকৃতি, এবং ইহার উপরি-ভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্নাবয়ব শ্বেত-পীতবর্ণ। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, রুক্ষ, মলরোধক এবং পিত্ত ও রক্তের পক্ষে উপকারক।

শক্রাশন।—ইহার অপর নাম ভঙ্গ বা ভাঙ্। বাঙ্গালায় ইহাকে ভাঙ ও সিদ্ধি বলে। ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মত্ততাকারক, কুষ্ঠনাশক, বল, মেধা, অগ্নিবর্দ্ধক, রসায়ন এবং শ্লেষ্মনাশক।

শঙ্খ। ইহা এক প্রকার জলজন্তুর নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম শাঁখ। ইহার দেহ অত্যন্ত কঠিন আবরণে আবৃত; সেই কঠিনাংশ ভস্মাদিরূপে পরিণত করিয়া ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হয়। শঙ্খভস্ম করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ জামীরের রসে ভিজাইয়া তৎপরে তাহা গরম জলে ধুইয়া লইবে; এইরূপে শোধনের পর দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিতে হয়। শঙ্খভস্ম ক্ষার-গুণযুক্ত, এবং অম্ল-পিত্ত, শূল, গুল্ম ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগের আশু-শান্তি-কারক। শঙ্খের মাংস মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, বলকর, পুষ্টি-জনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, মলকারক, বায়ু-নাশক, কফজনক, এবং পিত্তবিকৃতি, শ্বাস, গুল্ম ও বিষদোষে উপকারক।

শঙ্খচূর্ণ।—শঙ্খচূর্ণকে বাঙ্গালায় শাঁখের চূণ কহে। শাঁখ পোড়াইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা ঈষৎ লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য ও ক্ষারগুণযুক্ত, এবং ক্রিমি, শূল, অম্লপিত্ত, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা ও অষ্ঠীলা প্রভৃতি রোগের উপশমকারক।

শঙ্খপুষ্পী।—(Andropogon auriculatum) ইহা এক প্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভানকুনী, শঙ্গা-হুলুই, এবং শঙ্খানা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খাহ্বা ও মাঙ্গল্য-কুসুমা। ইহা তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিজনক, মেধা ও স্মৃতির বৃদ্ধিকারক স্বরপরিষ্কা-রক, রসায়ন ও মানসরোগনাশক; এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বিষদোষ, অপস্মার ও ভূতাবেশে উপকারক।

শঙ্খবিষ।—(Arsenicum album. Syn.—White Arsenic.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ স্থাবর বিষ। ইহা শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ বড় বড় দানার মত। বাঙ্গালায় ইহাকে শেঁকো ও শিমুলক্ষার, দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে সাম্বলক্ষার, শনবুলক্ষার ও শঙ্খশুনবুল, তেলেগুভাষায় তেল্লপাষাণম্ এবং তামিলে বেল্লইপাষাণম্ কহে ইহা স্বাদবিহীন, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ী, বিকাশী, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বলকারক, পর্য্যায়নিবারক ও জ্বরনাশক। ১ রতির ১২০ ভাগের এক ভাগ হইতে ১ রতির ২৪ ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত মাত্রায় উপযুক্ত অবস্থায় প্রয়োগ করিতে পারিলেই ঐ সকল উপকার পাওয়া যায়; নতুবা অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে হিক্কা, আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, উদরের স্ফীতি ও বেদনা, পিপাসা এবং দাহ প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ উৎপাদন করিয়া প্রাণনাশ করিয়া থাকে। ইহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে অক্ষিপুটে শোথ, চক্ষুতে জলপূর্ণভাব ও বেদনা, পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য, উদরে ভারবোধ, এবং গাত্রের রুক্ষতা প্রভৃতি নানাপ্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শঙ্খালু।—(Pachyrhizus angulatus.) ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ আলুর নাম। ইহার আকৃতি অনেকটা শঙ্খের অনুরূপ, এবং ইহাতে জলভাগ অধিক। বাঙ্গালায় ইহাকে শাঁকআলু ও সরবতি-আলু বলে। ইহা মধুররস, শীতল, সারক, মূত্রকর, রুচিকর, পিপাসানাশক, কফজনক ও বায়ুর শান্তিকারক।

শঙ্খোদরা।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বোম্বাইপ্রদেশে ইহা গুলতুরা নামে পরিচিত। ইহা উষ্ণবীর্য্য, কফ-বায়ুনাশক, এবং শূল ও আমবাত-রোগনিবারক।

শঠী।—(Curcuma Zerumbet.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল। বাঙ্গালায় ইহাকে শঠী ও গন্ধশঠী, হিন্দীতে কচুর, বোম্বাইপ্রদেশে কচোরা ও কাপূরকাচরী, এবং তেলেগুভাষায় কিচলগেন্দল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কচুর, কর্চুর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক, শঠী ও শঠিকা। ইহা সুগন্ধি ও তিক্ত-রস, কটু বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মুখ-পরিষ্কারক, রক্তপিত্তের প্রকোপকারক, এবং গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গুল্ম ক্রিমি, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ব্রণ, কুষ্ঠ ও কফবায়ুর উপশমকারক।

শণ।—(Crotalaria juncea.) ইহা একপ্রকার গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শণগাছ, হিন্দীতে শণ, তেলেগুভাষায় শণমনুবেল্লু, জেন-পনর ও বেলচেট্টু, তামিলীতে জেনপনর, এবং

দাক্ষিণাত্যে জনবকনর কহে। ইহা অম্ল-কষায়-রস, বমনকারক, কফবায়ুনাশক, মলভেদক, রক্তস্রাবকারক ও গর্ভ-পাতক। ইহার ফুল মলরোধক ও রক্ত-পিত্তে উপকারক, এবং বীজ রক্তশোধক।

শণপুষ্পী।—ইহা শণগাছের আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বনশণ ও ঝন্‌ঝনিয়া, এবং হিন্দীতে বাগরী, শণই, শণছলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঘণ্টা ও শণপুষ্পী। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, বমনকারক, কফ-বায়ুনাশক. এবং অজীর্ণ, জ্বর ও রক্তদোষের উপ-শমকারক।

শতদ্রুজল।—শতদ্রু একটী নদীর নাম। এই নদীর জল নির্ম্মল, স্বাদু, শীতল, লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, পাচক, বলকর ও মেধাজনক।

শতপত্রী।—ইহা শ্বেত বা পাটল বর্ণবিশিষ্ট গোলাপফুলের নাম। বাঙ্গা-লায় ইহাকে শ্বেত-গোলাপ, মহারাষ্ট্রে ও হিন্দীতে সেবতী, কর্ণাটে সেঁবাতগে, তৈলঙ্গদেশে চেমন্তিচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শতপত্রী, তরুণী, কণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লক্ষা, কৃষ্ণ ও অতিমঞ্জুলা। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, মলরোধক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও বর্ণকারক, এবং ত্রিদোষ, রক্তদোষ, দাহ, পিত্ত, মুখ-স্ফোটক ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক।

শত-পর্ব্বা।—ইহা একপ্রকার ইক্ষুর নাম। হিন্দীতে ইহাকে শতপোরক কহে। ইহা মধুররস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ ক্ষারগুণযুক্ত, বলকর, পুষ্টিকর, সন্তর্পণ ও বায়ুনাশক।

শতপুষ্পা।—(Peucedanum sowa. Syn.—Dill seeds.) ইহা মৌরির ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র ফল। বাঙ্গা-লায় ইহাকে শুল্‌ফা, হিন্দীতে সোফি, মহা-রাষ্ট্রে সোফ, কর্ণাটে সর্ব্বসিগে, বোম্বাই প্রদেশে বড়ীসোফ, এবং তেলেগুভাষায় পেদ্দসদাপচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মিসি, কারবী, অতিচ্ছত্রা, শীতচ্ছত্রা ও সংহিতচ্ছত্রিকা। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও রুচি-কর, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, জ্বর, ব্রণ, শূল, শ্লেষ্মাতিসার ও চক্ষুরোগে উপকারক।

শতপুষ্পাদল।—ইহা শুল্‌ফার পত্রের নাম। বাঙ্গালায় ইহা শুল্‌ফাশাক, মহারাষ্ট্রে সোউপ, এবং কর্ণাটে সর্ব্বশিগে কহে। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-বর্দ্ধক, এবং গুল্ম, শূল, বাত ও পিত্তনাশক।

শতপোরক।—ইহা একপ্রকার ইক্ষুর নাম। ইহা ঈষদুষ্ণ, বায়ুশান্তিকর এবং বংশেক্ষুর অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

শফরী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে পুঁটী মাছ কহে। ইহা শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

শতাবরী।—(Asparagus racemosus) ইহা একপ্রকার লতামূল। বাঙ্গালায় ইহাকে শতমূলী, হিন্দীতে শতাবর ও ছোটাশতাবরী, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে সানিকান্টেসের্‌, কর্ণাটে কিরিয়থাসড়ি, তেলেগুভাষায় চল্ল ও চল্লগড্ডলু এবং বোম্বাইপ্রদেশে শতাবরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শতাবরী, বহুসূতা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরী, নারায়ণী, শতমূলী, শতপদী, শতবীর্য্যা ও পীবরী। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, বাত-পিত্ত-কফ-নাশক ও রসায়ন, এবং মেহ ও বায়ু-বিকারে বিশেষ উপকারক।

শতাহ্বা।—ইহা একপ্রকার সুগন্ধি ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহা শুল্‌ফা গাছ, হিন্দীতে সোফি, মহারাষ্ট্র-দেশে সোফ্‌, কর্ণাটে সব্বশিগে, এবং বোম্বেতে বড়ীসোফ্‌ কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, স্নিগ্ধ, এবং জ্বর, শ্লেষ্মা, অতিসার ও নেত্রব্রণে উপকারক। ইহা বস্তিকার্য্যে প্রশস্ত।

শবরচন্দন।—ইহা একপ্রকার চন্দনের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—শম্বর-চন্দন, গন্ধ-কাষ্ঠ, কৈরাত, বল্ল, বহুলগন্ধ, শৈল-গন্ধ, শবর ও শম্বর। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, সন্তাপ-নিবারক, ও বাত-পিত্ত-কফনাশক, এবং দাহ, পিপাসা, শ্রান্তি, মোহ, কণ্ডু, পামা, বিস্ফোট, কুষ্ঠ ও লূতাবিষের শান্তিকারক।

শমী।—(Prosopis spicigera Or Acacia suma.) ইহা বাবলা-জাতীয় একপ্রকার প্রসিদ্ধ কণ্টকবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে শাঁইগাছ, হিন্দীতে ছিকুর, মহারাষ্ট্রদেশে শমী ও খৈরী, কর্ণাটে বনি ও কাবন্নি, এবং উৎকল-দেশে শুমী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, —শমী, শক্তুফলা, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, মঙ্গল্যা ও লক্ষ্মী। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ ও লঘু, এবং কফ, কাস, শ্বাস, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, অতিসার ও অর্শরোগের উপশমকারক। ছোট-বড়ভেদে ইহা দুইপ্রকার, তন্মধ্যে ছোট শমী, শমীর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা শমীগাছের সর্ব্বগুণবিশিষ্ট।

শয্যা।—যেসকল দ্রব্য পাতিয়া শয়ন করা যায়, তাহার নাম শয্যা। চলিত কথায় ইহাকে বিছানা কহে। সুখজনক কোমল শয্যায় শয়ন করিলে, শ্রান্তিদূর, সুনিদ্রা, পুষ্টি, প্রীতি, বায়ুনাশ ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কঠিন শয্যায় শয়ন করিলে, ঐসকল গুণের বিপরীত ফল অনুভূত হয়। কিন্তু

ভূশয্যায় শয়নে বাত-পিত্তের শান্তি এবং পুষ্টি ও শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে। খট্বাদিতে শয়ন করিলে বায়ুবৃদ্ধি হয়, এবং খট্বা-শয্যা অতিশয় বায়ুবর্দ্ধক ও রুক্ষ।

শর।—(Saccharum sara. Syn.—Pen reed grass.) ইহা এক প্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শরগাছ, হিন্দীতে কাঁড়া, রামশর ও শরপৎ, তৈলঙ্গে বেল্লু, কাকিবেত্রু ও গুন্দ্র, মালবদেশে শরণ ও অম্বলিনগণে এবং পঞ্জাবে কঁড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শর,বাণ,তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন। ইহা মধুর তিক্ত-রস, শীতল, বল-বীর্য্য-কারক, শুক্রবর্দ্ধক,নিত্য ব্যবহারে অল্প-বায়ুবর্দ্ধক, এবং দাহ, পিপাসা, মদ, ভ্রান্তি, আমদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিসর্প, নেত্র-রোগ ও ত্রিদোষের পক্ষে উপকারক।

শরণী।—ইহার অন্য নাম প্রসারণী। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধভাদুলিয়া কহে। (প্রসারণী দ্রষ্টব্য।)

শরপুঙ্খ।—(Tephrosia purburea.) ইহা গুল্মজাতীয় এক-প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শরপুঙ্খা ও বননীল, হিন্দীতে শরফোঁকা,বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে জালি-কুলথি, কর্ণাটে জেরডু কোগ্গি, মহারাষ্ট্রদেশে উহ্নলি, তেলেগুভাষায় তেল্লবেম্পল্লিচেট্টু এবং তামিলে কোল্লু-কয়বেল্লয়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শরপুঙ্খ ও প্লীহশত্রু। ইহা কটু-কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বায়ুনাশক, রক্তপরিষ্কারক,প্রশস্ত রসায়ন,এবং জ্বর, প্লীহা,যকৃৎ,গুল্ম শ্বাস,কাস, ক্রিমি, ব্রণ, রক্তদোষ ও বিষদোষের উপশমকারক। শরপুঙ্খার বীজ মূষিকবিনাশক। শ্বেত ও পীতবর্ণভেদে ইহা দুইপ্রকার; তন্মধ্যে শ্বেতশরপুঙ্খাই অধিক গুণশালী।

শরভ।—ইহা কাশ্মীরদেশীয় এক-প্রকার হরিণ। সাধারণ হরিণ অপেক্ষা ইহা অধিক উচ্চ এবং বিশালশৃঙ্গ-বিশিষ্ট। ইহার মাংস কষায়-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মলমূত্র-রোধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক, এবং রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারক।

শরারি।—ইহা প্লবজাতীয় এক-প্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শরালপাখী কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক এবং রক্তপিত্তরোগে হিতকর।

শর্করকন্দ।—(Ipomœa Batatas.) ইহা একপ্রকার আলুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শাকরকন্দ, হিন্দীতে শকরকন্দ, এবং তামিলে বুল্লিকেঙ্গহঙ্গু কহে। এই আলু রক্তবর্ণ ও শ্বেতবর্ণভেদে দুইপ্রকার। শ্বেত অপেক্ষা রক্ত লঘুপাক।

সাধারণতঃ ইহা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, রুচিকর, বলকারক ও পুষ্টিজনক, এবং শুক্র ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক।

শর্করা।—ইহা গুড়ের একপ্রকার রূপান্তরের নাম। গুড় ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা শ্বেতবর্ণ ও বালুকাকার। চলিত কথায় ইহাকে চিনি বলে। ইহা মধুররস, শীতল, রুচিকর, বল-কর, শুক্রবর্দ্ধক; দাহ, তৃষ্ণা, বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, জ্বর, কাস ও শোষরোগে হিতকর।

শর্করাসব।—ইহা শর্করাজাত এক প্রকার মদ্যের নাম। ইহা সুগন্ধি, মধুর-রস, মুখপ্রিয়, অল্প মত্ততাকারক, এবং পুরাতন হইলে বর্ণবর্দ্ধক। শর্করা চোঁয়াইয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা মধুর-রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নি বর্দ্ধক, পাচন ও পিত্তনাশক, এবং পাণ্ডু, কামলা, শ্বাস, কাস, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও প্রমেহরোগের উপশমকারক।

শর্করোদক।—শীতলজলে শর্করা ভিজাইয়া যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহার নাম শর্করোদক। চলিত কথায় ইহাকে চিনির পানা কিংবা চিনির সরবৎ কহে। ইহাতে এলাইচ, লবঙ্গ, মরিচ ও কর্পূর-চূর্ণ দিবার রীতি প্রচলিত আছে। এই পানা মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, সারক, এবং জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা ও বাত-পিত্তের শান্তিকারক।

শল্যক।—ইহা একপ্রকার জাঙ্গল পশুর নাম। চলিত কথায় ইহাকে সজারু কহে। ইহার গাত্র বড় বড় শল্য বা শলাকাবিশেষ দ্বারা আবৃত। ইহার মাংস মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক, এবং শ্বাসে ও বিষদোষে হিতকর।

শল্লকী।—(Boswellia serrata) ইহা একপ্রকার শালবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শলই, হিন্দীতে শালই ও শলগ, মহারাষ্ট্রদেশে শালয়ধূর্প, এবং তামিলে কুংলি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শল্লকী, গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভি, রসা, মহেরুণা, কুন্দুরুকী, শল্লকী ও বহুস্রবা। ইহা কষায়-রস, শীতবীর্য্য ও পুষ্টিকর, এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা, অতিসার, রক্তপিত্ত ও ব্রণরোগে উপকারক।

শশক।—ইহা বিলেশয় জাতীয় একপ্রকার পশু। ইহার বাঙ্গালা নাম খরগোষ; চলিত কথায় ইহাকে খরা, হিন্দীতে খরহা, এবং তেলেগু ভাষায় চেবুলপিল্লি কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, পাণ্ডু, জ্বরাতি-সার, ক্ষয়, কাস ও অর্শোরোগে হিতকর।

শশাঙ্গুলি।—ইহা একপ্রকার লতাফলের নাম। চলিত কথায় ইহাকে

তিৎকাঁকুড় বলে। ইহা অম্ল-কটু-তিক্ত-রস, পাকে অম্ল-মধুর, বিদাহজনক ও কফনাশক। শুষ্ক তিৎকাঁকুড় রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

শষ্কুলী।—ইহা একপ্রকার পিষ্টকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পুলিপিটে কহে। চাউলের গুঁড়ার ঠুলি করিয়া তাহার মধ্যে নানাবিধ মিষ্টান্নের পুর দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক ও পুষ্টিকর।

শষ্কুলী-মৎস্য।—ইহার চলিত নাম শাল্‌মাছ। হিন্দীতে ইহাকে সৌরী কহে। ইহা শোল মাছের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু কিছু বৃহদাকার এবং ইহার গাত্রের উপরে চাকা চাকা দাগ আছে। ইহা কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকর ও মলরোধক।

শাক।—যেসকল ফল, মূল, কন্দ ও পত্র প্রভৃতি আমরা ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহার করি, সে সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় শাক নামে অভিহিত। তন্মধ্যে পত্রশাকই চলিত কথায় শাক নামে পরিচিত। ভিন্ন ভিন্ন শাকের গুণও বিভিন্ন।

সকলপ্রকার শাকেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। শাকমাত্রই রুক্ষ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, অধিক মলজনক, মল-মূত্রবিরেচক, এবং শরীর, অস্থি, নেত্র, বর্ণ, শুক্র, বুদ্ধি ও স্মৃতির হানিকারক। এইরূপ বহুবিধ অপকার এবং অকালে জরা আনয়ন ও নানাপ্রকার রোগের উৎপাদন করে বলিয়া, শাক অধিক ভোজন করা কাহারও উচিত নহে।

শাক-মৎস্য।—নানাবিধ তরকারীর সহিত মৎস্য পাক করিলে, তাহাকে শাক-মৎস্য কহে। ইহা স্বাদু, গুরুপাক, রুচিকর, পুষ্টিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং মৎস্য ও তরকারীবিশেষের প্রভেদানুসারে সেই সেই গুণবিশিষ্ট।

শাকম্ভরীয়-লবণ।—ইহার চলিত নাম শাম্ভারি-লবণ। হিন্দুস্থানে উহাকে শাকম্ভর, এবং মহারাষ্ট্রে গড়লোণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শাকম্ভরীয়, গুড়াখ্য ও রোমক। ইহা লবণ-রস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মলভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী ও অভিষ্যন্দী, অর্থাৎ কফস্রাবকারক।

শাকবৃক্ষ।—(Tectona grandis.) ইহা একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সেগুন, হিন্দীতে শগুন, উৎকলে সিঙ্গুরু, তামিলে টেক, বোম্বাই-প্রদেশে থরপত্র, মহারাষ্ট্রে সোয়ে, কর্ণাটে নৈগু এবং তেলেগু ভাষায় টেকুচেট্টু কহে। ইহা কষায়-রস, সারক, এবং দাহ, পিত্ত ও শ্রান্তির উপশমকারক।

শাখোট।—(Streblusasper.) ইহা একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শেওড়াগাছ, হিন্দীতে সুহোরা ও রূসা সিওড়,মহারাষ্ট্রে সহোড়, কর্ণাটে আখোড়মুরণ, তৈলঙ্গদেশে ভারনিকেচেট্টু ও বরনৃকী, এবং বোম্বাইপ্রদেশে সহোড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শাখোট, পীতফল, ভূতাবাস ও খরচ্ছদ। ইহা তিক্ত-রস,উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক ও বায়ুনাশক; ইহার বীজ রক্তপিত্ত, অর্শঃ, অতিসার ও বাতশ্লেষ্মরোগে উপকারক। ইহার বীজের প্রলেপ ব্যবহারে শ্বিত্র (ধবল) রোগের উপশম হয়।

শাতলা।— মনসাসীজ-জাতীয় একপ্রকার সীজের নাম। চলিত কথায় ইহাকে চর্ম্মকষা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শাতলা, সপ্তলা, সারা,বিমলা, বিদুলা,ভূরিফেনা,চর্ম্মকষা ও পীতসেহুণ্ড। ইহা তিক্তরস, পাকে কটু, শীতল ও লঘুপাক, এবং শোথ, আনাহ, উদাবর্ত্ত,রক্তদুষ্টি ও কফপিত্তের পক্ষে উপকারক।

শারদ যাবনাল।—জনার বা ভুট্টা নামক শস্যের সংস্কৃত নাম যাবনাল। শরৎ কালে যে যাবনাল উৎপন্ন হয়,তাহার নাম শারদ-যাবনাল। ইহা মধুররস,শীতল,গুরুপাক,পিচ্ছিল,শ্লেষ্মজনক ও বলপুষ্টিবর্দ্ধক।

শারিবা।—(Hemidesmus Indicus. Syn.—Asclepiaspseudosarsa.) ইহা একপ্রকার লতার নাম। কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণভেদে ইহা দুইপ্রকার, তন্মধ্যে কৃষ্ণলতার নাম কৃষ্ণশারিবা, এবং শুক্ললতার নাম শারিবা। কৃষ্ণশারিবাকে বাঙ্গালায় শ্যামালতা, হিন্দীতে দুধী, এবং তেলেগু ভাষায় নীলতিগ কহে। শারিবাকে বাঙ্গালায় অনন্তমূল, হিন্দীতে অনন্তমূল ও উপলসরী,উৎকলে গুয়াপানমূল, এবং কোঙ্কণদেশে শেম্বরেল কহে। শ্যামালতা বা কৃষ্ণশারিবার সংস্কৃত পর্য্যায় —শ্যামালতা,কলঘন্টিকা,গোপী ও গোপবধূ। অনন্তমূলের সংস্কৃত পর্য্যায় —অনন্তা, ধবলা, গোপী, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোটা, গোপবল্লী, লতা, আস্ফোতা ও চন্দন। উভয় শারিবার পত্রই জামপাতার অনুরূপ, কিন্তু অনন্তমূলের পাতার উপর শাদা দাগ থাকে, এবং অনন্তমূলের লতা ভাঙ্গিলে তাহার মধ্য হইতে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত আঠা নির্গত হয়। উভয়েরই মূল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শারিবার মূল স্বাদু, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শীতল, রক্তপরিষ্কারক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক,ঘর্ম্মকারক, রসায়ন,পুষ্টিজনক, ত্রিদোষনাশক; এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, জ্বর, জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস, বমি, তৃষ্ণা, রক্তপ্রদর, আমদোষ,বিষদোষ,আমবাত, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, এবং উপদংশ ও পারদদোষ হইতে যে সকল রোগ

জন্মে, তাহাদের শান্তিকারক। অনন্তমূল চর্ব্বণ করিলে, মুখের ঘা নিবারিত হয়। শ্যামালতা অপেক্ষা অনন্তমূল অধিক উপকারক।

শালকল্যাণী।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ পত্রশাকের নাম। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভকারক ও মলভেদক

শালতরু।—(Shorea robusta) ইহা একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শালগাছ, হিন্দীতে শাল বা শালবা, তৈলঙ্গে এপচেট্টু, তামিলে কুঙ্গিলিয়ম, এবং গুজরাটে গল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শাল, সার্জ্জ, কাশ্য, অশ্বকর্ণিকা ও শস্যসম্বর। ইহা কষায়রস, এবং কফ, ক্রিমি, স্বেদ, ব্রণ, বিদ্রধি, ব্রধ্ন, কর্ণরোগ ও যোনিরোগের উপশমকারক।

শালগাছের নির্য্যাস অর্থাৎ আঠা ধূনা নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর রাল। ধূনা তিক্ত কষায়-রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মলাদিরোধক, ত্রিদোষনাশক, এবং স্বেদ, জ্বর, ব্রণ, বিসর্প, রক্তদুষ্টি, বিপাদিকা, ভগ্ন, অগ্নিদগ্ধ-ক্ষত, শূল, অতিসার ও গ্রহদোষ-নিবারক। ধূনার চূর্ণ এক আনা, সমান ভাগ চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে, আমাশয় রোগ নিবারিত হয়। ধূনার মলমে ঘা নিবারিত হয়।

শালপর্ণী।—(Hedysarum gangeticum) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শালপাণী, দেশভেদে ছালানী, হিন্দীতে সরিবণ, মহারাষ্ট্রদেশে সালবণ ও ভূঁইশেবগা, তৈলঙ্গে গপ্পাকুপোব এবং উৎকলে শারপর্ণি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শালপর্ণী, স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারীগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী। ইহা তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, পুষ্টিকর, ধাতুবর্দ্ধক, রসায়ন, ত্রিদোষনাশক; এবং জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, অর্শঃ, শোথ, সন্তাপ, ক্ষত ও বিষদোষে হিতকর।

শালিধান্য।—হেমন্তকালে যে সকল ধান্য পরিপক্ব হয়, তাহার নাম শালিধান্য। বাঙ্গালায় ইহাকে হৈমন্তিক-ধান্য বা আমন-ধান্য কহে। শালিধান্য নানাপ্রকার; প্রকারভেদানুসারে তাহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু সকলগুলিরই গুণ প্রায় একরূপ। সাধারণতঃ সকল শালিধান্যই মধুর-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, মলের কাঠিন্য ও অল্পতাকারক, স্বরপরিষ্কারক, পিত্তনাশক, কিঞ্চিৎ বাত-কফবর্দ্ধক এবং মূত্রকারক। সকলপ্রকার শালিধান্যের মধ্যে রক্ত-শালিই

উৎকৃষ্ট। সমস্ত শালিধান্যের গুণাদি নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

শালিঞ্চ।—(Alternanthera sessilis) ইহা জলজাত একপ্রকার শাকের নাম। ইহা তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, এবং প্লীহা, অর্শঃ, বাতরক্ত, রক্তদোষ ও পিত্তবিকৃতির বিশেষ উপকারক।

শালিশক্তু।—ইহা একপ্রকার ছাতুর নাম। শালিধান্য হইতে এই ছাতু প্রস্তুত হয়। ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, এবং তৃষ্ণা, বমি, জ্বর ও রক্তপিত্তের বিশেষ উপকারক।

শালূক।—(Roots of different species of Nymphœa.) পদ্মের কন্দকে শালুক বলে। বাঙ্গালায় ইহা পদ্মের গেঁড়ো ও শালুক, হিন্দীতে কসেরু ও ভিবীড়া, এবং তেলেগুভাষায় জাজিকায় নামে অভিহিত। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক, এবং পিত্ত ও দাহরোগের শান্তিকারক।

শাল্মলী।—(Bombax malabaricum.) ইহা একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিমূল-গাছ হিন্দীতে শেম্বল ও শেমুর, উৎকলে বোনরো, তামিলে পুলা, এবং মহারাষ্ট্র-দেশে শাম্বরি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শাল্মলী, মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পী, স্থিরায়ুঃ, কণ্টকাঢ্যা তূলিনী। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক ও মলরোধক; এবং পিত্ত, রক্তপিত্ত ও বাতরক্ত-রোগে উপকারক। ইহার মূলের রস ও ঐসকল গুণবিশিষ্ট। অধিকন্তু তাহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। শিমূলের ফুল মধুর-কষায় রস, মধুর-বিপাক, গুরুপাক, শীতল, রুক্ষ ও বায়ু-বর্দ্ধক। শিমূলের বীজ ও মূল সমগুণ-বিশিষ্ট। শিমূলের আঠার নাম মোচরস। মোচরস শব্দে তাহার গুণাদি সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

শাল্মলী-কন্দ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ কন্দের নাম। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহা শম্বরীকন্দ নামে অভিহিত। ইহা মধুররস, শীতল ও মলভেদক, এবং পিত্ত, দাহ, সন্তাপ ও শোথরোগের উপশমকারক।

শিংশপা।—(Dalbergia Sissoo. A Timber tree.) ইহা একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিশুগাছ, হিন্দীতে শীসব, শিশু ও শীসই, তেলেগুভাষায় শিশুকর্র, তামিলীতে জামুক্কুকট্টই, এবং পঞ্জাবে শকেদর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শিংশপা, পিচ্ছলা, শ্যামা, কৃষ্ণসারা,

অগুরু, কর্শিলা ও ভস্মগর্ভা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক ও বর্ণবর্দ্ধক; এবং দাহ, পিত্ত, শোথ ও অতিসার রোগে উপকারক। শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে শিশুগাছ তিনপ্রকার। সকলের গুণই প্রায় একরূপ। কপিলবর্ণবিশিষ্ট এক-প্রকার শিশুগাছ আছে তাহা তিক্তরস, শীতবীর্য্য ও শ্রান্তিনিবারক, এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, হিক্কা ও বমনরোগ-নিবারক।

শিক্থ।—(Wax.) ইহার অপর নাম মধূচ্ছিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে মোম বলে। ইহা কটুরস, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, স্বাদু এবং কুষ্ঠ ও বাতরক্তনাশক।

শিগ্রু।—(Moringa pterygosperma.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শজিনাগাছ, হিন্দীতে সোহিঞ্জন, বোম্বাই প্রদেশে পীতসেগবা, দাক্ষিণাত্যে মুঙ্গেকাঝাড়, তামিলে মোরঙ্গা, এবং তেলেগুভাষায় মুতুগচেট্টু মুনগ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধক, অক্ষীব, মোচক ও শোভাঞ্জন। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ, রুচিকর, বিদাহী, ধারক, ক্ষারগুণযুক্ত, শুক্রবর্দ্ধক, রক্ত-পিত্ত-প্রকোপক, বাতশ্লেষ্মনাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, মুখের জড়তানিবারক, এবং শোথ, ব্রণ, বিদ্রধি, মেদো দোষ, গুল্ম, প্লীহা, গলগণ্ড ও অপচীরোগে হিতকর। ইহার ফল কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, স্নায়ুর শোথজনক, কফ-বায়ুনাশক, এবং ক্রিমি, গুল্ম, প্লীহা ও বিদ্রধি রোগে উপকারক। ইহার ফল মধুর-কষায়রস, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, এবং শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্মরোগে হিতকর। শজিনার বীজ কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, চক্ষুর হিতকর, অবৃষ্য, কফ বায়ুনাশক, এবং ভূতাবেশের নিবারণকারক। ইহার মূল বিষাক্ত। শ্বেত, পীত, নীল ও রক্ত-বর্ণের পুষ্পভেদে শজিনা চারিপ্রকার। সকল শজিনারই অধিকাংশ গুণ একরূপ। বিশেষতঃ শ্বেত-শজিনা দাহকারক, এবং প্লীহা, বিদ্রধি, ব্রণ, পিত্ত ও রক্তদোষে উপকারক। রক্ত শজিনা—সারক এবং ইহার পত্র ও বল্কলের রস বেদনানিবারক।

শিগ্রু-তৈল।—শজিনার বীজ হইতে একপ্রকার স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহারই নাম শিগ্রু তৈল। বাঙ্গালায় ইহাকে শজিনাবীজের তেল, এবং মহারাষ্ট্রদেশে শেগুতেল কহে। ইহা পিচ্ছিল, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ও কফ-বায়ুনাশক, এবং ব্রণ, কণ্ডূ, ত্বক্‌দোষ ও শোথরোগনিবারক।

শিগ্রুশাক।—শজিনাপত্রের নাম শিগ্রুশাক। বাঙ্গালায় ইহাকে শজিনাশাক,

মহারাষ্ট্রদেশে শেগুপত্র ও কর্ণাটে হল্লিয়-পানে কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক ও ক্রিমিবিনাশক।

শিণ্ডাকী।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। কুট্টিত চাউল, মূলার পাতা ও সর্ষপ প্রভৃতি পচাইয়া এই মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা রুচিকর, গুরুপাক, এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক।

শিমৃড়ী।—ইহা একপ্রকার গুল্ম বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে চঙ্গোনী কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং বাত ও পৃষ্ঠ-শূলনাশক।

শিম্বী।—(Dolichos gladiatus.) ইহা একপ্রকার লতাফলের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম শিম। হিন্দীতে ইহা শেম্বি, এবং বোম্বাইপ্রদেশে শেগা কহে। ইহা মধুর-রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, কোষ্ঠগত বায়ুর প্রকোপ-কারক; এবং অগ্নি, বল, শুক্র ও মলের ক্ষয়কারক। শিম নানাপ্রকার, তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণের শিম সংস্কৃত ভাষায়,—শিম্বী এবং দেশভেদে "মোগলাই শিব" পুস্ত-শিম্বী বা পুস্তকশিম্বী নামে পরিচিত। পুস্তশিম্বীর গুণও সাধারণ শিম্বীর মত।

শিম্বীধান্য।—মুগ, মসূর, মটর, মাষকলাই প্রভৃতি কলায়জাতীয় শস্য-সমূহের নাম শিম্বী-ধান্য। এইসমস্ত শিম্বী-ধান্যের প্রত্যেকের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। শিম্বী-ধান্যমাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। প্রায় সকলপ্রকার শিম্বীধান্যই মধুর-কষায়রস, কটুবিপাক, গুরুপাক, শীতবীর্য্য, এবং অম্ল-পিত্ত, শূল ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে অপকারক। মুগ ও মসূর ব্যতীত সকল শিম্বীধান্যই আধ্মানকারক।

শিরীষ।—(Acacia Lebbec.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিরীষ গাছ, হিন্দীতে শিরীষ, লস্রীন ও কলসিস্, এবং তেলেগুতে দিরসন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শিরীষ, ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদুপুষ্প ও শুকপ্রিয়। ইহা মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক, এবং কাস, শোথ, ব্রণ, বিসর্প ও বিষ-দোষে উপকারক। শিরীষের গাছ অঞ্জনরূপে প্রযুক্ত হইলে, চক্ষুরোগের প্রশমনকারক। কণ্টকযুক্ত একপ্রকার শিরীষগাছ আছে; তাহা স্বেদ, ত্বক্‌দোষ, শোথ, বিসর্প ও বিষদোষে উপকারক।

শিলাজতু।—পর্ব্বতবিশেষ হইতে গ্রীষ্মের সূর্য্য সন্তাপে একপ্রকার ধাতু-নিঃস্রব ক্ষরিত হয়, তাহারই নাম শিলা-জতু। ইহা বাঙ্গালায় শিলাজতু এবং দেশ-ভেদে শিলাজিৎ নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শিলাজতু, শৈল-নির্য্যাস,

গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ ও শৈল-ধাতুজ। ইহা কটু-তিক্ত-রস,কটু-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, ছেদী অর্থাৎ দোষের বিচ্ছিন্নতাকারক, যোগবাহী অর্থাৎ যে পদার্থের সহিত সম্মিলিত হয়, তাহার গুণাদিও ধারণ করে; এবং কফ, মেদ, শোথ,উদর,শ্বাস, ক্ষয়রোগ, অর্শঃ,পাণ্ডু, উন্মাদ, অপস্মার, অশ্মরী, শর্করা, মূত্র-কৃচ্ছ্র, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ প্রশমিত করে। শিলাজতু চারিপ্রকার। স্বর্ণধাতু হইতে যে শিলাজতু নিঃসৃত হয়, তাহার নাম সৌবর্ণ-শিলাজতু। এতদ্ব্যতীত রৌপ্য-ধাতুর নিঃস্রব—রাজত-শিলাজতু, তাম্র-ধাতুর নিঃস্রব—তাম্র-শিলাজতু, এবং লৌহ-ধাতুর নিঃস্রব—আয়স-শিলাজতু নামে খ্যাত। সৌবর্ণ-শিলাজতু জবা-ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, কটু-তিক্ত-মধুর-রস, কটুবিপাক ও শীতবীর্য্য। রাজত-শিলাজতু পাণ্ডুবর্ণ,কটু রস,মধুর-বিপাক ও শীতবীর্য্য। তাম্র-শিলাজতু ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় বিচিত্র আভাবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ-বীর্য্য। আয়স-শিলাজতু জটায়ুর পক্ষের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট,তিক্ত-লবণরস,কটুবিপাক এবং শীতবীর্য্য। এই সকল শিলাজতুর মধ্যে লৌহ-শিলাজতুই উৎকৃষ্ট।

ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবার জন্য শিলা-জতু শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক। ত্রিফলার ও দশমূলের ক্বাথে শিলাজতু গুলিয়া, তাহা লৌহপাত্রে করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে রাখিয়া দিবে; পরে তাহার উপরিভাগে সরের ন্যায় যে পদার্থ জমিয়া থাকিবে, তাহাই লইতে হইবে। এই সব সালসারাদিগণের ক্বাথদ্বারা ভাবিত করিলেই শোধিত হইবে। সালসারাদি-গণ যথা,—সাল, আসন, খদির, পাপড়ি-খদির, তমাল, সুপারী, ভূর্জ্জপত্র, মেষ-শৃঙ্গী, তিনিশ, চন্দন, রক্তচন্দন, শিংশপ, শিরীষ, পিয়াশাল, ধব, অর্জ্জুন, তাল, সেগুন, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, লতাশাল, অগুরু ও কালিয়াকাষ্ঠ।

শিলারস।—ইহা একপ্রকার নির্য্যাসের নাম। বাঙ্গালায় ইহা শিলা-রস নামেই পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শিহ্লক, তুরস্ক, কপিতৈল ও কপিবাচক যাবতীয় শব্দ। শিলারসকে কেহ কেহ লোবান্ বলিয়া থাকেন। ইহা কটু-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কান্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক ও কণ্ঠপরিষ্কারক; এবং জ্বর, দাহ, ঘর্ম্ম, কুষ্ঠ ও গ্রহদোষের উপশমকারক। ইহা মধুর ভাবনা দ্বারা শোধিত হয়।

শিলাবল্কা।—ইহা একপ্রকার ওষধির নাম। হিন্দীতে ইহাকে শিলা-বাক্ কহে। ইহা মধুররস, শীতল ও পিত্তনাশক, এবং জ্বর, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ ও অশ্মরীরোগে হিতকর।

শিলিন্দ।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। চলিত কথায় ইহাকে শিলন মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, মধুর-বিপাক, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক, এবং আমবাতজনক।

শিলীন্ধ্র।—(Agaricus compestris. Syn.—Mushroom.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র ও কোমল উদ্ভিদের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পোয়ালছাতু ও কোড়কছাতা কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্য্যায়,—শিলীন্ধ্র, ভূমিচ্ছত্র, ভূছত্রক ও ছত্রিকা। ক্লিন্নভূমি, গোময়, কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদিতে এই জাতীয় নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ জন্মে। তন্মধ্যে পরিষ্কৃত স্থানে বা কাষ্ঠাদিতে শ্বেতবর্ণ ও "সোঁদা" গন্ধবিশিষ্ট যে সকল কোড়কছাতা জন্মে, অনেকে ভোজনার্থ তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা অধিক দোষজনক নহে। এই কোড়কছাতা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, শ্লেষ্মাদিদোষবৰ্দ্ধক, বিরেচক, মূত্রকারক, রজোনিঃসারক, এবং অশ্মরীরোগে ও মূত্রাশয়ের পক্ষে হিতকর। কণ্ঠরোগে ইহার গণ্ডূষ ধারণ (কুল্লি) করিলে, পীড়ার উপশম হয়। দুর্গন্ধময় ও নানাবিধ বর্ণের যে সকল কোড়কছাতা কদৰ্য্য স্থানে জন্মে, তাহা নিতান্ত অপকারক।

শিল্পিকা।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। মহারাষ্ট্র প্রভৃতিদেশে এই তৃণ জন্মিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে ইহাকে লাহনসিম্প, এবং কর্ণাটে কিরিয়সিম্পিগে কহে। ইহা মধুর-রস ও শীতবীৰ্য্য। ইহার বীজ বল-বীৰ্য্যকারক।

শিবরস।—ইহা একপ্রকার কাঁজির নাম। মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটদেশে ইহাকে জরসেথ বলে। ইহা মধুরাম্লরস, সন্তর্পণ, অগ্নিবৰ্দ্ধক এবং দাহনাশক।

শিবিকা।—ইহা একপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের নাম। সাধারণতঃ ইহা শেউই নামে পরিচিত। ময়দা একটু শক্ত করিয়া মাখিয়া, তাহা সূত্রের ন্যায় লম্বাকৃতি করত শুষ্ক করিয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিয়া ভোজনার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, বলকারক, বাত-পিত্তনাশক, কফবৰ্দ্ধক, এবং অস্থিসমূহের সন্ধান (মিলন) কারক।

শিশুমার।—ইহা একপ্রকার জলজন্তুর নাম। চলিত কথায় ইহা শুশু বা শুশুক নামে পরিচিত। শুশু মাংসের গুণ শম্বমাংসের গুণের অনুরূপ। শুশুর বসা মৰ্দ্দন করিলে আমবাত (বাত) রোগের শান্তি হয়।

শীত-ঋতু।—পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস,এবং কোন কোন শাস্ত্রের মতে মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাস শীত বা শিশির ঋতু নামে অভিহিত। এই কাল অতিশয় শীতল। এই কালে বাহিরে শীতল বায়ু প্রভৃতির স্পর্শাদি হেতু অন্তরগ্নি শরীরমধ্যে যথেষ্ট অবরুদ্ধ থাকে। সেইজন্য, এবং কালের অত্যন্ত রুক্ষগুণবশতঃ শরীরও অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া উঠে। অতএব এই কালে স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা উচিত। অগ্নিবল অনুসারে গোধূম, ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার পিষ্টকাদি খাদ্য, এবং জলজ ও আনূপ জীবের মাংস যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে গরম জল ব্যবহার আবশ্যক। রেশম, তূলা ও পশুলোমনির্ম্মিত গরম উষ্ণ-কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত রাখা, এবং উষ্ণগৃহে ও উষ্ণশয্যায় শয়ন করা বিধেয়। শরীর সুস্থ থাকিলে,শীতকালে প্রতিরাত্রে স্ত্রীসহবাস করিলেও কোন হানি হয় না। এইকালে কটু-তিক্ত-কষায় রসযুক্ত, লঘুপাক ও বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্যের পানভোজন, এবং দিবানিদ্রা, বায়ুসেবন, ও শীতল আহার বিহার নিতান্ত অপকারক।

শীতভীরু।—ইহা একপ্রকার মল্লিকাফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাটমল্লিকা,মহারাষ্ট্রদেশে বেলিমোগরা, কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে, এবং তৈলঙ্গদেশে মল্লেচেট্টু কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক; এবং অরুচি, ব্রণ, মুখরোগ, কুষ্ঠ ও বিষদোষে উপকারক।

শীতলজল।—ইহা শীতস্পর্শ, স্বাদু, তৃপ্তিকর, তৃষ্ণানিবারক ও শ্রান্তিনাশক; এবং পিত্তপ্রকোপ,সন্তাপ,দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ, মদাত্যয়, ভ্রম, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধতা, তমকশ্বাস, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত ও বমি রোগে পানার্থ প্রশস্ত। ইহা বাহ্য প্রয়োগেও সন্তাপনিবারক, সঙ্কোচক ও বেদনানিবারক। শীতলজল বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অথবা উচ্চ হইতে ধারানি করিয়া প্রয়োগ করিলে, আহতস্থানের বেদনা ও রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

শীতলপত্রিকা।—শীতলপাটী নামক প্রসিদ্ধ শয্যা যে গাছের ছাল দ্বারা নির্ম্মিত হয়, সেই গাছের নাম শীতল-পত্রিকা। দেশভেদে ইহা মুক্তাপাটী নামে পরিচিত। এই গাছ স্নিগ্ধ, বাত-পিত্তনাশক, এবং শ্রান্তিনিবারক।

শীতলী।—(Limnanthemum Cristatum) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। ইহা জলে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় ইহা পাতাড়ি ও শিউলিছোপ নামে পরিচিত। এই বৃক্ষ

রক্তপরিষ্কারক, বলকর ও বিষদোষ-নিবারক।

শীতবীর্য্য।—দ্রব্যের স্বাভাবিক শীতল গুণের নাম শীতবীর্য্য। মধুররস-বিশিষ্ট প্রায় সকলপ্রকার দ্রব্যই শীত-বীর্য্য। শীতবীর্য্য দ্রব্য গুরুপাক, বাত-শ্লেষ্মজনক, পিত্তনাশক, এবং বাতজ ও কফজ রোগবর্দ্ধক।

শীতাংশু।—ইহা একপ্রকার তৈলের নাম। চলিত কথায় ইহাকে "ক্যাজুপুটি তৈল" বলে। এই তৈলে বড় এলাচ ও কর্পূরের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়। অনেকে ইহাকে ভূর্জ্জপত্রের তৈল বলেন। বস্তুতঃ ইহা একপ্রকার পত্র চোঁয়াইয়া প্রস্তুত হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শীতাংশু-তৈল, কর্পূর-তৈল, দ্বৈপেয়, সৌগন্ধিক, ঐলক, পর্ণোত্থ, শুবতৈল। ইহা তীব্র-সুগন্ধি,বায়ুনাশক, আক্ষেপ (খিচুনি) নিবারক, স্বেদ-জনক, কফনাশক ও বেদনানিবারক, এবং জ্বর, শূল, আমবাত, শিরঃ-পীড়া, আধ্মান, দন্তরোগ ও ভগ্নরোগের শান্তিকারক। এইসকল ক্রিয়ার জন্য এই তৈল বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

শীধু।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। পক্ক ও অপক্ক উভয়প্রকার ইক্ষু-রস হইতেই শীধু প্রস্তুত হয়; তন্মধ্যে পক্ক-ইক্ষুরসজাত শীধুই উৎকৃষ্ট। ইহা কষায়াম্ল-মধুররস, স্নিগ্ধ, রুচিকর,মত্ততা-কারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলবর্ণকারক, বাত-পিত্তজনক, কফনাশক, এবং মলাদির বিবন্ধ, আধ্মান (পেটফাঁপা), গ্রহণী, শোথ, অর্শঃ, প্রমেহ ও শ্লৈষ্মিক রোগে উপকারক। অপক্ক ইক্ষুরসজাত শীধুর সংস্কৃত নামান্তর,—শীতরসশীধু। ইহা পক্ক-রসজাত অপেক্ষা গুণহীন, এবং পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

শুক।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। ইহার মাংস মধুর-রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, মল-রোধক, এবং শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

শুক্ত।—ইহা একপ্রকার আচার বা চাটনি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চুক্র, সহস্রবেধী, রসাম্ল ও শুক্ত। ইহা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও মুখের বিরসতানাশক।

শুক্তি।—ইহা একপ্রকার জল-জীবের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ঝিনুক কহে। শঙ্খ-শম্বুকাদির ন্যায় ইহাও কঠিন আবরণে আবৃত। ইহার মাংস কটু-তিক্ত-রস, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর, এবং শ্বাস, শূল ও হৃদয়োপরোধে উপকারক। শুক্তির কঠিন আবরণাংশ ভস্মাদিরূপে পরিণত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়। জামীরের রসে ভিজাইয়া পরে

উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া লইলেই, শুক্তি শোধিত হয়; তৎপরে অগ্নিদগ্ধ করিলেই ভস্মরূপে পরিণত হয়। শূল, অম্লপিত্ত, গুল্ম, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, প্লীহা, এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে এই ভস্ম উপকারক। ঝিনুকের চূর্ণও শুক্তিভস্মের তুল্য গুণবিশিষ্ট।

শুক্ত্যঙ্গী।—ইহা একপ্রকার নিশিন্দার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-নিশিন্দা বলে। (সিন্ধুবার দ্রষ্টব্য।)

শুক্লবর্ব্বরা।—ইহা একপ্রকার শ্বেত বাবুইতুলসীর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর অর্জ্জক। ইহা কটু-রস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহী, রুচিকর, এবং পিত্তবর্দ্ধক।

শুক্লার্ক।—(Calotropis Gigantea) ইহা একপ্রকার আকন্দের নাম। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ। বাঙ্গালায় ইহা শ্বেত-আকন্দ, কর্ণাটে বিলিয় অক্কে, এবং মহারাষ্ট্রদেশে পাঁপড়ী রুই কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ও সারক। এবং বায়ু, কফ, রক্ত, শোথ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, উদর, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে উপকারক। শ্বেত-আকন্দের ফুল লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, শুক্রজনক, এবং অরুচি, অর্শঃ, কাস ও শ্বাসরোগে হিতকর।

শুক্লভণ্ডী।—ইহা একপ্রকার তেউড়ীর নাম। ইহার রঙ্ শাদা। ইহার অন্য নাম শুক্ল ত্রিবৃৎ। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-তেউড়ী কহে। (ত্রিবৃৎ দ্রষ্টব্য।)

শুণ্ঠী।—(Gingiber Officinale. Syn —Dry Ginger.) শুষ্ক আর্দ্রকের নাম শুণ্ঠী। বাঙ্গালায় ইহা শুঁঠ, এবং অন্যান্য দেশে শুণ্ঠী নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—শুণ্ঠী, বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, উষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের ও মহৌষধ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, পাচক, সারক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও স্বরপরিষ্কারক, এবং শোথ, শূল, মলাদির বিবন্ধ, উদর, অর্শঃ, আমবাত, বমি, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ ও বাতশ্লেষ্মজনিত রোগসমূহের উপশমকারক। বক্ষোবেদনা প্রভৃতিতে শুঁঠের গুঁড়া মালিশ করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। স্থানিক উগ্রতাসাধনের জন্যও শুঁঠের গুঁড়ার মালিশ বিশেষ উপযোগী।

শুদ্ধমাংস।—সাধারণতঃ যে নিয়মে মাংস পাক করা হয়, সেই পক্ক মাংসকেই শুদ্ধমাংস কহে। ইহা বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, ধাতুপোষক, এবং ত্রিদোষের উপশমকারক।

শুদ্ধবল্লিকা।—ইহা একপ্রকার লতা-বৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম

শুড়ূচী। বাঙ্গালায় ইহাকে গুলঞ্চ বলে। (শুড়ূচী দ্রষ্টব্য।)

শুদ্ধা।—ইহার অপর নাম কুটজবীজ। বাঙ্গালায় ইহাকে ইন্দ্রযব বলে। (ইন্দ্রযব দ্রষ্টব্য।)

শুনকচিল্লী।—ইহা মহারাষ্ট্র-দেশজাত একপ্রকার শাকের নাম। ঐ সকল অঞ্চলে ইহা স্বর্ণেচিল্লী,নায়চিল্লীকে, কুতবচীল ও চিল্লীশাক নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নাম শুনকচিল্লী। বাঙ্গালায় ইহাকে চিলিশাক কহে। ইহা কটুরস, তীক্ষ্ণ, এবং কণ্ডূ ও ব্রণরোগে হিতকর।

শুষণি।—ইহা একপ্রকার জলজশাক। বাঙ্গালায় ইহাকে শুশুণি শাক বলে। ইহা শীতল, কফবাত-নাশক ও নিদ্রাকারক।

শুষ্কপত্র।—শুষ্ক পাট-পাতাকে শুষ্কপত্র বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম নালিতাপাতা ও শুক্তপাতা। এই পাতা-ভিজান-জল পিত্তশ্লেষ্মজ্বরনাশক, জল-দোষ-নিবারক, পিত্তনাশক ও রুচিকর।

শূক।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শুয়াঘাস বলে। ইহা দুর্জ্জর।

শূকধান্য।—যব-গোধূমাদি যে সকল শস্য শূকবিশিষ্ট,তাহাদিগকে শূক-ধান্য কহে। প্রত্যেক শূকধান্যের গুণ স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধারণতঃ সকল শূকধান্যই লঘুপাক ও দোষশান্তিকর, এবং বল-বীর্য্য ও তেজ প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক। নূতন শূকধান্য গুরুপাক; এইজন্য এক বৎসরের পুরাতন শূকধান্যই প্রশস্ত।

শূকশিম্বী।—Macuna pruriens) ইহা শিম্বীজাতীয় একপ্রকার লতা'ফলের নাম। ইহার লতায় ও ফলের গাত্রে অত্যন্ত শুঁয়া থাকে। বাঙ্গালায় ইহা আলকুশী, পূর্ব্ববঙ্গে শূয়াশম্বু, হিন্দীতে গোঞ্চা,কিবাচ ও কৌঁচ, তামিলে পুনাইক ও কালি, তেলেগুভাষায় পিল্লি-অড়ুগু ও চুনগুণ্ডি, মহারাষ্ট্রে কবচ ও কুহিরী, এবং বোম্বাইয়ে কুহিলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষা, মর্কটী, অজরা, কণ্ডূরা, ব্যঙ্গা, দুঃস্পর্শা,প্রাবৃষায়ণী,লাঙ্গলী ও শূকশিম্বী। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, গুরুপাক, বলকর, মাংসবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ বায়ুর শান্তিকারক এবং রক্ত-দোষনিবারক। আলকুশীর বীজ অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক ও রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক।

শূকর।—ইহা একপ্রকার জন্তুর নাম। ইহার অন্য নাম বরাহ। বাঙ্গালায় ইহাকে শুয়ার বলে। ইহার মাংস রুচি-কর, শুক্রবর্দ্ধক, দুর্জ্জর, এবং বাত-নাশক। (বরাহ দ্রষ্টব্য।)

শূরণ।—"Arum Companulatum.) ইহা একপ্রকার কন্দের নাম।

বাঙ্গালায় ইহাকে ওল, হিন্দীতে জমিন্-কন্দ ও ওল, তেলেগুভাষায় মুঞ্চকুন্দ, বোম্বাইয়ে জংলিস্থরণ, তামিলে স্থরণ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে স্থরণ্ এবং স্থরণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শূরণ, কন্দ, ওল, কন্দল ও অর্শোঘ্ন। ইহা কটু-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক, রুচিকর ও কফ-বায়ুনাশক; এবং শ্বাস, কাস, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, বমন ও অর্শোরোগে উপকারক। গ্রাম্য ও বন্য-ভেদে ওল দুইপ্রকার; তন্মধ্যে গ্রাম্য-ওল অপেক্ষা বন্য ওল অধিক গুণশালী। আবার শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে উভয় ওলই দুইপ্রকার। তন্মধ্যে রক্ত ওলের বিশেষ গুণ এই যে, তাহা বিষ্টম্ভী ও পিত্তকারক এবং দদ্রু, রক্ত, পিত্ত ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

শূলী।—ইহা একপ্রকার জলজ তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শোলা, বোম্বাইয়ে শূলী, এবং কর্ণাটে সোগলে কহে। ইহা পিচ্ছিল, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, রুচিকর, বলকারক ও স্তন্যবর্দ্ধক, এবং পিত্ত ও দাহরোগে উপকারক।

শূল্যমাংস।—কোমল মাংসখণ্ড লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিলে, তাহাকে শূল্য-মাংস কহে। চলিত কথায় ইহা শিক্‌কাবাব নামে পরিচিত। এই মাংস গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির সুপথ্য।

শৃগালকণ্টক।—(Argemone mexicana.) ইহা কণ্টকযুক্ত এক-প্রকার ক্ষুদ্রগুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিয়ালকাঁটা কহে। শিয়াল-কাঁটার গাছ তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, রক্ত-পরিষ্কারক, পিত্তনাশক, এবং চর্ম্মরোগের উপশমকারক। ইহার আঠা বাহ্য প্রয়োগে পামা, বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি রোগের শান্তি-কারক। ইহার বীজ সারক বমনকারক ও শ্লেষ্মনিঃসারক। ইহার বীজের তৈল বাহ্য প্রয়োগে চর্ম্মরোগনিবারক।

শৃগাল-কোলি।—(Zizyphus Ænoplia) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র কুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিয়া-কুল কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—কর্কন্ধু। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-যুক্ত অম্লরস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, কফবর্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক।

শৃগাল।—ইহা প্রসহ-জাতীয় একপ্রকার প্রসিদ্ধ পশু। চলিত কথায় ইহাকে শিয়াল কহে। ইহার মাংস মধুররস, বিপাকে মধুর, লঘুপাক, শীত-বীর্য্য, মল-মূত্ররোধক, এবং বিষদোষের শান্তিকারক।

শৃঙ্গাটক।—(Trapa bispinosa.) ইহা জলজাত একপ্রকার ক্ষুদ্রফল। বাঙ্গালায় ইহাকে শিঙ্গাড়া ও পানিফল, হিন্দীতে শিঙ্ঘাড়া, এবং

তৈলঙ্গদেশে পরিকেগড্ডু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, মলরোধক, রুচিকর, বাত-পিত্তনাশক, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, দাহ, ভ্রম ও রক্তপিত্ত রোগে হিতকর। ছোট পানিফল অপেক্ষাকৃত লঘুপাক।

"ভাব-প্রকাশ" নামক গ্রন্থে শৃঙ্গাটক নামক একপ্রকার খাদ্যের উল্লেখ আছে। বাঙ্গালায় তাহা শিঙ্গাড়া নামে অভিহিত। তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে,—মাংসের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া, প্রথমতঃ তাহা জলে সিদ্ধ করিবে, এবং উপযুক্ত মশলার সহিত ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে ময়দার ঠোলের মধ্যে সেই মাংসের পূর দিয়া শিঙ্গাড়ার আকারে পিষ্টক প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা ঘৃতে ভাজিবে। তাহা হইলেই শৃঙ্গাটক নামক খাদ্য প্রস্তুত হইবে। এই খাদ্য স্বাদু, রুচিকর, গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক ও পুষ্টিকর, এবং বাত-পিত্ত-কফনাশক। ইহার অনুকল্পে আলুর পূর দেওয়া শিঙ্গাড়া নামক যে খাদ্যবিশেষ সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, তাহাও ঐরূপ গুণবিশিষ্ট; তবে ইহার সকল গুণই অপেক্ষাকৃত অল্প।

শৃঙ্গী।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিঙ্গী, ও দেশভেদে জিওলমাছ বলে। ইহার মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটী তীক্ষ্ণ কণ্টক আছে, এবং আকৃতি অনেকটা মাগুর মাছের অনুরূপ। ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, স্তন্য ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং শোথ, পাণ্ডু, পিত্ত ও কফ-বায়ু-নাশক, মতান্তরে—ইহা শ্লেষ্মপ্রকোপক।

শৃতশীত-জল।—জল গরম করিয়া শীতল করিয়া লইলে, তাহাকে শৃতশীত জল কহে। গরম করিলে দোষ সকল নষ্ট হয় বলিয়া, এই জল সকল-অবস্থাতেই পেয়; বিশেষতঃ ইহা নব-জ্বর, সন্নিপাতজ্বর, প্রতিশ্যায়, পার্শ্বশূল, বাতরোগ, হিক্কা, আধ্মান (পেটফাঁপা), রক্তমেহ, রক্তবিকার, ধাতুক্ষয় ও বিষ-বিভ্রমে উপকারক।

শেফালিকা।—(Nyctanthes arbortristis.) ইহা একপ্রকার পুষ্প-বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিউলী গাছ, হিন্দীতে সিহরু ও সিওলি, মহা-রাষ্ট্রে পাঁঢ়রীনিগুণ্ডী, কর্ণাটে বিলিয়া-লোকে, বোম্বাইয়ে হরসিঙ্গর, পঞ্জাবে লহরি, এবং তামিলে মন্জপ কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বায়ু ও ক্ষয়রোগ-নাশক, এবং অঙ্গসন্ধিগত ও গুহ্যদেশগত বায়ুর উপশমকারক। শেফালিকার পাতার রস, মধুর সহিত সেবনে জীর্ণজ্বরে বিশেষ ফলদায়ক।

শৈগ্রব।—শজিনার বীজকে শৈগ্রব বলে। শিরোবিরেচনে ইহা বিশেষ উপকারক। (শিগ্রু দ্রষ্টব্য।)

শৈলজ।—(A species of Lichen.) ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শৈলজ ও কলহু, হিন্দীতে ভূরছরিল ও ছৎ, এবং তেলেগু ভাষায় শৈলেয়মনেদ্রব্যম্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শৈলেয়, শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালানুসার্য্যক। ইহা সুগন্ধি, তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক, হৃদ্য ও কফ-পিত্ত-নাশক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস, অশ্মরী, ব্রণ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও রক্তস্রাবের শান্তিকারক।

শৈবাল।—(Blyxaoctandra) ইহার বাঙ্গালা নাম শেওলা ও পানা। বোম্বাইয়ে ইহাকে জলকুম্ভী ও তৈলঙ্গে ভুটকূর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শৈবাল ও শৈবল। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক ও স্নিগ্ধ, এবং দাহ, সন্তাপ, পিপাসা, জ্বর, রক্ত-দুষ্টি, ব্রণ ও পিত্তের উপশমকারক।

শোণনদের জল।—শোণনামক প্রসিদ্ধ নদের জল রুচিকর, দোষনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও সন্তাপনিবারক।

শোভাঞ্জন।—(Moringa pterygosperma) ইহা নীলবর্ণবিশিষ্ট শজিনার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নীল সজিনা ও সেমগা, হিন্দীতে শোহিঞ্জন ও সঞ্জন, মহারাষ্ট্রে কালাসেগুবা, কর্ণাটে কবিয়নুগ্গি, তেলেগুভাষায় মুনগা, তামিলে মোরুঙ্গ, এবং বোম্বাই প্রদেশে শেগব ও সেগত কহে। ইহা মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, রুচিকর, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, এবং ক্রিমি ও বাতশূলে উপকারক। ইহার ফল কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নায়ুর শোথকারক, কফ-বায়ুনাশক, এবং প্লীহা, গুল্ম, বিদ্রধি ও ক্রিমিরোগে হিতকর। ইহার ফলকে তেলেগুভাষায় মুনগপাপাণ্ডু কহে। ইহা কষায়-মধুররস, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্ত-নাশক, এবং শ্বাস, ক্ষয়কাস, গুল্ম, শূল ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

শোলিকা।—ইহার অন্য নাম বনহরিদ্রা; বাঙ্গালায় ইহাকে বনহলুদ এবং কোঙ্কণদেশে সালি অড়িবিষকা এবং অরিসিনি কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, রুচিকারক, এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

শ্যামপর্ণী।—(Tea.) ইহার বাঙ্গালা নাম চা, এবং সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্লেষ্মারি, গিরিভিৎ, শ্যামপর্ণী ও অতন্দ্রী। ইহার পাতা অল্প সিদ্ধ করিয়া, সেই ক্বাথ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পানার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কষায়রস, উষ্ণ-বীর্য্য, বিষ্টম্ভী, ঘর্ম্মকারক, নিদ্রানিবারক,

শরীরের জড়তানাশক, কামোদ্দীপক, এবং কফ, কাস, প্রতিশ্যায়, জ্বর ও বহুবিধ শ্লেষ্মবিকারে বিশেষ উপকারক।

শ্যামাক।—(Panicum frumentaceum) ইহা একপ্রকার তৃণধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্যামাধান, বোম্বাইপ্রদেশে সাঁবা, কর্ণাটে সামে, এবং তৈলঙ্গদেশে চামধান্যমু কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, শোষণকারক এবং গলরোগ, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বিষদোষে উপকারক।

শ্যামাঢ়কী।—যে আঢ়কীর পুষ্প শ্যামবর্ণ, তাহার নাম শ্যামাঢ়কী। বাঙ্গালায় ইহাকে কাল অড়হর কহে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, দাহ-নিবারক, এবং অড়হরের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

শ্যামালতা।—(Ichnocarpus frutesceos) ইহা অনন্তমূলজাতীয় একপ্রকার লতার নাম। হিন্দীতে ইহাকে দুধি, এবং তেলেগুভাষায় নীলতিগ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৃষ্ণসারিবা, কলঘন্টিকা, শ্যামা, গোপী ও গোপবধূ। শ্যামালতার লতা, পত্র ও মূল, সমস্তই অনন্তমূলের ন্যায়; কেবল প্রভেদ এই যে, ইহার পত্রে অনন্তমূলের মত শাদা দাগ, এবং মূলে বিশেষ সুগন্ধ নাই। শ্যামালতার মূল মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকারক, শুক্রজনক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রবর্দ্ধক, রক্ত-পরিষ্কারক, ত্রিদোষনাশক ও রসায়ন, এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, আমদোষ, বিষদোষ, পারদ-বিকৃতি ও উপদংশজনিত যাবতীয় চর্ম্মরোগের শান্তিকারক।

শ্যামাত্রিবৃৎ।—লাল তেউড়ীমূলকে শ্যামাত্রিবৃৎ বলে। হিন্দীতে ইহা শ্যামাপনিলর ও কালা-নিশিত্তর, এবং মহারাষ্ট্রদেশে কাল্লেং নিশোত্তর নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্যামাত্রিবৃৎ, অর্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কালা, কৈষিকা ও কালমেষিকা। ইহা শ্বেততেউড়ীর মূল অপেক্ষা হীনগুণ, কিন্তু তীব্র বিরেচক, এবং দাহ, মূর্চ্ছা, মত্ততা, ভ্রান্তি ও কণ্ঠশোষ প্রভৃতি উপসর্গজনক।

শ্যোণাক।—(Calosanthes Indica Syn.—Bignonia Indica.) ইহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত দশমূলের অন্তর্গত বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সোণাগাছ, হিন্দীতে সোণাপাঠা ও অলু, মহারাষ্ট্রে টেন্টু, উৎকলে ফণফণা, পঞ্জাবে মুলিন, নেপালে করুমকন্দ এবং তামিলে পন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্যোণাক, শ্যোনাক, শোষণ, নট, কটুঙ্গ, টুন্টুক, মণ্ডূকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাস, কটম্বট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব ও

কটন্তর। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, কটু-বিপাক, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক, ত্রিদোষনাশক, এবং পিত্তশ্লেষ্মজ অতিসার ও সন্নিপাতজ জ্বরের নিবারণকারক। ইহার কচিফল কষায়-মধুররস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, রুক্ষ, পাচক, কফ-বায়ুনাশক ; এবং গুল্ম, অর্শঃ ও ক্রিমি-রোগে উপকারক। ইহার পরিপুষ্ট ফল গুরুপাক ও বায়ুপ্রকোপক।

শ্রাবণী।—(Sphœranthus Indicus.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রগুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মুণ্ডিরী মুরমুরিয়া ও হাইলমুল, হিন্দীতে মুণ্ডী, মহারাষ্ট্রে ছোটামুণ্ডী, তৈলঙ্গে বোড়সরপুচেট্টু, এবং তামিলে ও বোম্বাইয়ে কোট্রক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণাহ্বা, মুণ্ডিতিকা ও শ্রবণশীর্ষকা। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, মেধাবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, এবং আমাতিসার, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি, শ্লীপদ, বৃদ্ধি, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, পাণ্ডু, যোনিরোগ, মেদোদোষ, বিষদোষ ও গুহ্যমার্গগত রোগসমূহে উপকারক।

শ্রীকারী।—ইহা একপ্রকার মৃগের নাম। ইহার মাংস মধুররস, লঘুপাক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

শ্রীখণ্ডচন্দন।—(Yellow variety of sandal-wood.) ইহা একপ্রকার পীতবর্ণ চন্দনের নাম। ইহার চলিত নাম হরিচন্দন। ইহা শ্বেতচন্দনের প্রকারভেদ মাত্র। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্রীখণ্ড-চন্দন, ভদ্রশ্রী, তৈলপাণক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দনদ্যুতি। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, আহ্লাদজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কান্তিজনক, নিদ্রাকারক, এবং পিত্ত, ভ্রান্তি, বমি, জ্বর, সন্তাপ, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ, কৃমি ও শোষরোগে উপকারক। ঘামাচি নিবারণের জন্য গাত্রে এই চন্দনের অনুলেপন প্রচলিত আছে।

শ্রীখণ্ডচন্দন দুইপ্রকার। কাঁচাগাছ কাটিয়া যে চন্দন সংগ্রহ করা যায়, তাহার নাম বেট্টচন্দন ; এবং গাছ আপনি শুকাইয়া গেলে যে চন্দন সংগৃহীত হয়, তাহার নাম সুকড়ি। উভয়ের গুণে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

শ্রীতাল।—ইহা মলয়দেশজাত একপ্রকার তালবৃক্ষের নাম। ইহার আকৃতি এদেশীয় তালগাছের অনুরূপ। ইহার ফল ঈষৎ-কষায়যুক্ত মধুর-রস, শীতল, কফবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, এবং বায়ুপ্রকোপক।

শ্রীবল্লী।—ইহা একপ্রকার কণ্টক-বৃক্ষের নাম। মহারাষ্ট্রপ্রদেশে ইহাকে

সীগেরবল্লী, এবং কর্ণাটে শ্রীবল্লী কহে। ইহা অম্ল-কটু-রস, কফ-বায়ু-নাশক, এবং শোথরোগে হিতকর।

শ্রীবাস।—(Resin of pinus longifolia) ইহা সরলবৃক্ষনামক এক-প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাসের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধবিরজা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্রীবাস, সরলস্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষধূপক। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তবর্দ্ধক, কফ-বায়ু-নাশক, চক্ষুরোগে হিতকর, বক্ষোদোষ-নিবারক, এবং বায়ুরোগ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, স্বরভেদ, কণ্ডূ, ব্রণ ও মস্তকের উকুনাদি কীটের নিবারণকারক। গন্ধ-বিরজার পটী ব্যবহারে ফোড়া প্রভৃতি বসিয়া যায়।

অনেকে তার্পিণ তৈলকে শ্রীবাস বলেন। তার্পিণ তৈল অত্যন্ত তরল, বায়ু-পরিণামী (অনায়াসে বায়ুরূপে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়), সুগন্ধি, তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উত্তেজক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ (খেচুনি) ও বেদনানিবারক, কফ-নিঃসারক, বিরেচক, রক্তরোধক, মূত্র-কারক, ঘর্ম্মকারক ও ক্রিমিনাশক। তার্পিণতৈল বাহ্যপ্রয়োগেই অধিক ব্যব-হৃত হয়। পচা ক্ষতে ব্যবহার করিলেও ক্ষতের পচন ও দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া থাকে। পেটের বেদনা, ফিকবেদনা ও যকৃতের বেদনা প্রভৃতিতে এই তৈলের বাহ্যপ্রয়োগে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

শ্বেতকণ্টকারী।—ইহা এক-প্রকার কণ্টকযুক্ত লতার নাম। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ; বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা কণ্ট-কারী, হিন্দীতে শ্বেতরিঙ্গিনী ও শ্বেত-ভটকটৈয়া, এবং তেলেগুতে বিলিয়নে-লগুলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষণা, ক্ষেত্র-দূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চান্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক ও গর্ভ-বাধানিবারক, এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ প্রভৃতির উপ-শমকারক। ইহার ফল কটু-তিক্তরস, কটু-বিপাক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, ভেদক, পিত্ত-প্রকোপক, শুক্রস্রাবকর, কফ-বায়ুনাশক, জ্বর, ক্রিমি, কণ্ডু ও মেদোদোষে হিতকর।

শ্বেতকরবীর।—এই করবীর-গাছের ফুল শ্বেতবর্ণ। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতকরবীর বা শাদা-করবীর কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিষাক্ত, এবং বাহ্যপ্রয়োগে কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, নেত্ররোগ ও অর্শোরোগে উপ-কারক। কিন্তু আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ইহা বিষের ন্যায় অপকারক।

শ্বেতকাঞ্চন।—শ্বেতবর্ণ পুষ্প-বিশিষ্ট কাঞ্চনবৃক্ষকে শ্বেত-কাঞ্চন বলে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কোবিদার, মরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্র-পুষ্প, অশ্মন্তক ও স্বল্পকেশরী। ইহা কষায়রস, শীতবীর্য্য, ধারক ও কফ-পিত্ত-নাশক, এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গণ্ড-মালা ও ব্রণরোগে উপকারক। ইহার ফুল লঘুপাক, রুক্ষ, ধারক, এবং রক্ত ও প্রদররোগে হিতকর।

শ্বেত-কুরুণ্টক।—শ্বেতবর্ণ পুষ্প-বিশিষ্ট ঝাঁটীগাছকে শ্বেতকুরুণ্টক বলে। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা-ঝাঁটী কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, দন্তের ও কেশের হিতকর, এবং বাতপিত্ত, কফ, রক্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, কামলা, বলি, পলিত, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষদোষে উপকারক।

শ্বেতকুশ।—শুক্লবর্ণ কুশ-তৃণের নাম শ্বেতকুশ। মহারাষ্ট্রপ্রদেশে ইহাকে পাঁঢ়রীকুশী, এবং কর্ণাটে বিমিয়বুটকুশি কহে। ইহার মূল মধুররস, শীতল, রুচিকর, রক্ত-পিত্তের উপকারক, এবং জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলারোগে হিতকর। ইহার অভাবে সাধারণ কুশের মূল ব্যবহৃত হয়।

শ্বেত-খদির।—ইহা একপ্রকার খদিরের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পাপড়ি খয়ের, মহারাষ্ট্রে পাঢ়রা খৈরু, কর্ণাটে বিলিয়তর্ত্তি ও পপরী খয়ের, এবং তেলেগুভাষায় তেল্লচণ্ড কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—খদির, শ্বেতসার, কদর ও সোমবল্কল। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণপরিষ্কারক, কফ-বায়ু-নাশক, এবং কণ্ডু, ব্রণ, মুখরোগ ও রক্তদোষের উপশমকারক।

শ্বেতগুঞ্জা।—(White Abrus Precatorius.) ইহা শ্বেতবর্ণ গুঞ্জা-ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা কুঁচ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—উচ্চটা ও কৃষ্ণলা। ইহার লতা উষ্ণবীর্য্য ও তীক্ষ্ণ, এবং মূল শূলরোগে ও বিষদোষে উপকারক। ইহার বীজ বমনকারক, এবং পত্র বশীকরণাদিতে প্রশস্ত। ইহার অন্যান্য গুণ রক্তগুঞ্জার অনুরূপ।

শ্বেতচন্দন।—(Santalum album.) শ্বেতচন্দনকে বাঙ্গালায় সার-চন্দন ও শাদাচন্দন বলে। ইহা তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, আহ্লাদজনক ও বল-কারক, এবং জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ ও পিত্ত-শ্লেষ্মায় উপকারী।

শ্বেত-চিল্লীশাক।—ইহা এক-প্রকার বাস্তুক-শাকের নাম। ইহা ভাগী-রথী-তীরে প্রচুরপরিমাণে জন্মে। বাঙ্গা-লায় ইহাকে শাদা-বেতো, মহারাষ্ট্রদেশে বাগুবা, কর্ণাটে বিলিয়চিল্লিকে এবং বোম্বাইপ্রদেশে লঘুচাকবত্ত কহে। ইহা

মধুররস, শীতল, ক্ষারগুণযুক্ত, ত্রিদোষনাশক এবং জ্বররোগে হিতকর।

শ্বেতজীরক।—ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ জীরকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সাজীরে বা শাদাজীরে, মহারাষ্ট্র দেশে পাঁঢ়রে জীরে, এবং কর্ণাটে বিলিয়জিরিগে কহে। ইহা মধুর-কটু-রস, শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, এবং ক্রিমি, উদরাধ্মান ও বিষদোষের উপশমকারক।

শ্বেতটঙ্কণ।—অধিক শ্বেতবর্ণ একপ্রকার সোহাগার নাম শ্বেতটঙ্কণ। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা-সোহাগা কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ ও কফবায়ুনাশক, এবং শ্বাস, কাস, ক্ষয়, মল, আমদোষ ও বিষদোষের শান্তিকারক।

শ্বেত-তণ্ডুল-মণ্ড।—আতপ চাউল সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকে শ্বেত-তণ্ডুল মণ্ড কহে। ইহা মধুররস, শীতল, বায়ুবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মজনক, এবং মেহ, অশ্মরী ও শোথরোগে হিতকর।

শ্বেত-তাম্বুল।—শাদা পাণকে শ্বেত-তাম্বুল বলে। বাঙ্গালায় ইহাকে ছাঁচিপাণ বলে। ইহা কটুরস, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, এবং কফ-বায়ুনাশক।

শ্বেত-ত্রিবৃৎ।—যে তেউড়ীর মূল শ্বেতবর্ণ, তাহা শ্বেতত্রিবৃৎ নামে পরিচিত। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-তেউড়ী, এবং হিন্দীতে শ্বেতনিশোত্তর কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—শ্বেতত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্রা ও রেচনী। ইহা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বিরেচক, বায়ুনাশক, পিত্তশ্লেষ্মার উপশমকারক এবং পিত্তজ্বর, শোথ ও উদররোগের শান্তিকারক।

শ্বেতদূর্ব্বা।—ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ দূর্ব্বার নাম। বোম্বাইপ্রদেশে ইহা পাড়রীহরিয়ালী, কর্ণাটে বিলিয়কুরুকে, এবং তেলেগুভাষায় শুক্লদূর্ব্বালু নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গোলোমী ও শীতবীর্য্যা। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুররস, শীতল, রুচিকর, কফপিত্তনাশক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমন, অতিসার, কাস, আমদোষ, ব্রণ, বিসর্প ও রক্তস্রাবাদির প্রশমনকারক।

শ্বেতনিষ্পাবা।—ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ শিমের নাম। ইহা অল্প কষায়-যুক্ত-মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, বায়ুবর্দ্ধক ও আধ্মানকারক।

শ্বেতপদ্ম।—(White lotus) ইহা একপ্রকার পদ্মফুলের নাম। ইহা শ্বেতবর্ণ। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—পুণ্ডরীক। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতপদ্ম, মহারাষ্ট্রে পাঁঢ়রে-কমল, কর্ণাটে বিলিয়তাবরে, এবং তৈলঙ্গদেশে তেল্লাতামর

কহে। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, কফ-পিত্তনাশক,এবং দাহ,শ্রম,পিপাসা, রক্তদোষ ও চক্ষুরোগের উপশমকারক। ইহার মূল, পত্র ও বীজাদির গুণ সাধারণ পদ্মের অনুরূপ।

শ্বেতপুনর্নবা।—(Boerhaavia diffusa) ইহা একপ্রকার লতাগাছের নাম। ইহার সাধারণ নাম পুনর্নবা। শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে ইহা দুইপ্রকার। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতপুনর্নবা, হিন্দীতে শান্ত, মহারাষ্ট্রদেশে পাণ্ডরী-ঘেণ্টুলী, কর্ণাটে বিলিয়ত্তবেল্লড়কিলু, তেলেগু-ভাষায় অতিকলমেদি, তামিলে মুকরত্তেকিরে এবং বোম্বাইপ্রদেশে পুনর্নবা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পুনর্নবা, শ্বেতমূলা, শোথঘ্নী ও দীর্ঘপত্রিকা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ বায়ুনাশক, এবং শোথ, উদর, পাণ্ডু, কাস, হৃদ্রোগ, শূল, রক্তদোষ ও বিষদোষে উপকারক। ইহার পত্রের প্রলেপ ব্যবহারে নাড়ীব্রণের উপশম হয়।

শ্বেতপূরিকা।—ইহা একপ্রকার লুচির নাম। ময়দায় অধিক পরিমাণে "ময়ান" দিয়া যে লুচি প্রস্তুত হয়,তাহার নাম শ্বেতপূরিকা। এই লুচি মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক এবং বাত-পিত্তনাশক।

শ্বেতভৃঙ্গরাজ।—(Heliotropium brevipolium.) যে ভৃঙ্গরাজের পুষ্প শ্বেতবর্ণ, তাহাই শ্বেতভৃঙ্গরাজ নামে পরিচিত। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা ভীমরাজ, এবং হিন্দীতে সফেদ ভাঁরা কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বলকারক, রসায়ন, কফ-বায়ুনাশক, দন্ত ও কেশের হিতকর,এবং শ্বাস, কাস,ক্রিমি, কুষ্ঠ, পাণ্ডু,শোথ, আমদোষ, শিরোরোগ ও নেত্ররোগের উপশমকারক।

শ্বেতমন্দারক।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—শ্বেতার্ক। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-আকন্দ, বোম্বাই প্রদেশে শ্বেতমান্দার, এবং কর্ণাটে বিলিয়মন্দারণু কহে। ইহা অত্যুষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, মলরোধক, ক্রিমিনাশক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগে উপকারক।

শ্বেতমরিচ।—(Seed of Hyperanthera moringa.) শজিনার বীজের নাম শ্বেতমরিচ। বাঙ্গালায় ইহাকে শজিনার বীজ, মহারাষ্ট্রদেশে শাঁচুরেমিরিয়ে, কর্ণাটে বিলিয়মেণসু, এবং তেলেগুভাষায় তেল্লমিরিয়ালু কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অবৃষ্য ও রসায়ন, এবং চক্ষুরোগ, ভূতাবেশ ও বিষদোষের নিবারক। শিরোরোগে ইহার নস্য লইলে বিশেষ উপকার হয়।

শ্বেতরোহিতক।—যে রোহিতক বৃক্ষের পুষ্প শুক্লবর্ণ, তাহাই শ্বেতরোহিতক নামে পরিচিত। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা-রোড়া, অথবা শাদা রয়না কহে। ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল, ও স্নিগ্ধ, প্লীহা, ক্রিমি, ব্রণ, নেত্ররোগ ও বিষদোষে উপকারক।

শ্বেতবচা।—শুক্লবর্ণ বচকে শ্বেত-বচা বলে। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা বচ, মহারাষ্ট্রদেশে পাঁঢ় বেখণ্ডা, এবং কর্ণাটে বিলিয়বজে কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—পারসীক-বচা ও হৈমবতী। ইহা উগ্র-গন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-বর্দ্ধক, মেধাবর্দ্ধক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং ক্রিমি, উদরাধ্মান, মল-মূত্রাদির বিবন্ধ, অপস্মার, উন্মাদ, ভূতাবেশ ও শূলরোগের শান্তিকারক।

শ্বেতবর্ব্বরক।—ইহা একপ্রকার চন্দনের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বর্ব্বরোত্থ, বর্ব্বরক, পিত্তারি, বর্ব্বর, শ্বেত-বর্ব্বরক, শীতসুগন্ধি ও সুরভি। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, এবং বাত-পিত্ত-কফনাশক।

শ্বেতবৃহতী।—যে বৃহতীর পুষ্প শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বেত-বৃহতী বলে। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা বৃহতী, কর্ণাটে বিলিয় গুল্লু এবং বোম্বাই প্রদেশে পাঢ়রী-ডোরলী কহে। ইহা রুচিকর, বাত-শ্লেষ্ম-নাশক, এবং অঞ্জনরূপে প্রযুক্ত হইলে নেত্ররোগের বিবিধ যন্ত্রণানিবারক।

শ্বেতশরপুঙ্খা।—শ্বেতবর্ণ পুষ্প-বিশিষ্ট শরপুঙ্খাকে শ্বেতশরপুঙ্খা বলে। বাঙ্গালায় ইহা শরপুঙ্খা, এবং হিন্দীতে শ্বেত-শরফোঁকা নামে পরিচিত। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং ক্রিমি ও বাত-রোগে উপকারক।

শ্বেতশাল্মলী।—(Eriodendron anfractuosum. Syn.—White cotton tree.) যে শিমুল-গাছের ফুল শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বেত-শাল্মলী বলে। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-শিমূল, হিন্দীতে সেনিবহ হতিয়ান, এবং তামিলে ইলবম্ কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, সঙ্কোচক, এবং অতি-সার, প্রদর ও বিষদোষে উপকারক। ইহার মূলের রস শুক্রবর্দ্ধক। ইহার অন্যান্য গুণ, এবং পুষ্প ও ফল প্রভৃতির গুণাদি, সাধারণ শিমূলের অনুরূপ।

শ্বেতশিংশপা।—যে শিশুগাছের পাতা শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বেতশিংশপা বলে। বাঙ্গালায় ইহা শাদা-শিশু, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই প্রদেশে পাঁঢ়বা শিংশপা ও শিশব, এবং কর্ণাটে বিলিয়ইবীড়ু নামে পরিচিত। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, পিত্ত-নাশক ও দাহনিবারক।

শ্বেতশিগ্রু।—যে শজিনার পাতা ও ফুল শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম শ্বেতশিগ্রু। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা শজিনা, মহারাষ্ট্র

ও বোম্বাইপ্রদেশে পাঁঢ়রা সেগবা, এবং কর্ণাটে বিলিয়নুগ্‌গি কহে। ইহা মধুর-কটু-রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, বায়ুনাশক, অঙ্গবেদনা ও মুখের জড়তানিবারক, এবং শোথরোগে উপকারক।

শ্বেতশিলা।—শ্বেত পাথরকুচা বৃক্ষের নাম শ্বেতশিলা। ইহা মধুর-রস, শীতল, এবং প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, অশ্মরী, শূল, ক্ষয়রোগ ও পিত্তবিকৃতির শান্তিকারক।

শ্বেতশূরণ।—শ্বেতবর্ণ বন্য-ওলকে শ্বেতশূরণ বলে। বাঙ্গালায় ইহা বুনো-ওল, মহারাষ্ট্রে পাঁঢ়রা শূরণ এবং কর্ণাটে বিলিয়শূরণ নামে পরিচিত। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য ও রুচিকর, এবং অর্শঃ, ক্রিমি, গুল্ম ও শূলরোগের উপশমকারক।

শ্বেত অপরাজিতা।—শ্বেতবর্ণ অপরাজিতা ফুলের লতাকে শ্বেত-অপরাজিতা কহে; বাঙ্গালায় ইহা শাদা অপরাজিতা, বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রে পাঁঢ়রীসুপলী, কর্ণাটে বিলিয়গিরি-কর্ণিকে নামে পরিচিত। ইহা তিক্তরস, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বিষনাশক এবং পিত্তজ উপসর্গের নিবারণকারক।

শ্বেতা।—ইহা একপ্রকার সুরার নাম। শর্করা হইতে এই সুরা প্রস্তুত হয়। ইহা কাস, অর্শঃ, গ্রহণী, শ্বাস, এবং প্রতিশ্যায় রোগে হিতকর, এবং মূত্র, কফ, স্তন্য ও রক্ত-মাংসের বৃদ্ধিকারক।

শ্বেতাম্লি।—ইহা এক প্রকার বৃক্ষের নাম। মহারাষ্ট্রে ইহাকে পীঢ়োড়ী এবং কর্ণাটে বিলিয়হুলি বলে। ইহা মধুররস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক।

শ্বেতালু।—ইহা এক প্রকার শ্বেত-বর্ণ আলুর নাম। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, মুখের জড়তানাশক, ও কফ-বায়ুর উপশমকারক।

শ্বেতেক্ষু।—ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ ইক্ষুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা-আক্‌, বোম্বাইয়ে পাড়রাউস্‌ এবং কর্ণাটে বিলিয়কবু কহে। ইহা কঠিন, মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, মূত্রকারক, কফবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও বায়ু-পিত্তনাশক।

শ্বেতৈরণ্ড।—(Ricinus dicoccus.) ইহা একপ্রকার এরণ্ডের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম শাদা-ভেরাণ্ডা বা শাদারেড়ি। হিন্দীতে ইহাকে সফেদ এরণ্ড, এবং মহারাষ্ট্রদেশে পাড়রে এরড় কহে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, সারক ও ত্রিদোষ-নাশক, এবং জ্বর, কাস, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা, আমদোষ, প্রমেহ, উরুবাত, রক্ত-দোষ, অন্ত্রবৃদ্ধি, কটি-বেদনা ও শিরো-বেদনা প্রভৃতির উপশমকারক। ইহার

মূল পিত্তপ্রকোপক, অগ্নিবর্দ্ধক ও শুক্র-জনক, এবং শূলরোগে বিশেষ উপকারক। ইহার পত্র ও বীজাদির গুণ সাধারণ এরণ্ডের অনুরূপ।

ষ।

ষড়্-উষণ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও গোলমরিচ; সমপরিমাণে মিলিত এই ছয়টী জিনিষের পারিভাষিক নাম ষড়্-উষণ। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, অত্যন্ত পাচক, রুচিকর, কফ-বায়ু-নাশক, এবং বিষদোষনিবারক।

ষড়্-ভুজা।—(Cucumis Melo) ইহা একপ্রকার লতাফল। ইহার চলিত নাম খরমুজা। অপক্বাবস্থায় ইহা তিক্ত-রস, কিন্তু পক্কফল মধুর-রস, পাকে ঈষৎ অম্ল, তৃপ্তিকর, পুষ্টিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকারক, মূত্রশোধক, কফবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, এবং দাহ, শ্রান্তি ও উন্মাদরোগের উপশমকারক।

ষষ্টিক-ধান্য।—ষষ্টি অর্থাৎ ষাট দিনে (দুই মাসে) যেসকল ধান পরিপক্ক হয়, তাহার নাম ষষ্টিক ধান্য। এই ধান্য গর্ভস্থ অবস্থাতেই পরিপক্ক হইয়া উঠে। বাঙ্গালায় ইহাকে ষেটেধান কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক, বাত-পিত্তনাশক, এবং শালিধান্যের সমগুণবিশিষ্ট। ইহা শ্বেত ও নীলবর্ণ-ভেদে দুইপ্রকার; তন্মধ্যে শ্বেত-ধান্য অপেক্ষা নীলধান্যের গুণাদি অপকৃষ্ট। নামভেদেও ষষ্টিকধান্যের অনেকপ্রকার ভেদ আছে; কিন্তু তাহাদের গুণাদির বিশেষ পার্থক্য আছে।

ষষ্টিকা-ধান্য।—ষষ্টিক ধান্য-সমূহের মধ্যে একপ্রকার ধান্যের নাম ষষ্টিকা। বোধ হয় মগধদেশে ইহাই ষষ্টি শালি নামে পরিচিত। যাবতীয় ষষ্টিক ধান্যের মধ্যে ষষ্টিকা নামক ধান্যই উৎকৃষ্ট। ইহা মধুর-রস, মৃদু-বীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, মল-রোধক, ত্রিদোষনাশক, জ্বররোগে হিতকর, এবং রক্ত-শালির অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

ষষ্টিকান্ন।—ষষ্টিকাধান্যের চাউল হইতে যে অন্ন অর্থাৎ ভাত প্রস্তুত হয়, তাহাকেই ষষ্টিকান্ন কহে। ইহা অগ্নি-বর্দ্ধক, পাচক, বলকারক ও ত্রিদোষ-নাশক, এবং নেত্ররোগ, ক্ষয়রোগ ও বিষদোষে উপকারক।

স।

সংযাব।—ইহা এক প্রকার পিষ্টকের নাম। ময়দা, ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি ও এলাচাদি মশলাবিশেষদ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। চলিত কথায় ইহাকে পেরাকী বলে। ইহাতেই মধু মাখাইলে, তাহা 'মধুমস্তক' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই উভয় পিষ্টক মধুর-রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং কফজনক।

সংবাহন।—শরীর মর্দ্দন অর্থাৎ গা টেপার নাম সংবাহন। সংবাহনদ্বারা শরীরে আরামবোধ, ত্বক্-রক্ত-মাংসাদির প্রসন্নতা, নিদ্রা, প্রীতি, শ্রান্তিনাশ, এবং কফ-বায়ুর উপশম হইয়া থাকে।

সকুরুণ্ড।—ইহা গুর্জ্জরদেশজ একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সাকুরণ্ড এবং বোম্বাই-প্রদেশে সারকুণ্ড কহে। ইহা কষায়রস, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-শ্লেষ্মনাশক, এবং বস্ত্রাদি-রঞ্জনের উপযোগী।

সতীন।—(Pisum sativum) ইহা একপ্রকার কলায়ের নাম। ইহাকে বাঙ্গালায় মটর, হিন্দীতে কেরাব, এবং তেলেগুভাষায় পেদ্দইর্ব্ব কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কলায়, বর্ত্তুল, সতীন ও হরেণুক। ইহা কষায়-মধুর-রস, মধুর-বিপাক, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, আমদোষজনক, কফ-পিত্তনাশক, এবং দাহনিবারক।

সন্তানিকা।—দুগ্ধের সরকে সন্তানিকা বলে। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধিকর, বলজনক, বায়ুনাশক, রক্ত-পিত্তনিবারক, এবং কফবর্দ্ধক।

সন্ধানিকা।—ইহা একপ্রকার খাদ্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে আচার কহে। নানাবিধ ফল হইতে নানাপ্রকার উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে; ফলবিশেষের গুণানুসারে সেইসকল আচারের ভিন্ন ভিন্ন গুণ কল্পনা করিয়া লইতে হয়; সাধারণতঃ সকলপ্রকার আচারই অম্ল-মধুররস, শীতবীর্য্য, সারক, বিদাহী (অম্লপাকজনক) এবং কফ-পিত্তবর্দ্ধক।

সপ্তপর্ণ।—(Alstion ascholaris. Syn.—Echites scholaris.) ইহা একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছাতিমগাছ, হিন্দীতে ছাতিয়ান, কর্ণাটে এলেলগ, মহারাষ্ট্রে সাতবণা, তেলেগুভাষায় ঐড়াকল ও অরিটাকু, এবং বোম্বাইয়ে ছাতবিন্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক্, শারদ ও বিষমচ্ছদ। ইহার

পাতা শিমূলগাছের পাতার অনুরূপ। শরৎকালে ইহার ফল হয়, তাহা হস্তি-মদের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ও ত্রিদোষনাশক এবং ব্রণ, রক্ত, ক্রিমি, শ্বাস ও গুল্মরোগের উপশমকারক।

সমষ্ঠিল।—ইহা পশ্চিমদেশজাত একপ্রকার গুল্মজাতীয় বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে ককুয়া কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, মুখ-শোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহজনক, এবং বাতশ্লেষ্মনাশক।

সমুদ্রফল।—(Argyria speciosa.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। হিন্দীতে ইহাকে কইথ-ফল ও সমুন্দর-কাপৎ, বোম্বাইপ্রদেশে সমুন্দরশোক, এবং তেলেগুভাষায় সমুন্দরপাল কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতশ্লেষ্ম-নাশক,এবং শিরোরোগ, ভ্রান্তি ও ভূতা-বেশে উপকারক। এই ফল জলে ঘষিয়া সেই জল পান করিলে, ক্রিমি বিনষ্ট হয়; ইহার পাতার প্রলেপ চর্ম্মরোগনাশক, এবং মূল বায়ুনাশক ও স্নায়বিকদৌর্ব্বল্যে উপকারক।

সমুদ্রফেন।—সমুদ্রের ঘনীভূত ফেনকে সমুদ্রফেন বলে। বাঙ্গালায় ইহা সমুদ্রফেন,এবং গুজরাটে সমুদ্রফিন্ নামে অভিহিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,— সমুদ্রফেন, ফেন, হিণ্ডীর ও অব্ধিকফ। ইহা কষায়-রস,শীতবীর্য্য,লঘুপাক,সারক, রুচিকর,কফ-পিত্তনাশক,চক্ষুর হিতকর, এবং কর্ণশূল,কণ্ঠরোগ ও বিষদোষে উপ-কারক। কর্ণমূলের বেদনায় ও শোথে ধুতূরাপাতার রসের সহিত সমুদ্রফেন ঘর্ষণ করিয়া,তাহার উষ্ণ-প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

সমুদ্রশোষ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার অন্য নাম হিজ্জলবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে হিজলগাছ কহে। ইহা মলরোধক,বলকারক; অত্যন্ত পিত্তজনক এবং বায়ুর ও কফের বৃদ্ধিকারক।

সম্বর্ত্তিকা।—পদ্মের নূতন পাতাকে সম্বর্ত্তিকা বলে। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, পিপাসানিবারক, দাহনাশক, এবং রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুহ্যনাড়ীগত রোগের উপশমকারক।

সরল।—(Pinus longifolia.) ইহা দেবদারুজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সরল গাছ, হিন্দীতে চিরকা পেড়,সরল ও ধূপসরল, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাইপ্রদেশে সুরুচেঝাড়, তেলেগুভাষায় সরল দেবদারু,গরিকে ও দেবদারুচেট্টু,তামিলে সরলদেবদারী এবং দাক্ষিণাত্যে চির কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সরল,পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু। ইহা কটু-তিক্ত-মধুররস, কটু-বিপাক,

উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ ও কফ-বায়ুনাশক, এবং ঘর্ম্ম, দাহ, কাস, মূর্চ্ছা, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, ব্রণ ও রক্তদোষনিবারক।

সরস্বতী।—ভারতবর্ষীয় একটী নদীবিশেষের নাম সরস্বতী। এই নদীর জল স্বাদু, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পবিত্র ও সর্ব্বরোগনাশক।

সর্পচ্ছত্রক।—ইহা একপ্রকার উদ্ভিদের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সাপের ছাতা বা বেঙছাতা বলে। শাকের ন্যায় ইহার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অনেকে আহার করে। ইহা মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী (বহুক্ষণ শুষ্কীভূত থাকিয়া জীর্ণ হয়), এবং মলভেদক।

সর্প।—ইহা সরীসৃপজাতীয় প্রসিদ্ধ জীব। সর্পের জাতিভেদ বহুবিধ; তন্মধ্যে নির্ব্বিষ ও সবিষভেদে ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। জাতিভেদে সর্পমাংসের গুণ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন থাকিলেও তাহাকে প্রায় একরূপই বলা যাইতে পারে। সর্পমাংস মধুররস, পাকে মধুর, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর; অর্শঃ, এবং বায়ুবিকার, ক্রিমি ও দূষীবিষে উপকারী। কিন্তু দর্ব্বীকর-জাতীয় সর্পের মাংস মধুররস, পাকে কটু, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-মূত্র-বিরেচক, বায়ুর অনুলোমকারক ও চক্ষুর অত্যন্ত উপকারক।

সর্পাক্ষী।—(Ophiorrhiza mungos.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পানশিউলী বা গন্ধনাকুলী, এবং হিন্দীতে সহচরী গণ্ডিনী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সর্পাক্ষী, গণ্ডালী ও নাড়ীকপালক। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমিনাশক, এবং বাহ্যপ্রয়োগে ব্রণরোপক ও ইন্দুর বৃশ্চিক-সর্পাদি জীবের দংশন-বিষে উপকারক।

সর্পিণী।—ইহা গুল্মজাতীয় এক-প্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম সর্প-কঙ্কালী। ইহার আকার অনেকটা সাপের অনুরূপ। ইহা বিষ-নাশক, এবং বাহ্যপ্রয়োগে স্তনবর্দ্ধক।

সর্ব্বক্ষার।—তিন চারিপ্রকার ক্ষারপদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া, যে ক্ষারবিশেষ প্রস্তুত হয়, তাহাকে সর্ব্বক্ষার বলে। বাঙ্গালায় ইহা সাবান, হিন্দীতে সাবুন ও দাক্ষিণাত্যে সবুক্ষার নামে অভিহিত। ইহা অতিশয় ক্ষারগুণযুক্ত, মল-মূত্র-শোধক, চক্ষুর হিতকর, এবং ক্রিমি ও উদাবর্ত্তরোগের উপশমকারক। সাবান বাহ্যপ্রয়োগে গাত্রপরিষ্কারক। বস্ত্রাদিও পরিষ্কৃত করিবার জন্য ইহা প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সর্ষপ।—(Brassica campestris.) ইহা একপ্রকার শস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সরিষা, হিন্দীতে সর্সাঁ, সর্ষোঁ ও জিরিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সর্ষপ, কটুক, স্নেহ, তন্তুভ

ও কদম্বক। শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণভেদে সর্ষপ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণসর্ষপকে বাঙ্গালায় কাল সরিষা, তেলেগুভাষায় অবেলা, হিন্দীতে কালী-রাই, মাকৃড়া-রাই, সরষোঁ, পিয়রী ও সরীসু; ল্যাটীন ও ইংরাজীতে Brassica Nigra—The black mustard কহে। আর শ্বেত-সর্ষপকে সংস্কৃতভাষায় রাজিকা ও সিদ্ধার্থ, বাঙ্গালায় শ্বেত-সরিষা ও রাইসরিষা, হিন্দীতে রাজিকা, ল্যাটীন ও ইংরাজীতে Brassica juncea অথবা Druci-feroee Sinapis কহে। উভয় সর্ষপই কটু-তিক্তরস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্তের বৃদ্ধিকারক, কফ বায়ুনাশক, এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, বাতশূল, গুল্ম ও ব্রণ-রোগে উপকারক। এতদ্ভিন্ন শ্বেতসরিষা রুচিকর ও ত্বগ্‌দোষনাশক, এবং ব্রণ, বাত-রক্ত, বিষদোষ ও ভূতাবেশে উপকারক। কালসরিষা অপেক্ষা শ্বেত-সরিষা সকল গুণেই উৎকৃষ্ট। সর্ষপের পাতা বা শাক কটু-লবণ মধুর-রস, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিদাহী, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মল-মূত্ররোধক, ত্রিদোষজনক, রক্তপিত্তের প্রকোপকারক ও ক্রিমিজনক। সর্ষপ-গাছের ডাঁটা। বা ডাঁটা উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং কণ্ডু, ব্রণ, দদ্রু, কুষ্ঠ ও বমনরোগে উপকারক।

সল্লকী।—(Boswellia thuri-fera.) ইহা একপ্রকার লতাফল। বাঙ্গালায় ইহাকে কুঁদুরুকী কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, মলরোধক, কফ-বায়ুনাশক, এবং রক্তদোষ, কুষ্ঠ, ব্রণ ও অর্শোরোগে হিতকর।

সহগুক।—ইহা মাংসকৃত এক-প্রকার ব্যঞ্জনের নাম। ছাগাদির মুণ্ডাদি-অবয়বের মাংস বিশেষরূপে কুট্টিত করিয়া, সাধারণ মাংসপাকের নিয়মানু-সারে পাক করিলে, তাহাকেই সহগুক কহে। ইহা রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-কারক, পুষ্টিজনক, শুক্র ও অন্যান্য ধাতুর বৃদ্ধিকারক, এবং ত্রিদোষনাশক।

সাতলা।—ইহা মনসা-সীজ-জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার আঠা পীতবর্ণ। বোম্বাইপ্রদেশে ইহাকে বড়িল-সোমুলী, এবং কর্ণাটে হিরিয়-চটকনথ কহে। ইহা কষায় তিক্ত-রস, লঘু, কফ-পিত্তনাশক, এবং ব্রণ, বিস্ফোট, কণ্ডু ও বিসর্পরোগের নিবারণকারক।

সামুদ্র-মৎস্য।—সমুদ্রজাত তিমি প্রভৃতি মৎস্যকে সামুদ্র-মৎস্য কহে। সমুদ্রের মৎস্য মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কফবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং অল্প পিত্তকর।

সামুদ্র-লবণ।—ইহা সমুদ্রজল-জাত লবণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে

করকচ, এবং হিন্দীতে পাঙা-লবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সামুদ্র, অক্ষীব, বশির, সমুদ্রজ, সাগরজ ও লবণোদধি-সম্ভব। ইহা ঈষৎ তিক্ত-মধুরযুক্ত লবণ-রস, মধুর-বিপাক, নাতিশীতোষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, ক্ষারগুণযুক্ত, সারক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, এবং বায়ুনাশক।

সারঘ।—ইহা একপ্রকার মধুর নাম। সরঘা নামক মক্ষিকা এই মধু সঞ্চয় করে। ইহা মধুররস, নাতিশীতল, লঘুপাক, অম্ল রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, চক্ষুরোগে হিতকর, এবং অর্শঃ, অতিসার, কাস, ক্ষয়, কামলা ও ক্ষত-রোগে উপকারক।

সারঙ্গ।—ইহা একপ্রকার বিচিত্র বর্ণযুক্ত হরিণের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—চিত্রমৃগ। ইহার মাংস মধুর-রস, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, ত্রিদোষনাশক, এবং শ্বাস, রক্ত-পিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে হিতকর।

সারলৌহ।—বিশুদ্ধ লৌহকে সংস্কৃতে সারলৌহ এবং বাঙ্গালায় ইস্পাত কহে। আয়ুর্ব্বেদে ইহার এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—যে লৌহে অম্লরস লেপন করিলে, তাহার গাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিখর অর্থাৎ সূক্ষ্মশীর্ষস্ফোটকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট উচ্চতা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সারলৌহ। ইহা সাধারণ লৌহের সমুদায় গুণবিশিষ্ট, এবং পিত্ত, পীনস, বমি, শ্বাস, পরিণাম-শূল, অর্দ্ধাঙ্গবাত ও সর্ব্বাঙ্গ-বাতের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

সারস।—ইহা প্লবজাতীয় একপ্রকার বৃহৎ পক্ষীর নাম। ইহার আকৃতি অনেকটা হাড়গিলা পাখীর অনুরূপ। ইহার মাংস মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, শুক্রজনক, কণ্ঠের জড়তাকারক, পিত্তনাশক, এবং অতিসার ও অর্শো-রোগে বিশেষ উপকারক।

সারাম্ল।—ইহা এক প্রকার নেবুর নাম। চলিতকথায় ইহাকে গোঁড়ানেবু কহে। এই নেবু অম্লরস, গুরুপাক, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, এবং বায়ুনাশক।

সার্ষপ-তৈল।—সর্ষপ হইতে যে স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহার নাম সার্ষপ তৈল। এই তৈল কটুরস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, রক্ত-পিত্ত-প্রকোপক, এবং বায়ু, কফ, মেদ, অর্শঃ, কণ্ডূ, ক্রিমি, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, ব্রণ, কর্ণরোগ ও শিরোরোগে উপকারক।

সর্ষপ-তৈল হইতে যেসকল পাক-তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সেই তৈলের মূর্চ্ছাপাক আবশ্যক। মূর্চ্ছাপাকবিধি যথা,—প্রথমতঃ এই তৈল মৃদু-জ্বালে চড়াইবে; এবং ক্রমশঃ তাহা

হইতে ফেন উদ্গত হইয়া, যখন সেই সকল ফেন মরিয়া যাইবে, সেই সময়ে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে, তাহাতে হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, আমলকী, মুতা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা, বহেড়া ও জল, এই সকল দ্রব্য অল্পে অল্পে নিক্ষেপ করিতে হইবে। সকল দ্রব্যই পেষণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। /৪ চারি সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা /।০ একপোয়া, অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা এবং জল ।৬ ষোল সের দিতে হইবে। তৈলের পরিমাণ অনুসারে সকল দ্রব্যের পরিমাণ ঐ নিয়মে স্থির করিয়া লইবে।

সাল।—ইহা শালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শালগাছ, হিন্দীতে খমুয়া, মহারাষ্ট্রদেশে সাজরা, এবং কর্ণাটে সজ্জরদামর কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বাত-পিত্তনাশক, এবং অতিসার, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিস্ফোটরোগে উপকারক; মতান্তরে ইহা উষ্ণবীর্য্য।

সালিমকন্দ।—ইহা কাবুলদেশীয় একপ্রকার কন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে শালমমিছরি কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রাদিধাতুর বৃদ্ধিকারক, রসায়ন, এবং পিত্ত, মেহ, ক্ষয় ও রক্ত-বিকারের উপশমকারক।

সিংহ।—ইহা বিলেশয়-জাতীয় প্রসিদ্ধ হিংস্রজন্তুর নাম। ইহার মাংস মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, বায়ুনাশক, চক্ষুরোগে হিতকর, এবং অর্শঃ ও রাজযক্ষ্মায় উপকারক।

সিকতা।—(Sand) ইহার চলিত নাম বালি, এবং সংস্কৃত পর্য্যায়,—বালুকা, শিকতা, সূক্ষ্মশর্করা, ও শীতলা। ইহা শীতল, লেখনগুণযুক্ত, এবং ব্রণ ও উরঃক্ষত রোগে উপকারক।

সিঞ্চিতিকা।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সেওফল বলে। ইহা গুরুপাক, পাকে শীতল, শুক্র ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং কফকর।

সিতপাটলা।—যে পারুল বৃক্ষের পুষ্প শ্বেতবর্ণ, তাহাকে সিতপাটলা কহে। বাঙ্গালায় ইহা শ্বেতপারুল, মহারাষ্ট্রদেশে শ্বেতপাড়লী এবং কর্ণাটে বিলিয়হাদরি নামে অভিহিত। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বাত-শ্লেষ্মনাশক, এবং হিক্কা, বমি ও শোষরোগে উপকারক।

সিতা।—গুড় পরিষ্কৃত ও চূর্ণীকৃত হইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে চিনি কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু, পিত্ত, রক্ত, দাহ, জ্বর, মূর্চ্ছা ও বমনরোগে উপকারক।

সিতাফল।—(Annonasquamosa. Syn—The custard apple.)

ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে আতা ও নোণা, হিন্দীতে সিতা-ফল, এবং তামিলে সিতা বলে। ইহার পক্কফল মধুর-রস, শীতবীর্য্য, মুখরোচক, বলকারক, কফবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, অগ্নি-বর্দ্ধক, এবং ইহার বীজ ক্রিমিনাশক।

সিতার্জ্জক।—ইহা একপ্রকার তুলসীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট শ্বেত-তুলসী, হিন্দীতে শ্বেতাজবলা, এবং মহারাষ্ট্রে পাংড়বা আজবলা কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, কফ, বাত ও নেত্ররোগে হিতকর। ইহা সুখপ্রসবকারক।

সিতাবর।—ইহা জলজ শাক-বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে শুশুনীশাক কহে। ইহা কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, মল-রোধক, রুচিজনক, মেধাবর্দ্ধক, রসায়ন, ত্রিদোষনাশক, এবং দাহজ্বরে উপকারক।

সিদ্ধার্থক।—(Cruciferæ Sinapis) ইহা একপ্রকার শ্বেতসরিষার নাম। ইহার অপর নাম রাজিকা। বাঙ্গালায় ইহা শ্বেত-সরিষা ও রাই-সরিষা, হিন্দীতে রাজিকা, তেলেগুতে নল্লমরি-চেট্টু ও তেল্লাবারু নামে অভিহিত। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্ত-পিত্তকারক, এবং বাত-রক্ত, ব্রণ, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, কোঠ, ক্রিমি, গ্রহ-দোষ, গ্রহদোষ ও বিষদোষে উপকারক। শ্বেতসরিষার গুঁড়া জলে গুলিয়া, তাহার স্বচ্ছভাগ অল্প অল্প পান করিলে, হিক্কা নিবারিত হয়। অবস্থাবিশেষে ইহার বাহ্য প্রয়োগ (প্রলেপ) দ্বারা ফোস্কা করিলে বেদনা ও যন্ত্রণা প্রভৃতির নিবারণ হয়।

সিন্দুবার।—(Vitex trifolia) ইহা একপ্রকার শ্বেত-পুষ্প নিসিন্দা। দেশভেদে ইহাকে ইস্‌কুর গাছ, হিন্দীতে শম্ভালু, মহারাষ্ট্রদেশে লিঙ্গুর, তেলেগু ভাষায় ববিল্লি, বোম্বাইপ্রদেশে নিগুণ্ডী, এবং তামিলে নির্নোচিত কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সিন্ধুবার, শ্বেতপুষ্প, সিন্দুক ও সিন্দুবারক। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, স্মৃতিশক্তি-বর্দ্ধক, বর্ণকারক, মেধাজনক, বাত-শ্লেষ্মনাশক, এবং জ্বর, আমদোষ, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, শূল, শোথ, অরুচি, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, সন্ধিবাত, বাত, ক্ষয় ও বিষ-দোষের শান্তিকারক।

সিন্দূর।—(Plumbi oxidum rubrum Syn—Red lead) ইহা সীসধাতুর উপধাতুবিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে সিন্দুর, হিন্দীতে সিঁদুর ও দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে সিন্দূর, তেলেগুভাষায় চেন্দূরমু, তামিলে চেন্দুরম, এবং পারস্য-ভাষায় সিরিঞ্জ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সিন্দূর, রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীসজ। ইহা সীসকের উপধাতু, সুতরাং

সীসকের অনেক গুণ ইহাতে বর্ত্তমান আছে; বিশেষতঃ অন্যান্য পদার্থের সংযোগ থাকায় ইহা উষ্ণবীর্য্য ও বাহ্য-প্রয়োগে কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ,বিসর্প, বিষদোষ এবং ভগ্ন ও ক্ষতাদির উপশমকারক।

সিন্দূরপুষ্পী।—ইহা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে সেন্দরিয়া ও মহারাষ্ট্রদেশে শেন্দী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, বাত-শ্লেষ্মনাশক,এবং পিত্ত,রক্ত, তৃষ্ণা, বমন, শিরোরোগ ভূতদোষের উপশমকারক।

সিম্বিতিকা।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার অন্যনাম সেবফল। বাঙ্গালায় ইহাকে সেওফল বলে। ইহা পাকে মধুররস,গুরুপাক, শীতবীর্য্য,বাত-পিত্তনাশক, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং কফজনক ও মস্তিষ্কস্নিগ্ধকারক।

সালঙ্ক।—ইহা এক প্রকার মৎস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিলিন্দা মাছ কহে। ইহা মধুরবিপাক, পাকে গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক, হৃদ্য, আমবাত ও কফবৃদ্ধিক এবং বাতপিত্তনাশক।

সীসক।—(Plumbum, Lead Sulphate of lead.) ইহা একপ্রকার ধাতুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সীসা, হিন্দীতে সীসক ও শীষা, তেলেগুভাষায় শিষমু, এবং দাক্ষিণাত্যে শিশ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সীস,ব্রধ্ন, বপ্র ও যোগেষ্ট,এবং সর্পবাচক সমস্ত শব্দ। ইহার অধিকাংশ গুণই প্রায় বঙ্গের অনুরূপ, বিশেষতঃ ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, সঙ্কোচক,অবসাদক, রক্তরোধক,শোষণ-কারক,বেদনানিবারক, বলবর্দ্ধক, আয়ু-বৃদ্ধিকারক, এবং প্রমেহরোগে বিশেষ উপকারক। কিন্তু জারণ-মারণাদি ক্রিয়া না করিয়া সেবন করিলে, ইহা হইতে গুল্ম, কুষ্ঠ, পাণ্ডু,শোথ,প্রমেহ,ভগন্দর ও অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ কষ্টকর রোগ উপ-স্থিত হয়। এইজন্য সীসকের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া,তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সীসক ভস্ম করিবার দুইপ্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে। সীসকের পীত-ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে, সীসক ও যবক্ষার একত্র একটী লৌহের পাত্রে মৃদু অগ্নিজ্বালে চড়াইবে, এবং ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত অল্প অল্প বারংবার যবক্ষার দিয়া নাড়িতে থাকিবে। রক্তবর্ণ ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহা জলদ্বারা ধৌত করিয়া, পুনর্ব্বার মৃদু-অগ্নিজ্বালে শুষ্ক করিয়া লইবে। কৃষ্ণবর্ণের ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ একটী পাত্রে করিয়া সীসক অগ্নিতাপে চড়াইবে। গলিয়া গেলে, তাহাতে অল্প অল্প মনঃ-শিলাচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে ও অনবরত নাড়িতে থাকিবে, এবং এইরূপে ধূলিবৎ চূর্ণ হইলে নামাইয়া লইবে। তৎপরে

শীতল হইলে, তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, একত্র নেবুর রসের সহিত নাড়িবে, এবং গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ উভয়বিধ ভস্ম প্রস্তুত করিবার জন্য বঙ্গক্ষার, মনঃশিলা, গন্ধক-চূর্ণ সীসকের সমপরিমাণে লইতে হয়।

সুকড়ি চন্দন।—যে শ্রীখণ্ডচন্দন স্বয়ং শুষ্ক হওয়ার পর সংগৃহীত হয়, তাহাকে সুকড়ি চন্দন বলে। এই চন্দন সুগন্ধি, তিক্ত-রস, শীতল, এবং রক্ত-পিত্ত ও দাহরোগের উপশমকারক।

সুগন্ধশালি।—শালিধান্যবিশেষের নাম সুগন্ধশালি। ইহার অপর নাম দেব-শালি। মগধ ও জলন্ধর প্রভৃতি দেশে ইহা গন্ধশালি নামে পরিচিত। ইহা মধুর-রস, মধুরবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্র-বর্দ্ধক, এবং প্রায় সকল রোগেই সুপথ্য।

সুগন্ধ-ভূতৃণ।—ইহা একপ্রকার গন্ধতৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পুদিনা কহে। ইহা মধুররস, সুগন্ধি, ঈষত্তিক্ত, রসায়ন, স্নিগ্ধ, শীতল, কফ-পিত্তনাশক এবং শ্রান্তিহারক।

সুদর্শন।—(Tinospora tomentosa.) ইহা একপ্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মগুলঞ্চ ও উন্নতিপুরতি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাহ্বা ও মধুপর্ণিকা। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, কফ-বায়ুনাশক এবং রক্তদোষ ও শোথরোগে উপকারক।

সুনিষণ্ণক।—(Marsilea quadrifolia.) ইহা একপ্রকার জলজ শাক। বাঙ্গালায় ইহাকে শুশুনি-শাক, হিন্দীতে চৌপত্তী ও শিরী-আরী, মহারাষ্ট্র-দেশে কুরড়াইকে, কর্ণাটে খরকতিরা, তেলেগুভাষায় সুনিষণ্ণমনেশাকমু, এবং উৎকলে ছুনছুনিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শিতিবার, শিতিবর, স্বস্তিক, সুনিষন্নক, শ্রীবারক, সূচীপত্র, পর্ণক, কুক্কুট ও শিখী। এই শাকের আকৃতি আমরুলের ন্যায়। ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-রোধক, রুচিকর, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, নিদ্রাকারক, রসায়ন ও ত্রিদোষনাশক, এবং দাহ, জ্বর, মোহ, ভ্রান্তি ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। ইহা রক্তপিত্তরোগে নিতান্ত অপকারক।

সুনেপালী।—ইহা একপ্রকার পিণ্ডখর্জ্জুরের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সুনেপালী, মৃদুলী ও জলহীন-ফলা। ইহা মধুররস, মধুর-বিপাক, শীত-বীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, রুচি-কর, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক ও শুক্রজনক, এবং শ্রান্তি, ভ্রান্তি, দাহ, মূর্চ্ছা ও রক্ত-পিত্তে উপকারক।

সুমুখ।—ইহা একপ্রকার সরিষা-বৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম রাজিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে রাইসরিষার গাছ কহে। ইহা অম্ল-কটু-রস, সুগন্ধি এবং মুখরোচক।

সুরপত্রী।—ইহা একপ্রকার সুগন্ধযুক্ত পত্রশাকের নাম। দেশভেদে এই শাক মাচীপত্রী নামে পরিচিত। বাঙ্গালায় ইহাকে পানমৌরী ও ডলাল-তুলসী, মহারাষ্ট্রদেশে সুরপর্ণী এবং কর্ণাটে মঞ্চিপত্রে কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, বর্ণবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, বালকদিগের হিতকর, এবং ক্রিমি ও শ্বাসরোগে উপকারক।

সুরপুন্নাগ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সুর-পুন্নাগ, মহারাষ্ট্রে সুরপন্না, এবং কর্ণাটে সুরবন্নে কহে। ইহার গুণ পুন্নাগের অনুরূপ। (পুন্নাগ দ্রষ্টব্য।)

সুরভিনিম্বু।—(Bergera Konigii.) ইহা একপ্রকার সুগন্ধি নেবুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বরসুঙ্গা, হিন্দীতে হররি কট্‌নিম, মহারাষ্ট্রদেশে কাহিনিম্বু, তেলেগুভাষায় করিবেপচেট্টু এবং তামিলে করুবেম্বু কহে। ইহা অম্ল-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, মুখের দুর্গন্ধ-নাশক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

সুরস।—ইহা একপ্রকার শ্বেত মঞ্জরীবিশিষ্ট তুলসীর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—পর্ণাস। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচি-কর, বাতশ্লেষ্মনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, এবং শ্বাস, কাস, পার্শ্বশূল, জ্বর, বিষদোষ ও গাত্রদৌর্গন্ধের শান্তিকারক।

সুরসা।—ইহা একপ্রকার তুলসীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কালতুলসী কহে। ইহা পাকে কটু, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ-বীর্য্য, পিত্তকারক এবং কফনাশক।

সুরা।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। ভাত পচাইয়া পরে চোঁয়াইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা অম্ল-কষায়-মধুর-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক, এবং কাস, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, মূত্রাঘাত, স্তন্য-ক্ষয় ও রক্তদোষে উপকারক। সাধারণতঃ মদ্যমাত্রকেই সুরা বলা যায়। সাধারণ মদ্যের গুণাদি মদ্যশব্দে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

সুরাসব।—ইহা সুরার ন্যায় তীব্র-মাদকতাবিশিষ্ট একপ্রকার আসবের নাম। ইহা মুখ-প্রিয়, রুচিকর, মূত্রবর্দ্ধক এবং কফ-বায়ুনাশক। ইহার মাদকতা বহুক্ষণস্থায়ী।

সুরুদ্রি।—ইহা ভারতবর্ষীয় একটী নদীর নাম। ইহার জল স্বাদু, শীতল, নির্ম্মল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও সর্ব্বরোগে হিতকর, এবং বল, বুদ্ধি, মেধা ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক।

সুলেমাণী।—ইহা একপ্রকার পিণ্ডীখেজুরের নাম। ইহা শ্রম, শ্রান্তি, দাহ, মূর্চ্ছা, এবং রক্তপিত্তনাশক।

সুবর্ণকদলী।—ইহা একপ্রকার কদলীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে চাঁপা-কলা, উৎকলে পাটোয়া, এবং কোঙ্কন-দেশে সোনেকেলা কহে। ইহা মধুররস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, গুরুপাক, শুক্রজনক, কফকারক, এবং দাহ ও তৃষ্ণানিবারক।

সুবর্ণকমল।—ইহা লালরঙ্গের একপ্রকার পদ্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লালপদ্ম কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, বর্ণপরিষ্কারক এবং কফ, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিসর্প, বিস্ফোট ও বিষদোষে উপকারক।

সুবর্ণকেতকী।—ইহা একপ্রকার পীতবর্ণ কেয়াফুলের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লঘুপুষ্পা, সুগন্ধিনী ও সুবর্ণ-কেতকী। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, কেশের সুগন্ধজনক, বর্ণ-পরিষ্কারক ও কামবর্দ্ধক। এই কেতকীর স্তন (নামাল) কটুরস, অত্যন্ত শীতল, বলকারক, দেহের দৃঢ়তাসম্পাদক, কফ-পিত্তনাশক ও রসায়ন।

সুবর্ণগৈরিক।—(Red-chalk) ইহা একপ্রকার গিরিমাটীর নাম। ইহা রক্তবর্ণ এবং কোমল। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল গিরিমাটী, এবং হিন্দীতে শীতগেরু কহে। ইহা কষায় মধুর-রস, শীতল, কফ-পিত্তনাশক, ব্রণরোপক ও রক্তরোধক, এবং হিক্কা, অর্শঃ, বিস্ফোট, রক্তদোষ, বিষ-দোষ ও অগ্নিদাহে হিতকর। এই গিরি-মাটীর চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইলে, শিশুদিগের হিক্কা আশু নিবারিত হয়।

সুবর্ণযূথিকা।—(Jasminum chrysanthemum.) পীতবর্ণ যূঁই-ফুলের নাম সুবর্ণযূথিকা বা স্বর্ণযূথী। বাঙ্গা-লায় ইহাকে পীতযূঁই ও স্বর্ণযূঁই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হেমপুষ্পিকা। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, কটুবিপাক, শীতল, লঘু, পিত্তনাশক ও বাত-শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, ত্বক্‌দোষ, রক্ত-দোষ, ব্রণ, মুখরোগ, দন্তরোগ, শিরো-রোগ ও বিষদোষের উপশমকারক।

সুস্না।—ইহা একপ্রকার শিম্বী-ধান্য অর্থাৎ কলায়জাতীয় শস্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে খেসারী কহে। ইহা কষায়-রস, গুরুপাক, রুক্ষ ও বায়ুবর্দ্ধক।

সূচীপত্র।—ইহা একপ্রকার ইক্ষুর নাম। ইহা কষায়-মধুর-রস, বিদাহী, বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং সাধারণ ইক্ষুর অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

সূরণবটক।—ইহা একপ্রকার খাদ্যের নাম: বাঙ্গালায় ইহাকে ওলের বড়া বলে। ওল সিদ্ধ করিয়া চটকাইয়া লইবে, এবং তাহার সহিত লবণ, হিঙ্গু,

জীরা ও মরিচ প্রভৃতি মশলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে বা তৈলে ভাজিয়া লইবে, তাহা হইলেই বড়া প্রস্তুত হইবে। ইহা রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং অর্শোরোগে হিতকর।

সূর্য্যকান্ত।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ মণির নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে আতসী পাথর কহে। সূর্য্যকিরণস্পর্শে ইহা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হয়। ইহা উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

সূর্য্যভক্তা।—(Cloeme viscosa Polanasia Icosandra) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হুড়হুড়ে, শুল্টে ও বনশল্তে, হিন্দীতে হুলহুল, মহারাষ্ট্রদেশে সূর্য্যফুলবল্লী, এবং দেশভেদে আদিত্য ও আদিত্যভক্তা কহে। শ্বেত ও পীতবর্ণের পুষ্পভেদে হুড়্হুড়ে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতহুড়হুড়ের সংস্কৃত পর্য্যায়— সুবর্চ্চলা, সূর্য্যভক্তা, বরদা, বদরা, সূর্য্যাবর্ত্তা, রবিপ্রীতা ও আদিত্যভক্তা। ইহা কটু-তিক্তরস, মধুর-বিপাক, শীতল, রুক্ষ, ক্ষারগুণযুক্ত, গুরুপাক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং ত্বক্দোষ, কণ্ডূ, ব্রণ, কুষ্ঠ, ভূতাবেশ, শীতজ্বর, বিষ্টম্ভ ও কর্ণশূলের পক্ষে উপকারক। শ্বেত হুড়হুড়ের সংস্কৃত পর্য্যায়—ব্রহ্মসুবর্চ্চলা। ইহা কটু-তিক্তকষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু ও সারক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, মেহ, ক্রিমি, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, বিস্ফোটক ও যোনিরোগের উপশমকারক।

সূক্ষ্মশালি।—ইহা একপ্রকার শালিধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মিহিধান বা সরুধান কহে। ইহা মধুররস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুবিকারে কিঞ্চিৎ উপকারক, এবং পিত্ত ও দাহরোগে হিতকর।

সূক্ষ্মৈলা।—(Elettaria cardamomum) বাঙ্গালায় ইহা ছোট এলাচ ও গুজরাটী এলাচ নামে পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে ছোটী এলাচী, এবং তেলেগুভাষায় চিন্নয়ালকুলু ও এল্লকয় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ত্রুটী। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, উত্তেজক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং শ্বাস, কাস, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে বিশেষ উপকারক। ইহা ভিন্ন বড়এলাচের অন্যান্য গুণও ইহাতে দেখা যায়।

সেগুড়ী।—ইহা গুল্মজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—শিগুড়ী। হিন্দীতে ইহাকে চাঙ্গোনী কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, দেহের দৃঢ়তাকারক, বাতশূল, পৃষ্ঠশূল ও গুল্মরোগে উপকারক।

সেন্দিনী।—ইহা একপ্রকার ফল-শাকের নাম। ইহা কটু-তিক্তরস, পাকে অম্ল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও পীনসরোগে উপকারক।

সেবতী।—(Rosa Alba.) ইহা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—সেবন্তী ও সেবন্তিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে সেউতী-গোলাপ ও গুলদস্তী, হিন্দীতে গুলচিনি, তেলেগু-ভাষায় চামন্তী, এবং তামিলে সামন্তিপ্পূ কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, শীতল, লঘু-পাক, পাচক, মলরোধক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং রক্তদোষ ও ত্রিদোষনাশক।

সেবফল।—(Pyrus Malus.) ইহা কাবুলদেশজাত একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সেওফল এবং হিন্দীতে সেব বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মুষ্টিপ্রসার, বদর, সেব ও সিবতিকা। ইহা মধুররস, মধুরবিপাক, শীতল, গুরু-পাক, রুচিকর, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক।

সেবিকা।—ইহা একপ্রকার পায়সান্নের নাম। দেশভেদে ইহাকে সেওয়াঞি এবং হিন্দীতে সেবই কহে। ময়দার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যবাকৃতি গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, দুগ্ধ, ঘৃত ও চিনির সহিত পাক করিলে, এই খাদ্য প্রস্তুত হয়। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় "সাধ" দিবার জন্য এই খাদ্যের প্রচলন দেখা যায়। ইহা মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, তৃপ্তি-জনক, মলসংগ্রাহক, বলকারক ও বাত-পিত্ত নাশক। ইহা অধিক পরি-মাণে খাওয়া উচিত নহে; কারণ, তাহাতে অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সেহুণ্ড।—(Euphorbia nerii-folia.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সীজ, সীজু ও মনসা-সীজ, হিন্দীতে সেহুণ্ড, থোকর ও সীজ, এবং বোম্বাইপ্রদেশে নিবড়ুঙ্গ ও থোর বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ডী, বজ্র, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধা, স্নুক, স্নুহী ও গুড়া। ইহা কটুরস, গুরু-পাক, তীক্ষ্ণ, বিরেচক ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, আমদোষ, শূল, উদরাধ্মান, উদররোগ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, পাণ্ডু, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, ব্রণ, উন্মাদ, মেহ, অশ্মরী, মেদোদোষ ও বিষদোষের শান্তি-কারক। মনসাসীজের পাতার রস বাহ্য-প্রয়োগে শোথের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহার আঠা (ক্ষীর) কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু-পাক, স্নিগ্ধ, তীব্রবিরেচক, এবং গুল্ম, কুষ্ঠ, উদর ও শিরোরোগে উপকারক।

সৈংহলী।—ইহা একপ্রকার পিপ্পলীর নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে রাণপিপ্পলী, এবং কর্ণাটে কোহিপিপ্পলী

কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও কোষ্ঠশোধক, এবং কফ, শ্বাস, বাতব্যাধি ও ক্রিমিরোগের উপশমকারক।

সৈন্ধব।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ লবণ। ইহা খনি হইতে উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ দেশেই ইহা সৈন্ধব-লবণ নামে পরিচিত কেবল বোম্বাইয়ে ইহাকে সেন্ধেলোন্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সৈন্ধব, শীতসিব, মাণিমন্থ ও সিন্ধুজ। আয়ুর্ব্বেদে কেবল লবণ শব্দের উল্লেখ থাকিলে, সেখানে সৈন্ধব-লবণই বুঝিতে হয়। ইহা লবণরস, স্বাদু, শীতবীর্য্য, মৃদু, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, ত্রিদোষনাশক, ব্রণ ও বিবন্ধরোগে উপকারক।

সৈন্ধী।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। তালের রস হইতে এই মদ্য প্রস্তুত হয়। দেশভেদে ইহাকে তাড়ি বলে। ইহা অম্ল-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, মত্ততাকারক এবং পিত্তনাশক।

সৈরেয়।—শ্বেতপুষ্পবিশিষ্ট ঝিণ্টীকে সৈরেয় বলে। বাঙ্গালায় ইহা শ্বেতঝাঁটী এবং হিন্দীতে কঠশরৈয়া নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সৈরেয়ক, শ্বেতপুষ্প, সৈরেয়, কটসারিকা, সহাচর, সহচর ও ঝিণ্টী। ইহা ঈষৎ অম্ল-যুক্ত-তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, ক্রিমি, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বিষদোষে উপকারক।

সোমরাজী।—(Vernonia anthelmintica.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বীজের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সোমরাজী অথবা সোমরাজ, হিন্দীতে বুকচে ও কালিয়ে জিরোরিত, মহারাষ্ট্রে বাউচি, কর্ণাটে বাউচেগে, তেলেগুভাষায় তিপ্পতোগে ও নেলবয়লিয়ে এবং বোম্বাইপ্রদেশে বাঁবচা ও কালীজীরী কহে। ইহা কটু-তিক্তরস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, ক্রিমি, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, ত্বক্‌দোষ ও বিষদোষের শান্তিকারক।

সোমলতা।—(Asclepiasacida. The moon-plant) ইহা একপ্রকার লতার নাম। ইহার পনরটী পত্র। চন্দ্রকলার হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে শুক্লপক্ষের পনর দিনে প্রতিদিন একটী করিয়া এই লতার পত্র উদ্‌গত হয় ও কৃষ্ণপক্ষের পনর দিন প্রত্যহ একটী করিয়া সেই পনরটী পত্র ঝরিয়া যায়। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে সোমলতা, বোম্বাইয়ে সোমবল্লী, তৈলঙ্গে টিগটসুম্মুড় ও পুল্লতোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সোমবল্লী, সোমক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া। ইহা কটু-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, মাদক, কান্তিবর্দ্ধক, মেধাজনক, ত্রিদোষনাশক এবং দাহ, তৃষ্ণা ও শোষরোগের শান্তিকারক।

সোমলতা চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার; তন্মধ্যে যাহার গন্ধ ঘৃতের ন্যায়, তাহার

নাম অংশুমান্; যাহার কন্দ কদলীকন্দের ন্যায়, তাহার নাম রজপ্রভ; লশুনপত্রের ন্যায় যাহার পত্র, তাহার নাম মুঞ্জবান্; যাহা স্বর্ণবর্ণ এবং জলে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম চন্দ্রমা। গরুড়াহৃত ও শ্বেতাক্ষ নামক আর একপ্রকার সোমলতার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাপের খোলসের অনুরূপ। ইহা বৃক্ষশাখায় লম্বিত থাকে। অন্যান্য সোমলতার বিশেষ পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না; তবে সকলপ্রকার সোমলতারই পনরটী পাতা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পনর দিনে উদ্গত এবং পনর দিনে ক্ষরিত হয়। নামভেদের ন্যায় ইহাদের গুণের কোন প্রভেদ নাই। মহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্ব্বত, দেবগিরি, হিমালয়, পারিযাত্র, সহ্য ও বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতে এবং কাশ্মীরের মানসসরোবরে সোমলতা জন্মিয়া থাকে।

সোহারা।—ইহা একপ্রকার খেজুরের নাম। ইহার আকৃতি গোস্তনের অনুরূপ। দ্বীপান্তর হইতে এই খেজুর এদেশে আসিয়াছে; এখন ইহা পশ্চিম দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে ইহাকে সিন্ধী, এবং কর্ণাটে ইটিলু বলে। ইহা মধুররস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বিষ্টম্ভী, এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, ক্ষতরোগ, জ্বর, অতিসার, বমি, তৃষ্ণা, কাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, কোষ্ঠগত বায়ু, বাতশ্লেষ্মদোষ ও বাতপৈত্তিক রোগসমূহের পক্ষে হিতকর।

সৌভাগ্য।—ইহার অপর নাম চন্দন। ইহ'কে সোহাগা কহে। (টঙ্কন দ্রষ্টব্য।)

সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা।— ইহা সৌরাষ্ট্রদেশজাত প্রসিদ্ধ মৃত্তিকার নাম। বাঙ্গালায় ইহা সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, মহারাষ্ট্রদেশে তুবরী, কর্ণাটে তুররীয়মণু, এবং বোম্বাইপ্রদেশে সোরটীমাতী নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সৌরাষ্ট্র, তুবরী, কাক্ষী, মৃত্তালক, সুরাষ্ট্রজ, আঢ়কী, মৃৎস্না ও সুরমৃত্তিকা। ইহা কটু-তিক্তকষায়-রস, লেখন, চক্ষুর হিতকর, এবং কফ, পিত্ত, সন্তাপ, বমন, ব্রণ ও বিসর্পরোগের উপশমকারক। শাস্ত্রকারেরা সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সৌবর্চ্চল।—(Sauchala salt.) ইহা একপ্রকার লবণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সচল-লবণ, হিন্দীতে চৌহারকোড়া ও চোহারলবণ, এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সৌবর্চ্চল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সৌবর্চ্চল, রুচক, অক্ষ, ও পাক্য। ইহা কটু-রস-যুক্ত-লবণ-রস, ক্ষারগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, হর্ষদায়ক, রুচিকর, ভেদক, পাচক,

স্নিগ্ধ, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক, সূক্ষ্ম-স্রোতোগামী ও উদ্গারশুদ্ধিকারক, এবং বিবন্ধ, আনাহ, শূল, গুল্ম, ক্রিমি, ঊর্দ্ধ-বায়ু ও আমদোষে উপকারক।

সৌবীরক।—ইহা একপ্রকার কাঁজির নাম। যব কিংবা গম অষ্টগুণ জলের সহিত ভিজাইয়া অম্ল-রস হইলে, সেই জলকে সৌবীরক কহে। বাঙ্গালায় ইহা যবের বা গমের কাঁজি নামে অভিহিত। ইহা অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, সন্তর্পণ, বলকারক, জ্বরা-নিবারক, উদাবর্ত্ত, অঙ্গমর্দ্দ, অস্থিশূল ও কেশের পক্ষে হিতকর, এবং অর্শঃ, গ্রহণী ও শিরোরোগে উপকারক।

সৌবীর-বদর।—ইহা একপ্রকার বড় মিষ্ট কুলের নাম। চলিত কথায় ইহাকে পাটনাই কুল বা নারিকেলী কুল বলে। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও মলভেদক, এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, রক্ত ও ক্ষত-রোগে হিতকর।

সৌবীরাঞ্জন।—ইহা একপ্রকার অঞ্জন (সুর্ম্মার) নাম। সুবীরনামক নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে যে অঞ্জন উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সৌবীরাঞ্জন। চলিত-কথায় ইহাকে শ্বেত-সুর্ম্মা কহে। ইহার আকৃতি বল্মীকশিখরের ন্যায় এবং ইহা ভাঙ্গিলে ভিতর হইতে নীল আভা দেখিতে পাওয়া যায়। সৌবীরাঞ্জন মধুর-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, লেখন, মলরোধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর ও কফ-বায়ুনাশক এবং রক্তপিত্ত, শ্বাস, হিক্কা, ক্ষয়রোগ ও বিষদোষে উপকারক। চক্ষুর উপকারের জন্য হিন্দুস্থানী মুসলমানগণ এই সুর্ম্মার অঞ্জন ব্যবহার করেন।

সৌরেয়।—ইহা একপ্রকার শ্বেত-বর্ণ ঝাঁটীগাছের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতঝাঁটী ও হিন্দীতে কটসরৈয়া কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কেশের রঞ্জনকারক, এবং বাত, কুষ্ঠ, কফ, কণ্ডূ এবং বিষদোষে উপকারক।

স্থলপদ্ম।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ পুষ্পের নাম। স্থলে জন্মে বলিয়া ইহার নাম স্থলপদ্ম। বাঙ্গালায় ইহা স্থল-পদ্ম, হিন্দীতে বেটভামর এবং তেলেগু-ভাষায় স্থলপদ্মমনেপুষ্পমু নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—স্থলকমল, পদ্ম-চারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও শারদা। ইহার গাছ কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল ও কফ-বায়ু-নাশক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অশ্মরী, কাস, রক্তপিত্ত, বমন, অতিসার, বিষদোষ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

স্থূলজীরক।—ইহা একপ্রকার জীরার নাম। সাধারণতঃ মোটা কাল-জীরাকে স্থূলজীরক বলে। হিন্দীতে ইহা মগরেলা নামে পরিচিত। ইহা কটু-

তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাত-শ্লেষ্মনাশক,এবং অজীর্ণ, আধ্মান, ক্রিমি ও গুল্মরোগে উপকারক।

স্থূলশর।—ইহা মালবদেশজাত একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রামশর বা মোটাশর কহে। ইহা মধুর তিক্তরস, বলবীর্য্যবর্দ্ধক, কফ-নাশক, ভ্রান্তি ও সন্তাপনিবারক এবং নিত্য সেবনে ঈষৎবায়ুবর্দ্ধক।

স্থূলশালি।—ইহা একপ্রকার আমন ধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মোটাধান,মহারাষ্ট্রদেশে বড়ীশালি, এবং কর্ণাটে দোড়ুনেলু কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক,বল-বীর্য্যকারক, পিত্তনাশক, বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেরই হিতকর, এবং জীর্ণজ্বর, দাহ ও জঠর-রোগে উপকারক।

স্থূলৈলা।—(Amomum Subulatum. Syn.—Large cardamoms.) বাঙ্গালায় ইহাকে বড় এলাচ, হিন্দীতে বড়এলাইচ, তেলেগু-ভাষায় পেত্তএলাকুলু, তামিলে এলম, এবং মহারাষ্ট্রদেশে এলদোড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—এলা,স্থূলা,বহুলা, পৃথ্বিকা,ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্র-বালা ও নিষ্কুটি। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, সুগন্ধি, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নি-বর্দ্ধক ও পুংস্ত্বনাশক; এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, বমি, হৃদ্রোগ, তৃষ্ণা, কণ্ডু, বস্তিগতরোগ, মুখ-রোগ ও বিষদোষের উপশমকারক।

স্থৌণেয়ক।—ইহা একপ্রকার গ্রন্থিপর্ণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গাঁঠিয়ালা, হিন্দীতে থুনের, তেলেগু-ভাষায় সুগন্ধদ্রব্যমু এবং নেপালে ভটিউর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বর্হির্বর্হ, শুকবর্হ,কুক্কুর,শীর্ণ, রোমশুক, শুকপুষ্প, শুকচ্ছদ। ইহা কটু-তিক্ত-মধুররস, স্নিগ্ধ, মেধাজনক,শুক্রবর্দ্ধক,রুচিকর, ত্রিদোষ-নাশক এবং জ্বর, ক্রিমি, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, গাত্রদৌর্গন্ধ, তিলকালক ও রক্ষোদোষের শান্তিকারক।

স্নান।—অবগাহন এবং প্রচুর জল দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ প্রক্ষালনের নাম স্নান। স্নান করিলে শরীরের স্বেদ, মলা প্রভৃতি অপগত হইয়া শরীর পরিষ্কৃত ও পবিত্র হয় এবং শ্রান্তিনাশ, অগ্নিবৃদ্ধি, রক্তের প্রসন্নতা, বল-বীর্য্যের ও ওজোধাতুর বৃদ্ধি এবং কেশের উপকার হইয়া থাকে। স্রোতোজলে অথবা প্রশস্ত সরোবরের পরিষ্কৃত জলে স্নান করা উচিত। তদ-ভাবে উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহাতেই স্নান করা কর্ত্তব্য। উষ্ণজলে স্নান করিতে হইলেও মস্তকে শীতল জল দিতে হয়; কারণ,উষ্ণজল মস্তকে দিলে কেশ ও চক্ষুর হানি হইয়া থাকে। তবে

বাতশ্লেষ্মজনিত বিবিধ পীড়ায় মস্তকে উষ্ণ-জল দেওয়াই সুব্যবস্থা। শীতকালে অত্যন্ত শীতলজলে স্নান করিলে,—শ্লেষ্মা ও বায়ুর বৃদ্ধি হয়; এবং গ্রীষ্মকালে অধিক উষ্ণজলে স্নান করিলে পিত্ত ও রক্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আহারের পরে এবং জ্বর,অতিসার, অজীর্ণ, পীনস, কর্ণশূল, অর্দ্দিতরোগ, মুখরোগ ও নেত্র-রোগ প্রভৃতি অনেক রোগে স্নান নিতান্ত অপকারক। অপরাপর রোগেও রোগের এবং রোগীর অবস্থা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, স্নান করাইলে বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

স্নুহী।—(Euphorbia nerrifolia.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে তেকাঁটা সীজ বলে। ইহার হিন্দীনাম থোহর, তিধার, জাকুনিয়া, তেলেগু নাম চেমুরচেট্টু, বোম্বাই নাম নিবড়ুঙ্গ। ইহা উষ্ণবীর্য্য এবং পিত্ত, দাহ, কুষ্ঠ, বাত ও প্রমেহনাশক। ইহার ক্ষীর (নির্য্যাস) বাত, বিষ, আধ্মান, গুল্ম এবং উদররোগে হিতকর।

স্পৃক্কা।—(Trigonella corniculata.) ইহা একপ্রকার সুগন্ধি শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পিড়িং শাক,মহারাষ্ট্রদেশে স্পৃক্কা, কর্ণাটে হিক্কে এবং তেলেগু-ভাষায় স্পৃক্কুথনেড়ুদ্রব্যমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—স্পৃক্কা, অসৃক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুন্মালা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটি, বর্ষা ও লঙ্কাপিকা। ইহা কটু-তিক্ত মধুর-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক, এবং কফ, কাস, মেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর, দাহ, ঘর্ম্ম, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও বিষদোষে উপকারক।

স্ফটিক।—ইহা একপ্রকার মণির নাম। ইহা সাধারণ রত্নের সমগুণাবিশিষ্ট। অধিকন্তু দাহ এবং পিত্তজনিত রোগের উপশমকারক। ইহা ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে, প্রথমতঃ টাবালেবুর ও আদার রসে ভিজাইয়া শোধিত করিবে, পরে তাহা পুটপাকে দগ্ধ করিয়া, সেই ভস্ম ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবে।

স্ফটিকারি।—(Alum) ইহা একপ্রকার খনিজ উপরসের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ফট্‌কিরি এবং হিন্দীতে ফিটীকারী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—স্ফটী, স্ফটিকা, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দৃঢ়রঙ্গা, রঙ্গদৃঢ়া ও রঙ্গা। ইহা কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, সঙ্কোচক; এবং ব্রণ, বিসর্প ও শ্বিত্র (ধবল) রোগে উপকারক। স্ফটিকারির শোধনবিধি শাস্ত্রে কিছু দেখা যায় না; কিন্তু অনেকে ইহা অগ্নিতে ফুটাইয়া খই করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

স্রোতোঽঞ্জনী।—(Antimony) ইহা একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জন। চলিত

কথায় ইহাকে কাল-শুর্ম্মা কহে। ইহার আকৃতিও সৌবীরাঞ্জনের অনুরূপ, এবং ভাঙ্গিলে ভিতরে নীল আভা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ঘর্ষণ করিলে গিরিমাটীর ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হয়। ইহা কটু-কষায়-মধুররস, শীত-বীর্য্য, স্নিগ্ধ, ক্রিমিনাশক, ধারক, চক্ষুর হিতকর, রসায়ন ও পিত্তনাশক, এবং ক্ষয়রোগ, সিধ্ম, বমি, রক্তদোষ ও বিষ-দোষে উপকারক। শ্বেত-শুর্ম্মার ন্যায় এই শুর্ম্মাও অঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হয়।

স্বর্জ্জিকাক্ষার।—(Coroxylon griffithii) ইহা একপ্রকার কৃত্রিম ক্ষারপদার্থের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সাচিক্ষার বা সাজিমাটি এবং হিন্দীতে সাজীখারু ও কঙ্গনক্ষার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—স্বর্জ্জিকা, কপোত ও সুখবর্চ্চক। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ও কফ-বায়ুনাশক, এবং গুল্ম, আধ্মান, ক্রিমি, উদর ও ব্রণরোগে উপকারক।

স্বর্ণ।—(Gold.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ধাতু। চলিতকথায় ইহাকে সোণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাত-কুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বুনদ জাতরূপ ও মহা-রজত। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়রস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, পিচ্ছিল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, মেধাবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তি-জনক, শুক্রবর্দ্ধক, বাক্য-শুদ্ধিকারক, চক্ষুর হিতকর, আয়ুঃ ও স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধিকারক, ত্রিদোষনাশক; এবং জ্বর, শোথ, ক্ষয়, উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধরোগের শান্তিকারক। কিন্তু অশোধিত ও অজা-রিত স্বর্ণ সেবন করিলে বলবীর্য্যের নাশ, বহুরোগের উৎপত্তি, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। এজন্য স্বর্ণ শোধিত ও জারিত করিয়া প্রয়োগ করা বিধেয়।

পাকা সোণার পাতলা পাত করিয়া তাহা এক একবার আগুনে পোড়াইবে, ও তপ্ত তপ্ত সেই পাত ক্রমশঃ তৈল, ঘোল, গোমূত্র, কাঁজি ও কুলত্থকলায়ের ক্বাথ প্রত্যেকটীতে ৭ সাত বার করিয়া নিমগ্ন করিবে। এইরূপে স্বর্ণ শোধিত করিয়া পরে তাহা জারিত করিতে হয়। এক-ভাগ স্বর্ণ ও দুইভাগ পারদ একত্র কোন অম্লরসের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একটী গোলক করিবে ও সেই গোলকের সমপরিমিত গন্ধকচূর্ণের অর্দ্ধাংশ নীচে ও অর্দ্ধাংশ উপরে দিয়া দুইখানি শরার মধ্যে রুদ্ধ করিবে। পরে সেই রুদ্ধশরাদ্বয়ের সংযোগস্থলে মাটি ও কাপড় উত্তমরূপে লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে এবং ৩০ ত্রিশ খানি বিল-ঘুঁটের আগুনে গজপুটে দগ্ধ করিবে। এইরূপে পারদাদির সহিত চতুর্দ্দশবার মর্দ্দন করিয়া, উত্তমরূপে

পুটদগ্ধ করিলেই স্বর্ণ জারিত হয়, অর্থাৎ স্বর্ণের ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেহ কেহ সোণার পাতের উপর মনঃশিলা, গন্ধক ও আকন্দের আঠা লেপন করিয়া দ্বাদশবার গজপুটে পাক করেন। ইহা ভিন্ন স্বর্ণভস্ম করিবার আরও অনেক প্রকার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাদের মধ্যে যে কোন নিয়মে স্বর্ণভস্ম করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাকা সোণা ভিন্ন খাদ্‌মিশ্রিত স্বর্ণ কদাচ ঔষধার্থে ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে।

স্বর্ণকেতকী।—ইহা রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট কেতকী-বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সোণাকেয়া বলে। ইহা বর্ণ-বর্দ্ধক, কেশসুগন্ধিকারক, এবং কাম-বর্দ্ধক। ইহার গুন অর্থাৎ নামান কটু-রস, অতিশয় শীতল, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, রসায়ন এবং কফ পিত্তনাশক।

স্বর্ণজাতী।—(Jasminum revolutum.) ইহা এক প্রকার পীতবর্ণ জাতীপুষ্পের নাম। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক, এবং শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, বায়ুবিকার, কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও বিষদোষে হিতকর। ইহার কুঁড়ি-ফুল ব্রণ ও নেত্ররোগের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

স্বর্ণজীবন্তী।—ইহা পীতবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট জীবন্তীর নাম। বাঙ্গালা-ভাষায় ইহাকে স্বর্ণজীবন্তী এবং হিন্দীতে সোণাজীবই কহে। ইহা মধুররস, শুক্র-বর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, এবং বাত, পিত্ত, রক্ত, দাহ ও চক্ষুরোগে হিতকর।

স্বর্ণমাক্ষিক।—ইহা একপ্রকার উপধাতু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মাক্ষিক, তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিকধাতু ও মধুধাতু। ইহা স্বর্ণধাতুর উপধাতু; এইজন্য স্বর্ণের কিছু কিছু গুণ ইহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্ণ-মাক্ষিক দেখিতে স্বর্ণের আভাযুক্ত ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ; ভাঙ্গিলে মধ্যভাগে স্বর্ণের আভা স্পষ্টতর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, রসায়ন, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষ-নাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, এবং পাণ্ডু, প্রমেহ, উদর, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও বিষদোষে উপকারক। কিন্তু অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক সেবনে অগ্নিমান্দ্য, বলক্ষয়, বিষ্টম্ভ, নেত্ররোগ ও কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে; এই জন্য স্বর্ণমাক্ষিক শোধিত করিয়া ঔষধা-দিতে প্রয়োগ করা উচিত। দুইভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈন্ধব একত্র জাম্বীরের রস অথবা টাবানেবুর রসসহ লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নির জালে চড়াইয়া লোহার হাতা দ্বারা অনবরত নাড়িতে থাকিবে ও সিন্দূরবর্ণ হইলে নামাইবে। এইরূপে স্বর্ণমাক্ষিক শোধিত হয়।

স্বর্ণলী।—ইহা একপ্রকার আরগ্বধ অর্থাৎ শোণালুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শোণালু, হিন্দীতে আমলটাস, মহারাষ্ট্রে গুড়মলবর, তেলেগুভাষায় রেয়লু, পঞ্জাবে কনিআর, এবং বোম্বাই-প্রদেশে সোণুলী কহে। ইহা কটু-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, বিরেচক, ব্রণনাশক এবং আরগ্বধের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

স্বর্ণবল্লী।—ইহা একপ্রকার লতার নাম। তেলেগু-ভাষায় ইহাকে বেক্কুড়তোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্বর্ণবল্লী, রক্তফলা, কাকায়ুঃ ও কাকবল্লরী। ইহা দুগ্ধবর্দ্ধক, ত্রিদোষ-নাশক, এবং শিরঃপীড়ার শান্তিকারক।

স্বর্ণক্ষিরিণী।—(Cleome falina. Syn.—Agremone mexicana) ইহা সোণা খিরুই নামে পরিচিত একপ্রকার বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে শিয়ালকাঁটা, হিন্দীতে ভেরবন্দ কহে। ইহার মূলের নাম চোক। মহারাষ্ট্রে পিসৌরভেড়, কর্ণাটে চিকণিক্কেভেড়, বোম্বাই প্রদেশে পিংবলাধোৎরা এবং তামিলে ব্রহ্মদণ্ডুবিরই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কটুপর্ণী, হৈমবতী, হেমাহ্বা ও পীতদুগ্ধা। ইহা তিক্ত-রস, বিরেচক ও বমনবেগকারক এবং কফ, ক্রিমি, আনাহ, রক্তপিত্ত, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও বিষদোষের পক্ষে উপকারক।

স্বাদ্বগুরু।—ইহা মধুর-রসযুক্ত একপ্রকার অগুরুর নাম। ইহা মধুর-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য ও আমবাতনাশক, এবং সাধারণ অগুরুর অন্যান্য গুণ-বিশিষ্ট।

স্বাদ্বন্ন।—ইহা একপ্রকার অন্নের নাম। ইহা মধুররস মিশ্রিত থাকায় মিষ্টাস্বাদ, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, কফ-জনক, বলকারক, পুষ্টিকর, আয়ুর্বর্দ্ধক, এবং প্রীতিকারক।

স্বেদজশাক।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। ইহা মৃত্তিকা, গোময়, কুষ্ঠ এবং বৃক্ষাদিতে জন্মে। বাঙ্গালায় ইহাকে পোয়ালছাতু বলে। ইহা গুরু-পাক, শীতবীর্য্য, পিচ্ছিল, এবং ছর্দ্দি, অতিসার, জ্বর ও শ্লেষ্মার উপশমকারক।

হ।

হংস।—ইহা প্লবজাতীয় এক-প্রকার প্রসিদ্ধ জলচর পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে হাঁস, এবং মহারাষ্ট্র-প্রদেশে বল্লকি কহে। ইহার মাংস মধুর-রস,

উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শুক্র-বর্দ্ধক, বলকারক, কফজনক, বায়ুনাশক, স্বরপরিষ্কারক ও তিমিররোগে হিতকর।

হংসবীজ।—হাঁসের ডিমকে হংসবীজ বা হংসডিম্ব বলে। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, সন্তোষবলকারক, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, এবং রেতঃক্ষয়, কাস, হৃদ্রোগ ও ক্ষতরোগে হিতকর।

হংসপদা।—(Vitis pedata.) ইহা একপ্রকার লতার নাম। ইহার পত্রের আকার হংসের পদের অনুরূপ। বাঙ্গালায় ইহ'কে গোয়ালে'লতা, মহা-রাষ্ট্রে হংসপদী, এবং কর্ণাটে নবিলড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হংসপদী, গোধাপদী, কীটমাতা, ত্রিপাদিকা ও হংসপাদী। ইহা কটুরস, শীতল, গুরু-পাক ও রসায়ন এবং দাহ, ভ্রান্তি, অপ-স্মার, অতিসার, রক্তদোষ, ব্রণ, বিসর্প, অগ্নিরোহিণী, ভূতাবেশ ও বিষদোষের শান্তিকারক। গোয়ালে'লতার পাতার প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়, এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষতের উপশম হয়।

হরিণ।—ইহা তাম্রবর্ণ মৃগের নাম। ইহার মাংস মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলমূত্র-রোধক, ত্রিদোষনাশক ও সুগন্ধি।

হরিতাল।—ইহা একপ্রকার পীতবর্ণ খনিজ পদার্থের নাম। ইহা উপ-বিষজাতীয় পদার্থ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, হরিতাল, তাল, আল ও তালক। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ ও কফ-পিত্তনাশক, এবং কণ্ডূ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, মুখরোগ ও ব্রণ প্রভৃতি রোগের শান্তি-কারক। চূণের জল অথবা উষ্ণজলের সহিত হরিতাল-চূর্ণ লোমস্থানে লেপন করিলে লোম উঠিয়া যায়। হরিতালের বাহ্যপ্রয়োগ করিলে সকলপ্রকার ক্ষত, বিশেষতঃ যেসকল ক্ষতে পোকা জন্মে, তাহাও শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

হরিতাল দুইপ্রকার,—বংশপত্র ও পিণ্ড। বংশপত্র হরিতাল অভ্রের ন্যায় স্তরবিশিষ্ট, গাঢ় পীতবর্ণ, ভার, স্নিগ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাহা অধিক গুণশালী ও রসায়ন। পিণ্ড-হরিতাল, পিণ্ডাকার, স্তর-হীন, অপেক্ষাকৃত লঘু এবং বংশপত্র অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট। ইহা স্ত্রীলোকের রজোনাশক। উভয় হরিতালই শোধিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়; নতুবা শরীরের কান্তিনাশ, সন্তাপ, আক্ষেপ, কুষ্ঠ এবং বাতশ্লেষ্মার বৃদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ অপকার হইয়া থাকে। হরিতাল চূর্ণ করিয়া, ঘোল, চূণের জল ও কুষ্মাণ্ডরস, ইহাদের প্রত্যেকটাতে সাতবার বা তিন বার করিয়া ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই শোধিত হয়। এতদ্ভিন্ন হরি-তাল-চূর্ণ পোট্টলীবদ্ধ করিয়া কাঁজি, কুষ্মাণ্ডরস, তিল-তৈল ও ত্রিফলার কাথ,

ইহাদের এক একটীর সহিত একপ্রহর করিয়া দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

হরিতালপক্ষী।—ইহাকে বাঙ্গালায় হরিয়াল ও হত্তেল ঘুঘু এবং হিন্দীতে হরিয়াল কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর হারীত। ইহার মাংস মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক ও বায়ু-প্রকোপক, এবং তৃষ্ণা ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

হরিদ্রা।—Curcuma longa.) ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হলুদ, হিন্দীতে হর্দী ও হল্‌দী, মহারাষ্ট্রদেশে হল্‌দী, কর্ণাটে অরসিন, তেলেগু-ভাষায় পসুপ এবং দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে হরদ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্না, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া, হরবিলাসিনী, নিশা ও রাত্রিবাচক সমস্ত শব্দ। হরিদ্রা, কর্পূর-হরিদ্রা, বন-হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ভেদে ইহা চারিপ্রকার। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণবর্দ্ধক, রুক্ষ, রক্তপরিষ্কারক, পিত্তনাশক ও দাহনিবারক এবং কফজ ও বাতজ রোগ, রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, ত্বক্‌দোষ, শোথ, পাণ্ডু, ক্রিমি, প্রমেহ, পীনস, অপচী, অরুচি ও বিষদোষে উপকারক।

হরিমুদ্গ।—(Phaseolus mungo.) ইহা একপ্রকার মুগের নাম। বঙ্গালায় ইহাকে হারিমুগ ও ঘাসিমুগ, হিন্দীতে হরিমুঙ, মহারাষ্ট্রদেশে হরিয়রমুঙ্গ্‌ এবং কর্ণাটে হস্‌রু-হেসরু কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং রক্তমূত্র রোগে হিতকর।

হরীতকী।—(Chebulic myrobalan) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হরীতকী, হিন্দীতে হর ও হরেড়া, মহারাষ্ট্রদেশে হিরড়া, কর্ণাটে অণিলে, তেলেগু-ভাষায় করকচেট্টু, উৎকলে হরিড়া ও করেড়, দাক্ষিণাত্যে কল্‌রা এবং তামিলীতে কড়কৈ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থ, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী, ও রোহিণী। ইহা মধুর-অম্ল-কটু-কষায়-তিক্ত-রস, কিন্তু কষায়-রসের আধিক্য-বিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, মধুর-বিপাক, লঘু, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলাদির অধঃপ্রবর্ত্তক, পুষ্টিকর, মেধাবর্দ্ধক, আয়ুর বৃদ্ধিকারক, চক্ষুর হিতকর, রসায়ন, ত্রিদোষনাশক এবং শ্বাস, কাস, শোথ, উদর, অর্শঃ, ক্রিমি, মলবদ্ধতা, গুল্ম, আধ্মান, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, হিক্কা, শূল, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, বমন, বিষমজ্বর, কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগের

উপশমকারক। হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, পেষণ করিয়া সেবন করিলে মলরোধ এবং ভাজিয়া খাইলে ত্রিদোষনাশ হইয়া থাকে। আহারের সঙ্গে হরীতকী সেবন করিলে বলবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, কফ-পিত্ত-বায়ুর নাশ এবং মলমূত্রাদির বিনির্গম হয়; আহারের পরে হরীতকী সেবন করিলে, বায়ু-পিত্ত-কফের নাশ এবং অন্ন-পানজনিত কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা থাকিলে তাহা বিদূরিত হয়। হরীতকী লবণের সহিত সেবন করিলে কফ, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত, ঘৃতের সহিত সেবনে বায়ুবিকার এবং গুড়ের সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

উপবাস ও রক্তমোক্ষণ জন্য ক্ষীণ ব্যক্তি এবং কৃশ, দুর্ব্বল, পথশ্রান্ত, রুক্ষদেহ, পিত্তপ্রধান ধাতু ও গর্ভিণী-দিগের হরীতকী সেবন নিষিদ্ধ।

আয়ুর্ব্বেদে সাত প্রকার হরীতকীর উল্লেখ আছে; যথা—বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। ইহাদের মধ্যে বিজয়ার আকৃতি লাউয়ের মত; রোহিণী সম্পূর্ণ গোল; পূতনা আকৃতিতে সূক্ষ্ম; কিন্তু তাহার মধ্যস্থ বীজ অধিক বড়; অমৃতার বীজ ছোট এবং শস্য অধিক; অভয়ার উপরে পাঁচটী রেখা দেখা যায়, জীবন্তী স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, পীতবর্ণ, চেতকী তিনটী রেখা-বিশিষ্ট। বিজয়া সর্ব্বাগ্রে প্রশস্ত; রোহিণী ব্রণরোপক, অর্থাৎ ইহার ব্যবহারে ক্ষত পূরিয়া উঠে; পূতনা প্রলেপাদিতে প্রশস্ত; বিরেচনাদি সংশোধন কার্য্যে অমৃতা উপযোগী; অভয়া নেত্র-রোগে অধিক উপকারী; জীবন্তী সর্ব্ব-রোগনাশক; চেতকী হরীতকী অবচূর্ণ-নার্থ, অর্থাৎ ইহার চূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। চেতকী হরীতকী দুইপ্রকার, একপ্রকার শুক্লবর্ণ ও ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ; অন্যপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ ও দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ। চেতকী হরীতকীর দর্শন, স্পর্শনাদি দ্বারাও বিরেচন হইয়া থাকে। এই হরীতকীবৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিলে, এবং ইহা হাতে করিয়া রাখিলেও বিরেচন হয়। এইজন্য শিশু, সুকুমার, কৃশ, ঔষধদ্বেষী ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিদিগের বিরেচনার্থ চেতকী হরীতকী প্রশস্ত। ফলতঃ এই সাতপ্রকার হরীতকীর মধ্যে বিজয়া হরীতকীই উৎকৃষ্ট; কারণ, ইহা সুলভ, সুখসেব্য ও সর্ব্বরোগে হিতকর। হরীতকীর আঁটি (বীজ) কষায়রস, গুরুপাক, চক্ষুর হিতকর এবং বাত-পিত্ত-নাশক।

হরীতকী-তৈল।—হরীতকীর আঁটির মধ্যস্থ মজ্জা হইতে একপ্রকার স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহার নাম

হরীতকী-তৈল। ইহা কটু-কষায়-মধুর-রস, শীতল, সর্ব্ববিধ-ত্বক্‌দোষ-নিবারক ও পথ্য, এবং সর্ব্বরোগনাশক।

হবুষা।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হবুষা-ফল, হিন্দীতে হোঁহবের, কর্ণাটে হোবের,এবং মহারাষ্ট্রে ষরড়্হবেব কহে। আকৃতি-ভেদে হবুষাফল দুই প্রকার; তন্মধ্যে একপ্রকার মৎস্যাকৃতি ও আঁসটে গন্ধ-বিশিষ্ট। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হবুষা, বপুশা ও বিস্রা। অন্যপ্রকার হবুষা, অশ্বত্থ-ফলের ন্যায় আকৃতি এবং মৎস্যের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অশ্বত্থফলা, মৎস্যগন্ধা, প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্নী, ও ধ্বাক্ষনাশিনী। উভয় হবুষার গুণের কোন পার্থক্য নাই। ইহা কটু তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নি-বর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, এবং অর্শঃ, গ্রহণী, শূল, গুল্ম, উদর ও প্রদররোগে উপকারক।

হস্তিকন্দ।—(Raphanus sativus.) ইহা কোঙ্কণদেশজাত এক-প্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হাঁসা-বড়-মূলা, মহারাষ্ট্রদেশে হস্তিকন্দ এবং কর্ণাটে মল্লিরকসিয়গড্ডে কহে। ইহা কটু-রস,উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক,মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং মহা-কুষ্ঠ, বিসর্প ও ত্বক্‌দোষে হিতকর।

হস্তিকর্ণ-পলাশ।—(Butea Superba.) ইহা একপ্রকার পলাশ-বৃক্ষের নাম। চলিত কথায় ইহাকে ভূ-পলাশ এবং তেলেগুতে চিট্টামুদপুচেট্টু কহে। ইহার পত্রের আকার হস্তি-কর্ণের মত বৃহৎ, এইজন্য ইহা হস্তিকর্ণ-পলাশ নামে পরিচিত। ইহা আয়ুঃ, মেধা ও বলের বৃদ্ধিকারক এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। ইহার বীজের তৈল মূলক-তৈলের সমগুণবিশিষ্ট।

হস্তিঘোষা।—(Leffa pentandra) ইহা একপ্রকার ঘোষাজাতীয় ফলশাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধুন্দুল, হিন্দীতে নেনুয়া, মহারাষ্ট্রদেশে পারিসদোড়কা, কর্ণাটে অরহীরে, তৈলঙ্গে এনুগবীর, এবং উৎকলে তরড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মহাকোশা-তকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ। ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, ক্রিমিজনক ও ব্রণরোপক, এবং আধ্মান ও বায়ুবিকারের উৎপাদক।

হস্তিনী।—ইহার অপর নাম মহেন্দ্রবারুণী। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় রাখালশশা কহে। (রাখালশশা দ্রষ্টব্য।)

হস্তিনী-দুগ্ধ।—হস্তিনামক প্রসিদ্ধ জীবের দুগ্ধকে মহারাষ্ট্রদেশে হাতিনীচে-দুধ,এবং কর্ণাটে আনেয়হালু কহে। ইহা কষায়যুক্ত মধুররস,শীতল,স্নিগ্ধ,গুরুপাক,

দেহের স্থিরতাসম্পাদক, বলকারক ও চক্ষুর হিতকর। এই দুগ্ধের দধি কষায়-মধুর-অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক ও কান্তিজনক, এবং পরিণামশূল ও কফজরোগে হিতকর। ইহার মাখন ও ঘৃত কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, বিষ্টম্ভী, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক, এবং ক্রিমিনিবারক।

হস্তিমদ।—ইহা দাক্ষিণাত্য-দেশজাত একপ্রকার ওষধির নাম। ইহা তিক্তরস, স্নিগ্ধ, কেশের হিতকর, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ ব্রণ, দদ্রু, বিসর্প, অপস্মার রোগ ও বিষদোষে হিতকর।

হস্তি-মাংস।—কূলেচর-জাতীয় হস্তিনামক প্রসিদ্ধ পশুবিশেষের মাংস অম্ল-লবণ-মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, দুর্জ্জর, অগ্নিমান্দ্যজনক, পুষ্টিকর, বাতশ্লেষ্মজনক, কিন্তু সুশ্রুতের মতে বাতশ্লেষ্মনাশক।

হস্তিমূত্র।—হস্তীর মূত্র কষায়-তিক্ত-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক, এবং হিক্কা, শ্বাস, শূল ও ভূতাবেশে উপকারক। ইহার বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা কণ্ডূ, দদ্রু ও বিসর্পরোগের উপশম হয়।

হস্তিশুণ্ডা।—(Heliotropium Indicum.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে হাতিশুঁড়া, এবং মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে নেলবাল ও নলদাবরে কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সন্নিপাত-জ্বরনাশক, এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সর্প-বৃশ্চিকাদির বিষ-নিবারক।

হস্তিশ্যামক।—ইহা একপ্রকার তৃণধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হাতিয়াশ্যামা কহে। ইহা রুক্ষ, ধাতুশোধক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, বায়ুবর্দ্ধক এবং শ্যামাধান্যের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

হায়ন।—ইহা একপ্রকার শালিধান্যের নাম। ইহার গুণ অন্যান্য শালিধান্যের অনুরূপ।

হারীত।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। ইহার অপর নাম হরিতাল পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে হত্তেল ঘুঘু, এবং বোম্বাই-প্রদেশে তিলগিরুপক্ষী বলে। ইহার মাংস মধুররস, এবং কফ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক।

হিঙ্গু।—(Ferula Asafœtida or Ferula alliacea.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। বাঙ্গালায় ইহাকে হিং ও হিঙ্গু, হিন্দী-ভাষায় ও বোম্বাই প্রদেশে হিঙ্গু, মহারাষ্ট্রদেশে হিঙ্গু, কর্ণাটে লেম্, তেলেগুতে ইঙ্গুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক ও রামঠ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, সারক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নায়ুর উত্তেজক, কামোদ্দীপক, কফ-নিঃসারক, বায়ুনাশক,

আক্ষেপ-নিবারক ও রজোনিঃসারক, এবং অজীর্ণ শূল, মলাদির বিবন্ধ, চক্ষু-রোগ ও ক্রিমিরোগের উপশমকারক।

হিঙ্গুপত্রী।—(Balanites Roxburghii) ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বংশপত্রতৃণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হিঙ্গু-পত্রী, কুবরী, পৃথ্বীকা, পৃথুকা ও পৃথু। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পাচক, ক্রিমি-নাশক ও বাত-শ্লেষ্মার উপকারক।

হিঙ্গুল।—ইহা পারদবহুল মিশ্র-খনিজ পদার্থের নাম। বাঙ্গালায় ইহা হিঙ্গুল নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হিঙ্গুল, দরদ, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণপারদ। ইহা মধুর-কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, প্লীহা, কামলা, আমবাত, হৃল্লাস, বিষদোষ ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক। রূপভেদে ও নামভেদে ইহা তিনপ্রকার। শ্বেতবর্ণ হিঙ্গুলের নাম চর্ম্মার; ঈষৎ পীতবর্ণ হিঙ্গুলের নাম শুকতুণ্ডক; এবং গাঢ় রক্তবর্ণ হিঙ্গুলের নাম হংসপাদ। ইহাদের মধ্যে রক্তবর্ণ হংসপাদ হিঙ্গুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহার্য্য। সমস্ত হিঙ্গুলই শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমতঃ ৭ সাতবার মেষীদুগ্ধ দ্বারা তৎপরে অম্লবর্গদ্বারা, এবং তাহার পরে আদার রস দ্বারা ভাবনা দিলে, হিঙ্গুল শোধিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গুল হইতে পারদ বহিষ্কৃত করিতে হইলে, প্রথমতঃ নেবুর রসের সহিত একপ্রহর মর্দ্দন করিয়া, সেই হিঙ্গুল একটী হাঁড়ীতে রাখিবে, এবং তাহার উপরে একটী জলপূর্ণ হাঁড়ী বসাইয়া, নীচের হাঁড়ীতে অগ্নির জ্বাল দিবে। উপরের হাঁড়ীটীর জল গরম হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জল দিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ হিঙ্গুল হইতে পারদ বহির্গত হইয়া উপরের হাঁড়ীটীর তলদেশে সংলগ্ন হইবে। এই পারদ স্বভাবতঃই বিশুদ্ধ; এইজন্য ইহার শোধনক্রিয়ার আবশ্যক হয় না, এবং সাধারণ পারদ অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী।

হিজ্জল।—(Barringtonia acutangula. Syn.—Eugenia acutangula.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হিজল, হিন্দীতে সমুন্দরফল ও ইজ্জর, মহারাষ্ট্রে পর্য্যায়, কর্ণাটে তোরেগণগিলে, উৎকলে কিঞ্জোলৌ এবং বোম্বাইপ্রদেশে সমুদ্র-ফল ও পরেল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, মলসংগ্রা-হক, কফ-পিত্তকর, বায়ুরোগনাশক,

ও পবিত্র, এবং ভূতাবেশ ও গ্রহাবেশের শান্তিকারক।

হিন্তাল।—(Phœnix paludosa.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষের নাম। সংস্কৃতে ইহাকে মহাতাল, বাঙ্গালায় হাঁতাল, এবং দাক্ষিণাত্যে হিন্তালু কহে। ইহা অম্ল-মধুররস, শীতল, তৃষ্ণা-নিবারক, শ্রান্তিনাশক, কফ-বর্দ্ধক, এবং বায়ু, পিত্ত ও দাহরোগে হিতকর।

হিমাবতী।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে হিয়াবলী এবং বাঙ্গালায় হিমাবলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হিমাবতী ও হিমাবলী। ইহা তিক্ত-রস ও সারক, এবং প্লীহা গুল্ম, উদর, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কণ্ডূরোগে উপকারক।

হিলমোচিকা।—(Enhydra Fluctuans.) ইহা একপ্রকার জলজাত শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হিঞ্চে শাক, হিন্দীতে হুরহুচ, বোম্বাই-প্রদেশে হুরহুচী, এবং উৎকলে হিরমিচা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ব্রাহ্মী, শঙ্খধরাচরী, মৎস্যাক্ষী ও হিলমোচিকা। ইহা তিক্তরস, শীতল, সারক, ও পিত্ত-নাশক, এবং কফ, শোথ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও চক্ষুরোগে হিতকর।

হীরক।—(Diamond) ইহা একপ্রকার রত্নের নাম। যথাবিধানে শোধিত ও জারিত করিয়া সেবন করিলে, ইহা আয়ুঃ, বল, বীর্য্য, বর্ণ, পুষ্টি, শুক্র, রতিশক্তি ও উত্তেজনার বৃদ্ধি করে; ইহা উষ্ণবীর্য্য ও রসায়ন। বিবিধ ঔষধের সহিত ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অবস্থাবিশেষে অনেক রোগে ইহাদ্বারা যথেষ্ট উপকার হয়। কণ্টকারীর মূল-মধ্যে নিহিত করিয়া ৭ সাতবার গজপুটে পাক করিলে, হীরক শোধিত ও জারিত হয়। এতদ্ভিন্ন অশ্বমূত্র কিংবা ভেক-মূত্রের সহিত এক একবার মর্দ্দন করিয়া ৭ সাতবার পুটদগ্ধ করিলে, হীরকের শোধন ও মারণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বর্ণ ও আকৃতিভেদে হীরকের নানা-প্রকার ভেদ কল্পিত আছে। শুক্লবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণজাতি; ইহা রসায়ন কার্য্যে প্রশস্ত, এবং সকল কার্য্যেই ফলপ্রদ। রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়জাতি; বহুবিধ রোগ,জরা ও অকালমৃত্যু নিবারণে ইহা উপযোগী। পীতবর্ণ হীরক বৈশ্যজাত; ইহা শরীরের দৃঢ়তাকারক, এবং ধারণে সম্পত্তিবর্দ্ধক। কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্রজাতি; ইহা রোগনাশক ও বয়ঃস্থাপক। সুন্দর, গোলাকার,জ্যোতির্ম্ময়, বৃহৎ এবং রেখা-হীন বা বিন্দুবিহীন হীরক পুংজাতি, ইহা বীর্য্যবর্দ্ধক, সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত ও সর্ব্বত্র সুফলপ্রদ। যে হীরক রেখা বা বিন্দুযুক্ত এবং ষট্‌কোণবিশিষ্ট, তাহা স্ত্রীজাতি;

এই হীরকধারণে সুখবৃদ্ধি হয়। ত্রিকোণ ও দীর্ঘাকৃতি হীরক ক্লীবজাতি; ইহা বীর্য্যহীন ও অকর্ম্মণ্য।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগের জন্য শ্বেত হীরক ব্যবহার করা উচিত। শোধন মারণ না করিয়া হীরকের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা অনুচিত; কারণ, অশোধিত ও অজারিত হীরক সেবন করিলে, পাণ্ডু, পার্শ্ববেদনা, পঙ্গুতা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রণাদায়ক রোগ উপস্থিত হয়।

হৈমন।—ইহা একপ্রকার ষষ্টিক ধান্যের নাম। ইহা হেমন্তকালে জন্মে বলিয়া ইহার নাম হৈমন। বাঙ্গালায় ইহাকে হৈমন্তিক যেটে ধান কহে। ইহা মধুররস, শীতল, মলরোধক ও শুক্রবর্দ্ধক।

হোলক।—ছোলা ও মটর প্রভৃতি কলায়জাতীয় সদ্যঃপক্ব শস্যকে তৃণাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে, তাহাকে হোলক কহে। বাঙ্গালায় ইহা হরাপোড়া, এবং হিন্দীতে হোহরা নামে পরিচিত। ইহা স্বাদু, গুরুপাক, রুচিকর, সারক, আধ্মান ও বিবন্ধ রোগের উৎপাদক, শস্যবিশেষের গুণভেদানুসারে সেই সেই বিভিন্ন শস্যের গুণবিশিষ্ট।

হ্রস্বপঞ্চমূল।—শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই পাঁচটী ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূলের পারিভাষিক নাম হ্রস্বপঞ্চমূল। ইহা নাতি-উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও বাত-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, শ্বাস, কাস, ও অশ্মরী প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শান্তিকারক।

হ্রীবের।—(Pavonia odorata.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধবালা ও বালা, হিন্দীতে সুগন্ধ-বালা, মহারাষ্ট্রদেশে করম্বাল, এবং কর্ণাটে মুষ্টিবাল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হ্রীবের, বাল, বর্হিষ্ঠ, উদীচ্য, এবং কেশবাচক ও জলবাচক সমস্ত শব্দ। ইহা ঈষৎ কটু-তিক্ত-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক কেশের হিতকর ও পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমি, জ্বর, অতিসার, কুষ্ঠ, শ্বিত্র ও ব্রণরোগের উপশমকারক।

ক্ষ।

ক্ষবক।—(Dregea valubilis Syn.—Hoya veridiflora.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হেঁচেতা, হিন্দীতে নাকছিকনী, এবং বোম্বাই-প্রদেশে নাকশিকনী ও হরন্দোড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—

ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ, তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা ও ঘ্রাণদুঃখদা। এই গুল্মের পাতা বা ফল প্রভৃতির ঘ্রাণ লইলে হাঁচি হয়। ইহা তীক্ষ্ণগন্ধ, কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক, ভূতাবেশ-নিবারক এবং কফ-বায়ুনাশক।

ক্ষবিকা।—ইহা বৃহতীজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, ধারক এবং স্তম্ভনকারক।

ক্ষার।—ইহা একপ্রকার ক্ষরণ-কারক পদার্থের নাম। পলাশাদি নানা-প্রকার বৃক্ষের ভস্ম হইতে যে প্রণালীতে ক্ষার প্রস্তুত হয়, তাহা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ইহা ভিন্ন কতকগুলি পদার্থের স্বাভাবিক গুণও ক্ষারপদার্থের অনুরূপ; সেইজন্য সেইসকল পদার্থও ক্ষার নামে অভিহিত হয়। ক্ষারপদার্থ মাত্রই উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, ক্লেদজনক, দাহকারক, ছেদন-কারক, এবং অগ্নির অনুরূপ কার্য্যকর।

ক্ষারত্রয়।—সর্জ্জিক্ষার, যবক্ষার, ও টঙ্কনক্ষার, এই তিনটী ক্ষার ক্ষারত্রয় নামে অভিহিত। ইহা ছেদক অর্থাৎ শ্লিষ্ট কফাদিদোষনাশক।

ক্ষীরকাকোলী।—ইহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রসিদ্ধ অষ্টবর্গের অন্তর্গত একপ্রকার কন্দের নাম। ইহা দেখিতে শতমূলীর অনুরূপ; ছেদন করিলে ইহা হইতে দুগ্ধের ন্যায় আঠা নির্গত হয়; ইহার গন্ধও অতি মনোহর। আকৃতিতে এবং গুণে কাকোলীর সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ নাই; তবে ক্ষীরকাকোলী অপেক্ষা কাকোলী কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ। বাঙ্গালায় ইহাকে ক্ষীর-কাঁকলা, হিন্দীতে ও মহা-রাষ্ট্রে দুধ-কাউলী এবং কর্ণাটে হসুগট্ট-বত্তিগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়— ক্ষীরকাকোলা, বয়স্থা, ক্ষীর-বল্লিকা, ক্ষীরিণী, ধীরা, ক্ষীরশুক্লা ও পয়স্বিনী। ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক এবং জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও বায়ুরোগে বিশেষ উপকারক। ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী বা অশ্বগন্ধার মূল প্রয়োগ করিতে হয়।

ক্ষীরতুম্বী।—ইহা একপ্রকার অলাবুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মিঠা-লাউ, মহারাষ্ট্রদেশে দুগ্ধতুম্বী এবং কর্ণাটে হালুগুম্বুলু কহে। ইহা মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলপুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভপরিপোষক, কফজনক এবং বাত-পিত্তনাশক।

ক্ষীরপলাণ্ডু।—ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ পলাণ্ডুর নাম। ইহা মধুর-কটু-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাকী, পিচ্ছিল, বল-পুষ্টিকারক, রুচিজনক, মেধাবর্দ্ধক,

ধাতুসমূহের স্থিরতাকারক, কফজনক এবং রক্তপিত্তে উপকারক।

ক্ষীরবিদারী।—ইহা একপ্রকার বৃহৎ কন্দের নাম; বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-ভূঁইকুমড়া, মহারাষ্ট্র-দেশে শ্বেত-ভূঁইকোহোলা, এবং দাক্ষিণাত্যে ক্ষীর-কন্দ কহে। ইহা দীর্ঘাকৃতি এবং ইহার আঠা দুগ্ধের ন্যায় শুক্লবর্ণ। ইহা অম্ল-মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, পিত্তশূল, প্রমেহ ও মূত্রদোষে হিতকর।

ক্ষীরসন্তালিকা।—ইহা এক-প্রকার বিকৃত দুগ্ধের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছানা ও নট্‌ক্ষীর বলে। ইহা স্নিগ্ধ, শুক্র ও পিত্তবর্দ্ধক এবং অগ্নি-মান্দ্যকারক।

ক্ষীরসার।—ইহাও একপ্রকার বিকৃত দুগ্ধের নাম। ইহার অপর নাম নবনীত; বাঙ্গালায় ইহাকে মাখন এবং হিন্দীতে মাখ্‌খন ও পালজুন কহে। ইহা গুরুপাক, ঈষৎশ্লেষ্মজনক, সন্তর্পণ, পুষ্টিকর এবং পিত্তনাশক।

ক্ষীরিণী।—ইহা একপ্রকার লতাবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে খিরুই এবং মহারাষ্ট্রদেশে পিসোরা-ভেদ ও চিক্কনির্কৈরভেদ বলে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, রেচক, এবং শোথ, দাহ, কফ, কৃমিদোষ ও পিত্তজ্বরের উপশমকারক।

ক্ষীরিবৃক্ষ।—বট, অশ্বত্থ, পারীষ, পাকুড় ও যজ্ঞডুমুর, এই পাঁচটী বৃক্ষের পারিভাষিক নাম ক্ষীরিবৃক্ষ। কেহ কেহ পারীষ স্থলে শিরীষ এবং কেহ বা বেতস বলিয়া থাকেন। এই পাঁচটী ক্ষীরিবৃক্ষের বল্কল পঞ্চবল্কল নামে পরিচিত। ইহা কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, কফপিত্তনাশক ও ভগ্নাস্থির সংযোজক, এবং ব্রণ, রক্ত-দোষ, মেদোদোষ, বিসর্প, শোথ, যোনি-রোগ ও স্তন্যদোষে উপকারক। ক্ষীরি-বৃক্ষের পত্র কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক ও কফ-বায়ু-নাশক, এবং বিষ্টম্ভ, আধ্মান ও রক্ত-দোষে উপকারক। ক্ষীরিবৃক্ষের ফল অম্ল-কষায়-মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভ, মলরোধক, ঈষৎ বায়ু-প্রকোপক এবং কফপিত্তনাশক।

ক্ষুদ্রকারবেল্লী।—ছোট করে-লার সংস্কৃত নাম ক্ষুদ্রকারবেল্লী। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক, রুচিকর, পিত্তনাশক, এবং বাত-রক্তে হিতকর। এই করেলার কন্দ মল-রোধনাশক, গর্ভস্রাবনিবারক এবং অর্শঃ, যোনিদোষ ও বিষদোষে উপকারক।

ক্ষুদ্রগোক্ষুর।—ইহা ক্ষুদ্রাকৃতি গোক্ষুরের নাম। ইহা মধুররস, শীতল,

বলকারক, পুষ্টিকর ও রসায়ন, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ ও দাহরোগের শান্তিকারক।

ক্ষুদ্রচুঞ্চু।—ইহা গুল্মজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট চেঁচকো এবং মহারাষ্ট্র-দেশে লাহানচুঞ্চু ও নাইচুঞ্চু কহে। ইহা কটু-কষায়-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং গুল্ম, শূল, অর্শঃ ও বিবন্ধ রোগে উপকারক।

ক্ষুদ্রজম্বীর।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি গোঁড়ানেবুর নাম। ইহা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, তৃষ্ণা-নিবারক, বমিনাশক ও জামীরের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

ক্ষুদ্রজম্বু। – ইহা জলাভূমিজাত একপ্রকার জামের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ক্ষুদেজাম বা বনজাম এবং হিন্দীতে জামুনী ও নদীজামুনী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্ষুদ্রজম্বু, সূক্ষ্ম-পত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা। ইহা অম্ল-কষায়-রস, রুক্ষ, মলরোধক, কফ-পিত্তনাশক, এবং দাহ ও রক্তদোষে উপকারক।

ক্ষুদ্র-দুরালভা।—ইহা ক্ষুদ্রাকৃতি দুরালভার নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে সাহ্নীবেলীকাসুলী, এবং কর্ণাটপ্রদেশে কিরুবল্লিদুরুবে কহে। ইহা পারদ-শোধনে প্রশস্ত, এবং জ্বর, শ্বাস, কাস, ভ্রম, অম্লপিত্ত ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক।

ক্ষুদ্রধান্য।—শ্যামা, কোদ্রব প্রভৃতি তৃণধান্যসমূহকে ক্ষুদ্রধান্য কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্ষুদ্রধান্য, কুধান্য ও তৃণধান্য। ক্ষুদ্রধান্যমাত্রেই কষায়-মধুর-রস, কটুবিপাক, লঘুপাক, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মলমূত্ররোধক, এবং কফ, পিত্ত ও রক্তের বিনাশ-কারক।

ক্ষুদ্রধান্যাম্ল।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। তৃণধান্য হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা সাধারণ 'ধেনো' মদের সমগুণবিশিষ্ট; অধিকন্তু, ইহা বাতপিত্তবর্দ্ধক, এবং গুল্মরোগ, শ্লীপদ ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগের প্রকোপ-কারক।

ক্ষুদ্রমৎস্য।—ক্ষুদ্রাকৃতি মৎস্য-সমূহ ক্ষুদ্র মৎস্য নামে অভিহিত। অধিকাংশ ক্ষুদ্রমৎস্য লঘুপাক, মল-রোধক এবং অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে হিতকর।

ক্ষুদ্রবারুণী।—ইহা একপ্রকার মদ্যের নাম। বিতুষীকৃত (আকাঁড়া) চাউল হইতে এই মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক ও বলকর।

ক্ষুদ্রশঙ্খ।—ইহা একপ্রকার শঙ্খের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে জোঙ্গড়া বলে। ইহা কটু তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক এবং শূলনাশক।

ক্ষুদ্রশর্করা।—ইহা একপ্রকার শর্করার নাম। জনার অর্থাৎ মকাই হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় তিক্তরস, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, দাহনাশক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্ত-দোষনাশক।

ক্ষুদ্রাম্লিকা।—(Oxalis corniculata) ইহা শুশুনিশাকের ন্যায় চতুষ্পত্র একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে আমরুলবিশেষ এবং মহারাষ্ট্রদেশে আঁবতী, কর্ণাটে পুলংবনিসে কহে। ইহা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কফনাশক, এবং অতিসার, গ্রহণী ও অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক।

ক্ষৌদ্রমধু।—ক্ষুদ্রা নামক সূক্ষ্মাকৃতি ও কপিলবর্ণ মক্ষিকাবিশেষ যে মধু সঞ্চয় করে, তাহার নাম ক্ষৌদ্রমধু। ইহা কপিলবর্ণ, পিচ্ছিল, কষায়-মধুররস, শীতল, বাত-পিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর, এবং মাক্ষিক মধুর অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

ক্ষৌমতৈল।—মসিনা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাকে ক্ষৌমতৈল বলে। ইহা মধুর-রস, পাকে কটু, গুরু, বলকারক, পিত্তবর্দ্ধক, বাতনাশক এবং চক্ষুর পক্ষে অপকারক।

—— ० ——

পরিশিষ্ট।

অকাল-ভোজন।—অতি প্রত্যূষে বা দিবাবসানে ভোজন করাকে অকাল-ভোজন বলে। অসময়ে ভোজন করিলে মানব সামর্থ্যহীন হয়, এবং শিরঃপীড়া ও বিসূচিকা ব্যাধি জন্মে। ভাবমিশ্র বলেন, অকালভোজন প্রাণনাশক।

অকাল-শয়ন।—অযোগ্যকালে শয়ন বা অসময়ে শয়ন করিলে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয় এবং প্রতিশ্যায়, ক্ষয়, শোথ, পীনস, শিরঃপীড়া ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে।

অগ্নিসেবন।—বাঙ্গালায় ইহাকে আগুন পোয়ান কহে। ইহা রক্তপিত্ত-বর্দ্ধক, আমদোষনাশক, এবং শীত, বায়ুস্তম্ভ, কফ ও কম্প নিবারক।

অঙ্কোল তৈল।—আকোড়-বীজের তৈলকে অঙ্কোল-তৈল কহে। ইহা বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক, এবং শরীরে মর্দ্দন করিলে ত্বক্‌রোগ বিনষ্ট করে।

অতিপক্ক মাংস।—অধিক সিদ্ধ করা মাংসকে অতিপক্ক মাংস কহে। ইহা বিরস, বায়ুবর্দ্ধক এবং গুরুপাক।

অতিপক্ক ক্ষীর।—ঘন আবর্ত্তিত দুগ্ধকে অতিপক্ক ক্ষীর কহে। ইহা অতিশয় গুরুপাক।

অতিভোজন।—অতিমাত্রায় ভোজন করিলে আলস্য, শরীরের গুরুতা এবং বায়ুজন্য উদর-স্ফীতি জন্মে।

অতিলঙ্ঘন।—দীর্ঘকাল উপবাস করিলে, গ্রন্থিভেদ, অঙ্গমর্দ্দ (গা কামড়ান), কাস, মুখশোষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, শ্রবণ-নয়ন-মনের হীনবলতা, দেহের ক্ষীণতা প্রভৃতি জন্মে, এবং বলের হানি হয়।

অত্যম্বুপান।—মাত্রার অতিরিক্ত জলপান করিলে ভুক্ত অন্নের পরিপাক হয় না। একেবারে জলপান না করিলেও সেই দোষ ঘটে। অতএব অল্প অল্প পরিমাণে বারংবার জলপান করা বিধেয়।

অনুলেপন।—চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য শরীরে লেপন করিলে শুক্র, বল, বর্ণ, সৌভাগ্য ও প্রীতির বৃদ্ধি হয়, এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, শ্রম, বায়ু, তন্দ্রা ও গাত্রদৌর্গন্ধ্য নিবারিত হয়।

অপক্ক-কদলী।—বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁচাকলা, এবং মহারাষ্ট্রে জুনকেলে কহে। ইহা তিক্ত-কষায়-রস, রুক্ষ, মলস্তম্ভকারক এবং রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, মোহ, চক্ষুরোগ, রক্তাতিসার ও জ্বররোগে হিতকর।

অপক্ক মাংস।—কাঁচা মাংস রক্তদোষজনক, এবং বাতাদি বিবিধ দোষবর্দ্ধক।

অপক্ক ক্ষীর।—ইহার বাঙ্গালা নাম কাঁচা দুধ। ইহা গুরুপাক, এবং অভিষ্যন্দী অর্থাৎ কফবর্দ্ধক।

অভ্যঙ্গ।—আভাং করিয়া তৈল মাখাকে অভ্যঙ্গ কহে। মস্তকে তৈল দিলে, যদি সেই তৈল সর্ব্বাঙ্গে গড়াইয়া পড়ে ও বাহুদ্বয় অভিষিক্ত হয়, তাহাকেই অভ্যঙ্গ বলে। যেমন জলসেচন করিলে বৃক্ষাঙ্কুর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ শরীর তৈল-সিক্ত করিলে, ধাতুসমূহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা বায়ুরোগনাশক, বল ও দৃষ্টি-শক্তির বর্দ্ধক এবং চর্ম্মের দৃঢ়তাকারক। বিশেষতঃ শিরোভ্যঙ্গ করিলে তাহা মস্ত-কের তৃপ্তিকর, কেশের দৃঢ়তা ও প্রসন্নতা-কারক, এবং মস্তকের মলনাশক হয়।

অলম্বুষা।—(A sort of sensitive plant) বাঙ্গালায় ইহাকে ফুল-শোলা কহে। ইহা মধুর-রস, লঘুপাক, এবং ক্রিমি, কফ ও পিত্তনাশক। অলম্বু-ষার স্বরস দুই পল মাত্রায় পান করিলে, অপচী, গণ্ডমালা ও কামলা বিনষ্ট হয়।

অশ্বল।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘোড়েসর কহে। ইহা বলকর, রুচিজনক এবং পশুদিগের হিতকর।

অহিত দ্রব্য।—যথা—শিম্বী-ধান্যমধ্যে গ্রীষ্মকালে মাষকলায়, ফলের মধ্যে ভল্লুক (মাঁদার), শাকের মধ্যে সর্ষপের শাক, দুগ্ধের মধ্যে মেষীদুগ্ধ (ভেড়ীর দুধ), মাংসের মধ্যে গোমাংস, বসার মধ্যে মহিষের বসা (চর্ব্বি), তৈলের মধ্যে কুসুম্ভতৈল, এবং গুড়ের মধ্যে ফানিত গুড়।

আন্ধ্রদেশ-পূগফল।—ইহা অন্ধ্রদেশজাত সুপারীর নাম। ইহা কিঞ্চিৎ অম্ল-কষায়-রস, পাকে মধুর, মুখের জড়তাকারক এবং বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক।

কাবেরী-জল।—দাক্ষিণাত্য-প্রবাহিত কাবেরী-নদীর জল মধুর, লঘু-পাক, শ্রান্তিনিবারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচি-কর, মেধাবর্দ্ধক, বুদ্ধিদায়ক, এবং কুষ্ঠ ও দদ্রুরোগে হিতকর।

খেলা।—ইহা একপ্রকার গুল্ম-জাতীয় বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ফেনা কহে। ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য, রুচিকর ও শুক্রবর্দ্ধক।

চামর-বায়ু।—চমরী-গাভীর পুচ্ছ দ্বারা যে ব্যজন প্রস্তুত হয়, তাহাকে চামর কহে। চামরের বাতাস মক্ষিকাদি কীটনাশক এবং ওজোধাতুবর্দ্ধক।

চিঞ্চাসার।—তেঁতুলের অম্বল বা সরবৎকে চিঞ্চাসার কহে। ইহা অতিশয় অম্লরস, শ্লেষ্মনাশক, এবং বায়ু

ও দাহরোগের উপশমকারক। ইহা শর্করামিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্ত, দাহ ও শ্লেষ্মার পক্ষে হিতকর।

• জাঙ্গল-যকৃৎ।—বন্য পশুর যকৃৎ রক্তপিত্তনাশক।

তাপিনী-জল।—পশ্চিমদেশ-প্রসিদ্ধ নদী-বিশেষের নাম তাপিনী। ইহার জল মধুর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বলপুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক।

তিরিম-ধান্য।—ইহা একপ্রকার শালিধান্যের নাম। ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিজনক, পথ্য, ত্রিদোষনাশক ও দাহনিবারক।

দদ্রুঘ্ন-পত্র।—ইহা একপ্রকার পত্রশাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে দাদমর্দ্দিনী কহে। ইহা অম্লরস ও লঘুপাক, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও দদ্রুরোগে হিতকর।

দীর্ঘপত্র-ইক্ষু। ইহা একপ্রকার মিশ্রবর্ণ ইক্ষু। হিন্দী ভাষায় ইহাকে বড়োখা কহে। ইহা ক্ষারযুক্ত মধুর-কষায়রস, বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, এবং বিদাহী।

দ্রব।—তরল পদার্থ মাত্রকেই দ্রব কহে। ইহা ক্লেদকর ও ব্যাপক।

ধান্যতৈল।—গোধূম, যাবনাল ও যব প্রভৃতি শস্য হইতে যে স্নেহপদার্থ নির্গত হয়, তাহাকে ধান্যতৈল কহে। ইহা চক্ষুর হিতকর ও ত্রিদোষনাশক, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্ম্মরোগসমূহে হিতকর।

ধান্যপাক।—বাঙ্গালায় ইহাকে ধ'নের পানা কহে। ধনিয়া উত্তমরূপে শিলায় বাটিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে; পরে উহাতে চিনি ও কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া নূতন মৃন্ময়পাত্রে রাখিবে। ইহা পিত্তনাশক।

নবধান্য।—নূতন ধান্যকে নবধান্য কহে। ইহা গুরুপাক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। কিন্তু ছোলা, যব, গম, তিল ও মাষকলায় প্রভৃতি শিম্বীধান্য নূতনই হিতকর।

নাদেয়-মৎস্য।— নদীজাত রোহিত প্রভৃতি মৎস্যকে নাদেয় মৎস্য কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত ও শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

নান্দীমুখী।—ইহা একপ্রকার কুধান্যের নাম। ইহা মধুররস, শীতল ও স্নিগ্ধ।

নীলকলম্বী।—ইহা একপ্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নীলকলমী, এবং হিন্দীতে কালাদানা কহে। ইহার বীজচূর্ণ বিরেচক।

নীলাসন।—নীল পিয়াশাল-বিশেষকে নীলাসন কহে। ইহা

কটু-কষায়-রস, শীতবীর্য্য ও সারক, এবং কণ্ডু ও দক্রনাশক।

পিপ্পলীমূল।—ইহাকে বাঙ্গালায় পিপুলমূল, মহারাষ্ট্রে পিপ্‌লীমূল, কর্ণাটে হিপ্পলীয়বেরু এবং তেলেগুভাষায় পিপ্পলীদুম্প কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, অরুচিনাশক, লঘুপাক, মলভেদী ও পিত্তবর্দ্ধক, এবং শ্লেষ্মা, বায়ু, উদর, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, শ্বাস ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

পীতশাল।—ইহা একপ্রকার অসনবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পিয়াশাল, হিন্দীতে অসন ও অসনা, মহারাষ্ট্রে বিরলা, তেলেগুভাষায় মদ্দি, এবং বোম্বাইপ্রদেশে অইন কহে। ইহার ছালের ক্বাথ উদরাময়নাশক, এবং প্রলেপ নাড়ী-ব্রণে হিতকর।

ভৃষ্টতণ্ডুলান্ন।— বাঙ্গালায় ইহাকে সিদ্ধ বা উষ্ণ চাউলের ভাত কহে। ইহা লঘুপাক ও অগ্নির দীপ্তিকারক।

ভেড়া।—ইহা একপ্রকার গুল্মের নাম। ইহার অপর নাম ভেণ্ডা। মহারাষ্ট্রে ইহাকে ভেড়ী এবং কর্ণাটে বেণ্ডে কহে। ইহা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, মলসংগ্রাহক ও অরুচিকর।

মজ্জর।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাজুবকাটী, মহারাষ্ট্রে পবনা এবং কর্ণাটে নূলে কহে। ইহা মধুররস ও গাভীর দুগ্ধবর্দ্ধক।

মলঙ্গী-মৎস্য।— বাঙ্গালায় ইহাকে মৌরলা মাছ কহে। ইহা মধুররস, রুচিকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

মিশি।—ইহা একপ্রকার কাশতৃণের নাম। ইহার অন্য নাম মহাদর্ভ। ইহা মধুররস ও শীতল, এবং পিত্ত, দাহ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

রোহী।—ইহা একপ্রকার বনরোহি নামক মৃগের নাম। ইহার অপর নাম বনরজ্জু। বাঙ্গালায় ইহাকে বনরেহে কহে। ইহার মাংস শরীরের হিতকর ও বলকারক, এবং বায়ু ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

লাজশক্তু।—খইচূর্ণ বা খইয়ের ছাতুকে লাজশক্তু বলে। ইহা শীতবীর্য্য, সুতরাং সান্নিপাতিক রোগে অহিতকর।

বৃত্তগুণ্ড।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার অন্য নাম গুণ্ডতৃণ। ইহা মধুর-রস ও শীতল, এবং কফ, পিত্ত, অতিসার, দাহ ও রক্তদোষে উপকারক।

বেত্র।—ইহা একপ্রকার বাঁশের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বেউড়বাঁশ এবং মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে বেত কহে। বেউড়বাঁশ কষায়-রস, শীতল, পিত্তনাশক ও ভূতাবেশের নিবারক।

শক্তুপিণ্ডী।—ছাতুর লাড়ুকে শক্তুপিণ্ডী কহে। ইহা গুরুপাক ও অতিশয় সারক।

শরীরমার্জ্জন।—গাত্রমার্জ্জন করিলে, শরীরের দৌর্গন্ধ্য, গুরুতা, কণ্ডূয়ন, কচ্ছু ও অরোচক প্রভৃতি বিনষ্ট হয়, এবং গাত্রমলাদি বিদূরিত হইয়া বীভৎসতা প্রনষ্ট হইয়া থাকে।

শাকান্ন।—শাকের সহিত যে অন্ন ভোজন করা যায়, তাহাকে শাকান্ন কহে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও দোষনাশক।

শুষ্কমাংস।—ইহা বৃদ্ধদিগের পক্ষে অহিতকর, কিন্তু বালকদিগের পক্ষে লঘুপাক ও বলবর্দ্ধক।

শূকতৃণ।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শুয়া-ঘাস কহে। ইহা অতিশয় দুর্জ্জর। আর এক প্রকার শূকতৃণ আছে তাহাকে বাঙ্গালায় চোরহুলি, এবং হিন্দীতে শুকড়ী কহে। ইহাও দুর্জ্জর এবং পশুদিগের পক্ষে হিতকর।

শ্মশ্রু।—পুরুষদিগের চিবুকে যে দীর্ঘ লোম জন্মে, তাহাকেই শ্মশ্রু কহে। ইহা বাঙ্গালাদেশে দাড়ি নামে অভিহিত। দাড়ি কর্ত্তন করিলে, শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। ইহা বলকারক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। দাড়ি ক্ষৌর করিলে শৌচা-চার বিরাজিত থাকে। নখচ্ছেদনেরও এইপ্রকার গুণ বুঝিতে হইবে।

সমুদ্রপুষ্প।—কপিত্থ-পুষ্পের নাম সমুদ্রপুষ্প। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, এবং রক্তদোষ, কফ, পিত্ত ও কামলানাশক। ইহা গর্ভিণীদিগের কষ্টনিবারক।

হ্রদজল।—যে স্বাভাবিক বিস্তীর্ণ জলাশয় চতুর্দ্দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত, তাহার নাম হ্রদ। হ্রদের জল মধুররস, অগ্নিবর্দ্ধক ও পথ্য, এবং বায়ুর ও শ্লেষ্মার উপশমকারক।

বিবিধ বিষ ও বিষ-চিকিৎসা।

—*—

বিষ কি?—বিষের প্রকৃতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে ব্যক্তিবিশেষের মত উদ্ধৃত না করিয়া, যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং যাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

নির্ব্বচন।—বিষ তরল, কঠিন অথবা বাষ্পও হইতে পারে। * যে কোন পদার্থ শরীরস্থ ক্ষতে বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রযুক্ত অর্থাৎ সংলগ্ন বা উদরস্থ ও রক্তের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বীর্য্যপ্রভাবে প্রাণনাশ বা স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিতে সক্ষম, তাহাই বিষ-সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। পরন্তু শৈত্যোত্তাপ, জল ও তৈলাদি ভৌতিক গুণান্বিত পদার্থসমূহ বিষশব্দবাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু সূচি, আলপিন প্রস্তর বা ইষ্টকাদির চূর্ণ, কাচচূর্ণ, লৌহখণ্ড প্রভৃতি ভক্ষণ করিলে, উগ্রতা সাধনপূর্ব্বক পাকাশয়কে অস্ত্রবৎ আহত বা প্রদাহিত করিয়া মৃত্যু সংঘটিত করিলেও ইহারা প্রকৃত বিষশ্রেণীভুক্ত নহে।

অগ্নি বা অত্যুষ্ণ তৈল-জলাদিও প্রকৃত বিষমধ্যে পরিগণিত নহে; কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় তৈল, জল ও অঙ্গারাদিকে স্বচ্ছন্দে উদরস্থ করিতে পারা যায়। অত্যধিক আহারহেতুও পাকাশয় বিস্তৃত হইয়া ক্বচিৎ মৃত্যু সংঘটিত হইতে শুনা যায়; কিন্তু এজন্য উহাকেও বিষ বলা যাইতে পারে না। বিষ শোণিতে সংমিশ্রিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রভাবে রক্ত ও শরীরবিধানস্থ যাবতীয় পদার্থকে দূষিত ও বিনষ্ট করিয়া থাকে। ভৌতিক পদার্থনিচয় স্থানিক প্রদাহাদি উৎপাদনপূর্ব্বক অস্ত্রাদির ন্যায় যন্ত্রবিশেষকে আহত করিয়া প্রাণনাশ করিতে সক্ষম।

বিভাগ।—বিষ কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতেপারে। অধিক পরিমাণে কোন বিষ সেবন করিলে যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, অল্প পরিমাণে সেবন করিলে তদ্রূপ হয় না। ঔষধের মাত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে, লক্ষণাবলী মৃদুস্বভাবসম্পন্ন হয়। শঙ্খবিষ (আর্সেনিক) এইরূপ

* মহর্ষি সুশ্রুত বিষসমূহকে প্রথমতঃ স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

পরিমাণে সেবিত হইলে কেবল বমন হইতে থাকে; পরন্তু অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে সমুদায় ক্রমিক লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট না হইয়া, এককালে কয়েকটী সাজ্যাতিক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহাতে অত্যধিক দৌর্ব্বল্য, গাঢ় নিদ্রা বা অচৈতন্য ও পরিশেষে মৃত্যু সংঘটিত হয়। বিষপদার্থ কচিৎ উদ্গীর্ণ হইয়া যায়; আবার কখন কখন বমনকারক বিষ সেবন করিলেও বমন হয় না। পরন্তু বিষবস্তু বমন হইয়া উঠিয়া গেলে, কতিপয় বিষধর্ম্ম-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াও জীবন-রক্ষা পাইতে দেখা যায়।

দ্রব-বিষ।—দ্রবাকারে বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাজ্যাতিক হইয়া থাকে; কারণ, দ্রবপদার্থসমূহ সত্বর পাকস্থালীর শিরাসমূহদ্বারা শোষিত হয়। অমিশ্রিত বা বটিকাকারে কোন বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করিলে সত্বর বিষলক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় না; পাকস্থালীতে উহার যতটুকু দ্রবীভূত হয়, তদ্দ্বারাই বিষীকরণের লক্ষণসমূহ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। পরিশেষে যখন সার্ব্বাঙ্গিক অবসন্নতা উপস্থিত হয়, তখন পাকাশয়ের অবশিষ্ট বিষ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া যায়। দ্রববিষ যে পরিমাণে শোষিত হয় ও সত্বর ক্রিয়া প্রকাশ করে, অমিশ্রাবস্থায় তদ্রূপ হয় না বলিয়াই রোগী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকে, এবং বিষলক্ষণাবলীও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না।

পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শেঁকো-বিষ (আর্সেনিক্) রুটীর সহিত খাইলে, যত শীঘ্র তাহার বিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, মিষ্টান্ন বা শর্করাসহ সেবন করিলে তদপেক্ষা সত্বর, এবং দ্রবাকারে সেবন করিলে লক্ষণাবলী তাহা অপেক্ষাও সত্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর পর পাকাশয়ে যে বিষ পাওয়া যায়, তাহা মৃত্যুৎপাদক পরিমাণের অবশিষ্টাংশমাত্র; বিষাক্ত হইবার পর বমন হইয়া গেলে উহা পাওয়া যায় না। ত্বকের নিম্নে পিচকারী দিলে, এবং পূর্ণোদরে বিষ খাইলে প্রায়ই বমন হইয়া যায়, অথবা সত্বর উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, এবং প্রায়ই পাকাশয়ে কিছুই পাওয়া যায় না।

শূন্যোদরে বিষ পদার্থ উদরস্থ হইবামাত্র তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হয়, এবং অবিলম্বে সাজ্যাতিক লক্ষণাবলী প্রকাশ পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলা-বস্থাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও যৌবনাবস্থায় বিষক্রিয়ার লক্ষণাবলীর যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে পরিমাণে বিষসেবনে একটী দুর্ব্বল শিশুর মৃত্যুমুখে পতিত

হইবার সম্ভাবনা, একজন বলিষ্ঠ যুবাব্যক্তি তাহা উদরস্থ করিয়া হয়ত সামান্যমাত্র অসুস্থতা অনুভব করিতে পারে। এরূপস্থলে বুঝিতে হইবে যে, যুবা ব্যক্তির স্বাস্থ্যপ্রবণতা অধিক বলিয়া তাহার তদ্রূপ ক্ষতি হয় না।

অভ্যাস।—অভ্যাসবশতঃ অনেকে অনেকপ্রকার বিষ উদরস্থ করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি অভ্যাসহেতু একভরি অহিফেন উদরস্থ করিয়া থাকে; কিন্তু অনভ্যস্ত ব্যক্তি সিকি ভরি অহিফেন সেবনেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। সিরিয়া ও আফ্রিকাদেশবাসিগণ অভ্যাসক্রমে দৈনিক ৪।৫ গ্রেণ করিয়া শিমূলক্ষার (আর্সেনিক) সেবন করিয়া থাকে। এদেশে অনেকে দোক্তা ও চুণ একত্র মিশাইয়া মুখে রাখিয়া থাকে। অনভ্যস্ত ব্যক্তিগণ ব্যবহারের নিয়ম না জানিয়া ইহা উদরস্থ করিলে বিষাক্ত হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা।

ধাতুবিশেষে কখন কখন কোনপ্রকার ঔষধ বা খাদ্য দ্রব্য অল্পমাত্রাতেও অপকার করিয়া থাকে। পরন্তু এইরূপ ঘটনা অতিবিরল।

স্থানভেদে বিষ-ক্রিয়া।—শরীরের স্থানবিশেষে ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিভিন্নপ্রকারে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। আবার বিষ বিশেষের ধর্ম্মবিশেষে উহাদিগের ক্রিয়ারও তারতম্য হইয়া থাকে। সর্পবিষ অক্ষত স্থানে লাগিলে উহার কিছুমাত্র ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, কিন্তু শরীরে কোন ক্ষত থাকিলে উহা সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র রক্তস্রোতে মিশ্রিত হইয়া প্রাণসংহার করে। বায়বা-বিষ ফুস্‌ফুস্ দ্বারা বাহিত হইয়া ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু শরীরে সংলগ্ন হইলে কোন অপকার হয় না; অপিচ, কোন অত্যুগ্র-বিষ শরীরে ত্বকের সহিত (যেমন ক্ষতোপরি মর্ফিয়া প্রয়োগ) সংস্পৃষ্ট করিলে সেবনাপেক্ষা বিলম্বে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়, কারণ ত্বকের আশোষণশক্তি অল্প। ক্ষতস্থানের দূরে যন্ত্রাদির দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে বিষ অন্তঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

হত্যাদি।—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিষ বা বিষাক্ত পদার্থ সেবন দ্বারাই জীবদেহ বিষাক্ত হইতে দেখা যায়। এদেশে কোন বায়ব্য-বিষ আত্মহত্যা বা হত্যার্থে প্রযুক্ত হয় বলিয়া শুনা যায় না; কিন্তু পুরাতন কূপাদির মধ্যস্থ অঙ্গারাম্ল বাষ্প ও গ্যাসঘরের মৃদঙ্গার-ধূম (কোল-গ্যাস) দ্বারা কচিৎ কাহারও মৃত্যু হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উষ্ণোদক, অঙ্গার, কাচচূর্ণাদি প্রকৃত বিষ-শব্দে আখ্যাত হইতে পারে না; অথবা হত্যা বা আত্মহত্যার্থেও উহা প্রযুক্ত হইতে

দেখা যায় না। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব বরোদা-রাজ, তত্রত্য রেসিডেণ্টকে কাচচূর্ণ প্রয়োগ করিয়া, রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

শঙ্খবিষ (আর্সেনিক), সীস ও পারদ-বাষ্পাকারে ফুস্‌ফুস্ দ্বারা বাহিত হইয়া বিপদ ঘটাইয়া থাকে। বিষশ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি উগ্রবিষ উদরস্থ হইয়া শোণিতে শোষিত হইবার পূর্ব্বেই উদরস্থ শ্লৈষ্মিকঝিল্লীকে এরূপ প্রদাহিত করে যে তদ্দ্বারাই রোগীর জীবননাশ হয়। ধাতবাম্ল ও লৌহ প্রভৃতি কোন কোন ক্ষারপদার্থ এই বিষ-শ্রেণীর অন্তর্গত।

অতিপ্রয়োগ।—বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, দেহীমাত্রেরই নিরাময়িক শক্তি আছে ; কিন্তু ঔষধ মাত্রায় যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহার ক্রিয়াবসানের পূর্ব্বেই যদি ঔষধমাত্রায় পুনরায় তাহা প্রয়োগ করা যায়, তবে ঔষধ-শক্তির বিপরীত ফল উৎপাদন করিবে। ১ এক আউন্স সুরা সেবনে বেশ স্ফূর্ত্তি ও তদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্রিয়াবসানের পূর্ব্বে আর একমাত্রা প্রয়োগ করিলেই মাদকতাশক্তি, এবং পুনরায় তদ্রূপ আর একমাত্রা প্রয়োগে অবসাদ-লক্ষণাবলী উপস্থিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র ভারতে প্রচারিত হওয়া অবধি বিষ-চিকিৎসার নানাবিধ উপায় ও যন্ত্রের প্রয়োগ চলিতেছে। সেই সকল যন্ত্র প্রায় সর্ব্বত্রই সুলভ, এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ীমাত্রেই সেই সকল যন্ত্রের বিষয় অবগত আছেন। অধুনা ডাক্তারী ঔষধ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় বলিয়া, লোকে সেই ঔষধের বিষমাত্রা দ্বারাই নরহত্যা বা আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সে সকল পাশ্চাত্য ঔষধের বিষ-ক্রিয়া পাশ্চাত্য উপায়ে যেরূপ সহজে নিরাকৃত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অতএব বিষ-চিকিৎসা উপলক্ষে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য উপায় ও যন্ত্রসমূহের কথা বলা হইল।

শঙ্খ বা শেঁকোবিষ (আর্সেনিক।)

আর্সেনিক প্রয়োগে প্রায়ই বিষাক্ত হইতে শুনা যায়। কিন্তু এরূপ জিনিষের অবাধ বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য আইনের বিধান প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু এদেশে আর্সেনিক স্বাভাবিক অবস্থায়, যথা হরিতাল (লোমনাশার্থে) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইন্দুর মারিবার জন্য শঙ্খ-বিষ মিষ্টান্নের সহিত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ কখন কখন ইহাতে বিপৎপাতও হইয়া থাকে। নরহত্যা এবং আত্মহত্যার্থেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

শঙ্খবিষের বিশেষ কোন আস্বাদ নাই বলিয়া কোন আহার্য্য পদার্থের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা বিশেষ সুবিধাজনক। তাম্র ও অন্যান্য ধাতু পরিষ্কার করিবার সময় ইহার বাষ্প (ভেপার) বারংবার শ্বাস-পথে যাইলে, কখন কখন বিষক্রিয়া উৎপাদিত হইতে দেখা যায়। মক্ষিকা-বিনাশার্থ এবং কীট-দংশন হইতে কাগজাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন কোন কাগজে শঙ্খবিষ মাখাইয়া রাখা হয়। থিয়েটারগৃহের চিত্রাদিতে এবং কোন কোন গৃহে শঙ্খবিষ মিশ্রিত কাগজ মারা হয়। এরূপ গৃহে সর্ব্বদা বসবাস করিলে কখন কখন উহার দূষিত বাষ্প শ্বাসপথ দিয়া উদরস্থ হইয়া সংগ্রাহক বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লক্ষণ।—বিষ উদরস্থ হইবার ১৫ পনর মিনিট হইতে একঘণ্টা সময়ের মধ্যে বিষোপসর্গসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন উহা উদরস্থ হইবা-মাত্র আট মিনিট পরে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। স্থলবিশেষে তিন চারি ঘণ্টা পরেও ক্রিয়াদি প্রকাশ পায়। ক্ষতোপরি ইহার চূর্ণ প্রয়োগ করিলেও বিষাক্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহা সেবনান্তে গা-মাথা ঘুরিতে থাকে; অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, এবং ক্রমে বিবমিষা, গ্লানি ও বমনারম্ভ হয়, পাকাশয়-প্রদেশে জ্বালাজনক বেদনা হইতে থাকে ও পাকাশয় চাপিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বমিত পদার্থ পাণ্ডুবর্ণ, এবং কখন কখন উহাতে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাও থাকিতে দেখা যায়। কচিৎ পিত্তমিশ্রিত বমন হইতে দেখা যায়। অনন্তর ভেদ হইতে আরম্ভ হয়। ভেদের পরিমাণ অল্প বা অধিক এবং তাহা বহুবার, ও তৎসহ রক্ত মিশ্রিত থাকিতে পারে। পদ ও উরুর এবং উর্দ্ধশাখাস্থ পেশীতে খাইল ধরিতে থাকে। সচরাচর প্রবল তৃষ্ণা, মুখ ও গলনলীর শুষ্কতা ও গলার মধ্যে চাপবোধ, নাড়ী

অত্যন্ত ক্ষীণ, অনিয়মিত ও নমনীয়, শ্বাসপ্রশ্বাস আয়াসকর, উদরে টানবোধ (বেদনা), ত্বক্ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, এবং পরিশেষে স্তৈমিত্য অবস্থাহেতু মৃত্যু হয়। কোন কোন স্থলে সামান্য প্রকারের ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, লালা-নিঃসরণ, মূত্ররোধ ও গাত্রে পামার ন্যায় (একজিমা) পিড়কা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। লক্ষণাবলী দীর্ঘস্থায়ী, অথবা কখন কখন কিয়ৎকালের নিমিত্ত উহার বিরাম হইতেও পারে।

শঙ্খবিষ সেবনে কখন কখন পাকাশয়স্থ স্নায়ুসমূহ এককালে বিনষ্ট হইয়া পড়ে, এইজন্য রোগী পাকাশয়ে কিছুমাত্র বেদনা অনুভব করে না। আবার কখন কখন রোগীর বমন না হইয়া একবারে স্তৈমিত্য উপস্থিত হয়।

সাংঘাতিক মাত্রা।—দুই তিন গ্রেণ আর্সেনিক য়্যাসিড্ সেবনে বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। পরন্তু পূর্ণোদরে এতদপেক্ষা অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যে বমন হইয়া গেলে, কখন কখন জীবন রক্ষা পাইয়া থাকে।

এদেশে হত্যা-উদ্দেশ্যে যেরূপ মাত্রায় উহা প্রযুক্ত হয়, তাহাতে অধিকাংশ স্থলে অতিশীঘ্র মৃত্যু হইয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকে শত্রুকে অত্যল্প মাত্রায় প্রত্যহ বিষ খাওয়াইয়া থাকে। বিষাক্ত ব্যক্তি পীড়াভ্রমে চিকিৎসাধীন হয়, পরে উহার বিষক্রিয়া হঠাৎ প্রকাশ পায়। তখন রোগী চিকিৎসায় কিছুমাত্র উপকার লাভ করে না। এরূপে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে অনেক সময় অনেকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে, তথায় ঐসকল নরঘাতিগণ অপরাধিরূপে প্রায়ই ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইয়া থাকে। এদেশে কিন্তু অনভিজ্ঞতাবশতঃ অনেক সময়ে ঐরূপ বিষাক্ত হইতে শুনা যায়; কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্যে ঐরূপভাবে বিষপ্রয়োগ সচরাচর হয় না।

সংগ্রাহক বিষক্রিয়া।—বিলাতে হত্যার উদ্দেশ্যে অল্প অল্প করিয়া কখন কখন আর্সেনিক সেবন করাইয়া শত্রুর প্রাণ বিনাশ করিতে শুনা যায়। এক গৃহস্থের দুইটী দাসীর মধ্যে একজন অপরের প্রাণবিনাশার্থে মাংসের সুপের সহিত প্রায়ই অত্যল্প পরিমাণে আর্সেনিক মিশ্রিত করিয়া দিত। কিন্তু সে তাহা পানমাত্রেই বমন করিয়া ফেলিত। এইরূপে আহার্য্য উদরস্থ না হওয়ায় সেই দাসী ক্রমশঃ কৃশ হইয়া পড়িল, এবং চিকিৎসকগণ বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ তাহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করায় সে বেশ সুস্থ হইয়া পুনরায় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার শত্রু পুনরায় সেইরূপ করায় আবার বমন ও কৃশতা দেখিয়া, চিকিৎসক তাহার

উদ্বান্ত পদার্থ পরীক্ষা করিয়া আর্সেনিক পাইলেন। পরে প্রকৃত রহস্য প্রকাশিত হওয়ায় বিষপ্রদানকারিণী রাজদ্বারে সমুচিত শাস্তি পাইয়াছিল। শত্রুকে নির্য্যাতন করিবার উদ্দেশ্যে এদেশেও যে এরূপ ঘৃণিত নীতি অবলম্বিত না হয়, এরূপ নহে। কিন্তু বিলাতে সচরাচরই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এদেশে ততটা নহে।

আর এক স্থানে ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল; কিন্তু রোগীটীর বিষ-লক্ষণাবলী পরিলক্ষিত হওয়ায় উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা সে রক্ষা পাইয়াছিল। বিলাতে কাগজের কারখানায় এবং অন্যান্য (চিত্রাদি) শিল্পকার্য্যে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়, এবং ইহার ধূম শ্বাসপথে প্রবিষ্ট হওয়ায় কখন কখন কেহ কেহ বিষাক্ত হইয়া থাকে। শিশুদিগের কোন কোন খেলানায় আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়, এবং শিশুগণ তাহা মুখে করিয়া চুষিলে বিষাক্ত হইতে পারে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে ঐ সকল কার্য্যে আর্সেনিক প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। আর্সেনিক বটিকাকারে সেবিত হইলেও ক্রমশঃ শরীরে সঞ্চিত হইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আর্সেনিয়েট অব্ কুইনাইন্, আইরণ, বা সোডিয়াম্ প্রভৃতি বটিকাকারে প্রযুক্ত হয়।

প্রত্যহ অত্যল্প পরিমাণে সেবন।—প্রত্যহ অল্পপরিমাণে সেবিত হইলেও শরীর বিষাক্ত হইবার উপক্রম হয়; তাহা হইলে অক্ষিপল্লবের স্ফীতি, চক্ষুতে বেদনা, চক্ষুর শ্বেতাংশে সামান্য প্রদাহ, চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং আলোক অসহ্য, তৃষ্ণা, মুখের ভিতর শুষ্কতা, নাসাবিবরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আরক্তভাব, অক্ষুধা, পাকাশয়ে ভারবোধ, এবং চর্ম্ম শুষ্ক ও খোলস উঠা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। কখন কখন ক্ষতোৎপন্ন হইতে থাকে। মাথা ও সন্ধিসমূহে চর্ব্বণবৎ বেদনা, অধিক তন্দ্রা, কর্কশ স্বর, বিবমিষা, বমন, উদরাময়, এবং মলসহ রক্ত মিশ্রিত থাকিতে পারে। কখন কখন মলসহ রক্তবিন্দু ও সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়, এবং সেইজন্য কখন কখন যক্ষ্মা পীড়া বলিয়া ভ্রম হয়।

শরীরের ক্ষতোপরি।—আর্সেনিক প্রযুক্ত হইলে, কখন কখন বিষাক্ত হইতে শুনা যায়। ডাঃ টেলর ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কোন ইংরাজ-মহিলা স্বীয় বালিকা-কন্যার মস্তকের উকুনজনিত ক্ষতপ্রশমনার্থে হাইড্রার্জ্জ্ য়্যামন ক্লোরাইডের সহিত আর্সেনিক মর্দ্দন করায় একাদশ দিবসে সেই বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তৃষ্ণা, ভেদ ও বমন হইয়াছিল। মস্তকে যে

মলম প্রযুক্ত হইয়াছিল, মৃতদেহের পরীক্ষাকালে তাহাতে তিন গ্রেণ আর্সেনিক পাওয়া গিয়াছিল, এবং পাকস্থালী ও অন্যান্য যন্ত্রে আর্সেনিকের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, বালিকাটী কখন আর্সেনিক বা তদ্‌ঘটিত কোন ঔষধ সেবন করে নাই।

আর্সেনিক সেবন করিলে বিষলক্ষণ প্রকাশ পাইবার পর গড়ে ২৪ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। সঞ্চিত বিষক্রিয়াহেতু কয়েক দিবস পরে মৃত্যু হইয়া থাকে। আর্সেনিকদ্বারা বিষাক্ত হইলে, তাম্র ধাতু দ্বারা বিষাক্ত হইয়াছে বলিয়া কখন কখন সংশয় উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা। ১। ষ্টম্যাক্ টিউব—এবং ত্বক্‌নিম্নে ৫ পাঁচ বিন্দু য়্যাপোমর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ (হাইপোডার্মিক ইঞ্জেক্‌শন্) অথবা এক আউন্স সর্ষপ-চূর্ণ জলে গুলিয়া, কিংবা ২০ কুড়ি গ্রেণ সাল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ জলসহ পান করাইয়া বমন করাইবে, এবং লবণ-জল দ্বারা, গরম অর্থাৎ অল্প জলে ১ এক হইতে ৪ চারি আউন্স পর্য্যন্ত সচল-লবণ গুলিয়া, সেই জলে ষ্টম্যাক্‌পাম্প দিয়া পাকাশয় উত্তমরূপে ধৌত করিবে।

২। ডায়েলাইজ্‌ড্ আয়রণ—অথবা টিংচার ফেরি পারক্লোরাইড্ ও কার্ব্বনেট্ অব্ সোডিয়াম্ মিশাইয়া, কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া, উষ্ণজল-মিশ্রিত করত প্রচুর পরিমাণে সেবন করাইতে হইবে, এবং এক আউন্স মাত্রায় ডায়েলাইজ্‌ড্ (লাইকর) আয়রণ সেবন করাইবে।

৩। ম্যাগ্নেশিয়া—প্রচুরপরিমাণে ম্যাগ্নেশিয়া প্রয়োগ করা বিধেয়।

৪। ক্যাষ্টর অয়েল—এরণ্ড-তৈল, অন্ত্রশোধনার্থে এক আউন্স মাত্রায় কিঞ্চিৎ চূণের জল সহ প্রয়োগ করা বিধেয়।

৫। উত্তেজক ঔষধ—ব্রাণ্ডি, ইথার, য়্যামোনিয়া ইত্যাদি অবসাদ প্রশমনার্থে ব্যবস্থেয়।

৬। মণ্ড পানীয়—বার্লীর জল, অণ্ড লালা, তিসির ফাণ্ট্ ইত্যাদি স্নিগ্ধ পানীয় ব্যবস্থেয়।

৭। মর্ফাইন্—তরুণ লক্ষণাবলী তিরোহিত হইলে, প্রদাহ প্রশমনার্থে উদরোপরি তিসির পুলটিস্ ও ত্বক্‌নিম্নে মর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ, অথবা অহিফেনের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ শ্রেয়ঃ।

পরীক্ষা।—উদ্বান্ত পদার্থে লবণদ্রাবক সংমিশ্রিত করিয়া, সালফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন্ বাষ্প প্রয়োগ করিলে, পাণ্ডুপীতবর্ণ হইয়া আর্সেনিক অধঃস্থ হয়।

মৃত-দেহ-পরীক্ষা।—পাকাশয় এবং উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্তাধিক্য ও প্রদাহচিহ্ন, কখন বা উহাতে ক্ষত এবং শোষণবিশিষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পাকস্থালীতে গাঢ় রক্ত ও শ্লেষ্মমিশ্রিত একপ্রকার খণ্ড দেখা যায়। কখন কখন মস্তিষ্ক, বৃহদন্ত্র এবং মূত্র ও শ্বাসযন্ত্রে রক্তাধিক্য হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের বাম ভেণ্ট্রিকেলের এণ্ডোকার্ডিয়ামের নিম্নাংশে কলন্নি কাণির উপর চক্রাকার একি-মোসিস্ ও রক্তপূর্ণতা দৃষ্ট হয়। কচিৎ উদরবেষ্টাদির প্রদাহও লক্ষিত হইয়া থাকে।

কর্পূর (ক্যাম্ফর।)

উদরাময়, ওলাউঠা, সর্দ্দি প্রভৃতি পীড়ায় প্রায়ই কর্পূর ব্যবহৃত হয়। শীঘ্র আরোগ্য হইবে ভাবিয়া কখন কখন অধিক মাত্রায় বারংবার কর্পূর প্রয়োগ করায় অশুভ লক্ষণসমূহও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—অধিক মাত্রায় কর্পূর প্রযুক্ত হইলে, নিশ্বাসে ইহার গন্ধ পাওয়া যায়; এবং শিরোঘূর্ণন, দুর্ব্বলতা, দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য, কর্ণে গোলমাল শব্দানুভব, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, দ্রুত আক্ষেপ (বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায়), মুখশ্রী সঙ্কুচিত, শাখা-সমূহ এবং চর্ম্ম শীতল ও আড়ষ্ট, কখন কখন মূত্রযন্ত্রে তীব্র বেদনা ও বারংবার প্রস্রাবেচ্ছা হয়; নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ, এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র ঘটে, কিন্তু শ্বাসত্যাগে বেদনা অনুভূত হয় না। কখন কখন ভেদবমি হয়, কখন বা উহা কিছুই লক্ষিত হয় না। বহুক্ষণ নিদ্রা ও প্রচুর ঘর্ম্মান্তে কখন কখন রোগী আপনা আপনিই সুস্থতা লাভ করিয়া থাকে। কর্পূরদ্বারা বিষাক্ত হইতে প্রায়ই শুনা যায় না। শিশুগণ কখন কখন ইহা লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে উদরস্থ করিয়া ফেলে।

সাঙ্ঘাতিক মাত্রা।—ইহা প্রায়ই অবাধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কচিৎ কর্পূরদ্বারা বিষাক্ত হইতে শুনা যায়। একবার একটী শিশু ক্ষুদ্র সুপারীপরিমাণে কর্পূর খাইয়া মারা গিয়াছিল। কর্পূর ২০।২৫, ৬০ গ্রেণ ও ২ ড্রাম সেবন করিয়াও আরোগ্য হইতে শুনা গিয়াছে; পরন্তু আড়াই ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিরও মৃত্যু হইতে পারে। আবার ১৫ বিন্দু উগ্র-দ্রব সেবনবশতঃ কুলক্ষণসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া শুনা গিয়াছে।

চিকিৎসা।—১। ষ্টম্যাক্-পাম্প, ত্বক্‌নিম্নে ম্যাপোমর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ (হাইপোডার্ম্মিক্ ইঞ্জেক্সন্) ৫ মিনিম্, কিংবা অর্দ্ধ আউন্স্, সর্ষপ চূর্ণ, অথবা ১৩ গ্রেণ সাল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ বা ২০ গ্রেণ ইপিকাকুয়ানা-চূর্ণ সেবন করাইয়া প্রথমতঃ উত্তমরূপে বমন করাইবে।

২। উত্তেজক ইথার আঘ্রাণ করাইবে, ব্র্যাণ্ডি, স্যালভলেটাইল ইত্যাদি সেবন করাইবে। কর্পূর-চূর্ণ বা "গুঁড়াকারে সেবন করিলে সুরা সেবন করাইয়া মৃগনাভি ও কার্ব্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়মাদি চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে, উত্তেজন-ক্রিয়ার সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। উষ্ণতা—শাখাসমূহে উষ্ণ কম্বল, কিংবা উষ্ণজলপূর্ণ বোতল, অথবা হস্ত উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিতে থাকিবে।

৪। মস্তক ও বক্ষের উপর পর্য্যায়ক্রমে শীতোষ্ণ বারিধারা প্রয়োগ করিবে।

কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্, ফিনাইল, ফেনিক য়্যাসিড্।

ইহা বাহ্য ও আভ্যন্তরিকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিলাতে আত্ম-হত্যার্থে এবং এদেশেও ক্যাষ্টর-অয়েল ভ্রমে কথন কথন কার্ব্বলিক্-অয়েল প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

লক্ষণাবলী।—সেবন করিবামাত্র মুখ হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠে, এবং মুখাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও ওষ্ঠাদি শ্বেতবর্ণ ও হীন-শক্তি হইয়া পড়ে।

চর্ম্ম শীতল ও আঠার ন্যায় চট্‌চটে ঘর্ম্মাক্ত হয়; চক্ষুর কোলে, ও কর্ণে কাল-শিরা পড়ে; কনীনিকা কুঞ্চিত, প্রস্রাব গাঢ় (কচিৎ কৃষ্ণাভ), ও কথন কথন মূত্ররোধও হয়।

সংজ্ঞালোপ, স্তৈমিত্য, প্রত্যেক সঞ্চালন-ক্রিয়ার হ্রাস, এবং শ্বাসক্রিয়া প্রথমে দ্রুত, অসম্পূর্ণ ও কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। কথন কথন প্রলাপ এবং দুর্নিবার্য্য বমন, বিবমিষা, নাড়ীক্ষীণতা ও হস্তপদাদিতে আক্ষেপ ইত্যাদি উপস্থিত হইয়া থাকে।

কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্ প্রয়োগে বিষাক্ত হইলে কোন কোন রোগী বেশ সুস্থতা লাভ করিয়া হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং রোগীর বিশেষরূপে আরোগ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত চিকিৎসক রোগীকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না।

সাঙ্ঘাতিক মাত্রা।—এক ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। অর্দ্ধ আউন্স মাত্রায় প্রায়ই জীবনাশা থাকে না, ভাবী ফল প্রায়ই মন্দ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

১। অর্দ্ধ আউন্স এপ্‌সাম্ সল্ট (ম্যাগ্নেসিয়াই সাল্‌ফাস্) অথবা অর্দ্ধ আউন্স সাল্‌ফেট্ অব্ সোডিয়াম্ (গ্লবার্স সল্ট্) এক পাইন্ট্ ঈষদুষ্ণ জলসহ সেবন করাইবে। ইহাতে সাল্‌ফেটসমূহ সাল্‌ফো কার্ব্বনেটে পরিণত হইবে।

২। ইহার পর ষ্টম্যাক্ টিউব্ বা ত্বক্‌নিম্নে ৫ মিনিম্ য়্যাপোমর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ (হাইপোডার্মিক ইঞ্জেক্সন্), কিংবা অর্দ্ধ আউন্স সর্ষপ-চূর্ণ, অথবা ২০ গ্রেণ সাল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ দ্বারা বমন করাইবে।

৩। সাল্‌ফেট্ অব্ সোডা—কিংবা স্যাকারেটেড্ লাইম্ প্রভৃতির যে কোন দ্রব্য দ্বারা পাকাশয় (ষ্টম্যাক্ পাম্প সাহায্যে) উত্তমরূপে ধৌত করিবে।

৪। অণ্ডলাল—জলমিশ্রিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে সেবন করাইবে।

৫। উত্তেজক—উষ্ণজলসহ ব্র্যাণ্ডি, ক্লোরিক ইথার, স্যাল্‌ভলেটাইল্ ইত্যাদি প্রয়োগ করা বিধেয়।

৬। উষ্ণতা—শাখাসমূহে উষ্ণজলপূর্ণ বোতল এবং হস্ত বা বস্ত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ ও মৃদুশক্তিবিশিষ্ট ব্যাটারি প্রযোজ্য।

৭। ইঞ্জেক্সিও য়্যাট্রোপিনি—হাইপোডার্মিক। (৫ মিনিম্) প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

৮। নাইট্রাইট্ অব এমিল্ আঘ্রাণ করাইবে।

অঙ্গারাম্ল বাষ্প (কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড্ গ্যাস)।

এই বিষাক্ত বাষ্প আঘ্রাণ করিলে শ্বাসরোধহেতু মৃত্যু হইয়া থাকে। জনতাপূর্ণ আবদ্ধ গৃহে নিদ্রিত হইলে, অথবা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অগ্নি (বিশেষতঃ কয়লা কাষ্ঠাদি) জ্বালিয়া গবাক্ষাদি বন্ধ করিয়া অবস্থান করিলে উক্ত গৃহস্থিত অম্লজান-বাষ্প নষ্ট হয়, এবং তৎপরিবর্ত্তে অঙ্গারাম্ল বাষ্প (কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড্ গ্যাস) সঞ্চিত হইয়া থাকে। তাহাতে গৃহের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি ক্রমশঃ অভিভূত হইয়া পড়ে। চূণের জন্য প্রস্তর দগ্ধ করিবার সময়, এবং কয়লার খনি ও বহুদিবসের পুরাতন গভীর

কূপমধ্যে কাঠ-তৃণাদি পচিলে, অথবা কোন আবদ্ধ স্থানে করাতের গুঁড়া কিংবা খড় কুটা পচিলে, তত্রত্য অক্সিজেন্-বাষ্প শোষিত হইয়া পরিশেষে অঙ্গারাম্ল-বাষ্প প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ অঙ্গারাম্ল-বাষ্প শ্বাসদ্বারা গ্রহণ করা যায় না; কারণ উহাদ্বারা শ্বাসপথ এককালে রুদ্ধ হইয়া পড়ে, কিন্তু দ্বিগুণ বহির্ব্বাষ্পসহ, অর্থাৎ যেখানে অঙ্গারাম্ল ও অম্লজানাদি (কার্ব্বনিক্ ও অক্সিজেনাদি) বাষ্প একত্র অবস্থিত, তথায় ইহা আঘ্রাণ করা যাইতে পারে। তাহাতে সাঙ্ঘাতিক শ্বাসরোধ-ক্রিয়া না ঘটিলেও, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, গলনালীতে উত্তেজনা, তন্দ্রা, কর্ণে সঙ্গীতবৎ একপ্রকার শব্দানুভূতি, ক্রমশঃ পৈশিক বলাভাব (অচৈতন্য) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। দেখিতে দেখিতে এককালে চৈতন্য-লোপ, মুখমণ্ডল ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ, শ্বাসক্রিয়া প্রথমতঃ দ্রুত, অসম্পূর্ণ ও পরিশেষে কষ্টকর, এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত—অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কোন স্থানে এই বাষ্প বহির্ব্বাষ্পসহ মিশ্রিত থাকিলে, এবং কেহ তাহার আঘ্রাণ লইলে, প্রথমতঃ রগে চাপ বোধ হয়, এবং শ্বাস লইতে গেলে নাসিকার মধ্যে যেন কি একপ্রকার উগ্র পদার্থ যাইতেছে এইরূপ অনুভব হয়। অতঃপর সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়, বাক্‌শক্তি লোপ পায় এবং গোঁ গোঁ করিয়া একপ্রকার যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিতে থাকে। এই সময় তাহার মস্তক বক্ষের দিকে ঝুলিয়া পড়ে, হস্তপদাদি শিথিল (কচিৎ আক্ষেপের ন্যায় কঠিন) হইয়া পড়ে, মুখমণ্ডল, ওষ্ঠাধর ও সর্ব্বাঙ্গ শ্রীহীন ও মলিন বোধ হয়, নিম্ন চোয়াল এবং অক্ষিপল্লব বিস্ফারিত ও কনীনিকা কুঞ্চিত দেখায়। এই অবস্থা দেখিয়া কখন কখন রোগীকে অহিফেন সেবনে বিষাক্ত বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। কখন কখন আবার পাকাশয়ের উগ্রতা হেতু বমন হইয়া থাকে।

সাঙ্ঘাতিক মাত্রা।—সম্ভবতঃ শতকরা ১০।১৫ অংশের আঘ্রাণ লইলে মৃত্যু হয়, এবং শতকরা ২ অংশ আঘ্রাণ লইলেও কষ্টদায়ক হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

১। রোগীকে উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া বিশুদ্ধ-বায়ু সেবন করাইবে। গৃহের দ্বার ও জানালা খুলিয়া দিবে।

২। আবশ্যক হইলে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া করিবে।

৩। শ্বাসরন্ধ্রে য়্যামোনিয়া বাষ্প আঘ্রাণ করাইবে। শাখাসমূহে ঘর্ষণাদি দ্বারা উষ্ণতাপ্রয়োগ ও মৃদুশক্তিবিশিষ্ট ব্যাটারি প্রয়োগ করিবে।

৪। উত্তেজক—ব্র্যাণ্ডি বা উষ্ণ গাঢ় কাফির এনিমা ব্যবস্থেয়।

৫। অম্লজান (অক্সিজেন) বাষ্পাঘ্রাণ বিধেয়।

৬। বক্ষ ও মস্তকে শীতল জলধারা প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

৭। রক্তমোক্ষণ ও রক্ত-পরিচালন ফলপ্রদ।

৮। রোগী অধিকক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় থাকিলে শলাকা (ক্যাথিটার) দ্বারা প্রস্রাব করাইবে।

তাম্রধাতুঘটিত ঔষধ।

তুঁতে বা সাল্‌ফেট্ অব্ কপার (ব্লু ষ্টোন্), সাব্ য়্যাসিটেট্ অব্ কপার বা ভার্দ্রিগ্রীন্ (তাম্রকলঙ্ক) দৈবক্রমে অধিকমাত্রায় সেবিত হইলে গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা। স্থলবিশেষে নরহত্যা বা আত্মহত্যার্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। রন্ধন-কার্য্যে তাম্রপাত্র ব্যবহারহেতু কখন কখন বিষাক্ত হইতে শুনা গিয়াছে। তাম্র-পাত্রে অম্লাদি দ্রব্য রন্ধন করা অতিশয় দোষাবহ; কারণ, সেই অম্লসেবনে নিশ্চয়ই বিষাক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য উহাতে রন্ধন করিয়া আহার করিলে তাদৃশ বিপদ্-সম্ভাবনা নাই।

তাম্রপাত্রে কোন দ্রব্য রন্ধন করিয়া আহার করিলে, সংগ্রাহক বিষক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। বহুদিবসাবধি তাম্রপাত্রে সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্যসহ তাম্রকলঙ্ক বা সবুজ তাম্রবিষ উদরস্থ হইলে, উদর-শূল ইত্যাদি কষ্টদায়ক লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়।

লক্ষণাদি।—মুখে ধাতব কষায়াস্বাদ অনুভব, গলনলীতে চাপবোধ, পাকাশয়ে সূচিবেধবৎ বেদনাবোধ, বিবমিষান্তে প্রচুর নীল অথবা সবুজবর্ণ বমন, অত্যন্ত কুন্থনসহ ভেদ, আংশিক (কচিৎ) মূত্ররোধ, হ্যাবা, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও আয়াসসাধ্য, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষুদ্র, অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, প্রবল তৃষ্ণা, শাখাসমূহ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, শিরঃপীড়া বা শিরোঘূর্ণন, অচৈতন্য (কোমা) ও শেষে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

সাঙ্ঘাতিক মাত্রা।—১ আউন্স্ ভার্দ্রিগ্রিন্ ও ১ আউন্স্ তুঁতে সেবনেও মৃত্যু হইতে শুনা গিয়াছে; আবার কেহ কেহ উক্ত মাত্রায় ঐ দুইটী দ্রব্য সেবন করিয়াও আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

চিকিৎসা।

১। ষ্টম্যাক্-পাম্প এবং বমন না হইলে অর্দ্ধ আউন্স পরিমিত সর্ষপচূর্ণ, অথবা ১ আউন্স্ ভাইনাম ইপিকাক্ এবং তাহার পরক্ষণেই প্রচুর পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জল পান করাইয়া বমন করাইতে থাকিবে।

২। বার্লী, এরারুট প্রভৃতির জলপান করাইতে থাকিবে।

৩। দুগ্ধসহ অণ্ড ও সিরাপ একত্র মিশাইয়া, যথেষ্ট পরিমাণে তাহা সেবন করিতে দিবে।

৪। মর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ, বা ২৫ মিনিম্ মাত্রায় লডেনাম্ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিবে।

৫। পাকাশয়োপরি তিসির (মসিনা) পুলটীশ প্রয়োগ করিবে।

রসকর্পূর (করোসিভ সাব্লিমেট, পারক্লোরাইড্ অব্ মার্কারি।)

কীটাদি-বিনাশার্থে কখন কখন রসকর্পূর ব্যবহৃত হয়, এবং ক্যালমেল ভ্রমে কখন কখন ইহা প্রদত্ত হইতে শুনা গিয়াছে। বাহ্যপ্রয়োগে ইহা পচননিবারক। ইহা অধিকপরিমাণে ক্ষতোপরি প্রযুক্ত হইলে, ভয়ঙ্কর লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়। ক্ষতোপরি মলমাকারে ইহা প্রযুক্ত হওয়ায় বিষাক্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

লক্ষণাদি।—মুখাভ্যন্তর ও ওষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও স্ফীত, মুখে ধাতবস্বাদানুভব, গলা হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত চাপবোধ, পাকাশয়ে অত্যন্ত প্রদাহ ও জ্বালাবৎ বেদনা, বিবমিষা, শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত বমন, পাতলা ভেদ, মলের মধ্যে শ্লেষ্মাখণ্ড এবং কখন কখন রক্তও পরিলক্ষিত হয়। মুখশ্রী উদ্বেগপূর্ণ, অল্প স্ফীত ও ফ্যাকাসে হইয়া যায়। নাড়ী ক্ষুদ্র ও অনিয়মিত, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও কুঞ্চিত, চর্ম্ম শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, শ্বাসকষ্ট, মূত্ররোধ, মূর্চ্ছা, ক্রতাক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়া পরিশেষে মৃত্যু হয়। রোগী কোনপ্রকারে কিছু দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে, লালা নিঃসৃত হইতে দেখা যায়।

পচননিবারণার্থে ক্ষতোপরি পটি প্রভৃতি বাঁধিবার পূর্ব্বে ইহার ধৌত (Lotion) দ্বারা অধুনা প্রায়ই ক্ষতাদি ধৌত করা হইয়া থাকে। পরন্তু কখন কখন অবিবেচনার সহিত প্রযুক্ত হওয়ায় বিষাক্ত হইতেও শুনা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত

ক্ষতাদিতে বাহুল্যরূপে প্রযুক্ত হইলে, এবং বটিকাকারে উপর্য্যুপরি কিয়দ্দিবস সেবিত হইলে, ক্রমশঃ সংগ্রাহক বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রথমতঃ উদরাময়, তৃষ্ণা ও কুন্থন প্রয়োগ করিলে জলবৎ ভেদ হয়; রোগী তাহাতে বিশেষ আরাম বোধ করে। ক্রমশঃ রক্তমিশ্রিত ভেদ ও সরলান্ত্রে বেদনা উপস্থিত হয়। পাকাশয়ে শূল, বিবমিষা, বমন, সামান্য স্মৃতিবিভ্রম ও অনিদ্রা, রোগীর মূত্রে অণ্ডলাল, বিধ্বস্ত তন্তু-কোষ ও একপ্রকার দানাযুক্ত পদার্থ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সাঙ্ঘাতিক হইলে ইহার পর আরও কতকগুলি দুরূহ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাদ্বারা ক্রমশঃ বিষাক্ত হইলে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ বিপর্য্যয় লক্ষিত হয় না; বরং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকে, পরন্তু দৃষ্টিবিকার, কনীনিকা ক্ষুদ্র, শরীরতাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম, গাত্রে এরিথিমার ন্যায় উদ্ভেদ উৎপন্ন হয়। এই সময় লালা-নিঃসরণ, মাড়িক্ষত, রক্তবমন ও জিহ্বায় নীলবর্ণ দাগ পড়ে। কোন কোন স্থলে পক্ষাঘাত ও প্রথমোক্ত বিষলক্ষণাবলী উৎপন্ন হইয়া, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

সাঙ্ঘাতিক মাত্রা।—সম্ভবতঃ ৪।৫ গ্রেণ সেবন করিলে, বিষাক্ত হইয়া প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, দেহ বিকৃত বা ধাতু (ইডিওসিন্‌ক্রেসী) দূষিত হইলে, অত্যল্পমাত্রাতেও বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। পূর্ণোদরে অত্যধিক পরিমাণে সেবিত হইবার পর বমন হইয়া গেলে, ভাবীফল শুভ হইতে পারে। ইহাদ্বারা বিষাক্ত হইলে সচরাচর ১ হইতে ৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা।

১। অণ্ডলাল জলমিশ্রিত করিয়া প্রচুরপরিমাণে সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা রসকর্পূরের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, পেটপূরিয়া খাওয়াইলে বমনও হইতে পারে। ময়দা, বার্লী অথবা এরারুট জলে গুলিয়া সেবন করাইলেও যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

২। অণ্ডলাল-জল সেবনের পর ষ্টম্যাক্-পাম্প, ও শীঘ্র বমন করাইবার আবশ্যক হইলে ত্বক্‌নিম্নে য়্যাপোমর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ, অথবা যে কোন বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

৩। অবসন্নাবস্থায় ব্র্যাণ্ডি ও স্যালভলেটাইলাদি উত্তেজক ঔষধ প্রযোজ্য।

জয়পালের তৈল (ক্রোটন অয়েল)।

অতিবিরেচক।—এরণ্ড তৈলভ্রমে ইহা সেবিত হইতে পারে। ইহা আত্মহত্যার্থ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না, পরন্তু অনভিজ্ঞ চিকিৎসক ইহার ক্রিয়া না জানিয়া ব্যবহার করিলে, অনেকস্থলে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ইহার বীজচূর্ণ সেবনেও দুরূহ প্রকারের ভেদ হইতে শুনা যায়।

লক্ষণ।—উদরে ক্রমাগত বেদনা, বমন ও জলবৎ ভেদ হইতে থাকে, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও টিস্‌সাইয়া যায়; নাড়ী ক্ষীণ ও সূত্রবৎ; সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল, শেষে স্তিমিত অবস্থায় মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সরল ভেদ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

১। ষ্টম্যাক্-পাম্প্ এবং অর্দ্ধ আউন্স্ সর্ষপ-চূর্ণ, কিংবা ২০ গ্রেণ সাল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ দ্বারা বমন করাইবে।

২। এরারুট অথবা বার্লী কিংবা ময়দা জলে গুলিয়া সেবন করাইবে।

৩। দশ ১০ বিন্দু কর্পূরারিষ্ট অথবা ২।৪ গ্রেণ কর্পূর-চূর্ণ সেবন করাইবে।

৪। ব্রাণ্ডি স্পাল্‌ভলেটাইল্, ক্লোরিক্ ইথারাদি উত্তেজক ঔষধ বিধেয়।

৫। ত্বক্‌নিম্নে মর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ অথবা ২০ বিন্দু লডেনাম্ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে, প্রদাহ ও যন্ত্রণার উপশম হইবে।

সীসধাতু (লেড্)।

সীস-শর্করা (শুগার অব্ লেড্), কার্ব্বনেট্ অব্ লেড্, অক্সাইড্ অব্ লেড্ ইত্যাদি সেবনে বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। বহুকাল পূর্ব্বে ইউরোপে আত্মহত্যার্থে ইহা সেবিত হইত; অধুনা ভ্রমবশতঃ কখন কখন ইহাদ্বারা বিষাক্ত হইতে শুনা যায়। ফট্‌কিরির পরিবর্ত্তে প্লম্বাই য়্যাসিটাস্ ও খটিকাচূর্ণভ্রমে হোয়াইট্ লেড্ প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

লক্ষণাদি।—বহুদিবসাবধি ইহা সেবন বা ব্যবহার করিলে, মুখ ও গলার শুষ্কতা, অক্ষুধা, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, সমুদায় নিঃস্রবণক্রিয়ার স্বল্পতা, বিবমিষা, বমন, উদরে বেদনা ও ভারবোধ, ওষ্ঠ ও মাড়ি ঈষৎ নীলবর্ণ, জিহ্বায় একপ্রকার ধাতবস্বাদানুভব, শ্বাসপ্রশ্বাসে একপ্রকার দুর্গন্ধ, মানসাবসাদ, সর্ব্বাঙ্গ

শুষ্ক (খস্‌খসে) ও অবশেষে সীস-শূল (লেড্-কলিক্) বা পক্ষাঘাত (লেড পালজি) ইত্যাদি দুরূহ উপসর্গসকল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

এককালে অধিকমাত্রায় সেবন করিলে, গলনলীর শুষ্কতা, মুখমধ্যে ধাতব আস্বাদ, অত্যন্ত পিপাসা, উদরে শূল, বিশেষতঃ নাভিদেশে অত্যন্ত বেদনানুভব, সঞ্চাপিত হইলে বেদনার উপশম, উদর-পেশীসমূহ কঠিন, কোষ্ঠবদ্ধতা, পদের গুল্‌ফ-সন্ধিতে খাইল ধরা, শরীর শীতল-ঘর্ম্মাক্ত, এবং নিম্নশাখায় পক্ষাঘাত, দ্রুত আক্ষেপ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

সাঙ্ঘাতিক মাত্রা।—এক আউন্স্ সীস-শর্করা, ১৫ আউন্স্ গুলার্ডস্ লোশন্ এবং ১ আউন্স্ হোয়াইট লেড্ সেবনেও আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে, পরন্তু ইহা অপেক্ষা অল্প মাত্রাতেও মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।

১। ষ্টম্যাক্-পাম্প্ এবং অর্দ্ধ আউন্স্ সর্ষপচূর্ণ অথবা ২০ গ্রেণ সাল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্, কিংবা ১ আউন্স্ ভাইনাম ইপিকাক্ সেবন করাইয়া বমন করাইবে।

২। অর্দ্ধ ড্রাম য়্যাসিড্ সাল্‌ফিউরিক্ ডিল্ কিংবা য়্যাসিড্ সাল্‌ফ্ য়্যারোমেটিক্, অর্দ্ধ আউন্স এপ্‌সাম সল্ট, কিংবা সোডিয়াম্ জলমিশ্রিত করিয়া আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৩। দুগ্ধ, অণ্ড ও বার্লীর ক্বাথ প্রয়োগে আহার এবং ঔষধ উভয়ের কার্য্য পাওয়া যায়। উদরে পুল্‌টিস্ প্রযোজ্য।

৪। অত্যধিক উদর-বেদনা প্রশমনার্থে মর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ অথবা অহিফেনারিষ্ট (অর্দ্ধ ড্রাম) সেবন করাইবে।

৫। কখন কখন আইয়োডাইড্ অব্ পটাশিয়াম্ প্রয়োগ করিলে স্রাবণক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়; তাহাতে সীসা দ্রবীভূত হইয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

৬। বহুকাল সেবনবশতঃ দুর্লক্ষণাবলী উপস্থিত হইলে, সীসধাতুঘটিত ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া বিরেচনার্থে ব্লু পীল অথবা ১ ড্রাম সাল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্নেশিয়াম্, ১৫ মিনিম্ য়্যাসিড্ সাল্‌ফিউরিক্ ডিল্ ও ৫ মিনিম্ স্পিরিট্ ক্লোরোফরম্, ১ আউন্স্ কর্পূরের জলসহ প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ দুই তিন মাত্রা প্রয়োগ করিবে। উদরশূল উপস্থিত হইলে, উহার সহিত ১০।১৫ মিনিম্ টিংচার বেলাডোনা মিশ্রিত করিয়া লইবে।

৭। আইয়োডাইড্ অব্ পটাশিয়াম্ ৪।৫ গ্রেণ ও স্পিরিট্ ক্লোরোফরম্ ১৫ মিনিম্, ১ আউন্স্ কর্পূরের জলসহ দিবসে ২।৪ বার করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

৮। কড্‌লিভার অয়েল, একষ্ট্রাক্ট্ অব্ মলট্, সিরাপ অব্ হাইপোফস্ফাইট্‌স্, কেমিক্যাল্ ফুড্, পোর্ট-ওয়াইন্ ইত্যাদি বলকারক ঔষধ, এবং দুগ্ধ ও মাংস ইত্যাদি বলকারক পথ্য প্রদান করিবে।

৯। শ্বাসরোধ হইয়া হৃৎক্রিয়া প্রায় স্থগিত হইলে, রোগীর বক্ষের উপরিভাগে সজোরে মুহূর্ত্তমধ্যে দুই তিন বার মুষ্ট্যাঘাত করিলে, কখন কখন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পুনঃ সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

কুঁচিলা (নক্স্‌ভমিকা এবং ষ্ট্রীক্নিয়া)।

কুঁচিলা-বীজ-চূর্ণ অর্দ্ধড্রাম মাত্র উদরস্থ হইলে বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। তিন গ্রেণ কুঁচিলার সার, কিংবা অর্দ্ধ আউন্স্ অরিষ্ট সেবনেও বিষীকরণের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। অর্দ্ধ গ্রেণ ষ্ট্রীক্নিয়া প্রাণসংহারক্ষম। হত্যা বা আত্মহত্যার্থে ইহা প্রায়ই ব্যবহৃত হইতে শুনা যায়। অধিকমাত্রায় সেবিত হইলে মেরুদণ্ডস্থ স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠে। প্রথমতঃ গ্রীবা ও চোয়ালের পেশীসমূহ আক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। অনন্তর শাখাসমূহ কম্পিত, এবং শরীরের যাবতীয় পেশীতে আক্ষেপ ও শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে। স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হয় বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শাকুল হইয়া পড়ে।

ইহার পর স্পর্শানুভব শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; এমন কি, গাত্রে সামান্য বায়ু লাগিলেও রোগী চমকাইয়া উঠে। পেশীসমূহের উপর রোগীর আর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না, এবং গ্রীবা, চোয়াল প্রভৃতি স্থানে বেদনা, গাত্রকণ্ডু ও গলদেশস্থ পেশীর আক্ষেপবশতঃ গলাধঃকরণে কষ্ট হয়।

এককালে অত্যধিক মাত্রায় সেবিত হইলে, অত্যল্পকালমধ্যে রোগীর ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় প্রবল আক্ষেপ উপস্থিত হয়। অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ না পাইয়া সর্ব্বপ্রথমেই একবারে হঠাৎ আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে। আক্ষেপ-কালে শরীরের সমুদায় পেশী আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। গ্রীবা ও মেরুদণ্ডের পেশীগুলির

আক্ষেপবশতঃ রোগীর মস্তক পৃষ্ঠে বা কোন এক পার্শ্বে ঝুঁকিয়া যায়। প্রায়ই পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ধনুকের ন্যায় বক্র, এবং শাখার পেশীগুলি কঠিন হইয়া পড়ে; হস্ত দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধ এবং চোয়াল এরূপ দৃঢ় আবদ্ধ হইয়া যায় যে, খুলিবার চেষ্টা করিলে দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়, তবু মুখ খোলে না। কখন কখন এইরূপে জিহ্বা দংশিত হইয়া একবারে বিচ্ছিন্ন হইতে শুনা গিয়াছে। সর্ব্বদা মুখমণ্ডলস্থ পেশী সমূহও আক্ষিপ্ত হয়; এইজন্য মুখভাব অতি বিকৃত দেখায়। একবার আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়া ৩ মিনিট হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহার বিরাম হইয়া আবার আক্ষেপ প্রকাশ পায়। আক্ষেপের বিরামকাল যত দীর্ঘ হইবে, চিকিৎসাকার্য্যেও তত সুবিধা হইবে। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, আক্ষেপের বিরামকাল ক্রমেই কমিয়া আইসে। এক একটি আক্ষেপ-সময়ও দুই হইতে পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে। তখন রোগীকে স্পর্শ করিলে, বা উহার গাত্রে বায়ু লাগিলে, অকস্মাৎ আবার আক্ষেপ উপস্থিত হয়। এইরূপে যত আক্ষেপ হইতে থাকে, রোগীও তত ক্ষীণতর হইয়া পড়ে।

শ্বাসযন্ত্রও আক্ষিপ্ত হয়, এবং আক্ষেপ-কালে প্রায়ই শ্বাসরোধ হইয়া থাকে। আক্ষেপের বিরামাবস্থায় শ্বাস দ্রুত ও অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। আক্ষেপকালে নাড়ীর গতি অত্যন্ত কমিয়া যায়, কনীনিকা বিস্তৃত হয়, এবং স্তৈমিতা ও শ্বাসরোধবশতঃ মৃত্যু হয়। প্রায়ই মৃত্যুকালাবধি চৈতন্য থাকে। স্বোৎপন্ন অথবা আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কার পীড়াসমূহে নক্সভমিকা বা ষ্ট্রীক্নিয়া বিষীকরণের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

দেহে কোন আঘাতচিহ্ন পরিলক্ষিত হইলে, কখন কখন আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কার বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধিতে শ্বাসযন্ত্র, শাখা ও গ্রীবাপেশীর আক্ষেপ অল্প পরিলক্ষিত হয়; পরন্তু ষ্ট্রীক্নিয়া বিষীকরণে শ্বাসযন্ত্রস্থ পেশীর প্রবলাক্ষেপ হইতে দেখা যায়, এবং অনেক স্থানে পাকাশয়স্থ ব্যবচ্ছেদক পেশীর আক্ষেপ এবং হনুস্তম্ভ অর্থাৎ চোয়াল আবদ্ধ প্রভৃতি প্রাথমিক লক্ষণস্বরূপ পরিদৃষ্ট হয় না।

চিকিৎসা।

১। ২০ গ্রেণ সাল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্, অথবা ১ আউন্স্ ভাইনাম্ ইপিকাক্, বা ২০ গ্রেণ ইপিকাক্‌চূর্ণ, কিংবা অর্দ্ধ আউন্স্ সর্ষপ-চূর্ণ সেবন করাইয়া বমন

করাইবে। ষ্ট্রীক্নিয়া বা কুঁচিলা সেবনমাত্রেই বমনকারক ঔষধ সেবন করাইবে ও প্রচুর পরিমাণে স্নিগ্ধ জল পান করাইবে। কখন ভ্রমবশতঃ ষ্ট্রীক্নিয়া বা কুঁচিলা সেবিত হইলে, প্রচুরপরিমাণে জল পান করাইয়া বমন করাইলে উপকার দর্শিতে পারে।

বিষসেবনান্তে আক্ষেপ আরম্ভ হইলে প্রায়ই জীবনাশা থাকে না, এবং বমনকারক ঔষধ উদরস্থ করাইবার সম্যক্ অসুবিধা হয়, ষ্টম্যাক্-পাম্প্ প্রয়োগ করাও কঠিন হইয়া থাকে; কারণ, আক্ষেপকালে গলা ও শ্বাসনলী সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। রোগী অচেতন হইয়া পড়িলে য়্যাপোমর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপই বমনার্থে প্রয়োগ করা উচিত।

আক্ষেপাধিক্য প্রশমনার্থে রোগীকে ক্লোরোফরম্ আঘ্রাণ করাইবে, এবং আক্ষেপ প্রশমিত হইলে বমন করাইয়া, পাকাশয় উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলিবে। শোধিত বিষাংশ দ্বারা আক্ষেপাদি প্রকাশ পাইতে পারে; পরন্তু তাহার প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আক্ষেপনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অনেকস্থলে আক্ষেপের উপশম হইয়া থাকে।

২। বমন করাইবার পর বিষনাশার্থে প্রচুর পরিমাণে জান্তবাঙ্গার, কিংবা ট্যানিক্ য়্যাসিড্, অথবা গ্যালিক্ য়্যাসিড্ বা টিংচার অব্ আইয়োডিন্ প্রয়োগ করিয়া বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

৩। আক্ষেপ-নিবারণার্থে অর্দ্ধ আউন্স্ ব্রোমাইড্ অব্ পটাশিয়াম্ জলে দ্রব করিয়া সেবন করাইবে। এতৎসহ অর্দ্ধ ড্রাম ক্লোর্য্যাল্ হাইড্রেট্ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমরা ২ ড্রাম পটাশ ব্রোমাইড্ ও ১৫ গ্রেণ ক্লোর্য্যাল্ হাইড্রেট্ এক এক মাত্রা অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি।

৪। একখানি রুমালে কয়েকবিন্দু নাইট্রাইট্ অব্ এমিল ঢালিয়া নাসিকার নিকটে ধরিবে; আরোগ্যোন্মুখ রোগীকে তামাকের ধূম পান করিতে দিবে।

৫। ব্রোমাইড্ প্রয়োগেও আক্ষেপ নিবারিত না হইলে ক্লোরোফর্ম্ম-আঘ্রাণে রোগীকে বিচেতন করাইবে।

৬। কিউবার (৳ গ্রেণ) ত্বক্‌নিম্নে অন্তঃক্ষেপ (হাইপোডার্ম্মিক্-ইঞ্জেক্সন্) প্রয়োগেও যথেষ্ট উপকার দর্শে।

৭। শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে সম্ভবতঃ কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া আবশ্যক।

৮। রোগী গিলিতে অশক্ত হইলে এনিমা দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অহিফেন (ওপিয়াম এবং মর্ফিয়া)।

অহিফেনের সার, অরিষ্ট, তরলসার, ওয়াইন্ ইত্যাদি সেবনে বিষাক্ত হইতে শুনা যায়। এদেশের অভিমানিনী বামাগণ ইহা সেবনে প্রায়ই আত্মনাশ করিতে চেষ্টা পান। হত্যার্থে কিন্তু ইহা প্রযুক্ত হইতে বড় শুনা যায় না; পরন্তু আত্ম-হত্যার্থে ইহা আমাদের দেশে সর্ব্বজনবিদিত পদার্থ। এনিমা ও সাপোজিটারীরূপে, অথবা ক্ষতোপরি ইহার প্রয়োগহেতু বিষাক্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

লক্ষণাদি।—অধিক-পরিমাণে ইহা সেবন করিলে শীঘ্রই মাদকক্রিয়া প্রকাশ পায়। তখন রোগী ঝিমাইতে থাকে; ক্রমে গাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হয়, ও রোগী অচেতন হইয়া পড়ে; শ্বাসগতি মন্দীভূত ও শ্বাস-প্রশ্বাসকালে নাক ডাকিতে আরম্ভ হয়; অনেকের গলা ঘড়ঘড় করে। হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীর গতি (নাড়ী) মন্দীভূত, ও ক্ষীণ হইয়া আইসে; মুখশ্রী অনেকটা মলিন, চক্ষু ঈষদারক্ত, অর্দ্ধ-নিমীলিত বা মুদ্রিত, এবং কনীনিকা কুঞ্চিত (আলপিনের মুণ্ডের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র) হইয়া থাকে। রোগীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে বা অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সজোরে নাড়িলে রোগী যেন বিরক্তি প্রকাশ করে, এবং তৎকালে যেন তাহার ক্ষণিক চৈতন্য প্রকাশ পায়। তখন মুখশ্রী কতকটা স্বাভাবিক দেখায়; কিন্তু অত্যল্পকাল-মধ্যে রোগী আবার অচেতন হইয়া পড়ে। রোগী জাগরিত হইলে শ্বাসক্রিয়া অনেকটা স্বাভাবিক হয় বলিয়া মুখমালিন্য কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হয়। পরন্তু কিছু সময় অতীত হইয়া গেলে, যখন অহিফেনের বিষক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তখন রোগী একবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে; ডাকিলে বা সঞ্চালন করিলেও চৈতন্য হয় না।

রোগীকে ডাকিয়া বা অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়াও চৈতন্য সম্পাদন করাইতে না পারিলে, সে বহুক্ষণ পূর্ব্বে অহিফেন সেবন করিয়াছে বুঝিতে হইবে; এবং তৎ-কালে বিশেষ সাবধানে চিকিৎসা করিলেও রোগীর জীবনাশায় যথেষ্ট সন্দেহ করা যাইতে পারে। এই সময় রোগীর ঐচ্ছিক পেশীসমূহ শিথিল, চর্ম্ম শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, নিম্নহনূ অর্দ্ধোন্মুক্ত, নাড়ী লুপ্তপ্রায়, বহুক্ষণানন্তর এক একবার শ্বাস বহিতে থাকে। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রোগনির্ণয়।—সুরাপানে রোগী অচেতন হইয়া পড়িলে অহিফেন দ্বারা বিষাক্ত হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; বস্তুতঃ সুরাপানে কনীনিকা সঙ্কুচিত

হইতে দেখা যায় না, এবং নিশ্বাসে সুরার গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু কখন কখন সুরাসহ অহিফেন বা মর্ফিয়া সেবিত হইতেও শুনা গিয়াছে। অহিফেনসহ সুরা সেবন করিলে নিঃশ্বাসে, এতদুভয়ের গন্ধ পাওয়া যায়; কিন্তু মর্ফিয়াসহ সেবিত হইলে কেবল সুরারই গন্ধ পাওয়া যাইবে। এমত অবস্থায় রোগীর কনীনিকা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, আবার সুরাপানেও কখন কখন কনীনিকা কুঞ্চিত হইতে পারে। বিশেষতঃ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য থাকিলে বা মস্তক দেহকাণ্ড অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত হইলে, ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা। সুরাপানে সংজ্ঞাহীন রোগীকে ডাকিলে শীঘ্র বা একবারেই চৈতন্য হয় না; আর সামান্য হইলেও সে অসংযত উত্তর প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত রোগীর বমিত পদার্থ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়া থাকে। কখন কখন এমন শুনা যায় যে, কোন কোন সুরাপায়ী সুরাপানান্তে অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

ক্লোরোফরম্, ইথারাদি সেবনে বিষাক্ত, ডায়েবেটিক্ কোমা, ইউরিমিয়া, এবং য়্যাপোপ্লেক্সি (সন্ন্যাস-পীড়া) প্রভৃতি পীড়ায় অহিফেন-বিষীকরণ বলিয়া ভ্রম ঘটিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল পীড়ায় রোগীর কনীনিকা কুঞ্চিত হয় না। অধিকন্তু ঐ সকল পীড়ার লক্ষণাদি বিশেষরূপে অবগত থাকিলেই ভ্রমের বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

ক্লোরোফরম্ বা ইথার সেবন করিয়া বিষাক্ত হইলে কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

সন্ন্যাস-পীড়া কাহারও অল্পবয়সে হয় না; অধিকন্তু ইহাতে কনীনিকা বিস্তৃত হয় না, এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কোনপ্রকার গন্ধ পাওয়া যায় না। রোগীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইলে, পীড়ার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

ইউরিমিয়া পীড়ায় অভিভূত রোগীকে জাগরিত করিয়া অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। রোগীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানা গেলে, ও মূত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও প্রকৃত বিষয় মীমাংসা করা যাইতে পারে।

মৃতদেহ পরীক্ষা।—মস্তিষ্কে ও ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য এবং মস্তিষ্কে সিরাম বা রক্তরস সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। রক্ত তরল ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।

সাঙ্ঘাতিক মাত্রা।—আড়াইগ্রেণ একৃষ্ট্রাক্ট্ ওপিয়াই দ্বারা ৫ গ্রেণ অহিফেন অপেক্ষা অধিকতর সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ উৎপন্ন হইতে পারে। ১ ড্রাম লডেনাম্ সেবনে মৃত্যু হইয়াছে, আবার চারি পাঁচ ড্রাম অরিষ্ট সেবনেও রক্ষা পাইতে

শুনা গিয়াছে। তৈলসহ অহিফেন সেবিত হইলে, পাকাশয় গাত্রে কিয়ৎপরিমাণে তৈলাক্ত অহিফেন লাগিয়া যায়। সেরূপ অবস্থায় অত্যল্প মাত্রাতেও সাজ্ঘাতিক হইয়া থাকে। শিশুদের পক্ষে ইহা অতি সাজ্ঘাতিক বিষ; অতি অল্পপরিমাণে সেবিত হইলেও তাহাদের বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। অর্দ্ধগ্রেণ য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া সেবনে মৃত্যু হইতে শুনা গিয়াছে; আবার অর্দ্ধড্রাম সেবনেও কেহ কেহ রক্ষা পাইয়াছে। কনীনিকা অত্যন্ত কুঞ্চিত হইলে বা দ্বৈতীয়িক উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না। সেবন মাত্রেই বমন হইলে এবং রোগীর প্রচুর ঘর্ম্ম হইলে, ভাবীফল অনেকটা শুভজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

১। ষ্টম্যাক্ পাম্প্ এবং অর্দ্ধ আউন্স্ সর্ষপ-চূর্ণ, অথবা ২০ গ্রেণ সাল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্, ২০ গ্রেণ পাল্‌ভ ইপিকাকুয়ানা বা ১ আউন্স ভাইনাম্ ইপিকাক্ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। রোগী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলে ত্বক্‌নিম্নে য়্যাপো-মর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ (হাইপোডার্ম্মিক্ ইঞ্জেক্সন্) পূর্ব্বক বমন করাইবে।

২। বমন করাইবার পর পার্ম্ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশিয়াম্ ১০ গ্রেণ, অর্দ্ধ আউন্স্ য়্যাসিটিক্ য়্যাসিড দ্রবে, অথবা ভিনিগার কিঞ্চিৎ জলে দ্রব করিয়া প্রয়োগ করিবে। অর্দ্ধঘণ্টা পরে পুনরায় আর একমাত্রা প্রয়োজ্য। ৬ গ্রেণ পার্ম্ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশিয়াম্ দ্বারা এক আউন্স্ লডেনামের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। কণ্ডিজ্ ফ্লুইড্ প্রয়োগ পূর্ব্বক ব্যবহার করিলেও ইহাতে যথেষ্ট উপকার দর্শে।

৩। রোগীর উভয় বাহু ধরিয়া ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে; তাহাকে কদাচ নিদ্রিত হইতে দিবে না. চিমটী কাটিয়া, চুলের মুটি ধরিয়া মধ্যে মধ্যে নাড়া দিবে, এবং রোগীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে থাকিবে। শাখাসমূহে ব্যাটারি লাগাইবে, নাসিকার নিকট স্যাল্‌ভলেটাইল্ বা য়্যামোনিয়া প্রয়োগ (আঘ্রাণ) করিবে। স্তৈমিত্যের উপক্রম হইলে, ব্র্যাণ্ডি প্রয়োগ অথবা অধিক টানাটানি করিবে না।

৪। উষ্ণ গাঢ় কাওয়ার কাথ অথবা চা পান করাইবে, কিংবা ইহাদের কোন একটীর এনিমা প্রয়োগ করিবে।

৫। রোগীর মস্তকে ক্রমান্বয়ে শীতল এবং উষ্ণজল-ধারা প্রয়োগ করিবে। স্তৈমিত্যের উপক্রম হইলে শীতল জল প্রয়োগ করিবে।

৬। ত্বক্‌নিম্নে য়্যাট্রোপাইন্ অন্তঃক্ষেপ (হাইপোডার্ম্মিক্ ইঞ্জেক্‌শন্) রূপে প্রয়োগ করিবে। যতক্ষণ য়্যাট্রোপিয়ার লক্ষণ প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ তাহা অর্দ্ধ বা একঘণ্টা অন্তর ৫ বিন্দু মাত্রায় প্রয়োজ্য। এতদভাবে অর্দ্ধড্রাম মাত্রায় বেলাডোনার অরিষ্ট ও অর্দ্ধ বা ১ ড্রাম স্যাল্‌ভলেটাইল কিঞ্চিৎ জলসহ সেবন করাইবে।

৭। নাইট্রাইট্ অব্ এমিল রুমালে ৫।৬ বিন্দু প্রয়োগ করিয়া শ্বাসার্থে বিধান করিবে।

৮। প্রয়োজনানুসারে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া কর্ত্তব্য। শ্বাসক্রিয়া কিয়ৎপরিমাণে পুনঃসংস্থাপিত হইলে মৃদুশক্তি ব্যাটারী (ব্যবচ্ছেদক পেশী ও গলার উপর) প্রয়োগ করিবে।

৯। উত্তেজক ব্র্যাণ্ডি সাল্‌ভলেটাইলসহ বিধান করিবে। ষ্ট্রীক্নিয়ার অন্তঃক্ষেপও প্রশস্ত। শাখাসমূহে ব্লিষ্টার প্রয়োজ্য।

সূয়ার গ্যাস।

ইহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ পয়ঃপ্রণালীর (ড্রেণ) দূষিত বাষ্প সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন্, সালফাইড্ অব্ য়্যামোনিয়াম্, নাইট্রোজেন্, কার্ব্বনিক য়্যাসিড্ ইত্যাদি বিবিধ বিষাক্ত বাষ্প সংমিশ্রিত হইয়া ঐসকল নলের মধ্যে অবস্থান করে, এবং কোন ক্রমে উহা শ্বাসদ্বারা গৃহীত হইলে বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা।

পাইখানা, ড্রেণ, রাস্তার ময়লাবাহী নল, এইসকল স্থানে ঐসকল দূষিত বাষ্প থাকিবার খুব সম্ভাবনা। কোন বাটীর মধ্যে এই বাষ্প সঞ্চিত হইলে দ্বার জানালাদি উন্মুক্ত করিয়া সেইসকল স্থান সংক্রামণঘ্ন ঔষধ দ্বারা বিশোধিত ও সঞ্চিত মলরাশি বিদূরিত করা উচিত।

লক্ষণাদি।—উগ্র দূষিত বাষ্প আঘ্রাণ মাত্রেই মৃত্যু হয়। কিন্তু বহির্বাষ্পসহ মিশ্রিত হইয়া শরীরস্থ হইলে, রোগী ক্রমশঃ অচেতন হইয়া পড়ে, তাহার ওষ্ঠ নীলবর্ণ হয়, চক্ষু আরক্ত ও স্থির, এবং উপরের দিকে উঠিয়া যায়, কনীনিকা বিস্তৃত হয়, এবং আলোকাদিতে উহা বিস্ফারিত বা কুঞ্চিত হয় না, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত (মিনিটে ৬০ বার) ও কষ্টকর হইয়া থাকে। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও বিষম, আক্ষেপ, শরীর-তাপ ১০৪ পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠে, মুখ দিয়া কখন কখন ফেনা উঠিতে থাকে, এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়।

বিষোগ্রতা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলে, শিরঃপীড়া, বিবমিষা, বমন, অক্ষুধা, অজীর্ণবৎ উদরাময়, একপ্রকার সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ ক্লেশ অনুভূত হয়।

চিকিৎসা।

১। বিশুদ্ধ বায়ু প্রচুরপরিমাণে সেবন করাইবে। গৃহদ্বারাদি উন্মুক্ত বা রোগীকে অনাচ্ছাদিত স্থানে শায়িত রাখিবে।

২। শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া সংস্থাপনে চেষ্টা করিবে।

৩। য়্যামোনিয়া স্পাল্‌ভলেটাইল ইত্যাদি নাসিকার নিকট ধরিবে, এবং ব্র্যাণ্ডিদ্বারা অঙ্গমর্দ্দন ও শাখাসমূহে তড়িৎ-প্রয়োগ করিবে।

৪। উত্তেজক।—উক্ত ব্র্যাণ্ডি ইত্যাদি উত্তেজক ঔষধ সেবন বা এনিমা দ্বারা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা করিবে।

৫। গাঢ় উষ্ণ কাওয়ার (কাফি) কাথ এনিমা দ্বারা ব্যবস্থেয়।

৬। রোগীর বক্ষ ও মস্তকে ক্রমান্বয়ে শীতোষ্ণ-বারিধারা প্রয়োগ, রক্ত-মোক্ষণ এবং ব্লিষ্টার ও ক্যাথিটার দ্বারা প্রস্রাব করাইবে।

সর্পাঘাত, সর্পদংশন (SNAKE BITE)

সর্প দুইপ্রকার; নির্ব্বিষ ও বিষাক্ত। বিষহীন সর্প দংশন করিলে. বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই; কিন্তু বিষাক্ত সর্প দংশন করিলে তাহার প্রকৃত বিষঘ্ন ঔষধ নাই বলিলেই হয়।

সর্প নানাজাতীয়। উষ্ণপ্রধান দেশেই প্রধানতঃ ইহাদিগের আবাস স্থল। জনসমাগম-পূর্ণ স্থানে সর্পেরা থাকিতে ভালবাসে না। পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী, ইটের পাজা, খড়ের গাদা, এইসকল স্থানে কেউটিয়া ও গোক্ষুরা প্রভৃতি বিষাক্ত সর্প থাকিতে দেখা যায়। তাহাদিগকে লোকে "বাস্তুসর্প" বলে। ইহারা বিনা কারণে প্রায়ই দংশন করে না; এই নিমিত্ত অনেকেই ইহাদিগকে বিনষ্ট করে না। কেউটিয়া সর্পগণ অত্যন্ত কোপনস্বভাব। ইহারা কখন কখন বিনা কারণেও উত্তেজিত হইয়া দংশন করিবার চেষ্টা করে। বিল, জলা, কিংবা শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ বৃক্ষলতাদিপূর্ণ স্থানে অনেক কেউটিয়া সর্প থাকিতে দেখা যায়।

পাতরাজ নামে একপ্রকার অত্যন্ত বৃহৎ ও বলিষ্ঠ বিষধর সর্প আছে। ইহারা সুন্দরবনে ও পর্ব্বতগুহায় অবস্থান করে। লোকালয়ে ইহাদিগকে প্রায়ই দেখা যায় না; তবে কখন কখন বানের জলস্রোতে ভাসিয়া লোকালয়ে আসিয়া থাকে। সময়ে সময়ে অনেক পল্লীগ্রামে চন্দ্রবোড়া নামক একপ্রকার প্রকাণ্ড বিষধর দেখা যায়। ইহাদের দংশনে অতি বিষম যাতনা। দাঁড়াস, চিতা, ঢেঁপে ও ঢোঁড়াজাতীয় সর্প যেখানে সেখানে অবস্থান করে; কিন্তু এই সকল সর্পের বিষ নাই। অনেকে বলেন, শনি মঙ্গলবারে এইসকল সর্প দংশন করিলে, বিষাক্ত হইয়া রোগী মারা যায়; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। লাউ-ডগা ও বেত-আছড়া সাপ কোন কোন বৃক্ষে অবস্থান করে; ইহাদের বর্ণ গাঢ় সবুজ, অনেকটা সরল লাউগাছের ডালের ন্যায়। ইহারা বৃক্ষে ও ভূতলে বিচরণ করিয়া থাকে।

সর্পেরা মেরুদণ্ডস্থিত অস্থি সঞ্চালনপূর্ব্বক নিঃশব্দে ও অতি দ্রুতগতিতে চলিতে পারে। এইজন্য অনেক সময়ে ইহাদের মুখ হইতে শিকার পলাইতে পারে না। ইহারা শিকার ধরিবার সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে, এবং তৎকালে সম্মুখে কেহ পতিত হইলে বিনা কারণে তাহাকে দংশন করিতে পারে।

কেউটিয়া সর্প অতি ক্রূর ও কোপনস্বভাব। ইহারা সামান্য কারণেই উত্তেজিত হইয়া থাকে; এমন কি, অনেক সময় পথিকের যষ্টি বা পদশব্দেও তাড়া করিয়া আইসে।

সর্পগণ সঙ্গীতপ্রিয়। সুস্বর-লহরীতে উহাদিগকে সহজেই বশীভূত ও ধৃত করা যায়। তুবড়ী বা ভূসড়িওয়ালারা বাঁশী বাজাইয়া সাপ ধরে। অনেকে বলেন, সর্প-জাতি অত্যন্ত সুগন্ধপ্রিয়। উহাদিগের আহার দেখিয়া কিন্তু তদ্রূপ মনে হয় না।

সর্পগণ মনোহর বাদ্যেও মোহিত হইয়া থাকে। কোন একটী ভদ্রলোক মৃদঙ্গ বাজাইবার সময় দেখিতে পান যে, তাঁহার অপর একটী মৃদঙ্গোপরি একটী সর্পের ছানা মোহিত হইয়া বাদ্য শ্রবণ করিতেছিল। সর্পগণ সুমধুর ধ্বনিমাত্রেই মোহিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত অনেকে রাত্রিকালে শিশ দিতে নিষেধ করিয়া থাকেন।

কানড়জাতীয় সর্প গৃহস্থদিগের গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেই এইজাতীয় সর্প অধিক দৃষ্ট হয়। ইহারা গৃহস্থের বাটীর যেখানে সেখানে অবস্থান করে বলিয়া, অতি সামান্য কারণেই ইহাদের দংশনভয় করা যায়।

কৃষ্ণ অর্থাৎ কেউটিয়াজাতীয় সর্প ই এদেশে সমধিক ভয়াবহ বলিয়া বিদিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইহারা লোকালয়ে থাকিতে বড় ভালবাসে না, এবং অতি সামান্য কারণেই উত্তেজিত হইয়া দংশন করিয়া থাকে। ইহারা গোক্ষুরা সর্প অপেক্ষা বৃহদাকার ও বলশালী। কিন্তু পাতরাজ ও শঙ্কররাজজাতীয় সর্প সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। ইহারা সচরাচর ৫।৬ হাত লম্বা, এবং অত্যন্ত বলবান্ ও উগ্রস্বভাবাপন্ন। ইহাদের ফণা ও বিষ আছে; এবং ইহারা এত বলশালী যে ৪।৫ জন ব্যতীত একা ইহাদের ধরা যায় না। তবে সুখের বিষয় এই যে, ইহারা লোকালয়ে থাকে না,—সুন্দরবনই ইহাদের বাসস্থান। অত্যন্ত গ্রীষ্মকালে সর্পগণ অত্যন্ত কোপনস্বভাব হইয়া থাকে, এবং এই সময় ইহারা অনেকটা দুর্ব্বলের ন্যায় পড়িয়া থাকে; কিন্তু ইহাদের বলাভাব হয় না। বর্ষার সময় ইহারা অত্যন্ত বলশালী, এবং শীতকালে প্রকৃতপক্ষে ইহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা এইসময়েই ইহাদিগকে সহজে ধৃত ও বিনষ্ট করা যায়।

গোক্ষুরা, কেউটিয়া প্রভৃতি সাপের লেজ ধরিয়া তুলিয়া ১০।১৫ মিনিট ধরিয়া খুব জোরে ঘুরাইয়া, কোন বৃক্ষ বা থামের উপর দুই তিনটী আছাড় মারিতে পারিলে, তাহার আর দংশন করিবার শক্তি থাকে না। ইহাতেও যদি সে বিশেষ বল প্রকাশ করে, তবে মাথার উপর যষ্টিদ্বারা অল্প আঘাত করিলে, আর তাহার নড়িবার শক্তি থাকে না। কিন্তু ফণাহীন সর্পদিগকে ঐরূপে লেজে ধরিয়া ধৃত করিতে গেলে তাহারা দংশন করিয়া থাকে; সুতরাং উহাদের মাথা যষ্টি অথবা বস্ত্রাদিদ্বারা চাপিয়া ধরা উচিত। পাতরাজ সর্পকেও লেজ বা ফণা চাপিয়া ধরা যায় না, ইহাদিগকে ধৃত করা অত্যন্ত কঠিন। অজগরজাতীয় বড় বড় পাহাড়িয়া বোড়া (Python Boa Constrictor) সর্প ধরিবার প্রথা অন্যরূপ। পাহাড়িয়া বোড়ার বিষদন্ত বা বিষ নাই, কিন্তু ইহাদের সম্মুখীন হইলে দংশন করিতে পারে। যে সকল বৃহৎ সর্প অনায়াসে গো-মহিষাদি বৃহৎ প্রাণীকে উদরস্থ করিতে পারে, তাহাদের সম্মুখীন হওয়া বড় বিপজ্জনক।

বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে সাপ নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, এবং অধিক দিন বাঁচে না। এইজন্য অনেক মালবৈদ্য সাপকে না কামাইয়াই খেলাইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন এইরূপ সর্প লইয়া ক্রীড়াপ্রদর্শন করিতে গিয়া অনেক সাপুড়িয়া চিরকালের মত ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়াছে।

অনেকে বলেন, মন্ত্রৌষধদ্বারা সর্পদষ্ট রোগীকে আরোগ্য করা যায়; কিন্তু আমরা তাহা ততদূর বিশ্বাস করি না। বর্ত্তমানকালে অনেক সাপুড়িয়াও তাহা বিশ্বাস করে না। তাহারা বলে, কেবল কৌশল ও চিকিৎসা দ্বারাই সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করে।

সর্পের স্বভাব সকলেরই বিদিত আছে; ইহারা কাহারও পোষ মানে না। অধিকাংশ সর্প রাত্রিকালে আহারান্বেষণে বাহির হয়, কখন কখন দিবাভাগেও বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু জনসমাগম যেখানে অধিক, সেখানে তাহারা বড় বাহির হয় না। তবে শিকার ধরিবার জন্য তাহারা লোকালয়ে আসিতে পারে। কখন কখন এইরূপে অনেক ব্যক্তি সর্পকর্ত্তৃক দংশিত হইয়াছে। সাপ একটী ইন্দুরকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইয়া একটী অন্ধকার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সর্প-ভয়ে ইন্দুরটী সেই গৃহে শায়িত ব্যক্তির শয্যাপার্শ্ব দিয়া পলায়ন করিল। গৃহস্থও অন্ধকারে ইন্দুরের উপদ্রব মনে করিয়া শয্যার উপর হাত চাপড়াইল। এস্থলে ইন্দুরের পশ্চাদ্গামী সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া শায়িত ব্যক্তিকে দংশন করিতে পারে। ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সর্পেরা শিকার ধরিবার সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে; কিন্তু অন্য সময়ে সর্প কখনই মনুষ্যের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করে না।

বিষাক্ত সর্পের একটী প্রকৃতিদত্ত চিহ্ন থাকে। বিষাক্ত সর্পের মেরুদণ্ডোপরি কৃষ্ণবর্ণ রেখা ও ফণা থাকে। সর্পীগণ এককালে অনেকগুলি অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে, এবং সম্ভবতঃ চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উহারা ডিম পাড়ে। সর্পেরা শুষ্কস্থানেই ডিম পাড়ে, কিন্তু কোন প্রকারে উহাতে জল লাগিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সর্পী প্রসবান্তে স্বীয় ডিম্ব রক্ষা করিবার জন্য গর্ত্তমধ্যে বহুদিবসাবধি অবস্থান করে, এবং কখন কখন ক্ষুধার জ্বালায় স্বীয় প্রসূত ডিম্বের কতকগুলি উদরস্থ করিয়া ফেলে, তথাচ স্থানান্তরে যায় না। আবার সাপের ছানা হইবার পর অন্যান্য সর্পও ছানাদিগকে উদরস্থ করিয়া থাকে।

অনেক গৃহস্থ বাটীতে সাপ দেখিলে "বাস্তু-সাপ" বলিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করে না। অনেকের আবার এমনই ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, বাস্তু-সর্প শুভদায়ক এবং তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলে গৃহস্থের অত্যন্ত অকল্যাণ হয়। পরন্তু এ কথা

কতদুর সত্য, আমরা তাহা বলিতে পারি না। তবে অনেকেই বোধ হয় এরূপ বিশ্বাসকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না।

সর্পের উপরের দুই কসে দুইটী বৃহৎ ও চারিটী ক্ষুদ্র বিষদন্ত আছে। বড় দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, ভবিষ্যতে ছোটগুলি বড় হইয়া বড় বিষদন্তের কার্য্য করিয়া থাকে; এইজন্য মালেরা উহার ছয়টী বিষদন্তই ভাঙ্গিয়া দেয়। ছোট সাপের বিষ-দন্ত অতি ক্ষুদ্র। ভ্রমক্রমে কখন কখন বিষদন্ত না ভাঙ্গিয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী দন্ত ভগ্ন করা হয়। এতদবস্থায় ভবিষ্যতে প্রকৃত ক্ষুদ্র বিষদন্তটী বৃহৎ বিষদন্তে পরিণত হইয়া দংশনোপযোগী হইতে পারে।

বিষাক্ত সর্পের সদ্যঃপ্রসূত শাবকেরও এই বিষদন্ত থাকিতে দেখা যায়, এবং তাহাদিগের দংশনেও সাঙ্ঘাতিক লক্ষণোৎপত্তি হইয়া থাকে। বিষাক্ত সর্পের গাত্রে অন্য বিষাক্ত সর্পের বিষ হাইপোডার্ম্মিক্ সিরিঞ্জ দ্বারা অন্তঃক্ষিপ্ত করিলে, কিয়ৎক্ষণ উহারাও নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

সর্প মনুষ্যকে দংশন করিবার সময় দষ্টস্থানে বিষদন্ত হইতে বিষ ঢালিয়া দেয়। একটা সর্প ক্রমান্বয়ে বহুবার দংশন করিতে পারে এবং প্রতিবারের দংশনেই উহারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। একটা বৃহৎ পাতরাজ সর্প অন্যূন ২০।৩০ বার ছোবল মারে, কিন্তু কেউটিয়া সর্প ১৫।২০ বার দংশন করিলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রথমবার দংশন করিলে ইহারা যে পরিমাণে বিষ উদ্গিরণ করে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার দংশনে তদপেক্ষা কম বিষ বাহির হয়। উপর্য্যুপরি ১০।১২ বার দংশনের পর আর বিষ বাহির হয় না বলিলেই হয়।

সর্প-বিষ বর্ণ এবং গন্ধহীন তৈলবৎ গাঢ়, এবং ঘর্ষণ করিলে ফেনিল হয়; ইহার আস্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। অত্যল্প পরিমাণে সর্প-বিষ সেবন করিলে কোন ভয়ের কারণ নাই,—অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, বমন, শিরোঘূর্ণন ও শ্বাসকষ্টাদি কষ্টদায়ক উপসর্গ উপস্থিত হয়; অত্যধিক মাত্রায় সাঙ্ঘাতিক বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। দুই এক বিন্দু সর্পবিষ অনায়াসে সেবন করিতে পারা যায়; পরন্তু সিকি বিন্দু বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে মৃত্যু হইতে পারে। একটী খড়িকা অথবা আলপিনে করিয়া সর্পবিষ যদ্যপি কোন ক্ষতোপরি প্রয়োগ করা যায়, তবে সেই ব্যক্তির জীবন-সংশয় হইয়া থাকে। কোন কোন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ঔষধার্থে সর্প-

বিষ ব্যবহার করেন। শুনিতে পাই, হাকিমেরাও নাকি উহা ব্যবহার করেন। আয়ুর্ব্বেদমতে মুমূর্ষু রোগীকে অত্যল্প পরিমাণে সর্পবিষ সেবন করাইলে, উত্তেজক হইয়া উপকার দর্শে, পরন্তু ইহার পরিণামক্রিয়া যে অবসাদক তাহাও স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ এতৎসম্বন্ধে আমাদের বহুদর্শিতা নাই; বিষ-চিকিৎসক সম্প্রদায়ই ইহার গুণাগুণ সম্যক্ জ্ঞাত আছেন।

সর্পদংশনমাত্রেই মারাত্মক নহে। সাপ ছোবল মারিবামাত্র অঙ্গ সরাইয়া লইলে বিষ ঢালিয়া দিতে পারে না। সুতরাং তদ্দ্বারা জীবননাশে কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ছোবল মারিয়া সর্প বিষ ঢালিয়া দিলে, সেই দংশিত ক্ষত মধ্য দিয়া সর্পবিষ রক্তে মিশিয়া যায়, এবং তাহাতে প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে। সাপে ছোবল মারিয়াই বিষ ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সত্বর অঙ্গ সরাইয়া লইলে, বিষ দষ্টস্থান হইতে দূরে যাইয়া পড়ে, সুতরাং রোগীর মৃত্যু-সম্ভাবনা নাই।

সাপে কামড়াইলে সচরাচর দুইটী দন্ত-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কুত্রাপি একটা, আবার কখন কখন তিন চারিটী দন্ত-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; কাঁকড়াবিছা কামড়াইলে এবং তেঁতুলে বিছা কামড়াইলে দুইটী মাত্র দন্ত-চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্য অনেক সময় সর্পাঘাত এবং বিছার দংশনে প্রভেদ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সর্প ছোবল মারিয়া দংশন করে; বিছায় ছোবল মারিতে পারে না, তবে কোন উচ্চস্থান হইতে পড়িয়াই উহা কামড়াইতে পারে।

সর্পদংশনে প্রায়ই রক্তপাত হয়, বিছা অত্যন্ত জোরে কামড়াইলেও রক্ত পড়িতে পারে। সর্পদষ্টস্থানের চতুঃপার্শ্বে সর্পমুখনিঃসৃত লালা লাগিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে কোনপ্রকার লালা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সর্প বৃহৎ হইলে উহার দন্তাঘাত যেরূপ বৃহৎ ও গভীর হয়, বৃশ্চিক দংশনাঘাত তদ্রূপ গভীর হওয়া অসম্ভব। সর্পাঘাতে অধিক বৃশ্চিকদংশনে সামান্য রক্তপাত হইয়া থাকে; সর্প কামড়াইলে দষ্টস্থানের চারিপার্শ্ব নীলারক্ত হয় এবং তাহা অল্প পরিমাণে ফুলিয়া উঠে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহা আবার কমিয়া যায়। বিছা কামড়াইলে শীঘ্রই সেই স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং তাহার চতুর্দ্দিক লাল হইয়া থাকে: সাপে কামড়াইলে সেই স্থান হইতে বিষ শীঘ্রই (শরীরের ঊর্দ্ধ দিকে) হৃৎপিণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া

পড়ে; বিছার কামড়ে অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ও বেদনা হইলেও রোগীকে সচরাচর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতে দেখা যায় না।

সর্প দংশন করিলে সেই স্থান দৃঢ়রূপে না বাঁধিলে, প্রথমতঃ (রক্তপাত, অথবা কখন কখন তাহা না হইতেও পারে) সেইস্থানে জ্বালা করে, ক্রমশঃ দষ্টস্থান অসাড় হইয়া আসে; এবং বিষ যত শরীরের উর্দ্ধগামী হইতে থাকে, ততদূর পর্য্যন্ত অসাড়তা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু দষ্টস্থানের উপরের দিকে কিছুমাত্র অসাড়তা হয় না। বিষ শরীরের উপরের দিকে যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সেই সকল স্থানের লোমাবলী নামিয়া পড়ে। আবার যেমন সেই স্থান হইতে বিষ সরিয়া উপরের দিকে উঠে, অমনি সেই স্থানের লোমগুলি পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক আকার ধারণ করে।

যাঁহারা সর্পাঘাতের চিকিৎসা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত পরীক্ষাদ্বারা সর্পবিষ শরীরে কতদূর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন।

সর্পদংশনের পর দষ্টস্থানে সর্প যে বিষ ঢালিয়া দেয়, তাহা তত্রত্য রক্তবহা নাড়ীদ্বারা হৃৎপিণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকে।

দংশনমাত্রেই অনেকেই দৌড়াইয়া পলায়ন করে; সেস্থলে বিষদাঁত ফুটাইবার অবসর হয় না। সুতরাং সেই আঘাতও মারাত্মক হইতে পারে না; কিন্তু ২।৩ সেকেণ্ড বিলম্ব হইলেই সাপ বিষদাঁত ফুটাইয়া দিতে পারে।

লক্ষ্ণৌ সহরে এক ব্যক্তি সর্পাঘাত মাত্রেই ভয়ে পড়িয়া যায়, এবং সর্প ক্রোধভরে তাহাকে ক্রমান্বয়ে তিনবার আঘাত করে। বলা বাহুল্য, সেই ব্যক্তির অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছিল।

দংশন করিয়া বিষ ঢালিয়া দিবার পর দষ্টস্থানে কালশিরা পড়ে, এবং স্থানিক পক্ষাঘাত, স্ফীতি, প্রদাহ, ছিদ্র, অবসাদ, মূর্চ্ছা, বিবমিষা, বমন, ক্লান্তি, চৈতন্যবিকার বা স্মৃতিবিভ্রম, এবং শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে দেখা যায়। ইহার পর মুখের স্বাদহীনতা ঘটে; সেইসময়ে রোগীকে লবণ কি চিনি খাইতে দিলে কি খাইতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে না। সেই সঙ্গে তাহার মুখ, গলা ও সর্ব্বাঙ্গ ঝিন্ ঝিন্ করিতে থাকে; কর্ণমধ্যে নানাবিধ শব্দানুভব ও নিম্নশাখার পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়; হঠাৎ রোগী পড়িয়া যাইতে পারে; ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ (পেশীসমূহ) অবসন্ন হইয়া পড়ে; গিলন ও শ্বাসকষ্ট ঘটে, এবং মুখ দিয়া ফেনা

উঠিতে থাকে। গুহ্যপেশীসমূহের (Sphincters) শিথিলতা এবং চক্ষু আরক্তিম ও নাড়ী অত্যন্ত মৃদুগতিবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। কচিৎ দ্রুত আক্ষেপান্তর এবং হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের অবসাদ ও শ্বাসরোধহেতু মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

১। বন্ধন।—সর্পাঘাত হইয়াছে জানিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থান বন্ধন করা উচিত। যেস্থানে দংশন করিবে, ঠিক তাহার ২।৩ অঙ্গুলি উপরে দৃঢ় রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা আবশ্যক। দড়ি খুব মোটা অথবা সরু হইলে চলিবে না। ক'ড়ে আঙ্গুলের ন্যায়, অথবা লেড্ পেন্সিলের মত মোটা দড়ি দিয়া বন্ধন করা উচিত। দড়ি না পাইলে রুমাল কিংবা কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া বাঁধিতে পারা যায়। হৃৎপিণ্ডের দিকে সর্ব্বাগ্রে বন্ধন করা আবশ্যক, তাহার পর দষ্টস্থানের নিম্নদিকে অপর একগাছি দড়ি বাঁধিবে। বাঁধিবার সময় সাবধান হইবে, বন্ধন যেন শিথিল না হয়। আবার অত্যন্ত জোর করিয়া বাঁধিলে কখন কখন সেই স্থান কাটিয়া যায়। অতএব খুব জোর করিয়া বাঁধাও অন্যায়। অনেকে একটী বন্ধনের উপর, অর্থাৎ প্রথম বন্ধন-স্থানের ২।১ ইঞ্চি উপরে আবার একটী বন্ধন দিতে বলেন। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা অধিকতর কম হয়।

যদি পথে যাইতে যাইতে কাহারও হস্ত পদে সর্প দংশন করে, আর তাহার নিকটে কোন রজ্জু না থাকে, তাহা হইলে নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া তখনই তাহা বন্ধন করিবে, অথবা সেই স্থান সজোরে টিপিয়া ধরিয়া অপরকে তাহা বন্ধন করিতে বলিবে।

২। রক্তমোক্ষণ।—বন্ধনের পর সর্পদষ্ট স্থানে মুখ দিয়া চুষিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিবে। কিন্তু মুখে ক্ষত থাকিলে ঐরূপ মুখ দিয়া চুষিয়া রক্ত টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে না; কারণ মুখের সেই ক্ষত-মুখ দিয়া বিষ প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণবিয়োগ ঘটাইতে পারে। যদি রোগীর নিজের মুখে ঘা না থাকে, এবং রক্ত চুষিয়া টানিয়া বাহির করিবার সুবিধা থাকে, তবে সে নিজেই নিজের ক্ষতস্থ রক্ত চুষিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে। ছোট ছোট সাপের দাঁত অত্যন্ত ক্ষুদ্র; উহাদের দংশনে অনেক সময় রক্তপাতও হয় না; এরূপস্থলে দষ্টস্থানের দন্তাঘাতও কিছুক্ষণ পরে মিলাইয়া যাইতে পারে; সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব ঐ দষ্টস্থান বাঁধিয়া ও তাহাতে ধূলা লাগাইয়া সেইস্থান চিহ্নিত করিবে।

তথায় একটী ছুরি দিয়া অল্প চিরিয়া রক্ত চুষিয়া ফেলিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মুখ দিয়া রক্ত বাহির করিবার পর ব্র্যাণ্ডি ও জল দ্বারা উত্তমরূপে মুখ ধুইয়া ফেলিবে। যদি রোগীর মুখে কোন ক্ষত থাকে, এবং অপর কেহ ঐ স্থান চুষিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে কাপিং গ্লাস বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করা উচিত্।

কাপিং (CUPPING) করিবার সংক্ষিপ্ত নিয়ম।

প্রথমতঃ একটি কাচের কাপ অর্থাৎ বাটি, অথবা উহার অভাব হইলে, ছেলেদের খেলিবার ছোট ছোট পিত্তলের গেলাস অথবা ঘটীতে কিঞ্চিৎ শোধিত সুরা দিয়া একটী প্রজ্বলিত বাতি উহাতে ধরিবে; তাহা হইলে ঐ পাত্রের মধ্যস্থ স্পিরিট জ্বলিতে থাকিবে। তখন উহা রোগীর দষ্টস্থানোপরি উপুড় করিয়া (জ্বলন্ত দিকে) সজোরে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে উহা দষ্টস্থানোপরি লাগিয়া যাইবে, এবং কিছুক্ষণ পরে ঐ পাত্রটী রক্তপূর্ণ হইবে। তখন আর একটী নূতন পাত্র, অথবা সেই পাত্রটীতে আবার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে স্পিরিট দিয়া উল্লিখিত স্থানে বসাইয়া দিবে। আবশ্যক হইলে পুনঃপুনঃ ঐরূপ করিবে।

যখন বেশ বিশুদ্ধ (লাল) রক্ত বাহির হইতে থাকিবে, তখন (২।৩ বার পরে) আর কাপিং অর্থাৎ রক্তমোক্ষণ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

রক্তমোক্ষণ করিলে রক্তের সহিত সর্পবিষও বাহির হইয়া আসিবে। এই নিমিত্তই রক্তমোক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

কখন কখন দষ্টস্থান অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় ভালরূপ রক্তমোক্ষণ হয় না। এরূপ অবস্থায় সেই স্থানের উপর একটী ফ্রি-ইন্সিশন্, অর্থাৎ কর্ত্তন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ আবার অধিক কর্ত্তন না করিয়া দষ্টস্থানের উপর ও তাহার চতুর্দ্দিকে ১ বর্গ ইঞ্চিস্থানের মধ্যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছুরিকাঘাত করিয়া দিতে বলেন। ফলতঃ যে প্রকারেই হউক, রক্তমোক্ষণ করা সর্পাঘাতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা।

অনেকস্থলে রক্তমোক্ষণ করিবার অবসর বা সুবিধা হয় না। সেরূপস্থলে একখানি ছুরিকা দ্বারা দষ্টস্থান চিরিয়া, সেইস্থানে কিঞ্চিৎ লবণ প্রয়োগপূর্ব্বক গরম জল ঢালিতে থাকিবে। এরূপ করিলে সেই স্থান হইতে প্রচুর রক্তপাত হইবে, এবং সেই রক্তের সহিত সর্প-বিষও বাহির হইয়া পড়িবে।

৩। দষ্টস্থানের বিধ্বস্ত ও বিবর্ণ মাংস (টিশু) কাটিয়া ফেলিয়া দিবে, এবং তৎপরে সেই স্থান উগ্র কার্ব্বলিক্ বা নাইট্রিক্ য়্যাসিড্ দ্বারা পোড়াইয়া দিবে। কার্ব্বলিক বা নাইট্রিক য়্যাসিড্ কোনস্থানে স্পর্শ করাইলে, সেই স্থানের মাংস বিবর্ণ হইয়া যায়; ইহাকেই পোড়াইয়া দেওয়া বলে। ১ আউন্স্ জলে ৮ গ্রেণ পার্ম্মাঙ্গানেট্ অব্ পটাশিয়াম্ দ্রব করিয়া স্থানিক্ প্রয়োগ করিলেও উপকার দর্শে। লাইকার য়্যামোনিয়া অথবা লাইকার পটাশিয়াম্ ক্ষারদ্রব্য দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিলেও উপকারের আশা করা যায়।

ইহার পর লৌহ লাল করিয়া পোড়াইয়া ক্ষতস্থানে স্পর্শ করাইবে। লৌহাভাবে কাষ্ঠ পোড়াইয়া স্থানিক স্পর্শ করাইয়া দিলেও ফল দর্শিতে পারে।

শাখাসমূহেই সাধারণতঃ সর্পদংশন করিয়া থাকে; কিন্তু কখন কখন বন্ধনের অনুপযুক্ত ও অসাধ্য স্থানেও দংশন করিতে পারে। এরূপস্থলে সত্বর রক্তমোক্ষণ, সেইস্থানের মাংস কাটিয়া ফেলা, ও য়্যাসিড্ দ্বারা পোড়াইয়া পরে ক্ষারদ্বারা ধৌত করা ব্যতীত অন্য চিকিৎসা নাই।

সর্পদষ্ট-স্থানের উপর অস্ত্রাঘাত করিবার সময় সেই স্থানের শিরা ও ধমনী যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ, শিরা-ধমন্যাদি কাটিয়া গেলে প্রচুর রক্তস্রাবহেতু রোগীর প্রাণনাশ হইতে পারে; অথবা শিরা ও ধমনী কাটিয়া গেলে, পোষণক্রিয়ার অভাববশতঃ সেইস্থান ভবিষ্যতে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে।

৪। দষ্টস্থানের উপর ও নিম্নদিকে ইঞ্জেক্সিও ষ্ট্রীক্নাইনি হাইপোডার্ম্মিকা ($\frac{১}{৩০}$ গ্রেণ মাত্রায়) সাবধানে অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শে। কিন্তু আট দশ মাত্রার অধিক প্রয়োগ করা উচিত নহে।

৫। উত্তেজক ব্র্যাণ্ডি, হুইস্কি, ইত্যাদি পানীয় সম্যক্ ফলপ্রদ।

৬। রক্তমোক্ষণ বা রক্তস্রাব, এবং শোণিত সংক্রামণ (ট্রান্সফিউশন্) অর্থাৎ সুস্থব্যক্তির শোণিত রোগীর দেহে প্রবিষ্ট করাইলে, যথেষ্ট উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা এই প্রথা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে।

৭। শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে, কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া আবশ্যক।

৮। পার্ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশিয়াম্ দ্রব করিয়া দষ্টস্থানে উহার ২০ কুড়ি বিন্দু প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট ফল দর্শিয়া থাকে। স্ফীতস্থানে তিন চারিবার পিচকারী প্রয়োগ করিবে।

৯। লাইকার পটাশিয়ামে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া তাহাও ঐরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ ব্র্যাণ্ডিসহ উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগও অনুমোদিত হইয়াছে।

১০। য়্যামোনিয়া এক আউন্স্ ও উগ্র য়্যামোনিয়া দ্রব চারি আউন্স পরিস্রুত জলে দ্রব করিয়া, রেডিয়্যাল শিরার (Radial Vein) মধ্যে ১০।১২ মিনিম্ মাত্রায় প্রক্ষিপ্ত করিলে উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক।

১১। জলপাইয়ের তৈল বাহ্য (স্থানিক) ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে ফল পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহাকে মহৌষধ স্বরূপ জ্ঞান করেন।

১২। অধ্যাপক ফ্রেসারের কৃত য়্যান্টিভিনিন্ অল্প জলে দ্রব করিয়া হাইপোডার্ম্মিক্ পিচকারী দ্বারা দষ্টস্থানে প্রক্ষিপ্ত করিলে, যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে।

১৩। দষ্ট-ক্ষতোপরি লবণের পুঁটুলী করিয়া সেক দিলে, অথবা উষ্ণজলধারা প্রয়োগ করিলে রক্তপাত হইতে থাকিবে। পরিষ্কার লালবর্ণ রক্ত বাহির হইতে থাকিলে, আর রক্তপাত করিবার আবশ্যক নাই। তখন রোগীকে বিশ্রাম করিতে দিবে, কিন্তু নিদ্রা যাইতে দিবে না। যে কোন প্রকারেই হউক তাহাকে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জাগ্রৎ রাখিবে।

১৪। রোগীর সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিলে, নিম্নলিখিত ঔষধটী সেবন করিতে দিবে।

℞		
	ব্র্যাণ্ডি	২·৪ ড্রাম।
	স্পিরিট য়্যামোনি য়্যারোমেটীক্	½ ড্রাম।
	লাইকার পটাশ	½ ড্রাম।
	টিংচার নক্সভমিকা	৫ মিনিম্
	ভাইনাম্ ইপিকাক্ ...	২·৪ ড্রাম
	উষ্ণজল ...	মোট ১ আং—মিঃ।

—এক মাত্রা। বমন না হওয়া পর্য্যন্ত অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর এক একমাত্রা প্রয়োগ করিবে। বমন হইয়া গেলে যথেষ্ট উপকার দর্শে। রোগীকে তীক্ষ্ণ ঔষধের

আঘ্রাণদ্বারা হাঁচাইবার চেষ্টা করিবে। বমন হইয়া গেলে ভাইনাম্ ইপিকাক্ বাদ দিয়া পূর্ব্বোক্ত উত্তেজক ঔষধ ২।৪ ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা প্রয়োগ করিবে।

অবসন্ন অবস্থায় শাখাসমূহে সর্ষপের পটি লাগাইবে, এবং রোগীর গাত্র উষ্ণ-বস্ত্রাবৃত করিয়া গরম জলের স্বেদ দিয়া ঘর্ম্মোৎপাদনের চেষ্টা করিবে। ঘর্ম্মদ্বারা দেহস্থ বিষ বাহির হইয়া যাইতে পারে।

১৫। রোগীর নিদ্রানিবারণার্থে কাওয়ার কাথের এনিমা দিবে, ও সুবিধা হইলে রোগীকে বসাইয়া নানাপ্রকার আশ্বাসজনক গল্প করিতে থাকিবে। এমন কি, ২৪ চব্বিশ ঘণ্টা পরে রোগী নিদ্রিত হইলে, এবং শ্বাসক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম হইলে, বা গলা ঘড় ঘড় করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে জাগরিত করিবে।

১৬। ক্ষতস্থান আইয়োডোফর্ম্মের মলম দ্বারা আবৃত রাখিবে, এবং ক্ষতো-পরিস্থ বন্ধন খুলিবার সময় চিকিৎসক স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন; সেই সময়ে রোগী অচেতন হইবার উপক্রম হইলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় বন্ধন করিবে।

১৭। জলসার।—"অগারে জলসার" কথাটি বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। উহা সর্পাঘাতের শেষ চিকিৎসা। প্রথমতঃ একটি চারি হাত লম্বা, একফুট চওড়া, ও একহাত গভীর খালের ন্যায় গর্ত্ত (চুল্লী) কাটিয়া সেই গর্ত্তের উপর সারি সারি ৪।৫টী জলপূর্ণ কলসী বসাইয়া গর্ত্তের মধ্যে অগ্নি প্রদান করিবে। জল অল্প অল্প গরম হইলেই হইল। ইহার পর রোগীকে অর্দ্ধোপবিষ্ট করাইয়া তাহার মস্তকে একবার উষ্ণ ও পর বারে শীতল জল ঢালিতে থাকিবে। ক্রমান্বয়ে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐরূপ করিতে থাকিবে। ইহার পর আরোগ্য লাভ না করিলে তাহাকে একটি খাটিয়ার উপর কম্বলাবৃত করিয়া শয়ন করাইয়া, খাটিয়ার নিম্নে উষ্ণ জল রাখিয়া তাহার ভাপরা দ্বারা স্নান করাইবে। রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ না করিলে কিছু আহার করিতে দিবে না।

সাঙ্ঘাতিক আঘাত।—হৃদয়, বক্ষ, গলা, পঞ্জর, উদর, বগল, এই সকল স্থানে সর্পাঘাত হইলে প্রায়ই রোগী মারা যায়।

রোগীকে সর্পাঘাত করিবামাত্র দষ্ট স্থান না বাঁধিলে, বা রোগী শীঘ্র অচেতন হইয়া পড়িলে, এবং দংশনের ২৪ চব্বিশ ঘণ্টা পরে চিকিৎসারম্ভ হইলে, প্রায়ই রোগীর জীবনাশা করা যায় না।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির দষ্টক্ষত পচনে (gangrene) পরিণত হইলে, ঐস্থানের লোম সাঁড়াশী দ্বারা ধরিয়া টানিলে সহজে উঠিয়া আইসে। এরূপ রোগী আদৌ আরোগ্য লাভ করে না।

সর্পভীতি-নিবারণোপযোগী কতিপয় নিয়ম।

১। বর্ষাকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সর্পভীতি হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে ঐ সময় সর্পের গর্ত্তে জল প্রবেশ করে; এইজন্য উহারা গর্ত্ত ছাড়িয়া কোন শুষ্কস্থানে যাইয়া (কিছুদিনের জন্য) অবস্থান করিতে ভালবাসে। লোকের গৃহ ভিন্ন বর্ষাকালে মাঠ ঘাট সর্ব্বত্রই জলমগ্ন হইয়া যায়; সুতরাং ঐ সময়ে উহারা লোকালয়ে আশ্রয় লইয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই নিমিত্তই বর্ষাকালে অধিক লোককে সর্পাঘাতে মরিতে দেখা যায়।

২। সর্পগণ গর্ত্ত কাটিতে পারে না, উহারা গর্ত্ত পাইলে তাহাতেই ঢুকিয়া পড়ে। ছুঁচা, ইন্দুর, প্রভৃতির গহ্বরে সর্পগণ প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে উদরস্থ করিয়া সেই গর্ত্তে অবস্থান করিতে পারে। সুতরাং উপায় থাকিলে যাহাতে ঘরে ইন্দুরে গর্ত্ত কাটিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত।

৩। গোক্ষুরা সাপ গভীর রাত্রে লোকালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, ইন্দুর, ছুঁচা, টিকটিকি, ভেক, চড়াই, পায়রা, বা অন্যান্য গৃহপালিত পক্ষিশাবক ধরিয়া আহার করিতে থাকে, এবং আহারের পর কিয়ৎক্ষণ উহারা স্থিরভাবে একস্থানে পড়িয়া থাকে। ইত্যবসরে কেহ উহাদের গাত্রে কোনরূপ আঘাত করিলে দংশিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন উহারা বিশ্রাম করিতে করিতে, কিংবা গৃহস্থিত কোন গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহা হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই প্রভাত হইয়া পড়িলে, উহারা আর পলাইবার অবসর না পাইয়া, গৃহের মধ্যে যে কোন অন্ধকারময় স্থানে (যেমন জলের জালার নিম্নে) লুকাইয়া থাকে। এই সময়ে যদি তাহারা সেই স্থানে আহারোপযোগী পদার্থ পায়, এবং কোনপ্রকার বাধা না ঘটে, তাহা হইলে তথায় থাকিয়া যাইতে পারে।

৪। গৃহমধ্যে কোনপ্রকার গহ্বরাদি রাখিবে না; গৃহপার্শ্বে আবর্জ্জনা রাখা অনুচিত, এবং গৃহমধ্যে পাখীর বাসা রাখিবে না; এবং হাঁস, মুরগী, পায়রা ইত্যাদি গৃহপালিত পক্ষীকে বাসস্থান হইতে দূরে রাখিবে।

৫। বিড়াল, ময়ূর ও বেঁজী সর্পের পরম শত্রু। শিকারী কুকুরও সর্প দেখিলে চীৎকার করিয়া গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া দেয়।

৬। সর্পেরা সুগন্ধিপ্রিয়, কিন্তু কোনপ্রকার উগ্রগন্ধ উহারা সহ্য করিতে পারে না। উগ্রগন্ধ পদার্থ মধ্যে আলকাতরা, ফিনাইল প্রভৃতি পদার্থ ঘরে ছড়াইলে, উহার উগ্রগন্ধে সর্প গৃহে আসিতে পারে না। পিচ্ছিল উচ্চ ভূমিতে সর্প উঠিতে পারে না. সুতরাং গৃহের নিম্ন পোতা উচ্চ করিয়া, মাটি অথবা বিলাতি মাটি দিয়া পিচ্ছিল করিয়া রাখিলে, গৃহে সর্প প্রবেশ করিতে পারে না। চৌকি, পালঙ্ক প্রভৃতির উপর বিছানা করিয়া মশারি টাঙ্গাইয়া শয়ন করিলে সর্পদংশনের সম্ভাবনা নাই। গৃহের বাহিরে আসিতে হইলে আলোক ও যষ্টি লইয়া শব্দ করিতে করিতে গমন করা উচিত।

৭। কানড় জাতীয় সর্প দরিদ্রদিগের গৃহের চাল, মটকা, দেওয়ালের ফাটল প্রভৃতিতে অবস্থান করে। গৃহে উত্তমরূপে ধোঁয়া (ধূম) করিলে, সাপ তথায় অবস্থান করিতে পারে না।

৮। গর্ত্তমধ্যে কার্ব্বলিক-য়্যাসিড, কর্পূর, তার্পিণ প্রভৃতি উগ্রগন্ধযুক্ত ঔষধের পুঁটলী রাখিলে, উহার মধ্যে সর্প, ইন্দুরাদি আর থাকিতে পারে না।

গন্ধকদ্রাবক (সাল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিড্, অয়েল ভিট্রিয়ল্)।

আত্মহত্যার্থে ইহা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসা-বিভ্রাটে জলপাইয়ের তৈলভ্রমে ইহার এনিমা প্রযুক্ত হইতে শুনা গিয়াছে।

লক্ষণাদি।—নির্জ্জলাবস্থায় গন্ধকদ্রাবক সেবন করিলে, দাহক ও প্রাদাহিক বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। সেবনমাত্রেই মুখ, গলা ও পাকাশয় জ্বলিয়া উঠে, এবং ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হয়, তৎসহ বিবমিষা ও পাকাশয়স্থ অন্তস্ত্বক্ সহ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রক্তবমন হইতে থাকে। ইহার পর অন্ত্র এবং উদরে অত্যন্ত বেদনা, এবং মুখাভ্যন্তরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহ স্ফীত ও শ্বেতবর্ণ হয়; এইজন্য কখন কখন রোগীর মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত ও স্বরভঙ্গ হইতে দেখা যায়। রোগী কিছু গিলিতে বা কথা কহিতে পারে না। গলনলীমধ্যে ক্ষতোৎপত্তি হওয়ায় উহার সংকীর্ণতা (Stricture) ঘটে, এবং বেদনাতিশয্যহেতু ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইহার পর রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস

মৃদু ও কষ্টকর, নাড়ী ও হৃৎস্পন্দন ক্ষীণ ও অনিয়মিত, অস্থিরতা ও তৃষ্ণা, চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ, শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, এবং কখন কখন পাতলা ভেদ হইতে থাকে ও তৎসহ বিধ্বস্ত শ্লেষ্মখণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ রক্ত মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল শীর্ণ ও বিকৃত হইয়া যায়। যদি পাকাশয় খালি থাকে, তাহা হইলে কখন কখন উহাতে ছিদ্র হইয়া যায়, এবং অন্ত্রাবরণ প্রদাহিত হইয়া থাকে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকে, এবং সত্বরই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে, শীঘ্র মৃত্যু না হইলে দ্বৈতীয়ক উপসর্গ ও গলনলীর ক্ষয়হেতু উহার অপ্রশস্ততাবশতঃ মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।

১। সাবান জল বা খটিকা চূর্ণ করিয়া মিউসিলেজ সহ প্রচুরপরিমাণে সেবন করাইবে।

২। ম্যাগ্নেসিয়া, চূণের জল, বাইকার্ব্বনেট্ অব্ সোডিয়াম্, পটাশিয়াম্ ও সাজিমাটি ইত্যাদি জলে দ্রব করিয়া সেবন করাইবে। প্রচুরপরিমাণে স্নিগ্ধ পানীয় পান করিতে দিবে।

৩। দুগ্ধাণ্ড, তিসির ফাণ্ট, ময়দা-গোলা, এরারুট ইত্যাদি স্নিগ্ধকর পানীয় বিধান করিবে।

৪। প্রদাহ প্রশমনার্থে মর্ফাইনের হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকশন্ অথবা অহিফেন প্রয়োগ করিবে।

৫। অত্যন্ত অবসন্নাবস্থায় উত্তেজক ঔষধ প্রয়োজ্য। ষ্টম্যাক্-পাম্প্ প্রয়োগ করা অনুচিত।

তাম্রকূট, তামাক—(TOBACCO.)

আমাদের দেশে তাম্রকূটের যথেষ্ট প্রচলন থাকিলেও ইহাদ্বারা বিষাক্ত হইতে শুনা যায় না। ইহা আভ্যন্তরিক প্রযুক্ত হইলে বমন হইয়া যায় বলিয়া অনেক সময় বিষাক্ত হইতে পারে না; কিন্তু বমনকরণার্থ অতিরিক্ত পরিমাণে সেবিত হইলে, কখন কখন শোষিত হইয়া বিষক্রিয়া দর্শে। চুলকানি (পাঁচড়া) ভাল করিবার জন্য ইহা স্থানিক প্রযুক্ত হওয়ায় শোষিত হইয়া বিষাক্ত হইতে শুনা গিয়াছে। ইহার এনিমা প্রয়োগেও মৃত্যু হইতে পারে।

লক্ষণাদি।—তামাক অধিক পরিমাণে উদরস্থ হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। ভোজন দ্বারা উদরস্থ হইলে প্রায়ই বমি হইয়া যায়, সুতরাং সকল স্থলে বিষক্রিয়া করিতে পারে না; কিন্তু পিচকারী দ্বারা, অথবা বাহ্যপ্রয়োগে তামাকের রস লোমকূপ দ্বারা বা ক্ষতস্থান দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, অবশ্যই বিষক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাতে প্রথমতঃ শিরোঘূর্ণন, বমনবেগ, বমন, শরীরের অবসাদ, শিথিলতা, ঘর্ম্ম, নাড়ীর দুর্ব্বলতা, এবং মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বিবমিষা, অত্যন্ত বমন, বমনান্তে রোগীর মুখ দিয়া লালা-নিঃসরণ ও মুখমধ্যে জ্বালা, এবং যথেষ্ট অবসাদ উপস্থিত হয়; তৎসহ রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। পাকাশয় এরূপ উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে, কিছুতেই বমন-বেগ প্রশমিত হয় না। কখন কখন বমনান্তে ভেদ আরম্ভ হয়, এবং তৎসহ পৈশিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিবিভ্রম, দৃষ্টিবিকার, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, শ্বাস-প্রশ্বাস আয়াসকর, চর্ম্ম শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, কনীনিকা প্রথমতঃ কুঞ্চিত ও পরে বিস্তৃত হয়। কোন কোন স্থলে দ্রুত আক্ষেপ ও হৃৎপিণ্ডের অবসাদহেতু মৃত্যু হইয়া থাকে। হুগলি জেলার অন্তর্গত বেলুড়গ্রামে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক কুলি একদা প্রাতঃকালে তামাকের ধূম পান করিতে করিতে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তাহার ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ হইয়াছিল; হস্তপদ অত্যন্ত দৃঢ়, দন্তে দন্তে সংলগ্ন ও মুখ দিয়া সরক্ত-ফেনময় শ্লেষ্মা নির্গত হইয়াছিল; বিনা চিকিৎসায় হতভাগ্য ৭।৮ সাত আট ঘণ্টা পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা।

১। ইহার প্রতিকার জন্য প্রচুর পরিমাণে বমন করাইয়া ষ্টম্যাক্-পাম্প্ দ্বারা পাকাশয় ধৌত করিবে। পিচকারী দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। অবসাদ অবস্থায় সুরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করিবে, হস্ত-পদে অগ্নিসন্তাপ দিবে, এবং উদরে রাই-সরিষার পটী বসাইবে।

২। অর্দ্ধ আউন্স্ সর্ষপ-চূর্ণ, অথবা ২০ গ্রেণ শ্বেত-তুঁতিয়া কিংবা ১ আউন্স্ ভাইনাম্ ইপিকাকুয়ানা প্রচুর উষ্ণজলসহ সেবন করাইয়া বমন করাইবে।

৩। অর্দ্ধড্রাম্ মাত্রায় ট্যানিন্ চায়ের ফাণ্টে মিশাইয়া, ষ্টম্যাক্-পাম্প্ দ্বারা প্রয়োগ করিবে, এবং আবশ্যক হইলে, অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে ২।৩ বার প্রয়োগ করিয়া পাকাশয় ধৌত করিয়া ফেলিবে।

৪। অধিকক্ষণ সেবিত হইলে অন্ত্রমধ্যে তাম্রকূট-বিষ প্রবিষ্ট হইতে পারে। উহার নিঃসারণার্থে এরণ্ড-তৈল বা অন্যবিধ বিরেচক প্রযোজ্য।

৫। ২০ কুড়ি বিন্দু টিংচার নক্স্‌ভমিকা সেবন করাইবে। ষ্ট্রীক্‌নিয়ার অন্তঃক্ষেপ ইহা অপেক্ষা প্রশস্ত।

৬। উত্তেজক ব্র্যাণ্ডি, স্পাল্‌ভলেটাইল্‌, ক্লোরিক্‌ ইথার ইত্যাদি উত্তেজক ঔষধ অবসন্নাবস্থায় প্রয়োজ্য।

৭। হস্তপদাদি শীতল হইয়া গেলে, রোগীর শরীরে উষ্ণজলপূর্ণ বোতল প্রয়োগ করিবে। ঘর্ষণ দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। উদরপ্রদেশে সর্ষপের পলস্ত্রা বিধেয়।

৮। তাম্রকূট সেবনে হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত অবসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত রোগীকে উষ্ণবস্ত্রাবৃত করিয়া স্থিরভাবে শায়িত রাখিবে।

তার্পিণ (TURPENTINE.)

অন্যান্য ঔষধভ্রমে তার্পিণ সেবিত হইতে পারে।

লক্ষণাদি।—নিঃশ্বাসে তার্পিণের গন্ধ পাওয়া যায়; পাকাশয়োগ্রতা, উদরবেদনা, বিবমিষা ও ভেদ হইয়া থাকে; কনীনিকা কুঞ্চিত, শ্বাসকৃচ্ছ্র, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পাদপেশীর দৌর্ব্বল্যহেতু দাঁড়াইতে অক্ষমতা, অচৈতন্য (কোমা), চৈতন্যোৎপাদক স্নায়ুসমূহের পক্ষাঘাত, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, কখন কখন গাত্রে ইরিথিমার ন্যায় কণ্ডূ উৎপন্ন হয়।

তার্পিণদ্বারা বিষাক্ত হইলে, মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রাশয়ের উত্তেজনা হয়। শিরোঘূর্ণন একটী বৈশেষিক লক্ষণস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ মূত্রত্যাগ করিতে জ্বালাবোধ, এবং ফোঁটা ফোঁটা করিয়া প্রস্রাব হইতে থাকে; রোগী বারংবার মূত্রত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সহজে প্রস্রাব হয় না। কখন কখন রক্তপ্রস্রাব হয়; অথবা একবারেই প্রস্রাব হয় না।

সাঙ্ঘাতিক মাত্রা।—একটী দুইবর্ষের শিশু প্রায় ½ অর্দ্ধ আউন্স্‌ তার্পিণ সেবনে বিষাক্ত হইয়াও রক্ষা পাইয়াছিল।

চিকিৎসা।

১। ষ্টম্যাক্-পাম্প, এবং ২০ গ্রেণ শ্বেত-তুঁতিয়া (সাল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্), অথবা এক আউন্স্ ভাইনাম্ ইপিকাকুয়ানা, কিংবা ত্বক্‌নিম্নে য়্যাপোমর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ (হাইপোডার্মিক্ ইঞ্জেক্সন্) প্রয়োগ করিয়া বমন করাইবে।

২। বমনের পর বিরেচনার্থে ১ এক আউন্স্ পরিমাণে সাল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়াম্ সেবন করাইবে।

৩। স্নিগ্ধ পানীয়—দুগ্ধাণ্ড, এরারুট, বার্লী ইত্যাদি।

৪। মর্ফাইন—পাকাশয়ের উগ্রতা ও বেদনা নিবারণার্থে মর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ অথবা অহিফেন আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা বিধেয়।

দস্তা (ZINC)

ক্লোরাইড্ অব্ জিঙ্ক্ এবং কখন কখন অত্যধিক পরিমাণে শ্বেত-তুঁতিয়া (সাল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্) বা হোয়াইট ভিট্রিয়ল্ সেবনে বিষাক্ত হইতে দেখা যায়।

লক্ষণাদি।—মুখাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহিত, এবং গলনলী হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত একপ্রকার জ্বালাসংযুক্ত বেদনানুভূতি হইয়া থাকে; তৎসহ শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত বমন, গিলনকষ্ট, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত, শ্বাসকষ্ট, কনীনিকা বিস্তৃত, মৃগীরোগের ন্যায় দ্রুত আক্ষেপ, ঐচ্ছিক পেশীসমূহের পক্ষাঘাত, অবসন্নতা ও অচৈতন্য (কোমা) প্রকাশ পাইয়া পরিশেষে মৃত্যু হয়। এক ব্যক্তির সমুদায় পাকাশয় একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল।

চিকিৎসা।

১। প্রচুরপরিমাণে কার্ব্বনেট্ অব্ সোডিয়াম্ বা কার্ব্বনেট্ অব্ পটাশিয়াম্ (অভাবে সাজিমাটি) উত্তমরূপে জলে দ্রব করিয়া সেবন করাইবে।

২। পাতলা এবং ঈষদুষ্ণ দুগ্ধাণ্ড বারংবার সেবন করাইবে।

৩। বিষনাশার্থ ট্যানিন্, গ্যালিক্ য়্যাসিড্ অথবা ওক্-বার্কের কাথ, কিংবা গাঢ় চা সেবন করাইবে।

৪। যন্ত্রণাদির প্রশমনার্থে ½ অর্দ্ধ ড্র্যাম্ মাত্রায় লডেনাম্ (টিংচার ওপিয়াই) কিংবা ইঞ্জেক্সিয়ো মর্ফাইনী হাইপোডার্ম্মিকার অন্তঃক্ষেপ প্রশস্ত।

৫। উদরোপরি তিসির পুলটিশ প্রয়োগেও যথেষ্ট উপকার দর্শে।

৬। উদরে বেদনাতিশয্য থাকিলে, শ্বেতসার অথবা ময়দা গুলিয়া পিচকারী (এনিমা) দিবে।

প্রস্ফুরক। (PHOSPHORUS)

বিশুদ্ধ ফস্ফরাস সেবনে কখন কখন বিষাক্ত হইতে দেখা যায়। ফস্ফরেটেড্ অয়েল, ফস্ফরিক ইথার, দেশলাইয়ের কাঠি, র‍্যাট-পেষ্ট (ইন্দুর মারিবার ঔষধ) প্রভৃতি সেবনে বিষাক্ত হইতে শুনা যায়। ছোট ছোট শিশুরা দেশলাই লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে কখন কখন উহা খাইয়া ফেলে। এইরূপে অনেক সময় অনেক শিশু অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে; সুতরাং গৃহস্থমাত্রেরই এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। কয়েক বৎসর অতীত হইল, মেডিক্যাল কলেজে ঐরূপ একটী বিষাক্ত রোগীকে চিকিৎসার্থ লইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু শিশুটী উক্ত চিকিৎসালয়ে যাইবার অব্যবহিত পরেই মারা গিয়াছিল। ইহা সেবনমাত্রেই বিষ-লক্ষণাবলী প্রকাশ পায় না। অনেক স্থলে কয়েক ঘণ্টা পরে অকস্মাৎ বিষলক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, এইজন্য সাবধানে রোগ-নির্ণয় করা উচিত।

লক্ষণাদি।—মুখ ও নিশ্বাসে রসুনের ন্যায় ফস্ফরাসের গন্ধ পাওয়া যায়। রোগী মুখের মধ্যে একপ্রকার বিশেষ আস্বাদ অনুভব করিয়া থাকে। গলনালী এবং পাকাশয় ও যকৃৎপ্রদেশে জ্বালাসংযুক্ত বেদনা উপস্থিত হয়। তৎপরে প্রবল তৃষ্ণা ও বমন হইতে থাকে। বমনে প্রথম প্রথম ভুক্ত পদার্থসহ শ্লেষ্মা, পরে প্রবল পিত্ত ও কৃষ্ণাভ রক্ত মিশ্রিত থাকিতে পারে; এবং উদ্বান্ত পদার্থগুলি অন্ধকার স্থানে রাখিলে, ফস্ফরাসের অস্তিত্বহেতু জ্যোতির্বিশিষ্ট দেখায়।

ফস্ফরাস সেবনে বিষাক্ত হইলে, অধিকাংশ স্থলে যকৃতের বিবৃদ্ধি ও উহাতে বেদনা, ন্যাবা (জণ্ডিস্), ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমতঃ তরুণ লক্ষণসমূহ ৬ ছয় ঘণ্টা হইতে ১২ দ্বাদশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্হিত হয়; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে পাণ্ডুরোগ সমুপস্থিত হয়, এবং তৎসহ পুনরায় পাকাশয়-প্রদাহ ও বমন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইজন্য অনেকে বলেন যে, ফস্ফরাস দ্বারা বিষাক্ত হইলে অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টাকাল চিকিৎসাধীন থাকা কর্ত্তব্য। ক্ষণিক আরোগ্য লাভ করিয়া পরে পুনরাক্রমণ হেতুই অধিকাংশ রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। আবার

কখন কখন প্রথমাক্রমণের সঙ্গেই নিম্নোক্ত লক্ষণনিচয় প্রকাশ পাইয়া প্রাণ-বিয়োগ হয়।

বমন করিতে করিতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও মন্দীভূত হইয়া যায়। কখন কখন রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়। স্ত্রীলোক-দিগের যোনি হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে। গাত্রে কালশিরা (একিমোসিস্) অথবা পেটিকাবৎ উদ্ভেদ হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থা হইলে গর্ভস্রাব অথবা অসাময়িক আর্ত্তব আবির্ভূত হয়; পরে রোগী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে, এবং কোন কোন রোগীর প্রবল প্রলাপ, শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, মলের স্বভাব কঠিন ও পিত্তশূন্য, দ্রুত আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ খুব কমিয়া যায়, এবং ইহাতে প্রচুর য়্যালবিউমেনময় ও ঘন পদার্থসকল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পরে অকস্মাৎ স্তৈমিতাহেতু রোগী পঞ্চত্ব পায়। কিন্তু রক্ষা পাইলেও স্বাস্থ্যলাভ করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া থাকে।

ফস্ফরাস দ্বারা বিষাক্ত হইলে, যকৃতের অত্যন্ত ক্রিয়া-বিকার এবং মূত্রযন্ত্রের বিশেষ বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। অনেক সময়ে যকৃতের য়্যাট্রফি (ইয়েলো য়্যাট্রফি) বা খর্ব্বতা, যকৃৎদাহ, এবং শরীরের পেশী ও অন্যান্য :বিধানসমূহের মেদাপজনন, রক্ত তরল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং বিবিধ অস্বাভাবিক পদার্থে পরিপূর্ণ হইতে দেখা যায়।

সাঙ্ঘাতিক মাত্রা।—ফস্ফরাস কিরূপ মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে মৃত্যু হইতে পারে, তাহা বলা বড়ই কঠিন। দ্রবাকারে সেবিত হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক বিপদের সম্ভাবনা। ইহা সেবনে ৫।৬ দিবস পরেও মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে। ডাক্তার মরেল বলেন, ৩০০ শত দেশলাইয়ের কাঠি চুষিয়াও কেহ কেহ রক্ষা পাইয়াছে। আবার কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, ২।৪ গ্রেণ ফস্ফরাস্ সেবনেই মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।

১। ২০ গ্রেণ সাল্ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ অথবা ২০ গ্রেণ ইপিকাক-চূর্ণ বা এক আউন্স ইপিকাক্ ওয়াইন্ সেবন করাইয়া বমন করাইয়া ফেলিবে।

২। ৩ গ্রেণ তুঁতিয়া জলে দ্রব করিয়া, বমন না হওয়া পর্য্যন্ত, ৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিবে। বমন হইয়া গেলে ১০০ বিন্দু লাইকর মর্ফাইনি

য়্যাসিটেটিস্ মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে। এরূপক্ষেত্রে মিউসিলেজ্‌ঘটিত পানীয় (মিউশিলেজ য়্যাকেশিয়া) ফলপ্রদ।

৩। অৰ্দ্ধ ড্র্যাম তার্পিণ তৈল (ফ্রেঞ্চ্) কিঞ্চিৎ মিউশিলেজ্ মিশাইয়া অৰ্দ্ধ ঘণ্টা অন্তরে প্রয়োগ করিবে।

৪। বিরেচক—অৰ্দ্ধ আউন্স এপ্‌সাম্ সল্ট্, ১৫ মিনিম্ লাইকর সহ প্রয়োগ করিবে।

৫। স্নেহগুণবিশিষ্ট পদার্থ (তৈল, চৰ্ব্বি) দ্বারা ফস্ফরাস্ দ্রবীভূত হয়, সুতরাং তৈলাক্ত পদার্থ যে সম্যক্ ফলপ্রদ, তাহা বলাই বাহুল্য।

ধুতূরা। (STRAMONIUM.)

লক্ষণ।—অধিক মাত্রায় ধুতূরা সেবন করিলে, প্রথমতঃ উন্মাদের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ প্রলাপবশে অকারণে হাসে, কাঁদে, অত্যন্ত অবাধ্য হয়, এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল হয়। এইরূপ অবস্থার পর রোগীর গাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হয়; সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও অনেকের প্রলাপ হইয়া থাকে। ক্রমে স্বর-ভঙ্গ, আক্ষেপ, দৌৰ্ব্বল্য, নাড়ীক্ষীণতা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশের পর অধিকতর আক্ষেপ অথবা পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ করিতে পারে। যাহাদের জীবন-রক্ষা হয়, তাহাদের সংজ্ঞালাভের পর ঐরূপ অবস্থায় কোন কথাই স্মরণ থাকে না।

চিকিৎসা।—ইহাতে প্রথমতঃ বমন ও বিরেচন করাইবে; তৎপরে মাজুফলের কাথ, চূণের জল প্রভৃতি বিষনাশক পদার্থ সেবন করাইবে, এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে শীতল জল বা বরফ প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা শৈত্যক্রিয়া করিতে হইবে। অবসন্নাবস্থায় সুরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

মিঠাবিষ। (ACONITUM FEROX)

লক্ষণ।—আড়াই রতির অধিক মাত্রাকেই সাধারণতঃ মিঠাবিষের বিষের মাত্রা বলা যাইতে পারে। ইহার সাধারণ বিষক্রিয়ায় শ্বাসগতির ও নাড়ীগতির মৃদুতা, নাড়ীর ক্ষীণতা, শারীরিক শৈথিল্য ও দুৰ্ব্বলতা, হস্তে ঝিন্‌ঝিনি, স্পর্শ-জ্ঞানের অল্পতা, অবসাদ, শিরোঘূর্ণন, হস্তপদাদির শীতলতা, দৃষ্টিবিকার, ঘৰ্ম্ম, বমন-বেগ, অত্যন্ত ক্রন্দন, এবং কাহারও বা মলভেদ উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থাতে

রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হয়, কাহারও বা বিলুপ্ত হইয়া যায়, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, শ্বাসগতি ক্ষীণ ও দ্রুত হয়, দর্শন-শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত শীতল ও ঘর্ম্মসিক্ত হয়, এবং হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উপস্থিত হওয়ায় মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব্বে কাহারও বা আক্ষেপ (খিচুনি) হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে চৈতন্য থাকিতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—ইহার বিষক্রিয়ায় আপনা হইতে বমি হয়, সুতরাং প্রায়ই কাহাকেও বমন করাইবার আবশ্যক হয় না; কিন্তু কাহারও বমন না হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। উষ্ণজল দ্বারা পাকাশয় উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিবে। বিষ সেবনে অধিকক্ষণ পরে চিকিৎসা আরম্ভ হইলে, এরণ্ডতৈল দ্বারা বিরেচন করা আবশ্যক। বিষনাশার্থ অহিফেন প্রয়োগ করিলে অধিক উপকার পাওয়া যায়। অবসাদ অবস্থায় সুরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ সেবন করাইবে, এবং পায়ের ডিমে ও উদরে রাই-সর্ষপের পটী বসাইবে, শ্বাস-গতি উত্তেজিত করিবার জন্য কৃত্রিম শ্বাসবিধান এবং হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনার জন্য ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রয়োগ করিলে ভাল হয়।

সুরা। (ALCOHOL)

লক্ষণ।—এককালে অধিক পরিমাণে সুরা পান করিলে, কাহারও জীবনীশক্তি অত্যন্ত অভিভূত হওয়ায় মৃত্যু ঘটে; কাহারও বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হওয়ায় সন্ন্যাস-রোগ উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ করে; আর কাহারও মৃত্যু না হইয়া চৈতন্যলাভের পর দারুণ অবসাদ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইয়া অবশাঙ্গ অবস্থায় তাহাকে চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ইহা ভিন্ন দীর্ঘকাল পরিমিতমাত্রায় সুরাপান করিলেও শরীরযন্ত্রের বিবিধ বিকার ঘটিয়া মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।—এককালে অধিক সুরাপান দ্বারা অভিভূত হইলে তুঁতের জল প্রভৃতি বমনকারক ঔষধ দ্বারা বমন করাইবে, এবং ষ্টম্যাক্-পাম্প দ্বারা পাকাশয় ধৌত করিবে। মস্তকে প্রচুর পরিমাণে শীতল জলধারা দিবে, সুরা

প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ সেবন করাইবে, এবং পদদ্বয়ে রাই-সরিষার পটী দিবে। দীর্ঘকাল সুরাপান করিলে যে সকল বিকৃতি উপস্থিত হয়, তাহাতে অবস্থানুসারে সেই সেই রোগের নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইবে।

হীনবীর্য্য বিষ।

লক্ষণ।—কোন হীনবীর্য্য বিষ ভোজনাদি দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তদ্দ্বারা সহসা প্রাণনাশ হয় না; কিন্তু উপেক্ষিত হইলে, কফের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল তাহা শরীরে অবস্থিত থাকে, এবং ক্রমশঃ মলের তরলতা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের দৌর্গন্ধ ও বিরসতা, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, বমি ও স্বর-বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ করে। এই বিষ আমাশয়ে থাকলে কফ ও বায়ুজনিত বিবিধ বিকার উপস্থিত হয়। পাকাশয়ে থাকিলে বাতজ ও পিত্তজ রোগ জন্মে এবং কেশ ও লোম সকল উঠিয়া যায়। রসধাতুগত হইলে, আহারে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শরীরে বেদনা, দুর্ব্বলতা, জ্বর, বমনবেগ, শারীরিক ভারবোধ, লোমকূপের নিরোধ, মুখের বিরসতা, এবং অকালে চর্ম্মের শিথিলতা ও কেশের শুভ্রতা প্রকাশ পায়। রক্তগত হইলে কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, রক্তপিত্ত, এবং ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয়। মাংসগত হইলে অধিমাংস, মাংসার্ব্বুদ, অর্শঃ, অধিজিহ্ব ও উপজিহ্ব প্রভৃতি রোগ জন্মে। মেদোগত হইলে গ্রন্থি, কোষ-বৃদ্ধি, মধুমেহ, স্থূলতা ও অত্যন্ত ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। অস্থিগত হইলে, অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতে বেদনা ও কুনখ প্রভৃতি পীড়া জন্মে। মজ্জাগত হইলে অন্ধকার দর্শন, ভ্রম, মূর্চ্ছা, সন্ধিস্থানে ভারবোধ এবং নেত্রাভিষ্যন্দ রোগ উৎপন্ন হয়। শুক্রগত হইলে ক্লীবতা, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি শুক্রসম্বন্ধীয় পীড়া প্রকাশিত হয়। ইহা ভিন্ন, হীনবীর্য্য বিষদ্বারা অনেককে উন্মাদরোগগ্রস্ত হইতেও দেখা যায়।

শরীরস্থ দূষিত বিষ শীতলবায়ুপ্রবাহকালে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অধিকতর কুপিত হয়; তৎকালে প্রথমতঃ অধিক নিদ্রা, শারীরিক গুরুতা ও শিথিলতা, জৃম্ভা, রোমাঞ্চ ও অঙ্গমর্দ্দ প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়; পরে সুপারীভক্ষণজনিত মত্ততার ন্যায় মত্ততা, অপরিপাক, অরুচি, গাত্রে চাকা চাকা দাগ, মাংসক্ষয়, হস্ত-পদে শোথ, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, শ্বাস, পিপাসা, জ্বর ও উদরবৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণসমূহ লক্ষিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

এইসমস্ত অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রোগের নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা করিতে হইবে। বিশেষতঃ বিষনাশের জন্য আমাশয়গত বিষে তগর-পাদুকার চূর্ণ, মধু ও চিনির সহিত মিশাইয়া লেহন করাইবে। পক্বাশয়গত বিষে পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ও মঞ্জিষ্ঠা—প্রত্যেক সমভাগ গোরোচনার সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য ধাতুগত বিষে, এবং বিষ সর্ব্বদেহগত হইলে, অথবা যে কোন অবস্থায় কফের বেগের আধিক্য থাকিলে, বেড়েলা, গোক্ষুর, চাকুলে, যষ্টিমধু, মৌল-ফুল, তগর-পাদুকা, পিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষার, এইসকল দ্রব্য একত্র মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করাইবে।

দূষী বিষার্থ রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহপান করাইয়া বমন-বিরেচনাদি প্রয়োগ করিবে: তৎপরে পিপুল, জটামাংসী, লোধ, ছোট এলাইচ, সচললবণ, মরিচ, বালা, বড় এলাইচ ও গিরিমাটী, এইসকল দ্রব্যের কাথ, মধুর সহিত পান করাইবে।

এরারুট।—(ARROW ROOT.)

সংজ্ঞা।—ইহা মারাণ্টা এরণ্ডিসেনিমা নামক গুল্মবিশেষের মূল হইতে প্রস্তুত সূক্ষ্ম চূর্ণবিশেষ।

উৎপত্তিস্থান।—ইহা আমেরিকা মহাদেশেই প্রথমে জন্মে; অধুনা যাবতীয় নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশেই উৎপন্ন হইতেছে।

প্রস্তুতকরণ।—মূলগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত চাঁচিয়া ও পরিষ্কৃত জলে ধুইয়া তাহার পর সেই নিস্ত্বক্ মূলগুলি কলে অল্পে অল্পে পেষণ করিয়া বিশুদ্ধ জলে আলোড়ন করিলে জলের তলায় সূক্ষ্ম চূর্ণ জমিতে থাকে। সেই চূর্ণগুলি ছাঁকিয়া লইয়া মৃদুতাপে শুষ্ক করিলেই এরারুট প্রস্তুত হয়।

পরীক্ষা।—বিশুদ্ধ এরারুট-চূর্ণ অঙ্গুলির মধ্যে ধরিয়া মর্দ্দন করিলে চুড়্ চুড়্ শব্দ হইতে থাকে, এবং চূর্ণগুলি বিলেপী বলিয়া গুলি পাকাইয়া যায়।

গুণ।—এরারুট সুপাচ্য ও বলকারক। রোগীমাত্রেই, বিশেষতঃ যাহাদের পেটে কিছু রহে না, তাহাদের পক্ষে হিতকর। ইহাতে যবক্ষারজান নাই; সেইজন্য সহজেই পরিপাক পায়। দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংসের সূপ, প্রভৃতির সহিত ইহা মিশ্রিত করিয়া আহার্য্যরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে সকল শিশুর পাকস্থলীতে শ্বেতসারময় পদার্থ পরিপাক পায় না, তাহাদিগকে এরারুট দেওয়া অনুচিত।

বার্লি। (BARLEY.) যব।

সংজ্ঞা।—যব (হর্ডিয়াম্ হেক্সাটিকন্) নামে প্রসিদ্ধ ওষধির সুপক বীজ হইতে প্রাপ্ত চূর্ণ। জগতের নাতিশীতোষ্ণ সকল দেশেই এই ওষধি উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, ইহাই মানবের আদি খাদ্য। ইহার পর ধান্য উৎপাদিত হইয়া থাকিবে।

গুণ।—পরীক্ষাদ্বারা বার্লিতে নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলি পাওয়া গিয়াছে।

জল	... ...	১৫·০০০ শতকরা।
যবক্ষারজান	...	১২·৯৮১ "
আটার ন্যায় পদার্থ	.	৬·৭৪৪ "
শর্করা	... ...	৩·২০০ "
শ্বেতসার	... ...	৫০·৯০৫ "
বসা	... ...	২·১৭০ "

বার্লি—সুপথ্য, বলকারক, শীতল, মলরোধক ইত্যাদি। (যব দ্রষ্টব্য।)

কাফি (COFFEE.) কাওয়া।

সংজ্ঞা।—ইহা কফিয়া য়্যারেবিকা নামক বৃক্ষের বীজ।

উৎপত্তি।—আফ্রিকার অন্তর্গত এবিসিনিয়া নামক দেশেই কাফির আদি জন্মস্থান। তথা হইতে ইহা আরবে, আরব হইতে তুরস্কে, তুরস্ক হইতে

গ্রীসে, এবং গ্রীস হইতে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে নীত হয়। ইহার চাষ এখন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই চলিতেছে।

প্রকৃতি।—কাফি-বৃক্ষগুলি ১৮ হইতে ২০ ফুট উচ্চ, পাতাগুলি জামরুলের পাতার মত। পাতা চিরহরিৎ অর্থাৎ কখনও শুকাইয়া বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়ে না। পুষ্পগুলি দেখিতে শাদা ধপ্‌ধপে, সুরভি ও মনোহর। পত্রাবলীর মধ্যে মধ্যে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল ফুটিয়া থাকে। ফলগুলি দেখিতে বুনো কুলের মত; পাকিলে গভীর লালবর্ণ ধারণ করে। এক একটী ফলে ছোলার মত দ্বিদলবিশিষ্ট বীজ। বীজগুলি নীলাভ বা হরিদাভ, নরম অথচ চিম্‌সে। এই বীজে পানীয় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইতিহাস।—এবিসিনিয়া দেশে কাফি অতি প্রাচীনকাল হইতে পানীয়-রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আরবীয় মুসলমানগণ ইহার নিদ্রানাশিনী শক্তির পরিচয় পাইয়া, নৈশ-ভজনের সহায়তালাভের নিমিত্ত প্রচুরপরিমাণে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। কোরাণে কিন্তু ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। তথাপি চীনাদের মধ্যে যেমন চা আরবীয়দিগের মধ্যে কাওয়া সেইরূপ অত্যধিক পরিমাণে সেবিত হইয়া থাকে। ষোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে কনষ্টান্তিনোপল নগরে কাফির দোকান স্থাপিত হয়। তাহার কিছুদিন পরেই উক্ত কাওয়ার ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল; কিন্তু কাওয়াসেবীরা প্রায়ই মস্‌জিদে যাইত না। সেইজন্য মুসলমান যাজকগণ বড় গোলমাল করিতে লাগিল এবং সম্রাট কাওয়া-ব্যবসায়ের উপর অত্যধিক পরিমাণে শুল্ক নির্দ্ধারণ করিলেন। তাহাতেও কাওয়ার কাট্‌তি কমিল না। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে পাস্কুয়া রোমী নামক জনৈক গ্রীক তুরস্ক হইতে যাইয়া লণ্ডন নগরে কাফির একখানি দোকান খুলে। ইহাই ইংলণ্ডের আদি প্রচলন।

গুণ।—কাফিতে কোফন নামে একটী ক্ষার-পদার্থ আছে; তাহার উপরই ইহার সমস্ত শক্তি নির্ভর করে। ইহা উত্তেজক, স্নায়ুবিধানের উপর ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সেবন করিলে, সুরাপানের ন্যায় মনোমধ্যে একটী প্রীতি ও প্রফুল্লতার উদয় হয়; কিন্তু সুরাপানের পরিণামে যেমন অবসাদ বা স্তৈমিত্য ঘটে, ইহাতে সেরূপ ঘটে না। ইহার উৎফুল্লতার আদ্যন্ত সমান। ইহাতে নাড়ীর ক্ষমতাবৃদ্ধি হয়, শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূরে যায়, এবং

অতি কঠোর পরিশ্রমেও পৈশিক বলকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়। দারুণ শীতে ইহা একটী উৎকৃষ্ট পানীয়। সেইজন্য উত্তরকেন্দ্রস্থিত অনন্তহিমানীর মধ্যেও কাওয়া সেবনে অশেষ উপকার পাওয়া যায়। নিদ্রালু ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে হিতকর।

প্রকরণ।—চায়ের মত গরমজলে কাওয়ার ফাণ্ট্ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাদি মিশাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহার সৌরভ বেশ মনোরম। কাফি হইতে একপ্রকার উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল পাওয়া যায়।

কোকোয়া ও কেকেও। (COCOA.)

সংজ্ঞা।—ইহা থিয়োব্রোমাজাতায় বৃক্ষের বীজ হইতে প্রস্তুত প্রসিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের নাম।

উৎপত্তিস্থান।—আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো দেশই ইহার আদি জন্মভূমি। মেক্সিকো ছাড়া কোকোয়া বৃক্ষ এখন হণ্ডিউরস, গুয়াটিমালা, নিকারেগুয়া, ব্রেজিল, পেরু, ইউকেডর, নিউগ্র্যানেডা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রকৃতি।—কোকোয়া গাছগুলি ছোট; কচিৎ ১৬ বা ১৮ ফুটের উর্দ্ধে বাড়িতে দেখা যায়। পাতাগুলি বৃহৎ ও মসৃণ;—দেখিতে এতদ্দেশীয় চাল্তে-পাতার ন্যায়। ফুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে স্কন্ধে কিংবা শাখায় উৎপন্ন হয়। এক এক গুচ্ছে এক একটী ফল ফলে। ফল দেখিতে ঠিক ঢেঁড়শ ফলের মত, কিন্তু তত লম্বা ও সরু নহে। অপিচ ফলের গা বেশ তেলা ও ছাল পুরু। ফলকোষের ভিতরে বীজগুলি পাঁচটী স্তরে সজ্জিত। এই বীজ হইতেই প্রসিদ্ধ চকোলেট্ প্রস্তুত হয়।

গুণ।—কোকোয়া-বীজের ফাণ্ট ও কাথ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। ইহাতে থিয়োব্রোমিন্ নামে একপ্রকার ক্ষারদ্রব্য পাওয়া যায়, তাহারই উপর ইহার সমস্ত শক্তি নির্ভর করে। ইহার গুণ অনেকটা চা ও কাওয়ার মত। তবে প্রভেদ এই যে, শেষোক্ত দুইটী পদার্থের পানীয়ে কেবল উত্তেজনা হয়, কিন্তু প্রকৃত বলাধান হয় না; কোকোয়ার পানীয়ে কেবল উত্তেজনা ও পুষ্টি দুইটী উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়া থাকে। কোকোয়াতে তৈলময় পদার্থের পরিমাণ অনেক অধিক। ইহাতে পরপৃষ্ঠায় লিখিত পদার্থগুলি বিদ্যমান।

চর্ব্বি (কোকো মাখন)	... ...	৫২.০০
যবক্ষারজানবহুল পদার্থসমূহ	....	২০.০০
শ্বেতসার	... ...	১০.০০
লবণ-পদার্থ	.. ...	৪.৯০
জল	... ...	১০.০০
অন্যান্য পদার্থ	... ...	৪.০০

সাগু। (SAGO.)

সংজ্ঞা।—সিট্রিক্সিলন্ রাম্ফিয়াই নামক তালজাতীয় বৃক্ষের মজ্জাস্থিত শ্বেতসারময় পদার্থ হইতে প্রস্তুত দানাবৎ পদার্থ। ইহা আহার্য্য ও পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

উৎপত্তিস্থান।—ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে ও বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে ঐসকল তালজাতীয় বৃক্ষ প্রভূতপরিমাণে উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতি।—নিম্ন জলাভূমিতে সাগুগাছ অধিক জন্মে। ইহা ১০ হাতের অধিক উচ্চ হয় না। ১৫ বৎসর বয়সে বৃক্ষগুলি পরিপক্কতা লাভ করে। সেই সময়ে ইহাদের ফল পাকিয়া উঠে, এবং ফল পাকিলেই গাছগুলি মরিয়া যায়। সেইসময়ে গাছের গুঁড়ি কাটিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ শ্বেতবর্ণ মজ্জা খুলিয়া লইয়া গুঁড়া করা হয়। তাহার পর সেই চূর্ণগুলি জলে ভিজাইয়া, সূক্ষ্ম চালুনীতে চালিয়া লওয়া হয়। দুই তিনবার পরিষ্কৃত জলে ধৌত করিলেই সাগু ব্যবহারের উপযোগী হইয়া থাকে। দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ সাগুদানার পিষ্টক ও ইহার সূপ প্রস্তুত করিয়া সেবন করেন। সাগু সুপাচ্য, পুষ্টিকর ও হৃদ্য। ইহা অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময় ও জ্বররোগে হিতকর।

চা। (TEA.)

সংজ্ঞা।—ইহা থিয়া-সাইনেন্‌সিস্ থিয়া-আসামিকা প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষের শুষ্ক-পত্রাবলী হইতে প্রস্তুত পানীয় পদার্থ। বর্ত্তমানযুগে ইহা সভ্যজগতের প্রায় অর্দ্ধাংশে প্রচলিত হইয়াছে।

উৎপত্তিস্থান।—সচরাচর দুইটী স্থান চা-বৃক্ষের আদি উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, আসামেই ইহা প্রথম উদ্ভুত হইয়াছিল; তথা হইতে চীনদেশে নীত হয়। কেহ কেহ বলেন, চীনদেশেই ইহার আদি জন্মভূমি। চীনদেশের অতি প্রাচীন—এমন কি খ্রীষ্ট জন্মিবার বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাসেও চা'র উল্লেখ দেখা যায়।

ইতিহাস।—ঠিক কোন্ দেশে যে চা' সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হয়, অদ্যাপি তাহা অভ্রান্তরূপে নিরূপিত হয় নাই। চীনদেশে এ সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে যে, বোধীধর্ম্ম নামক জনৈক বৌদ্ধপরিব্রাজক ভারত হইতে চীনদেশে চা' লইয়া গিয়াছিলেন। চীন হইতে জাপানে এবং তৎপরে ভারতের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে এবং ওলন্দাজগণ কর্ত্তৃক হলণ্ড ও যবদ্বীপে চা' নীত হইয়াছিল।

প্রকৃতি।—চা' বৃক্ষ সচরাচর ৫ পাঁচ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। ইহা ঘন-পত্রাবলীতে আচ্ছন্ন। পত্রগুলি অনেকটা তেজপত্রের ন্যায়, কিন্তু অধিক প্রশস্ত ও শিরাবিশিষ্ট। ফুলগুলি শাদা, সামান্য সুরভি। ফলগুলি গোল সুপারীর মত; তন্মধ্যে পদ্মবীজের ন্যায় বীজ থাকে।

প্রস্তুতকরণ।—বৃক্ষের কচি পাতাগুলি তুলিয়া শুকাইয়া, তাহার পর যন্ত্রের সাহায্যে পাতাগুলি গুটাইয়া লওয়া হয়।

গুণ।—চা' ক্লান্তি ও শ্রান্তিনাশক, উত্তেজক এবং চিত্তের শান্তিবিধায়ক। ইহা আলস্য ও নিদ্রালুতা দূর করে, চিত্ত উৎফুল্ল করিয়া তুলে; নিয়মিত ও পরিমিতরূপে সেবন করিলে ইহার কোনরূপ অহিতকর প্রতিক্রিয়া হয় না। পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উৎকট শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পর চা' বড়ই হিতকর। ইহা ক্লান্তি দূর করিয়া মন ও শরীরকে প্রকৃতিস্থ করে। তাহার পরিণামফলরূপে অবসাদ কখনই উপস্থিত হয় না। স্নায়বিক শিরঃপীড়ায় চা' একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অধিক পরিমাণে চা' সেবন করিলে মস্তিষ্কের উগ্রতা, অনিদ্রা ও স্নায়বিক উগ্রতা উৎপাদন করে। ইহাতে ট্যানিন্ নামে বীর্য্য আছে; অধিক চা' সেবনে তাহা শরীরের নিঃস্রাব্য পদার্থসকলের স্বাধীন নির্গমে বাধা দিয়া থাকে, তাহাতে লালা প্রয়োজনমত নিঃসৃত হয় না, পরিপাকশক্তি কমিয়া যায়, এবং অন্ত্রের ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন, পরিণামে হস্তকম্প ও শিরঃকম্প প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়।

কোপি। (CABBAGE.)

সংজ্ঞা।—ইহা স্বনামপ্রসিদ্ধ শাক ও পুষ্পাদির নাম।

উৎপত্তিস্থান।—ভূমধ্যসাগরতীরে অতি প্রাচীনকাল হইতে কোপি আপনা হইতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ক্রমে লোক ইহার স্বাদ পাইয়া ক্ষেত্রে ও বাগানে ইহার চাষ করিতে আরম্ভ করে। এখন জগতের সর্ব্বত্রই বাঁধা, ফুল ও ওল-কোপি পাওয়া যায়। ভারতে ইহা পর্ত্তুগিজগণ কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল।

কোপিতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পদার্থ পাওয়া যায়:—

জল	৯৩·৪
য়্যালবিউমেন	১·৮
শ্বেতসার	৩·৩
অন্যান্য পদার্থ	১·৫

চলিত নামানুসারে সূচীপত্র।

ল।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।